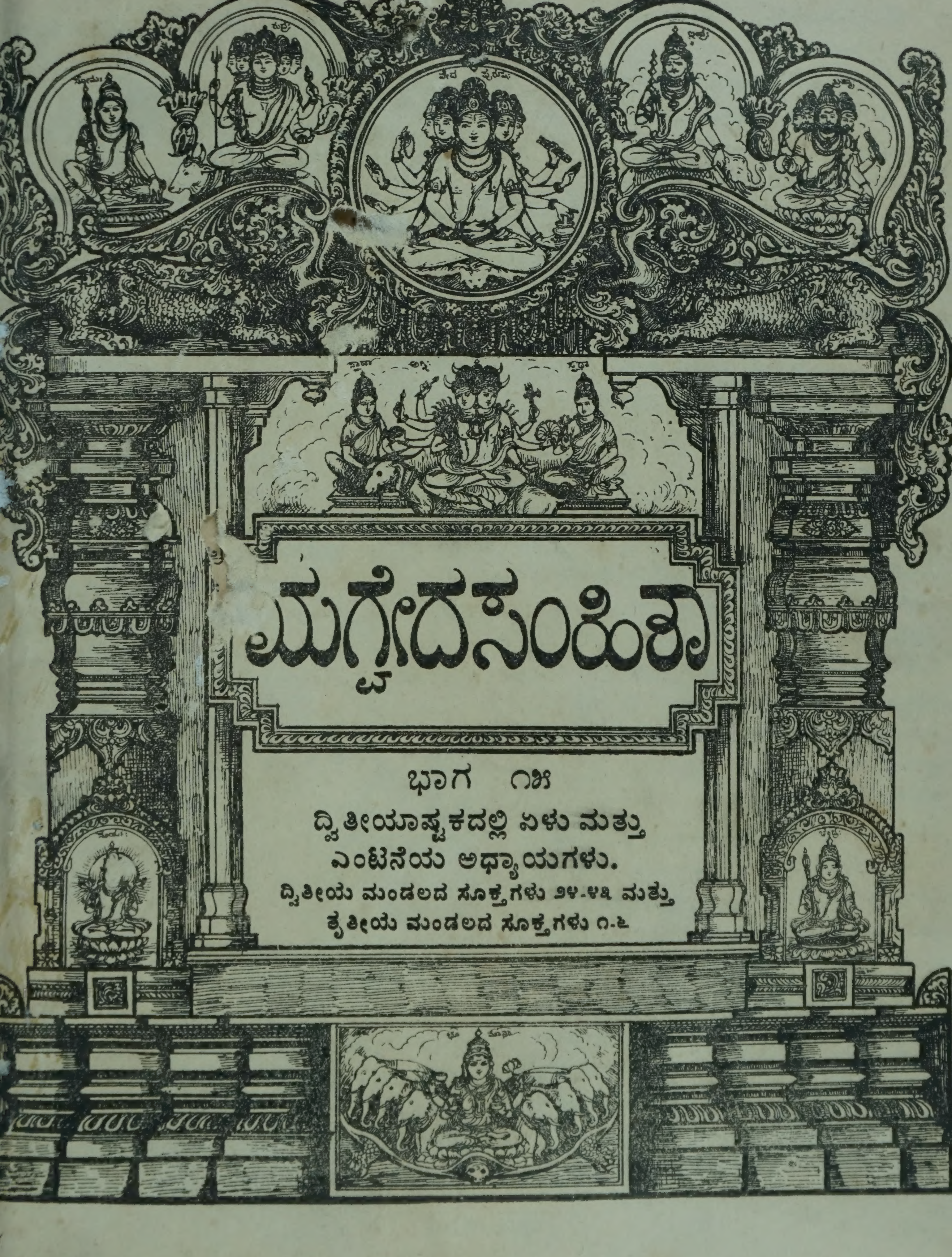


ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ

ಭಾಗ ೧೫

ದ್ವಿತೀಯಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು
ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು.

ದ್ವಿತೀಯ ಮಂಡಲದ ಸೂಕ್ತಗಳು ೨೪-೪೩ ಮತ್ತು
ತೃತೀಯ ಮಂಡಲದ ಸೂಕ್ತಗಳು ೧-೬

মাতৃপদং সপ্তমাতৃপরম্ ॥ ইতি সদ্‌গুরুসিদ্ধানন্দগিরিজ্ঞানবান্ । তারানিগমাদিদর্শনাৎ ।

শক্যতে যস্য বৈ দাতুং স্বযোষাং ভক্তবৎসলাম্ । তদা যোষাং সমানীয় হনেষাং সাধয়েদ্ধ্রুবম্ । স এব সাধকশ্রেষ্ঠোনির্বিকল্পায় নিশ্চয়ম্ । সাধকেভ্যঃ প্রদীয়েত তদাগ্যাং পরিগৃহ্যতে । ন দাতুং শক্যতে যস্য স্বযোষাং দেববৎসলঃ । নটীং স তাং সমানীয় সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ । স্বযোষাং দীয়তে যস্য চক্রমধ্যে তু সাধকঃ । গুরুভাঃ সাধকেভ্যশ্চ তস্য শীর্ষে বসাম্যহম্ । সর্ব্বসিদ্ধিস্তস্য দেব চক্ষুষোস্তস্য গোচরা ॥ ইত্যাদি তারানিগমাদিচীনাস্তম্ ।

অথ বিদ্যা বক্ষ্যতে । তারকত্বাৎ সদা তারা তস্য ভেদবিভেদতঃ । আদ্যাকল্পে মুক্তকেশী রুদ্রস্তত্র জটা স্বয়ম্ । অস্মাচ্চৈকজটা প্রোক্তা মন্ত্রশ্চাস্যানিরূপ্যতে । বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলা যতঃ । অতস্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ । ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ । তত্তদুদ্ধারিতং তেন শিবেন গুরুণা স্বয়ম্ । লজ্জাবীজং বধূবীজং কূর্চ্চবীজমতঃপরম্ । অস্ত্রান্তমনুনা খ্যাতম্ পঞ্চরশ্মিস্বরূপকম্ ॥ ইতি চৈকজটাবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা । সর্ব্বশাস্ত্রে গোচরা চ কামিনী সিদ্ধিদায়িনী । মহাপাতকলক্ষেণ ক্ষিতৌ যদি চ মানবঃ । এতস্য শ্রবণাদ্দেবি জীবন্মুক্তোভবেদ্ধ্রুবম্ । শ্রীতারা নৈব দাতব্যা ভূমিস্বর্গরসাতলে । যদি প্রদীয়তে দেবীং নিরয়ে পচ্যতে ধ্রুবম্ । জ্যেষ্ঠপুত্রায় শান্তায় স্বরূপজ্ঞানশালিনে । শূদ্রোঽপি যদি মোহেন আরাধয়তি শ্রীযুতাম্ । তারকাদ্যাং মহাবিদ্যাং পতনস্তু সুনিশ্চিতম্ । স্ত্রীণাঞ্চাপি বরারোহে নিষিদ্ধং সর্ব্বদৈব হি । আদৌ স্ত্রী একজটা উদ্ধারিতা ততঃ শ্রীতারা নোক্তা সর্ব্বত্র দোষশ্রবণাৎ ॥ স্বীয়মর্ম্মস্বাচ্চ ॥ শ্রীবীজাদ্যা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী । বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী । পঞ্চরশ্মির্ম্মহাবিদ্যা লভ্যতে যদি ভাগ্যতঃ । তস্য ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব শঙ্কর ॥ ইত্যেকজটাদেব্যাঃ শক্তিসিদ্ধিমন্ত্রম্ ।

লজ্জাদ্যা চাপরা চাসৌ ভোগমোক্ষপ্রদায়িকা । সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরং মন্ত্রৎ মহাসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । এতস্যা গায়ত্রী । তারায়ৈ বিদ্মহে মোক্ষদায়ৈ ধীমহি তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ । ইতি তারামন্ত্রগায়ত্রী ।

কামাখ্যা চাপরা বিদ্যা কামতারা প্রকীর্ত্তিতা । ভোগমোক্ষপ্রদা দেবী সর্ব্বশাস্ত্রে প্রপূজিতা ॥ ইতি কামতারামন্ত্রঃ । অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব । কামাখ্যায়ৈ বিদ্মহে কুলকৌলিন্যৈ ধীমহি । তন্নঃ শ্যামে প্রচোদয়াৎ ॥ ইতি একজটাভেদঃ ।

অথোগ্রতারা । কূর্চ্চাদ্যা পঞ্চরশ্মির্যা বিদ্যা খ্যাতা মহীতলে । উগ্রতারা সমাখ্যাতা স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে । অস্যাস্তু স্মরণা[illegible] সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ভোগমোক্ষপ্রদা দেবী সর্ব্বতন্ত্রে[illegible] পূজিতা ॥ অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব । উগ্রতারে ধীমহি সিদ্ধিসারে[illegible] বিদ্মহে তন্নোনীলে প্রচোদয়াৎ ॥ ইত্যুগ্রতারাগায়ত্রী ।

তত্রৈব মন্ত্রঃ । বধূলজ্জা ততঃ কূর্চ্চং অস্ত্রান্তোঽয়ং মহামন্ত্রঃ । শম্ভুপত্নী সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা । অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব । ওঁ শম্ভুপত্ন্যৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ ॥

আদৌ কূর্চ্চং ততোলজ্জা বধূবীজমতঃপরম্ । ফড়ন্তশ্চ মহা[illegible] মন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রশুভাবহঃ । মহাকালপ্রিয়া দেবী ভোজ্যমোক্ষপ্রদা[illegible]য়িনী । হুং হ্রীং স্ত্রীং ফট্ ॥ এতস্যা গায়ত্রী । ওঁ তারকায়ৈ বিদ্মহে মহাকালপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তি প্রচোদয়াৎ ॥ ইতি মহাকালপ্রিয়াগায়ত্রীমন্ত্রঃ ।

অথ নীলসরস্বত্যাঃ প্রকরণম্ । তারাদ্যেকজটামন্ত্রোনীল[illegible]বাণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ । যস্যাস্তু স্মরণাৎ সম্যগ্ বাগীশত্বং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ অস্যা গায়ত্রী । ওঁ নীলসরস্বত্যৈ ধীমহি শ্রীতারায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ ॥ বাগ্‌ভবাদ্যা চৈকজটা মহ[illegible] নীলসরস্বতী । অস্যাশ্চ স্মরণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ । অস্যা গায়ত্রী । তৃতীয়সন্ধ্যায়াং লিখিতা । উগ্রতারাসন্ধ্যায়াং গায়ত্রী শ্রুতা ॥

অথ কুল্লুকাপ্রকরণম্ । সা কুল্লুকা বিদ্যা মন্ত্রস্থ । সর্ব্ব[illegible] প্রয়োগে পদ্মাবতী চ । লজ্জাবধূকূর্চ্চবীজপ্রয়োগঃ সিদ্ধিদায়কঃ । কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা । প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত[illegible] পদ্মে পদ্মে পদং ততঃ । মহাপদ্মে পদং প্রোচ্য পদ্মাবতী পদ[illegible] ততঃ । মায়ে স্বাহা মহামন্ত্রঃ প্রয়োগঃ সিদ্ধিদায়কঃ । অ[illegible] শাস্ত্রে মায়ে ইতি শ্রবণাল্লজ্জাদ্বয়ম্ । অত্র যে সম্বোধনান্তমায়া[illegible] শব্দং বদন্তি তে ম্লেচ্ছাঃ । তারানিগমে । পদ্মাবতীপ্রকরণে[illegible] তারং পদ্মে চ পদ্মে চ মহাপদ্মে ততঃপরম্ । পদ্মাবতী তত[illegible] লজ্জাদ্বয়ং স্বাহা ততোমন্ত্রঃ । তারকত্বাৎ সদা তারা যা কা[illegible] সৈব নিশ্চিতা । বহবোঽস্যাশ্চ মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্ব্বতন্ত্রাগমাদিষু । শ[illegible] সিদ্ধামহাবিদ্যাঃ সারাৎসারতরাঃ স্মৃতাঃ । অষ্টৌ বিদ্যাসমে[illegible] নাস্তি ভূতলে সিদ্ধিদোমন্ত্রঃ । এতাসাং সর্ব্বমন্ত্রাণাং দেবত[illegible] স্ত্রিতয়াঃ স্মৃতাঃ । আদ্যা চৈকজটা প্রোক্তা দ্বিতীয়া চোগ্রতারক[illegible] তৃতীয়া নীলবাণী স্যাদ্ভোগমোক্ষপ্রদা মতা ॥ তত্র একজ[illegible] মন্ত্রোদ্ধারাদেকলক্ষণং লিখিতং সংক্ষেপতঃ । উগ্রাপাত্তা[illegible]

ঃ বিদ্যাৎ সর্ব্বা পূজাদিকা ক্রিয়া। প্রাতঃকৃত্যং তথা স্নানং
ক্যাত্রয়ং শিবঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তারমন্ত্রে লজ্জাবীজং প্রকী-
। বহ্নিজায়ামনুর্যত্র নমস্তত্র প্রকীর্ত্তিতম্। সর্ব্বত্র পূজা-
রাববিশেষা জ্ঞেয়া বিধিঃ। ইতি নীলসরস্বতীসন্ধ্যা।
তো দেব্যামন্থং বক্ষ্যে তারায়াশ্চ সদাশিবে। যস্য বিজ্ঞান-
জীবন্মুক্তোভবেন্নরঃ ॥

থ বীজকোষো মহানীলতারানিগমাদৌ। ব্রহ্মা পৃথ্বী বাম-
চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতম্। কামবীজং সমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যজয়-
ম্। ক্ষান্তরেফসমাযুক্তং বামনেত্রং সচন্দ্রকম্। লজ্জাবীজ-
খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। ষষ্ঠস্বরসমোপেতং হকারং
শুকম্। কূর্চ্চবীজমিতিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
দ্বিতীয়ঞ্চ টবর্গস্যাদ্যমেব চ। সর্ব্বরক্ষাকরং মন্ত্রং অস্ত্র-
প্রকীর্ত্তিতম্। চন্দ্রখণ্ডসমোপেতং দ্বাদশস্বরমীরিতম্। বাগ্-
ভচ্চ বিজ্ঞেয়ং বাচঃসিদ্ধিপ্রদায়কম্। ত্রয়োদশস্বরং দেবি
গুবিভূষিতম্। তারাং প্রণবমিত্যুক্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
রসংযুক্তং হকারং বর্ম্মবীজকম্। জলোঽগ্নির্ব্বিন্দুসংযুক্তং
স্বরান্বিতম্। অঙ্কুশং বীজমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যং শুভ-
ম্। নাদিভান্তং বিসর্গান্তং হ্রবীজং পরিকীর্ত্তিতম্। হান্তং
তুর্থঞ্চ দ্বিতীয়স্বরসংযুতম্। তদাদ্যঞ্চ হকারঞ্চ বহ্নিজায়া
র্ত্তিতম্। ব্রহ্মাগ্নির্ব্বামনেত্রান্তং দ্বিজরাজসমন্বিতম্। বধূবীজ-
খ্যাতং বধূরিব যশস্বিনী। বালস্থং বন্দভস্থঞ্চ দাসস্থং শুরু-
। মাতা ন গোপয়েদ্বাক্যং বালকেভ্যঃ কদাচন। তস্মাত্তৎ
ং নাথ যদ্যহং দেবদুর্ল্লভম্। তারামন্ত্রং মহাদেব বস্থসিদ্ধি-
কম্। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বী। ভৈরবী
া চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। ধূমাবতী চ বগলা মহাবিদ্যাঃ
র্ত্তিতাঃ ॥

তাসাং শ্রবণাদেব সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ। বিষ্ণুবিদ্যাদেব-
শিববিদ্যাবিভেদতঃ। শক্তিবিদ্যাপ্রকারেণ নো বিদ্যা
সুতাঃ। সত্যাদৌ ত্রিযুগান্তঞ্চ বিদ্যা জাগর্ত্তি এব চ। কলৌ
কালী চ কলৌ জাগর্ত্তি পন্নগী। কলৌ কালী কলৌ
কলৌ গোপালকালিকা। কালী তারা মহাবিদ্যা মহাসিদ্ধি-
নী। মহাবিদ্যাস্থ সর্ব্বাস্থ কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা। সর্ব্ববিদ্যা-
বি কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা। কালিকা তারকা বিদ্যা সর্ব্বা-
মস্থতা। তয়োর্যজনমাত্রেণ সিদ্ধঃ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ।
লী তথা তারা তথা নীলসরস্বতী। সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা
ত্রিপুরসুন্দরী। অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাধয়ে-
ন্নরঃ। ত্রিলোকে স তু সংপূজ্যঃ স্যাত্তারাস্থতএব সঃ। ভেদং
কৃত্বা যদা মন্ত্রী সাধয়েদত্র সাধনম্। ন তস্য নিস্কৃতির্দ্দেবি নিরয়ে
পচ্যতে হি সঃ। এতাসাং সাধনেনৈব প্রায়শো নাস্তি নিত্যশঃ।
কেবলাং ভক্তিমাস্থায় চতুর্ব্বর্গং লভেৎ করে। ত্রিপুরা চ মহা-
বিদ্যা বহুসাধনসিদ্ধিদা। যস্যাঃ প্রসাদাম্মন্ত্রেণ ভোগোমোক্ষশ্চ
জায়তে ॥ ৩ ॥

কালিকা তারকা বিদ্যা কলৌ সিদ্ধিসমৃদ্ধিদা। দুঃখং বিনা
প্রসীদেতাং কলৌ জাগরণাত্মিকা। ন বা প্রয়োগবাহুল্যং ন্যাস-
জালাদিকেন চ। ন তত্র পশ্বাচারঃ স্যাত্তস্যাং তৎসাধনং শুভম্।
কালিকাসাধনং দেবি মৎকৃতে কালিকার্চ্চনে। রাজতে তদ্ধি
তত্রৈব প্রবুধ্য সাধনঞ্চরেৎ। অস্যা মূর্ত্তির্দ্বিতীয়া যা সৃষ্টিমূলে
ব্যবস্থিতা। সাধনঞ্চ এতস্যাশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্। ধনং ধান্যং
শুভং (স্থতং) জায়াং ভোগং মোক্ষস্তথৈব চ। অচিরাল্লভতে
বাণীং যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। নাধীত্যচ্ছন্দঃশাস্ত্রাণি বিনালাপং
কবেরপি। গদ্যপদ্যময়ী বাণী বক্ত্রে তস্য প্রজায়তে। অণিমা
লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। অদর্শনং স্থৌল্যরূপং
বহ্নিস্তম্ভং জলস্য চ। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভূতানাং স্তম্ভকাবিভুরেব সঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিস্তথা সিদ্ধিঃ পুরাণাগমসিদ্ধিভাক্। উপচারবিশেষেণ
রাজপত্নীং বশং নয়েৎ। চতুঃষষ্টিপ্রকারেণ সিদ্ধিরাকাশগামিনী।
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা। সিদ্ধয়ঃ সন্তি
যত্রাপি তদানীয় প্রদীয়তে। যদি সাধয়িতুং দেবি শক্যতে
তারকাকুলে। তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি সর্ব্বদা কুলমণ্ডলে। কুলা-
চারবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ। ব্রহ্মঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ গুরু-
যোষাগতশ্চ যঃ। কন্যাগতঃ স্নুষাগশ্চ ব্রাহ্মণীগোগবীগতঃ।
হিংসাবান্ সর্ব্বজন্তূনাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পৃথিব্যারেতসাং
পাতঃ শিবপূজাবহির্মুখঃ। শৃণু বৎস মহাদেব মহাপাতকিনো-
যথা। এতেভ্যোমুচ্যতে দেব তারামন্ত্রশ্রুতোযদি। সর্ব্বপাপৈ-
র্ব্বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বপাপযুতোঽপি সঃ। কুলদীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন
চ সদ্গতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তারায়াদেশিকোনরঃ। কুলা-
চারবিহীনশ্চেৎ সর্ব্বপাপৈরবাপ্যতে। কুলাচাররতোযস্তু তর্প-
য়েৎ কুলদেবতাম্। নিত্যং শ্রীতারকাং দেবীং তস্য সিদ্ধিঃ করে
স্থিতা। আচারজ্ঞানবান্ যশ্চ ক্রিয়তে ন কুলক্রিয়া। পচ্যতে
নরকে ঘোরে কল্পকোটিশতৈরপি। পরদাররতোযশ্চ চক্রমধ্যে
ভবেন্নরঃ। শুনীবিষ্ঠাক্রমিভূর্ত্বা তিষ্ঠেৎ কল্পাযুতং ভুবি। সাধনঞ্চ
সমাসাদ্য পরযোষারতোভবেৎ। মাতুর্যোনিং পরিত্যজ্য বিহ-
রেৎ সর্ব্বযোনিষু। নির্ব্বিকারোনির্ব্বিকল্পোভবেৎ সাধকসত্তমঃ।

দয়াৎ॥ ইতি তারানিগমাদিনানাগ্রন্থসম্মতা গায়ত্রী জপ্তব্যা। তত্র সামান্যাদৌ জপ্ত্বা দশধা সাধকোত্তমঃ। বিশেষিকাং জপেদ্বিদ্যাং গায়ত্রীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। শতং বা বিশতিং বাপি যোজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বয়ং তারাপুরে বসেৎ। গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নীঘ্নশ্চ যো নরঃ। গুরুতল্পরতোবাপি সুরায়াং বা গতো যদি। এতৈঃ পাপৈর্ব্বিমুচ্যেত সত্যং সত্যং সদাশিব। কুমারীগমনাদ্দোষো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ততশ্চ মুচ্যতে লোকো গায়ত্রীস্মরণাদপি। গায়ত্র্যা আগমোক্তায়াঃ শতমাত্রাজপাদপি। এতৈঃ পাপৈর্বিমুচ্যেত সত্যং সত্যং সুরেশ্বর। এতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তেশ্চ বিশেষস্মরণাদপি। তস্মান্নিগদিতা বিদ্যা জপ্তব্যা সিদ্ধিমিচ্ছতা। কূর্চবীজং সমুদ্ধৃত্য ভগবত্যেকজটে ততঃ। বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে চ ধীমহীতি ততঃ পরম্। তন্নস্তারে ততোজপ্ত্বা ততো গদ্যং প্রচোদয়াৎ। হুঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ॥ ইতি শতং বিংশতিং বা জপ্ত্বা সমাপ্য মূলমষ্টোত্তরশতং জপেৎ। গায়ত্রীং পরিজপ্যাথ মূলমন্ত্রং জপেন্ন চ। সা সন্ধ্যা নিষ্ফলা জ্ঞেয়াপ্যভিচারায় কল্পতে। প্রাতঃসন্ধ্যাবিহীনশ্চ ন চ স্নানফলং লভেৎ। মধ্যাহ্নসন্ধ্যাহীনশ্চ ন পূজাফলমাপ্নুয়াৎ। সায়ং সন্ধ্যাবিহীনস্তু জপবিঘ্নঃ সদা ভবেৎ। তস্মাৎ সুন্দরি তত্ত্বজ্ঞঃ সন্ধ্যাত্রয়মুপাচরেৎ। প্রাতর্ন তর্পণং কার্য্যং ন চ সায়ং বিশেষতঃ। মধ্যাহ্নে তর্পণং কৃত্বা যথোক্তফলবান্ ভবেৎ। অর্ঘ্যহীনা তু যা সন্ধ্যা শোকদুঃখপ্রদা মতা। অর্ঘ্যং ত্রিসন্ধ্যং দেয়ঞ্চ অন্যথা নিষ্ফলোজপঃ। সমস্তাপি চ গায়ত্রী সত্যং সত্যং বরাননে। ততঃ সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ স্বহৃদয়ে নয়েৎ। প্রণম্য চ পূজাঞ্চরেৎ। ইত্যেবং সন্ধ্যা শ্রীমদেকজটাবিষয়া ইতি।

অথোগ্রতারাসন্ধ্যা। মূলেন ত্রির্জ্জলং দেবতায়ৈ দত্ত্বা বামহস্তে জলং পূর্ব্ববদাচ্ছাদনম্। জপাঘমর্ষণং চ ততস্তথাচমনম্। ততোমূলমুচ্চার্য্য শ্রীমদুগ্রতারাং দেবীং তর্পয়ামি নমঃ। ইতি ত্রিঃ ততঃ ওঁ হ্রীঁ হং সঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইতি গায়ত্র্যা সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীমদুগ্রতারায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নম ইতি ত্রিঃ॥ ততো গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ। মূলেন ত্রির্জ্জলং দত্ত্বা দেবতায়ৈ বরাননে। ততো দেব্যা প্রকর্ত্তব্যমঘমর্ষণমুত্তমম্। ততঃ স্তত্যাচমনং কুর্য্যাৎ ততঃ স্যাদিষ্টতর্পণম্। অর্ঘ্যং দত্ত্বা চ গায়ত্র্যা ধ্যানং কুর্য্যাচ্চ সাধকঃ। দেবতাতর্পণে চৈব তুষ্টাঃ স্যুগুরুপঙ্ক্তয়ঃ। শরীরেহস্যাস্ততোদেব্যাঃ সন্তি শাশ্বতরাজসাঃ। সর্ব্বসাধারণঞ্চাত্র ধ্যানং সর্ব্বজয়াবহম্। সর্ব্বদেবময়ী যস্মাৎ তারিণী

ত্রিগুণাত্মিকা॥ প্রাতঃ। উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং পুস্তকক্ষা
রাম্বুজাম্। কৃষ্ণাজীনাম্বরীং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতাম্বরে
মধ্যাহ্নে। শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্। গদাপ
ধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥ সায়াহ্নে বরদাং দে
গায়ত্রীং সংস্মরেত্ততঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়া
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ
ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ লজ্জাবীজং সমুদ্ধৃত্য উগ্রতারাপ
ততঃ। সম্বোধনান্তং দেবেশি বিদ্মহে তদনন্তরম্। শ্মশা
বাসিনি পদং ধীমহীতি ততঃ পরম্। তন্নস্তারে সমুদ্ধৃত্য প্রচো
দয়াৎ পদং ততঃ। সম্বোধনান্তং দেবেশি ততঃ স্যাত্তু প্রচো
দয়াৎ। হ্রীঁ উগ্রতারে বিদ্মহে শ্মশানবাসিনি ধীমহি। তন্নস্তা
প্রচোদয়াৎ। ততঃ সামান্যগায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা সমাপ্য বিশে
গায়ত্রীং অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। ততঃ সংহারমুদ্রয়া তত্তে
স্বহৃদয়ে নয়েৎ॥ ইত্যুগ্রতারাসন্ধ্যা। মূলেন জলং সংশো
সূর্য্যাভিমুখং পঞ্চধা জপ্ত্বা জলঞ্চ পঞ্চ দত্ত্বা ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইত
চম্য কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ শ্মশানালয়মধ্যস্থাং চতুবর্গপ্রদায়িনী
মহামেঘপ্রভাং দেবীং নীলপদ্মে বিরাজিতাম্। সর্ব্বাভর
শোভাঢ্যাং লোচনং হরনেত্রতঃ। ইতি পঠিত্বা জলে ষট্কো
বিলিখ্য তীর্থমাবাহ্য তত্রাচমনং কৃত্বা মূলেন ত্রির্জ্জলং ভূ
দত্ত্বা ইত্যঘমর্ষণপর্য্যন্তং ততশ্চৈকজটাবত্তর্পণম্॥ অর্ঘ্যঞ্চ জ
মূলে চ সংশোধ্য পঞ্চধা মূলমন্ত্রকম্। পঞ্চবারং জলং দ
পূজাবচ্চাচমনঞ্চরেৎ। সূর্য্যস্য মণ্ডলং দেবীং ধ্যাত্বা তত্রাচম
ঞ্চরেৎ। ততশ্চৈকজটাবচ্চ সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্তু সাধকঃ। অর্ঘ্যো
গায়ত্র্যা সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেব্যৈ শ্রীনীলসরস্বত্যৈ ইদম
স্বাহা॥ ইতি ত্রিঃ॥ ততোধ্যানং॥ প্রাতঃ। সূর্য্যম
সংলগ্নাং মুক্তাহারবিশোভিতাম্। দ্বিনেত্রাং দ্বিভুজাং দে
চতুর্ব্বক্ত্রাং সরোজজাম্। মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ চতুর্হস্তাঞ্চ দে
বীম্। মুক্তামাণিক্যযুক্তাভির্নানাহারাদিশোভিতাম্।
সিদ্ধিপ্রদাং দেবীং গায়ত্রীং সাধকাগ্রণীঃ। সায়াহ্নে সূর্য্যসং
পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্। মাহেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং জগজ্জ
পালিকাম্। ওঁ নীলসরস্বতী ধীমহি সারদায়ৈ বিদ্মহে তন্নঃ
প্রচোদয়াৎ। তারং পূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য নীলসরস্বতীপদম্। ধী
প্রথমং যোজ্যং সর্ব্বদায়ৈ চ বিদ্মহে। তন্নঃ শিবে পদং
ততো দদ্যাৎ প্রচোদয়াৎ। ততঃ সর্ব্বমেকজটাবৎ॥ তার
চ মহাচীনবিশেষঃ। স্ত্রীণাঞ্চাপি চ শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং
পৃথক্। ব্রাহ্মণেন প্রকর্ত্তব্যং যদ্যদুক্তং হি পুস্তকে।

বৈদিকতান্ত্রিকয়োরৈক্যত্বাৎ তৎপূজনঞ্চ। অতো নদ্যাদৌ গত্বা মজ্জনং কৃত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি শ্রীমত্তারাদেব্যাঃ প্রীতয়েঽস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জলে ত্রিকোণং বিলিখেৎ॥ তারানিগমে। দেব্যাশ্চ প্রীতয়ে স্নানং কর্ত্তব্যং তন্ত্রবেদিভিঃ। তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ জপ্ত্বা মজ্জনপূর্ব্বতঃ। তত্রৈব রুদ্রযামলে চ। যত্র যত্র মহাবিদ্যা * * * উপাসিতা। তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখমুদীরিতম্। দেবত্রিকোণে কর্ত্তব্যং উদ্ধাস্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ তত্র। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইত্যঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য প্রাণায়ামং করাঙ্গষড়ঙ্গে বিন্যস্য দেবীরূপং বিচিন্ত্য আত্মানং তারাময়ং বিভাব্য মূলং শীর্ষে দশধা হৃদি দশধা জলে দশধা জপ্ত্বা ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রং বিলিখ্য ধেনুযোনিমৎস্যাঙ্কুশমুদ্রাঃ সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশধা বারি নিক্ষিপ্য মূলেন মূর্দ্ধানং সপ্তধাভিষিঞ্চেৎ। ততইষ্টদেবতাচরণান্নিঃসৃতজলে উদংমুখঃ স্নাপয়েৎ। তারার্ণবাদৌ। তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ প্রাণায়ামষড়ঙ্গকৌ। দেবীরূপং জলে ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্। শীর্ষে হৃদি জলে জপ্ত্বা দশধা মূলমন্ত্রকম্। জলে ত্রিকোণবৃত্তঞ্চ চতুরস্রং লিখেদ্বুধঃ। অঙ্কুশং ধেনুমুদ্রাঞ্চ যোনিমৎস্যং প্রদর্শয়েৎ। রবৌ রবিজলং দত্ত্বা মূর্দ্ধানং সপ্তধা সিঞ্চেৎ॥ ইতি স্নানং॥

তথাচ মহাচীনমহাতারার্ণবাদৌ। প্রকুর্য্যাদ্বৈদিকস্নানং তান্ত্রিকং তদনন্তরম্। সন্ধ্যাঞ্চ বৈদিকীং কৃত্বা তান্ত্রিকীং স্বরমাচরেৎ। জলে ত্রিকোণং সংলিখ্য তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ। ততেনাচমনং কৃত্বা বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রতঃ। কুশৈঃ সমূলৈরুদকং দদ্যাচ্ছীর্ষে চ সাধকঃ। ততশ্চ ভূমৌ দাতব্যং সপ্তধা সাধকোত্তমঃ। বামহস্তে জলং নীত্বা চাচ্ছাদ্য দক্ষিণেন চ। মন্ত্রং বারত্রয়ং জপ্ত্বা পঞ্চবর্ণান্ জপেত্ততঃ। ক্ষান্তং চন্দ্রসমাযুক্তং সপ্তবর্ণাদ্যমেব চ। বহ্নিবীজং পৃথিব্যাশ্চ বারুণং তদনন্তরম্। হঁ যঁ বঁ লঁ বঁ ইত্যেকজটামন্ত্রৈঃস্বমর্ষণমন্ত্রকম্। মুদ্রয়া স্নাপয়েচ্ছীর্ষং গলিতোদকবিন্দুভিঃ। মুদ্রা তু তত্ত্বমুদ্রা স্যাৎ সন্ধ্যায়াং কুলতর্পণে। তজ্জলং দক্ষহস্তেন বামনাড়ীং প্ররোপয়ন্। অস্ত্রবীজেন মন্ত্রেণ পুরঃ পাষাণবজ্রকে। তারয়েৎ সাধকঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে জ্ঞানসিদ্ধয়ে। কৃষ্ণবর্ণং জলং ধ্যাত্বা পাপেন পুরুষেণ চ। নাড়ীনাং ক্ষালনং কৃত্বা দেহস্য ক্ষালনন্তথা। ততশ্চ তর্পয়েদ্দেবীং অমৃতানন্দরূপিণীম্। দেবান্ঋষীংশ্চ পিতৃংশ্চ গুরুং পরগুরুন্ততঃ। পরমগুরুন্ততঃ ইতি দ্বিপাঠঃ। পরাপরগুরুঞ্চৈব পরমেষ্ঠিগুরুন্ততঃ। ততোমূলং সমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং ততঃপরম্। শ্রীমদেকজটাং পশ্চাৎ তর্পয়ামি ততঃপরম্। প্রকাশশক্তিযুক্তায় ইদমর্ঘ্যমহং দদে। মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ধ্যাত্বা তারাঞ্চৈকজটান্তথা। গায়ত্র্যর্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্চ ত্রয়ং কুসুমসংযুতম্। গায়ত্রীঞ্চ ততোধ্যায়েজ্জপেদ্বিংশতিসংখ্যকম্। জলেঽধোমুখত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁগঙ্গেচেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য। ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ইত্যাচম্য মূলেন কুশেন সপ্তধা শীর্ষে ভূমৌ সপ্তধা দত্ত্বা বামহস্তে জলং নীত্বা দক্ষহস্তেনাচ্ছাদ্য তোজোরূপং জলং ধ্যাত্বা মূলং ত্রিবারং তত্র জপ্ত্বা। হং যং বং লং রং ইতি ত্রিরভিমন্ত্র্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধানং সপ্তধাভ্যুক্ষ্য শেষজলং দক্ষহস্তেনাদায় ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপদং প্রক্ষাল্য তজ্জলং কৃষ্ণবর্ণং ধ্যাত্বা বামকুক্ষিস্থিতং পাপপুরুষেণ সহ পুরঃ কল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি তাড়য়েৎ। ততোহস্তং প্রক্ষাল্য তারাং স্মৃত্বা একৈকাঞ্জলিনা ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি। মূলমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা। ইতি ত্রিঃ ততোদূর্ব্বাক্ষতরক্তপুষ্পসহিতার্ঘ্যং গৃহীত্বা ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীসূর্য্যায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং দদে। ইতি সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যাত্বা গায়ত্রীমুচ্চার্য্য সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেব্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ। ইতি ত্রিঃ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঃ প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যাং তাং বিদ্যুৎপটলভাস্বরাম্। পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাম্। স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরাত্মিকাম্॥ মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকাসূর্য্যমণ্ডলে। কামবীজাত্মিকাং দেবীং অলক্তকরসারুণাম্। প্রসূনবালপুণ্ড্রেক্ষুচাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। পরিস্মৃতা চ মুখ্যাভিঃ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বসেবিতাম্। সায়ন্নে সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিঃ। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঘণ্টিকাবরসন্নিভাম্। তারাসারমতং ধ্যায়েদ্ গায়ত্রীং তারকামনৌ। ত্রিপুরারাবিশেষেণ দেব্যাশ্চৈকজটামনৌ। ইতি তারাসারোক্তশ্রবণাৎ। ত্রিপুরাসুন্দরীবিষয়ে চ গায়ত্র্যা ইদং ধ্যানম্। তথা নীলসরস্বতীতারাদ্যোঃ। তারায়ৈ চ পদং প্রোচ্য বিদ্মহে তদনন্তরম্। মহোগ্রায়ৈ ততো দদ্যাদ্ধীমহীতি ততঃপরম্। তন্নোদেবীতি চোচ্চার্য্য ততোদদ্যাৎ প্রচো-

রক্তশক্তিবামভাগং ত্রিনয়নং বিম্বাধরং শক্তিবদনারবিন্দং সমালোকয়ন্ হৃষ্টমানসং স্বস্তিকাসনস্থং বিভাব্য মানসোপচারৈরারাধ্য ঐঁ ইতি অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেৎ॥ ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ উথায় পশ্চিমে বামে ভাবয়েদ্ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। ভাবয়েৎ স্বগুরুং ততঃ ইতি পাঠান্তরম্। রক্তশক্ত্যা সমাযুক্তং শুক্ররূপং মহেশ্বরম্। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলং গুরুম্। উথায় পশ্চিমে বামে তচ্চৈতন্যং সমাচরেৎ। সর্ব্ববিদ্যাসু সর্ব্বত্র প্রাতঃকৃত্যাদিকর্ম্মসু। ধ্যানযোগে বামহস্তে দক্ষিণং পরিধারয়েৎ। ইতি নানাশাস্ত্রানুকূলপ্রাতঃকৃত্যাদিবচনাৎ। তারাবিষয়ে বৈপরীত্যমিতি॥ তারাগমে। স্বনাভৌ দক্ষিণে হস্তে বামহস্তং প্রদাপয়েৎ। ভাবয়েচ্চ সহস্রারে শ্রীগুরুং শক্তিযুক্তকম্॥ মহানীলেঽপি। তারাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ভাবনাদৌ ব্যতিক্রমঃ। স্বনাভৌ পাণ্যোর্যোগশ্চ ভূতশুদ্ধ্যাদিকে শিব। সহস্রারে মহাপদ্মে ইন্দুকুন্দসমপ্রভং। রক্তশক্ত্যা সমাযুক্তং ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥

তারানিগমাদেরপি। প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্। বরাভয়করং শান্তং দেব্যাশ্চ বদনাম্বুজম্। দৃষ্ট্বা হৃষ্টং ব্রহ্মময়ং পরংব্রহ্মস্বরূপিণম্। নানালঙ্কারসংযুক্তং ভাবয়েৎ স্বস্তিকাসনে। সর্ব্বজ্ঞানপ্রদং দেবং জ্ঞানানন্দস্বরূপিণম্। তথাচ বাগ্ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে। ন জপ্ত্বা বাগ্ভবং বীজং তারিণীং যস্তু ভাবয়েৎ। ন সিদ্ধিস্তস্য দেবেশ বিঘ্নস্তস্য ক্রিয়াসু চ॥ প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে গুরুং সম্ভাব্য যত্নতঃ। জপ্ত্বা তু বাগ্ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে। ন জপ্ত্বা বাগ্ভবং বীজং প্রণমেচ্চ পুনঃ পুনঃ। সর্ব্বসাধারণব্রহ্মখণ্ডোক্তমন্ত্রেণ বারদ্বয়ং প্রণমেৎ। তত্র প্রাণায়ামচতুষ্টয়স্যাবশ্যকত্বম্। মন্ত্রদ্বয়েন যুক্তেন প্রণমেৎ শ্রীগুরুং সদা। তারামন্ত্রবিশেষেণ কুলোক্তেন দ্বয়েন চ। ততঃ স্বস্তিকাসনস্থঃ পৃথ্বীমণ্ডলাৎ সার্দ্ধত্রিবলয়াবসন্নিতাং রবিকোটিসমপ্রভাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতাম্ নিরাকারস্বরূপাং পরংব্রহ্মময়ীং কুণ্ডলিনীং জ্ঞানানন্দমুদিতমানসাং মহাযোগস্বরূপিণীং মেরুদণ্ডপ্রকাশ্য পুরতঃ স্বয়ম্ভুকনকবর্ণশীর্ষতঃ। পদ্মবনমুদ্ভবাং বহুতরপ্রণবানামেককৃতশব্দবিভাগময়ীং তত্ত্বস্বরূপাং ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্নামধ্যমধ্যতঃ চিত্রিণীং ব্রহ্মনাড়ীং প্রবেশয়েৎ। দ্বিতীয়ং পদ্মং বামতোবিভাব্য মৃদুমন্দগতিময়ীং লোলীভূতাং হৃৎপদ্মে বিশ্রাম্য গুরুযোগং বিভাব্য মানসৈঃ পূজয়েৎ। বিভাবয়েৎ সদা ভক্ত্যা সর্ব্বাদ্যাং ভুজগাকৃতিম্। ভূপদ্মে লিঙ্গমাবেষ্ট্য রাজন্তে ব্রহ্মরূপিণী॥ ইতি শক্তিসারে।

তারাসাররুদ্রাধ্যায়াদৌ। স্বয়ম্ভূনাম্নি যোনৈব লিঙ্গে ন ভাবয়েচ্ছিবে। শতকোটিজপেন্দেবি তস্য সিদ্ধির্নচৈব হি। পুরতো মেরুদণ্ডস্য ত্রিগুণাং গুণশালিনীম্। ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্নামধ্যমধ্যতঃ। চালয়েচ্ছ্যামলাং শুদ্ধিং জ্ঞানসন্দীপনীং পরাম্। তত্তৎকোটিপ্রভাযুক্তাং বিষতন্তুতনীয়সীম্। মধ্যতোব্রহ্মনাড্যা চ রবিকোটিসমপ্রভাম্। দ্বিতীয়ে বামতো বুদ্ধ্যা গুরোরন্তিকমানয়েৎ। তত্রানীয় পরাং শুদ্ধাং জ্ঞানসন্দীপনীং শিবাম্। তড়িৎকোটিপ্রভাযুক্তাং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্। পরাং কুণ্ডলিনীশক্তিং সাকারাং পরিভাবয়েৎ। তস্য মধ্যে সমানীয় রক্তবর্ণাং বিভাবয়েৎ। তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নান্যথা কল্পকোটিভিঃ। জ্ঞানানন্দময়ীং সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দপ্রদায়িনীম্। নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং ভাবয়েদ্গুরুসন্নিধৌ। মানসৈঃ পূজয়িত্বা চ মূলমন্ত্রং শতং জপেৎ। কৃতাঞ্জলিপুটোভূত্বা চিন্তয়েৎ পরদেবতাম্। বালাত্রিপুরসুন্দর্য্যা রূপং তত্র নিযোজয়েৎ। উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং দ্বিভুজাং শিবসুন্দরীম্। প্রাতঃকৃত্যং বিধায়াথ মূলমন্ত্রং জপেন্ন চ। তস্য সিদ্ধির্মহাদেবি হৃদয়ে যোগিনীগণৈঃ। এতেন গুরুসন্নিধৌ কুণ্ডলিনীং সাকারাং বিভাব্য মানসৈঃ সংপূজ্য মূলমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমাপ্য প্রণমেৎ॥ ততোভূমিং প্রণম্য কুমারীং ব্রাহ্মণাংশ্চ দৃষ্ট্বা পঠেৎ। ওঁ অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্। ব্রহ্মানন্দসদানন্দপরংজ্ঞানবিধারকঃ। তারকাভক্ত আনন্দপূর্ণানন্দসদাশিবঃ। ভৈরবোঽহং সুধাঢ্যোঽহং তত্ত্বজ্ঞোঽহং কুলস্ত্রিয়ঃ। গুরুপ্রসাদবানস্মি শক্তিসাধকসেবকঃ। লতানন্দঃ কুলানন্দঃ কুমারীদাস এব চ। কুমারীবণিকোঽহঞ্চ তারাচরণনায়কঃ। ইতি তারানিগমোক্তং পঠিত্বা বহির্গচ্ছেৎ। প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্জায়তে শিবে। ন পূজাফলমাপ্নোতি মন্ত্রজাপস্য নিশ্চিতম্। সর্ব্বা ক্রিয়া নিষ্ফলা স্যাদ্বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা। প্রাতঃকৃত্যবিহীনস্য শৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥ ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থস্বামিকুলাবধূতসংরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমপটলে প্রাতঃকৃত্যাদিপটলঃ।

ততঃ প্রাতঃকৃত্যানন্তরং স্নানং। সাধকানাং বৈদিকতান্ত্রিকী প্রাতঃকালাবধিমহানিশাপর্য্যন্তং ক্রিয়া বক্তব্যা। শিবপূজা তু

বৈদিকতান্ত্রিকয়োরৈক্যত্বাৎ তৎপূজনঞ্চ। অতো নদ্যাদৌ গত্বা মজ্জনং কৃত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি শ্রীমত্তারাদেব্যাঃ প্রীতয়েঽস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জলে ত্রিকোণং বিলিখেৎ॥ তারানিগমে। দেব্যাশ্চ প্রীতয়ে স্নানং কর্ত্তব্যং তন্ত্রবেদিভিঃ। তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ জপ্ত্বা মজ্জনপূর্ব্বতঃ। তত্রৈব রুদ্রযামলে চ। যত্র যত্র মহাবিদ্যা * * * উপাসিতা। তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখমুদীরিতম্। দেবত্রিকোণে কর্ত্তব্যং উদ্ধাস্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ তত্র। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইত্যঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য প্রাণায়ামং করাঙ্গষড়ঙ্গে বিন্যস্য দেবীরূপং বিচিন্ত্য আত্মানং তারাময়ং বিভাব্য মূলং শীর্ষে দশধা হৃদি দশধা জলে দশধা জপ্ত্বা ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রং বিলিখ্য ধেনুযোনিমৎস্যাঙ্কুশমুদ্রাঃ সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশধা বারি নিক্ষিপ্য মূলেন মূর্দ্ধানং সপ্তধাভিষিঞ্চেৎ। ততইষ্টদেবতাচরণান্নিঃসৃতজলে উদংমুখঃ স্নাপয়েৎ। তারার্ণবাদৌ। তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ প্রাণায়ামষড়ঙ্গকৌ। দেবীরূপং জলে ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্। শীর্ষে হৃদি জলে জপ্ত্বা দশধা মূলমন্ত্রকম্। জলে ত্রিকোণবৃত্তঞ্চ চতুরস্রং লিখেদ্বুধঃ। অঙ্কুশং ধেনুমুদ্রাঞ্চ যোনিমৎস্যং প্রদর্শয়েৎ। রবৌ রবিজলং দত্বা মূর্দ্ধানং সপ্তধা সিঞ্চেৎ॥ ইতি স্নানং॥

তথাচ মহাচীনমহাতারার্ণবাদৌ। প্রকুর্য্যাদ্বৈদিকস্নানং তান্ত্রিকং তদনন্তরম্। সন্ধ্যাঞ্চ বৈদিকীং কৃত্বা তান্ত্রিকীং স্বয়মাচরেৎ। জলে ত্রিকোণং সংলিখ্য তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ। তত্তেনাচমনং কৃত্বা বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রতঃ। কুশৈঃ সমূলৈরুদকং দদ্যাচ্ছীর্ষে চ সাধকঃ। ততশ্চ ভূমৌ দাতব্যং সপ্তধা সাধকোত্তমঃ। বামহস্তে জলং নীত্বা চাচ্ছাদ্য দক্ষিণেন চ। মন্ত্রং বারত্রয়ং জপ্ত্বা পঞ্চবর্ণান্ জপেত্ততঃ। ক্ষান্তং চন্দ্রসমাযুক্তং সপ্তবর্ণাদ্যমেব চ। বহ্নিবীজং পৃথিব্যাশ্চ বারুণং তদনন্তরম্। হঁ যঁ বঁ লঁ বঁ ইত্যেকজটামন্ত্রিস্ত্রিঃশমর্ষণমন্ত্রকম্। মুদ্রয়া স্নাপয়েচ্ছীর্ষং গলিতোদকবিন্দুভিঃ। মুদ্রা তু তত্ত্বমুদ্রা স্যাৎ সন্ধ্যায়াং কুলতর্পণে। তজ্জলং দক্ষহস্তেন বামনাড়ীং প্ররোপয়ন্। অস্ত্রবীজেন মন্ত্রেণ পুরঃ পাষাণবজ্রকে। তারয়েৎ সাধকঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে জ্ঞানসিদ্ধয়ে। কৃষ্ণবর্ণং জলং ধ্যাত্বা পাপেন পুরুষেণ চ। নাড়ীনাং ক্ষালনং কৃত্বা দেহস্য ক্ষালনন্তথা। ততশ্চ তর্পয়েদ্দেবীং অমৃতানন্দরূপিণীম্। দেবান্ঋষীংশ্চ পিতৄংশ্চ গুরুং পরগুরুন্ততঃ। পরম গুরুস্ততঃ ইতি দ্বিপাঠঃ। পরাপরগুরুঞ্চৈব পরমেষ্ঠিগুরুস্ততঃ। ততোমূলং সমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং ততঃপরম্। শ্রীমদেকজটাং পশ্চাৎ তর্পয়ামি ততঃপরম্। প্রকাশশক্তিযুক্তায় ইদমর্ঘ্যমহং দদে। মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ধ্যাত্বা তারাঞ্চৈকজটাস্তথা। গায়ত্র্যর্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্চ ত্রয়ং কুসুমসংযুতম্। গায়ত্রীঞ্চ ততোধ্যায়েজ্জপেদ্বিংশতিসংখ্যকম্। জলেঽধোমুখত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁগঙ্গেচেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য। ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ইত্যাচম্য মূলেন কুশেন সপ্তধা শীর্ষে ভূমৌ সপ্তধা দত্বা বামহস্তে জলং নীত্বা দক্ষহস্তেনাচ্ছাদ্য তোজোরূপং জলং ধ্যাত্বা মূলং ত্রিবারং তত্র জপ্ত্বা। হং যং বং লং রং ইতি ত্রিরভিমন্ত্র্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধানং সপ্তধাভ্যুক্ষ্য শেষজলং দক্ষহস্তেনাদায় ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপদং প্রক্ষাল্য তজ্জলং কৃষ্ণবর্ণং ধ্যাত্বা বামকুক্ষিস্থিতং পাপপুরুষেণ সহ পুরঃ কল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি তাড়য়েৎ। ততোহস্তং প্রক্ষাল্য তারাং স্মৃত্বা একৈকাঞ্জলিনা ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি। মূলমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা। ইতি ত্রিঃ ততোদূর্ব্বাক্ষতরক্তপুষ্পসহিতার্ঘ্যং গৃহীত্বা ওঁ হ্রীং হং সঃ শ্রীসূর্য্যায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং দদে। ইতি সূর্য্যার্ঘ্যং দত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যাত্বা গায়ত্রীমুচ্চার্য্য সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেব্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ। ইতি ত্রিঃ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ওঃ প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যাং তাং বিদ্যুৎপটলভাস্বরাম্। পুষ্পবালেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাম্। স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরাত্মিকাম্॥ মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকাসূর্য্যমণ্ডলে। কামবীজাত্মিকাং দেবীং অলক্তকরসারুণাম্। প্রসূনবালপুণ্ড্রেক্ষুচাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। পরিস্মৃতা চ মুখ্যাভিঃ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বসেবিতাম্। সামযজ্ঞে সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিঃ। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাম্। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঘণ্টিকাবরসন্নিভাম্। তারাসারমতং ধ্যায়েদ্ গায়ত্রীং তারকামনৌ। ত্রিপুরারাবিশেষেণ দেব্যাশ্চৈকজটামনৌ। ইতি তারাসারোক্তশ্রবণাৎ। ত্রিপুরাসুন্দরীবিষয়ে চ গায়ত্র্যা ইদং ধ্যানম্। তথা নীলসরস্বতীতারাদ্যোঃ। তারায়ৈ চ পদং প্রোচ্য বিদ্মহে তদনন্তরম্। মহোগ্রায়ৈ ততো দদ্যাদ্ধীমহীতি ততঃপরম্। তন্নোদেবীতি চোচ্চার্য্য ততোদদ্যাৎ প্রচো-

রক্তশক্তিবামভাগং ত্রিনয়নং বিম্বাধরং শক্তিবদনারবিন্দং সমালোকয়ন্ হৃষ্টমানসং স্বস্তিকাসনস্থং বিভাব্য মানসোপচারৈরারাধ্য ঐঁ ইতি অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেৎ॥ ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ উথায় পশ্চিমে যামে ভাবয়েদ্ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। ভাবয়েৎ স্বগুরুং ততঃ ইতি পাঠান্তরম্। রক্তশক্ত্যা সমাযুক্তং শুক্ররূপং মহেশ্বরম্। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলং গুরুম্। উথায় পশ্চিমে যামে তচ্চৈতন্যং সমাচরেৎ। সর্ব্ববিদ্যাসু সর্ব্বত্র প্রাতঃকৃত্যাদিকর্ম্মসু। ধ্যানযোগে বামহস্তে দক্ষিণং পরিধারয়েৎ। ইতি নানাশাস্ত্রানুকূলপ্রাতঃকৃত্যাদিবচনাৎ। তারাবিষয়ে বৈপরীত্যমিতি॥ তারাগমে। স্বনাভৌ দক্ষিণে হস্তে বামহস্তং প্রদাপয়েৎ। ভাবয়েচ্চ সহস্রারে শ্রীগুরুং শক্তিযুক্তকম্॥ মহানীলেঽপি। তারাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ভাবনাদৌ ব্যতিক্রমঃ। স্বনাভৌ পাণ্যোর্যোগশ্চ ভূতশুদ্ধ্যাদিকে শিব। সহস্রারে মহাপদ্মে ইন্দুকুন্দসমপ্রভং। রক্তশক্ত্যা সমাযুক্তং ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥

তারানিগমাদেরপি। প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্। বরাভয়করং শান্তং দেব্যাশ্চ বদনাম্বুজম্। দৃষ্ট্বা হৃষ্টং ব্রহ্মময়ং পরংব্রহ্মস্বরূপিণম্। নানালঙ্কারসংযুক্তং ভাবয়েৎ স্বস্তিকাসনে। সর্ব্বজ্ঞানপ্রদং দেবং জ্ঞানানন্দস্বরূপিণম্। তথাচ বাগ্ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে। ন জপ্ত্বা বাগ্ভবং বীজং তারিণীং যস্তু ভাবয়েৎ। ন সিদ্ধিস্তস্য দেবেশ বিঘ্নস্তস্য ক্রিয়াসু চ॥ প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে গুরুং সম্ভাব্য যত্নতঃ। জপ্ত্বা তু বাগ্ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে। ন জপ্ত্বা বাগ্ভবং বীজং প্রণমেচ্চ পুনঃ পুনঃ। সর্ব্বসাধারণব্রহ্মথণ্ডোক্তমন্ত্রেণ বারদ্বয়ং প্রণমেৎ। তত্র প্রাণায়ামচতুষ্টয়স্যাবশ্যকত্বম্। মন্ত্রদ্বয়েন যুক্তেন প্রণমেৎ শ্রীগুরুং সদা। তারামন্ত্রবিশেষেণ কুলোক্তেন দ্বয়েন চ। ততঃ স্বস্তিকাসনস্থঃ পৃথ্বীমণ্ডলাৎ সার্দ্ধত্রিবলয়াবসন্নিতাং রবিকোটিসমপ্রভাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্ নিরাকারস্বরূপাং পরংব্রহ্মময়ীং কুণ্ডলিনীং জ্ঞানানন্দমুদিতমানসাং মহাযোগস্বরূপিণীং মেরুদণ্ডপ্রকাশ্য পুরতঃ স্বয়ম্ভূকনকবর্ণশীর্ষতঃ। পদ্মবনমুদ্ভবাং বহুতরপ্রণবানামেককৃতশব্দবিভাগময়ীং তত্ত্বস্বরূপাং ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্নামধ্যমধ্যতঃ চিত্রিণীং ব্রহ্মনাড়ীং প্রবেশয়েৎ। দ্বিতীয়ং পদ্মং বামতোবিভাব্য মৃদুমন্দগতিময়ীং লোলীভূতাং হৃৎপদ্মে বিশ্রাম্য গুরুযোগং বিভাব্য মানসৈঃ পূজয়েৎ। বিভাবয়েৎ সদা ভক্ত্যা সর্ব্বাদ্যাং ভুজগাকৃতিম্। ভূপদ্মে লিঙ্গমাবেষ্ট্য রাজন্তে ব্রহ্মরূপিণী॥ ইতি শক্তিসারে।

তারাসাররুদ্রাধ্যায়াদৌ। স্বয়ম্ভুনাম্নি যোনৈব লিঙ্গে ন ভাবয়েচ্ছিবে। শতকোটিজপেন্দেবি তস্য সিদ্ধির্নচৈব হি। পুরতো মেরুদণ্ডস্য ত্রিগুণাং গুণশালিনীম্। ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্নামধ্যমধ্যতঃ। চালয়েচ্ছ্যামলাং শুদ্ধিং জ্ঞানসন্দীপনীং পরাম্। তত্তৎকোটিপ্রভাযুক্তাং বিষতন্তুতনীয়সীম্। মধ্যতোব্রহ্মনাড্যা চ রবিকোটিসমপ্রভাম্। দ্বিতীয়ে বামতো বুদ্ধ্যা গুরোরন্তিকমানয়েৎ। তত্রানীয় পরাং শুদ্ধাং জ্ঞানসন্দীপনীং শিবাম্। তড়িৎকোটিপ্রভাযুক্তাং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্। পরাং কুণ্ডলিনীশক্তিং সাকারাং পরিভাবয়েৎ। তস্য মধ্যে সমানীয় রক্তবর্ণাং বিভাবয়েৎ। তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নান্যথা কল্পকোটিভিঃ। জ্ঞানানন্দময়ীং সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দপ্রদায়িনীম্। নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং ভাবয়েদ্গুরুসন্নিধৌ। মানসৈঃ পূজয়িত্বা চ মূলমন্ত্রং শতং জপেৎ। কৃতাঞ্জলিপুটোভূত্বা চিন্তয়েৎ পরদেবতাম্। বালাত্রিপুরসুন্দর্য্যা রূপং তত্র নিযোজয়েৎ। উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং দ্বিভুজাং শিবসুন্দরীম্। প্রাতঃকৃত্যং বিধায়াথ মূলমন্ত্রং জপেন্ন চ। তস্য সিদ্ধির্ম্মহাদেবি হৃদয়ে যোগিনীগণৈঃ। এতেন গুরুসন্নিধৌ কুণ্ডলিনীং সাকারাং বিভাব্য মানসৈঃ সংপূজ্য মূলমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমাপ্য প্রণমেৎ॥ ততোভূমিং প্রণম্য কুমারীং ব্রাহ্মণাংশ্চ দৃষ্ট্বা পঠেৎ। ওঁ অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্। ব্রহ্মানন্দসদানন্দপরংজ্ঞানবিধারকঃ। তারকাভক্ত আনন্দপূর্ণানন্দসদাশিবঃ। ভৈরবোঽহং সুধাঢ্যোঽহং তত্ত্বজ্ঞোঽহং কুলস্ত্রিয়ঃ। গুরুপ্রসাদবানস্মি শক্তিসাধকসেবকঃ। লতানন্দঃ কুলানন্দঃ কুমারীদাস এব চ। কুমারীবণিকোঽহঞ্চ তারাচরণনায়কঃ। ইতি তারানিগমোক্তং পঠিত্বা বহির্গচ্ছেৎ। প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্জায়তে শিবে। ন পূজাফলমাপ্নোতি মন্ত্রজাপস্য নিশ্চিতম্। সর্ব্বা ক্রিয়া নিষ্ফলা স্যাদ্বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা। প্রাতঃকৃত্যবিহীনস্য শৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥ ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থস্বামিকুলাবধূতসংরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমপটলে প্রাতঃকৃত্যাদিপটলঃ।

ততঃ প্রাতঃকৃত্যানন্তরং স্নানং। সাধকানাং বৈদিকতান্ত্রিকা প্রাতঃকালাবধিমহানিশাপর্য্যন্তং ক্রিয়া বক্তব্যা। শিবপূজা তু

তারারহস্যম্।

Acc No: 6771

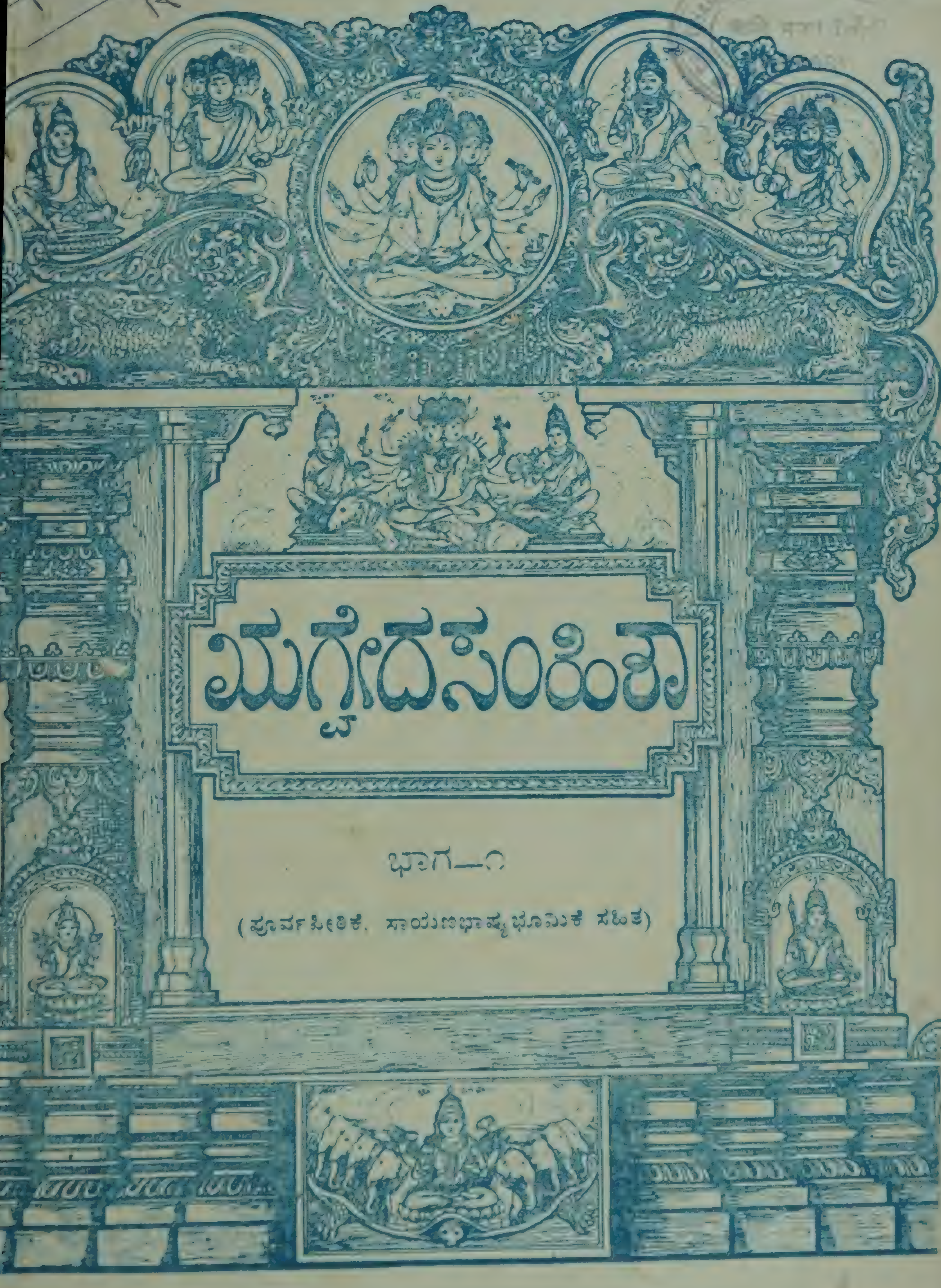
ওঁ নমস্তারায়ৈ। তারাং সারতরাং ত্রিলোকজননীং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাম্ সর্ব্বাদ্যাং শুভদাং সদাশিবময়ীং দেবৈঃ সদাবন্দিতাম্। নত্বা রাজে সরোজে সকলগুণময়ীং তদ্রহস্যং তনোমি ব্রহ্মানন্দতনুভবস্ত্বতঃ সাধকানাং হিতায়॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুরুমাপতিস্ত্রিভুবনে সৃষ্টিং স্থিতিং প্রালয়ম্ তনোতীমাং ধ্যাত্বা সকলগুণকরীং তারিণীং মোক্ষদাত্রীং। * * * * ভজতি যদি জনঃ নৈব গৃহ্ণাতি চৈতৎ ত্যক্ত্বা চেমাং যজনভজনাদ্ধধষ্কারং প্রয়াতি॥ জ্ঞাত্বা চৈতদ্রহস্যং ভজতি যদি জনঃ শ্রীতারকাং তারকাং লভেচ্ছ্রেষ্ঠাং সিদ্ধিং সুরনরখগপতেদ্দুর্ল্লভাং তারকায়াঃ। নচেদ্যস্থানং সকললয়করং যাতি নিত্যং. দুরন্তম্ সদা দুঃখং শোকং ন চ গতিরপি প্রাপ্তা আরাধ্যবাধ্যা॥

তারাসারং সমালোক্য তারানিগমমেব চ। মহানীলং মহাচীনং নীলতন্ত্রং শিবপ্রিয়ম্। তারাকল্পং শক্তিকল্পং শক্তিসারং তথৈব চ। রুদ্রযামলকঞ্চৈব নীলসারস্বতন্তথা। লিঙ্গতন্ত্রং যোনিতন্ত্রং ষোঢ়াতন্ত্রং মহামতম্। তারায়াঃ কুলসর্ব্বস্বং উর্দ্ধাম্নায়ং বিশেষতঃ। নানাশাস্ত্রাণি চালোক্য তারাখ্যা মন্ত্রসিদ্ধয়ে। বক্ষ্যে রহস্যং তারায়া ব্রহ্মানন্দোহিতায় বৈ॥ ইতি প্রথমং মঙ্গলাচরণম্।

নানাশাস্ত্রার্থবিলোকনপূর্ব্বকং শ্রীমত্তারাদেব্যারহস্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাণাং তারামন্ত্রেণ দায়কম্। সকলগুরুমতং প্রাতঃকৃত্যাদিক্রিয়াজ্ঞানার্থং দেবতানিরূপণাদিগ্রন্থঃ সাধকহিতায় ব্রহ্মানন্দেন ময়া যত্নেন ক্রিয়তে॥

প্রথমে নিগমে কল্পে রত্নদ্বীপে সুরালয়ে। শ্রুত্বা কালীমুখাদ্বাক্যং ন চ হৃষ্টঃ সদাশিবঃ। পুনঃ পুনঃ পৃচ্ছমানং প্রশ্নঞ্চৈবাকরোচ্ছিবা। যয়া মূর্ত্ত্যা করালাস্যং রাবণং নাশিতং পুরা। বরাভয়করা দেবী খড়্গামুণ্ডধরা তথা। ললজ্জিহ্বা চোগ্ররূপা কালী সর্ব্বৈঃ সুপূজিতা। তদা চিন্তান্বিতা দেবারুদ্রার্থং সর্ব্বদা প্রিয়ে। দেবতাভিঃ সমং ব্রহ্মা স্তুতিং কর্ত্তুং সমাগতঃ। দৃষ্ট্বা তান্ মোক্ষদা দেবী কবিত্বধনদায়িনী। প্রাপ্তলজ্জা মহাদেবী দক্ষিণে খড়্গা মানয়েৎ। লজ্জয়া নম্রবক্ত্রা চ তস্মাল্লম্বোদরী পরা। রুদ্রাদ্বিগলিতং বাসো ব্রহ্মা চর্ম্মাম্বরং দধৌ। কাঞ্চীমুদ্রাং প্রগৃহীত্বা কর্ত্রীং কৃত্বাথ দক্ষিণে। ভূমৌ চ মুকুটং ক্ষিপ্ত্বা তত্র রুদ্রং সমানয়েৎ। ভূমৌ নিপত্য দেবেশং পপাত চরণান্তিকে। অযুতং দ্বাদশং দেবি পুস্তকং চাবলোকিতম্। কলাং বক্তুং ন শক্তোঽহং বদ যোগং সুরেশ্বরি। মাতর্মে কালিকে দেবি প্রসীদ ভক্তবৎসলে। শ্রুত্বা বাক্যং শিবস্যাপি হসিত্বোবাচ তারিণী। তদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ। ইদং যোগং মহাদেব ভাবয়স্ব দিনে দিনে। পাদপদ্মে ততোনীলপদ্মং দত্তং মনোহরম্। গৃহীত্বা বামহস্তেন তত্তোয়ৈরভিষিচ্য চ। রুদ্রদত্তং পানপাত্রং বিধৃতং বামপাণিনা। এতেন তারা সা জাতা শীর্ষেঽক্ষভ্যো ভুজঙ্গমঃ। মহাকালঃ স এব স্যাত্তারারূপং জগত্রয়ে। যস্যাশ্চ স্মরণে সদ্যোভোগমোক্ষঃ করস্থিতঃ। এবম্ভূতা মহাদেবী ব্রহ্মাণ্ডশূন্যমধ্যগা। সৃষ্টিকরী মহাদেবী তারারূপা ত্রয়ান্বিতা। দ্বিতীয়ে শূন্যে চণ্ডে চ সুবিরাড্রূপধারিণী। তৃতীয়ে চ মহাশূন্যে তড়িৎকোটিসমপ্রভা। নিরাকারা নিরাধারা তারা সর্ব্বার্থসাধিকা। চতুর্থে শূন্যমাশ্রিত্য বিষ্ণুঃ পালয়তে ধ্রুবম্। তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ব্বক্ত্রঃ সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্। পঞ্চশূন্যে মহাদেবী শিবরূপা ত্রিলোচনা। লয়ং নয়তি ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা। পুনর্ব্রহ্মাণ্ডসিদ্ধ্যর্থং মহাবিদ্যা চ তারিণী। সর্ব্বান্তে কালিকাং মূর্ত্তিং ত্যক্ত্বা বস্ত্রং পুনর্যযৌ। ষষ্ঠে শূন্যময়ং ব্রহ্ম বিশ্বং বিশ্বেশ্বরস্তথা। মহামহাশব্দা পরা কালিকা বীজতারকা। পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা॥ ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূতবিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমে পটলে সৃষ্টিপ্রকরণপটলঃ।

সাধকোব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় যোষাদর্শনং কৃত্বা চোত্তরাস্যঃ স্বনাভৌ দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্তং দত্বা শিরসি দ্বাদশার্ণসরসিরুহোদরসহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং নানালঙ্কারভূষিতং



ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ

ಭಾಗ—೧

(ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ, ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆ ಸಹಿತ)

SRI CHAMARAJENDRA SANSKRIT
LIBRARY
FORT, BANGALORE

Published by the gracious permission of

His Highness
Sri Jayachamarajendra Wadiyar Bahadur.

G. C. B., G. C. S. I., Maharaja of Mysore.

F 365 A
Acc No 4990

W.1.3840



ಯದುವಂಶಪಯಃಪಾರಾಸುಧಾಕರರೂ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವೈದಿಕವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕರೂ
ಮೈಸೂರುದೇಶವನ್ನಾಳುವ ಧರ್ಮಪ್ರಭುಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜ
ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದ್ದೂರ್,

ವೇದಪ್ರಕಟನಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವ

ವೇದವಿಮರ್ಶನ ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಲಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ನಾಗಲಿಂಗಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ

ಶಿಲ್ಪಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳವರು.

ಸದಸ್ಯರು :

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್,

ಅನುವಾದಕ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕ.

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ,

ವ್ಯಾಕರಣ ವಿದ್ವಾನ್:

ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು.

SRI CHAMARAJENDRA SANSKRIT
वाणी भजत गीर्वाणीम्
LIBRARY
FORT, BANGALORE.



ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ನಾಗಲಿಂಗಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ

ಶಿಲ್ಪಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳವರು.

ವೇದವಿಮರ್ಶನ ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೇದರತ್ನಮಾಲಾ

ಸಂಖ್ಯೆ ೧.

RIG-VEDA

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಮೇತಾ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ

(ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾರ್ಥಾನುವಾದವಿವರಣೆಗಳೊಡನೆ)

ಭಾಗ—೧.

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ, ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆ ಸಹಿತ.

Translated with Critical Notes by:

Asthana Vidwan

H. P. VENKATA RAO,

Editor

Printed at:

Sri Chamundeswari Electric Press,

Clock Tower Square,

MYSORE.

1948

ಮುನ್ನುಡಿ

ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಭಾಷಾಸಾಹಿತ್ಯವೂ, ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯೂ ಆ ದೇಶದ ಜನರ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಭಾಷಾಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ದೇಶದ ಜನರ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ, ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಶಿಲ್ಪ, ಸಂಗೀತ, ತರ್ಕ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಮತ್ತಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದವು, ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥದ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ರಚಿತವಾದವು, ಇತರ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಷಾಂತರವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಕಾಲಗತಿಯಿಂದ ದೇಶವು ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಛಿದ್ರಛಿದ್ರವಾಗಿ, ಸ್ವಕಲಹಗಳಿಂದಲೂ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲವಾಯಿತು. ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು ನಾನಾಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂಲೆಪಾಲಾದವು. ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದಿತು. ಸುಮಾರು ನೂರಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದೇಶವು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲಸ್ಯವೂ, ನಿರುತ್ಸಾಹವೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಆಂಗ್ಲವಿದ್ಯಾಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನರ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟಾದವು. ರಾಜಭಾಷೆಯಾದ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಮೂಲಕ ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಕರಣಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ, ವ್ಯಾಸಂಗವು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಾವು ಕಲಿತ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯಭಾಷಾಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ವೈಭವವನ್ನೂ ಮರೆತು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಹತ್ವವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ——ನಮ್ಮ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದಾಸೀನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ—ಅನೇಕ ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡಿತರು ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅದುವರೆಗೂ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನದಿಂದಲೂ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಹೊಸರೀತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆತು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಆಗತಾನೆ ರೂಪುಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮುದ್ರಣಕಲೆಯು

ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತಗ್ರಂಥಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತರು ಸಂಸ್ಕೃತಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತವೂ, ಅತಿಪ್ರೌಢವೂ ಬಹುಪುರಾತನವೂ ಆದ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಹುಶ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುದ್ರಿತವಾದವು. ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಕಾಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಶೋಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಂಡಿತರುಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ಮುಖ್ಯರಾದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಎಂದರೆ ೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದಿದಾರೆ. ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಹಾಯವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಪಾರವಾದ ಉಪಕಾರವನ್ನೆಸಗಿದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಶೋಧನೆಯೇ ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಗಿಯದಿದ್ದಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಹತ್ವವೆಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈಚಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪಂಡಿತರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಕ್ಕೂ, ವೇದವಿದ್ಯಕ್ಕೂ, ಪರಿಶೋಧನಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಶುಭಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಜ್ಞಾನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಗ್ರಂಥಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಾಮಾನ್ಯಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದರೂ, ದೇಶದ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ದೇಶಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹು ಉಪಕಾರಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪರಿವರ್ತಿತಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಭಾಗಗ್ರಂಥಗಳು ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾಷಾಂತರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅನುಕೂಲವೂ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ತಬ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಹಾಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯಸಹಾಯವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದಲೂ, ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕೆಲಸವು ಬಹುದ್ರವ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು.

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಹಿತವಾದ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಮೊದಲು ಮುದ್ರಣಮಾಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಯವರ ಉದಾರವಾದ ಸಹಾಯವು ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ೨೪ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಆ ಪಂಡಿತನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅನೇಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ಉಚಿತಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಲೂ ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾರಾಜರವರು ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತು ಸಮಸ್ತ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ವಹಿಸಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸಮಸ್ತಜನರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ವೇದವಿಚಾರವಾದ

ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಮಸ್ತಜನರ ಸ್ಮರಣೆಗೂ ಬರುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರ ಸಹಾಯವು ದೊರೆಯದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗವು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಪಂಡಿತವರ್ಗವೂ ರಾಜಾಶ್ರಯವೂ ದೊರೆತರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲು ಸಾಧ್ಯವು. ಹಿಂದೆ ವೇದವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವೇದ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಶ್ರೌತ, ವೇದಾಂತ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡಿತರಾದುದರಿಂದ ವೇದಭಾಷ್ಯರಚನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೊಪ್ಪಿ ಅನೇಕ ಉದ್ದಾಮಪಂಡಿತರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಕಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸಕಲಜನರ ಮನ್ನಣೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಭಾಷ್ಯಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಆದರಂತೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜಾಕೋಟಿಗೆ ವೇದವಿದ್ಯೆಯು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು, ಕರ್ನಾಟಕ ದಿವ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರೂ, ಸನಾತನಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ, ವಿದ್ಯಾವಿನಯಶೀಲಸಂಪನ್ನರೂ, ದೈವಭಕ್ತಿತತ್ಪರರೂ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ **ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ., ಜಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.,** ಮಹಾಪ್ರಭುವರ್ಯರು ಲೋಕೋಪಕಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದೂ, ಅತಿಪುರಾತನವೂ, ಸಕಲ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವೂ ಆದ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಹಿತವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿಶೇಷಾರ್ಥ, ವ್ಯಾಕರಣಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪಂಡಿತಪಾಮರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರದ್ರವ್ಯವ್ಯಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಮುದ್ರಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತಜನರ ಪ್ರೀತಿವಿಶ್ವಾಸಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧಾರಣಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಸಕಲರಿಗೂ ತಿಳಿದವಿಷಯ. ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ, ಗಹನವಾದ ತತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿತುಳುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವಗ್ರಂಥವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಾಠೆ, ಬಂಗಾಳಿ, ಹಿಂದಿ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು (ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ) ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹೊರಟ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದೆರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿಯೇ ದ್ರವ್ಯಾಭಾವದಿಂದಲೋ, ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ದೊರೆಯದಿದ್ದ ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವಸುಯೋಗವು ಕನ್ನಡಭಾಷೆಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸುಕೃತವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗ್ರಂಥವಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪೂರ್ಣವೆನಿಸಲಾರದು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯವು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೈದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಭುವರ್ಯರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಪವೇ ಸರಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವು ಮತ್ತಾವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೇದಾಂತ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ವೇದಗಳೇ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ. ವೇದಗಳು ನಾಲ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥವೆಂದೂ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಆ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ವೇದವೆಂಬ ಸಮಷ್ಟಿಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವು ಋಕ್ಕುಗಳೆಂಬ ಮೂಲಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು. ಯಜುರ್ವೇದವು ಋಗ್ವೇದದ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ವಿಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಸಾಮವೇದದ ಬಹುಭಾಗವು ಗಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಕ್ಕ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ ಋಗ್ವೇದದ ಋಕ್ಕುಗಳೇ ಆಗಿರುವವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೂರು ವೇದಗಳೂ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಯಜ್ಞವು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದಗಳ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು. ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟರೂಪವಾಗಿರುವವು. ಋಗ್ವೇದದಂತೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಈ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿರುವುವು. ಆದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ರೂಢಿಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಥರ್ವವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು ಋಗ್ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ಮೂರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರೂಪವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳೂ ವೇದವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಗ್ರಂಥದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ವಿಧಿಯಂತೆ ದ್ವಿಜನಾದವನು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಶಾಖಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮೊದಲುಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಮಾನದ ಆಯುಃಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವ ಬಾಲ್ಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ, ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೂ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶಾಖಾಭೇದಗಳೇರ್ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಖಂಡವಾದ ವೇದವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶವಾಗದೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆದುಬರುವುದೆಂದೂ ಋಷಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅದರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿರುವುದು.

ಋಗ್ವೇದವೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ, ವೇದಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬರೆದಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಾವು ೨೫ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠಿಕಾಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿಹಿತವೆನಿಸುವುದು.

ಜನೋಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಋಗ್ವೇದದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತಕಾರರಾದ ಯಾಸ್ಕಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಮೊದಲನೆಯವರು. ಇವರು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದವರಾದುದರಿಂದ ಇವರ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರ ನಿರುಕ್ತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಈಚಿನದೆಂದು ಹೇಳುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ವೇದಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದ ರೆಂದು ಇವರ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯ ಲವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯಾಸ್ಕರ ನಿರುಕ್ತವು ವೇದದ ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತದ ಸಹಾಯವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟು ನಿರುಕ್ತ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದುಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪದ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಪದಗಳ ಶಬ್ದನಿಷ್ಪತ್ತಿ, ಇತರ ಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಗದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ಇವರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವರು. ಇವರ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಋಷಿಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷ್ಯಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪೀಠಿಕಾಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಭಾಷ್ಯವೂ, ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಭಾಷ್ಯವೂ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಾಧವೀಯವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಮತ್ತು ಅವು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಭಾಷ್ಯವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದು. ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಅಷ್ಟೇನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೆಲವುಕಡೆ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮದರಾಸ್, ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

ವೆಂಕಟಮಾಧವಭಾಷ್ಯವು ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣಮೀಮಾಂಸವಿಷಯಗಳೂ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನದು. ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಸಂಹಿತಾ, ಪದಪಾಠ, ಅನೇಕವಿಧವಾದ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳೊಡನೆ ಲಾಹೋರಿನ ಡಾ॥ ಸ್ವರೂಪರೆಂಬ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾಲ್ಕುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾರೆ.

ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯವೇ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವೂ, ಆಖ್ಯಾನಗಳೂ, ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸಗಳೂ, ನಿರುಕ್ತ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶನೆಯೂ, ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವೂ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯನಿರೂಪಣೆಯೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಭಾಷಾಶೈಲಿಯು ಬಹುಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ನಿರುಕ್ತ, ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳು, ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ, ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಪುರಸ್ಸರವಾಗಿಯೂ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡಿದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವೇದಾರ್ಥಪಾರಂಗತರಾದ ಮಹಾಪಂಡಿತರುಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಸಾಮಾನ್ಯಜನರಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಭಾಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟಾಗಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ರಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಡಿತರುಗಳು ವೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥರಚನೆಯು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮಾಧವೀಯವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತಾದರೂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ಥಾನಪಂಡಿತರುಗಳ ಸಹಾಯಸಹಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ಈ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಆವಶ್ಯಕ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯೆಂಬ ಪೀಠಿಕಾರೂಪವಾದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದವೆಂದರೇನು, ಇದರ ಮಹತ್ತ್ವ, ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವ, ವೇದಪ್ರತಿಪಾದಿತವಿಷಯಗಳು, ವೇದಾಭ್ಯಾಸನಿಯಮಗಳು, ವೇದಾಧಿಕಾರಿ, ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಂತಾದ ಗಹನವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯೋದಾಹರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗಕ್ರಮವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿದವನ್ನೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿವೆಯೆಂದು ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಗಳ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಣಿನಿಯವ್ಯಾಕರಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವರವಿಷಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತರ ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಹರಿಸಿರುವರು. ಇದು ಇವರ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಯ ಕ್ರಮವು. ಈ ಭಾಷ್ಯಾವಲೋಕನದಿಂದ ಪಂಡಿತಪಾಮರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾನುವಾದಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತ್ತು ವೇದಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪಂಡಿತರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆವು. ಅರ್ಥಾನುವಾದವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವು ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದು—

(1) ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆಯೆಂಬ ೨೫ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಉಪೋದ್ಘಾತವನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ

ಬರೆದಿರುವೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹುಶ್ರಮದಿಂದಲೂ ನೂರಾರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೇರಿಸಿರುವೆವು. ಈ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ವೇದವಿಚಾರವಾದ ಸಮಸ್ತವಿಷಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿಚಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

(2) **ಋಗ್ವೇದದ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕಾ**--ಈ ಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇದ ವಿಚಾರವಾದ ಅನೇಕ ಗಹನವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪುರಸ್ಸರವಾಗಿಯೂ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು ಇದನ್ನು ವೇದಾಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವೂ, ಅಪಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುವುದು.

(3) ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಸೂಕ್ತವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಇರುವ ಮಂಡಲ, ಅನುವಾಕ, ಸೂಕ್ತ ಇವುಗಳ ವಿವರವನ್ನೂ, ಅಷ್ಟಕ, ಅಧ್ಯಾಯ, ವರ್ಗ ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿವರವನ್ನೂ, ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿ, ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ದೇವತೆ, ಛಂದಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿ ಋಕ್ಕಿಗೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಋಷಿ, ದೇವತಾ, ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ವಾಚಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಪೇಜಿನ ಮೇಲುಗಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂ. ಅ. ಸೂ. ಎಂದರೆ ಮಂಡಲ, ಅನುವಾಕ, ಸೂಕ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪೇಜಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅ. ಅ. ವ. ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ, ಅಧ್ಯಾಯ, ವರ್ಗ ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

(4) ಅನಂತರ ಸಂಹಿತಾಪಾಠವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಋಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮುದ್ರಿಸಿರುತ್ತೆ.

(5) ಬಳಿಕೆ ಪದಪಾಠವು. ಸಂಹಿತಾಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಋಕ್ಕಿಗೆ ಪದಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುತ್ತೆ.

(6) ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿರುತ್ತೆ.

(7) ಅನಂತರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವು. ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲದ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಹಾರಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ( ) ಈ ವಿಧವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಒಳಗೂ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೆ.

(8) ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವಾದನಂತರ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥವೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ.

(9) English Translation ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

(10) ವಿಶೇಷಾರ್ಥವೆಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

(11) ಅನಂತರ **ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು** ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥ, ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿಶೇಷಾರ್ಥ, ಪೂರ್ವಾಪರಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದೇ ಪದಗಳು ಇತರ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಭೇದಗಳು, ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು, ದೇವತಾಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಯಜ್ಞಸಂಬಂಧ ವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರ ವೇದ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯಗಳು, ಇತರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಭೇದಗಳು, ಇತರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತವಿಷಯಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲರೂಪವಾದ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತಾಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.

(12) ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ—ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯವನ್ನನು ಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಪದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣರೀತಿಯಿಂದ ಸೂತ್ರೋದಾಹರಣಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಪಾಣಿನಿಯವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇತರ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಕರಣಭಾಗವನ್ನು ಆಸ್ಥಾನವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಬ್ರ|| ಶ್ರೀ|| ವೇ|| ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ **ವ್ಯಾಕರಣವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.**

(13) ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಮಂತ್ರವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆ ಮಂತ್ರವು ಇತರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇತರ ವೇದ ವಿಭಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಪ್ರತಿಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ೧೨ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿರುವುದು ವೇದಾರ್ಥವೆಂಬ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾದೆವೆಂದೂ, ತಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತೆಂದೂ, ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇ ನಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಲು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸುವುದು ಈಶ್ವರಾಧೀನವೇ ಸರಿ.

ಈ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ--

1 ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ--ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯ ಸಮೇತಾ
2 ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ-ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಭಾಷ್ಯೋಪೇತಾ
3 ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ-ವೆಂಕಟಮಾಧವಭಾಷ್ಯಸಹಿತಾ
4 ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ --- ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಹಿತಾ
5 ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ-ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರಭಾಷ್ಯಸಹಿತಾ
6 ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತಾ

7 ಋಕ್ಸಂಹಿತಾಪರಿಶಿಷ್ಟಂ
8 ಋಕ್ಸಂಹಿತಾನುಕ್ರಮಣೀ
9 ಋಗ್ವೇದಪದಾನುಕ್ರಮಣೀ
10 ಶುಕ್ಲಯಜುಃಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾ
11 ಶುಕ್ಲಯಜುಃ-ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸಂಹಿತಾ
12 ವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕಾಸಂಗ್ರಹಃ
13 ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಃ (ಪೂನಾ ಮುದ್ರಣ)
14 ವೈದಿಕವಾಙ್ಮಯ ಇತಿಹಾಸ (೧-೨ ನೇ ಭಾಗಗಳು)
15 ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತಾ
16 ಆರ್ಷೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
17 ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
18 ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
19 ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
20 ಶಾಂಖಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
21 ಷಡ್ವಿಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
22 ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕಂ
23 ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಂ
24 ಅಥರ್ವಸಂಹಿತಾ
25 ಕೌಶೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
26 ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್
27 ಅಥರ್ವಪರಿಶಿಷ್ಟಂ
28 ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣೀ
29 ಆರ್ಷಾನುಕ್ರಮಣೀ
30 ಋಕ್ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಂ
31 ತೈತ್ತಿರೀಯಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಂ
32 ಪಾಣಿನೀಯಶಿಕ್ಷಾ
33 ಕಾತ್ಯಾಯನಶಿಕ್ಷಾ
34 ನಾರದಶಿಕ್ಷಾ
35 ಭಾರದ್ವಾಜಶಿಕ್ಷಾ
36 ಪಾರಾಶರಶಿಕ್ಷಾ
37 ಚರಣವ್ಯೂಹಃ
38 ಬೃಹದ್ದೇವತಾ–ಶೌನಕಪ್ರೋಕ್ತಾ
39 ನಿರುಕ್ತಂ–ಯಾಸ್ಕಮಹರ್ಷಿಪ್ರಣೀತಂ
40 ಪಿಂಗಲಛ್ಛಂದಸ್ಸೂತ್ರವೃತ್ತಿಃ
41 ವ್ಯಾಸಶಿಕ್ಷಾ
42 ವೇದಪರಿಭಾಷಾಶಿಕ್ಷಾ
43 ಸಾಮಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಂ
44 ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರಂ
45 ಆಪಸ್ತಂಬಶ್ರೌತಸೂತ್ರಂ
46 ಆಪಸ್ತಂಬಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರಂ
47 ಕಾತ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರಂ
48 ಬೋಧಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರಂ
49 ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣಶ್ರೌತಸೂತ್ರಂ
50 ಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರಂ
51 ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಪ್ರಕಾರಃ
52 ಆಧಾನಪಂಚಕಂ
53 ಆಧಾನಪದ್ಧತಿಃ
54 ಮಹೀಧರಭಾಷ್ಯಂ
55 ಮಂತ್ರಾರ್ಥಮಂಜರೀ
56 ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ
57 ನರಸಿಂಹವಿವೃತಿಃ
58 ಪಾಣಿನೀಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳು
59 ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ
60 ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರದ ಶಾಬರಭಾಷ್ಯ
61 ಜೈ.ಸೂ- ಪ್ರಾಭಕರ ಮತ್ತು ಭಾಟ್ಟಭಾಷ್ಯಗಳು
62 ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಗಳು

ಮತ್ತು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತರುಗಳಾದ Wilson, Griffith, Ludwig, Grassman, Winternitz, Arnold, Keith, Maxmuller, Peterson, Pischel, Roth, Geldner, Hillbrandt, Oldenberg, Rosen, Bloomfield ಮೊದಲಾದವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವೇದವಿಚಾರವಾದ ವಿಮರ್ಶನಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಸಹಾಯುಪಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಣಾಟಕಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಋಗ್ವೇದವು ಪ್ರಚಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮೈಸೂರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ನಾಗಲಿಂಗಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶಿಲ್ಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರಾದ ಶಿಲ್ಪಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶ್ರೀ॥ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು--- ಭಾರತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲಮತಗಳಿಗೂ ವೇದವೇ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಳೆದು ದೇಶೋನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವೇ ಮೂಲವೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಮಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಭುವಾದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದಾಥರ್ವಣವೇದಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಾದ, ಅರ್ಥವಾದ, ಮಂತ್ರವಾದ, ನಾಮಧೇಯಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಭೇದಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮಾನವರನ್ನು ನಿಷೇಧವಾದ ಅಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಧರ್ಮವೇ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ವಂದಿಮಾಗಧರಂತೆ ಅತಿಶಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ ಉತ್ಸಾಹಿಸುವುದೇ ಅರ್ಥವಾದವೆನಿಸುವುದು. ಆಚಾರ್ಯನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಮಂತ್ರವಾದವೆನಿಸುವುದು. ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಂತೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿದಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ನಾಮಧೇಯವೆನಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆಳೆದು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ವೇದವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಪುನೀತವಾಗುವುದೆಂದು ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಿದ್ದ ಈ ಪವಿತ್ರಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಆಳುವ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಪ್ರಭುಗಳವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಕ್ತರೂ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗನಿಷ್ಠರೂ, ರಾಜರ್ಷಿಪುಂಗವರೂ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೈವಶರಣರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಚಿತ್ಪ್ರಭಾನಂದ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ **ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಜಿ. ಸಿ. ಬಿ., ಜಿ. ಸಿ. ಎಸ್. ಐ.** ಮಹಾಪ್ರಭುವರ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೇದಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೈದಿಕತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲೆಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತಮಂಡಲವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯವು ಬೆಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈದಿಕಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಕ್ಯತೆ, ಅಪಾರದ್ರವ್ಯವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ವೇದಪ್ರಸಾರಮಾಡುವ ಔದಾರ್ಯ, ಕನ್ನಡಿಗರು ವೇದಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೆಂಬ ಪ್ರಜೆಗಳಮೇಲಣ ಪ್ರೀತಿವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಸೌಶೀಲ್ಯಸದ್ಗುಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಪ್ರಜೆಗೂ ಒಡೆದು ಕಾಣದೆ ಇರಲಾರದು. ಅಪ್ಪಣೆಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರ॥ ಶ್ರೀ॥ ವೇದಪಂಡಿತರಾದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಎಂಬುವರನ್ನೂ ವೇದವ್ಯಾಕರಣಪಂಡಿತ ಬ್ರ॥ ಶ್ರೀ॥ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರ ಉದಾರಾಶ್ರಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥವು ೧೦೦೦೦ ಪೇಜುಗಳ ಸುಮಾರು ೨೫ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆಯೆಂಬ ಪೀಠಿಕಾಪ್ರಕರಣವೂ, ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯೂ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಎರಡು ಸೂಕ್ತಗಳ ಅರ್ಥಾನುವಾದವಿವರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ರಮವು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥಾನುವಾದವಿವರಣೆಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತೆ.

ಇಂತಹ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಕಲಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀಡಿ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹುದ್ರವ್ಯವ್ಯಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಾರದೆ ಈ ಮಹಾಗ್ರಂಥದ

ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟನಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇದವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ, ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲೂ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರೂ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ **ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಜಿ.ಸಿ.ಬಿ., ಜಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.,** ಮಹಾಪ್ರಭುವರ್ಯರಿಗೂ, ರಾಜಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ಸಕಲಪ್ರಜಾವರ್ಗಕ್ಕೂ ಭಗವಾನ್ ವೇದಪುರುಷನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಪುತ್ರಸಂತಾನಾದಿ ಸಂಪದಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಕರುಣಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೈಸೂರು
ಸರ್ವಜಿನ್ನಾಮ ಸಂ॥ ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ
24-10-1947

ಅನುವಾದಕ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕ
ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್
ವೇದಪಂಡಿತ ವೆಂಕಟರಾವ್.

|| ಶ್ರೀಃ ||

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಹಿತ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯ

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ಋಗ್ವೇದದ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ

ಋಗ್ವೇದದ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆಯು ಸಮಾಪ್ತವು.

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆ

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯು ಸಮಾಪ್ತವು.

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಹಿತ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯ

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಸಮಾಪ್ತವು

ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರಗಳ ವಿವರಣೆಯು

ಅಥ. ಸಂ.—ಅಥರ್ವವೇದಸಂಹಿತಾ
ಆಪ. ಸೂ.—ಆಪಸ್ತಂಬಶ್ರೌತಸೂತ್ರ
ಆಪ. ಧ. ಸೂ.—ಆಪಸ್ತಂಬಧರ್ಮಸೂತ್ರ
ಆಪ. ಪ. ಸೂ.—ಆಪಸ್ತಂಬಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರ
ಆ. ಸೂ.—ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ
ಉ. ಸೂ.—ಉಣಾದಿಸೂತ್ರ
ಋ. ಸಂ.—ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ
ಐ. ಆ.—ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕ
ಐ. ಉ.—ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
ಐ. ಬ್ರಾ.—ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಛಾ. ಉ.—ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್
ಜೈ. ಸೂ.—ಜೈಮಿನೀಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರ
ಜೈ. ನ್ಯಾ. ವಿ.—ಜೈಮಿನಿಯ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾವಿಸ್ತರ
ತಾ. ಬ್ರಾ.—ತಾಂಡ್ಯಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ತೈ. ಆ.—ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ
ತೈ. ಬ್ರಾ.—ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ತೈ. ಸಂ.—ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ
ನಿ.—ನಿರುಕ್ತ, ನಿಘಂಟು
ಪಾ. ಸೂ.—ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರ
ಪಾ. ಶಿ.—ಪಾಣಿನೀಯಶಿಕ್ಷಾ
ಫಿ. ಸೂ.—ಫಿಟ್‌ಸೂತ್ರ
ಬ್ರ. ಸೂ.—ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ
ಮ. ಭಾ.—ಮಹಾಭಾರತ
ಮ. ಸ್ಮೃ.—ಮನುಸ್ಮೃತಿ
ಮೈ. ಸಂ.—ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತಾ
ಯಾ. ಸ್ಮೃ.—ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿ
ವಾ. ಸಂ.—ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತಾ
ವಾ. ಪು.—ವಾಯುಪುರಾಣ
ವಿ. ಪು.—ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ
ವೇ. ಸೂ.—ವೇದಾಂತಸೂತ್ರ
ಶ. ಬ್ರಾ.—ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಸಾ. ಸಂ.—ಸಾಮಸಂಹಿತಾ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥
ವೇದಃ ಶಿವಃ ಶಿವೋ ವೇದೋ ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಸದಾಶಿವಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ವೇದಮೇವ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ॥

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ

ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಾನುವಾದಸಹಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಎಷ್ಟುಮಟ್ಟಿನದೆಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ—ಏಕೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ–ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದು ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದರೂ, ಕುಶಲಕಲಾಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದರೂ ವೇದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಜನಾಂಗಗಳ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಗೂ, ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಗೀತಸಾಹಿತ್ಯಾದಿವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ, ನಾನಾಕಲೆಗಳಿಗೂ ವೇದವೇ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ಜನಗಳ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಗೂ ಈಗಿನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರೆನಿಸಿದ ಜನಗಳ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಗೂ ಬಹು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಬರುವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂಗ ಉಪಾಂಗಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾಜವು ಅಥವ ಜನಜೀವನವು ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಥಸಹಿತವಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು.

ಇಂತಹ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದೇ ವೇದಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾದ ಅನೇಕ ಮತಗಳಿಗೂ ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ವ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಂತಿರುವವು. ಇವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆಯು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಭಾಷೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರೀಕ್, ಲಾಟಿನ್ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾತನವಾದುದು. ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಯೂರೋಪಿನ ಜರ್ಮನ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪುರಾತನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಡನೆ ಈಗಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವೀಣರಿಗೂ ವೇದವು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯಂತಿರುವುದು. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಪುರಾತನವಾದ ಗ್ರಂಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥವು ಋಗ್ವೇದವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಮತ್ತಾವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ದೊರೆಯಲಾರದು.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನವು ದೊರೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಿರುವುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳಹಿಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾಠಾಂತರ ಭೇದಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಕಾಲಾನಂತರ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಯ ಸಹಾಯವು ಇಲ್ಲದ ಆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದವು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೂ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಬಾಯಿಪಾಠವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು. ಈರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವೇದಪಾಠವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮದಿಂದಲೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರಸಹಿತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಪಠನಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳು ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪಠನಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವರೀತಿ ಇದ್ದಿತೋ ಈಗಲೂ ಅದೇರೀತಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತಿರುವುದು. ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನಾಗಲಿ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವರವನ್ನಾಗಲಿ, ಸೇರಿಸುವುದಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಲಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಾನುಸಾರ ಪರಿಚ್ಛೇದಮಾಡಿ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗಾಗಿ ಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಭಂಗಬರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳು ವೇದದ ಪದಪಾಠವನ್ನೂ, ಸ್ವರವನ್ನೂ ಸಹ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸುಬಂದಂತೆ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥ ಸರಿಹೋಗುವಂತೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಹಿತೆಯಂತೆ ಪದವನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಪ್ತಮಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಹಾಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ಕುಶಲಮತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವೇದವಿದ್ಯಾವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಷ್ಟು ಮತ್ತಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಗಮನವು ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯು ಮೃತಭಾಷೆಯೆಂದೂ (Dead Language) ಅದರಲ್ಲೇನಿರುವುದೆಂದೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡುವರು. ಈರೀತಿ ಹೇಳುವವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನರಿಯದವರೂ, ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಬಗ್ಗದ ಶುದ್ಧ ಸೋಮಾರಿಗಳೂ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಭಂಡಾರವು ಮತ್ತಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೇದಾಂತ, ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಮತ್ತಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಹಾಪಂಡಿತರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಮಾಡಿ ರಚಿಸಿರುವ ಅನೇಕಾನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತವೂ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ, ಪುರಾತನವೂ ಆದ ವೇದವಿದ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಮೊದಲಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಕಾಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಮಗೆ ಪರಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡಿ

ವೇದಗಳ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿರುವರು. ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ವೇದ ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ವೇದದ ಉಪಯೋಗವೂ ಮಹತ್ತ್ವವವೂ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗಿರುವುವೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವರು.

ಇವರ ಮೇಲ್ಪಂಗ್ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳೂ, ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಲಿಗಳೂ, ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸವೂ, ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗವೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಠಿನವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವೂ ಸುಲಭವಾ ಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ದಂತೆ ಬಾಯಿಪಾಠಮಾತ್ರ ಮಾಡುವರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಸಂಗವು ಕಷ್ಟತರವಾದುದೆಂದು ಅದರ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾದವರಿಗೂ ವೇದಭಾಷೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾಸವಾಗುವುದು. ಪಂಡಿತರಿಗೇ ಈರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಇದರ ಅರ್ಥವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸುಮಾಡುವರು? ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ನಿಷ್ಫಲವೆಂದು ಯಾಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು—

ಸ್ಥಾಣುರಯಂ ಭಾರಹಾರಃ ಕಿಲಾಭೂದಧೀತ್ಯ ವೇದಂ ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಯೋಽರ್ಥಂ।
ಯೋಽರ್ಥಜ್ಞ ಇತ್ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ ನಾಕಮೇತಿ ಜ್ಞಾನವಿಧೂತಪಾಪ್ಮಾ।
ಯದ್ಗೃಹೀತಮವಿಜ್ಞಾತಂ ನಿಗದೇನೈವ ಶಬ್ದ್ಯತೇ।
ಅನಗ್ನಾವಿವ ಶುಷ್ಕೇಂಧೋ ನ ತಜ್ಜ್ವಲತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್।
ಉತತ್ವಃ ಪಶ್ಯನ್ನ ದದರ್ಶ ವಾಚಮುತ ತ್ವಃ ಶೃಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋತ್ಯೇನಾಂ।
ಉತೋ ತ್ವಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿಸಸ್ರೇ ಜಾಯೇವ ಪತ್ಯ ಉಶತೀ ಸುವಾಸಾಃ।
ಉತ ತ್ವಂ ಸಖ್ಯೇ ಸ್ಥಿರಪೀತಮಾಹುರ್ನೈನಂ ಹಿನ್ವಂತ್ಯಪಿ ವಾಜಿನೇಷು।
ಅಧೇನ್ವಾಚರತಿ ಮಾಯಯೈಷ ವಾಚಂ ಶುಶ್ರುವಾँ ಅಫಲಾಮಪುಷ್ಪಾಂ॥

ಇದರ ಅರ್ಥ—ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಮೋಟು ಮರದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವನೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಆರಿಹೋದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಣಗಿದ ಸೌದೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯದಿರುವಂತೆ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ವ್ಯರ್ಥ ವಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ—

ವೇದಾರ್ಥವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟವಿರುವುದು. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಪ್ರವೀಣನಾದರೂ ವೇದಭಾಷೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಭಾಷಾಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೇದಾಂತ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕು. ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಛಂದಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ, ವೃತ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೌತಭಾಗವನ್ನು ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮುಂದಟ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪದಗಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸ

ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಭಕ್ತಿ, ವಚನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ತೊಡರುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೋಹರವಾದ ಕಥೆಗಳಿವೆಯೇ? ಕಾಳಿದಾಸ, ಭವಭೂತಿ, ದಂಡಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ನವರಸಭರಿತವಾದ ವರ್ಣನಾದಿಗಳಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮವಿಚಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವೇದಾಂತ ವಿಷಯಗಳಿವೆಯೇ? ಇವಾವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ಅದನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಋಗ್ವೇದವು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಗ್ರಂಥವು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಆ ಕಾಲದ ಜನರ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವೀಕರ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನೂ, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧಾನ, ಯಜ್ಞಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಮ, ಇವುಗಳನ್ನೂ, ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜವು ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಗಿನ ಜನರು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಇಷ್ಟಗಳೇನು, ಕಷ್ಟಸುಖಗಳೇನು ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗದ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇದವು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವೆಂದೂ, ಎಂದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾದುದಲ್ಲವೆಂದೂ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಹೊರಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವೇದಾಧ್ಯಾಯನಾಸಕ್ತರಾದವರು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಒಂದನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ವೇದವೆಂದರೇನು ?

ವೇದವೆಂದರೇನು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮೊದಲು ತಲೆದೋರುವುದು. ವೇದವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿದ್=ತಿಳಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಎಂದರ್ಥವು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತರ್ಕ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರುವವು. ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವು ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಹೊಸಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವವು. ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ವಿಜ್ಞಾನವೆನಿಸುವುದು. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಎಂದರೆ ವೇದಾಂತವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವಿರುವುದು. ಇಂತಹ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇದವೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು. ಈ ವೇದದಿಂದಲೇ ಅನೇಕಾನೇಕ ದರ್ಶನಗಳೂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಿಧವಾದ ಮತಭೇದಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿರುವವು. ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಗ್ರಂಥರಾಶಿ ಯಾವುದು? ಇದರ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು.

ವೇದಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ.

ವೇದಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು. ? ಈ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕಾಠಕ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.—

ವೇದೇನ ವೈ ದೇವಾ ಅಸುರಾಣಾಂ ವಿತ್ತಂ ವೇದ್ಯಮವಿಂದಂತ ತದ್ವೇದಸ್ಯ ವೇದತ್ವಂ

ಇದರ ಸಾರಾಂಶ :—ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು (ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು) ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ವೇದ.

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಚನ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅನ್ವವಿಂದ್ರ, (ತಿಳಿದರು ಅಥವಾ ಪಡೆದರು), ಅವಿಂದನ್, ಅವಿಂದಂತ ಮತ್ತು ವಿವಿದುಃ ಈ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪಾಣಿನೀಯ ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿದಲ್ೃ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ವಿದಲ್ೃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದು ಎಂದರ್ಥ.

ಭಟ್ಟ ಭಾಸ್ಕರರೂ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯತೇ—ಲಭ್ಯತೇ ಅನೇನೇತಿ ಕರಣೇ ಘಞ್
ಉಞ್ಛಾದಿತ್ವಾದಂತೋದಾತ್ತಂ

ಇದರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕರಣಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಚನವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಿದುಃ=ಲಬ್ಧವಂತಃ ಎಂದರೆ ಹೊಂದಿದವರಾದರು ಎಂದರ್ಥ.

ಅಥರ್ವಣ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಆಧಾರಗಳು :—

ಆನಂದತೀರ್ಥರೆಂಬುವರು ತಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವೇದಶಬ್ದದ ರೂಪ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಾನುಮಾನಂ ವೇದಾ ಹ್ಯೇನ್ವೈನಂ ವೇದಯಂತಿ
ತಸ್ಮಾದಾಹುರ್ವೇದಾ ಇತಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದಶ್ರುತಿಃ

ಇದರ ಸಾರಾಂಶವಿದು :—ಇವನನ್ನು (ಆತ್ಮನನ್ನು) ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಿಳಿಯಲಾರವು. ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನನ್ನು ವೇದಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲುವು. ಆದುದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ವೇದಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದು ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಶ್ರುತಿಯ ವಚನ.

ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಆಯುರಸ್ಮಿನ್ ವಿದ್ಯತೇ ಅನೇನ ವಾ ಆಯುರ್ವಿಂದತೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದಃ

ಆಯುರಸ್ಮಿನ್ನಾಯುರ್ವೇದೇ ವಿದ್ಯತೇ=ಅಸ್ತಿ........ವಿದ್ಯತೇ=ಜ್ಞಾಯತೇऽನೇನ........
ವಿದ್ಯತೇ=ವಿಚಾರ್ಯತೇऽನೇನ ವಾ........ಆಯುರನೇನ ವಿದಂತಿ=ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ
ವಾ ಆಯುರ್ವೇದಃ —ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ—೧-೧೪.

ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುಸ್ಸು ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ.

ಡಲ್ಹಣ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸುಶ್ರುತವಚನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ (ತೃತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ (ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ) ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಟೀಕಾಕಾರನಾದ ಡಲ್ಹಣನ ಮತಾನುಸಾರ, ವಿದ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಇರುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ, ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದರ್ಥವೂ, ವಿಚಾರಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥವೂ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಲೃ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಹೊಂದುವುದು ಎಂದರ್ಥವೂ ಇವೆ. ಈ ಧಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸುಶ್ರುತಕಾರರು ವೇದಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಇವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಚರಕಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂದು ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಟೀಕಾಕಾರನಾದ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಎಂಬುವನು ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್, ವಿದ್ ಎಂದರೆ ತಿಳಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ವೇದಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು.

ನಾಟ್ಯವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಭಿನವಗುಪ್ತಪಾದಾಚಾರ್ಯರು **ನಾಟ್ಯಸ್ಯ ವೇದನಂ ಸತ್ತಾ ಲಾಭಃ ವಿಚಾರಶ್ಚ ಯತ್ರ ತನ್ನಾಟ್ಯವೇದಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯತೇ** ಎಂದರೆ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ನಾಟ್ಯವು ಇರುವುದು, ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರಮಾಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ನಾಟ್ಯವೇದವೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿನವಗುಪ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೇದಶಬ್ದವು ವಿದ್=ತಿಳಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದಲೇಬಂದಿತೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಅಮರಕೋಶದ ಟೀಕಾಕಾರನಾದ ಕ್ಷೀರಸ್ವಾಮಿಯು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ:—**ವಿದಂತ್ಯನೇನ ಧರ್ಮಂ ವೇದ.** ಧರ್ಮವನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದ ಎಂದರ್ಥ (೧-೫-೩) ಮತ್ತು ಸರ್ವಾನಂದರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, **ವಿದಂತಿ ಧರ್ಮಾದಿಕಮನೇನೇತಿ ವೇದಃ** ಎಂದರೆ ಧರ್ಮವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ವೇದವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಜೈನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಹೇಮಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಧಾನಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ **ವಿದಂತ್ಯನೇನ ಧರ್ಮಂ ವೇದಃ** ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ವೇದವಾಯಿತು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾದ ವಿದ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ವೇದಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿತೆಂದೂ ವಾದಿಸಿ, ವೇದಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಧಾತಿಥಿಯು ವೇದಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಈರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. **ವ್ಯುತ್ಪಾದ್ಯತೇ ಚ ವೇದಶಬ್ದಃ। ವಿದಂತ್ಯನನ್ಯಪ್ರಮಾಣವೇದ್ಯಂ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಮರ್ಥಮಸ್ಮಾದಿತಿ ವೇದಃ। ತಚ್ಚ ವೇದನಮೇಕೈಕಸ್ಮಾದ್ವಾಕ್ಯಾದ್ಭವತಿ॥** ಎಂದರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಈರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆಪಸ್ತಂಬಪರಿಭಾಷೆಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಪರ್ದಿಸ್ವಾಮಿಯು **ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕರಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಆವೇದಯಂತೀತಿ ವೇದಾಃ** ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಎಂದಾದುವು, ಎಂದು ವೇದಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹರದತ್ತನೂ ಕೂಡ **ವೇದಯತೀತಿ ವೇದಃ**—ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ವಿದಂತಿ-ಜಾನಂತಿ ವಿದ್ಯಂತೇ-ಭವಂತಿ, ವಿಂದಂತಿ ಅಥವಾ ವಿಂದಂತೇ-ಲಭಂತೇ, ವಿಂದಂತಿ-ವಿಚಾರಯಂತಿ । ಸರ್ವೇ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸತ್ಯವಿದ್ಯಾ ಯೈರ್ಯೇಷು ವಾ ತಥಾ ವಿದ್ವಾಂಸಶ್ಚ ಭವಂತಿ ತೇ ವೇದಾಃ।

ಸಾರಾಂಶವಿದು : ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರೂ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅವಕ್ಕೆ ವೇದಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದೇನಂದರೆ, ಕಾಠಕಾದಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಾಲದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ, ತಿಳಿ, ಇರು, ಅಥವಾ ಹೊಂದು, ವಿಚಾರಮಾಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಧಾತುವಿನಿಂದಲೇ ವೇದ ಶಬ್ದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಯಾವ ಗ್ರಂಥಕಾರನೇ ಆದರೂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವೇದಶಬ್ದದ ರೂಪಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದರು ತಮ್ಮ ವೇದಸರ್ವಸ್ವದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥದ (ಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತಿ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೂ ಮತ್ತು ಇರು, ಹೊಂದು, ವಿಚಾರಮಾಡು ಎಂಬೀ ಅರ್ಥದ ಧಾತುವಿನಿಂದ ವೇದ ಶಬ್ದವು ಆಗುತ್ತದೆಂಬುವುದು, ಅಸಂಭವವೂ, ನಿರರ್ಥಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವೇದಶಬ್ದವು ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಭಾಮುಷ್ಟಿ ಮುಂತಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವವರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗಲಾರದು.

ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವೇದಶಬ್ದವನ್ನು ಅಂತೋದಾತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೋ ವೇದ ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಸಂಹಿತೆಗಳೆಂದು ಹಲವು ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವೇದ ಎಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದ ಪರಂಪರೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನದೇನಲ್ಲ; ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದು.

ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿಯ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ:—

ಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾರಂಭಣಾನಾಂ ತು ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸಮಾಪ್ತೌ ವೇದಶಬ್ದಃ

ಇದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಮ್ನಾಯದ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವೈಜಯಂತಿಕಾರನಾದ ಮಹಾದೇವನು ಮಂತ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವೇದವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದುದು, ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕವಾದುದು.

ವೇದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿರುವ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ವೇದದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇದವೆಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ

ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಂತ್ರವೆಂದರೇನು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದರೇನು? ಅಥವಾ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಭಾಗ ಯಾವುದು? ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಾವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದದ್ದೇ. ಮಂತ್ರವೆಂಬುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂಬುದೇ ಮಂತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರವಲ್ಲದ ಇತರ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೈಮಿನಿಯ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ತಚ್ಚೋದಕೇಷು ಮಂತ್ರಾಖ್ಯಾ ॥ ಶೇಷೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಃ

ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞರು ಈ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇರಕವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರವೆಂದೂ, ಪರಿಶಿಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೆ ಶೈಲಿ, ಛಂದಸ್ಸು, ವಿಷಯ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟುಸೇರಿ ವೇದವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವೇದವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತೃ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಋತ್ವಿಜರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವರು. ವೇದವನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯೆಂದೂ ಋಗ್ವೇದ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆಬೇರೆ ವೇದಗಳು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೆಂದು ಕೆಲವರೂ ಹೇಳುವರು. ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಎಂಬ ಮೂರು ವೇದಗಳೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವುವು. ಒಂದೇ ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು. ಯಜುರ್ವೇದ ಮುಂತಾದ ಇತರ ವೇದಗಳು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವಾಗ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನರ್ಪಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ) ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಆಯಾ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನೂ (ಮಂತ್ರವನ್ನೂ) ಆ ದೇವತೆಯನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಜ್ಯವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನೂ ಪಠಿಸುವರು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿರಕೂಡದು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಗಾನಗಳ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅವೂ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿರುವುವು. ಗಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮವೇದಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಾನಮಾಡುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ನಾನಾನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳೂ, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ, ಇತರ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಯಜ್ಞ

ದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವೆಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಯಜುಶ್ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಶಬ್ದವೂ ಅದರಂತೆಯೇ. ಆದರೆ ಸಾಮವೇದವು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ದಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. "ಋಕ್ಸಾಮೇ ವೈ ದೇವೇಭ್ಯಃ'' "ಅಯಜ್ಞೋ ವಾ ಏಷ ಯೋಽಸಾಮ'' ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸಾಮವೇದವು ಯಜುರ್ವೇದ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನದೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷಾಶೈಲಿಯು ಋಗ್ವೇದಭಾಷಾ ಶೈಲಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಈಚಿನದೆಂದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಹೋಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ (ಕರೆದು) ಹೋಮಮಾಡಿಸುವನು. ಹೋತೃವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವನು. ಈ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳು. ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವನು. ಯಾಜ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿಸುವನು ಎಂದರೆ ಹೋತೃವು ಮಂತ್ರಪಠನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವನು. ತಾನೇ ಅಗ್ನಿಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಮಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಮಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಧ್ವರ್ಯುವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಮಾಡುವನು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇವನ ಕೆಲಸವೇ ಬಹಳವಾಗಿರುವುದು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಯಜುರ್ವೇದವು ಇವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಉದ್ಗಾತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಸಾಮಗಾನದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. "ಅಯಜ್ಞೋ ವಾ ಏಷ ಯೋಽಸಾಮ" ಎಂದರೆ ಸಾಮಗಾನವಿಲ್ಲದ ಯಜ್ಞವು ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಮಗಾನವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋತೃವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನೂ, ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನೂ, ಉದ್ಗಾತೃವು ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕುಜನರೇ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಋತ್ವಿಜರು.

ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದಗಳು ಆಯಾ ಋತ್ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇದಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ಪರಿಚಯವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ಕೆಲವರು ಅಥರ್ವವೇದವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇದವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದಗಳಿಗೆ ತ್ರಯೀ ಎಂದರೆ "ಮೂರು ವೇದಗಳ ಗುಂಪು'' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ತ್ರಯೀ ಎಂದರೆ ಈ ಮೂರು ವೇದ ಗಳೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಹಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಶ್ವರವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯೆಂತಲೂ, ವೇದವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಕ್ಕೆ ಉಪಪೋಷಕಗಳಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿಯೆಂತಲೂ ಹೆಸರು. ವೇದಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯೆಂದು ಹೆಸರುಬರಲು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ವೇದವನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಗವೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಇತರರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವ ಭಯವೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ವೇದವನ್ನು ಓದುವ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇದವು ಕುಲಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿಯೇ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇದವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟುದಲ್ಲ. ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತೆ, ಈ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದವನ್ನು ಯಾರೂ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಗಳಿಗೆ ಆದಿಯಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ, ವಾಮದೇವ ಮುಂತಾದ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಗೋಚರವಾದುವು ಎಂದರೆ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು. ಅವರುಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ಮುಂದೆ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ವೇದಕ್ಕೆ ಉಪಪೋಷಕಗಳಾದ ಮತ್ತು ವೇದವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕರೂಪವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರರೂಪವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಶ್ಲೋಕರೂಪವಾದ ಮನು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೂ, ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು ಆರು. ವೇದಾಂಗಗಳೆಂತಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಾಂಗಗಳು ಶಿಕ್ಷ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಗಳೆಂದು ಆರೂ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿವೆ. ಎಂದರೆ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವೇದಾಂಗಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ವೇದವಿಭಾಗಗಳು.

ವೇದಗಳು ನಾಲ್ಕು. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದವೆಂದು ಅವುಗಳ ಹೆಸರು. ಇವುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡೋಣ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮತ್ತು ಪುರಾತನವಾದುದು. ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಬಹಳ ಮಂತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ೭೫ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೊರತು ಉಳಿದ ಭಾಗವೆಲ್ಲವೂ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದರು. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ಪಠನಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪಠನಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯವುಂಟು, ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ—

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ಸರ್ವಹುತಃ ಋಚಃ ಸಾಮಾನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛಂದಾಂಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾದ್ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ ॥

ಎಂದರೆ—ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಮೊದಲು ಋಗ್ವೇದವು ಹೊರಹೊರಟಿತು ಬಳಿಕ ಸಾಮವೇದವೂ ಅನಂತರ ಛಂದಸ್ಸುಗಳೂ. ಆಮೇಲೆ ಯಜುರ್ವೇದವೂ ಉಂಟಾದವು—ಎಂದಿದೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—

ಯದ್ವೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸಾಮ್ನಾ ಯಜುಷಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಶಿಥಿಲಂ ತದ್ಯದೃಚಾ
ತದ್ದೃಢಂ

ಎಂದರೆ—ಸಾಮ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಋಗ್ವೇದವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿದುದು ಸರಿಯಾದುದು ಮತ್ತು

ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ—

ಋಗ್ವೇದಂ ಭಗವೋಽಧ್ಯೇಮಿ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸಾಮವೇದಮಾಥರ್ವಣಮಿತಿ

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಇತರ ವೇದಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದವಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಹಿತಾಭಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಂಬ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು ಸಂಹಿತಾಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡೋಣ.

ಸಂಹಿತಾಭಾಗಗಳು.

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ

ಋಗ್ವೇದವ ಸಂಹಿತಾಭಾಗವು ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದುದು. ಸಂಹಿತೆಯೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಭಾಗವೆಂದರ್ಥವು. ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಧಿಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರಸಂಧಿಸಿಯುದು

ಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪದಪಾಠವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ದಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಪಠನಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿರುವ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಹಿತಾ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂ ಸಂಹಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬ ಭಾಗಗಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳೂ, ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳೂ ಆಯಾ ವೇದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಂಡಲಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶದವರು (ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನವರು) ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಲವೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಆದರೆ ೧, ೯, ೧೦ನೇ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿರುವರು. ೯ನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿ ಗಳಿದ್ದರೂ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪವಮಾನ ಸೋಮವೆಂಬ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರುಗಳಿರುವುವು. ಎಂದರೆ ಇತರ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಋಷಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದೆ ಸೋಮದೇವತಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳ ಮಂತ್ರವನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಂಡಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪವಮಾನಃ ಸೋಮಃ ಎಂಬ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯು. ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ.

ಇನ್ನು 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಮತ್ತು 8 ನೆ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೃತ್ಸಮದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಾಮದೇವ, ಅತ್ರಿ, ಭರದ್ವಾಜ, ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕಣ್ವ ಋಷಿಗಳು ದ್ರಷ್ಟೃಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಡಲವೂ ಅನುವಾಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಗಳೆಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಪ್ರತಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಅನುವಾಕ, ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈರೀತಿ ಇದೆ.

	ಮಂಡಲ.	ಅನುವಾಕ.	ಸೂಕ್ತ.	ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ.	ಋಷಿಗಳು.
	1	24	191	2006	ಶತರ್ಚಿನರು (ನಾನಾಋಷಿಗಳು).
	2	4	43	429	ಗೃತ್ಸಮದ.
	3	5	62	617	ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ.
	4	5	58	589	ವಾಮದೇವ ಮತ್ತು ಗೋತಮ.
	5	6	87	727	ಅತ್ರಿ.
	6	6	75	765	ಭರದ್ವಾಜ.
	7	6	104	841	ವಸಿಷ್ಠ.
	8	10	103	1716	ಕಣ್ವ.
	9	7	114	1108	ನಾನಾ ಋಷಿಗಳು.
	10	12	191	1754	ನಾನಾ ಋಷಿಗಳು.
ಒಟ್ಟು	10	85	1028	10552	

ಅಂತೂ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 10552 ಋಕ್ಕುಗಳಿರುವುವು. Max Muller ಪ್ರಿಂಟುಮಾಡಿರುವ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10520 ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಈರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಬರಲು ಕಾರಣವೇನಂದರೆ—ಒಂದ ನೆಯ ಮಂಡಲದ ೬೫, ೬೬, ೬೭, ೬೮, ೬೯, ೭೦ನೇ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ೧೦ ಋಕ್ಕು ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಐದನೆಯ ಮಂಡಲದ ೨೪ನೇ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ೪ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಛಂದಸ್ಸು ದ್ವಿಪದಾ ಎಂದಿರುವುದು. ದ್ವಿಪದಾ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಋಕ್ಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ

ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದರಂತೆಯೇ ಇರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಋಕ್ಕಿಗೇ ಪೂರ್ತಾ ಒಂದು ಋಕ್ಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ೬೪ ಋಕ್ಕುಗಳಿರುವುವು. Max Muller ಮಾತ್ರ ದ್ವಿಪದಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರುಮಾತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ೪ ಪಾದಗಳು ಬರುವಂತೆ ೨ ಅರ್ಧ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ೬೪ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ೩೨ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿರುವನು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಾನು ಮಾಡಿರುವದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಎಂಟನೆಯ ಮಂಟಲದ ೨೯ನೆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ೧೦ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ೧೫೭ನೇ ಸೂಕ್ತದ ೪ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅರ್ಧ ಋಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಮುದ್ರಿಸಿರುವನು. ಒಂದೇ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಂದುಕಡೆ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಯದಿರದು. ಆದುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦೫೫೨ ಋಕ್ಕುಗಳಿರುವುವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದು.

ಒಟ್ಟು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಹತ್ತುಮಂಡಲಗಳಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿಮಂಡಲವನ್ನೂ ಅನುವಾಕಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ, ಅನುವಾಕಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ವಿಭಾಗಿಸಿದೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಈ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಋಕ್ಕುಗಳಿರಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಒಂದೇದೇವತೆಗೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಗಣನೆ. ವೇದದ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿ, ದೇವತೆ, ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದೇಋಕ್ಕಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇರಬಹುದು. ಒಂಭತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಾಕಿ ಎಂಟು ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನ ಋಷಿಗಳಿರುವರು.

ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದುನೂರು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಂತೆ ಇದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಶತರ್ಚಿನರೆಂದು ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 1ನೆಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ 102ರವರೆಗೆ ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಂಬುವರೂ 111ರಿಂದ 253ರ ವರೆಗೆ ಮೇಧಾತಿಥಿಃ ಕಾಣ್ವ ಎಂಬುವರೂ, 254ರಿಂದ 350ರವರೆಗೆ ಆಜೀಗರ್ತಿಃ ಶುನಶ್ಶೇಫ ಎಂಬುವರೂ ಋಷಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಶತರ್ಚಿನರೆಂದು ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಮವು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತಗಳಿರುವುವು. ಆ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲು ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಬಳಿಕ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಜಗತೀ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ತಗಳು ಇರುವವು. ಮತ್ತು ಈ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ತಗಳು ಎಂದರೆ 3, 4, 5, 6, ಋಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ಸೂಕ್ತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಋಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇರುವುವು. ಈರೀತಿ ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಇಂದ್ರದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುವು. ಅವುಗಳೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು, ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳು, ಉಷಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತಗಳು ಬರುವುವು. ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳೂ, ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೂ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳೂ ಒಂದೇ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುವು. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ತಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವುವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಋಷಿಯ ಸೂಕ್ತಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುವು. 9ನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಪವಮಾನಃಸೋಮಃ ಎಂಬ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮವೂ, ಸೂಕ್ತಗಳ ಪರಿಮಾಣವೂ ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಸೂಕ್ತಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿರಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಋಕ್ಕಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳಿರಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದ 2ನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ 9 ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರುಮೂರು ಮಂತ್ರಕ್ಕೊಬ್ಬರಂತೆ ವಾಯು, ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಾವರುಣರು ಎಂದು ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು. ಅದೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 6ನೆಯ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನು ದೇವತೆ. ಬಾಕಿ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯ ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತನೆಯದಕ್ಕೆ ಮರುತ್ತುಗಳು, ಉಳಿದ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೆ ಮರುತ್ತುಗಳು, ಇಂದ್ರ ಮರುತ್ತುಗಳು, ಮರುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಮರುತ್ತುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ (ಅತ್ರವಿಶೇಷಃ ಅಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ವಿಶ್ವೇದೇವೈಸ್ಸಹಿತೋ ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ) ವಿಶ್ವೇದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಅಗ್ನಿಯು ದೇವತೆ. ಹದಿಮೂರನೆಯ ಮಂಡಲ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು, ಸರಸ್ವತೀ, ಇಳಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಿಯರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದೇವತೆ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುವ ದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ಮರುತ್ತುಗಳು, ವಿಶ್ವೇದೇವತೆಗಳು, ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು, ಪವಮಾನಸೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಗಳು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ದೇವತಾಕವಾದವು. ಒಟ್ಟು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಭಾಗವು ಇಂದ್ರನಪರವಾಗಿವೆ. ಇಂದ್ರನಾದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಗಳು ಅಗ್ನಿ ಪರವಾಗಿವೆ. ಅನಂತರ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು.

ಈ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲಗಳು ಹೊರತು, ಉಳಿದ ಎಂಟು ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಕ್ತ ಅಗ್ನಿಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಎಂಟನೆಯದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಪರವಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲವಷ್ಟೂ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಪವಮಾನಸೋಮದೇವತೆಯೇ ಈ ಮಂಡಲದ ದೇವತೆ. ಇತರ ಮಂಡಲಗಳಂತೆ ಋಷಿಗಳು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನವರಲ್ಲ. ಇತರ ಮಂಡಲದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳೂ ನಾನಾಗುಂಪಿನವರು. ದೇವತೆಗಳೂ ಅನೇಕರು.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದುಸಾವಿರದಹದಿನೇಳು ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆಯೆಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳೆಂಬ ಹನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಈ ಒಂದುಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಒಂದುಸಾವಿರದಯಿಪ್ಪತೆಂಟು ಸೂಕ್ತಗಳಾಯಿತು. ಇದು ಶಾಕಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಖಿಲಸೂಕ್ತಗಳೆಂಬ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಖಿಲಸೂಕ್ತವೆಂದರೆ,

ಪರಶಾಖೀಯಂ ಸ್ವಶಾಖಾಯಾಮಪೇಕ್ಷಾವಶಾತ್ಪಠ್ಯತೇ ತಕ್ಖಿಲಮುಚ್ಯತೇ

ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಖಿಲಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ, ರಾತ್ರಿಸೂಕ್ತ ಮುಂತಾದುವು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟಸೂಕ್ತಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಭಾಗವನ್ನೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

೧.	ಶನ್ನೈಷ್ಟಿದದ್ಯ	(೩ ಋಕ್ಕುಗಳ ಸೂಕ್ತ)	ಮಂ ೧ ಸೂಕ್ತ ೫೦ ಆದಮೇಲೆ ಪಠಿಸಬೇಕು.
೨.	ಮಾಬಿಭೇರ್ನ	(೧೦ ,,)	ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.
೩.	ಕುಹೂಮಹಂ	(೮ ,,)	ಮಂ ೨-೩೨ ಆದಮೇಲೆ.
೪.	ಭದ್ರಂ ವದ	(೬)	ಎರಡನೆಯ ಮಂಡಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.
೫.	ಜಾಗರ್ಷಿತ್ವಂ	(೧)	ಮಂ ೫-೪೪ ಆದಮೇಲೆ.
೬.	ಸೂಕ್ತಾಂತೇऽಸ್ಯೇತ್	(೨)	ಮಂ ೫-೪೯ ,,
೭.	ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ	(೨)	ಮಂ ೫-೫೧ ,,
೮.	ವರ್ಷಂತು ತೇ ವಿಭಾವರಿ	(೧)	ಮಂ ೫-೮೪ ,,
೯	ಆ ತೇ ಗರ್ಭೋ	(೫)	ಐದನೆಯ ಮಂಡಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.
೧೦.	ಅಗ್ನಿರೈತು	(೫)	,, ,,
೧೧.	ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ	(ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಂ (೨೯)	,, ,,
೧೨.	ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಂ	(೩)	ಮಂ ೬-೪೪ ಆದಮೇಲೆ.
೧೩.	ಸೂಕ್ತಾಂತೇ	(೨)	ಮಂ ೬-೪೮ ,,
೧೪.	ಶಂವತೀಃ ಪಾರಯಂತಿ	(೬)	ಮಂ ೭-೩೫ ,,
೧೫.	ಸ್ವಪ್ನಸ್ವಪ್ನಾಧಿಕರಣೇ	(೧೨)	ಮಂ ೭-೫೫ ,,
೧೬.	ಯಸ್ಯ ವ್ರತಂ	(೧)	ಮಂ ೭-೯೬ ,,
೧೭.	ಉಪಪ್ಲವತ	(೧)	ಮಂ ೭-೧೦೩ ,,
೧೮.	ಪಾವಮಾನೀಃ	(೨೧)	ಮಂ ೯-೬೭ ,,
೧೯.	ಇಳೈವ ವಾಮನು	(೨)	ಮಂ ೯-೩-೫ ಆದಮೇಲೆ.
೨೦.	ಯತ್ರ ತತ್ಪರಮಂ	(೬)	ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.
೨೧.	ಸಸ್ರುಷೀಸ್ತದಪಸೋ	(೧)	೧೦-೯ ಆದಮೇಲೆ.
೨೨.	ಸಿತಾಸೀತೇ	(೧)	೧-೭೫-೫ ,,
೨೩.	ಅವಿಧವಾ ಭವ	(೬)	೧೦-೮೫ ,,
೨೪.	ಅಸೌ ಯಾ ಸೇನಾ	(೨)	೧೦-೧೦೩ ,,
೨೫.	ಹವಿರ್ಭಿರೇಕೇ	(೧)	೧೦-೧೦೬ ,,
೨೬.	ಆರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಥಿವಂ (ರಾತ್ರಿಸೂಕ್ತಂ)	(೨೩)	೧೦-೧೨೭ ,,
	ಉಲೂಕಯಾತಂ	(೧)	(ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರ ೭-೧೦೪-೨೨).
	ಪಿಶಂಗಭೃಷ್ಟಿ	(೧)	(,, ೧-೧೩೩-೫).
೨೭.	ಆಯುಷ್ಯಂ ವರ್ಚಸ್ಯಂ	(೧೧)	ಮಂ ೧೦-೧೨೮ ,,
೨೮.	ಅರ್ವಾಂಚಮಿಂದ್ರಂ	(೧)	ಮಂ ೧೦-೧೨೮ ,,
೨೯.	ಯಾಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ	(೪೮)	ಮಂ ೧೦-೧೨೮ ,,
೩೦.	ಹಿಮಸ್ಯ ತ್ವಾ	(೧೩)	ಮಂ ೧೦-೧೪೨ ,,

೩೧. ಮೇಧಾಂ ಮಹ್ಯಂ
(ಮೇಧಾಸೂಕ್ತಂ) (೧೧) ಮಂ ೧೦-೧೫೧ ,,
೩೨. ಊರ್ಧ್ವರೇಖಾ (೧) ಮಂ ೧೦-೧೬೧ ,,
೩೩. ಯೇನೇದಂ ಭೂತಂ (ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ) (೨೬) ಮಂ ೧೦-೧೬೬ ,,
೩೪. ನೇಜಮೇಷ (೩) ಮಂ ೧೦-೧೮೪ ,,
೩೫. ಅನೀಕವಂತ (೧) ಮಂ ೧೦-೧೮೭ ,,
೩೬. ಸಂಜ್ಞಾನಮುಶನಾ (೧೫) ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.

ಈ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಂಡಲಗಳ ವಿಭಾಗವು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿರುವುದು. ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಎಂದರೆ ಮಂಡಲಗಳು ಸಮನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹತ್ತು ಮಂಡಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಎಂಟು ಅಷ್ಟಕಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ವಿಭಾಗಿಸಿರುವರು. ಎಂದರೆ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

	ಅಷ್ಟಕ	ಅಧ್ಯಾಯ	ಸೂಕ್ತ	ವರ್ಗ	ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯಾ	ಅಕ್ಷರಸಂಖ್ಯಾ
	1	8	121	265	1370	48931
	2	8	119	221	1147	51718
	3	8	122	225	1209	47636
	4	8	140	250	1289	49762
	5	8	129	238	1263	48022
	6	8	135	331	1730	51456
	7	8	116	248	1263	47562
	8	8	146	246	1281	52178
ಒಟ್ಟು	8	64	1028	2024	10552	397265

ವರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವು ಹೇಗೆಂದರೆ, 1ರಿಂದ 8 ಋಕ್ಕುಗಳಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1 ವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 9, ಅಥವಾ 9ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಋಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಗದಂತೆ ಭಾಗಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಋಕ್ಕುಗಳು ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಡೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು 4 ಋಕ್ಕು ಉಳಿದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗುವುದು.

ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ವರ್ಗಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇವೆ.

ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆ.		ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.	
1	ಋಕ್ಕಿರುವ ವರ್ಗಗಳು	1	(1ನೆಯ ಮಂಡಲ 99ನೆಯ ಸೂಕ್ತ)
2	,,	2	
3	,,	97	
4	,,	174	
5	,,	1207	
6	,,	346	
7	,,	119	
8	,,	59	

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ೫ ಋಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ೮ ಋಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗವೆಂದುಭಾವಿಸಿದಾರೆ. ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ೫ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಉಳಿದ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗವೆಂದು ಗಣನೆ.

ಈ ಅಷ್ಟಕ, ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಎಂಟರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಮಾಣವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದೆ. ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾನಾಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಮಂತ್ರಗಳಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳೂ, ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಡೆ, ಸಣ್ಣ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಜನೆಯು, ಅರ್ಥ ಮುಂತಾದುವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡದೆ, ಪರಿಮಾಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ.

ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಋಕ್ಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ, ಜಗತೀ ಮೊದಲಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಆರನೆಯ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅಷ್ಟಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುವು. ಇತರ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವವು. ೬ನೇ ಅಷ್ಟಕದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೫೪ ವರ್ಗಗಳಿರುವುವು. ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯವು. ೮ನೆಯ ಅಷ್ಟಕದ ೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨೪ ವರ್ಗಗಳಿರುವವು. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಯಜುರ್ವೇದಸಂಹಿತಾ

ಯಜುರ್ವೇದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಹೊರಟಿರುವುದು. ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಿಯಮವು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ.

ಅನಿಯತಾಕ್ಷರಾವಸಾನೋ ಯಜುಃ

ಗದ್ಯಾತ್ಮಕೋ ಯಜುಃ

ಇಂತಹ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು, ಯಜುರ್ವೇದವು ಋಕ್ಸಾಮಗಳಂತೆ ನಿಯತವಾಗಿ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಯಜುರ್ವೇದವು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವೆಂದೂ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವೆಂದೂ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಮಾಣವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ಶುಕ್ಲಂ ಕೃಷ್ಣಮಿತಿ ದ್ವೇಧಾ ಯಜುಶ್ಚ ಸಮುದಾಹೃತಂ ।
ಶುಕ್ಲಂ ವಾಜಸನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ತು ತೈತ್ತಿರೀಯಕಂ ॥

ಮತ್ತು—

ವ್ಯವಸ್ಥಿತಪ್ರಕರಣಂ ತದ್ಯಜುಃ ಶುಕ್ಲಮೀರ್ಯತೇ ।
ಬುದ್ಧಿಮಾಲಿನ್ಯಹೇತುತ್ವಾತ್ತದ್ಯಜುಃ ಕೃಷ್ಣಮೀರ್ಯತೇ ॥

ಮತ್ತು ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ—

ಯಜುರ್ವೇದಃ ಕಲ್ಪತರುಃ ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ದ್ವಿಧಾ ।
ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಾಚ್ಛುಕ್ಲಾಖ್ಯೋ ಯಾತಯಾಮವಿವರ್ಜಿತಾತ್ ।
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಯಜುಷಃ ಶಾಖಾಃ ಷಡಶೀತಿರುದಾಹೃತಾಃ ॥

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವಾಜಸನೇಯ ಸಂಹಿತೆಯೂ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತೈತ್ತರೀಯಸಂಹಿತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಗಳು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾದ ಅಧ್ವರ್ಯು ಎಂಬ ಋತ್ವಿಜನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೧೦೧ ಶಾಖೆಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಐದು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರಕಿರುತ್ತವೆ.

೧. ವಾಜಸನೇಯಿಸಂಹಿತಾ—ಇದು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದರ ಕರ್ತೃವಾದ (ಅಥವಾ ಋಷಿಯಾದ) ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯವಾಜಸನೇಯ ಎಂಬ ಋಷಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪಾಠಭೇದಗಳೇನೂ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ.

೨. ಕಾಠಕಸಂಹಿತಾ—ಕಾಠಕಶಾಖಾನುಸಾರ.

೩. ಕಪಿಷ್ಠಲಕಾಠಸಂಹಿತಾ—ಇದರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆತಿವೆ.

೪. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ—ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖಾನುಸಾರ. ಆಪಸ್ತಂಬಶಾಖೆಯೂ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದೆ.

೫. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಸಂಹಿತಾ—ಮೈತ್ರಾಯಣಶಾಖಾನುಸಾರ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳೂ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯುವಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವುದು. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವೇ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಲ್ಲವೆಂದೂ ಗೋಚರವಾಗದಿರದು.

ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವೆಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುವವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು

ವೇದರಾಶಿಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪೈಲ, ವೈಶಂಪಾಯನ, ಜೈಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ವೈಶಂಪಾಯನರು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಾದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಬಂದು ಕಲಿತಿರುವ ವೇದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ವೇದವನ್ನು ವಮನ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ತಿತ್ತಿರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ವಮನಮಾಡಿದ ಆ ವೇದವನ್ನು ತಿಂದರು. ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಶೋಕಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿ ಅವನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯನು ಅಶ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ (ವಾಜಿ-ಅಶ್ವ) ಬಂದು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವೆಂತಲೂ ವಾಜಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ವಾಜಸನೇಯಿಸಂಹಿತೆಯೆಂತಲೂ ಹೆಸರಾಯಿತು.

ಆದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕರ್ತೃವಾದ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರನು ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಈ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತೈತ್ತಿರಿಯೆಂಬುವರು ಕಲಿತರು ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಹೆಸರುಬಂದಿರಬಹುದು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಸ್ತಂಬ, ಬೋಧಾಯನ ಮುಂತಾದ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಾಂಡಗಳೂ ೪೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುವವು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಮುಂತಾದ ಮುಖ್ಯಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಂದ ಮೊದಲು ಕಲಿತ ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಸರು. ಶಾಖಾಬೇದಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವಾದ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಗೆ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳಿರುವುವು. ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ.

೧. ಜಾಬಾಲಾಃ
೨. ಬೌಧೇಯಾಃ
೩. ಕಾಣ್ವಾಃ
೪. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ
೫. ಶಾಪೇಯಾಃ
೬. ತಾಪಾಯನೀಯಾಃ
೭. ಕಾಪೋಲಾಃ
೮. ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸಾಃ
೯. ಆವಟಿಕಾಃ
೧೦. ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ
೧೧. ಪಾರಾಶರಾಃ
೧೨. ವೈನತೇಯಾಃ
೧೩. ವೈಧೇಯಾಃ
೧೪. ಕೌಂತೇಯಾಃ
೧೫. ಬೈಜವಾಪಾಃ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಶಾಖೆಗಳು ಈಗ ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ.

ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಕೆಗಳೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು ಇಂತಹ ೧೯೭೧ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ

ಮೊದಲ ೨೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ, ಸೋಮ, ವಾಜಪೇಯ, ಅಶ್ವಮೇಧ, ರಾಜಸೂಯ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಗಳೂ, ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಮುಂತಾದವುಗಳ ರಚನಾಕ್ರಮ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂದಿನ ೧೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ—ಇವುಗಳಿಗೆ ಖಿಲಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು.—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೌತಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಪುರುಷಮೇಧ, ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ಯಾಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುದಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಎನ್ನುವರು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಷ್ಟಕ ಅಥವಾ ಕಾಂಡಗಳಿವೆ. ಏಳು ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟು ೪೪ ಪ್ರಪಾಠಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವಾಕಗಳೆಂಬ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಈ ಅನುವಾಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ೫೦ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಶತ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಋಗ್ವೇದದ ವರ್ಗವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೋಲುವುದು. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಮಂತ್ರಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳು ಕೆಲವುಕಡೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆರೂಪವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗಗಳು ಸೇರಿರುವವು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡದ ೨ನೆಯ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಗದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಇದೇ ಸಂಹಿತೆಯ ೬ನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವವು. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವವು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳಿರುವುವು. ವಾಯು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ವೈಶಂಪಾಯನಗೋತ್ರೋಽಸೌ ಯಜುರ್ವೇದಂ ವ್ಯಕಲ್ಪಯತ್ ।
ಷಡಶೀತಿಸ್ತು ಯೇನೋಕ್ತಾಃ ಸಂಹಿತಾ ಯಜುಷಾಂ ಶುಭಾಃ ॥
ಷಡಶೀತಿಸ್ತಥಾ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಸಂಹಿತಾನಾಂ ವಿಕಲ್ಪಕಾಃ ।
ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ತೇಷಾಂ ವೈ ತ್ರಿಧಾ ಭೇದಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ
ವೈಶಂಪಾಯನಲೌಹಿತ್ಯೌ ಕಠಕಾಲಾಪಶಾವಥಃ
ಶ್ಯಾಮಾಯನಿಃ ಪಲಂಗಶ್ಚ ಹ್ಯಾಲಂಬಿಃ ಕಾಮಲಾಯನಿಃ ।
ತೇಷಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ಷಡಶೀತಿಃ ಶ್ರುತರ್ಷಯಃ ॥

ಈ ೮೬ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಈಗ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ೪೧ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ.

೧. ಚರಕಸಂಹಿತಾ
೨. ಆಲಂಬಿನಶಾಖಾ
೩. ಪಾಲಂಗಿನಶಾಖಾ
೪. ಕಮಲಶಾಖಾ
೫. ಆರ್ಚಾಭಿನಶಾಖಾ
೬. ಆರುಣಿನಶಾಖಾ (ಆಸುರಿಶಾಖಾ)
೭. ತಾಂಡಿನಶಾಖಾ
೮. ಶ್ಯಾಮಾಯನಶಾಖಾ
೯. ಕಠ ಅಥವಾ ಕಾಠಕಶಾಖಾ

೧೦. ಕಾಲಾಪಶಾಖಾ
೧೧. ಹಾರಿದ್ರವೀಯಶಾಖಾ
೧೨. ಭಾಗಲೇಯಶಾಖಾ
೧೩. ತುಂಬುರುಶಾಖಾ
೧೪. ಉಲಪಶಾಖಾ
೧೫. ಆಹ್ವರಕಶಾಖಾ
೧೬. ಪ್ರಾಚ್ಯಕಠಶಾಖಾ
೧೭. ಕಪಿಷ್ಠಲಶಾಖಾ
೧೮. ಚಾರಾಯಣೀಶಾಖಾ
೧೯. ವಾರಾಯಣೀಯಶಾಖಾ
೨೦. ವಾರ್ತಂತವೀಯಶಾಖಾ
೨೧. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶಾಖಾ
೨೨. ಔಪಮನ್ಯವಶಾಖಾ
೨೩. ಪಾತಾಂಡನೀಯಶಾಖಾ
೨೪. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶಾಖಾ
೨೫. ಮಾನವಶಾಖಾ
೨೬. ವಾರಾಹಶಾಖಾ
೨೭. ದುಂದುಭಶಾಖಾ
೨೮. ಐಕೇಯಶಾಖಾ
೨೯. ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖಾ
೩೦. ಔಖೇಯಶಾಖಾ
೩೧. ಆತ್ರೇಯಶಾಖಾ
೩೨. ವೈಖಾನಸಶಾಖಾ
೩೩. ಖಾಂಡಿಕೇಯಶಾಖಾ
೩೪. ಆಪಸ್ತಂಬಶಾಖಾ
೩೫. ಬೋಧಾಯನಶಾಖಾ
೩೬. ಸತ್ಯಾಷಾಢಶಾಖಾ
೩೭. ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀಯಶಾಖಾ
೩೮. ಔಧೇಯಿಶಾಖಾ
೩೯. ಕೌಂಡಿನ್ಯಶಾಖಾ
೪೦. ಅಗ್ನಿವೇಶಶಾಖಾ
೪೧. ಹಾರೀತಶಾಖಾ

ಈ ೪೧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ೪೫ ಶಾಖೆಗಳು ಈಗ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಉಪಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಉಪಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತಾ

ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ. ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತೆಯು ಉದ್ಗಾತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನಿಗೆ ಸಾಮಗಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಹಿತೆಯು. ಈ ವೇದವು ಸಾವಿರಶಾಖೆಗಳುಳ್ಳದೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೌಥುಮ, ರಾಣಾಯಣೀಯ, ಜೈಮಿನೀಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಸಂಹಿತೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೌಥುಮಸಂಹಿತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು.

ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

೧. ಕೌಥುಮಾಃ
೨. ಜೈಮಿನೀಯಾಃ
೩. ರಾಣಾಯನೀಯಾಃ
೪. ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾಃ
೫. ನೈಗೇಯಾಃ
೬. ಶಾರ್ದೂಲಾಃ
೭. ವಾರ್ಷಗಣ್ಯಾಃ
೮. ಗೌತಮಾಃ
೯. ಭಾಲ್ಲವಿನಃ
೧೦. ಕಾಲಬವಿನಃ
೧೧. ಶಾಟ್ಯಾಯನಿನಃ
೧೨. ರೌರುಕಿಣಃ
೧೩. ಕಾಪೇಯಾಃ
೧೪. ಮಾಷಶರಾವ್ಯಃ
೧೫. ಕರದ್ವಿಷಃ
೧೬. ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾಃ
೧೭. ತಾಂಡ್ಯಾಃ

ಈ ವೇದವು ಆರ್ಚಿಕವೆಂದೂ ಉತ್ತರಾರ್ಚಿಕವೆಂದೂ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಚಿಕವೆಂಬ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ೫೮೫ ಮಂತ್ರಗಳೂ, ಉತ್ತರಾರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ೯೬೪ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಒಟ್ಟು ೧೫೪೯ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ೧೫೪೯ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೭೫ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾನಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಗಾಯತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಗಾಥಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ೮ ಮತ್ತು ೯ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವವು. ಉಳಿದ ೭೫ ಮಂತ್ರಗಳು ಇತರ ಸಂಹಿತೆಯವು. ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಿರುವುವು. ಸಾಮವೇದದ ಉಚ್ಚಾರಕ್ಕೂ ಇತರ ವೇದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ, ಅನುದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವರಿತವೆಂಬ ಮೂರು ಸ್ವರಭೇದಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತದ ಪಂಚಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಗಾಂಧಾರ, ಋಷಭ, ಷಡ್ಜ ಧೈವತ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರುಷ್ಟ, ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ, ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ಷಷ್ಠ ಎಂದು ಏಳು ಸ್ವರಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಗಾನಗಳಿರುವವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿರುವವು. ಈ ಸಾಮಗಾನವೇ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು.

ಅಥರ್ವವೇದಸಂಹಿತಾ

ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ—ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸ, ಭೃಗ್ವಂಗಿರಸ, ಬ್ರಹ್ಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ೯ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಪತಂಜಲಿಯ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ—

ನವಧಾऽಥರ್ವಣೋ ವೇದಃ ।

ಎಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಆಥರ್ವಣಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ—

ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಸ್ಯ ನವ ಭೇದಾ ಭವಂತಿ । ತದ್ಯಥಾ

೧. ಪೈಪ್ಪಲಾದಾಃ
೨. ಸ್ತೌದಾಃ
೩. ಮೌದಾಃ
೪. ಶೌನಕೀಯಾಃ
೫. ಜಾಜಲಾಃ
೬. ಜಲದಾಃ
೭. ಬ್ರಹ್ಮವದಾಃ
೮. ದೇವದರ್ಶಾಃ
೯. ಚಾರಣವೈದ್ಯಾಃ

ಅಥರ್ವವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೨೦ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಈ ೨೦ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೭೩೧ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ೨೦ ನೆಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೪ ಋಕ್ಕಿನ ಮಂತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೫ ಋಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೬ ಋಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೭ ಋಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ಐದನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೮ ರಿಂದ ೧೮ ಋಕ್ಕುಗಳವರಿಗಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಆರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧೪೨ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ತಗಳೆಲ್ಲಾ ೩ ಋಕ್ಕಿನ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ತಗಳು. ಏಳನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧೧೮ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ೧ ಅಥವಾ ೨ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಎಂಟು, ಒಂಭತ್ತು ಹತ್ತು, ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೆರಡು, ಹದಿಮೂರು, ಹದಿನಾಲ್ಕು, ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ೨೧ ಋಕ್ಕಿಗೆ

ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಗದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಭಾಗಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳೂ, ಭಾಷಾಶೈಲಿಯೂ, ಛಂದಸ್ಸೂ ಸಹ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ವಿಷಯಗಳೂ ಅದರಂತೆಯೇ. ಆದರೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಂದರೆ, ಸ್ತೋತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ? ಯಾವಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ? ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥವಿಶೇಷಗಳು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಸಂಹಿತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಳಿರುವುವು.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು—ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕೌಶೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಳಿವೆ. ಮಹೀದಾಸನೆಂಬುವನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಕೌಶೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ೩೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿನ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾದಿಯಾಗವಿಧಾನವೂ, ಏಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಯಾಗವಿಧಾನವೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಜ್ಞವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುವು. ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದ ಕರ್ಮ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚರ್ಚೆ, ಪದಗಳ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಇವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗದ್ಯರೂಪವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಕಲಶಾಖೆಗೆ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ, ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಗೆ ಕೌಷೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಇವೆ. ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇತರೆಯೆಂಬುವಳ ಮಗನಾದ ಮಹೀದಾಸನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ತಂದೆಯತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ತನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಭೂದೇವಿ ಯನ್ನು ಕುರಿತುಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳು ದೊರೆತವಾದ್ದರಿಂದ, ಇವಕ್ಕೆ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಬಂದವು.

ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಳ್ಳ ೮ ಪಂಚಿಕೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ೧೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗಕ್ಕೂ, ೧೫, ೧೭ ಉಕ್ಥ್ಯ, ಷೋಡಶ, ಅತಿರಾತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾಗಗಳಿಗೂ, ಇತರ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋತೃ, ಯಜಮಾನ, ಗ್ರಾವಸ್ತುತ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು 6 ಜನ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು ಇವರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಗಳನ್ನೂ, ಕಡೆಯ ೧೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾಗಗಳನ್ನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಯಜುರ್ವೇದಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು—ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ, ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಇರುವುದು. ಈ ವೇದದ ಸಂಹಿತೆಗಿರುವಂತೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಂದಿನಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ೧೪ ಕಾಂಡಗಳೂ ೧೦೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ೧೦೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಕಡೆಯ ಭಾಗವು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತೈತ್ತಿರೀಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿರುವುದು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಹಿತೆಯ ಉತ್ತರಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಬಹುದು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಡಗಳೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ.

ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿವೆ. ಅವು ಈಗ ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ—ಚರಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಾಠಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾಬಾಲಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಖಾಂಡಿಕೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಔಖೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹಾರಿದ್ರವಿಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಹ್ವರಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಂಕತೀಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಗಾಲವಬ್ರಾಹ್ಮಣ.

ಸಾಮವೇದಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು—ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಷಡ್ವಿಂಶತಿಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಜೈಮಿನೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (ಅಥವಾ ತಲವಕಾರಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿರುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದೈವತಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸಾಮವಿಧಾನಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸಂಹಿತೋಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಜೈಮಿನೀಯಆರ್ಷೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಗೋಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಎಂಬ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿರುವುವು. ಮತ್ತು ಭಾಲ್ಲವಿಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶಾಟ್ಯಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಾಲಬವಿಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರೌರುಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತುಂಬುರುಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರುಣೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪೈಂಗಿಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸೌಲಭಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶೈಲಾಲೀಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಾಶರಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಾಷ ಶರಾವಿಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಾಪೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅನ್ವಾಖ್ಯಾನಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಈಗ ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ೨೫ ಭಾಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚವಿಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಷಡ್ವಿಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಉತ್ತರಭಾಗವಾಗಿರುವುದು. ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜೈಮಿನೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಳಲ್ಲದೆ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಶಾಟ್ಯಾಯನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿರುವುದು. ಕಡೆಯ ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಳೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಅಥರ್ವವೇದಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು—ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ಗೋಪಥವೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಾತ್ರವಿರುವುದು.

ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುವುವು.

ಅರಣ್ಯಾಧ್ಯಯನಾದೇತದಾರಣ್ಯಕಮಿತೀರ್ಯತೇ ।
ಅರಣ್ಯೇ ತದಧೀಯೀತ್ಯೇವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿರುವುದು. ಈ ಭಾಗಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಓದಬೇಕಾದ ಭಾಗಗಳಾದುದರಿಂದಲೂ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುರಹಸ್ಯವಾದ ವೇದಾಂತವಿಷಯ

ಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಇವುಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವೇದಾಂತವಿಷಯಗಳೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಈ ಆರಣ್ಯಕಗಳ ಕೊನೆಯಭಾಗವೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಂದು ಕೆಲವರ ಮತ.

ಈ ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೂ, ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದ್ಯೋತಕಗಳಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇವು ದ್ವಿಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತಿವೆ. ಗೃಹಸ್ಥನು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆರಣ್ಯಕಗಳು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಗೂಢಾರ್ಥಚಿಂತನಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನಾಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು ಯಾವ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮೂರು ಪರಲೋಕಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಶ್ರುತಿಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗಗಳಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೇದದ ಭಾಗಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳು ವೇದದ ಕಡೆಯ ಭಾಗಗಳಾದುದರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ವೇದದ ಮುಖ್ಯಗುರಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ದುಃಖಮಿಶ್ರವಲ್ಲದ ಸುಖದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದಲೋ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಎಂದರೆ ವೇದದ ಕೊನೆಯೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುವ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು.

ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದರೆ (ಉಪ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ನಿಷದ್ ಕುಳಿತಿರುವುದು) ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ. ಗಹನವಾದ ಪರಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದಂ ವಾವ ತಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಪಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಬ್ರೂಯಾತ್
ಪ್ರಣಾಯ್ಯಾಯ ವಾಽನ್ತೇವಾಸಿನೇ (ಛಾ. ೩-೧೧-೫.)

ನಮ್ರನೂ, ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೂ ಆದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಓದುವವನು ವಿರಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ರನಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನು ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಕು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯಮ ಇವರ ಸಂವಾದ, ಕೌಷೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತರ್ದನ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಇವರ ಸಂವಾದ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂತಹವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವೇದದ ಪ್ರತಿಶಾಖೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕೀ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ, ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯವೂ, ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಕಠ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ, ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ,

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ, ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಮುಂಡ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಈಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ, ಐತರೇಯ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ, ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಈಶ, ಕೇನ ಕಠ, ಪ್ರಶ್ನ, ಮುಂಡ ಮತ್ತು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಎಂಬ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ದಶೋ (ಹತ್ತು) ಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಗಹನವಾದವು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವೆಂದರೇನು ? ನಾನು ಯಾರು ? ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇನು ? ಸತ್ತಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ವೈಶೇಷಿಕ, ನೈಯಾಯಿಕ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಮತಗಳು ಹೊರಟವೆ. ಇಷ್ಟು ಮತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಯೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನಾನಾಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳು ಹೊರಟಿರುವುವು. ಒಂದೊಂದು ಟೀಕೆಯೂ ಇತರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನೂ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮತಕ್ಕನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ತತ್ತ್ವವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ವಿಷಯವೇ.

ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ— ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕ— ಶಾಂಖಾಯನಾರಣ್ಯಕ— ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್— ಕೌಶೀತಕೀ ಆರಣ್ಯಕ—ಕೌಶೀತಕೀಉಪನಿಷತ್ ಅಥವಾ ಕೌಶೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತ್.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ—ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (ಕಾಣ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ) ೧೪ನೇ ಕಾಂಡದ ಪೂರ್ವಭಾಗವು ಆರಣ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕಡೆಯಭಾಗವು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಾಗಿರುವುದು. ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ —ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕ—ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಾರಣ್ಯಕ— ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್, ಕಠೋಪನಿಷತ್, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್.

ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ—ತಾಂಡ್ಯಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕಡೆಯಭಾಗವೇ ಈ ವೇದದ ಆರಣ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು— ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿರುವುದು. ತಲವಕಾರ ಆರಣ್ಯಕ ಅಥವಾ ಜೈಮಿನೀಯೋಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ—ಜೈಮಿನೀಯಾರಣ್ಯಕವೆಂದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು—ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಅಥವಾ ತಲವಕಾರೋಪನಿಷತ್ತೂ ಇರುವುವು.

ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ—ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್, ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಆರಣ್ಯಕಗಳೂ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಭಾಷಾಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಗಹನವಿಚಾರಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಹು ಪ್ರೌಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇವುಗಳು ವೇದದ ಅಂತ್ಯಭಾಗಗಳೆಂವೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಮತಾಚಾರ್ಯರೂ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು.

ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿರುವುವು. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ೧೦೮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳವರಿಗೂ ದೊರೆಯುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಶ್ಲೋಕರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಭಾಷಾಶೈಲಿಯು ವೇದಭಾಷೆಗಿಂತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಚಿನ ಕೃತಿಗಳೆಂದು ಆಧುನಿಕವಿದ್ವಾಂಸರನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು. ಆದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಹನವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ೬ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

(೧) ವೇದಾಂತವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಮಾಡುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

(೨) ಯೋಗವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

(೩) ವಿಷ್ಣುಪ್ರತಿಪಾದಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

(೪) ಶಿವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

(೫) ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

(೬) ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ಗಣಪತಿ ಮುಂತಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣವು

ವೇದಾಂಗಗಳು

ವೇದಾಂಗಗಳೆಂದರೆ ವೇದಗಳ ಭಾಗಗಳೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವು ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಠನಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗ್ರಂಥಗಳು. ಈ ವಿಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆರು—ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಲ್ಪ ಎಂದು ಆರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರುವುವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸೋಣ.

೧. ಶಿಕ್ಷಾ

ಶಿಕ್ಷಾ ಎಂದರೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ.

ಇದನ್ನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು—

ಶಿಕ್ಷ್ಯಂತೇ ವೇದನಾಯೋಪದಿಶ್ಯಂತೇ ಸ್ವರವರ್ಣಾದಯೋ ಯತ್ರಾಸೌ ಶಿಕ್ಷಾ ।

ಎಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ "ಶೀಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ" ಎಂದು ಒಂದು ಅನುವಾಕವಿರುವುದು. ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು-

ಚ್ಚಾರಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದದ ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇವೆ. ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಶಾಖೆಗೂ ಒಂದು ಎಂದರ್ಥ. ಶಾಖಾ ಎಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಒಂದುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವವರ ಗುಂಪು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶಾಕಲಶಾಖಾ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖಾ ಎಂದು ಎರಡು. ಮುಖ್ಯಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮತಭೇದವಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದದ ಆನುಪೂರ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ, ವ್ಯಾಸ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ನಾರದ, ಪಾಣಿನಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ಶೌನಕ, ಶಂಭು, ವರರುಚಿ ಮುಂತಾದವರು ಮುಖ್ಯರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳೆಂಬ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಿರುವವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗೂ ಎಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಈ ವಿಧವಾದ ಗ್ರಂಥವಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು.

ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯದ ಕರ್ತೃವು ಶೌನಕರು. ಇವರು ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೂ ಚತುರಾಧ್ಯಾಯಿಕಾ ಎಂಬ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಕಾತ್ಯಾಯನರು ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವೇನು, ಯಾವರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಕಲಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾರು ಪಟಲಗಳೆಂಬ ಭಾಗಗಳುಳ್ಳ ೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು ೧೮ ಪಟಲಗಳು. ಮೊದಲನೆಯ ಪಟಲವು ಪರಿಭಾಷಾ ಪಟಲವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸ್ವರ, ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಸಂಹಿತಾಪಟಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ೨-೩ ಸ್ವರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ೩ನೆಯದು ಸ್ವರಪಟಲ. ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣಾರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ೪, ೫, ೬ನೆಯ ಪಟಲಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವವು. ೭ ರಿಂದ ೯ ಪಟಲಗಳು ಸ್ವರಿತಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಪಟಲಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಛಂದಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವಾಜಸನೇಯ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವಿರುವುದು. ಇದು ಕಾತ್ಯಾಯನಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವುವು. ಈ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಕರ್ತೃಗಳಾದ ಶೌನಕಾದಿಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦ ಜನ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಕರ್ತೃಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವುವು.

ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಾಮವೇದಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ, ಪುಷ್ಪಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಚವಿಧಸೂತ್ರಗಳು ಇರುವುವು.

ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಅಥರ್ವವೇದ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವಿರುವುದು.

೨. ವ್ಯಾಕರಣ

ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಈಗ ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಅಥವಾ ದೊರತರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುವು. ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಶಾಕಟಾಯನ, ಗಾರ್ಗ್ಯ, ಶಾಕಲ್ಯ, ಯಾಸ್ಕ ಇವರೇ ಮುಖ್ಯರಾದವರು. ಇವರ ಅನಂತರ ಪಾಣಿನಿಯು. ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳೂ ಎಂದರೆ ನಾಮವಾಚಕಗಳು ಧಾತುಗಳಿಂದಲೇ (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ಉತ್ಪನ್ನವಾದವೆಂತಲೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿನೋಡಿದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಧಾತುವೇ ಮೂಲವೆಂತಲೂ ಶಾಕಟಾಯನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಪಾಣಿನಿಯೂ ಇವರ ವಾದವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವನು. ಈ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ವೈದಿಕಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಂಬ ಭಾಗವು

ವೇದಗಳ ಶಬ್ದನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಈಗ ಈ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಇದರಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಕರಣವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇದೇ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು (exception) ಅಪವಾದ ರೂಪವಾಗಿವೆ. ಪಾಣಿನೀಯ ವ್ಯಾಕರಣವು ಹೊರಟಿರುವುದು, ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ವೇದಾಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯು ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಕಾರಣ, ಇದೊಂದೇ ಈವರೆಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇನ್ನೆರಡು ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಉಣಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಸೂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಉಣಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾಮಪದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈದಿಕವ್ಯಾಕರಣವು ಅಪವಾದರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯ ಫಿಟ್‌ಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳಂತೆ ಇವೂ ಕೂಡ ವೇದಾಂಗಗಳೇ.

೩. ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ

ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಂಗಲರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣದಂತೆ ಇದೂ ಮೊದಲನೆಯ ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದಿಕವೃತ್ತಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಚಿನ ವೃತ್ತಗಳೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರಬೇಕು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

೪. ನಿರುಕ್ತ

ನಿರುಕ್ತಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾಸ್ಕರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ನಿಘಂಟು, ಎರಡನೆಯದು ನಿರುಕ್ತ. ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೋಶರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರುಕ್ತವು ಈ ನಿಘಂಟುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಪದಗಳ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ.

ನಿಘಂಟು :—(ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಮ್ನಾಯವೆಂತಲೂ ಹೆಸರು)—ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಬಾಕಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯವಿರುವುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೈಘಂಟುಕಕಾಂಡವೆಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಾನಾರ್ಥಪದಗಳೂ, ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಅಂಗಗಳೂ, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ—ಇದಕ್ಕೆ ನೈಗಮಕಾಂಡವೆಂದು ಹೆಸರು—ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನರೂಪವುಳ್ಳ ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದಗಳು ಇವೆ. ಇದೇಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಐಕಪದಿಕಕಾಂಡವೆಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಸಮಾಮ್ನಾಯದ ಕಡೆಯಭಾಗವಾದ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—ಇದಕ್ಕೆ ದೈವತಕಾಂಡವೆಂದೂ ಹೆಸರು—ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ನಿರುಕ್ತವು ಎಂದರೆ ನಿಘಂಟುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥವು. ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶೈಲಿಯು ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಾರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಹಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವು, ತಾನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ.

ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ೧೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಅನೇಕ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಿಘಂಟುವಿನ ನೈಘಂಟುಕ ಕಾಂಡದ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿವೆ. ೪ ರಿಂದ ೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನೈಗಮಕಾಂಡಕ್ಕೂ, ಉಳಿದ ೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ದೈವತಕಾಂಡಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿವೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉಪೋದ್ಘಾತರೂಪವಾಗಿರುವ ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಮತ್ತು ೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಭಾಗವೂ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯಾಸ್ಕರು ನಾಮಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಉಪಸರ್ಗ, ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾಮಪದ ಮುಂತಾದುವುಗಳಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆಯೆಂದು ಕೆಲವರ ಮತ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಂದಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದುವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಸ್ಕರು ಈ ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಾಮಪದಾದಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ ಈರೀತಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದುವುಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮತಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಖಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೆಂದೊಪ್ಪುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾಸ್ಕರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳೂ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ ನಾನಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದಗಳೂ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಪದಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳು ಏಕೆ ಆದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧಿತವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀರಿದುದೆಲ್ಲ ಭಾಷಾಚರಿತ್ರೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಯಾಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನಂತರ ನಿರುಕ್ತದ ಉದ್ದಿಶ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದು ವೇದದ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಟಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ—ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಎಂಬೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ,—ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಇರುವುದು. ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಅಜ್ಞರ ಮಾತು ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ವೇದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು

ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ಧನ್ಯ ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯುವಾಗ ತಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು—ಉಚ್ಚಾರ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳು. ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತ್ಯಾ ವಿಧಿಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಮೂಲಪದಕ್ಕೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯೇ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಸ್ಕರಿಂದ ಆಗಿರುವ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರುಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಲವು ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಯಾವುವೂ ಸಿಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕರಿಗೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಯಾಸ್ಕರು ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ರಚಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ವೇದದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರುಕ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಒಂದನೆಯದು, ಯಾಸ್ಕರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು. ಪಾಣಿನಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. "ಯಾಸ್ಕಾದಿಭ್ಯೋ ಗೋತ್ರೇ" (ಪಾ II 4, 63) ಪಾಣಿಯು ತನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣವಿಷಯಗಳೂ ಪರಿಚಯವಿದ್ದಿತೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾಸ್ಕರು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾಮಪದ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರುಕ್ತ ರಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದುವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ನಿಘಂಟುಕಾರ ಯಾಸ್ಕರೂ, ನಿರುಕ್ತಕಾರ ಯಾಸ್ಕರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕಂದರೆ, ನಿರುಕ್ತವು ನಿಘಂಟುವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟುವಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ **ಅಕೂಪಾರಸ್ಯ ದಾವನೇ** ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ನಿಘಂಟುಕಾರರು "ದಾವನೇ ಅಕೂಪಾರಸ್ಯ" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದೂ, ನಿರುಕ್ತಕಾರರು ಮಂತ್ರದ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಘಂಟುಕಾರರಿಗೇ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು.

೫. ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವು

ಜ್ಯೋತಿಷವು ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಮುಹೂರ್ತ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಆವಶ್ಯಕವಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನ ಗತಿಯಮೇಲೆ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷವೇದಾಂಗವೆಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥವಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಭಾಗಕ್ಕೆ ೩೬ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಗಕ್ಕೆ ೪೩ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ, ಇರುವುವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶರಾಶಿಗಳ ವಿಷಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವೇದಾಂಗವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುಭಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

೬. ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು

ಇವು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿರುವುವು. ಆಶ್ವಲಾಯನರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಧರ್ಮಸೂತ್ರ, ಶುಲ್ವಸೂತ್ರ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂಗಡಗಳಿವೆ.

ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯೂ ಇರುವುವು.

ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರೆಂಬ ದ್ವಿಜರು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಜಾತಕರ್ಮಾದಿ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಧರ್ಮನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಶುಲ್ವಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡ, ವೇದಿಕೆ, ಯಜ್ಞಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕ್ರಮ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂ (ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗೂ) ಈ ನಾಲ್ಕುವಿಧವಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವುಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುವು.

ಇವುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ—

ಬೋಧಿತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸುಖಾವಬೋಧಾಯ ಭಗವಾನ್ ಬೋಧಾಯನಃ
ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಮಕಲ್ಪಯತ್

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ.

ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ವೇದದ ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಹೋತೃವಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಎರಡು—ಆಶ್ವಲಾಯನ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ. ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಕೆಗಳೆಂಬ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶ, ಪೌರ್ಣಮಾಸ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೋಧಾಯನ ಮತ್ತು ಆಪಸ್ತಂಬಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಸೂತ್ರಗಳು. ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣಗಳು.

ಈ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳು ರಚಿತವಾಗಿ ರೂಢಿಯಾದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು, ಕಡೆಗೆ

ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ವೇದಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆಮಾಡಿದರು. ಅಥವಾ ವೇದದ ಭಾಗಗಳ, ಇಂತಹ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದುವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಈಗಲೂಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಗೋತ್ರಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನುಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಆಶ್ವಲಾಯನ ಬೋಧಾಯನ, ಆಪಸ್ತಂಬ ಮುಂತಾದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳು

ಈ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುವು. ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಯಜಮಾನನೆಂದು ಹೆಸರು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠನೆಮಾಡುತ್ತಾ ಯಜ್ಞಾಂಗಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾದ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತೃ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ೪ ಜನ ಮುಖ್ಯ ಋತ್ವಿಜರಿರುವರು. ಇವರುಗಳಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞದ ರೀತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ೧೬ ಜನಗಳವರಿಗೂ ಋತ್ವಿಜರಿರುವರು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಹವನೀಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿಗಳಿರುವುವು.

ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮುಖ್ಯಕರ್ಮವು ಅಗ್ನ್ಯಾಧೇಯ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿರುವುದು. ಅರಣಿಯೆಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಮರದ ತುಂಡನ್ನಿಟ್ಟು ಕಡೆದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವರು. ದೀಪದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಕರ್ಮಗಳೂ, ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇರುವುವು. ಸೂತ್ರೋಕ್ತವಾದ ವಿಧಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಯಜ್ಞದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುವು.

ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ, ಸೋಮ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಮುಂತಾದ ಮುಖ್ಯ ಯಜ್ಞಗಳಿರುವುವು. ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸವೆಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞವಿಶೇಷವು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಿಭಾಗಗಳಾದ ೩ ಕಾಲಗಳ (ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಛಳಿಗಾಲ) ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಯಾಗಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳಿರುವುವು. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಿಗೂ, ಯಜಮಾನನ ಪತ್ನಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೀಕ್ಷಾವಿಧಿ ಮೊದಲಾದ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ಸೋಮಯಾಗವು ೧೨ ದಿನಗಳವರಿಗೂ ನಡೆಯುವುದದು. ಸತ್ರವೆಂಬ ಯಾಗವು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ಸೋಮಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಗ್ನಿಚಯನವೆಂಬ ಕರ್ಮವಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡವನ್ನು ವೇದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಗ್ನಿಚಯನವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಮುಂತಾದವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಬಳಿಕ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು-ಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಆಗಾಗ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿವರವಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಈ ಅಗ್ನಿಚಯನದಲ್ಲಿ ೧೦೮೦೦ ರವರಿಗೂ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಧಿಪ್ರಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲು ೧೬ ಜನ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿರುವರು. ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮವೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿರುವುದು.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ—ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ ಎಂದು ಎರಡು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಿರುವುವು. ಈ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರವು ಗುಜರಾತ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರವು ಗೋದಾವರೀನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ, ರಾಜಸೂಯ ಮೊದಲಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗಗಳ ವಿಷಯವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಸೂತ್ರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ೧೮ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಕಡೆಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವುದು ಮತ್ತು ಕೌಶೀತಕೀ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು.

ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ೧೨ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಈ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಋಷಿಯು ಶೌನಕಮಹರ್ಷಿಯ ಶಿಷ್ಯನೆಂತಲೂ, ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕರ್ತೃವೆಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ—ಕಾತ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರವಿರುವುದು. ಈ ಕಾತ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ೨೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ೨೨ ರಿಂದ ೨೪ ವರಿಗಿನ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ ಭಾಗವೆಲ್ಲವೂ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ— ೬ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ. **ಬೋಧಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರವೂ, ಭಾರದ್ವಾಜಶ್ರೌತಸೂತ್ರವೂ** ಪ್ರಾಚೀನವಾದುವುಗಳು. **ಆಪಸ್ತಂಬಶ್ರೌತಸೂತ್ರ**ದಲ್ಲಿ ೩೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಇದರ ಉಪಶಾಖೆಯೇ **ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿಯು.** ಇವುಗಳು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುವು.

ಮಾನವಶ್ರೌತಸೂತ್ರವು ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುದು. ಇದೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದೇ. **ವೈಖಾನಸಶ್ರೌತಸೂತ್ರವು,** ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ—ಆರ್ಷೇಯಕಲ್ಪ ಅಥವಾ **ಮಶಕಸೂತ್ರ, ಲಾಟ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ದ್ರಾಹ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ಜೈಮಿನೀಯಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ಸಾಮವಿಧಾನಬ್ರಾಹ್ಮಣ** ಎಂಬ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಿರುವುವು.

ಸಾಮವೇದಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಮಶಕಸೂತ್ರ, ಲಾಟ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣಸೂತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಈ ಮೂರೂ ಈಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಶಕಸೂತ್ರವೇ ಅತಿಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಷೇಯಕಲ್ಪವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚವಿಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೋಮವೇ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳ ವಿಷಯಗಳು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಲಾಟ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರವು ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದೂ ಪಂಚವಿಂಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು.

ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣಶ್ರೌತಸೂತ್ರವು ರಾಣಾಯಣೀಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ—ವೈತಾನಶ್ರೌತಸೂತ್ರಮಾತ್ರವಿರುವುದು. ಇದು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಈ ವೇದದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ ಗೋಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು. ಈ ಸೂತ್ರವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವುದು.

ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು.

ಇದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇವೆ. ಇವು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಯಾಚಾರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು. ಈ ವರೆಗೆ ಹೇಳಿದುವೆಲ್ಲ ಶ್ರೌತ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳಾದರೆ, ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಸ್ಮಾರ್ತಸೂತ್ರಗಳು (ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು). ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಗೃಹಸ್ಥನೂ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ, ಸಾಮಯಾಚಾರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಯಾವರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಇವುಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿ ಮುಂತಾದುವು ರಚಿತವಾಗಿರುವವು.

ಆಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೨೪, ೧೦, ೧೨ ಮತ್ತು ೨ ಕಂಡಿಕೆಗಳೆಂಬ ವಿಭಾಗಗಳುಳ್ಳ ೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ, ಪಾಕಯಜ್ಞ, ಬಲಿಹರಣ, ಪ್ರತಿ ದ್ವಿಜನೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ, ಚೌಲ, ಉಪನಯನಾದಿ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಗಳು ಮುಂತಾದವು. ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೌತಕರ್ಮಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳೂ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತಾನುಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಐಹಿಕ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಬಾರದು, ಆಮುಷ್ಮಿಕಫಲವಿರಬೇಕು, ಪಾಪಪುಣ್ಯಾಲೇಪವಿರಬೇಕು ಎಂಬಿವೇ ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಗುರಿಯಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಯಾಯವೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ—ಆಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಎಂಬ ಎರಡು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಿರುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಕೌಷೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನನುಸರಿಸಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೬ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ **ಶಾಂಬವ್ಯಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ**ವೊಂದಿರುವುದು. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸೂತ್ರವನ್ನನುಸರಿಸಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಉಕ್ತವಾಗಿರುವವು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವವು. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ **ಆಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ**ವಿರುವುದು. ಇದು ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಉತ್ತರಭಾಗವೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೪ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಃಶೌನಕಾಯ ಎಂದಿರುವುದು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪಾರಸ್ಕರಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ **ಕಾಠೀಯ** ಅಥವಾ **ವಾಜಸನೇಯಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ**ವೆಂತಲೂ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರುವುದು. ಇದು ಕಾತ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು. ಈ ಪಾರಸ್ಕರಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೬ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ೩-೪ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ. **ಆಪಸ್ತಂಬಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ** ಮತ್ತು **ಬೋಧಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ**ಗಳು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವವು. **ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿಯ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವೂ** ಆಪಸ್ತಂಬಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು. **ಭಾರದ್ವಾಜಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು** ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. **ಮಾನವಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು** ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಇತರ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವ ವಿನಾಯಕಪೂಜಾವಿಧಾನವು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಈ ಮಾನವಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ **ಕಾಠಕಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ**ವಿರುವುದು.

ಎಂದರೆ ದೇವಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಐದು ಯಜ್ಞಗಳೂ ಸೇರಿ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು. ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ದಿನವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆಯಾ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿವರವನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರವನ್ನು ಅದೇ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

ಯದಗ್ನೌ ಜುಹೋತ್ಯಪಿ ಸಮಿಧಂ ತದ್ದೇವಯಜ್ಞಃ ಸಂತಿಷ್ಠತೇ,
ಯತ್ಪಿತೃಭ್ಯಃ ಸ್ವಧಾ ಕರೋತ್ಯಪ್ಯಪಸ್ತತ್ಪಿತೃಯಜ್ಞಃ ಸಂತಿಷ್ಠತೇ,
ಯದ್ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಬಲಿಗ್ಂ ಹರತಿ ತದ್ಭೂತಯಜ್ಞಃ ಸಂತಿಷ್ಠತೇ,
ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋಽನ್ನಂ ದದಾತಿ ತನ್ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞಃ ಸಂತಿಷ್ಠತೇ,
ಯತ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀಯೀತೈಕಾಮಪ್ಯೃಚಂ ಯಜುಃ ಸಾಮ ವಾ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ-
ಯಜ್ಞಃ ಸಂತಿಷ್ಠತೇ ॥

ಮೊದಲು ದೇವಯಜ್ಞವೆಂದರೇನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಪುರೋಡಾಶಾದಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ಅದು ದೊರೆಯದಿದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ತನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವಯಜ್ಞವೆಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದಾವರ್ತಿ ಹೋಮಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಯಜ್ಞವು ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಲ್ಲ.

ಪಿತೃಯಜ್ಞವೆಂದರೆ—ಪಿಂಡಪ್ರದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಧಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪಿತೃಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿತೃಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು. ಈ ರೀತಿ ತರ್ಪಣದಿಂದಲೇ ಈ ಪಿತೃಯಜ್ಞದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

ಭೂತಯಜ್ಞವೆಂದರೆ—ವೈಶ್ವದೇವ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಯಸಾದಿ (ಕಾಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ) ಭೂತಗಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿ (ಅನ್ನಮುಂತಾದವು) ಪ್ರದಾನಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭೂತಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು.

ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞವೆಂದರೆ—ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನಾದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಾಗಲಿ, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಇತರರಿಗಾಗಲಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು.

ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವೆಂದರೆ—ತನ್ನ ಸ್ವಶಾಖೆಯಾದ ವೇದವನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಪಠನಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ವಿಸ್ತರಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಐದು ವಿಧವಾದ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದವರು ಈಗಲೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಲಿರುವರು.

ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸೋಣ. ಗರ್ಭಾಧಾನವೆಂದರೆ ವಿವಾಹಿತಳಾದ ಪತ್ನಿಯು ಋತುಮತಿಯಾದಮೇಲೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಶೇಷವು. ಇದನ್ನು ನಿಷೇಕಪ್ರಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಸೀಮಂತವೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮಗರ್ಭದ ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸೋಮ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೂ ಅವಕಾಶದೊರೆತಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಪುರುಷನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಮರಣಾನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪುತ್ರಾದಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇವನ್ನು ಅಪರಕರ್ಮವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಮೃತಾಹದಿಂದ ಎಂದರೆ ಮರಣದಿನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಅನೇಕವಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ದಹನ, ಸಂಚಯನ, ನಿತ್ಯಕರ್ಮ, ಏಕೋದ್ದಿಷ್ಟ, ಸಪಿಂಡೀಕರಣ, ಪಾರ್ವಣಶ್ರಾದ್ಧ, ಮಾಸಿಶ್ರಾದ್ಧ ಇವುಗಳೂ ಪ್ರತಿಸಂವತ್ಸರವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಸಾಂವತ್ಸರಿಕಶ್ರಾದ್ಧ ಪಿತೃಮೇಧ ಮುಂತಾದವೂ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿಂಡಪಿತೃಯಜ್ಞವೆಂಬ ಶ್ರೌತಕಲ್ಪೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮವು ಬೇರೆ ಇರುವುದು. ಈ ವಿಷಯಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹೇಮಾದ್ರಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವು.

ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೂ, ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವವು.

ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳು.

ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳೆಂದರೇನೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಸಾಮಯಾಚಾರಿಕಸೂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಎಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯಾದಿಗಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಸ್ಥರೂ ನಿತ್ಯವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಬೋಧಿಸುವವು. ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಿನ ಸಮಾಜವು ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಸೂತ್ರವಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಶಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ **ಆಪಸ್ತಂಬಧರ್ಮಸೂತ್ರವು** ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಾಚಾರಗಳೂ, ವಿವಾಹ, ದಾಯಭಾಗ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಪಾಣಿನಿಯ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಇದು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು.

ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿಯ ಧರ್ಮಸೂತ್ರವು ಆಪಸ್ತಂಬಧರ್ಮಸೂತ್ರದಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು. ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಠಭೇದ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಭೇದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ತೀರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು.

ಮೂರನೆಯದು **ಬೋಧಾಯನಧರ್ಮಸೂತ್ರವೆಂಬುದು.** ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಆಪಸ್ತಂಬಧರ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನದೆಂದು ಹೇಳಲು ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಭಾಷಾಶೈಲಿಯೂ,

ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುವು. ಈ ಸೂತ್ರವೂ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಾಯನಶಾಖೆಯವರು. ಈ ಸೂತ್ರದ ಕಡೆಯ ಭಾಗವು ಶ್ಲೋಕರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗವು ಈಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಈ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ **ಗೌತಮಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ** ಗ್ರಂಥವೊಂದಿರುವುದು. ಇದು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಧರ್ಮಸೂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಸಾಮವೇದದ ರಾಣಾಯಣೀಯಶಾಖೆಗೆ ಈ ಗೌತಮಸೂತ್ರವು ಸೇರಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ೨೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಾಮವಿಧಾನಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಶಬ್ದವೂ ಹೋಲುವುದರಿಂದಲೂ, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿಯು ಸೂತ್ರರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಶ್ಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಈಚಿನ ಭಾಷಾಸರಣಿಯು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಧರ್ಮಸೂತ್ರವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯ ಕ್ರಮವೂ, ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಬೋಧಾಯನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಬೋಧಾಯನರು ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉದಹರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಗೌತಮಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ (ಸೂತ್ರ) ವು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದೂ ಇದರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೫೦೦ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ **ವಾಸಿಷ್ಠಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ** ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ೩೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಕಡೆಯ ೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈಚಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಅಶುದ್ಧಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಮಧ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಗ್ರಂಥವೆಂದೇ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಆಪಸ್ತಂಬಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ೬ ವಿಧವಾದ ವಿವಾಹಪದ್ಧತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಈಗಿನಂತೆ ಎಂಟಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದಶಾಖೆಗಳವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಉದಹರಿಸಿರುವನು. ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಈ ವಾಸಿಷ್ಠಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವೂ ಉತ್ತರದೇಶನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಸೂತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉದಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ವಾಸಿಷ್ಠ ಸೂತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾನವಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಗೌತಮಸೂತ್ರದ ಕಾಲಕ್ಕೂ, ಮಾನವಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಕಾಲದ್ದಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದೂ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ **ಮಾನವಸೂತ್ರವು** ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವೂ ಪದ್ಯವೂ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾನವಧರ್ಮಸೂತ್ರದಿಂದ ಉದಹರಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಂಖಲಿಖಿತರೆಂಬ ಸಹೋದರರು ರಚಿಸಿದ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರ

ಬೇಕು. ಪರಾಶರರು ಇದರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಉದಹರಿಸಿರುವರು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟನು (ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೦೦) ಹೇಳಿರುವುದು ಇದ ರಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ದೃಢಪಡುವುದು.

ವೈಖಾನಸಧರ್ಮಸೂತ್ರವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಗಳಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವು ವಿಮರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳೂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಧರ್ಮವೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಗಳು

ಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರಚನಾಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. **ಆಪಸ್ತಂಬಶುಲ್ಬಸೂತ್ರ, ಬೋಧಾಯನಶುಲ್ಬಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಗಳೆಂದು** ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ದೊರೆತಿವೆ. ಇವು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಇತರ ವೇದಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಸ್ತಂಬಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಕ್ಕೆ **ಕಪರ್ದಿಭಾಷ್ಯ, ಸುಂದರರಾಜೀಯವ್ಯಾಖ್ಯಾ, ಕರವಿಂದೀಯವ್ಯಾಖ್ಯಾ** ಎಂಬ ಮೂರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪರ್ದೀಯಭಾಷ್ಯವೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೬ ಪಟಲಗಳೂ ೨೧ ಖಂಡಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮೈಸೂರು ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೭೩ನೇ ನಂ. ಆಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ- ಬೋಧಾಯನ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನ ಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳೊಡನೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಬೋಧಾಯನಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಕ್ಕೆ **ದ್ವಾರಕನಾಥಯಜ್ವರ** ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ, ಕಾತ್ಯಾಯನಶುಲ್ಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ **ಸೋಮಸುಂದರ್ರಾಮಚಂದ್ರಕೃತಶುಲ್ಬಸೂತ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂಬ** ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಇವೆ. ಈ ಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಸಾಮಗ್ರಿ (ಯಜ್ಞಾಯುಧ) ಗಳ ರಚನಾಕ್ರಮ, ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧವಿಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ವಿವರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಿರುವುವು. ಅಗ್ನಿಚಯನವೆಂಬ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಳ್ಳ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ವಿಧವಿಧವಾದ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಈ ಅಳತೆ ಮುಂತಾದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೇಖಾಗಣಿತವು ಅವಶ್ಯಕವು. ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಈ ಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಗಳೇ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳು

ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳು, ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಚರಣವ್ಯೂಹಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟಸೂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಬಹಳ ಅಡಕವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಶೈಲಿ ಆಧುನಿಕಶೈಲಿಯಂತಿದೆ. ವೇದಾಂಗಗಳಾದ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಅಥವಾ ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ವೇದಾಂಗಭೂತವಾದ ಕಲ್ಪಾದಿಸೂತ್ರಗಳನ್ನು

ರಚಿಸುವಾಗ, ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೋ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪವಿಷಯಗಳೆಂದೋ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗು ವಂತೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟರು. ಅಂತಹವುಗಳೇ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳು. **ಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂದರೆ**—ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾಗವೆಂದರ್ಥವು.

ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ **ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯಪರಿಶಿಷ್ಟ**ವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ. **ಗೋಭಿಲಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ**ವೆಂಬುದು ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೃಹ್ಯಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾಮ್ಯಾದಿಕರ್ಮಗಳ ವಿವರಗಳೂ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ **ಕರ್ಮಪ್ರದೀಪ**ವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ **ಸಾಮಗೃಹ್ಯ, ಛಾಂದೋಗ್ಯಗೃಹ್ಯಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಛಂದೋಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಗೋಭಿಲಸ್ಮೃತಿ** ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಗ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಯು ರಚಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗೋಭಿಲಋಷಿಯೇ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗೃಹ್ಯಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುವುವು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳೂ ಇರುವುವು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಮಹರ್ಷಿಯು ಅನೇಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. **ನಿಗಮಪರಿಶಿಷ್ಟ**ದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. **ಪ್ರವರಾಧ್ಯಾಯ**ದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಗೋತ್ರಪ್ರವರಗಳ ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿಯ ವಿವರಗಳಿವೆ. ವಿವಾಹಾದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. **ಚರಣವ್ಯೂಹ**ದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ.

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು ಎಂದರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳು, ಪದಗಳು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಅಕಾ ರಾದಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ. ಋಗ್ವೇದಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಛಂದಸ್ಸುಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲಾದ ವಿವರಗಳು ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಮದಂತೆ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ವಿಧ ವಾದ ಸುಮಾರು ೭ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶೌನಕಮಹರ್ಷಿಯೇ ಬರೆದಿರುವರು. ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾತ್ಯಾಯನರು ಮಾಡಿದ ಋಗ್ವೇದದ ಸರ್ವಾನು ಕ್ರಮಣಿಕೆಯು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಸೂಕ್ತಗಳ ಆದಿಪದಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾರ್ಥದೀಪಿಕೆಯೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದ ಷಡ್ಗುರುಶಿಷ್ಯರೆಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಮಂತ್ರಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಿತ್ತೆಂದೂ, ಅವುಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಗಳು ಶೌನಕರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟುವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡೇ ಕಾತ್ಯಾಯನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರಬೇಕು.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ **ಆರ್ಷಾನುಕ್ರಮಣಿ** ಇರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೩೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಋಗ್ವೇದ ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. **ಛಂದೋನುಕ್ರಮಣಿ**ಯಲ್ಲಿಯೂ

ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಶೋಕಗಳಿವೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿವೆ, ಒಟ್ಟು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಛಂದೋನುಕ್ರಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುವು. **ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ** ಸುಮಾರು ೪೦ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಅದು ಋಗ್ವೇದದ ೮೫ ಅನುವಾಕಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಪದಗಳನ್ನೂ ಆ ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ ೧೦೧೭ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಅಥವಾ ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆಗುವ ೧೦೨೫ ಸೂಕ್ತಗಳು ೧೦೫೮೦ ಋಕ್ಕುಗಳು (ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ). ೧೫೩೮೨೬ ಪದಗಳು ೪೩೨೦೦೦ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. **ಪದಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ** ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಈ ಪದಾನುಕ್ರಮಣಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. **ಸೂಕ್ತಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ** ಸೂಕ್ತಗಳ ವಿವರವು ಇರುವುದು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಈಗ ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. **ದೇವತಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ** ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಗಳಲ್ಲದೆ **ಬೃಹದ್ದೇವತಾ** ಮತ್ತು **ಋಗ್ವಿಧಾನ**ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಶೌನಕರು ಬರೆದಿರುವರು. ಈ ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ೧೨೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ವಿವರಿಸುವುದು. **ಋಗ್ವಿಧಾನವು** ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯ ಒಳಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಈ ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಋಗ್ವಿಧಾನಗಳೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುವುಗಳು. ಇವುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯು ಈಗಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಹೊಂದದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗೆ **ಕಾತ್ಯಾಯನ**ಮುನಿಯು ಮಾಡಿದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಯಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೫ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ೪ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿ, ದೇವತಾ, ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ವಿವರಗಳಿವೆ- ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ೫ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ವಿವರವು ಇದೆ. ಇದೂ ಋಗ್ವೇದ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ೨ ಅನುಕ್ರಮಣಿಗಳಿವೆ. **ಆತ್ರೇಯಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ** ೨ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವು ಗದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವು ಶ್ಲೋಕರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. **ಚಾರಾಯಣೀಯಾನುಕ್ರಮಣಿ**ಯು ಕಾಠಕಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರೂ, ಮಂತ್ರಗಳ ಅನುಕ್ರಮಣಿಯೂ ಇವೆ. ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅತ್ರಿಮುನಿಯು ರಚಿಸಿ ಲೌಗಾಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ **ಆರ್ಷ** ಮತ್ತು **ದೈವತ**ವೆಂಬ ಅನುಕ್ರಮಣಿಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಋಷಿಗಳ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವವು. ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಗಳು ಸಾಮವೇದದ

ನೈಗೇಯ ಶಾಖೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿರುವವು. ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕ, ಶೌನಕ, ಆಶ್ವಲಾಯನ ಮುಂತಾದ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು.

ಅಥರ್ವವೇದದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು **ಚರಣವ್ಯೂಹ**ವೂ ಇದೆ. ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ೭೦ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚರಣವ್ಯೂಹವೂ ಒಂದು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ೨೦೦೦ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ೧೨೩೮೦ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ಇರುವವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ **ಪ್ರಯೋಗ** ಮತ್ತು **ಪದ್ಧತಿ** ಎಂಬ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿರುವವು. ಇವು ಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಬಹು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಕ್ರಮವೂ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಿಕ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕ್ರಮವನ್ನೂ, ಆಯಾ ಋತ್ವಿಜರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿವರವನ್ನೂ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ಕಾರಿಕೆಗಳೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ. ಇವು ಶ್ಲೋಕರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ- ಈ ಕಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟನು (ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೦೦) ಬರೆದ ಕಾರಿಕೆಯೇ ಮೊದಲನೆಯದು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ, ವೇದವು ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾದುದು ಹೇಗೆ? ಏಕೆ ವಿಭಾಗವಾಯಿತು? ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ವೇದವು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಪಾರವಾದ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರುಬರುತ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನವೇ ನಿಂತುಹೋಗಬಹುದು, ವೇದಗಳೇ ಮರೆಯಬಹುದು, ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ "ಪೂರ್ವಂ ಭಗವತಾ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನೇನ ಜಗದುಪಕಾರಾರ್ಥಮೇಕೀಭೂಯಸ್ಥಿತಾ ವೇದಾ ವ್ಯಸ್ತಾಃ"—ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಸರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ವೇದವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಸಕಲವೇದಪರಿಪಾಲನಂ ತ್ವಶಕ್ಯಮೇಕೇನ ಪುರುಷೇಣೇತಿ ಶಾಖಾಭೇದಪ್ರವೃತ್ತಿಃ" ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬೀ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇದವಿಭಾಗವು ಅವಶ್ಯಕವಾಯಿತು.

ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ವೇದಗಳು ನಾಲ್ಕುಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿದಿದೇವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖಾಭೇದಗಳುಂಟಾದವು. ಶಾಖೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ವೇದಗಳು ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗುರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ವೇದವು, ಗುರುಗಳು ಬೇರೆಯಾದುದರಿಂದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ

ಬರಬಹುದು. ಉಚ್ಚಾರಣಾಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನಿಂದ ಗುರುವಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾರತಮ್ಯವೇನೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯವರು, ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯವರು ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶಾಕಲರ ಪಾಠವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಾಷ್ಕಲರ ಪಾಠವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎಂದರ್ಥವು. ಅಂತೂ ಇಬ್ಬರೂ ಋಗ್ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರೇ.

ಈರೀತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೨೧ ಶಾಖೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಮುಂತಾದ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣವೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಂದಿನವೆಂಬ ಎರಡೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದುವು. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೮೬. ಶಾಖೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಸ್ತಂಬ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಮವೇದದ ೧೦೦೦ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶಾಖೆಗಳು ಈಗ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೌಥುಮವೆಂಬುದೊಂದೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥವವೇದದಲ್ಲಿ ೯ ಶಾಖೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೌನಕಶಾಖೆಯೆಂಬುದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಹಿತಭಾಗಗಳು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿದ್ದವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಐತರೇಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿಗಳೂ, ಯಜರ್ವೇದದ ಶತಪಥ, ತೈತ್ತಿರೀಯಗಳೂ, ಸಾಮವೇದದ ತಾಂಡ್ಯ, ಷಡ್ವಿಂಶಾದಿಗಳೂ, ಅಥರ್ವವೇದದ ಗೋಪಥವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು.

ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯವರು ಗೌತಮಋಷಿದೃಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತಾನಂತರ ಕುತ್ಸ, ಕಶ್ಯಪ ಈ ಋಷಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕಕ್ಷೀವತ್‌ಋಷಿದೃಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯವರು ಗೌತಮಸೂಕ್ತವಾದಕೂಡಲೆ ಕುತ್ಸಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ ಕಕ್ಷೀವತ್, ಅನಂತರ ಕುತ್ಸ ಈರೀತಿ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಖಿಲ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂಕ್ತವನ್ನು ಬಾಷ್ಕಲರು ಖಿಲವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈರೀತಿ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲಿಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸಂಹಿತಾಕ್ರಮುವನ್ನೂ, ಬಾಷ್ಕಲಸಂಹಿತಾಕ್ರಮುವನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಸಂಹಿತಾಕ್ರಮುವು

ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ (ಋ. ಸಂ. ೧- ೧-೧)............ವಾ ಪುರಸ್ತಾತ್ (ಋ. ಸಂ. ೮- ೪೮-೧೫)
ಅಭಿ ಪ್ರವಃ (,, ೮-೪೯-೧)............ನ ಆಯುಃ (,, ೮- ೫೯- ೭)
ಅಗ್ನಆ ಯಾಹ್ಯ (,, ೮-೬೦-೧)............ಸು ಸಹಾಸತಿ (,, ೧೦-೧೯೧-೪)
ಸಂಜ್ಞಾನಮುಶನಾ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೩೬)............ಸು ಸಹಾಸತಿ.

ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಸಂಹಿತಾಕ್ರಮುವು. ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳು ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. ಶಾಕಲಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ "ಸಂಜ್ಞಾನಮುಶನಾ" ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ೧೫ ಋಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಸೂಕ್ತವು ಈ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸೇರಿಹೋಗಿ ಅದರ ಕಡೆಯಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಒಂದು ೪ ವರ್ಗಗಳುಳ್ಳ ಕಡೆಯ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಬಾಷ್ಕಲಸಂಹಿತಾಕ್ರಮವು

ಋಷಿಗಳು	ಸೂಕ್ತದಪ್ರಾರಂಭ	ಕೊನೆಯ ಸೂಕ್ತದ ಅಂತ್ಯವು	ಕೊನೆಯಮಂತ್ರದ ಋಷಿಯು
ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ	ಅಗ್ನಿಮಿಳೇ (೧- ೧-೧)....	ಋಷ್ಟಿಮಂತಂ (೧- ೯೩-೧೨)	ಗೋತಮೋ ರಾಹೂಗಣಃ
ಕಕ್ಷೀವಾನ್ ಔಶಿಜಃ	ನಾಸತ್ಯಾಭ್ಯಾಂ (೧-೧೧೬-೧)....	ಜುಷಧ್ವಂ (೧-೧೩೯-೧೧)	ಪುರುಚ್ಛೇಪೋ ದೈವೋದಾಸಿಃ
ಕುತ್ಸ ಆಂಗಿರಸಃ	ಇಮಂಸ್ತೋಮ (೧- ೯೪-೧)....	ಉತದ್ಯೌಃ (೧-೧೧೫- ೬)	ಕುತ್ಸ ಆಂಗಿರಸಃ
ದೀರ್ಘತಮಾ ಔಚಥ್ಯಃ	ವೇದಿಷದೇಪ್ರಿಯ(೧-೧೪೦-೧)....	ಹರಿಶ್ರಿಯಂ (೮- ೫೦-೧೦)	ಪುಷ್ಟಿಗುಃ ಕಾಣ್ವಃ
ಭರ್ಗಃ ಪ್ರಾಗಾಥಃ	ಅಗ್ನಆಯಾಹ್ಯ (೮- ೬೦-೧)....	ಸೋಮಸ್ಯಪೀತಯೇ (೮- ೯೪-೧೨)	ಬಿಂದುರಾಂ ಗಿರಸಃ
ಶ್ರುಷ್ಟಿಗುಃ ಕಾಣ್ವಃ	ಯಥಾಮನೌ (೮- ೫೧-೧)....	ಚನಸಂನಶೇ (೮- ೫೫- ೫)	ಕೃಶಃ ಕಾಣ್ವಃ
ತಿರಶ್ಚಾಂಗಿರಸಃ	ಆತ್ವಾಗಿರೋ (೮- ೧೫-೧)....	ವಿದ್ಮನೇಕಂ (೧೦- ೮೮-೧೮)	ಮೂರ್ಧನ್ವಾನಾಂಗಿರಸಃ
ಮೇಧ್ಯಃ ಕಾಣ್ವಃ	ಏಕಏವಾಗ್ನಿ (೮- ೫೨-೨)....	ಸರ್ವಂ (೮- ೫೮- ೨)	ಮೇಧ್ಯಃ ಕಾಣ್ವಃ
,,	ಯಮೃತ್ವಿಜೋ (೮- ೫೮-೧)....	ಸಂವಿತ್ (೮- ೫೮- ೧)	,,
ಮೂರ್ಧನ್ವಾನಾಂಗಿರಸಃ	ಯಾವನ್ಮಾತ್ರಮುಷಸೋ (೧೦-೮೮-೧೯)....	ಸುಸಹಾಸತಿ (೧೦-೧೯೧- ೪)	ಸಂವನನ ಆಂಗಿರಸಃ
	ಸಂಜ್ಞಾನಮುಶನಾ	ಚತುಷ್ಪದೇ (೧೫ ಋಕ್ಕುಗಳು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೩೬)	

ಇದು ಬಾಷ್ಕಲಸಂಹಿತೆಯ ಕ್ರಮವು. ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟವಿರುವುದು, ಅದನ್ನು ಈಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೩೭

॥ ೧-೭ ॥ ನಿವಿದುಪನಿಷದೌ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೌ ॥ ೧-೬ ಅಶ್ವಿನೌ ೭ ಇಂದ್ರಾವರುಣೌ ॥
೧-೫, ೭. ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ೬ ದ್ವಿಪದಾ ॥

ಪ್ರಧಾರಯಂತು ಮಧುನೋ ಘೃತಸ್ಯ ಯದವಿಂದಥುಃ ಸುರೀ ಉಸ್ರಿಯಾಯಾಃ ।
ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಭುವನಸ್ಯ ಕಾರೂ ತಾವಶ್ವಿನಾ ಜುಷತಾಂ ಸಮೀಕೇ ॥ ೧ ॥
ಆವಾಂ ರಥಂ ಶತಯಾವಾನಮಾಶುಂ ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಾಣಂ ಸುಷದಂ ಹಿರಣ್ಯಯಂ ।
ಅತಿಷ್ಠದ್ಯತ್ರ ದುಹಿತಾ ವಿವಸ್ವತಸ್ತಂ ನಾಮುರ್ವಾಂಚಮವಸೇ ಕರಾಮಹೇ ॥ ೨ ॥
ಆವಾಮಶ್ವಾಸೋ ರಥಿರಾ ವಿಪಶ್ಚಿತೋ ವಾಗ್ವೃಷಜಃ ಸುಯುಜೋ ಘೃತಶ್ಚುತಃ ।
ಯೇಭಿರ್ಯಾಥೋಪ ಸೂರ್ಯಾಂ ವರೇಯಂ ತೇಭಿರ್ನೋ ದಸ್ರಾವವತಂ ಸಮುತ್ಸು ॥ ೩ ॥
ಯದ್ವಾ ರೇತೋ ಅಶ್ವಿನಾ ಪೋಷಯಿತ್ನು ಯದ್ರಾಸಭೋ ವಧ್ರಿಮತ್ಯೈ ಸುದಾನೂ ।
ಯಸ್ಮಾಜ್ಜಜ್ಞೇ ದೇವಕಾಮಃ ಸುದಕ್ಷಸ್ತದಸ್ಯೈ ದತ್ತಂ ಭಿಷಜಾವಭಿದ್ಯು ॥ ೪ ॥
ಯನ್ನಾಸತ್ಯಾ ಭೇಷಜಂ ಚಿತ್ರಭಾನೂ ಯೇನಾವಥುಸ್ತೋಕಕಾಮಾಂ ಚ ಘೋಷಾಂ ।
ತದಸ್ಯೈ ದತ್ತಂ ಶ್ರಿಷು ಪುಂಸುವದ್ಧ್ಯೈ ಯೇನಾವಿಂದತ್ತನಯಂ ಸಾ ಸುಹಸ್ತ್ಯಂ ॥ ೫ ॥

ವಷಡ್ವಾಂ ದಸ್ರಾವಸ್ಮಿನ್ತ್ಸುತೋ ನಾಸತ್ಯಾ ಹೋತಾ ಕೃಣೋತು ವೇಧಾಃ ॥ ೬ ॥
ಇಂದ್ರಾವರುಣಾ ಸೌಮನಸಮದೃಪ್ತಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ ಯಜಮಾನೇಷು ಧತ್ತಂ।
ಪ್ರಜಾಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಭೂತಿಮಸ್ಮಾಸು ಧತ್ತಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ಪ್ರತಿರತಂ ನ ಆಯುಃ ॥ ೭ ॥

ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟಸೂಕ್ತದ ೭ನೆಯ ಋಕ್ಕು ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳ ಕಡೆಯ ಸೂಕ್ತದ ಕೊನೆಯ ಮಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು (ಮಂ. ೮ ಸೂ. ೫೭. ಮಂತ್ರ ೭.)

ಐದನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು

ಆಚಾರ್ಯ ಪೈಲ

ವ್ಯಾಸಮುನಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಪೈಲ ಎಂದು. ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರ (೨–೪–೫) ಇವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಪೀಲಾ ಎಂದೂ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಪೈಲ ಎಂದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ರಾಜಸೂಯಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಹಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪೈಲನೆಂಬುವನೂ ಒಬ್ಬನು. ಇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ೩೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಪೈಲೋ ಹೋತಾ ವಸೋಃ ಪುತ್ರೋ ಧೌಮ್ಯೇನ ಸಹಿತೋಽಭವತ್ ।

ಪೈಲನು ಹೊತೃವು, ಇವನು ವಸು ಎಂಬುವನ ಮಗನು. ಧೌಮ್ಯನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದನು ಎಂದಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಅಂಶ ಇಷ್ಟೇ. ಪೈಲನು ವಸುವಿನ ಮಗನು. ಹೋತೃವಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಋಗ್ವೇದೀಯರು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪೈಲನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಇವನು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪೈಲನು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪೈಲನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಆ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಹೊಂದಿದವರು ಇಬ್ಬರು. ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲ. ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇವು ಅವಾಂತರಶಾಖೆಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಆದ ಕೆಲಸ. ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿ ಸಂಹಿತೆಯು ಮಾಂಡೂಕೇಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ದೊರೆಯಿತು. ಇವನಿಂದ ಸತ್ಯಾಶ್ರವಸನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸತ್ಯಾಶ್ರವಸನಿಂದ ಸತ್ಯಹಿತನಿಗೂ ಇವನಿಂದ ಸತ್ಯಾಶ್ರಿಯನಿಗೂ ಬಂದಿತು. ಇವರಾರು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಸತ್ಯಶ್ರವಸ, ಸತ್ಯಹಿತ, ಸತ್ಯಾಶ್ರಿತ ಎಂಬೀ ಮೂವರೂ ಸಹೋದರರೆಂದೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ

ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂವರೂ ಮಾಂಡೂಕೇಯನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದೂ ಹೇಳಲು ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಾವುದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನಪರ್ವ (ಅಧ್ಯಾಯ ೪, ಶ್ಲೋಕ ೫೮-೬೭) ದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ಸರ್ವ್ಯವುದನೆಂಬುವನ ವಂಶವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು ವಾಗಿಂದ್ರನೆಂಬುವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಪ್ರಮತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

> **ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಚ ವಾಗಿಂದ್ರೋ ಬಭೂವ ಜಯತಾಂ ವರಃ ।**
> **ತಸ್ಯಾತ್ಮಜಶ್ಚ ಪ್ರಮತಿರ್ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ ॥**

ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಮತಿಯು ವಾಗಿಂದ್ರನ ಮಗನೆಂಬುದು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದನೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮತಿ ಎಂಬುವನಿಗೆ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವನು ಪೈಲನ ಶಿಷ್ಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ವಂಶವೃಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

- **ಪೈಲ**
  - **ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿ**
    - **ಮಾಂಡೂಕೇಯ**
      - **ಸತ್ಯಶ್ರವಾಃ**
        - **ಸತ್ಯಹಿತ**
          - **ಸತ್ಯಶ್ರಿಯ**
            - **ದೇವಮಿತ್ರ ಶಾಕಲ್ಯ**
              - **ಮುದ್ಗಲ**
              - **ಗಾಲವ**
              - **ಖಾಲೀಯ**
              - **ವಾತ್ಸ್ಯ**
              - **ಶೈಶಿರಿ**
            - **ರಥೀರಥ ಶಾಕಪೂಣಿ**
            - **ಬಾಷ್ಕಲಿ ಭರದ್ವಾಜ**
  - **ಬಾಷ್ಕಲ**
    - **ಬಾಧ್ಯ**
    - **ಅಗ್ನಿಮಾಠರ**
    - **ಪರಾಶರ**
    - **ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯ**

ಈಮೇಲಣ ವಂಶವೃಕ್ಷದಿಂದ ಪೈಲನ ವಂಶಪರಂಪರೆಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಮತಿಯು ಅವಾಂತರಶಾಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸತ್ಯಶ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. ವೇದಶಾಖೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧ್ಯೇಯ. ಸತ್ಯಶ್ರವ, ಸತ್ಯಹಿತ, ಸತ್ಯಶ್ರಿಯ ಈ ಮೂವರೂ ಸಹೋದರರೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಡೂಕೇಯನ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರೋ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಈ ಮೂವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವಂಶವೃಕ್ಷವು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹ್ಯವುಂಟು. ಈಗ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಪೈಲನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿ ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಸಿಷ್ಠನ ಮಗನೊಬ್ಬನು ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿ ಎಂದಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಯೂ ಪೈಲನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಯೂ

ಒಬ್ಬನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಬೇರೆಯೋ ಎಂಬುದೂ ಸಂದೇಹಗ್ರಸ್ತವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಸಿಷ್ಠನ ಮಗನಾದ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕುಣಿ ಎಂದಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ (ಪಾದ ೩-೮-೯೭) ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಗೆ ವಸು ಎಂಬೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನಿದ್ದನೆಂದೂ, ಮತ್ತು ಈ ವಸುವಿಗೆ ಉಪಮನ್ಯು ಎಂಬೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನಿದ್ದನೆಂದೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಮನ್ಯು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನು ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ಬರೆದು, ನಿರುಕ್ತಕಾರನಾಗಿದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರೆಯದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪೈಲ, ವಸು, ಈ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿ, ಮತ್ತು ಉಪಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಪೂಣಿ ಬಾಷ್ಕಲಿ, ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುಂತಾದವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಈ ಮೇಲಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.

ಈ ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದಶಾಖೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾದವು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

೨೧ ಋಕ್‌ಶಾಖೆಗಳು

ಪತಂಜಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಪಸ್ಪಶಾಹ್ನಿಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ –

ಏಕವಿಂಶತಿಧಾ ಬಾಹ್ವೃಚ್ಯಂ ।

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ವೇದಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖಾಯುಕ್ತವಾದುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ವೃಚ ಏಕವಿಂಶತಿಧಾ । ಅಥರ್ವವೇದೋ ನವಧಾ । ತತ್ರ ಕೇನಚಿತ್ಕಾ-
ರಣೇನ ಶತಕ್ರತುನಾ ವಜ್ರಘಾತಿತಾ ವೇದಶಾಖಾಃ । ತತ್ರಾವಶಿಷ್ಟಾಃ
ಸಾಮಬಾಹ್ವೃಚಯೋರ್ದ್ವಾದಶ ದ್ವಾದಶ ।...........ಬಾಹ್ವೃಚಸ್ಯ—
ಐತರೇಯ-ಬಾಷ್ಕಲ-ಕೌಷೀತಕ-ಜಾನಂತಿ-ಬಾಹವಿ-ಗೌತಮ-ಶಾಕಲ್ಯ-ಬಾ
ಭ್ರವ್ಯ-ಪೈಂಗ-ಮುದ್ಗಲ-ಶೌನಕಶಾಖಾಃ ।

ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಅಥರ್ವವೇದ ಒಂಭತ್ತು ಶಾಖೆಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಒಂದುಸಲ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಶಾಖೆಗಳು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟುವು. ಆಗ ಋಗ್ವೇದಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಖೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುವು............ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಶಾಖೆಗಳು ಐತರೇಯ, ಬಾಷ್ಕಲ, ಕೌಷೀತಕ, ಜಾನಂತಿ, ಬಾಹವಿ, ಗೌತಮ, ಶಾಕಲ್ಯ, ಬಾಭ್ರವ್ಯ, ಪೈಂಗ, ಮುದ್ಗಲ, ಶೌನಕ ಎಂಬ ಶಾಖೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಹನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು. ಇದೇ ಐತರೇಯ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಖನವು ದಿವ್ಯಾವದಾನವೆಂಬ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಸರ್ವೇ ತೇ ಬಹ್ವೃಚಾಃ ಪುಷ್ಪ ಏಕೋ ಭೂತ್ವಾ ವಿಂಶತಿಧಾ ಭಿನ್ನಾಃ । ತದ್ಯಥಾ
ಶಾಕಲಾಃ । ಬಾಷ್ಕಲಾಃ । ಮಾಂಡವ್ಯಾ ಇತಿ । ತತ್ರ ದಶ ಶಾಕಲಾಃ ।
ಅಷ್ಟೌ ಬಾಷ್ಕಲಾಃ । ಸಪ್ತ ಮಾಂಡವ್ಯಾ ಇತ್ಯಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಹ್ವೃ-
ಚಾನಾಂ ಶಾಖಾ ಪುಷ್ಪ ಏಕೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಂಚವಿಂಶತಿಧಾ ಭಿನ್ನಾಃ ।

ಋಗ್ವೇದ ಶಾಖೆಗಳು ಶಾಕಲ, ಬಾಷ್ಕಲ, ಮಾಂಡವ್ಯ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ—ಶಾಕಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳೂ, ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳೂ ಮಾಂಡವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳುವಿಭಾಗಗಳೂ ಅಂತು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.

ಈಪಾಠ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಿತವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಶುದ್ಧಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು.

ಅಕಲಂಕದೇವ ಎಂಬುವರು ಜೈನರ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇವರು ರಾಜವಾರ್ತಿಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ರಿತಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವಂತೆ ಕಂಡಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳ ಪಾಠವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಶಾಕಲ್ಯ ಬಾಷ್ಕಲ ಕೌಥುಮಿ ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಿ ಚಾರಾಯಣ ಕಠ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ
ಮೌದ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಬಾದರಾಯಣ ಅಂಬಷ್ಟಕೃತ (?) ಐತಿಕಾಯನ ವಸು
ಜೈಮಿನಿ ಆದೀನಾಮಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟೀನಾಂ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿಃ ।

ಶಾಕಲ್ಯ, ಬಾಷ್ಕಲ ಮುಂತಾದುವು ಶಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟು ೬೭. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಶಾಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು.

ಅಥರ್ವವೇದದ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ –

ತತ್ರ ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಶಾಖಾ ಭವಂತಿ । ತದ್ಯಥಾ ಆಶ್ವಲಾಯನಾಃ ।
ಶಾಂಖಾಯನಾಃ । ಸಾಧ್ಯಾಯನಾಃ । ಶಾಕಲಾಃ । ಬಾಷ್ಕಲಾಃ । ಔದುಂಬರಾಃ
ಮಾಂಡೂಕಾಶ್ಚೇತಿ ।

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಶಾಖೆಗಳು ಏಳು ಇವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಶಾಂಖಾಯನ, ಸಾಧ್ಯಾಯನ, ಶಾಕಲ, ಬಾಷ್ಕಲ, ಔದುಂಬರ ಮತ್ತು ಮಾಂಡೂಕ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಾಯನ ಯಾರು, ಔದುಂಬರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.

ಅಣುಭಾಷ್ಯ (೧-೧-೧) ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಚತುರ್ಧಾ ವ್ಯಭಜತ್ತಾಂಶ್ಚ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಧಾ ಪುನಃ ।
ಶತಧಾ ಚೈಕಧಾ ಚೈವ ತಥೈವ ಚ ಸಹಸ್ರಧಾ ॥
ಕೃಷ್ಣೋ ದ್ವಾದಶಧಾ ಚೈವ ಪುನಸ್ತಸ್ಯಾರ್ಥವಿತ್ತಯೇ ।
ಚಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಿ ಯೇಷಾಂ ಸೂತ್ರತ್ವಮಂಜಸಾ ॥

ಸಾರಾಂಶ—ವ್ಯಾಸರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕುಭಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಪುನಃ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತೆ ನೂರುವಂದಾಗಿಯೂ ಸಹಸ್ರವಾಗಿಯೂ, ವಿಭಾಗಮಾಡಿದರು. ಪುನಃ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದುವು.

...ಸಂಖ್ಯೆ.................. ....

ಋಕ್‌ಶಾಖೆಗಳ ಐದು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು

ಋಗ್ವೇದದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು ಐದುಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಐದು ಪಂಗಡಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು.

ಏತೇಷಾಂ ಶಾಖಾಃ ಪಂಚವಿಧಾ ಭವಂತಿ । ಶಾಕಲಾಃ । ಬಾಷ್ಕಲಾಃ । ಆಶ್ವ-ಲಾಯನಾಃ । ಶಾಂಖಾಯನಾಃ । ಮಾಂಡೂಕೇಯಾಶ್ಚೇತಿ ।

ಅರ್ಥ—ಇವುಗಳ ಶಾಖೆಗಳು ಐದು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಾಕಲ, ಬಾಷ್ಕಲ, ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಶಾಂಖಾಯನ, ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಎಂದು.

ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಾಕಲ, ಕೆಲವು ಬಾಷ್ಕಲ ಕೆಲವು ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಮುಂತಾಗಿ. ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತವೆ. ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಶಾಕಲ, ಬಾಷ್ಕಲ, ಶಾಂಖಾಯನ, ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಎಂಬ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು ಶಾಖೆಗಳೂ ಆಶ್ವಲಾಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯೂ ಒಟ್ಟು ೨೧ ಶಾಖೆಗಳು ಇರುವುವು ಎಂದು ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಿದ್ವಾಂಸನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

We miss the names of several old Sakhas such as the Aitareyins, Saisiraṣ, Kaushitakins, Paingins.

ಎಂದರೆ ಐತರೇಯ, ಶೈಶಿರ, ಕೌಷೀತಕೀ, ಪೈಂಗೀ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಶೈಶಿರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

The Saisira sakha, however, may perhaps be considered as a subdivision of the Sakala sakha.

ಶೈಶಿರಶಾಖೆಯನ್ನು ಒಂದುವೇಳೆ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯ ಅವಾಂತರಪ್ರಭೇದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದರೂ ಕೂಡ ಶಾಕಲನೆಂಬುವನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರು ವೇದಸರ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬಹುದು.

''ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಂಡಲದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ಶಾಕಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.'' (ಪೇಜು. ೨೪).

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ:—

''ಋಕ್‌ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರವಚನಕರ್ತರು ಶಾಕಲರು. ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನರು. ಮತ್ತು ಪದಸಂಹಿತೆಯ ಆವಿಷ್ಕರ್ತರು ಶಾಕಲ್ಯರು. ಇವರು ಶಾಕಲರಿಗಿಂತ ಈಚಿನವರು.''

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನು ಈ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂನತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಾಂತರಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಕಲನು ಶಾಕಲ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ವಿಷಯ.

೧. ಶಾಕಲ ಶಾಖೆಗಳು

ಶಾಕಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಕಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿಯೊಬ್ಬನಿದ್ದನೆಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಶಾಕಲಶಬ್ದವು ಶಾಕಲ್ಯನ ಶಿಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಶಾಕಲ್ಯನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಹೊರಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮಾತಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರ ದೊರೆತು, ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ವಾಜಸನೇಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಜಸನೇಯ ಎಂದೇ ಕರೆದರು; ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಜಾಬಾಲಾದಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನೂ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತಾ ಎಂಬ ಸಮಾನವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾಜುಷಾಚಾರ್ಯರಾದ ವೈಶಂಪಾಯನ ಚರಕರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಚರಕಾಧ್ವರ್ಯುು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಚನೆಯಾದ ಕಠಾದಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಚರಕಶಾಖೆ ಎಂದೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಾಪೀ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹರಿದ್ರು ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಕಾಲಾಪ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅವರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾಪ ಎಂದೇ ಕರೆದರು. ಹೀಗೆ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವನ್ನೂ ಕರೆಯುವುದೂ, ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರು ಬರುವುದೂ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಕಲ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರೂ ಕೂಡ. ಶಾಕಲ್ಯನ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶಾಕಲ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಅವರ ಪ್ರವಚನರೂಪವಾದ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಶಾಕಲ ಸಂಹಿತೆ ಎಂದೇ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಶಾಕಲಸಂಹಿತೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ವಾಯುಪುರಾಣದ ೬೦ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

> **ದೇವಮಿತ್ರಸ್ತು ಶಾಕಲ್ಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಃ ।**
> **ಚಕಾರ ಸಂಹಿತಾಃ ಪಂಚ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಪದವಿತ್ತಮಃ ॥ ೬೩ ॥**
> **ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾ ಅಭವನ್ ಪಂಚ ಮುದ್ಗಲೋ ಗೋಲಕಸ್ತಥಾ ।**
> **ಖಾಲೀಯಶ್ಚ ತಥಾ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಶೋಶರೇಯಸ್ತು ಪಂಚಮಃ ॥ ೬೪ ॥**

[ಆನಂದಾಶ್ರಮಸಂಸ್ಕರಣ ವಾಯುಪುರಾಣ]

ಅರ್ಥ—ದೇವಮಿತ್ರನೂ, ಮಹಾತ್ಮನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞನೂ ಆದ ಶಾಕಲ್ಯನು ಐದು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು. ಮುದ್ಗಲ, ಗೋಲಕ, ಖಾಲೀಯ, ಮತ್ಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಶರೇಯ ಎಂದು ಅವರ ಹೆಸರು.

ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಂಶವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ (ಅಧ್ಯಾಯ ೩೫) ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ.

> **ವೇದಮಿತ್ರಶ್ಚ ಶಾಕಲ್ಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ದ್ವಿಜಪುಂಗವಃ ।**
> **ಚಕಾರ ಸಂಹಿತಾಃ ಪಂಚ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ವೇದವಿತ್ತಮಃ ॥ ೧ ॥**
> **ಪಂಚ ತಸ್ಯಾಭವಞ್ಛಿಷ್ಯಾ ಮುದ್ಗಲೋ ಗೋಖಲಸ್ತಥಾ ।**
> **ಖಲೀಯಾನ್ ಸುತಪಾ ವತ್ಸಃ ಶೈಶಿರೇಯಶ್ಚ ಪಂಚಮಃ ೨ ॥**

[ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಪ್ರೆಸ್ ಮುದ್ರಿತ]

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ವೇದಮಿತ್ರನೂ ಮಹಾತ್ಮನೂ ದ್ವಿಜಪುಂಗವನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ವೇದಜ್ಞನೂ ಆದ ಶಾಕಲ್ಯನು ಐದು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುದ್ಗಲ, ಗೋಖಲ, ಖಲೀಯಾನ್, ವತ್ಸ ಮತ್ತು ಶೈಶಿರೇಯ ಎಂಬುವರು.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ (೩-೪) ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಆಧಾರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು,—

ದೇವಮಿತ್ರಸ್ತು ಶಾಕಲ್ಯಃ ಸಂಹಿತಾಂ ತಾಮಧೀತವಾನ್ ।
ಚಕಾರ ಸಂಹಿತಾಃ ಪಂಚ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರದದೌ ಚ ತಾಃ ।
ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಯೇ ಪಂಚ ತೇಷಾಂ ನಾಮಾನಿ ಮೇ ಶೃಣು ॥ ೨೧ ॥
ಮುದ್ಗಲೋ ಗೋಖಲಶ್ಚೈವ ವಾತ್ಸ್ಯಃ ಶಾಲೀಯ ಏವ ಚ ।
ಶಿಶಿರಃ ಪಂಚಮಶ್ಚಾಸೀನ್ಮೈತ್ರೇಯಃ ಸ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ ೨೨ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ದೇವಮಿತ್ರನಾದ ಶಾಕಲ್ಯನು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಐದು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳಾವುವೆಂದರೆ, ಮುದ್ಗಲ, ಗೋಖಲ, ವಾತ್ಸ್ಯ, ಶಾಲೀಯ, ಶಿಶಿರ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರೇಯನೆಂಬ ಮಹಾಮುನಿ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಠಭೇದಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಲವು ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಷ್ಟವೇನೆಂದರೆ,—ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಕರ್ತರ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕೋಶವಿದೆ. ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೮೧೧. ಅದೇ ಭಂಡಾರದಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಹಲವು ಕೋಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳ ಪಾಠ ಬಹಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಂಬರ್ ೧೮೫೦, ೪೫೪೭. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠ ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಸಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಪಾಠ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇದಮಿತ್ರಸ್ತು ಶಾಕಲ್ಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಃ ।
ಚಕಾರ ಸಂಹಿತಾಃ ಪಂಚ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಪದವಿತ್ತಮಃ ॥ ೬೩ ॥
ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾ ಅಭವನ್ ಪಂಚ ಮುದ್ಗಲೋ ಗಾಲವಸ್ತಥಾ ।
ಶಾಲೀಯಶ್ಚ ತಥಾ ವಾತ್ಸ್ಯಃ ಶೈಶಿರೀಯಸ್ತು ಪಂಚಮಃ ॥ ೬೪ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ವೇದಮಿತ್ರನೂ, ಮಹಾತ್ಮನೂ, ದ್ವಿಜೋತ್ತಮನೂ, ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ, ವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞನೂ ಆದ ಶಾಕಲ್ಯನು ಐದು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗೆ:—ಮುದ್ಗಲ, ಗಾಲವ, ಶಾಲೀಯ, ವಾತ್ಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಶಿರೀಯ ಎಂದು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಯಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾದುದು ಆವಶ್ಯಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶೈಶಿರಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ರಾಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ,

ಮುದ್ಗಲೋ ಗಾಲವೋ ಗಾರ್ಗ್ಯಃ ಶಾಕಲ್ಯಶ್ಶೈಶಿರಿಸ್ತಥಾ ।
ಪಂಚ ಶೌನಕಶಿಷ್ಯಾಸ್ತೇ ಶಾಖಾಭೇದಪ್ರವರ್ತಕಾಃ ।
ಶೈಶಿರಸ್ಯ ತು ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶಾಕಟಾಯನ ಏವ ಚ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಮುದ್ಗಲ, ಗಾಲವ, ಗಾರ್ಗ್ಯ, ಶಾಕಲ್ಯ, ಶೈಶಿರಿ ಎಂಬುವರು ಶೌನಕಋಷಿಯ ಐದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರೇ ಶಾಖಾಭೇದಪ್ರವರ್ತಕರು.

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾಠ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾರ್ಗ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಕಡೆ ವಾತ್ಸ್ಯ ಎಂದಿರಬೇಕು. ಶಾಕಲ್ಯ ಎಂದಿರುವಕಡೆ ಶಾಲೀಯ ಎಂದಿರಬೇಕು. ಶೌನಕ ಎಂದಿರುವಕಡೆ ಶಾಕಲ್ಯ ಎಂದಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ವಿಕೃತವಲ್ಲೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರನ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತವಾದ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಋಗ್ವೇದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲಿ (ಪೇಜು-೩೨) ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾಠವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಾರಾಂಶವಿಷ್ಟೆ: — ಶಾಕಲಶಾಖೆಗಳು ಐದು ಮಾತ್ರ. ೧. ಮುದ್ಗಲಶಾಖಾ, ೨. ಗಾಲವಶಾಖಾ, ೩. ಶಾಲೀಯಶಾಖಾ, ೪. ವಾತ್ಸ್ಯಶಾಖಾ, ೫. ಶೈಶಿರಿಶಾಖಾ ಎಂದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡೋಣ.

ಐದು ಶಾಕಲ ಶಾಖೆಗಳು

೧. ಮುದ್ಗಲಶಾಖಾ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯು ಇದುವರೆಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಹಾಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಾದಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ-ಹೃದಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ ಕಾಲದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯೂ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದುವರೆಗೆ ದೊರಕುವ ಸೂಚನೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದೀಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ, ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗಲಶಾಖೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಎಂಬ ಶೌನಕರು ಬರೆದಿರುವ ವೇದವಿಷಯದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ.

ಮಹಾನ್ಸೈನ್ದ್ರಂ ಪ್ರತ್ನವತ್ಯಾಮಗ್ನಿಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಸ್ತುತಂ ।
ಮನ್ಯತೇ ಶಾಕಪೂಣಿಸ್ತು ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವಶ್ಚೈವ ಮುದ್ಗಲಃ ॥ ೪೬ ॥ (ಅಧ್ಯಾಯ. ೬)
ಅಯಂ ಗೌರಿತಿ ಯತ್ಸೂಕ್ತಂ ಸಾರ್ಪರಾಜ್ಞೀ ಸ್ವಯಂ ಜಗೌ ॥ ೮೯ ॥
ತಸ್ಮಾತ್ಸಾ ದೇವತಾ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯಮೇಕೇ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ।
ಮುದ್ಗಲಃ ಶಾಕಪೂಣಿಶ್ಚ ಆಚಾರ್ಯಃ ಶಾಕಟಾಯನಃ ॥ ೯೦ ॥ (ಅಧ್ಯಾಯ. ೯)

ಈ ಮೇಲಣ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗಲಶಬ್ದವು ಎರಡುಬಾರಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮುದ್ಗಲನು ಭೃಮ್ಯಶ್ವನ ಮಗನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಬಂದಿರುವ ಮುದ್ಗಲಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷಣವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದಂಶ ವಿದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಚಾರ್ಯನ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಶಾಕಪೂಣಿಯು ಋಗ್ವೇದದ ಒಬ್ಬ ಶಾಖಾಕರ್ತನು. ಇವನ ಸಂಗಡವೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುದ್ಗಲನೂ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಾಖಾಕಾರನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಶಾಖಾಕಾರನ ಸಮಕಾಲೀನನೂ ವೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾರದನೂ ಆದ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮುದ್ಗಲನು ಶಾಕಲ್ಯನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮುದ್ಗಲನ ತಂದೆ ಭೃಮ್ಯಶ್ವನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವ ಮುದ್ಗಲನ ಹೆಸರು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ (೯, ೨೩).

ತತ್ರೇತಿಹಾಸಮಾಚಕ್ಷತೇ । ಮುದ್ಗಲೋ ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವ ಋಷಿರ್ವೃಷಭಂ ಚ
ದ್ರುಘಣಂ ಚ ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ವ್ಯವಹೃತ್ಯಾಜಿಂ ಜಿಗಾಯ ।

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭೃಮ್ಯಶ್ವನ ಮಗನಾದ ಮುದ್ಗಲನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯು. ಇವನು ವೃಷಭನನ್ನೂ ದ್ರುಘಣನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದನು.

ಈ ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವಮುದ್ಗಲನೇ ಋಗ್ವೇದದ ಮ. ೧೦. ಸೂ. ೧೦೨. ಕ್ಕೆ ಋಷಿಯು. ಈ ಸೂಕ್ತದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗಲಶಬ್ದವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮುದ್ಗಲಶಬ್ದವು ಯಾವನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವ ವಾಚಕವಾಗಿರಲಾರದು. ಯಾಸ್ಕನೇ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆಂಬುದೊಂದು ವಾದವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಬುಡವಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಊಹಾಪೋಹ. ಈ ಮುದ್ಗಲನು ಜೈಮಿನಿ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿವರರ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿ ಋಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ಮುದ್ಗಲನೆಂಬವನಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿತ್ಯವಾದುವುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುದ್ಗಲನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವಾಸ್ತವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ಮುದ್ಗಲನ ವಂಶಾವಳಿ ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಆಧಾರವಾಗಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಸೀತಾನಾಥಪ್ರಧಾನಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಂಬೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರರು ೧೯೨೭ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ Chronology of Ancient India,—ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕಾಲ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದೇ ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವ ಮುದ್ಗಲನ ಉಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವನ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅವನ ಕುಲಪರಂಪರೆಯು ಹೀಗಿದೆ.

ಭೃಮ್ಯಶ್ವ
|
ಮುದ್ಗಲ (ಆನೂಪ)
|
ವಧ್ರ್ಯಶ್ವ
|
ದಿವೋದಾಸ

[ಪೇಜು. ೧೧. ಮತ್ತು ೮೬.]

ಈ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯೆಂದು ನಾವೂ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಂಶಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿವೋದಾಸನು ಭೃಮ್ಯಶ್ವನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮುದ್ಗಲನ ಗುರುವೊಬ್ಬನು ಶಾಕಲ್ಯನೆಂದಿದ್ದನು. ಗುರುಪರಂಪರಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಸನು ಈ ಶಾಕಲ್ಯನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೊ॥ ಸೀತಾನಾಥಪ್ರಧಾನರವರು ವಧ್ರ್ಯಶ್ವನ ಮಗ ದಿವೋದಾಸನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಋಗ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿವೋದಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೊ॥ ಪ್ರಧಾನರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ದಿವೋದಾಸನ ಮಗನ ಅಥವಾ ದಿವೋದಾಸನ ಸಮಕಾಲೀನನಾದ ಪೈಜವನನ ಮಗನಾದ ಸುದಾಸನ ವರ್ಣನೆಯೂ ಕೂಡ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು

ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ದಿವೋದಾಸನೆಂಬುವನು ಇದ್ದನೋ ಇರಲಿಲ್ಲವೋ,—ಅಥವಾ ಇದ್ದಿರಲಾರ,—ಅವನ ಮಗ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನನಾದ ಪೈಜವನನ ಮಗ ಸುದಾಸನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಪುನಃ ಅವನ ವರ್ಣನೆಯು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂತು? ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ವಿಚಾರಾರ್ಹಗಳಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮುದ್ಗಲನು ಆಂಗಿರಸನ ಪಕ್ಷದವನು ಅಥವಾ ಆಂಗಿರಸನ ಗೋತ್ರದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ (ಅಧ್ಯಾಯ ೨೬೧) ಒಬ್ಬ ಮುದ್ಗಲನ ಉಲ್ಲೇಖ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಮುದ್ಗಲನ ದಾನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿಹಾರಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳುವ ವಾಡಿಕೆಯೊಂದಿದೆ. ಬಿಹಾರಿಗಳು ಈಗಿನ Monghir ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವು ಹಿಂದಿನ ಅಂಗದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಗಂಗಾನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗಲನ ಆಶ್ರಮವಿದ್ದುದು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಮುದ್ಗಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಆಗಿಹೋದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವನಾದ ಮುದ್ಗಲನು ಶಾಖಾಕಾರನಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಶಾಖಾಕಾರನಾದ ಮುದ್ಗಲನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ (೧೧-೬) ಮುದ್ಗಲನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಶತಬಲಾಕ್ಷ ಮೌದ್ಗಲ್ಯ ಎಂಬುವವನು ಈ ಮುದ್ಗಲನ ಮಗನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಧ್ರ್ಯಶ್ವನಿಗೆ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು ಎಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆಯುರ್ವೇದದ ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (೨೫-೮) ಪಾರೀಕ್ಷಿ ಮೌದ್ಗಲ್ಯ ಮತ್ತು (೨೬-೩,೮) ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷ ಮೌದ್ಗಲ್ಯ, ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಈ ಋಷಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮ ಕಾಲೀನರು.

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುದ್ಗಲನ ವಿಷಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು, ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ (೧೨-೧೨), ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

೨. ಗಾಲವಶಾಖಾ

ಈ ಶಾಖೆಯು ಇತ್ತೆಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಗ್ರಂಥಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಗಲಿ ಸೂತ್ರವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ದೊರೆಯದಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ. ಈ ಗಾಲವನು ಪಾಂಚಾಲ, ಎಂದರೆ ಪಂಚಾಲದೇಶವಾಸಿ. ಇವನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಾಭ್ರವ್ಯ ಎಂದು. ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಾಭ್ರವ್ಯನನ್ನು ಪಾಂಚಾಲ ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವನೇ ಋಗ್ವೇದದ ಕ್ರಮಪಾಠವನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು. ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಋಕ್ಪ್ರಾತಿ ಶಾಖ್ಯ, ನಿರುಕ್ತ, ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವನ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ವೇದವೇತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ವಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾಭ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಗಾಲವನ ಹೆಸರು ಆಶ್ವಲಾಯನ, (೩-೩-೫) ಕೌಷೀತಕೀ (೪-೧೦) ಮತ್ತು ಶಾಂಬವ್ಯಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಋಷಿತರ್ಪಣದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (ಭಾಗ. ೧೫. ಪೇಜು. ೧೫೪) ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಭ್ರವ್ಯಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಭ್ರವ್ಯನು ಕೌಶಿಕನು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ (೪-೧-೧೦೬) ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೧-೪೪) ಆಧಾರ ವಿದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧದ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಚಕರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಆಚಾರ್ಯದೇಶಶೀಲೇನ ಯದುಚ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ತದ್ವಿಷಯತಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ। ಇಕೋ ಹ್ರಸ್ವೋಽಙ್ಯೋ ಗಾಲವಸ್ಯ (೬-೩-೬೧) ಪ್ರಾಚಾಮವೃದ್ಧಾತ್ ಫಿನ್ಬಹುಲಂ (೪-೧-೧೬೦) ಇತಿ ಗಾಲವಾ ಏವ ಹ್ರಸ್ವಾನ್ ಪ್ರಯುಂಜೀರನ್ ಪ್ರಾಕ್ಷು ಚೈವ ಹಿ ಫಿನ್ ಸ್ಯಾತ। ತದ್ಯಥಾ ಜಮದಗ್ನಿರ್ವಾ ಏತತ್ ಪಂಚಮಮವದಾನಮವಾದ್ಯತ್ ತಸ್ಮಾನ್ನಾಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಪಂಚಾವತ್ತಂ ಜುಹೋತಿ।

ಪತಂಜಲಿಗಳು ಈರೀತಿ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಗದಿಂದ ಗಾಲವನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಲವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವಾಗಲೇ ಬರೆದಿರುವಾಗ, ಇವನನ್ನು ಪಾಂಚಾಲ ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಾಲದೇಶವು ಈಗಿನ ರೋಹಲಖಂಡದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ನಾವು ಚರಿತ್ರೆ ಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಾಚ್ಯದೇಶ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದೆ.

ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (೫-೩) ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ :—

ನೇದಮೇಕಸ್ಮಿನ್ನಹನಿ ಸಮಾಪಯೇತ್ ಇತಿ ಹ ಸ್ಮಾಹ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಃ। ಸಮಾಪಯೇತ್ ಇತಿ ಗಾಲವಃ।

ತಾತ್ಪರ್ಯ:—ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಕೂಡದೆಂದು ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಂದೇ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಾಲವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವುದು ಮಹಾವ್ರತಾಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತದಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ ಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವವರು ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಖಾಕಾರರಾದ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾಲವ ಒಬ್ಬ ಶಾಕಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆಯುರ್ವೇದದ ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಋಷಿ ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವು ದಾದರೆ, ಇದೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕಲಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವೇದ, ಶಾಖೆ, ಇವುಗಳ ಪ್ರವಚನಕರ್ತರಾದ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಆರಂಭಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಗಾಲವನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗಾಲವನು ಋಗ್ವೇದದ ಆಚಾರ್ಯ ಗಾಲವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಿದೆ :—

ಸಭಾಯಾಮೃಷಯಸ್ತಸ್ಯಾಂ ಪಾಂಡವೈಃ ಸಹ ಆಸತೇ ॥ ೧೫ ॥
ಪವಿತ್ರಪಾಣಿಃ ಸಾವರ್ಣೋ ಭಾಲುಕಿರ್ಗಾಲವಸ್ತಥಾ ॥ ೨೧ ॥

ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಋಷಿಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಗಾಲ ವನೂ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಮಯನಿರ್ಮಿತವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಧಿಷ್ಠಿರನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಗಾಲವನೇ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದು ಮೇಲಣ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದು

ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲೇ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಗಾಲವನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಗಾಲವನೇ ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾಗರಖಂಡದ (೧೬೮ನೆಯ ಪುಟ) ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಲವನು ಕೌರವ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ವಿದುರನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (೭-೧) ಮತ್ತು ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿರಜ ಬಾಭ್ರವ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನೊಬ್ಬನು ದೊರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೈಮಿನೀಯ ಉಪ. ಬ್ರಾ. ೩-೪೧-೧ ದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ೪-೧೭-೧ ರಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಖ ಬಾಭ್ರವ್ಯ ಎಂಬುವನ ಉಲ್ಲೇಖವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾಭ್ರವ್ಯ = ಗಾಲವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೊಂದರೆ.

ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೨೧-೩೦) ಬಾಭ್ರವ್ಯನನ್ನು ಸುಬಾಲಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಪಾಂಚಾಲದ ರಾಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನೆಂಬುವನ ಮಂತ್ರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸುಬಾಲಕನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಗಾಲವನ ಹೆಸರೆಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಬಂದುಹೋಗಿದೆ. ಹರಿವಂಶ (ಅಧ್ಯಾ. ೨೦) ದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ವರ್ಣನೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ಭೀಷ್ಮನ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಪ್ರತೀಪನೆಂಬುವನ ಸಮಕಾಲೀನನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಾಭ್ರವ್ಯನು ಋಗ್ವೇದದ ಕ್ರಮಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಾಭ್ರವ್ಯನು ಪಾಂಚಾಲನಾದ ವ್ಯಾಸನಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಇವನು ಅಲ್ಪಾಯುವಾಗಿದ್ದು ಶಾಖಾಪ್ರವಚನವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಪರಲೋಕಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯಸಂಭವ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇವನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಗಾಲವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನು ಋಗ್ವೇದೀಯ ಶಾಖಾಕಾರನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕದ ತೊಂದರೆಯು ಸಾಮವೇದದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಕೌಸಲ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಜಿಟರ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಐತಿಹ್ಯಪರಂಪರೆಯ (ಪು. ೬೪, ೬೫) ಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

೩. ಶಾಲೀಯಶಾಖಾ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಾದಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ—ಇತರ ಶಾಖಾಕಾರರಾದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ—ಈ ಶಾಖೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೇಗೆಂದರೆ,

ಆಶ್ವಲಾಯನಃ । ಐತಿಕಾಯನಃ । ಔಪಗವಃ । ಔಪಮನ್ಯವಃ । ಶಾಲೀಯಃ ॥ ೧-೧-೧ ॥

ಮತ್ತು

ಗಾರ್ಗೀಯಃ । ವಾತ್ಸೀಯಃ । ಶಾಲೀಯಃ ॥ ೪-೨-೧೧೪ ॥

ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಐತಿಕಾಯನ, ಔಪಗವ, ಔಪಮನ್ಯವ ಇವರೊಡನೆಯೂ, ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗೀಯ, ವಾತ್ಸೀಯ, ಇವರೊಡನೆಯೂ ಶಾಲೀಯನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

೪. ವಾತ್ಸ್ಯಶಾಖಾ

ವಾತ್ಸ್ಯಶಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಲೀಯಶಾಖೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದಿಯೋ, ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೪-೨-೧೦೪) "ಗೋತ್ರಚರಣಾದ್ವುಞ್" ಎಂಬ ವಾರ್ತಿಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಚರಣಗಳನ್ನುಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸ್ಯಶಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾಠಕಂ। ಕಾಲಾಪಕಂ। ....। ಗಾರ್ಗಕಂ। ವಾತ್ಸಕಂ। ಮೌದಕಂ।
ಪೈಪ್ಪಲಾದಕಂ।

ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ವಾತ್ಸೀ ಶಾಖಾ ಎಂಬ ಯಾವುದೋ ಶಾಖೆಯು ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ (೮-೩) ಮತ್ತು (೮-೪) ಇದರ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಾಧವಃ ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸ್ಯಃ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಾತ್ಸ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಶುದ್ಧವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂಭವವಿದೆ. ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ (೩-೨೩) ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ವಃ ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಠವು ವಾತ್ಸ್ಯಃ ಎಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಸಹ ವತ್ಸ ಅಥವಾ ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸ ಎಂಬ ಶಾಖೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಪಾಠಭೇದಗಳು ದೊರೆಯುವಾಗ, ಇದು ವತ್ಸವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ವಾತ್ಸ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೋ ಎಂದು ಪಾಠಭೇದವನ್ನು ಅಧಿಕಮಾಡುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ.

೫. ಶೈಶಿರಿಶಾಖಾ

ಶೈಶಿರಿಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲಾದುವೂ ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಋಗ್ವೇದೇ ಶೈಶಿರೀಯಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಯಥಾಕ್ರಮಂ।
ಪ್ರಮಾಣಮನುವಾಕಾನಾಂ ಸೂಕ್ತೈಃ ಶೃಣುತ ಶಾಕಲಾಃ ॥ ೧ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಎಲೈ ಶಾಕಲರೇ, ಋಗ್ವೇದದ ಶೈಶಿರಿಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಗಳೊಡನೆ ಅನುವಾಕಗಳು ಬಂದಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳಿ, ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಋಕ್‌ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ಛಂದೋಜ್ಞಾನಮಾಕಾರಂ ಭೂತಜ್ಞಾನಂ ಛಂದಸಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಸ್ವರ್ಗಾನ್ಯತತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಂ।
ಅಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಮಿದಮುತ್ತರತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರಮಖಿಲಂ ಶೈಶಿರೀಯೇ ॥ ೭ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಛಂದೋಜ್ಞಾನವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಶೈಶಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೈಶಿರೀಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಋಕ್ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯೆಯು ಶೈಶಿರೀಯಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುದು. ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಋಕ್‌ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ (ಪೇಜು. ೮೩) ಕೊನೆಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಾವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ,

ಶಾಕಲ್ಯೇ ಶೈಶಿರೀಯಕೇ ।(ಸಂ. ೨೨೧, ೨೨೫.)

ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ವಿಕೃತವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಮಾತು ಹೇಳಿದೆ—

ಶೈಶಿರೀಯೇ ಸಮಾಮ್ನಾಯೇ ವ್ಯಾಡಿನೈವ ಮಹರ್ಷಿಣಾ ।
ಜಟಾದ್ಯಾ ವಿಕೃತೀರಷ್ಟೌ ಲಕ್ಷ್ಯಂತೇ ನಾತಿವಿಸ್ತರಂ ॥ ೪ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ವ್ಯಾಡಿ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯು ರಚಿಸಿದ ಶೈಶಿರೀಯಸಮಾಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ ಜಟೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಎಂಟು ವಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಶೈಶಿರೀಯಶಾಖೆಯ ಪರಿಮಾಣ

ಶೌನಕರ ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇವೆ.

ಅನುವಾಕಗಳು	....	೮೫
ಸೂಕ್ತಗಳು	....	೧೦೧೭
ವರ್ಗಗಳು	....	೨೦೦೬
ಮಂತ್ರಗಳು	....	೧೦೪೧೭

ಈ ಶಾಖೆಯ ವರ್ಣನೆಯು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣಿ ಮತ್ತು ಋಕ್‌ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬರುವುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಅಧಿಕಾಂಶವು ಶೈಶಿರೀಯಶಾಖಾಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ (೬೭-೬) ಒಬ್ಬ ಶಿಶಿರನ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವನು ಚಂದ್ರವಂಶದ ಶುನಹೋತ್ರನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಲನ ಮೊಮ್ಮಗ. ಇವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಆರ್ಷ್ಟಿಷೇಣ ಎಂದು. ಇವನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಶೈಶಿರಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಸಂಭವವೇ ಸರಿ.

ಶಾಕಲ್ಯಸಂಹಿತೆ

ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಐದು ಶಾಕಲ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾದುದು ಶಾಕಲ್ಯ, ಶಾಕಲಕ ಅಥವಾ ಶಾಕಲೇಯಕಸಂಹಿತೆ ಎಂಬುದು. ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಶಾಕಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಹಿತಾಮನುಪ್ರಾವರ್ಷತ್ । .... । ಶಾಕಲ್ಯೇನ ಸುಕೃತಾಂ
ಸಂಹಿತಾಮನುನಿಶಮ್ಯ ದೇವಃ ಪ್ರಾವರ್ಷತ್ ॥ ೧-೪-೮೪ ॥

ಎಂದರೆ ಶಾಕಲ್ಯನ ಸಂಹಿತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಳೆಗರೆದರು.

ಕಾತ್ಯಾಯನರ ಋಕ್‌ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯು ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ರಚಿತವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದರ ಆರಂಭವಚನವು–

ಅಥ ಋಗ್ವೇದಾಮ್ನಾಯೇ ಶಾಕಲಕೇ........।

ಎಂದಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಕಲಕಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ...........ಎಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದ ಷಡ್ಗುರುಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ವೇದಾರ್ಥದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ಶಾಕಲ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಂ ಶಾಕಲಕಂ ।

ಎಂದರೆ, ಶಾಕಲ್ಯನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದು ಶಾಕಲಕ. ಈ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯು ಶಾಕಲನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ಶಾಕಲಸಂಹಿತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾನ ಸೂಕ್ತವೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದು ಬಾಷ್ಕಲ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಂತ್ಯಸೂಕ್ತವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮೆಕ್‌ಡಾನೆಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಋಕ್‌ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂದೇಹಜನಕವಾದುದು.

ಶಾಕಲ್ಯನ ಪದಪಾಠವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಸಂಹಿತೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಶಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟೇ ಪದಲಕ್ಷಮೇಕಂ ಸಾರ್ಧಂ ಚ ವೇದೇ ತ್ರಿಸಹಸ್ರಯುಕ್ತಂ ।
ಶತಾನಿ ಚಾಷ್ಟೌ ದಶಕದ್ವಯಂ ಚ ಪದಾನಿ ಷಟ್ ಚೇತಿ ಹಿ ಚರ್ಚಿತಾನಿ ॥ ೪೫ ॥

ಇದರ ಸಾರಾಂಶ, ಶಾಕಲ್ಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೫೩೮೨೬ ಪದಗಳಿವೆ.

ಛಂದಃಸಂಖ್ಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ :—

ಏಕಪಂಚಾಶದೃಗ್ವೇದೇ ಗಾಯತ್ರ್ಯಃ ಶಾಕಲೇಯಕೇ ॥ ೧ ॥

ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಕಲ್ಯಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು

ತಾ ಏತಾ ನವಸಂಖ್ಯಾಕಾ ದ್ವಿಪದಾಃ ಶಾಕಲ್ಯಸಂಹಿತಾಯಾಮಾಮ್ನಾತಾಃ ।

ಎಂಬ ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈ ಶಾಕಲ್ಯಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವಾಂತರಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ನವೀನವಾದ ಹಸ್ತಲೇಖನದಲ್ಲಿ- ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೫೬ ಗಾಣೀ(ಶಾಕಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ)- ಶಾಕಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

೨. ಬಾಷ್ಕಲ ಶಾಖೆಗಳು

ಬಾಷ್ಕಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು- ದಿತಿಯ ಮಗನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಐದುಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಷ್ಕಲ ಎಂಬುವನಿದ್ದನು. ಆದಿಪರ್ವ (೫೯-೧೮) ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಿಪರ್ವ (೬೧-೯) ದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಯುದ್ಧಕಾಲದ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ವೆಂಬ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನಾದ ಭಗದತ್ತನೇ ಬಾಷ್ಕಲನ ಅವತಾರವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಷ್ಕ ಲನು ಶಾಖಾಕಾರನಾದ ಬಾಷ್ಕಲನಾಗಿರಲಾರನು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ೩೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ಚತಸ್ರಃ ಸಂಹಿತಾಃ ಕೃತಾ ಬಾಷ್ಕಲೋ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಃ ।
ಶಿಷ್ಯಾನಧ್ಯಾಪಯಾಮಾಸ ಶುಶ್ರೂಷಾಭಿರತಾನ್ ಹಿತಾನ್ ॥ ೨೬ ॥
ಬೋಧ್ಯಾಂ ತು ಪ್ರಥಮಾಂ ಶಾಖಾಂ ದ್ವಿತೀಯಾಮಗ್ನಿಮಾತರಂ ।
ಪಾರಾಶರೀಂ ತೃತೀಯಾಂ ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮಥಾಪರಾಂ ॥ ೨೭ ॥

ಇದರ ಸಾರಾಂಶ—ಬಾಷ್ಕಲನು ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಈ ನಾಲ್ಕುಶಾಖೆಗಳು ಬೋಧ್ಯಾ, ಅಗ್ನಿಮಾತಾ, ಪಾರಾಶರೀ ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾ ಎಂದು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ೧೨೧ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ೨೭ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾಠಾಂತರ ಹೀಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೌಧ್ಯಂ ತು ಪ್ರಥಮಾಂ ಶಾಖಾಂ ದ್ವಿತೀಯಮಗ್ನಿಮಾಹರಂ ।
ಪರಾಶರಂ ತೃತೀಯಂ ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮಥಾಪರಂ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬೌಧ್ಯ, ಅಗ್ನಿಮಾಹರ, ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಎಂದು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಬಾಗದ ೩೩ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹ್ವೃಚಋಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಿರ್ಮಾಠರಶ್ಚೈವ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಪರಾಶರಃ ॥ ೩ ॥

ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಿ, ಮಾಠರ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ವಾಯು, ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಬೌದ್ಧಾಗ್ನಿಮಾಠರೌ ತದ್ವಜ್ಜಾತೂಕರ್ಣಪರಾಶರೌ ।

ಬೌದ್ಧ, ಅಗ್ನಿಮಾಠರ, ಜಾತೂಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಎಂದಿರುವ ಕಡೆ ಬೌಧ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ.

ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪುರಾಣಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಪಾಠಭೇದಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಬೌಧ್ಯಂ ತು ಪ್ರಥಮಾಂ ಶಾಖಾಂ ದ್ವಿತೀಯಾಮಗ್ನಿಮಾಠರಂ ।
ಪರಾಶರಂ ತೃತೀಯಾಂ ತು ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಮಥಾಪರಾಂ ॥

ಅರ್ಥಾತ್—ಬಾಷ್ಕಲನು ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನಷ್ಟೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಹೆಸರುಗಳು—ಬೌಧ್ಯ, ಅಗ್ನಿಮಾಠರ, ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯ, ಎಂದು.

ಭಾಗವತದ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನನ್ನೇ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಆಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಸರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

೧. ಬೌಧ್ಯಶಾಖೆ

ಬೌಧ್ಯನು ಆಂಗಿರಸನ ಗೋತ್ರದವನು. ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರ ಹೀಗೆ ಇದೆ—

ಕಪಿಬೋಧಾದಾಂಗಿರಸೇ ॥ ೪-೧-೧೦೭ ॥

ಎಂದರೆ ಆಂಗಿರಸ ಗೋತ್ರದವರು ಬೋಧನ ಪುತ್ರನಾದ ಬೌಧ್ಯ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಗೋತ್ರದವರು ಬೋಧನ ಪುತ್ರರಾದ್ದರಿಂದ, ಬೌಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆಚಾರ್ಯನ ಹೆಸರು ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್‌ಡಾಲನ ಸಂಸ್ಕರಣ ಪಾಠ ಹೀಗಿದೆ—

ಅಸ್ಯೈ ಮೇ ಪುತ್ರಕಾಮಾಯೈ ಗರ್ಭಮಾಧೇಹಿ ಯಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಆಶಿಷೋ ಯೋಗಮೇತಂ ಹಿ ಸರ್ವಗರ್ಗರ್ಥೇನ ಮನ್ಯತೇ ॥ ೮೪ ॥
ಏಕಾರಮನುಕಂಪಾರ್ಥೇ ನಾಮ್ನಿ ಸ್ಮರತಿ ಮಾಠರಃ ।
ಆಖ್ಯಾತೇ ಭೂತಕರಣಂ ಬಾಷ್ಕಲಾ ಆನ್ಯಯೋರಿತಿ ॥ ೮೫ ॥

ರಾಜೇಂದ್ರಲಾಲ ಮಿತ್ರರ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾಠ ಹೀಗಿದೆ—

ಅಸೌ ಮೇ ಪುತ್ರಕಾಮಾಯಾ ಅಬ್ದಾದದ್ಧೇ ಚ ತತ್ಕೃತಂ ।
ಆಶಿಷೋ ಯೋಗಮೇತಂ ಹಿ ವಾದ್ವ್ಯೈ ಗೋರ್ಥೇನ ಮನ್ಯತೇ ॥ ೧೨೫ ॥

ಮೆಕ್‌ಡಾಲನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಪಾಠ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪಾಠವೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಕ್‌ಡಾಲನು ಆರು ಪಾಠಭೇದಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವು—ಬಹ್ವ್ಯೇ, ವಾಹ್ವ್ಯೈ, ವದ್ವ್ಯೇ, ವದ್ವ್ಯೇ, ವದ್ಧ್ಯೇ, ಬದ್ಧ್ಯೇ ಎಂದು. ಈ ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.—

ಆಶಿಷೋ ಯೋಗಮೇತಂ ಹಿ ಬೌಧ್ಯೋಽರ್ಥಚರ್ಚೇನ ಮನ್ಯತೇ ।

ಈ ಶ್ಲೋಕಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಆಚಾರ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನೊಂದುಳಿದು ಮನ್ಯತೇ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೆಸರೇ ಬೌಧ್ಯ ಎಂಬುದು. ಮೆಕ್‌ಡಾಲನ ಪಾಠಭೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೇತವು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ೮೫ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾಠರಶಬ್ದ ಅಗ್ನಿಮಾಠರವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಸಂಭವವೇ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಷ್ಕಲರೇ.

ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಪರ್ವ (೧-೪೮-೬)ದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಪಿಂಗಳನೆಂಬ ಹೆಸರೊಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಜನಮೇಜಯನ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವನೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೋಧ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ನಹುಷನ ಮಗ ಯಯಾತಿಯ ಕಾಲವಲ್ಲೂ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಪದಸಂಚಯದ ಕಥೆ ಶಾಂತಿಪರ್ವ (೧೭೬-೫೭)ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋಷಿಯ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲಾದುವು ಇದುವರೆಗೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೨. ಅಗ್ನಿಮಾಠರಶಾಖೆ

ಈ ಮಾಠರಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಬೃಹದ್ದೇವತದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ, ಈ ಶಾಖಾವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

೩. ಪರಾಶರಶಾಖೆ

ಪಾರಾಶರೀ ಸಂಹಿತೆಯು ಹೆಸರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರುಣ ಪರಾಶರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಕುಮಾರಿಲನು ತನ್ನ ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ಅರುಣಪರಾಶರಶಾಖಾಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಕಲ್ಪರೂಪತ್ವಾತ್ ।

(ಚೌಖಾಂಬಾ ಸಂಸ್ಕರಣ-ಪೇಜು. ೧೬೪)

ಅರುಣಪರಾಶರಸಂಹಿತೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಪರಾಶರಸಂಹಿತೆಗೂ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ (೪-೨-೧೦೫)ಯ ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆರುಣಪರಾಜೀ ಎಂಬ ಹೆಸರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರುಣಪರಾಶರಶಾಖೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಶಾಖೆಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ—

ಪಾರಾಶರಕಲ್ಪಿಕಃ ॥ ೪-೨-೬೦ ॥

ಇದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದೀಯಪರಾಶರಶಾಖೆಯ ಕಲ್ಪವೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

೪. ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಶಾಖೆ

ಬಾಷ್ಕಲರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶಾಖೆಯು ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಶಾಖೆ ಎಂಬುದು. ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನ ಹೆಸರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ (೧-೨-೧೭, ೩-೧೬-೧೪, ೩-೨೦-೧೯, ೧೬-೨೯-೬) ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಜಲ=ಜಡ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವನು ಕಾಶೀರಾಜ, ವಿದೇಹರಾಜ ಮತ್ತು ಕೋಸಲರಾಜ ಇವರ ಪುರೋಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದನೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಂದು.

ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶಾಂಖಾಯನಗೃಹ್ಯ (೪-೧೦-೩) ಮತ್ತು ಶಾಂಬವ್ಯಗೃಹ್ಯದ ಋಷಿತರ್ಪಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವನಿಗೂ ಈ ಶಾಖೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.. ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನ ಹೆಸರು ಕೌಷೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಹಲವು ಮಂದಿಗಳೋ ಇನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯ, ಜಾತೂಕರ್ಣ ಅಥವಾ ಜಾತೂಕರ್ಣಿ, ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಥಮಭಾಗ (ಪು. ೭) ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಆಹ್ನಿಕಪ್ರಕಾಶ (ಪು. ೩೦೨)ದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಈ ಧರ್ಮಸೂತ್ರವು ಋಗ್ವೇದೀಯವೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ (ಪು. ೬೫)ದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಗುರುವಾದ, ಒಬ್ಬ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನಿಗೂ ಈ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯನಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ.

ಬಾಷ್ಕಲಸಂಹಿತಾ

ಶಾಕಲ್ಯಸಂಹಿತೆಗೂ ಬಾಷ್ಕಲಸಂಹಿತೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಹಿತೆಯೊಂದು ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಹಿತೆಯು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಷ್ಕಲಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸೂತ್ರದ ಅನಂತ

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ.—

ಬಾಷ್ಕಲಾದಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ತಾನರೂಪೈಕಸ್ವರ್ಯಂ। (ಪ್ರತಿ. ಸೂ-೮)

ಸಾರಾಂಶ—ಬಾಷ್ಕಲವೇ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೆ ತಾನರೂಪವಾದ ಏಕಸ್ವರವು ಇದೆ. ಶಾಕಲ್ಯದ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೇನುಂಟೋ ಅವನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ಸಮಾನೀ ವ ಆಕೂತಿರಿತ್ಯೇಕಾ ।
ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹ ಇತ್ಯೇಕಾ ।

ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ವಾಮಿಯು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ—

ಯೇಷಾಂ ಪೂರ್ವಾ ಸಮಾಮ್ನಾಯೇ ಸ್ಯಾತ್ತೇಷಾಂ ನೋತ್ತರಾ । ಯೇಷಾ-ಮುತ್ತರಾ ತೇಷಾಂ ನ ಪೂರ್ವಾ । ಯತ್ತತ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸೂತ್ರೇ ಉಪದಿಷ್ಟಂ ಶಾಕಲಸ್ಯ ಬಾಷ್ಕಲಸ್ಯ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಂ ।

ಪುನಃ ಹರದತ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ—

ಸಮಾನೀ ವ ಇತಿ ಶಾಕಲಸ್ಯ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ಯಾಂತ್ಯಾ ತದಧ್ಯಾಯಿನಾಮೇಷಾ ।
ತಚ್ಛಂಯೋರಿತಿ ಬಾಷ್ಕಲಸ್ಯ ತದಧ್ಯಾಯಿನಾಮೇಷಾ ।

ನಾರಾಯಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಬರೆದಿದೆ—

ಶಾಕಲಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ಯ ಬಾಷ್ಕಲಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ಯ ಚೇದಮೇವ ಸೂತ್ರಂ ಗೃಹ್ಯಂ ಚೇತ್ಯಧ್ಯೇತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಂ । ತತ್ರ ಶಾಕಲಾನಾಂ—ಸಮಾನೀ ವ ಆಕೂತಿಃ । ಇತ್ಯೇಷಾ ಭವತಿ ಸಂಹಿತಾಂತ್ಯತ್ವಾತ್ ।
ಬಾಷ್ಕಲಾನಾಂ ತು ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ । ಇತ್ಯೇಷಾ ಭವತಿ ಸಂಹಿ-ತಾಂತ್ಯತ್ವಾತ್ ।

'ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ,' ಇದು ಸಂಜ್ಞಾನ ಸೂಕ್ತದ ಕೊನೆಯ ಋಕ್ಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬಾಷ್ಕಲರ ಅಂತಿಮ ಸೂಕ್ತ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಂಖಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ (೪-೫) ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೇ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಂಖಾಯನಸಂಹಿತೆಯ ಅಂತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂಕ್ತವೇ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಕಲ ಮತ್ತು ಶಾಂಖಾಯನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯಿದೆ.

ಶಾಂಖಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹ್‌ಲರ್ ಪಂಡಿತನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ—

"It is well known that ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ is the last verse in the Bashkala Sakha which was adopted by the Sankhayana school"

ಎಂದರೆ ಶಾಂಖಾಯನಶಾಖೆಯವರು ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು, ಕೊನೆಯ ಋಕ್ಕಾದ ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ತಪ್ಪು. ಶಾಂಖಾಯನರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಂಖಾಯನಸಂಹಿತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸೂಕ್ತವು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕುಜನ ಬಾಷ್ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು

ಶಾಂಖಾಯನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಂಖಾಯನನ ಸಂಹಿತೆ ಶಾಂಖಾಯನನದೇ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

೨. ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ಗೌತಮಾದೌಶಿಜಃ ಕುತ್ಸಃ ಪರುಚ್ಛೇಪಾದೃಷೇಃ ಪರಃ ।
ಕುತ್ಸಾದ್ದೀರ್ಘತಮಾ ಇತ್ಯೇಷ ತು ಬಾಷ್ಕಲಕಃ ಕ್ರಮಃ ॥ ೨೧ ॥

ಶಾಕಲ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಾಷ್ಕಲಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭೇದವಿದೆ. ಬಾಷ್ಕಲಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ–

ಉಪ ಪ್ರಯಂತಃ=ಗೋತಮ ಸೂಕ್ತ ೭೪-೯೩ ।
ನಾಸತ್ಯಾಭ್ಯಾಂ=ಕಕ್ಷೀವಾನ್ ದೈರ್ಘತಮಸ ಔಶಿಜಃ ಸೂಕ್ತ ೧೧೬, ೧೨೬ ।
ಅಗ್ನಿಂ ಹೋತಾರಂ=ಪರುಚ್ಛೇಪ ಸೂಕ್ತ ೧೨೭, ೧೩೯ ।
ಇಮಂ ಸ್ತೋಮಂ=ಕುತ್ಸ ಸೂಕ್ತ ೯೪-೧೧೫ ।
ವೇದಿಷದೇ=ದೀರ್ಘತಮಾ ಸೂಕ್ತ ೧೪೦-೧೬೪ ॥

ಇದು ಬಾಷ್ಕಲ ಕ್ರಮ. ಶಾಕಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಸನ ಸೂಕ್ತಗಳ ಸ್ಥಾನ ಗೋತಮನ ಸೂಕ್ತಗಳ ಅನಂತರ ಇದೆ. ಇದೇ ವಿವರವು ಬೃಹದ್ದೇವತಾಗ್ರಂಥ (೩-೧೨೫)ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

೩. ಬಾಷ್ಕಲರ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ ನಿಯಮವು ವರದತ್ತಸುತ ಆನರ್ತೀಯರ ಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರ-ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೨-೫) ದೊರಕುತ್ತದೆ.

೪. ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ಏತತ್ ಸಹಸ್ರಂ ದಶ ಸಪ್ತ ಚೈವಾಷ್ಟಾವತೋ ಬಾಷ್ಕಲಕೇಽಧಿಕಾನಿ ।
ತಾನ್ಪಾರಣೇ ಶಾಕಲೇ ಶೈಶಿರೀಯೇ ವದಂತಿ ಶಿಷ್ಟಾ ನ ಖಿಲೇಷು ವಿಪ್ರಾಃ ॥ ೩೬ ॥

ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಎಂಟು ಸೂಕ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಈಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ೧೧೧೭ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ೧೧೨೫ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಈ ಎಂಟು ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯ ಅಂತಿಮಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಜ್ಞಾನ ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನುಳಿದ ಏಳು ಸೂಕ್ತಗಳು, ೧೧ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಏಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ೧೧ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತರ ಉಲ್ಲೇಖವು, ಮೆಕ್‌ಡಾನೆಲ್ ಅವರ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಾಕಲಕ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಪಾಠವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೧೧೧೭ ಸೂಕ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ಏಳು ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳು ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿದಾಸನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕ್ರಮವು ಹೀಗೆ ಇದೆ.

ಸ್ವಾದೋರಭಕ್ಷಿ [೮-೪೮] ಸೂಕ್ತಾಂತೇ
ಅಭಿ ಪ್ರ ವಃ ಸುರಾಧಸಂ [೮-೪೯]
ಪ್ರ ಸು ಶ್ರುತಂ [೮-೫೦] ಇತಿ ಸೂಕ್ತದ್ವಯಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಅಗ್ನ ಆ ಯಾಹ್ಯ-
ಗ್ನಿಭಿಃ [೮-೬೦] ಇತಿ ಪಠೇತ್ ।

ತತಃ ಆ ಪ್ರ ದ್ರವ [೮-೮೨ । ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಕ ೬ ಅಧ್ಯಾಯ ೬] ಅಧ್ಯಾಯೇ
ಗೌರ್ಧಯತಿ [೮-೯೪—೧೦೩] ಅನುವಾಕೋ ದಶಸೂಕ್ತಾತ್ಮಕಃ ಶಾಕಲಸ್ಯ ।
ಪಂಚದಶಸೂಕ್ತಾತ್ಮಕೋ ಬಾಷ್ಕಲಸ್ಯ । ತತ್ರೋಚ್ಯತೇ—
ಗೌರ್ಧಯತಿ [೮-೯೪] ಸೂಕ್ತಾನಂತರಂ
ಯಥಾ ಮನೌ ಸಾವರಣೌ [೮-೫೧]

ಯಥಾ ಮನೌ ವಿವಸ್ವತಿ [೮-೫೨]
ಉಪಮಂ ತ್ವಾ [೮-೫೩]
ಏತತ್ತ ಇಂದ್ರ [೮-೫೪]
ಭೂರೀದಿಂದ್ರಸ್ಯ [೮-೫೫] ಇತ್ಯಂತಾನಿ ಪಂಚ ಸೂಕ್ತಾನಿ ಪಠಿತ್ವಾ, ಆ ತ್ವಾ
ಗಿರೋ ರಥೀರಿವ [೮-೯೫] ಇತಿ ಪಠೇಯುಃ ।

ಇದು ಬಾಷ್ಕಲಪಾಠ. ಮಹಿದಾಸನು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಬರೆದನೋ ತಿಳಿಯದು. ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯ ೮ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೯೯ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಕವೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ೨೭ರಲ್ಲಿ "ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೀಯಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಷ್ಕಲಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತೆಂಬ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ.

೩. ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶಾಖೆಗಳು

ಆರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶ್ವಲಾಯನ

ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಗವಾನ್ ಪಿಪ್ಪಲಾದರ ಬಳಿ ಹೋದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಆಶ್ವಲಾಯನನೂ ಒಬ್ಬನು. ಇವನು ಕೋಸಲ ದೇಶವಾಸಿಯಾದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕೌಸಲ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ [೩-೧-೧] ಜನಕನ ಬಹುದಕ್ಷಿಣಾಯುಕ್ತ ಯಜ್ಞದ ವೃತ್ತಾಂತವಿದೆ. ಈ ಯಜ್ಞಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೈದೇಹರಾಜನಾದ ಜನಕನ ಹೋತೃವು ಅಶ್ವಲ ಎಂಬುವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಮಗನೂ ಒಬ್ಬ ಆಶ್ವಲಾಯನನೇ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಆಶ್ವಲಾಯನನೇ ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಋಗ್ವೇದೀಯನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋತೃವಿನ ಕರ್ಮವು ಋಗ್ವೇದೀಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪಾಠಾನುಸಾರ ಅಶ್ವಲನು ಕುರು ಅಥವಾ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಗನೂ ಅದೇ ಸ್ಥಳದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನನ್ನು ಕೋಸಲದೇಶವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೋಸಲ ಮತ್ತು ಪಾಂಚಾಲ ಇವೆರಡೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ [೧-೯]ಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಶ್ವಲಾಯನನಿದ್ದನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನಪರ್ವದ [೭-೫೪] ಪ್ರಕಾರ ಆಶ್ವಲಾಯನನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗೋತ್ರದವನು.

ಗೌತಮಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶ್ವಲಾಯನ

ಮಜ್ಝಿಮ ನಿಕಾಯ ಅಸ್ಸಲಾಯಣ ಸುತ್ತಂತ (೨-೫-೩) ಎಂಬ ಬೌದ್ಧಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಎಂಬ ಹೆಸರೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಗೌತಮನು ಶ್ರಾವಸ್ತಿಯ ಜೇತವನದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಎಂಬ ಬಾಹ್ಮಣ ತರುಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತನು. ಈ ಆಶ್ವಲಾಯನನು ಕಲ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಮೂರು ವೇದಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದನು. ಎಂದಿದೆ (ತ್ರಿಪಿಟಕಾಚಾರ್ಯ ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನದ ಅನುವಾದ ಪು. ೩೮೬).

ಬುದ್ಧಕಾಲೀನನಾದ ಆಶ್ವಲಾಯನನು ಶಾಖಾಕಾರನಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಬಂಗಾಳ ಲೇಖಕರು ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದ ಆಶ್ವಲಾಯನನೇ ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂಬಲಾಗದ ಮಾತು. ಶಾಖಾಕಾರರಾದ ಋಷಿಗಳೇ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆಶ್ವಲಾಯನಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಶಾಖಾಕಾರನಾದ ಆಶ್ವಲಾಯನನೇ ಬರೆದದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಶಾಖಾಕಾರನಾದ ಆಶ್ವಲಾಯನನು ವ್ಯಾಸನ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನಾದರೋ ಬುದ್ಧನಿಗಿಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದು, ಆಗಿಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಶ್ವಲಾಯನನು ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವವರು ಹಲವು ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗಲೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶದಲಿ ದೊರಕುತ್ತಾರೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶಾಖಾ

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂರನೆಯ ಸಮೂಹವು ಆಶ್ವಲಾಯನರದು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಶ್ವಲಾಯನರ ಸಂಹಿತೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಮಾತು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬಹಳ ಗಹನವಾದ ವಿವೇಚನೆಯು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಲೇಖಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಾದುದೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರದ್ವಾಜ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀ, ವಾಧೂಲ ಮುಂತಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೌತ್ರಶಾಖೆಗಳು, ಇವೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ವಲಾಯನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಂಹಿತೆಯು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

೧. ಕವೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚೀಪತ್ರ (ಪು. ೧) ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ೨೯ ರಲ್ಲಿ 'ಆಶ್ವಲಾಯನಸಂಹಿತಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ' ಎಂದಿದೆ.

೨. ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಟೀಕಾಕಾರನಾದ ಮಹಿದಾಸನು ಆಶ್ವಲಾಯನರ ಪದಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಚಾಶಾಖೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿದಾಸನ ಈ ಲೇಖದ ಮೂಲವು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಮುದ್ರಿತ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

೩. ಬಿಕಾನಿರ್‌ನ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ (ನಂ. ೩, ಲ. ೪೭, ೬೩) ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಪದಪಾಠದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ, ಅವು ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶಾಖೆಯದೇ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಅದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಇತಿ ಅಷ್ಟಮಾಷ್ಟಕೇ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

ಆದರೆ ಕೊನೆಯಮಂತ್ರ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭೇದ ಶಾಖೆಯದೋ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥ ಕೆಟ್ಟರುವುದರಿಂದಲೋ? ಎಂಬದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಷಯ. ಹೇಗಾದರೂ, ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ತಪ್ಪು.

೪. ಪಂಜಾಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಲಾಹೋರ್‌ನ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಋಕ್‌ಸಂಹಿತೆಯ ಅಷ್ಟಮಾಷ್ಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇದೆ. ಆದರ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ,

ಆಶ್ವಲಾಯನಸಂಹಿತಾ ಅಷ್ಟಮಾಷ್ಟಕ ೪೯ ಪತ್ರಾಣಿ

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೪೯ನೆಯ ವರ್ಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂದರೆ "ಸಮಾನೀ ವ ಆಕೂತಿ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ತರುವಾಯ ಐದು ಮಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗವಿದೆ. ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೫೦ ಎಂದು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅನಂತರ

ಇತಿ ದಶಮಂ ಮಂಡಲಂ

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲವು ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರವಿಲ್ಲದವು. ೫೦ನೆಯ ವರ್ಗವು ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಶಿಷ್ಟವಲ್ಲ. ಇದು ಆಶ್ವಲಾಯನಸಂಹಿತೆಯ ಅಂತಿಮವಾದ ವರ್ಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಗದ ಐದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

ಸಂಜ್ಞಾನಮುಶನಾ................॥ ೧ ॥
ಸಂಜ್ಞಾನಂ ನ ಸ್ವೇಭ್ಯಃ................॥ ೨ ॥
ಯತ್ಕಕ್ಷೀವಾಂಸಂ ವನನಂ ಪುತ್ರೋ........॥ ೩ ॥
ಸಂ ವೋ ಮನಾಂಸಿ................॥ ೪ ॥
ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ................॥ ೫ ॥

ಬಾಷ್ಕಲಸಂಹಿತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ೧೫ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಆಶ್ವಲಾಯನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವಿದೆ; ಇವುಗಳ ಅಂತಿಮಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಐದು ಮಂದಿ ಋಷಿಗಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ "ಇತಿ ದಶಮಂ ಮಂಡಲಮ್" ಎಂಬುದರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪಂಕ್ತಿಗಳೂ ಇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೫ ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂಕ್ತದ 'ನೈರ್ಹಸ್ತ್ಯಂ' ಮುಂತಾದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಧವೇ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೋ ಈ ಹಸ್ತಲೇಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರವು ಹೋಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂಕ್ತವು ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಾತ್ರ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ.

೫. ದಯಾನಂದಕಾಲೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ೫-೭ ಅಷ್ಟಕಗಳ ಪದಪಾಠದ ಒಂದು ತಾಲಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಇದೆ. (ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ೪೧೩೪) ಅದು ಗ್ರಂಥಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ. ಅದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ,

ಸಮಾಪ್ತಾ ಆಶ್ವಲಾಯನಸೂತ್ರಂ ।

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಪದಪಾಠದ ಕೊನೆಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಶ್ವಲಾಯನಸೂತ್ರವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

೬. ರಘುನಂದನನು ತನ್ನ ಸ್ಮೃತಿತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ "ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವೈ ದೇವಾಃ ಸೋಮಂ ರಾಜಾ-
ನಮಕ್ರೀಣನ್........ಸೋಮವಿಕ್ರಯಿಣಿ।"

ಈ ಪಾಠವು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೩-೧-೧) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಚಿನ ವಂಗದೇಶದವರೂ ಮತ್ತು ಮಿಥಿಲೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೇ ಯಥಾಸಂಭವವಾಗಿ ಆಶ್ವಲಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ (ನಂ. ೧೯೯) ಆಶ್ವಲಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ ಇದು ಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಪಾದಕರು ಇದರಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪಂಚಮಪಂಚಿಕೆಯ ಪಾಠವು ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪಂಚಮಪಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

೭. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಭಾರತದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಲಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನ ಕಲ್ಪದ ಆಧಾರ

ಕಲ್ಪ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿವೆ, ಆಶ್ವಲಾಯನಸೂತ್ರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂಬುದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ದೇವಸ್ವಾಮೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಪುರಾತನಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಅಥೈತಸ್ಯ ಸಮ್ನಾಯಸ್ಯ ವಿತಾನೇ' ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ವಾಕ್ಯೆಯಲ್ಲಿ,

> **ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸಮಾಮ್ನಾಯವಿಶೇಷೋಽನೇನಾಚಾರ್ಯೇಣಾಭಿಪ್ರೇತಃ**
> **ಶಾಕಲಕೋ ವಾ ಬಾಷ್ಕಲಕೋ ವಾ ಸಹ ನಿವಿತ್ ಪುರೋರುಗಾದಿಭಿಃ ।**
> **...............। ಅಥವಾ ಏತಸ್ಯೇತ್ಯತ್ರ ವೀಪ್ಸಾಲೋಪೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ।........**
> **ಏವಮೃಗ್ವೇದಸಮಾಮ್ನಾಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಪರಿಗೃಹೀತಾ ಭವಂತಿ ।**

ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಮ್ನಾಯಪದದಿಂದ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶಾಕಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಷ್ಕಲಕ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಋಗ್ವೇದೀಯಶಾಖೆಗಳೂ ಬೋಧವಾಗುತ್ತವೆ.

ದೇವತ್ರಾತನ ಮತ

ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾಷ್ಯಕಾರನಾದ ದೇವತ್ರಾತನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

> **...........ಏವಂ ಸರ್ವಾ ಋಗ್ವೇದಶಾಖಾ ಅಪಿ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಏತಸ್ಯೇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದ್ಯೇನ ಖಲು ಪುರುಷೇಣ ಯಾ ಶಾಖಾ ಅಧೀತಾ ತಥಾತ್ರ ವಿನಿರ್ದಿಶತಿ ಏತಸ್ಯ...........। ತತ್ರ ಚಾಮ್ನಾಯಸ್ಯೇತಿ ಸಿದ್ಧೇ ಸಮಿತಿ ವಚನಾದಖಿಲಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯಮುಪದಿಶತಿ । ತಸ್ಮಾದ್ಯೇಽನ್ಯಶಾಖಾಯಾಂ ಪಠಿತಾ ಮಂತ್ರಾಸ್ತೇ ಸಕಲಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಉಪದಿಶ್ಯಂತೇ ।........ಮಂತ್ರೇಷ್ವಪಿ ಸರ್ವಾಃ ಶಾಖಾಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯುಃ । ತಥಾ ಸತಿ ಸೂಕ್ತೇ ನವರ್ಚ ಇತಿ ವೈಶ್ವದೇವಸೂಕ್ತಂ। ನವರ್ಚಂ ದಶರ್ಚಂ**

ಚೇತಿ ವಿಕಲ್ಪಃ ಸ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಮಾದವಿಕಲ್ಪಮಧಿಕೃತ್ಯ ಏಕಾ ಏವ ಶಾಖಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಯತೇ । ....। ತಸ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ಯ ನವರ್ಚಂ ಸಮಾಮ್ನಾತಂ ಸ ನವರ್ಚಂ ಶಂಸತಿ । ಯೇನ ದಶರ್ಚಮಾಮ್ನಾತಂ ಸ ದಶರ್ಚಂ ಶಂಸತಿ ನ ವಿಕಲ್ಪಃ ।

ಸಾರಾಂಶ.—ಋಗ್ವೇದದ ಸಮಸ್ತ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಇದೊಂದೇ ಕಲ್ಪವಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಸಕಲ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಕೊಟ್ಟವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಅವಾಂತರ ಶಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೂ ಇದೊಂದೇ ಕಲ್ಪವಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೆಯ ಮಂತ್ರ, ಮುಂತಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ವೈಶ್ವದೇವಸೂಕ್ತವು ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದೋ ಆ ಹತ್ತರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ- ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲ.

ನರಸಿಂಹಸೂನು ಗಾರ್ಗ್ಯನಾರಾಯಣನ ಮತ

ಇವನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ಏತಸ್ಯೇತಿಶಬ್ದೋ ನಿವಿತ್ಪ್ರೈಷಪುರೋರುಕ್ಕುಂತಾಪವಾಲಖಿಲ್ಯಮಹಾನಾಮ್ನ್ಯೈತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಹಿತಸ್ಯ ಶಾಕಲಸ್ಯ ಬಾಷ್ಕಲಸ್ಯ ಚಾಮ್ನಾಯದ್ವಯಸ್ಯೈತದಾಶ್ವಲಾಯನಸೂತ್ರಂ ನಾಮ ಪ್ರಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯಧ್ಯೇತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಸಂಬಂಧವಿಶೇಷಂ ದ್ಯೋತಯತಿ ।

ಎಂದರೆ, ಈ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರವು ನಿವಿತ್ ಪ್ರೈಷ ಪುರೋನುವಾಕ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಾಕಲ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲ ಇವೆರಡು ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ.

ಷಡ್ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಗುರುಶಿಷ್ಯನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ಶಾಕಲಸ್ಯ ಸಂಹಿತೈಕಾ ಬಾಷ್ಕಲಸ್ಯ ತಥಾಪರಾ ।
ದ್ವೇ ಸಂಹಿತೇ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಯೇಕವಿಂಶತಿಃ ॥
ಐತರೇಯಕಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತದೇವಾನ್ಯೈಃ ಪ್ರಪೂರಯನ್ ।
ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಂ ಚಕಾರಾಥ ಮಹರ್ಷಿಗಣಪೂಜಿತಃ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಶಾಕಲ್ಯಸಂಹಿತೆ, ಬಾಷ್ಕಲಸಂಹಿತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಮಾಶ್ರಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಆಶ್ರಯವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಆಶ್ವಲಾಯನ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವಾಯಿತು.

ಆಶ್ವಲಾಯನಕಲ್ಪದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಸಹ–ಈ ಕಲ್ಪದ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಹಿತಾವಿಶೇಷದೊಡನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಂತು ಅನೇಕ ಸಂಹಿತೆಗಳೊಡನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಪದ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಸ್ತ ಋಕ್‌ಶಾಖೆಗಳೊಡನೆ ಇರುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಾಕಲಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಷಡ್ಗುರುಶಿಷ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ದೇವಸ್ವಾಮಿಯ ಮತವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಆಗ ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೨-೧೦)

ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಸಕಲ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ "ಪೃಥಿವೀಂ ಮಾತರಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ ಋಕ್‌ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಷಡ್ಗುರುಶಿಷ್ಯನ ಮತವೇ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಆಗ ಈ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ಶಾಂಖಾಯನ ಅಥವಾ ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೈ. ಬ್ರಾ. [೨-೪-೬-೮] ಮತ್ತು ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ದೇವಸ್ವಾಮಿಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವೇ ಆದ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಗ್ರಂಥವು. ಇದರ ಸಂಬಂಧವು ಮಾಂಡೂಕೇಯಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಬೃಹದ್ದೇವತಾದ ಸ್ವೀಕೃತ ಋಕ್‌ಚರಣದಲ್ಲಿ "ಬ್ರಹ್ಮಜಜ್ಞಾನಂ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವಿದೆ. ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತ [೪-೬]ದಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮ ಜಜ್ಞಾನಂ' ಮಂತ್ರವು ಸಕಲ ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಋಕ್‌ಶಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದುವೆಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಋಕ್‌ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರವಿರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ಶಾಕಲ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲ ಶಾಖೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವು ಆಶ್ವಲಾಯನಸಂಹಿತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಸಂಭವವೆಂದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಧಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ, ಐತರೇಯ [೧-೧೯] ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಜಜ್ಞಾನಂ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತೀಕವೂ ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭೇದಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಿಷ್ಟಿದ್ದುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಆಶ್ವಲಾಯನರ ಸಮಸ್ತವಿಷಯವೂ ಇನ್ನೂ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

೪. ಶಾಂಖಾಯನ ಶಾಖೆಗಳು

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಭಾಗವಾದ ಶಾಖೆಯು ಶಾಂಖಾಯನರದ್ದು. ಆಶ್ವಲಾಯನರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಷ್ಟೆ. ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲದ ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಆರಣ್ಯಕಗಳೂ ದೊರೆತಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಶಾಂಖಾಯನ ಸಂಹಿತಾ

ಶಾಂಖಾಯನಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಂಹಿತೆಯೊಂದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಿತಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತಲೆದೋರುವುದು.

೧. ಅಲ್ವಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಶಾಂಖಾಯನ ಶಾಖೆಯದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

೨. ಕವೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ [ನಂ. ೨೫] ಶಾಂಖಾಯನ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

೩. ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಶಾಕಲಕ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಲ್ಲೀಬ್ರಾಂಡ್ ಅವರ ಸೂತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣ (೬೩೮ ಪುಟ)ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸೌಪರ್ಣ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರದ (೧೫-೩) ಸೂತ್ರಗಳು :—

ವೇನಸ್ತತ್ ಪಶ್ಯದಿತಿ ಪಂಚ ॥ ೮ ॥
ಅಯಂ ವೇನ ಇತಿ ವಾ ॥ ೯ ॥

ಎಂದರೆ "**ವೇನಸ್ತತ್ಪಶ್ಯತ್**" ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ೫ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ "**ಅಯಂ ವೇನಃ**" ಎಂಬ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನಾಗಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥವು.

ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಐದು ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂಖಾಯನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಋಕ್ಕುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಕಲ್ಪಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ ಎಂದು ವರದತ್ತರ ಪುತ್ರನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಕಾರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಹಿತೆಯ ಪಾಠ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬತಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ? ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತದಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾನಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಿದ್ಧೋ ಅಂಜನ್ ಮೊದಲಾದ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕಮಾತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಕಲ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ಶಾಂಖಾಯನರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಂಹಿತೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೯-೨೦-೩೦) "ಇಮೇ ಸೋಮಾಸಸ್ತಿರೋ ಅಹ್ನ್ಯಾಸ ಇತಿ" ಎಂದು ಒಂದು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವು ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೬-೫) ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಆಗ ಪಾಠಭೇದವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

೪. ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂತಹ ಋಕ್ಕುಗಳು, ಶಾಕಲಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪಠಿತವಾಗಿವೆ. ಆ ಋಕ್ಕುಗಳು ಶಾಂಖಾಯನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. (೭-೧೪, ೧೬, ೧೯, ೨೧, ॥ ೮-೪, ೬, ೯,-೧, ॥ ೧೨-೨, ೭) ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವಾಗ, ಶಾಂಖಾಯನ ಎಂಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಂಹಿತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಶಾಂಖಾಯನದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದಗಳು

ಶಾಂಖಾಯನದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ೧. ಶಾಂಖಾಯನ, ೨. ಕೌಷೀತಕಿ, ೩. ಮಹಾಕೌಷೀತಕಿ ಮತ್ತು ೪. ಶಾಂಬವ್ಯ ಎಂದು. ಈಗ ಇವುಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು.

೧. ಶಾಂಖಾಯನ ಶಾಖೆ

ಶಾಂಖಾಯನ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಶಾಂಖಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣವು, ಆನಂದಾಶ್ರಮ, ಪೂನಾ, ಮತ್ತು ಲಿಂಡನರ್ ಸಂಸ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕ, ಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಗೃಹ್ಯ

ಸೂತ್ರಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿರಬಹುದು. ಅವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾದುದು ಆವಶ್ಯಕ.

ಶಾಂಖಾಯನವಾಙ್ಮಯದ ಸಂಸ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷ

ಆರಣ್ಯಕಭಾಗವು ಇಂತಹ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೋಷವು ಶಾಖೆಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ್ದು. ಕೌಷೀತಕಿಶಾಖೆಯು ಶಾಂಖಾಯನದ ಅವಾಂತರ ಭೇದವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಖಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮುದ್ರಿತಗಳಾಗಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

೧. ಲಿಂಡನರ್ ತನ್ನ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂಖಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ೨೭೬ ಖಂಡಗಳೂ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ೨೬೦ ಖಂಡಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಕೌಷೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ೧೬ ಖಂಡಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಶಾಖಾಭೇದ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಡನರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲಯಾಳದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಿಗೂ ದೇವನಾಗರೀ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.

೨. ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಹಾವ್ರತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವ್ರತದ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೌಷೀತಕೀ ಉಪನಿಷತ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೌಷೀತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಕೌಷೀತಕೀಆರಣ್ಯಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಮದ್ರಾಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಠಭೇದಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೌಷೀತಕೀಉಪನಿಷತ್ತಿನ (೧-೨) "ಸ ಇಹ ಕೀಟೋ ವಾ" ಎಂಬ ಪಾಠಕ್ರಮವು ಶಾಂಖಾಯನಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪಾಠಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೌಷೀತಕಿಯಲ್ಲಿ "ಪ್ರತಿಧಾವಂತಿ" ಎಂಬ ಪಾಠವಿದ್ದರೆ ಶಾಂಖಾಯನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತಿ ಯಂತಿ' ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಪಾಠಭೇದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಖಂಡ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನತೆಯಿದೆ.

೩. ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಪಾಠಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಪಾಠಭೇದಗಳಿವೆ.

ಶಾಂಖಾಯನ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕೀ ಇವು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳು

ಶಾಂಖಾಯನ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕೀ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳು ಎಂದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮುದ್ರಣಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದಕರು ತಪ್ಪುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸುವುದೇ ಮೇಲು.

ಶಾಂಖಾಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು

ಶಾಂಖಾಯನಸೂತ್ರದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾದ ಟೀಕೆಯು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಮುಂತಾದುವು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ವರದತ್ತನ ಮಗನೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಹೆಸರು ಆಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ.

೧. ಶಾಂಖಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸಂಗ್ರಹದ ಕರ್ತೃವಾದ ವಾಸುದೇವನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಯದ್ಯೇವಮಾಚಾರ್ಯಾಗ್ನಿಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾದಿಭಿರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಏವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ।

ಪುನಃ ಅವನು ಅನುವಚನದ ವಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಏತೇಷಾಂ ಸಪ್ತಾನಾಮಪಿ ಪಕ್ಷಾಣಾಂ ಋಷಿದೈವತಚ್ಛಂದಾಸೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತೇನ ಗರ್ಹಿತೋಽಯಂ ಪಕ್ಷ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ।

೨. ತಂಜಾವೂರು ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ **ಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರಪದ್ಧತಿ** ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಂವತ್ ೧೫೨೪ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಗ್ರಂಥ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ನಾರಾಯಣನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ—

ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಮತಂ ಸರ್ವಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಪುರಸ್ಸರಂ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯೇನ ಪದ್ಧತಿಃ ಕಥ್ಯತೇ ಸ್ಫುಟಂ ॥ ೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಮತವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಾರಾಯಣನೆಂಬುವನು ಪದ್ಧತಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸುವನು ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ವಚನಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿ-ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ ಮುಂತಾದವರು ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಆನರ್ತದೇಶೀಯನಾದ ವರದತ್ತಸುತನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಸ್ವಾಮಿಯು ವರದತ್ತನ ಮಗನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವನಾಗಿರಬೇಕು. (೧೦-೧೨-೬, ೧೨-೨-೧೭, ೧೪-೧೦-೫ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ).

ಆನರ್ತೀಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವು. ಅವನು ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ—

ಶಾಂಖಾಯನಕಸೂತ್ರಸ್ಯ ಸಮಂ ಶಿಷ್ಯಹಿತೇಚ್ಛಯಾ ।
ವರದತ್ತಸುತೋ ಭಾಷ್ಯಮಾನರ್ತೀಯೋಽಕರೋನ್ನವಂ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವರದತ್ತಸುತನು ಶಿಷ್ಯಹಿತೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ.

ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರದತ್ತನ ಮಗನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪದ್ಧತಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ನಾನಾಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವರದತ್ತಸುತನ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನೇ ಎಂಬುವುದು ಅಸಂಭವವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇವನೇ ಆನರ್ತೀಯ ದೇಶದವನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಶಂಖ ಮತ್ತು ಶಾಂಖಾಯನ

ಶಂಖ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹಲವು ಮಂದಿ ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಪಿಷ್ಠಲಕಠಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೌಷ್ಯಶಂಖನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.—

ಏತದ್ಧ ವಾ ಉವಾಚ ಶಂಖಃ ಕೌಷ್ಯಃ ಪುತ್ರಂ । (ಅಧ್ಯಾಯ ೩೪)
ಉವಾಚ ದಿವಾ ಜಾತಃ ಶಾಕಾಯನ್ಯಃ ಶಂಖಂ ಕೌಷ್ಯಂ ॥ (ಅಧ್ಯಾಯ ೩೫-೧)

ಕಾಠಕಾದಿ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಹೆಸರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಂಖ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯು ಪಂಚಾಲದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗಿದ್ದನು. ಮಹಾಭಾರತ ಅನುಶಾಸನಪರ್ವ, ೨೦೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಶ್ಚ ಪಾಂಚಾಲ್ಯೋ ರಾಜಾ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಃ ।
ನಿಧಿಂ ಶಂಖಮನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ಜಗಾಮ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ॥ ೧೭ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಭೀಷ್ಮನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕುರಿತು ದಾನಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡಿದುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ದತ್ತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಪಾಂಚಾಲರಾಜನು, ಶಂಖನೆಂಬ ಋಷಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ ಪರಮ ಗತಿ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಮಹಾಭಾರತಕಾಲದ ಋಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಲಿಖಿತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸಹೋದರರು ಇದ್ದರು. ಆದಿಪರ್ವ (೬೦-೨೫) ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ದೇವಲ ಎಂಬುವನ ಮಕ್ಕಳು. ಶಾಂತಿಪರ್ವ ದಲ್ಲಿಯೂ (ಅಧ್ಯಾ. ೨೩) ಶಂಖ, ಲಿಖಿತರ ಕಥೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದ ನಾಗರಖಂಡ (೧೧-೨೨, ೨೩) ದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ನಾಗರಖಂಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣರೀತ್ಯಾ ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶಾಂಡಿಲ್ಯನೆಂದು. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತೃಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಂಖ ಎಂಬುವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಾಂಖ್ಯ ಎಂದೂ, ಮೊಮ್ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಾಂಖಾಯನ ಎಂದೂ ಆಗುವುದು. ಸಾಂಖ್ಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹೆಸರು ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಸೂತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (೧-೮) ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶಾಂಖಾಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಸುಯಜ್ಞ

ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯ (೩-೪), ಶಾಂಖಾಯನಗೃಹ್ಯ (೪-೧೦) ಮತ್ತು ಶಾಂಬವ್ಯಗೃಹ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಯಜ್ಞ ಶಾಂಖಾಯನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಾಂಬವ್ಯಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯಕಾರನು, ಈ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಕರ್ತೃವು ಸುಯಜ್ಞನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

ಸ್ವಮತಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಂ ಸುಯಜ್ಞಾಚಾರ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಮುದಾಜಹಾರ ॥ ೧-೨-೧೮ ॥
ಸಾಹಚರ್ಯಂ ಸುಯಜ್ಞೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ॥ ೨ ॥ (೪-೬-೮)
ಶೇಷಂ ಪರಿಭಾಷಾಂ ಚೋಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಕ್ರಮತೇ ತತೋ ಭಗವಾನ್ ಸುಯಜ್ಞಃ
ಸೂತ್ರಕಾರಃ ॥ ೧೧-೧-೧ ॥

ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಯಜ್ಞನ ವಂಶವಿಷಯವನ್ನು ಗುಣಾಖ್ಯಶಾಂಖಾಯನ ನೆಂಬುವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸುಯಜ್ಞನಿಗೂ ಗುಣಾಖ್ಯಶಾಂಖಾಯನನಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

೨. ಕೌಷೀತಕಿಶಾಖಾ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಾಂಖಾಯನಸಂಹಿತೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಬಹಳ ಅಲ್ಪ. ಇದರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಒಂದರ ಕರ್ತೃವಿನ ಹೆಸರು ವಿನಾಯಕನೆಂದು. ಇನ್ನೊಂದರ ಕರ್ತೃವಿನ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳೊಂದೂ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಭಾಷ್ಯ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸದರ್ಥವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ಸದರ್ಥವಿಮರ್ಶನೀ ಎಂದು. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳು ಮದರಾಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಕೌಷೀತಕಿಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇದರ ಖಂಡವಿಭಾಗಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾದ ಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸೂಚೀಪತ್ರದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳು ಮೈಸೂರು, ಮದ್ರಾಸು, ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಶೋಧಕರು ಇವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೋಧನಾಕಾರ್ಯ ವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.

ಕೌಷೀತಕೀ ಮತ್ತು ಶಾಂಖಾಯನಗಳ ಸಂಬಂಧ.

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡಿನ ಪುಸ್ತಕಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಂಖಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.—

ಕೌಷೀತಕಿಮತಾನುಸಾರೀ ಶಾಂಖಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ।

ನಾರಾಯಣಕೃತಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರಪದ್ಧತಿಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಯೂನಿ ವರ್ಸಿಟಿಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಈ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿವೆ—

ಇತಿ ಶಾಂಖಾಯನಸೂತ್ರಪದ್ಧತೌ ಕೌಷೀತಕಿಮತಾನುರಕ್ತಮುಲಯದೇಶೋ-
ದ್ಭವನಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಭಿಧಾನವಿರಚಿತಾಯಾಂ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ

ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕೌಷೀತಕಿ ಮತ್ತು ಶಾಂಖಾಯನಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಕೌಷೀತಕಿ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ,

ಇತಿ ಶಾಂಖಾಯನಶಾಖಾಯಾಃ ಕೌಷೀತಕಿಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರೇ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥
ಇದಮೇವ ಕೌಶಿಕಸೂತ್ರಂ ।

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಕೌಶಿಕನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ಇದು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯ. ಕೌಷೀತಕಿ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯು ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಕೌಷೀತಕಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು

ಕೌಷೀತಕಿ ಎಂಬುವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಕುಷೀತಕ ಎಂದು. ಕುಷೀತಕನ ಹೆಸರು ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧೭-೪-೩) ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ. ಆಶ್ವಲಾಯನಾದಿ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ "ಕಹೋಲಂ ಕೌಷೀತಕಂ" ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಷೀತಕನ ಹೆಸರು ಕಹೋಲ ಎಂದೂ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಹೋಲನು ಉದ್ದಾಲಕನ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಕಹೋಲನ ಮಗನು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ನೆಂಬುವನು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ವನಪರ್ವ, ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩೪ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ಉದ್ದಾಲಕಸ್ಯ ನಿಯತಃ ಶಿಷ್ಯ ಏಕೋ ನಾಮ್ನಾ ಕಹೋಲೇತಿ ಬಭೂವ ರಾಜನ್ ॥ ೮ ॥
ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಾದಾತ್ಸದ್ಯ ಏವ ಶ್ರುತಂ ಚ ಭಾರ್ಯಾಂ ಚ ವೈ ದುಹಿತರಂ ಸ್ವಾಂ ಸುಜಾತಾಂ ॥೯॥
ಅಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೇ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠಾವಾಸ್ತಾಂ ಮುನೀ ಮಾತುಲಭಾಗಿನೇಯೌ ।
ಅಷ್ಟಾವಕ್ರಶ್ಚ ಕಹೋಲಸೂನುರೌದ್ದಾಲಕಿಃ ಶ್ವೇತಕೇತುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ॥ ೩ ॥
ಅಷ್ಟಾವಕ್ರಃ ಪ್ರಥಿತೋ ಮಾನವೇಷು ಅಸ್ಯಾಸೀದ್ವೈ ಮಾತುಲಃ ಶ್ವೇತಕೇತುಃ ॥ ೧೨ ॥

ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ —ಕಹೋಲನು ಉದ್ದಾಲಕನ ಅಳಿಯನು. ಕಹೋಲಕನ ಮಗನು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ನೆಂಬುವನು ಮತ್ತು ಉದ್ದಾಲಕನ ಮಗನು ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಂಬುವನು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿಂದ ಶ್ವೇತಕೇತು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಎಂಬುವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋದರಮಾವ ಮತ್ತು ಸೋದರಳಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೇದಪಾರಂಗತರು.

ಕೌಷೀತಕಿ ಎಂದು ಇರಬೇಕಾದ ಕೆಲವುಕಡೆ ಕೌಷೀತಕ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

೧—ಕಹೋಳಂ ಕೌಷೀತಕಂ । (ಆಶ್ವ. ಗೃ. ೩-೪-೪)
೨—ನತ್ವಾ ಕೌಷೀತಕಾಚಾರ್ಯಂ ಶಾಂಬವ್ಯಂ ಸೂತ್ರಕೃತ್ತಮಂ ।
**೩—ಶ್ರೀಮತ್ಕೌಷೀತಕಮುನಿಮುಹಃ ಪೂರ್ವಪೃಥ್ವೀಧರಾಗ್ರಾದುದ್ಯತ್ಸುಜ್ಞಸಿ-
ತಸುಕೃತಿಹೃದ್ವ್ಯೋಮಸಾಂದ್ರಾಂಧಕಾರಃ** । ಇತ್ಯಾದಿ ।

ಶಾಖಾಕಾರನಾದ ಕೌಷೀತಕಿ ಎಂಬುವನೇ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ತಂದೆ ಕಹೋಲನಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅನುಮಾನವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದೀಯ ಆರುಣಿ ಅಥವಾ ಗೋತಮಶಾಖೆಯ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು. ಈ ಗೌತಮನು ಇದೇ ಉದ್ದಾಲಕನ ಯಾವುದೋ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಅಳಿಯನಾದ ಕಹೋಲನೂ ಕೂಡ ಋಗ್ವೇದದ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರಬಹುದು.

ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರದ (೪-೧-೧೨೪) ಪ್ರಕಾರ ಕೌಷೀತಕಿ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕೇಯ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭೇದವಿದೆ. ಕೌಷೀತಕೇಯನು ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರದವನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೌಷೀತಕಿ ಎಂಬುವನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೩-೪-೧) "ಕಹೋಲ ಕೌಷೀತಕೇಯ" ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಈ ಪಾಠ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶುದ್ಧವಾದುದಾದರೆ, ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳೊಡನೆ ಇದಕ್ಕಿರುವ ವಿರೋಧವು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ

೩. ಮಹಾಕೌಷೀತಕಿಶಾಖಾ

ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾಕೌಷೀತಕಿಯ ಹೆಸರು ಆಶ್ವಲಾಯನಾದಿ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ತರ್ಪಣಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶಾಖೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಆನರ್ತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

**ನ ತ್ವಾಮ್ನಾಯಗತಸ್ಯ ಮತಿರೇಷಾ ನ ಪೌರುಷೇಯಸ್ಯ ಕಲ್ಪಸ್ಯ । ಏವಂ
ತರ್ಹ್ಯನುಬ್ರಾಹ್ಮಣಮೇತತ್ ಮಹಾಕೌಷೀತಕಾದಾಹೃತಂ ಕಲ್ಪಕಾರೇ-
ಣಾಧ್ಯಾಯತ್ರಯಂ ॥ ೧೪-೨-೩ ॥
ಮಹಾಕೌಷೀತಕಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ನಾಮ್ನಾ ಧರ್ಮಾತಿದೇಶ ಇತಿ
ತದ್ಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ॥ ೧೪-೧೦-೧ ॥**

ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ—ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು (೧೪-೧೬) ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕರ್ತನಾದ ಸುಯಜ್ಞನು ಮಹಾಕೌಷೀತಕಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಹಾಕೌಷೀತಕೀಶಾಖೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಇದ್ದಿತು.

ವಿನಾಯಕಭಟ್ಟನು ತನ್ನ ಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಡೆ ಮಹಾಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದಾನೆ. (ಅವು—೩–೪, ೩–೫, ೩–೭, ೧೮–೧೪, ೨೪–೧, ೨೪–೨, ೨೬–೧).

೪. ಶಾಂಬವ್ಯಶಾಖಾ

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿತ್ತೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಕಲ್ಪಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಈ ಕಲ್ಪದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ರಾತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ—

ಆಶ್ವಲಾಯನಃ ಷಡ್ಭಿಃ [ಷೋಡಶಭಿಃ ?] ಪಟಲೈಃ ಸಮಸ್ತಂ ಯಜ್ಞತಂತ್ರ-
ಮುವೋಚತ್ । ತದೇವ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಾವದತ್ ಶಾಂಬವ್ಯಃ ।

ಎಂದರೆ ಆಶ್ವಲಾಯನನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞಶಾಸ್ತ್ರದ ೧೬ ಪಟಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಾದ ಯಜ್ಞತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂಬವ್ಯನು ಅದನ್ನೇ ೨೪ ಪಟಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ೨೪ ಪಟಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೌತ ಎಷ್ಟು, ಗೃಹ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೌಷೀತಕಿ ಗೃಹ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಾಂಬವ್ಯಗೃಹ್ಯದ್ದೂ ಆರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗ ಶ್ರೌತದ್ದು ೧೮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತದ ೧೬ ಪಟಲಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮಹಾವ್ರತದ ಎರಡು ಪಟಲಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ೧೮ ಪಟಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರದತ್ತಮಿಶ್ರನು ತನ್ನ ಏಕಾಗ್ನಿಕಾಂಡದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಪಾಠಕದ ಎರಡನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, "ಇಯಂ ದುರುಕ್ತಾತ್" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂಬವ್ಯ ಗೃಹ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರುಣಗಿರಿನಾಥನು ರಘುವಂಶದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ (೬-೨೫) ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪-೧೦-೨೨) ಶಾಂಬವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರದತ್ತಭಾಷ್ಯಸಹಿತವಾಗಿ ತ್ರಿವೆಂಡ್ರಂನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಗಾರ್ಗ್ಯನಾರಾಯಣನ ವೃತ್ತಿಯೊಡನೆ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಾಂವತ್ಯಃ ಎಂಬ ಅಶುದ್ಧಪಾಠವಿದೆ.

ಶಾಂಬವ್ಯ ಗೃಹ್ಯಕಾರಿಕೆಯ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂಬವ್ಯನ ಹೆಸರೂ ಇದೆ.

ನತ್ವಾ ಕೌಷೀತಕಾಚಾರ್ಯಂ ಶಾಂಬವ್ಯಂ ಸೂತ್ರಕೃತ್ತಮಂ ।
ಗೃಹ್ಯಂ ತದೀಯಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯೇ ಬಹುವಿಸ್ತೃತಂ ॥
ಯಥಾಕ್ರಮಂ ಯಥಾಬೋಧಂ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯಸಮನ್ವಿತಂ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ವೃತ್ತಿಕಾರಾದ್ಯೈಃ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತವಿಚಕ್ಷಣೈಃ ॥

ಕೌಷೀತಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಕರ್ತೃವೂ ಆದ ಶಾಂಬವ್ಯನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಗ್ರಂಥವಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬುದೇ ಸಂದೇಹ.

ಶಾಂಬವ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ ಇವರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದುದು. ಇವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಶೋಧನೆಗಳೂ ಹೊರಬಿದ್ದ ಹೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಾಂಬವ್ಯ ಋಷಿಯು ಕುರುದೇಶವಾಸಿಯು.

ಮಹಾಭಾರತದ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕಪರ್ವದಲ್ಲಿ (ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦) ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ—

ತತಃ ಸ್ವಾಚರಣೋ ವಿಪ್ರಃ ಸಮ್ಮತೋಽರ್ಥವಿಶಾರದಃ ।
ಸಾಂಬಾಷ್ಯೋ ಬಹ್ವೃಚೋ ರಾಜನ್ ವಕ್ತುಂ ಸಮುಪಚಕ್ರಮೇ ॥ ೧೧ ॥

ಈ ಪಾಠವು ನೀಲಕಂಠಟೀಕಾಸಹಿತವಾಗಿ ಬೊಂಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥದ್ದು. ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ **ಸಾಂಬಾಷ್ಯೋ** ಎಂದಿರುವ ಕಡೆ **ಸಂಭಾವ್ಯೋ** ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಿಂಟಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ **ಶಾಂಭವ್ಯೋ** ಎಂದಿದೆ. ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ **ಸಾಂಬಾಷ್ಯೋ, ಸಂಬಾಷ್ಯೋ, ಶಾಂವಾಶ್ಯೋ, ಶಾಕಾಭ್ಯೋ** ಎಂಬ ಪಾಠಭೇದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 'ಶಾಂಭವ್ಯೋ ಅಥವಾ ಶಾಂಬವ್ಯೋ' ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಬಹುಶ ಸಾಧುವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಂಬವ್ಯನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನು ಇವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಋಗ್ವೇದೀಯನು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದನು. ಇವನು ಉತ್ತರದೇಶವಾದ ಕುರುಜಾಂಗಲ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಇವನು ಕುರುದೇಶವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

೫. ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಶಾಖೆಗಳು

ಋಕ್‌ಶಾಖೆಗಳ ಐದನೆಯ ವಿಭಾಗವು ಮಾಂಡೂಕೇಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ವಿಭಾಗವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿವರವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಕಲ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲದೆ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಕಪೂಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ ಇವುಗಳ ವಿಭಾಗಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೃಹದ್ದೇವತದ ಆಮ್ನಾಯ.

ಬೃಹದ್ದೇವತದ ಆಮ್ನಾಯವೇ ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಆಮ್ನಾಯವಿರಬೇಕೆಂದು ಈಕೆಳಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಆಧಾರಗಳಮೇಲೆ ಹೇಳಬಹುದು.

೧. ಬೃಹದ್ದೇವತದ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ—

ಮಂತ್ರದೃಗ್ಭ್ಯೋ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಸಮಾಮ್ನಾಯಾನುಪೂರ್ವಶಃ ।

ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ವಂದಿಸಿ, ಸಮಾಮ್ನಾಯದ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸೂಕ್ತಗಳ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಎಂದಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಮ್ನಾಯವಿಶೇಷದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಆ ಆಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಬೃಹದ್ದೇವತಾಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಆಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ (೧೦-೧೦೩)—

ಬ್ರಹ್ಮ ಜಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್.........।

ಇತ್ಯಾದಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ತ ಶಾಕಲ ಅಥವಾ ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಕಲನ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಷ್ಕಲ ಮತ್ತು ಶಾಕಲ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಷ್ಕಲಾಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ತ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪-೬) ಈ ಸೂಕ್ತದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಸಕಲ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ

ಉದಾಹೃತವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಆಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿಯೂ "ಬ್ರಹ್ಮ ಜಜ್ಞಾನಂ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೫-೯) ಈ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಜಜ್ಞಾನಂ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ತವಿಲ್ಲ-ದಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಾಂಡೂಕೇಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೂಕ್ತ ಇರಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೃಹದ್ದೇವತಾಗ್ರಂಥದ ಸಂಬಂಧವು ಆ ಮಾಂಡೂಕೇಯದೊಡನೆಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ (೧-೧೯) ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೮-೪) "ಬ್ರಹ್ಮಜಜ್ಞಾನಂ" ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು,

ತಾ ಏತಾಶ್ಚತಸ್ರಃ ಶಾಖಾಂತರಗತಾ ಆಶ್ವಲಾಯನೇನ ಪಠಿತಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಃ ।

ಈ ಋಕ್ಕುಗಳು ಐತರೇಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ.

೨. ಬೃಹದ್ದೇವತಾಗ್ರಂಥದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

ಐಂದ್ರಾಣ್ಯಸ್ಮೈ ತತಸ್ತ್ರೀಣಿ ವೃಷ್ಣೇ ಶರ್ಧಾಯ ಮಾರುತಂ ।
ಆಗ್ನೇಯಾನಿ ತು ಪಶ್ಯೇತಿ ನವ ಶಶ್ವದ್ಧಿ ವಾಂ ಇತಿ ॥ ೧೧೮ ॥
ದಶಾಶ್ವಿನಾನೀಮಾನೀತಿ ಇಂದ್ರಾವರುಣಯೋಃ ಸ್ತುತಿಃ ।
ಸೌಪರ್ಣೇಯಾಸ್ತು ಯಾಃ ಕಾಶ್ಚಿನ್ನಿಪಾತಸ್ತುತಿಷು ಸ್ತುತಾಃ ॥ ೧೧೯ ॥
ಉಪಪ್ರಯಂತಃ ಸೂಕ್ತಾನಿ ಆಗ್ನೇಯಾನ್ಯುತ್ತರಾಣಿ ಷಟ್ ।

ಎಂದರೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ (ಋ. ಸಂ. ೧-೭೩) ಇದರ ಮುಂದೆ ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಆಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತಾತ್ಮಕಗಳಾದ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಋಕ್ಕು "ಶಶ್ವದ್ಧಿವಾಂ" ಎಂದು. ಅನಂತರ ಒಂದು ಸೌಪರ್ಣಸೂಕ್ತವಿದೆ; ಅದರ ಆರಂಭ ಋಕ್ಕು ಉಪಪ್ರಯಂತಃ ಎಂದು (ಋ. ೧-೭೪) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಗ್ನಿದೇವತಾಸಂಬಂಧವಾದ ಆರು ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ.

ಸೂಕ್ತಗಳ ಇಂತಹ ಕ್ರಮವು ಶಾಕಲಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಷ್ಕಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. "ಶಶ್ವದ್ಧಿವಾಂ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪೂರ್ವನಿರ್ದಿಷ್ಟಸೂತ್ರಕ್ರಮವು ಮಾಂಡೂಕೇಯದ್ದೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಮಾಂಡೂಕೇಯನ ಕುಲ ಮತ್ತು ದೇಶ.

ಮಂಡೂಕನ ಮಗನಿಗೆ ಮಾಂಡೂಕೇಯನೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವನು ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದ (೭-೨) ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ಶೌರವೀರನೆಂದೂ, ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (೩-೧) ಶೂರವೀರನೆಂದೂ, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ದೀರ್ಘ (ಶಾಂ. ಆ. ೭-೨) ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ (ಐ. ಆ. ೩-೧) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಹ್ರಸ್ವ ಮಾಂಡೂಕೇಯನು ಇವನ ಸಹೋದರನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಹ್ರಸ್ವಮಾಂಡೂಕೇಯನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮಧ್ಯಮನೆಂದು. ಇವನ ಹೆಸರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮನ ತಾಯಿಯು ಹೆಸರು ಪ್ರಾತಿಬೋಧೀ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿಯೋಧೀ ಎಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೧-೩೩-೧೯) ಈಕೆಯು ಹೆಸರು ಪ್ರಾತಿಮೋಧೀ ಎಂದಿದೆ. ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಋಷಿತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ

(೩-೩-೫) ಪ್ರಾತಿಥೇಯಿಶಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇರುವುದು. ಮಧ್ಯಮನು ಮಗಧವಾಸಿ ಎಂಬುದು ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಂಖಾಯನ ಮತ್ತು ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕಗಳ ಪಾಠವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು ಆದ್ಯಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮೂವರೂ ಒಬ್ಬನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮನು ಮಗಧವಾಸಿ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಮಗಧವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಬೇಕು.

ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಆಮ್ನಾಯದ ಪರಿಮಾಣ

ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಮ್ನಾಯವು ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಆಮ್ನಾಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಆಮ್ನಾಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೃಹದ್ದೇವತಾದಿಂದಲೇ ಹೊಂದುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬೃಹದ್ದೇವತಾದ ಪಾಠವು ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳ ಬೇರೆಬೇರೆ ಬೃಹದ್ದೇವತಾಗ್ರಂಥಗಳು ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪಾಠಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತು ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಮೆಕ್ಡಾನಲನು ಬಹಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ, ಬೃಹದ್ದೇವತಾವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬೃಹದ್ದೇವತಾಗಳ ಸಂಮಿಶ್ರಣವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಬೃಹದ್ದೇವತಾಗ್ರಂಥವು ಒಂದೇ ಆಮ್ನಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಚಿತವಾದುದರಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಿತವಾದ ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಆಮ್ನಾಯದ ಅಥವಾ ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಶಾಖೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೆಕ್ಡಾನಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ೩೭ ಸೂಕ್ತಗಳ ಕ್ರಮವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಬೃಹದ್ದೇವತಾದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯುಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೃಹದ್ದೇವತಾದ ಆಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ ಶಾಕಲಕಶಾಖೆಯುಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವುಸೂಕ್ತಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾಂಡೂಕೇಯುವೇ ಬಹ್ವೃಚವಾಗಿತ್ತೇ ?

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಹ್ವೃಚ ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಯ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧೦-೫-೨-೨೦) ಬಹ್ವೃಚಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನ್ಯಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ.

ಏಕವಿಂಶತಿಧಾ ಬಾಹ್ವೃಚ್ಯಂ

ಬಾಹ್ವೃಚ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಇತರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಯಜುರ್ವೇದ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗದ್ಯಾತ್ಮಕಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಋಕ್ಕುಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಐದು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ- ಈ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಹ್‌ವೃಚ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯು ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯೆಂದು ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಕಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಶಾಂಖಾಯನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದೂ ಸಂಭವವೇ. ಅಥವಾ ಬಹ್‌ವೃಚವೆಂಬುವುದು ಮಾಂಡೂಕೇಯಶಾಖೆಯ ಒಂದು ಅವಾಂತರಭೇದವಿರಬೇಕೆಂದು (sub-division) ಹೇಳಲು ಬಾಧಕವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಬಹ್ವೃಚವು ಪೈಂಗೀ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಶಾಖಾವಿಶೇಷವೇ ?

ಬಹ್ವೃಚವೂ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

೧. ಕೌಷೀತಕಿಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧೬-೯)

ಕಿಂದೇವತ್ಯಃ ಸೋಮ ಇತಿ ಮಧುಕೋ ಗೌಶ್ರಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಸ ಹ ಸೋಮಃ ಪವತ ಇತ್ಯನುದ್ರುತ್ಯೈತಸ್ಯ ವಾ ಅನ್ಯೇ ಸ್ಯುರಿತಿ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಬಹ್ವೃಚವದೇವೈಂದ್ರ ಇತಿ ತ್ವೇವ ಪೈಂಗಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿರಾಸೈಂದ್ರಾಗ್ನ ಇತಿ ಕೌಷೀತಕಿಃ।

ಎಂದರೆ ಮಧುಕನು ಗೌಶ್ರವನೆಂಬುವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸೋಮನು ಯಾವ ದೇವತೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕವನು ಪವತ ದೇವತೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಹ್ವೃಚದಂತೆ ಸೋಮನು ಇಂದ್ರದೇವತಾಕನು ಎಂದೂ ಆದರೆ ಕೌಷೀತಕಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಗಳು ಸೋಮನ ದೇವತೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದನು.

ಪೈಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ ಇವೆರಡೂ ಋಗ್ವೇದೀಯಶಾಖೆಗಳು. ಬಹ್ವೃಚವೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಋಗ್ವೇದೀಯಶಾಖೆಯು. ಬಹ್ವೃಚದ ಅರ್ಥವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ ಎಂದಾದರೆ ಪೈಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ ಇವುಗಳೂ ಋಗ್ವೇದದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳು.

೨. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧೧-೫-೧-೧೦) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ತದೇತದುಕ್ತಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಂ ಪಂಚದಶರ್ಚಂ ಬಹ್ವೃಚಾಃ ಪ್ರಾಹುಃ।

ಇದು ಪುರೂರವ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿಯ ಸಂವಾದರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರವು. ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಹ್ವೃಚರು ಎಂದರೆ ಋಕ್‌ಶಾಖೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಿವರವೂ ಕೂಡ ಬಹ್ವೃಚಶಾಖೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಋಗ್ವೇದದ (೧೦-೯೫) ನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ.

೩. ರಿಚರ್ಡ್ ಗಾರ್ಬೆ ಎಂಬುವರು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಪಸ್ತಂಬಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹ್ವೃಚಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹ್‌ವೃಚ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಸ್ತಂಬ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹ್ವೃಚ ಎಂಬುದು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡುಕಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಒಂಭತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಐತರೇಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದ (೬-೨೩-೨) ರಲ್ಲಿ ಬಹ್ವೃಚದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳೂ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ, ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಬಹ್ವೃಚವೆಂಬುದು ಒಂದು ಶಾಖಾವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು.

ಕೀತ್‌ಪಂಡಿತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಅವನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ :—It is perfectly certain that he meant some definite work which he may have had before him and in all probability all his quotations come from it. (Journal of the Royal Asiatic Society, 1946 page 496).

ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಜವು. ಮತ್ತು ಅವನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದೆಲ್ಲಾ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಲೂ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ—And this fact does suggest a mere conjecture that the Brahmana used was the text of the Paingya school. (ಅದೇ ಗ್ರಂಥ Page. 498.)

ಎಂದರೆ ಉದಾಹೃತವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ರಂಥವು ಪೈಂಗ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಊಹೆಯನ್ನು ಈ ವಿಷಯವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೀತ್‌ಪಂಡಿತನ ಈ ಊಹೆಯು ಸರಿಯಾಗಿರಲಾರದು. ಇದುವರೆಗೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳಲ್ಲಿ (ಕೌಷೀ. ಬ್ರಾ. ೧೬-೯) ಬಹ್ವೃಚವು ಪೈಂಗ್ಯಶಾಖೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

೪. ಕಠಗೃಹ್ಯದ (೫-೮) ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯದರ್ಶನ ಎಂಬುವನು ಬಹ್ವೃಚಗೃಹ್ಯದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗೃಹ್ಯದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾ॥ ಕಾಲೇಂಡರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಆಶ್ವಲಾ ಯನ ಮತ್ತು ಶಾಂಖಾಯನ ಗೃಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬಹ್ವೃಚಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಇವು ಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

೫. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಠಗೃಹ್ಯದ (೪೯-೫) ಭಾಷ್ಯಕಾರನಾದ ದೇವಪಾಲನೆಂಬುವನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹ್ವೃಚಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

೯. ಭರ್ತೃಹರಿಯು ತನ್ನ ಮಹಾಭಾಷ್ಯಟೀಕೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ "ಬಹ್ವೃಚಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯೇ" ಎಂದು ಬರೆದು, ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಅವನು "ಆಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರೇ" ಎಂದು ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬಹ್ವೃಚಶಾಖೆಯು ಆಶ್ವಲಾಯನದಿಂದ ಭಿನ್ನ ವಾದುದೆಂದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

೭. ಮಾನವಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ (೨-೨೯) ಮೇಲೆ ಮೇಧಾತಿಥಿಯು ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರವು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಠಾನಾಂ ಗೃಹ್ಯಂ ಬಹ್ವೃಚಾಮಾಶ್ವಲಾಯನಾನಾಂ ಚ ಗೃಹ್ಯಮಿತಿ ।

ಕಠಶಾಖೆಗೆ ಇರುವ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಬಹ್ವೃಚಶಾಖೆಯವರಿಗೂ ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯವರಿಗೂ ಆದರ ಣೀಯವು ಎಂದಿದೆ.

ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟನು ತನ್ನ ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ (೧-೩-೧೧) ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ಗೃಹ್ಯಗ್ರಂಥಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಲಕ್ಷಣವತ್ ಪ್ರತಿಚರಣಂ ಪಾಠವ್ಯವ-ಸ್ಥೋಪಲಭ್ಯತೇ । ತದ್ಯಥಾ—ವಾಸಿಷ್ಠಂ ಬಹ್ವೃಚೈರೇವ । ಶಂಖಲಿಖಿ-ತೋಕ್ತಂ ಚ ವಾಜಸನೇಯಿಭಿಃ ।

ಎಂದರೆ,—ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗೃಹ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಶಾಖಾಭೇದಗಳನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಪಾಠವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಬಹ್ವೃಚಶಾಖೆಯವರು ವಾಸಿಷ್ಠಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಜಸನೇಯಿಗಳು ಶಂಖಲಿಖಿತಧರ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕುಮಾರಿಲನ ಈ ಲೇಖನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹ್ವೃಚವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಶಾಖೆಯೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತದೆ.

೮. ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೫-೪-೧೫೪) ಒಂದು ಪಾಠವಿದೆ.

ಅನ್ಯಚೋ ಮಾಣವೇ ಬಹ್ವೃಚಶ್ಚರಣಾಖ್ಯಾಯಾಂ।

ಋಕ್‌ಶಾಖೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಬಹ್ವೃಚಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಹ್ವೃಚವು ಒಂದು ಶಾಖಾವಿಶೇಷವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಬಹ್ವೃಚದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧಿಕವಿಚಾರಮಾಡುವವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಿಂದ (೧-೪) ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇತಿ ಬ್ರುವಾಣಂ ಸಂಸ್ತೂಯ ಮುನೀನಾಂ ದೀರ್ಘಸತ್ರಿಣಾಂ।
ವೃದ್ಧಃ ಕುಲಪತಿಃ ಸೂತಂ ಬಹ್ವೃಚಃ ಶೌನಕೋऽಬ್ರವೀತ್ ॥ ೧ ॥

ಇದರಿಂದ, ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯವಾಸಿಯಾದ ಶೌನಕಋಷಿಯು ಬಹ್ವೃಚನಾಗಿದ್ದನು ಎಂದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಶೌನಕರು ಋಗ್ವೇದಿಯೆಂದೂ, ಬಹ್ವೃಚಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೌನಕರು ಬಹ್ವೃಚ ಅಥವಾ ಮಾಂಡೂಕೇಯಶಾಖೆಯಮೇಲೆ ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಂಭವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಶಾಂಬವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನೂ ಬಹ್ವೃಚನಾಗಿದ್ದನು. ಶಾಂಖಾಯನಶಾಖೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಇವನ ವಿಷಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ಶಾಂಬವ್ಯನು ಋಗ್ವೇದಿಯೆಂದೂ ಋಗ್ವೇದದ ಬಹ್ವೃಚ ಚರಣದ ಪ್ರವಕ್ತೃ ಅಲ್ಲವೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಅಧ್ಯಾಯ. ೩೨) ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಪ್ರಧಾನಾಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಂತೇ ಸಮಾಸಾಚ್ಚ ಶ್ರುತರ್ಷಯಃ।
ಬಹ್ವೃಚೋ ಭಾರ್ಗವಃ ಪೈಲಃ ಸಾಂಕೃತ್ಯೋ ಜಾಜಲಿಸ್ತಥಾ ॥ ೨ ॥

ಇಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿರುವ ಋಷಿನಾಮಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಬೇಕಾದುದು ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರಾದ ಬಹ್ವೃಚ ಎಂಬುದು. ಈ ಹೆಸರು ಅನೇಕಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹ್ವೃಚನೂ ಕೂಡ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಋಗ್ವೇದಿಯ ಋಷಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಋಗ್ವೇದಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಳಿದ ಎರಡು ವಿಭಾಗವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶಾಕಪೂಣಿಯ ವಿಭಾಗ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗ (ಅಧ್ಯಾಯ ೩೪) ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರೋವಾಚ ಸಂಹಿತಾಸ್ತಿಸ್ರಃ ಶಾಕಪೂಣೀ ರಥೀತರಃ।
ನಿರುಕ್ತಂ ಚ ಪುನಶ್ಚಕ್ರೇ ಚತುರ್ಥಂ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಃ ॥ ೩ ॥
ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಚತ್ವಾರಃ ಪೈಲಶ್ಚೇಕ್ಷಲಕಸ್ತಥಾ।
ಧೀಮಾನ್ ಶತಬಲಾಕಶ್ಚ ಗಜಶ್ಚೈವ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ ॥ ೪ ॥

ಸಾರಾಂಶ—ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮಾಂಡೂಕೇಯನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಶಾಕಪೂಣಿಯು ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ತರುವಾಯ ಅವನು ಒಂದು ನಿರುಕ್ತವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಪೈಲ, ಇಕ್ಷಲಕ, ಶತಬಲಾಕ ಮತ್ತು ಗಜ ಎಂದು ನಾಲ್ಕುಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಪೈಲ, ಇಕ್ಷಲಕ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ (ಅಪಭ್ರಂಶವಾಗಿವೆ) ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ವಾಯು, ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇದು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಲು ಬಾರದವರು ತಮಗಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳ ಪಾಠಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂ. ೨೮೧೬	—ಪೈಜಶ್ಚೇಕ್ಷಲಕಸ್ತಥಾ ।
ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂ. ೨೮೧೧	—ಶಪೈಷ್ವಲಕಸ್ತಥಾ ।
ಮುದ್ರಿತ ವಾಯುಪುರಾಣ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಸಂ.	—ಕೇತವೋದಾಲಕಸ್ತಥಾ ।
ಮುದ್ರಿತ ಪುರಾಣದ ಪಾಠಭೇದ	—ಕೈಜವೋ ವಾಮನಸ್ತಥಾ ।
,, ,, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠಭೇದ	—ಕೈಜವೋದ್ದಾಲಕಸ್ತಥಾ ।
,, ,, ,, ,,	—ಕೈಜವೋ ವಾಮನಸ್ತಥಾ ।
,, ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟ್	—ಕೌಂಚೋ ವೈತಾಲಕಿಃ ।
ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ದ. ಕಾ. ಪ್ರತಿ ೧೮೫೦	—ಕೌಂಜಃ ಪೈಲಾಲಕಃ ।
,, ,, ,, ೨೭೮೪	—ಕೌಂಚಃ ಪೈಲಾನಕಃ ।
,, ,, ,, ೧೨೬೦	—ಕೌಂಚೋ ವೈಲಾಲಕಿಃ ।
,, ,, ,, ೪೯೦೪	—ಕೌಂಚ ಪೈಲಾಕಕಿಃ ।
ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗವತ ಮದ್ರಾಸು ಸಂಸ್ಕರಣ	—ಪೈಜವೈತಾಲ—
ಭಾಗವತದ ವೀರರಾಘವ ಟೀಕಾಕಾರ	—ಪೈಂಜವೈತಾಲ—
,, ವಿಜಯ ,,	—ಪೈಂಗಿಪೈಲಾಲ—

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಮೂರು ಪಾಠಾಂತರಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ.

ಪೈಂಗಶ್ಚೌದ್ದಾಲಕಿಸ್ತಥಾ ।
ಪೈಂಗ್ಯ ಔದ್ದಾಲಕಿಸ್ತಥಾ ।
ಪೈಂಗ್ಯಃ ಶೈಲಾಲಕಸ್ತಥಾ ।

೧. ಪೈಂಗ್ಯಶಾಖೆ

ಪೈಂಗ್ಯಶಾಖೆಯು ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಖೆಯೇ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪದ ಅಸ್ತಿತ್ವ

ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಇತ್ತೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದು? ಎಂಬೀ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಆಯುರ್ವೇದ ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಋಷಿಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಂಗಿ ಎಂಬುವನೂ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪೈಂಗಿಯ ಮಗ ಪೈಂಗ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಭಾಪರ್ವದ (೪-೨೩) ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೈಂಗ್ಯನ ಹೆಸರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಭಾಪ್ರವೇಶದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಪೈಂಗ್ಯನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮಧುಕ ಎಂದು ಬೃಹದ್ದೇವತಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (೧-೨೪) ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ. ಶತಪಥ, ಐತರೇಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕೀ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ಉದಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮತವು (ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು) ಅಗ್ನ್ಯನ್ವಾಧಾನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮೊದಲನೆಯಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೈಂಗ್ಯನ ಮತವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಷೀತಕಿಯ ಮತವು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೌಷೀತಕಿಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಹ್ವೃಚಪ್ರಕರಣವಲ್ಲಿ, ಸೋಮದೇವತಾಸಂಬಂಧವಾದ ಪೈಂಗ್ಯನ ಮತವು ಬಹ್ವೃಚದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೀಯ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ (೧೪-೯-೩-೧೬) ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಮಧುಕಪೈಂಗ್ಯನು ವಾಜಸನೇಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನಿಂದ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಪೈಂಗ್ಯಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸ್ಮೃತಿಚಂದ್ರಿಕಾ, ಆಶೌಚಕಾಂಡ (ಪುಟ. ೧೪), ಗೋತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಮಸ್ಕರೀಭಾಷ್ಯ (೧೪-೬-೧೭) ಮತ್ತು ಆಪಸ್ತಂಬ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಹರದತ್ತಕೃತ ಅನಾಕುಲಾಟೀಕಾ (೮-೨೧--೯) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪೈಂಗ್ಯಶಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೈಂಗ್ಯಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ದೊರೆಯಬಹುದು.

೨. ಔದ್ದಾಲಕಿಶಾಖಾ

ಉದ್ದಾಲಕನು ಗೌತಮಕುಲದವನು. ಇವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅರುಣ ಎಂದು. ಆದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಆರುಣಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಂದು. ಉದ್ದಾಲಕ ಆರುಣಿ ಎಂಬುವನೊಬ್ಬನು ಪಾಂಚಾಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಪಾಂಚಾಲದೇಶ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಾರಿಕ್ಷಿತ ಜನಮೇಜಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಧೌಮ್ಯ ಆಯೋದ ಎಂಬುವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೩-೧೯) ಅವನ ಕಥೆಯು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋತಮಕುಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯು ಗೌತಮಶಾಖೆ ಎಂದು ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆರುಣೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರುಣೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೌತಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇವನು ಋಗ್ವೇದೀಯ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಸಾಮವೇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಗೌತಮಶಾಖೆಯಿದೆ. ಇದರ ವಿವರವು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೩. ಶೈಲಾಲಕಶಾಖಾ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಔದ್ದಾಲಕಿ ಎಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೈಲಾಲಕ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಆಗಲೂ ಅದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀ (೪-೩-೧೧೦) ಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಕೇತವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದ ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ (ಪುಟ. ೬೮೧) ಸುದರ್ಶನಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ೯೦೯, ೯೧೦, ೧೩೬೮ ಈ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ.

೪. ಶತಬಲಾಕ್ಷಶಾಖಾ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವಾಯು, ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಹೆಸರಿನ ಕೆಲವು ಪಾಠಭೇದಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿವೆ. ಅವು ಶ್ವೇತಬಲಾಕ, ಶ್ವೇತವಲಾಕ, ಬಲಾಕ, ಬಾಲಾಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಲೀಕ ಎಂದು. ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಶತಬಲಾಕ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅಧಿಕ ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಶತಬಲಾಕ್ಷ ಮೌದ್ಗಲ್ಯನೆಂಬುವನ ಹೆಸರು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (೧೧-೬) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವನು ಮುದ್ಗಲನ ಮಗನು. ಶಾಕಲಕರ ಮುದ್ಗಲಶಾಖೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಮುದ್ಗಲನ ಮಗನೇ ಋಗ್ವೇದದ ಈ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರುಕ್ತದ (೧೧-೬) ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಶತಬಲಾಕ್ಷನು ಒಬ್ಬ ನಿರುಕ್ತಕಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ಶತಬಲಾಕ್ಷನು ಶಾಕಪೂಣಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ನಿರುಕ್ತಕಾರನೆಂಬುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವವಿದೆ.

ಶಾಕಪೂಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶಿಷ್ಯ

ಶಾಕಪೂಣಿಯ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಶಾಖಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ನಿರುಕ್ತಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದಗಳಿವೆ.

ಗಜಃ । ನೈಗಮಃ । ನಿರುಕ್ತಕೃತ್ । ನಿರುಕ್ತಃ । ವಿರಜಃ ।

ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಠಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ತಿಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸದ ಶಾಬರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೩-೧೧) ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಇಹ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಾಣ್ಯುದಾಹರಣಂ । ಮಾಶಕಂ । ಹಾಸ್ತಿಕಂ । ಕೌಂಡಿನ್ಯಕಂ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ಲಕ್ಷಣಕಾನಿ............।

ಒಂದುವೇಳೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಗಜ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಹಾಸ್ತಿಕಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ.

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖಾಕಾರರ ಕಡೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು

ಬಾಷ್ಕಲಿ ಭರದ್ವಾಜ

ದೈತ್ಯ ಬಾಷ್ಕಲ ಮತ್ತು ಋಷಿಬಾಷ್ಕಲ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ ನಾಗರಖಂಡದ (೪೧-೬) ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ದಾನವೇಂದ್ರ ಬಾಷ್ಕಲಿಯೂ ಇದ್ದನು—

ಪುರಾಸೀದ್ಬಾಷ್ಕಲಿರ್ನಾಮ ದಾನವೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ ।

ಈ ಬಾಷ್ಕಲಿಯು ಶಾಖಾಕಾರನಾದ ಋಷಿಯಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೩-೨-೧೭) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಷ್ಕಲಿನಾ ಚ ಬಾಧ್ವಃ ಪೃಷ್ಟಃ ।

ಎಂದರೆ ಬಾಷ್ಕಲಿಯು ಬಾಧ್ವನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಬಾಷ್ಕಲಿಯು ಶಾಖಾಕಾರನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಅಧ್ಯಾಯ ೩೫ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ಬಾಷ್ಕಲಿಸ್ತು ಭರದ್ವಾಜಸ್ತಿಸ್ರಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಸಂಹಿತಾಃ ।
ತ್ರಯಸ್ತಸ್ಯಾಭವಞ್ಛಿಷ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಗುಣಾನ್ವಿತಾಃ ॥ ೫ ॥
ಧೀಮಾಂಶ್ಚ ತ್ವಾಪನೀಪಶ್ಚ ಪನ್ನಗಾರಿಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ।
ತೃತೀಯಶ್ಚಾರ್ಜವಸ್ತೇ ಚ ತಪಸಾ ಸಂಶಿತವ್ರತಾಃ ॥ ೬ ॥
ವೀತರಾಗಾ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಸಂಹಿತಾಜ್ಞಾನಪಾರಗಾಃ ।
ಇತ್ಯೇತೇ ಬಹ್ವೃಚಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಸಂಹಿತಾ ಯೈಃ ಪ್ರವರ್ತಿತಾಃ ॥ ೭ ॥

ಎಂದರೆ ಬಾಷ್ಕಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜರಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು.

೧. ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು ಆಪನೀಪನೆಂಬುವನು. ಈ ಆಪನೀಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಪಾಠಭೇದಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

ಆಪನಾಪ । ನಂದಾಯನೀಯ । ಕಾಲಾಯನಿ । ಬಾಲಾಯನಿ ।

ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೨. ಈ ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೆಯ ಶಾಖೆಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಪನ್ನಗಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಜೇರೆಬೇರೆ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಹೀಗೆ ಇವೆ.

ಪಾನ್ನಗಾರಿ । ಪನ್ನಗಾನಿ । ಗಾರ್ಗ್ಯ । ಭಜ್ಯಃ ।

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಾಠಾಂತರವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ "ಭುಜ್ಯುಃ ಲಾಹ್ಯಾಯನಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (೩-೩-೧) ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಗವತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಾದರೆ, ಆಗ ಬಾಲಾಯನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ ಪಾಠವು ಲಾಹ್ಯಾಯನಿ ಎಂದು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ

ಭುಜ್ಯುಲಾಹ್ಯಾಯನಿ ಎಂಬುವನು ಒಂದುವೇಳೆ ದೂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣೀಕನಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಋಗ್ವೇದೀಯಶಾಖಾಕಾರನಾಗಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಈರೀತಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಋಷಿಯ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯ (೨-೪-೬೧) ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾನ್ನಗಾರಿ ಎಂಬುವನು ಪ್ರಾಚ್ಯದೇಶದವನಾಗಿದ್ದನು.

೩. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೆಯ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ಆರ್ಜವ ಎಂದು. ಇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳು ಇವೆ—

ಆರ್ಯರ್ಜವ । ಕಥಾಜವ । ತಥಾಜವ । ಕಾಸಾರ ।

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಶಾಖೆಗಳ ಒಟ್ಟು ೧೫ ಸಂಹಿತಾಕಾರರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಶಾಕಲರು, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಾಷ್ಕಲರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಾಕಪೂಣಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಾಷ್ಕಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು, ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ. ಭರ್ತೃಹರಿಯು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಪದೀಯದ (೧-೬) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಏಕವಿಂಶತಿಧಾ ಬಾಹ್ವೃಚ್ಯಂ । ಪಂಚದಶಧಾ ಇತ್ಯೇಕೇ ।

ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಹದಿನೈದು ಶಾಖೆಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪುರಾಣಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ೧೫ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನೂ ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಖಾ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ಭರ್ತೃಹರಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅವನ ಗುರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು.

ಹಿಂದೆ ವರ್ಣಿತವಾದ ಶಾಖೆಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗದ ಇತರ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಶಾಖೆಗಳು

೧. ಐತರೇಯಶಾಖೆ

ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಐತರೇಯಶಾಖೆಯೆಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಶಾಖೆ ಇತ್ತೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಐತರೇಯವನ್ನು ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೩) ಮತ್ತು ನಿದಾನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ (೫-೨) ಕ್ರಮ ವಾಗಿ **ಐತರೇಯಿಣಃ** ಮತ್ತು ಐತರೇಯಿಣಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಶಾಖೆಗಳವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುವಾದದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ಯನಾರಾಯಣರೆಂಬುವರು ಐತರೇಯಿಣಃ = ಶಾಖಾ ವಿಶೇಷಾಃ, ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದತ್ತಸುತನೂ ಕೂಡ ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೪-೧೫) ಐತರೇ ಯಿಣಾಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಸೂತ್ರದ (೨-೬) ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಧಾತಿಥಿಯು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ –

ಏಕವಿಂಶತಿಬಾಹ್ವೃಚ್ಯಾ ಆಶ್ವಲಾಯನ-ಐತರೇಯಾದಿಭೇದೇನ ।

ಎಂದರೆ, ಋಗ್ವೇದದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಐತರೇಯ ಮೊದಲಾದ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಎಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಐತರೇಯಶಾಖೆಯೂ ಒಂದು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ.

ಐತರೇಯಗೃಹ್ಯ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಖೆಯ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ. ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ (೧-೬-೨೦) ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರದತ್ತನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ಐತರೇಯಿಣಾಂ ಚ ವಚನಂ—ಭವಾದಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಾನಂ । ಇತಿ ।

ಎಂದರೆ ವಿವಾಹಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದೀಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಭವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಐತರೇಯಿಗಳ ಅಥವಾ ಐತರೇಯಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳ ವಚನವಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಐತರೇಯಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಸಂಭವವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಐತರೇಯ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ನವಶ್ರಾದ್ಧವಿಚಾರ

ಸ್ಮೃತಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಕರ್ತೃವಾದ ದೇವಣಭಟ್ಟನು ಆಶೌಚಕಾಂಡದ ೧೭೬ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಯಪನ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ನವಶ್ರಾದ್ಧಾನಿ ಪಂಚಾಹುರಾಶ್ವಲಾಯನಶಾಖಿನಃ ।
ಆಪಸ್ತಂಬಾಷ್ಷಡಿತ್ಯಾಹುಷ್ಷಡ್ವಾ ಪಂಚಾನ್ಯಶಾಖಿನಃ ॥

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗ್ರಹಕಾರನಾದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ ೧೭೫ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ನವಶ್ರಾದ್ಧಾನಿ ಪಂಚಾಹುರಾಶ್ವಲಾಯನಶಾಖಿನಃ ।
ಆಪಸ್ತಂಬಾಷ್ಷಡಿತ್ಯಾಹುರ್ವಿಭಾಷಾನ್ಯೈತರೇಯಿಣಃ ॥

ಎಂದರೆ ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖಿಗಳು ನವಶ್ರಾದ್ಧಗಳನ್ನು ಐದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಪಸ್ತಂಬೀಯರು ಆರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಐತರೇಯಶಾಖಿಗಳು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನರಿಂದ ದೊರೆಯದ ಐತರೇಯರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅವರ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಐತರೇಯಿಗಳ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ತೇ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೨. ವಾಸಿಷ್ಠಶಾಖಾ

ಬಹ್‌ಲರ್ ಎಂಬ ಪಂಡಿತನು ಋಗ್ವೇದೀಯವಾಸಿಷ್ಠಧರ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವ ಋಗ್ವೇದೀಯ ಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಿಲನು ತನ್ನ ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ (೧-೩-೧೧) ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ—

ಗೃಹ್ಯಗ್ರಂಥಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಲಕ್ಷಣವತ್ ಪ್ರತಿಚರಣಂ ಪಾಠವ್ಯವ-
ಸ್ಥೋಪಲಭ್ಯತೇ । ತದ್ಯಥಾ—ಗೌತಮೀಯಗೋಭಿಲೀಯೇ ಛಂದೋ-

ಗೈರೇವ ಚ ಪರಿಗೃಹ್ಯೇತೇ । ವಾಸಿಷ್ಠಂ ಬಹ್ವೃಚೈರೇವ । ಶಂಖಲಿಖಿ-ತೋಕ್ತಂ ಚ ವಾಜಸನೇಯಿಭಿಃ । ಆಪಸ್ತಂಬಬೋಧಾಯನೀಯೋ ತೈತ್ತಿರೀಯೈರೇವ ಪ್ರತಿಪನ್ನೇ ಇತ್ಯೇವಂ....।

ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯವಿರುವಂತೆ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳೂ ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುವು. ಅಥವಾ ಆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಸಾಮವೇದಿಗಳು ಗೌತಮ ಮತ್ತು ಗೋಭಿಲಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಬಹ್ವೃಚಶಾಖೀಯರು ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು ವಾಸಿಷ್ಠಸೂತ್ರವನ್ನೂ, ವಾಜಸನೇಯಿಗಳು ಶಂಖಲಿಖಿತಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ, ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯವರು ಆಪಸ್ತಂಬ, ಬೋಧಾಯನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಬಹ್ವೃಚವೆಂಬ ಶಾಖೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ, ಆಗ ವಾಸಿಷ್ಠಶಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಬಹ್ವೃಚದೊಡನೆ ಇರುವುದು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಷ್ಠಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಚರಣವ್ಯೂಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪಾಠವಿದೆ—

ಏಕಂ ಶತಸಹಸ್ರಂ ವಾ ದ್ವಿಪಂಚಾಶತ್ಸಹಸ್ರಾರ್ಧಮೇತಾನಿ ಚತುರ್ದಶ ವಾಸಿಷ್ಠಾನಾಂ । ಇತರೇಷಾಂ ಪಂಚಾಶೀತಿಃ ॥

ಈ ಪಾಠದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿದಾಸನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ—

ಏಕಲಕ್ಷದ್ವಿಪಂಚಾಶತ್ಸಹಸ್ರಪಂಚಶತಚತುರ್ದಶ ವಾಸಿಷ್ಠಾನಾಂ । ವಾಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೀಯಾಣಾಂ-ಇಂದ್ರೋತಿಭಿಃ-ಏಕಸಪ್ತತಿಪದಾತ್ಮಕೋ ವರ್ಗೋ ನಾಸ್ತಿ ॥

ಎಂದರೆ ವಾಸಿಷ್ಠಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೧೫೨೫೧೪ಗಳ ಪದಗಳಿವೆ. ಆ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೩ನೆಯ ಅಷ್ಟಕ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ **ಇಂದ್ರೋತಿಭಿಃ** ಎಂಬ ೨೩ನೆಯ ವರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಗದ ಪದ ಸಂಖ್ಯಾ ೭೧.

ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ವಾಸಿಷ್ಠಶಾಖೆಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

೩. ಸುಲಭಶಾಖಾ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಉಲ್ಲೇಖವು ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯ ೪-೨-೬೬ ಮತ್ತು ೪-೩-೧೦೫ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಋಗ್ವೇದದ ಸಂಬಂಧದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವು ಆಶ್ವಲಾಯನದ ಋಷಿತರ್ಪಣಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭಾಮೈತ್ರೇಯಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭಾ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಎಂಬೀ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಸುಲಭಾದೇವಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೊಡನೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೇ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸುಲಭಾ ಅಥವಾ ಸುಲಭ ಋಷಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರವಚನವಿಶೇಷವಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸೌಲಭಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ? ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ.

೪. ಶೌನಕಶಾಖಾ

ಶೌನಕಋಷಿಯು ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುವು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇವನನ್ನು ಬಹ್ವೃಚಸಿಂಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನೇ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಎಂಬುವವನು. ಜನಮೇಜಯನು ಸರ್ಪಸತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಉಗ್ರಶ್ರವಸನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶೌನಕವೆಂಬ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ವೈಖಾನಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಶ್ವಲಾಯನನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ, ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದು ಶೌನಕೀಯ ಸೂತ್ರವೂ ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಉಪಸಂಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶ

ಈಗ ಹಿಂದೆ ವರ್ಣಿತವಾದ ಋಗ್ವೇದದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇ—

೧. ಮುದ್ಗಲ ಶಾಖಾ
೨. ಗಾಲವ ಶಾಖಾ
೩. ಶಾಲೀಯ ಶಾಖಾ
೪. ವಾತ್ಸ್ಯ ಶಾಖಾ
೫. ಶೈಶಿರಿ ಶಾಖಾ
} **ಇವು ಐದೂ ಶಾಕಲ ಶಾಖೆಗಳು**

೬. ಬೌಧ್ಯ ಶಾಖಾ
೭. ಅಗ್ನಿಮಾಠರ ಶಾಖಾ
೮. ಪರಾಶರ ಶಾಖಾ
೯. ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯ ಶಾಖಾ
} **ಇವು ನಾಲ್ಕೂ ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಗಳು**

೧೦. ಆಶ್ವಲಾಯನ ಶಾಖಾ

೧೧. ಶಾಂಖಾಯನ ಶಾಖಾ
೧೨. ಕೌಷೀತಕಿ ಶಾಖಾ
೧೩. ಮಹಾಕೌಷೀತಕಿ ಶಾಖಾ
೧೪. ಶಾಂಬವ್ಯ ಶಾಖಾ
} **ಇವುನಾಲ್ಕೂ ಶಾಂಖಾಯನಶಾಖೆಗಳು**

೧೫. ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಶಾಖಾ
೧೬. ಬಹ್ವೃಚ ಶಾಖಾ
೧೭. ಪೈಂಗ್ಯ ಶಾಖಾ
೧೮. ಉದ್ದಾಲಕ=ಗೋತಮ=ಆರುಣ ಶಾಖಾ
೧೯. ಶತಬಲಾಕ್ಷ ಶಾಖಾ
೨೦. ಗಜ=ಹಾಸ್ತಿಕ ಶಾಖಾ
೨೧-೨೩. ಬಾಷ್ಕಲಿ ಭರದ್ವಾಜ ಶಾಖೆಗಳು (ಆಪನೀಪ, ಪನ್ನಗಾರಿ, ಆರ್ಜವ)
೨೪. ಐತರೇಯ ಶಾಖಾ
೨೫. ವಾಸಿಷ್ಠ ಶಾಖಾ
೨೬. ಸುಲಭ ಶಾಖಾ
೨೭. ಶೌನಕ ಶಾಖಾ

ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ೨೧ ಶಾಖೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ಬಂದಿರುವವು ಒಟ್ಟು ೨೭ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆರು ಶಾಖೆಗಳು ಉಳಿದ ಇನ್ನಾವುದರಲ್ಲೋ ಅಂತರ್ಗತಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಒಂಭತ್ತು ಹೆಸರುಗಳೂ ೧೧–೧೩ ಹೆಸರುಗಳೂ ನಿರ್ಣೀತಗಳಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರನ್ನು ಅಂತರ್ಭಾವ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವಾದ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಋಗ್ವೇದಶಾಖೆಗಳು ೨೪ ಮಾತ್ರವೇ. ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು ೨೪ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದುವು. ಈ ಗಣನೆಯು ಒಂದವೇಳೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿಯಾದುದಾದರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಾಖಾಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ, ನಮ್ಮ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯವರೂ ಕೂಡ ಗಣನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಸೂಚನೆ:—ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ೩೩–೩೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವಿಭಾಗವಿಚಾರವೂ, ವೇದಶಾಖೆಗಳೂ, ಶಾಖಾಕಾರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ, ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೂ, ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಖ್ಯಾನಾದಿಗಳೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ವೇದಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಾಚಕರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣವು ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರಗ್ರಂಥರತ್ನಮಾಲಾ ಎಂಬ ನಾಮಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳೊಡನೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. (See the list of Books published by Palace Authorities, Mysore) ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ೩೩-೩೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದು.

ಆರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಯಜುರ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು

ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಗಳು

ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಋಷಿಯು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ವೈಶಂಪಾಯನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾದ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಗೋಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ (೧-೨೯) ಈರೀತಿ ಇದೆ.

ಇಷೇ ತ್ವೋರ್ಜೇ ತ್ವಾ ವಾಯವಃ ಸ್ಥ ದೇವೋ ವಃ ಸವಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಪಯತು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣ ಇತ್ಯೇವಮಾದಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಜುರ್ವೇದ-ಮಧೀಯತೇ ॥

ಎಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು. ಎಂದಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ **ವಾಯವಃ ಸ್ಥ** ಎಂಬ ಪದದ ಮುಂದೆ **ಉಪಾಯವಃಸ್ಥ** ಎಂಬ ಪಾಠವು ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಾಠವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರವೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಯಜುರ್ವೇದವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಯುಪುರಾಣದ ೨೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ತತಃ ಪುನರ್ದ್ವಿಮಾತ್ರಂ ತು ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಚಾಕ್ಷರಂ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಂ ಚ ರಕ್ತಂ ತಚ್ಛೇದನೇ ಗೃಹ್ಯ ಸಾ ಯಜುಃ ॥ ೧೯ ॥
ಇಷೇ ತ್ವೋರ್ಜೇ ತ್ವಾ ವಾಯವಃ ಸ್ಥ ದೇವೋ ವಃ ಸವಿತಾ ಪುನಃ ।
ಋಗ್ವೇದ ಏಕಮಾತ್ರಸ್ತು ದ್ವಿಮಾತ್ರಸ್ತು ಯಜುಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೨೦ ॥

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರವೇ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರವು ಎಂದಿದೆ.

ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕೊನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ—

ಆದಿತ್ಯಾನೀಮಾನಿ ಶುಕ್ಲಾನಿ ಯಜೂಗ್‌ಂಷಿ ವಾಜಸನೇಯೇನ ಯಾಜ್ಞ-ವಲ್ಕ್ಯೇನಾಖ್ಯಾಯಂತೇ ।

ಆದಿತ್ಯಸಂಭವವಾದ ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವು ವಾಜಸನೇಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಏತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು? ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಇತ್ಯಾದಿವಿಷಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ೩೪-೩೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ?

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸೂತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತ ಮತ್ತು ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಎರಡನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯ ಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿದಾಸನು ಯಜುರ್ವೇದದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಕಾಣ್ವ-ಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯಜುಃಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ (೧-೨-೩) ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಪದವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನಂತರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ—

ಶುಕ್ಲಂ ಕೃಷ್ಣಮಿತಿ ದ್ವೇಧಾ ಯಜುಶ್ಚ ಸಮುದಾಹೃತಂ ।
ಶುಕ್ಲಂ ವಾಜಸನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ತು ತೈತ್ತಿರೀಯಕಂ ॥

ತತ್ರ ಹೇತುಃ—

ಬುದ್ಧಿಮಾಲಿನ್ಯಹೇತುತ್ವಾತ್ತದ್ಯಜುಃ ಕೃಷ್ಣಮೀರ್ಯತೇ ।
ವ್ಯವಸ್ಥಿತಪ್ರಕರಣಂ ತದ್ಯಜುಃ ಶುಕ್ಲಮೀರ್ಯತೇ ।

ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ ।

ಮಂತ್ರಭ್ರಾಂತಿಹರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸೂತ್ರಮಂತ್ರಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯೆಂದು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರೂ ಸಹ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

ಯಜುರ್ವೇದಃ ಕಲ್ಪತರುಃ ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ದ್ವಿಧಾ ।
ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಾಚ್ಛುಕ್ಲಾಖ್ಯೋ ಯಾತಯಾಮವಿವರ್ಜಿತಾತ್ ॥ ೬೧ ॥
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಯಜುಷಃ ಶಾಖಾಃ ಷಡಶೀತಿರುದಾಹೃತಾಃ ॥ ೬೪ ॥

ಎಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದವು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಎಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದೇ. ಆದರೆ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಾವುವೂ ತಿಳಿಯಬಂದಿಲ್ಲ.

ಯಾಜುಷಶಾಖೆಗಳು

ಪತಂಜಲಿಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಪಸ್ಪಶಾಹ್ನಿಕದಲ್ಲಿ—

ಏಕಶತಮಧ್ವರ್ಯುಶಾಖಾಃ ।

ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನೂರೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದ ಎರಡನೆಯ ವೇದಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ಯಜುರ್ವೇದ ಏಕೋತ್ತರಶತಧಾ ।...............। ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ—
ಮಾಧ್ಯಂದಿನ–ಕಣ್ವ–ತಿತ್ತಿರಿ–ಹಿರಣ್ಯಕೇಶ–ಆಪಸ್ತಂಬ–ಸತ್ಯಾಷಾಢ–ಬೌಧಾಯನ–ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ–ಭದ್ರಂಜಯ–ಬೃಹದುಕ್ಥ–ಪಾರಾಶರ–ವಾಮದೇವ-ಜಾತುಕರ್ಣ-ತುರುಷ್ಕ-ಸೋಮಶುಷ್ಮ-ತೃಣಬಿಂದು-ವಾಜಿಂಜಯ

ಶ್ರವಸ-ವರ್ಷವರೂಥ-ಸನದ್ವಾಜ-ವಾಜಿರತ್ನ-ಹರ್ಯಶ್ವ-ಋಣಂಜಯ ತೃಣಂಜಯ-ಕೃತಂಜಯ-ಧನಂಜಯ-ಸತ್ಯಂಜಯ-ಸಹಂಜಯ-ಮಿಶ್ರಂಜಯ-ತ್ರ್ಯರುಣ-ತ್ರಿವೃಷ-ತ್ರಿಧಾಮುಶ್ವಿಂಜ-ಫಲಿಂಗು-ಉಖಾ-ಆತ್ರೇಯಶಾಖಾಃ ॥

ಎಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ಈ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಋಷಿಗಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದಿವ್ಯಾವದಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ—

ಏಕವಿಂಶತಿ ಅಧ್ವರ್ಯವಃ।...........ಅಧ್ವರ್ಯೂಣಾಂ ಮತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸರ್ವೇ ತೇಽಧ್ವರ್ಯವೋ ಭೂತ್ವಾ ಏಕವಿಂಶತಿಧಾ ಭಿನ್ನಾಃ। ತದ್ಯಥಾ— ಕಠಾಃ। ಕಾಣ್ವಾಃ। ವಾಜಸನೇಯಿನಃ। ಜಾತುಕರ್ಣಾಃ। ಪ್ರೋಷ್ಠ-ಪದಾ ಋಷಯಃ। ತತ್ರ ದಶ ಕಠಾ ದಶ ಕಾಣ್ವಾ ಏಕಾದಶ ವಾಜಸ-ನೇಯಿನಃ ತ್ರಯೋದಶ ಜಾತುಕರ್ಣಾಃ ಷೋಡಶ ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಃ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶದೃಷಯಃ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಧಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಏಕವಿಂಶತಿ (ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು) ಎಂದು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಶತಂ (ಒಂದು ನೂರು) ಎಂದಿರಬಹುದು. ದಿವ್ಯಾವದಾನಗ್ರಂಥದ ಗಣನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ೧೦ ಕಠ, ೧೦ ಕಾಣ್ವ, ೧೧ ವಾಜಸನೇಯ, ೧೩ ಜಾತೂಕರ್ಣ ಮತ್ತು ೧೬ ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ೬೦ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ೪೫ನ್ನು ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಾದರೆ ಈ ಬೌದ್ಧಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦೫ ಶಾಖೆಗಳಾಗುವುವು. ಯಾಜುಷಶಾಖೆಗಳ ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾಜುಷಶಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಯಾಜುಷ ಶಾಖೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳು ನನಗೆ ದೊರೆತಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯು ನಾಸಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಪಂಚವಟೀವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರದಾಜೀ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯರು ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯು. ಎರಡನೆ ಪಟ್ಟಿಯು ಅದೇ ನಾಸಿಕಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಪುತ್ರ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯಪ್ರಕಾರ ತಾವೇ ಒಂದು ನಕಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಮೊದಲನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜುಷಶಾಖೆಗಳ ವಿವರವು ಈರೀತಿ ಇರುವುದು.

ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯ ೧೭ ಮುಖ್ಯ ಭೇದಗಳು

	ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು.	ಅವುಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಹೆಸರು.
೧.	ಜಾಬಾಲಾಃ	ನರ್ಮದಾ ವಿಂಧ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದೇಶ
		(ಈ ಜಾಬಾಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ೨೬ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ)
೨.	ಬೌಧೇಯಾಃ	ಖಾಂದೇಶ (ಗೋದಾವರೀ ಮೂಲಪ್ರದೇಶ)

೩.	ಕಣ್ವಾಃ	ಗೋಮತೀನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಪ್ರದೇಶ
೪.	ಮಾಧ್ಯಂಜನಾಃ	ಸರಯೂನದಿಯ ತೀರಪ್ರದೇಶಗಳು
೫.	ಶಾಪೀಯಾಃ	ಅಮರಕಂಟಕ ನರ್ಮದಾಮೂಲಪ್ರದೇಶಗಳು
೬.	ಸ್ಥಾಪಾಯನೀಯಾಃ	ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ
೭.	ಕಾಪಾರಾಃ	ಮಾಲವದೇಶ
೮.	ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸಾಃ	ಮಾಲವದೇಶ
೯.	ಆವಟಿಕಾಃ	ಮಾಲವದೇಶ
೧೦.	ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ	ಗೌಡದೇಶ
೧೧.	ಪಾರಾಶರ್ಯಾಃ	ಮರುದೇಶ
೧೨.	ವೈಧೇಯಾಃ	ಗೌಡದೇಶ
೧೩.	ವೈನೇಯಾಃ	ಬೌಧ್ಯಪರ್ವತ
೧೪.	ಔಧೇಯಾಃ	ಗುರ್ಜರದೇಶ
೧೫.	ಗಾಲವಾಃ	ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶ

(ಈ ಗಾಲವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ೨೪ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ)

೧೬.	ಬೈಜವಾಃ	ನಾರಾಯಣಸರೋವರತೀರಪ್ರದೇಶ
೧೭.	ಕಾತ್ಯಾಯನಾಃ	ನರ್ಮದಾಸರೋವರತೀರಪ್ರದೇಶ

ಈಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ [ಪ್ರಥಮವಿಭಾಗ] ತೋರಿಸಿರುವ ೧ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ ಜಾಬಾಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ೨೬ ಪ್ರಭೇದಗಳು (ಒಳಭೇದಗಳು)—

೧.	ಉತ್ಕಲಾಃ	ಉತ್ಕೀಲ ಗೌಡದೇಶ
೨.	ಮೈಥಿಲಾಃ	ವಿದೇಹದೇಶ
೩.	ಶವರ್ಯಾಃ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತದೇಶ
೪.	ಕೌಶೀಲಾಃ	ಬಾಹ್ಲೀಕದೇಶ
೫.	ತೆಂತಿಲಾಃ	ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶ
೬.	ಬರ್ಹಿಶೀಲಾಃ	ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶ
೭.	ಖೇಟವಾಃ	ಖೈವಟದ್ವೀಪದೇಶ
೮.	ಡೋಂಭಿಲಾಃ	ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರದೇಶ
೯.	ಗೋಭಿಲಾಃ	ಗಂಡಕೀನದಿಯ ತೀರದೇಶ
೧೦.	ಗೌರವಾಃ	ಮದ್ರದೇಶ
೧೧.	ಸೌಭರಾಃ	ಕೌಶಿಕದೇಶ
೧೨.	ಜೃಂಭಕಾಃ	ಆರ್ಯಾವರ್ತದೇಶ
೧೩.	ಪೌಂಡ್ರಕಾಃ	ಕೋಸಲದೇಶ
೧೪.	ಹಾರೀತಾಃ	ಸರಸ್ವತೀತೀರಪ್ರದೇಶ
೧೫.	ಶೌಂಡಕಾಃ	ಹಿಮವದ್ದೇಶ

೧೬.	ರೌಹಿಣೇಯಾಃ	ಗುರ್ಜರದೇಶ
೧೭.	ಮಾಭರಾಃ	ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶ
೧೮.	ಲೈಂಗವಾಃ	ಕಲಿಂಗದೇಶ
೧೯.	ಮಾಂಡವಾಃ	ಗೌಡದೇಶ
೨೦.	ಭಾರವಾಃ	ಮರುದ್ದೇಶ
೨೧.	ಚೌಭಗಾಃ	ಮಥುರಾದೇಶ
೨೨.	ಟೌನಕಾಃ	ನೇಪಾಲದೇಶ
೨೩.	ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಾಃ	ಮಗಧದೇಶ
೨೪.	ಕಾರುಣ್ವೇಯಾಃ	ಮಗಧದೇಶ
೨೫.	ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಾಃ	ಹಿಮವದ್ದೇಶ
೨೬.	ಕಾಪಿಲಾಃ	ಆರ್ಯಾವರ್ತದೇಶ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ [ಪ್ರಥಮವಿಭಾಗದ] ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ೧೫ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ ಗಾಲವ ಶಾಖೆಯ ೨೪ ಪ್ರಭೇದಗಳು.

೧.	ಕಾಣಾಃ	ಗೌಡದೇಶ
೨.	ಕುಬ್ಜಾಃ	ಮಾಗಧದೇಶ
೩,	ಸಾರಸ್ವತಾಃ	ಸರಸ್ವತೀತೀರಪ್ರದೇಶ
೪.	ಅಂಗಜಾಃ	ಅಂಗದೇಶ
೫.	ವಂಗಜಾಃ	ವಂಗದೇಶ
೬.	ಭೃಂಗಜಾಃ	ಭೃಂಗದೇಶ
೭.	ಯಾವನಾಃ	ಸಂಗರದೇಶ
೮.	ಶೈವಜಾಃ	ಮರುದ್ದೇಶ
೯.	ಪಾಲೀ(ರೀ) ಭದ್ರಾಃ	ಸಿಂಕಲದೇಶ
೧೦.	ನೈಲವಾಃ	ಕೂರ್ಮದೇಶ
೧೧.	ವೈತಾನಲಾಃ	ನೇಪಾಲದೇಶ
೧೨.	ಜನಿಶ್ರವಾಃ	ಮತ್ಸ್ಯದೇಶ
೧೩.	ಭದ್ರಕಾಃ	ಬೌಧ್ಯಪರ್ವತದೇಶ
೧೪.	ಸೌಭರಾಃ	ಬೌಧ್ಯಪರ್ವತದೇಶ
೧೫.	ಕುಥೀಶ್ರವಾಃ	ಹಿಮವದ್ದೇಶ
೧೬.	ಬೌಧ್ಯಕಾಃ	ಬೌಧ್ಯಪರ್ವತದೇಶ
೧೭.	ಪಾಂಚಾಲಜಾಃ	ಪಾಂಚಾಲದೇಶ
೧೮.	ಊರ್ಧ್ವಾಂಗಜಾಃ	ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶ
೧೯.	ಕುಶೇಂದ್ರವಾಃ	ಕೂರ್ಮದೇಶ
೨೦.	ಪುಷ್ಕರಣೀಯಾಃ	ಮಾರವಾಡದೇಶ
೨೧.	ಜಯತ್ರವಾರಾಃ	ಮರುದ್ದೇಶ

೨೨.	ಊರ್ಧ್ವರೇತಸಃ	ಮರುದ್ದೇಶ
೨೩.	ಕಥಸಾಃ	ಗೋದಾವರೀ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ
೨೪.	ಪಾಲಾಶನೀಯಾಃ	ಗೋದಾವರೀ ದಕ್ಷಿಣದೇಶ

ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗ

೨. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯ ೧೫ ಮುಖ್ಯ ಭೇದಗಳು

೧.	ಕಣ್ವಾಃ	ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯ ತೀರಪ್ರದೇಶ
೨.	ಕಠಾಃ	ಗೋದಾವರೀ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರದೇಶ
೩.	ಪಿಂಜುಲಕಕಠಾಃ	ಕ್ರೌಂಚದ್ವೀಪ
೪.	ಜೃಂಭಕಕಠಾಃ	ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ
೫.	ಔದಲಕಠಾಃ	ಶಾಕದ್ವೀಪ
೬.	ಸಪಿಚ್ಛಲಕಠಾಃ	ಶಾಕದ್ವೀಪ
೭.	ಮುದ್ಗಲಕಠಾಃ	ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶ
೮.	ಶೃಗಲಕಠಾಃ	ಸೃಜಯದೇಶ
೯.	ಸೌಭರಕಠಾಃ	ಸಿಂಹಲದೇಶ
೧೦.	ಮೌರಸಕಠಾಃ	ಕುಶದ್ವೀಪ
೧೧.	ಚಂಚುಕಠಾಃ	ಯವನದೇಶ
೧೨.	ಯೋಗಕಠಾಃ	ಯವನದೇಶ
೧೩.	ಹಸಲಕಕಠಾಃ	ಯುವನದೇಶ
೧೪.	ದೌಸಲಕಠಾಃ	ಸಿಗಲಕಠ
೧೫.	ಘೋಷಕಠಾಃ	ಕ್ರೌಂಚದ್ವೀಪ

ತೃತೀಯ ವಿಭಾಗ

೩. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಶಾಖಾಭೇದಗಳು

ಪ್ರಥಮವರ್ಗ

೧.	ತೈತ್ತಿರೀಯಾಃ	ಗೋದಾವರೀ ದಕ್ಷಿಣದೇಶ
೨.	ಔಖ್ಯಾಃ	ಆಂಧ್ರದೇಶ

ದ್ವಿತೀಯವರ್ಗ

೩.	ಕಾಂಡಿಕೇಯಾಃ	ದಕ್ಷಿಣದೇಶ
೪.	ಆಪಸ್ತಂಬೀಯಾಃ	ಆಂಧ್ರದೇಶ
೫.	ಬೌಧಾಯನೀಯಾಃ	ಶೇಷದೇಶ

೬.	ಸಾತ್ಯಾಷಾಢೀಯಾಃ	ಕೃಷ್ಣಾತೀರಪ್ರದೇಶ
೭.	ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀಯಾಃ	ಪರಶುರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ
೮.	ಶೌಂಢೇಯಿಾ	ಮಾಲ್ಯಪರ್ವತದೇಶ

ಚತುರ್ಥ ವಿಭಾಗ

೪. (ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಾಂತರ್ಗತ) ಚರಕಶಾಖೆಯ ೧೨ ಪ್ರಭೇದಗಳು

೧.	ಚರಕಾಃ	ಪಶ್ಚಿಮದೇಶ
೨.	ಆಹ್ವರಕಾಃ	ನಾರಾಯಣಸರೋವರ ತೀರಪ್ರದೇಶ
೩.	ಕಠಾಃ	ಕರಘ್ನೆಯವನದೇಶ
೪.	ಪ್ರಾಚ್ಯಕಠಾಃ	ಕಠಘ್ನೆಯವನದೇಶ
೫.	ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠಾಃ	ಕಪಿಲಕಠಘ್ನೆಯವನದೇಶ
೬.	ಚಾರಾಯಣೀಯಾಃ	ಯವನದೇಶ
೭.	ವಾರ್ತಲವೇಯಾಃ	ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದೇಶ
೮.	ಶ್ವೇತಾಃ	ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ
೯.	ಶ್ವೇತತರಾಃ	ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ
೧೦.	ಔಪಮನ್ಯವಾಃ	ಕ್ರೌಂಚದ್ವೀಪ
೧೧.	ಪಾತಾಂಡನೀಯಾಃ	ಪಾತಾಂಡೀನಮರುತದೇಶ
೧೨.	ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಾಃ	ಗೋದಾವರೀದಕ್ಷಿಣದೇಶ

(ಈ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ೭ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ).

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ [ಚತುರ್ಥವಿಭಾಗ] ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ೧೨ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಶಾಖೆಯ ೭ ಪ್ರಭೇದಗಳು.

೧.	ಮಾನವಾಃ	ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶ
೨.	ದುಂದುಭಾಃ	ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶ
೩.	ಐಕೇಯಾಃ	ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶ
೪.	ವಾರಾಹಾಃ	ಮರುದ್ದೇಶ
೫.	ಹಾರಿದ್ರವೇಯಾಃ	ಗುರ್ಜರದೇಶ
೬.	ಶಾಮಾಃ	ಗೌಡದೇಶ
೭.	ಶಾಮಾಯನೀಯಾಃ	ಗೋದಾವರೀ ತೀರಪ್ರದೇಶ

ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಬಾಲಶಾಖಾ ಎನ್ನುವ ಕಡೆ ಜಾಬಾಲಾಃ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರಂತೆಯೇ ಬೌಧೇಯಶಾಖಾ, ಕಾಣ್ವಶಾಖಾ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳು ಶಾಖಾಕಾರರದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅಥರ್ವಣದ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.

ತತ್ರ ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿರ್ಭೇದಾ ಭವಂತಿ । ತದ್ಯಥಾ—
ಕಾಣ್ವಾಃ । ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ । ಜಾಬಾಲಾಃ । ಶಾಪೇಯಾಃ । ಶ್ವೇತಾಃ । ಶ್ವೇತತರಾಃ । ತಾಮ್ರಾಯಣೀಯಾಃ । ಪೌರ್ಣವತ್ಸಾಃ । ಆವಟಿಕಾಃ । ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ । ಹೌಷ್ಯಾಃ । ಧೌಷ್ಯಾಃ [ಔಖ್ಯಾಃ] । ಖಾಡಿಕಾಃ [ಖಾಂಡಿಕಾಃ] । ಆಹ್ವರಕಾಃ । ಚರಕಾಃ । ಮೈತ್ರಾಃ । ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಾಃ । ಹಾರಿಕರ್ಣಾಃ । ಶಾಲಾಯನೀಯಾಃ । ಮರ್ಚಕಠಾಃ । ಪ್ರಾಚ್ಯಕಠಾಃ । ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠಾಃ । ಉಪಲಾಃ । ತೈತ್ತಿರೀಯಾಶ್ಚೇತಿ ॥೨॥

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹತ್ತು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಥರ್ವಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಮುದ್ರಿತಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ.

ಈಗ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಪ್ರವಕ್ತೃವಾದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮುನಿಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ವಾಜಸನೇಯಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ವಿಷಯ

ಜನ್ಮದೇಶ

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಹೆಸರಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಾಂತವಿದ್ದಿತು. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವು ಆನರ್ತವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಚಮತ್ಕಾರಪುರವು ಆನರ್ತ ದೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟಣವು. ನಗರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಾಗರಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಉದ್ಭವಸ್ಥಾನವು ಇದೇ. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ ನಾಗರಖಂಡದ (೧೭೫-೫೫) ಪ್ರಕಾರ ಚಮತ್ಕಾರಪುರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರ ಆಶ್ರಮವಿದ್ದಿತು. ಯೋಗಿಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪೂರ್ವಖಂಡ (೧-೧) ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿ (೧-೨) ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನು ಮಿಥಿಲಸ್ಥ ಎಂದರೆ ಮಿಥಿಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜನಕರಾಜನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹವಿದ್ದಕಾರಣ ಮಿಥಿಲೆಯೂ ಸಹ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು.

ಕುಲ, ಗೋತ್ರ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು

ವಾಯುಪುರಾಣ (೬೧-೨೧) ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗ (೩೫-೨೪) ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಪುರಾ (೩-೫-೩) ದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮರಾತ ಎಂದು. ವಾಯುಪುರಾಣದ (೬೦-೪೧) ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮವಾಹರೆಂದಾಗುವುದು. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ (೧೨-೬-೬೪) ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರು ದೇವರಾತರೆಂದಿದ್ದಿತು. ಶುನಃಶೇಪನ ಹೆಸರೂ ದೇವರಾತನೆಂದು. ಈ ಶುನಃಶೇಪನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಯ ಪುತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿತು. ವಾಯುಪುರಾಣದ (೯೧-೯೩) ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವರಥರೆಂದಿದ್ದಿತು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಕುಲದವರು ಕೌಶಿಕರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಯುಪುರಾಣ (೯೧-೯೮) ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗ (೬೬-೭೦) ದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಕುಲದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನಪರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ (೭-೫೧) ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನು ವಿಖ್ಯಾತ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಸೂಚನೆಮಾಡಿ ಇವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೇ ದಿಗಂತವ್ಯಾಪ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ದೇವರಾತನ ಪುತ್ರನೇ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು. ದೇವರಾತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾತನೆಂಬ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಾತನ ಪುತ್ರರಿರಬಹುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸರಿಹೋಗುವುದು. ಅಥವಾ ದೇವರಾತನೇ ಬ್ರಹ್ಮರಾತನೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮರಾತರೆಂದೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ವರ್ಣನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದಲ್ಲಿರುವ (೩೧೫-೪) ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಅದರಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ದೇವರಾತರೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗುವುದು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಯ ಟೀಕೆಯ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವರೂಪರೆಂಬುವರು ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುವುದು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಯಜ್ಞವಲ್ಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಇತಿ ಪೌರಾಣಿಕಾಃ । ತದಪತ್ಯಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ (೧-೧)

ಎಂದರೆ—ಪೌರಾಣಿಕರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಜ್ಞವಲ್ಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬ್ರಹ್ಮ (ಪ್ರಜಾಪತಿ) ನಿದ್ದನು. ಅವನ ಪುತ್ರನೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೆಂದು ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೬೦-೪೨) ಬರೆದಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಂಗಾತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಃ ।

ಎಂದರೆ—ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದವರು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ—

ಅಥಾನ್ಯಸ್ತತ್ರ ವೈ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತು ಸುತಃ ಕವಿಃ (೩೪-೪೪)

ಎಂದರೆ—ಯಾಜ್ಞವಲ ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದಿದೆ.

ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಮುನಿಗೆ ವೈಶಂಪಾಯನನೆಂಬ ಓರ್ವ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ವೈಶಂಪಾಯನನು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರಕಾಚಾರ್ಯನೂ ಈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಸೋದರಮಾವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ೩೨೩ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಒರೆದಿದೆ—

ಕೃತ್ವಾ ಚಾಧ್ಯಯನಂ ತೇಷಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಶತಮುತ್ತಮಂ ।
ವಿಪ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ಸಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಮಾತುಲಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ ೧೭ ॥

ಎಂದರೆ—ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ರಚಿಸಿದೆನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿದೆನು. ಈ ವಿಚಾರವು ನನ್ನ ಸೋದರಮಾವನಾದ ವೈಶಂಪಾಯಮುನಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇವರ ಮಾವನಾದ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಚರಕಶಾಖೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಪ್ರಚಾರವು ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ ನಾಗರಖಂಡ, ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩೦ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ—

ಏವಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಾಪನ್ನೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ।
ಕೃತ್ವೋಪನಿಷದಂ ಚಾರು ವೇದಾರ್ಥೈಃ ಸಕಲೈರ್ಯುತಂ ॥ ೭೦ ॥
ಜನಕಾಯ ನರೇಂದ್ರಾಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಚ ತತಃ ಪರಂ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನಂ ಸುತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೇದಸೂತ್ರಸ್ಯ ಕಾರಕಂ ॥ ೭೧ ॥

ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ೧೩೧ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ಕಾತ್ಯಾಯನಾಭಿಧಂ ಚ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾವಿಚಕ್ಷಣಂ ॥ ೪೮ ॥
ಪುತ್ರೋ ವರರುಚಿರ್ಯಸ್ಯ ಬಭೂವ ಗುಣಸಾಗರಃ ॥ ೪೯ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ—ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪುತ್ರರು ಕಾತ್ಯಾಯನರು ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನರ ಪುತ್ರರು ವರರುಚಿ ಎಂಬುವರು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಕೌಶಿಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಮಗನಾದ ಕಾತ್ಯಾಯನರೂ ಸಹ ಕೌಶಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾತ್ಯಾಯನಪ್ರಣೀತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸೂತ್ರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ—

ಸೋಽಹಂ ಕೌಶಿಕಪಕ್ಷಃ ಶಿಷ್ಯಃ (ಖಂಡ ೧೧)

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ—ನಾನು ಕಾತ್ಯಾಯನನು, ಕೌಶಿಕಪಕ್ಷದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಯಜ್ಞಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕಾತ್ಯಾಯನಋಷಿಯೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪುತ್ರನು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಇಬ್ಬರಿರಬಹುದೇ ?

ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೪-೪) ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ತತಶ್ಚ ವಿಶ್ವಸಹೋ ಜಜ್ಞೇ ॥ ೧೦೬ ॥ ತಸ್ಮಾದ್ಧಿರಣ್ಯನಾಭಃ । ಯೋ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರಾಜ್ಜೈಮಿನೇಶ್ಶಿಷ್ಯಾದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾದ್ಯೋಗಮವಾಪ ॥ ೧೦೭ ॥

ಎಂದರೆ—ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾದಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಾಲದನಂತರ ವಿಶ್ವರಥನೆಂಬ ಓರ್ವ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನಿಂದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭನು ಉತ್ಪನ್ನನಾದನು. ಅವನು ಜೈಮಿನಿಯ ಶಿಷ್ಯರೂ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರರೂ ಆದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತನು.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿಯೂ (೯-೧೨-೩, ೪) ಸಹ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಿರಣ್ಯನಾಭನ ನಂತರ ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆಡನೆಯವನು ಬೃಹದ್ಬಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಕೋಸಲರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನು ಅರ್ಜುನಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಭಾರತಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ **ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಮಯೇರಿತಾಃ** ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯರಾದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಹಸ್ತಿನಾಪುರವಾಸಿಯಾದ ಮಹಾರಾಜ ಹಸ್ತಿ ಎಂಬುವನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾದ ದ್ವಿಜಮೀಢನ ನಂತರ ಎಂಟನೆಯ ರಾಜನು ಕೃತನೆಂಬುವನು. ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೪-೧೯)—

ಕೃತಃ ಪುತ್ರೋಽಭೂತ್ ॥ ೫೦ ॥ ಯಂ ಹಿರಣ್ಯನಾಭೋ ಯೋಗಮಧ್ಯಾ-
ಪಯಾಮಾಸ ॥ ೫೧ ॥ ಯಶ್ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಸಾಮಗಾನಾಂ
ಸಂಹಿತಾಶ್ಚಕಾರ ॥ ೫೨ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ—ಕೃತನು ಹಿರಣ್ಯನಾಭನಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತನು. ಈ ಹಿರಣ್ಯನಾಭನೇ ಪ್ರಾಚ್ಯಸಾಮಗಳ ೨೪ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಕಾರನು.

ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೯೯-೧೯೦) ಇದೇ ಹಿರಣ್ಯನಾಭನ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಥುಮಮುನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಧ್ಯಾಯ ೬೪ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ವ್ಯುಷಿತಾಶ್ವಸುತಶ್ಚಾಪಿ ರಾಜಾ ವಿಶ್ವಸಹಃ ಕಿಲ ॥ ೨೦೬ ॥
ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಕೌಸಲ್ಯೋ ವರಿಷ್ಠಸ್ತತ್ಸುತೋಽಭವತ್ ।
ಪೌಷ್ಪಂಜೇಶ್ಚ ಸ ವೈ ಶಿಷ್ಯಃ ಸ್ಮೃತಃ ಪ್ರಾಚ್ಯೇಷು ಸಾಮಸು ॥ ೨೦೭ ॥
ಶತಾನಿ ಸಂಹಿತಾನಾಂ ತು ಪಂಚ ಯೋಽಧೀತವಾಂಸ್ತತಃ ।
ತಸ್ಮಾದಧಿಗತೋ ಯೋಗೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇನ ಧೀಮತಾ ॥ ೨೦೮ ॥

ಎಂದರೆ—ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಪೌಷ್ಪಂಜಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಕೌಸಲ್ಯರಿಂದ ಯೋಗವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು.

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪಾಠವು ಬಹಳ ತಪ್ಪಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ.

ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮುಂತಾದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಶಾಖಾಪ್ರವಚನಕಾರರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ
|
ಜೈಮಿನಿ
|
ಸುಮಂತು
|
ಸುತ್ವಾ
|
ಸುಕರ್ಮಾ
|
ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಕೌಸಲ್ಯ (ನರಾಧಿಪ) ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಾಮಗ — **ಪೌಷ್ಪಂಜಿ**

ಪೌಷ್ಪಂಜಿ: **ಲೌಗಾಕ್ಷಿ** — **ಕುಥುಮ ಇತ್ಯಾದಿ**

ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಣ್ಯನಾಭನು ಮಹಾಭಾರತಕಾಲದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ವಂಶಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದವನಾದ ಬೃಹದ್ಬಲನಿಗಿಂತಲೂ ಹನ್ನೆರಡು ತಲೆ ಹಿಂದಿನವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಮೊದಲನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಇರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಾಜಸನೇಯಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಜೈಮಿನಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯನಾಭಕೌಸಲ್ಯನ ಗುರುವಾದ ಯಾಜ್ಞ-ವಲ್ಕ್ಯ. ಆದರೆ ಪುರಾಣದ ಪಾಠವೇ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಂಭವವುಂಟು ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯನಾಭಕೌಸಲ್ಯರೆಂಬುವರು ಇಬ್ಬರಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೃಹದ್ಬಲನಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಸಲ ರಾಜರ ಕಾಲವು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜೈಮಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರೇ ಕೆಲವರಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಜೈಮಿನಿಯ ಗುರು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನವ್ಯಾಸರಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿನ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಸರೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ, ನಾಗರಖಂಡದ (೫-೬) ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜನಾದ ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತೃವಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಾಜಸನೇಯಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಗುರು

ವಾಜಸನೇಯಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರಕಾಚಾರ್ಯರಾದ ವೈಶಂಪಾಯನರು. ಈ ಗುರುವಿನೊಡನೆ ಅವರು ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ಉದ್ದಾಲಕಆರುಣಿಯೆಂದು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ (೧೪-೯-೩-೧೫ ರಿಂದ ೨೦) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ ನಾಗರಖಂಡದ ೧೭೯ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಗುರುವು ಭಾರ್ಗವಾನ್ವಯಸಂಭೂತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಶಾರ್ದೂಲ ಶಾಕಲ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಶಾಕಲ್ಯರು ವರ್ಧಮಾನಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರಾಜನಾದ ಸುಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಒಬ್ಬ ದೀರ್ಘಜೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

ಖಾಂಡವವನ ದಹನದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಉಳಿದ ಮಯನೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ರಾಕ್ಷಸನು, ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳೂ ಮತ್ತು ರಾಜಸಮೂಹವೂ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವುದು—

ತಿತ್ತಿರಿರ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚ ಸಸುತೋ ರೋಮಹರ್ಷಣಃ ॥ ೧೮ ॥

ಅನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಾಜಸೂಯಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯೂ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದ ೩೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು—

ತತೋ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ರಾಜನ್ನೃತ್ವಿಜಃ ಸಮುಪಾನಯತ್ ॥ ೩೩ ॥
ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಮಕರೋತ್ತಸ್ಯ ಸತ್ಯವತೀಸುತಃ ।
ಧನಂಜಯಾನಾಮೃಷಭಃ ಸುಸಾಮಾ ಸಾಮಗೋಽಭವತ್ ॥ ೩೪ ॥
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಬಭೂವಾಥ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠೋಽಧ್ವರ್ಯುಸತ್ತಮಃ ।
ಪೈಲೋ ಹೋತಾ ವಸೋಃ ಪುತ್ರೋ ಧೌಮ್ಯೇನ ಸಹಿತೋಽಭವತ್ ॥ ೩೫ ॥

ಎಂದರೆ—ಆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತೀಪುತ್ರನಾದ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಸಾಮನು ಉದ್ಗಾತೃವಾಗಿಯೂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಅಧ್ವರ್ಯುವಾಗಿಯೂ, ಪೈಲನು ಹೋತ್ರನಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ರಾಜಸೂಯಯಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅವಭೃತಸ್ನಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪರ್ವದ ೭೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮುಂತಾದ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ—

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಚ ಕಪಿಲಂ ಕಪಾಲಂ (ಕಾಲಾಪಂ?) ಕೌಶಿಕಂ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಋತ್ವಿಕ್ಪ್ರವರಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಸತ್ಕೃತಾನ್ ॥ ೬ ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೆಂಬ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ—

ಅಯಂ ಪೈಲೋಽಥ ಕೌಂತೇಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ ೩ ॥

ಮುಂದೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೋಜನಮಾಡಿಸಿದನೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮುನಿಯೂ ಒಬ್ಬನು—

ದ್ವೈಪಾಯನಂ ನಾರದಂ ಚ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಂ ತಪೋಧನಂ ।
ಭಾರದ್ವಾಜಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಹರಿಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಯತ್ನವಾನ್ ॥ ೧೨ ॥

ಧರ್ಮರಾಜನ ಅನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನು ೬೦ ವರ್ಷಗಳೂ ಬಳಿಕ ಜನಮೇಜಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಶತಾನೀಕರಾಜನು ೮೦ ವರ್ಷಗಳೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ಈ ಶತಾನೀಕನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದನೆಂದು ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೪-೨೧) ಹೇಳಿದೆ—

ಜನಮೇಜಯಸ್ಯಾಪಿ ಶತಾನೀಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೩ ॥ ಯೋಽಸೌ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾದ್ವೇದಮಧೀತ್ಯ ಕೃಪಾದಸ್ತ್ರಾಣ್ಯವಾಪ್ಯ ವಿಷಮವಿಷಯ-ವಿರಕ್ತಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಶೌನಕೋಪದೇಶಾದಾತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರವೀಣಃ ಪರಂ ನಿರ್ವಾಣಮವಾಪ್ಸ್ಯತಿ ॥ ೪ ॥

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಆಯುಸ್ಸು ೧೦೮ ಎಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ೨೩ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ೪೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ ಅವರ ವಯಃಪರಿಮಿತಿಯು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ರಾಜಸೂಯಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ	೪೦ ವರ್ಷ
ರಾಜಸೂಯಯಾಗನಂತರ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವವರಿಗೆ	೧೦ ,,
ವನವಾಸ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ	೧೩ ,,
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಕಾಲ	೩೬ ,,
ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದಕಾಲ	೬೦ ,,
ಜನಮೇಜಯ ಮತ್ತು ಶತಾನೀಕರ ಕಾಲ	೮೦ ,,
	ಒಟ್ಟು ೨೩೯ ವರ್ಷಗಳು

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಜೀವಮಾನದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುವೆವು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುರುವೂ ಸೋದರಮಾವನೂ ಆದ ವೈಶಂಪಾಯನಮುನಿಯೊಡನೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ ೩೩-೩೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ) ವಿವಾದಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ಲಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ವಮನಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆಂದೂ ಅದನ್ನು ವೈಶಂಪಾಯನರ ಶಿಷ್ಯರು ತಿತ್ತಿರಿಪಕ್ಷಿರೂಪದಿಂದ ವಮನಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆಂದೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೇದಕ್ಕೆ (ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ) ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತೆಂದೂ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಬಳಿಕ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದನನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸೂರ್ಯನು ವಾಜಿ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಪೈಕಿ ಜಾಬಾಲರೇ ಮೊದಲಾದ ೧೫ ಮಂದಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು. ಈ ೧೫ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೇ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಶಾಖಾಕಾರರಾದರು. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು. ಮೈತ್ರೇಯಿೞ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಎಂದು ಅವರ ಹೆಸರು. ಮೈತ್ರೇಯಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿನಿಯಾಗಿ ವೇದಾಂತತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು. ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯೂ ಸಹ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತಳಾಗಿದ್ದಳು. ವಿದೇಹರಾಜನಾದ ಜನಕನೊಡನೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹವಿದ್ದಿತು. ಆ ರಾಜನೊಡನೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ವೇದಾಂತವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಇವರು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಜನಕನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮಿಥಿಲಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಇವರು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇವರು ಪರಮ ಯೋಗೀಶ್ವರರು. **ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ** ಎಂದು ವಚನವಿರುವುದು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು

ವಾಜಸನೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೇ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಇದಲ್ಲದೆ—

೧. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶಿಕ್ಷಾ
೨. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿ
೩. ಯೋಗಿಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ

ಈ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳೂ ವಾಜಸನೇಯಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾದವು. ಅಥವಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು. ಸುಮಾರು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂಬುವರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೇ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದರೆಂದೂ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನದೆಂತಲೂ, ಈ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂತಲೂ, ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾಧ್ಯಾಯದ ಯತಿಧರ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ—

ಜ್ಞೇಯಮಾರಣ್ಯಕಮಹಂ ಯದಾದಿತ್ಯಾದವಾಪ್ತವಾನ್ ।
ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚ ಮತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಯೋಗಮಭೀಪ್ಸತಾ ॥ ೧೧೦ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಯೋಗವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ನನ್ನಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ (೧-೧) ಅವರನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ವರರೆಂದೂ (೧-೨) ಮತ್ತು (೩-೩೨೪) ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಂದ್ರರೆಂದೂ ವರ್ಣಿಸಿದಾರೆ. ಯೋಗಿಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಭಾಗವು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಣಭಟ್ಟನೆಂಬುವನು ತಾನು ರಚಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ-ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಉದಹರಿಸಿದಾನೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಈಚೆಗೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಕರಾಜ

ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ೩೧೫ ನೆಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ—ಗಾಂಗೇಯ ಭೀಷ್ಮನು ಶರಶಯ್ಯಾಶಾಯಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಜನಕರಾಜ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ—

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮೃಷಿೀ ದೈವರಾತಿರ್ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛ ಜನಕೋ ರಾಜಾ ಪ್ರಶ್ನಂ ಪ್ರಶ್ನವಿದಾಂ ವರಃ ॥ ೪ ॥

ಇಲ್ಲಿ ದೈವರಾತಿಃ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೈವರಾತಿಂ ಎಂದಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಶೇಷಣವು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೇ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ದೇವರಾತಿಯ ಮಗನಾದುದರಿಂದ ದೈವರಾತಿಯೆಂದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾಗವತಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ದೇವರಾತ ಎಂದಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

ಇದಾದನಂತರ ಭೀಷ್ಮನು ಜನಕಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸಂಗವಶದಿಂದ ೩೨೩ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವನು. ಅವರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಹೊಂದಿದ ಕ್ರಮವೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಚಾರವಾದ ಕ್ರಮವೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಜನಕರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು—ಎಲೈ ಮಹಾರಾಜನೇ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಸುಮಂತು, ಪೈಲ, ಜೈಮಿನಿಗಳು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರಾಜನಾದ ವಿಶ್ವಾವಸುವಿನೊಡನೆ ವೇದಾಂತವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಸಂವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನಕರಾಜನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮುನಿಗೂ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಬಹಳವಾದ ಧನಕನಕರತ್ನಾದ್ಯನೇಕವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಗೋವುಗಳನ್ನೂ ದಾನಮಾಡಿ, ವಿದೇಹರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನು ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನೆಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ.

ಹದಿನೈದು ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖೆಗಳು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ೧೫ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳುಂಟಾದವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಈ ಶಾಖಾಕಾರರಾದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವಾಜಸನೇಯರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪುರಾಣದ ೬೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಈರೀತಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ—

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತೇ ಕಣ್ವವೈಧೇಯಶಾಲಿನಃ ॥ ೨೪ ॥
ಮಧ್ಯಂದಿನಶ್ಚ ಶಾಪೇಯಿಾ ವಿದಿಗ್ಧಶ್ಚಾಪ್ಯ ಉದ್ದಲಃ ।
ತಾಮ್ರಾಯಣಶ್ಚ ವಾತ್ಸ್ಯಶ್ಚ ತಥಾ ಗಾಲವಶೈಷಿರೀ ॥ ೨೫ ॥
ಆಟವೀ ಚ ತಥಾ ಪರ್ಣೀ ವೀರಣೀ ಸಪರಾಯಣಃ ।
ಇತ್ಯೇತೇ ವಾಜಿನಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶ ಪಂಚ ಚ ಸಂಸ್ಮೃತಾಃ ॥ ೨೬ ॥

ಇದೇವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗ ೩೫ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ—

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತೇ ಕಣ್ವೋ ಬೌಧೇಯ ಏವ ಚ ।
ಮಧ್ಯಂದಿನಸ್ತು ಸಾಪತ್ಯೋ ವೈಧೇಯಶ್ಚಾದ್ಧಬೌದ್ಧಕೌ ॥ ೨೮ ॥
ತಾಪನೀಯಾಶ್ಚ ವತ್ಸಾಶ್ಚ ತಥಾ ಜಾಬಾಲಕೇವಲೌ ।
ಆವಟೀ ಚ ತಥಾ ಪುಂಡ್ರೋ ವೈಣೋಯಃ ಸಪರಾಶರಃ ॥ ೨೯ ॥
ಇತ್ಯೇತೇ ವಾಜಿನಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶ ಪಂಚ ಚ ಸತ್ತಮಾಃ ।

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಪಾಠಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ವಾಜಸನೇಯಾ ನಾಮ ಪಂಚದಶಭೇದಾ ಭವಂತಿ—

ಜಾಬಾಲಾಃ	ಬೌಧಾಯನಾಃ	ಕಾಣ್ವಾಃ	ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ	ಶಾಫೇಯಾಃ
ತಾಪನೀಯಾಃ	ಕಪೋಲಾಃ	ಪೌಂಡರವತ್ಸಾಃ	ಆವಟಿಕಾಃ	ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ
ಪಾರಾಶರಾಃ	ವೈಣೇಯಾಃ	ವೈಧೇಯಾಃ	ಅದ್ಧಾಃ	ಬೌಧೇಯಾಶ್ಚೇತಿ ।

ಅದೇ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ—

ಕಾಣ್ವಾಃ	ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ	ಶಾಬೀಯಾಃ	ತಾಪಾಯನೀಯಾಃ	ಕಾಪಾಲಾಃ
ಪೌಂಡರವತ್ಸಾಃ	ಆವಟಿಕಾಃ	ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ	ಪಾರಾಶರ್ಯಾಃ	ಬೌಧೇಯಾ
ನೈನೇಯಾಃ	ಗಾಲವಾಃ	ಔಧೇಯಾಃ	ಬೈಜವಾಃ	ಕಾತ್ಯಾಯನೀಯಾಶ್ಚೇತಿ।

ಚೌಖಾಂಬಾಮುದ್ರಿತವಾದ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೆಯ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಾಹೋರು ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸಿನ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪಾಠವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ಜಾಬಾಲಾಃ	ಗೌಧೇಯಾಃ	ಕಾಣ್ವಾಃ	ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ	ಶ್ಯಾಮಾಃ
ಶ್ಯಾಮಾಯನೀಯಾಃ	ಗಾಲವಾಃ	ಪಿಂಗಲಾಃ	ವತ್ಸಾಃ	ಆವಟಿಕಾಃ
ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ	ಪಾರಾಶರ್ಯಾಃ	ವೈಣೇಯಾಃ	ವೈಧೇಯಾಃ	ಗಾಲವಾಃ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪಾಠವೂ ಸಹ ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದುದು—

ಜಾಬಾಲಾಃ	ಬೌಧೇಯಾಃ	ಕಾಣ್ವಾಃ	ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ	ಶಾಪೇಯಾಃ
ತಾಪಾಯನೀಯಾಃ	ಕಾಪೋಲಾಃ	ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸಾಃ	ಆವಟಿಕಾಃ	ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ
ಪರಾಶರಾಃ	ವೈನತೇಯಾಃ	ಬೌಧೇಯಾಃ	ಕೌಂತೇಯಾಃ	ಬೈಜವಾಪಾಶ್ಚೇತಿ।

ಮಹೀಧರನು ತನ್ನ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ—

ಜಾಬಾಲ–ಬೌಧೇಯ–ಕಾಣ್ವ–ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾದಿಭ್ಯಃ ಪಂಚದಶಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ।

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು—

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಶಿಷ್ಟಗ್ರಂಥ.	ವಾಯುಪುರಾಣ.	ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಪುರಾಣ	ಚರಣವ್ಯೂಹ. ಪಾಠ ೧.	ಚರಣವ್ಯೂಹ. ಪಾಠ ೨.	ಮುದ್ರಿತ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯ.
ಜಾಬಾಲಾಃ		ಜಾಬಾಲಾಃ	ಜಾಬಾಲಾಃ		
ಬೌಧೇಯಾಃ		ಬೌಧೇಯಾಃ	ಬೌಧಾಯನಾಃ	ಔಧೇಯಾಃ	ಔಧೇಯಾಃ
ಕಾಣ್ವಾಃ	ಕಣ್ವಃ	ಕಣ್ವಃ	ಕಣ್ವಃ	ಕಣ್ವಃ	ಕಣ್ವಃ
ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ	ಮಧ್ಯಂದಿನಃ	ಮಧ್ಯಂದಿನಃ	ಮಧ್ಯಂದಿನಃ	ಮಧ್ಯಂದಿನಃ	ಮಧ್ಯಂದಿನಃ
ಶಾಪೇಯಾಃ	ಶಾಪೇಯಿಾ	ಸಾಪತ್ಯಃ	ಶಾಫೇಯಾಃ	ಶಾಬೀಯಾಃ	ಶಾಬೀಯಾಃ
ತಾಪಾಯನೀಯಾಃ	ತಾಮ್ರಾಯಣಶ್ಚ	ತಾಮ್ರಾಯಣಶ್ಚ	ತಾಮ್ರಾಯಣಶ್ಚ	ತಾಪಾಯನೀಯಾಃ	ತಾಪಾಯನೀಯಾಃ
ಕಾಪೋಲಾಃ		ಕೇವಲ	ಕಪೋಲಾಃ	ಕಾಪಾಲಾಃ	ಕಾಪಾಲಾಃ
ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸಾಃ	ವಾತ್ಸ್ಯಃ	ವತ್ಸಾಃ	ಪೌಂಡಗವತ್ಸಾಃ	ಪೌಂಡರವತ್ಸಾಃ	ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸಾಃ
ಆವಟಿಕಾಃ	ಆಟವೀ	ಆಟವೀ	ಆವಟೀ	ಆವಟೀ	ಆವಟೀ
ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ			ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ	ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ	ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ
ಪಾರಾಶರಾಃ	ಪರಾಯಣಃ	ಪರಾಶರಃ	ಪರಾಶರಃ	ಪಾರಾಶರ್ಯಾಃ	ಪಾರಾಶರ್ಯಾಃ
ವೈನತೇಯಾಃ	ವೀರಣೀ	ವೈಣೋಯಃ	ವೈಣೇಯಾಃ	ನೈನೇಯಾಃ	ವೈನೇಯಾಃ
ವೈಧೇಯಾಃ	ವೈಧೇಯಃ	ವೈಧೇಯಃ	ವೈಧೇಯಃ	ವೈಧೇಯಃ	ವೈಧೇಯಃ
ಕೌಂತೇಯಾಃ					
ಬೈಜವಾಪಾಃ				ಬೈಜವಾಃ	
	ಶಾಲಿನ				
	ವಿದಗ್ಧ				
	ಉದ್ವಲ				
	ಗಾಲವ				ಗಾಲವಾಃ
	ಶೈಶಿರೀ				
	ಪರ್ಣೀ	ಪುಂಡ್ರಃ			
		ಅದ್ಧ	ಅದ್ಧಾ	ಔಧೇಯಾಃ	ಔಧೇಯಾಃ
		ಬೌದ್ಧಕ	ಬೌಧೇಯಾಃ		
				ಕಾತ್ಯಾಯನೀಯಾಃ	ಕಾತ್ಯಾಯನೀಯಾಃ
					ಪಿಂಗಲಾಃ

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಶಾಖಾಕಾರರುಗಳ ಈ ಒಟ್ಟು ೨೫ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ೧೦ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ೨೫ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳ ಅಪಭ್ರಂಶಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಲೇಖಕರ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಪಾಠವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ೧೪ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ **ಕೌಂತೇಯಾಃ** ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ **ಔಧೇಯಾಃ** ಅಥವಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಯಾಃ ಎಂದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನು ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಲಾಗುವುದು.

೧. ಜಾಬಾಲಾಃ

ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮಹಾಶಾಲ ಸತ್ಯಕಾಮಜಾಬಾಲರೇ ಈ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರವಚನಕಾರರೆಂದು ನಮ್ಮ ಊಹೆಯು. ಇವರು ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಜನಕರಾಜನ ಸಮಕಾಲೀನರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ ೭-೫೫ ರ ಪ್ರಕಾರ ಓರ್ವ ಜಾಬಾಲಿಯು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಕುಲ

ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಗೋತ್ರಕಾರನೂ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ ನಾಗರಖಂಡದ (೧೧೨-೨೪) ಪ್ರಕಾರ ಜಾಬಾಲಗೋತ್ರದವರು ನಗರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ (೧೯೮-೪) ಸಹ ಜಾಬಾಲರು ಕೌಶಿಕರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಾರೆ. ವಾಯು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಪಾಠವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಬಾಲರ ವಿಷಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಜೈಮಿನೀಯ ಉಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೩-೭-೨) ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಈಗಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಶಾಖೆಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಜಾಬಾಲಶ್ರುತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನವು ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ೨ನೆಯ ಭಾಗದ ೯೪, ೯೫ನೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬೃಹಜ್ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತೆಂಬುವದು ನವೀನವಾಗಿರುವುದಾದರೂ ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೩-೪-೨೦) ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಕೃತಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೩-೩-೩೭) ಜಾಬಾಲಪರವಾದ ಲೇಖನವಿದೆ. ಜಾಬಾಲಶ್ರುತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವಚನವು ಮದನಪಾರಿಜಾತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ೧೧೨ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ. ಗೌತಮಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಮಸ್ಕರೀಭಾಷ್ಯದ ೨೮, ೬೧, ೬೬, ೮೫, ೮೬ ಮತ್ತು ೨೪೭ನೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬಾಲಶ್ರುತಿಯ ವಿಷಯಕವಾದ ಉಲ್ಲೇಖನಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ೨೬೭, ೩೪೯ನೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಬಾಲಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನಮುನಿಪ್ರಣೀತವಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೌತ್ರಸೂತ್ರವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ತರ್ಕಉಪಾಧ್ಯಾಯನ ಭಾಷ್ಯವೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ಭಾಷ್ಯದ ೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೮ನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ—

ನವವತೀಶ್ಚಿ ಕೀರ್ಷೇತ್-ಇತಿ ಜಾಬಾಲಾಃ।

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಾಬಾಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಋಕ್ಕುಗಳ ಆದಿಯು ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತರ್ಕಉಪಾಧ್ಯಾಯನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಋಕ್ಕುಗಳ ಪಾಠವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ, ಕೆಲವು ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೌತ್ರಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಪಾಠ (ಮಂತ್ರಗಳ ಆದಿಯು) ಮಾತ್ರವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಜಾಬಾಲಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಜಾಬಾಲಶ್ರುತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಪತಿಗರ್ಗರು ತಮ್ಮ ಪಾರಸ್ಕರಗೃಹ್ಯಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ದಕ್ಷಿಣಪೂರ್ವೇದ್ವಾರೇ ದ್ವ್ಯರತ್ನಿಕೇ ಜಾಬಾಲಶ್ರುತೇರೇತದುಪಲಬ್ಧಂ।

೨. ಬೌಧೇಯಾಃ

ಋಗ್ವೇದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಗೀರಸಗೋತ್ರದವನಾದ ಬೋಧನ ಮಗ ಬೌಧ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆ ಬೌಧ್ಯನೇ ಈ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದನು. ಬೇರೆ ಗೋತ್ರದವನಾದ ಬೋಧನ ಮಗನನ್ನು ಬಾಧಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೌಧೇಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬೋಧ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಗೋತ್ರದೊಡನೆ ಈ ಶಾಖಾಕಾರನ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಜನಮೇಜಯರಾಯನ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಪಿಂಗಳ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋತ್ವಿಜರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಯಜುರ್ವೇದೀಯರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದಿ-ಪರ್ವದ ೪೮ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ—

ಬ್ರಹ್ಮಾಭವಚ್ಛಾರ್ಙ್ಗರವೋ ಅಧ್ವರ್ಯುರ್ಬೋಧಿಪಿಂಗಲಃ ॥ ೬ ॥

ಎಂದರೆ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಙ್ಗರವ ಎಂಬುವರು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜರೂ ಬೋಧಿಪಿಂಗಲನೆಂಬುವರು ಅಧ್ವರ್ಯುವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬೋಧಿಪಿಂಗಳರಿಗೆ ಬೌಧೇಯರೊಡನೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಚರಣವ್ಯೂಹಗ್ರಂಥದ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಧೇಯ ಎಂದಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಧಾಯನ ಎಂಬ ಪಾಠವೂ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಬೌಧಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಮತ್ತು ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಗಳ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದೊಡನೆ ಇರುವುದಾದರೂ ಕಾಣ್ವಶತಪಥದೊಡನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು. ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭೂಮಿಕೆಯ ೯೪-೧೦೧ನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೌಧೇಯ ಮತ್ತು ಬೌಧಾಯನ ಎಂಬುವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಬೇರೆಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೩. ಕಾಣ್ವಾಃ

ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರತಿರುವುವು. ವೆಬರ್ ಎಂಬ ಪಂಡಿತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸನ್ ೧೮೫೨ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಹಿತೆಯುನ್ನು ಮುದ್ರಣಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸನ್ ೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣವು ಮುದ್ರಿತವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಕರಣವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿತವಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಂಥಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣವು ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ೩೨೮ ಅನುವಾಕಗಳೂ ೨೦೮೬ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ—

ಪ್ರಥಮದಶಕ—

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕ	ಮಂತ್ರ
೧	೧೦	೫೦
೨	೭	೬೦
೩	೯	೭೬
೪	೧೦	೪೯
೫	೧೦	೫೫
೬	೮	೫೦
೭	೨೨	೪೦
೮	೨೨	೩೨
೯	೭	೪೬
೧೦	೬	೪೩
	೧೧೧	೫೦೧

ದ್ವಿತೀಯದಶಕ—

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕ	ಮಂತ್ರ
೧೧	೧೦	೪೭
೧೨	೭	೮೫
೧೩	೭	೧೧೬
೧೪	೭	೬೫
೧೫	೯	೩೫
೧೬	೭	೮೫
೧೭	೮	೬೪
೧೮	೭	೮೬
೧೯	೯	೪೩
೨೦	೫	೪೬
	೭೬	೬೭೨

ತೃತೀಯದಶಕ—

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕ	ಮಂತ್ರ
೨೧	೭	೧೦೬
೨೨	೮	೭೫
೨೩	೬	೬೦
೨೪	೨೧	೪೭
೨೫	೧೧	೬೭
೨೬	೮	೪೪
೨೭	೧೫	೪೫
೨೮	೧೨	೧೪
೨೯	೬	೫೧
೩೦	೪	೪೬
	೯೭	೫೫೪

ಚತುರ್ಥದಶಕ—

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುನಾಕ	ಮಂತ್ರ
೩೧	೭	೫೧
೩೨	೬	೮೪
೩೩	೨	೪೬
೩೪	೪	೨೨
೩೫	೪	೫೫
೩೬	೧	೨೪
೩೭	೩	೨೦
೩೮	೭	೨೭
೩೯	೯	೧೨
೪೦	೧	೧೮
	೪೪	೩೫೯

ದಶಕ	ಅನುವಾಕ	ಮಂತ್ರ
೧	೧೧೧	೫೦೧
೨	೭೬	೬೭೨
೩	೯೭	೫೫೪
೪	೪೪	೩೫೯
	೩೨೮	೨೦೮೬

ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು.

ಕಣ್ವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕಾಣ್ವರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯು ಮೊದಲು ಕಣ್ವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಕಾಣ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ವಋಷಿಯ ಒಂದು ಗೋತ್ರವಿದೆ. ಆದರೂ ಕಣ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುವುದು. ಈ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ವನಾರ್ಷದ (ಜೈಮಿನೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೨-೧೨೬) ಕಣ್ವಶ್ರಾಯಸ (ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ ೫-೪-೭-೫, ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾ ೨೧-೮, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತಾ ೩-೩-೯) ಕಣ್ವಾಃ ಸೌಶ್ರವಸಾಃ (ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾ ೧೩-೧೨) ಕಣ್ವಘೌರ (ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ೧-೩೬ರಿಂದ ೪೩) ಮೊದಲಾದವರು ಮುಖ್ಯರು- ದುಷ್ಯಂತಮಹಾರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಣ್ವರು ಕಶ್ಯಪಗೋತ್ರದವರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಇವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಶಕುಂತಲೆಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಳಾ ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಣ್ವಋಷಿಯು ಇವರೇ. ಇವರು ಭರತರಾಜನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೬೯-೪೮) **ಯಾಜಯಾಮಾಸ ತಂ ಕಣ್ವಃ** ಎಂದಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೈಪಾಯನ, ನಾರದ, ದೇವಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಣ್ವ ಎಂಬ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೊಡನೆ ಭಾರತಯುದ್ಧಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರೆಂದು ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ೩೪೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿರನ ಮಗ ಚಿತ್ರಶಿಖಂಡೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಉಪರಿಚರವಸು ಎಂಬ ರಾಜನಿದ್ದನೆಂದೂ ಆ ರಾಜನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದೂ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜರಾಗಿದ್ದ ೧೬ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಣ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿಯೊಬ್ಬನಿದ್ದನೆಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಅನೇಕ ಕಣ್ವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೌಸಲಪರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ (೨-೪) ಒಬ್ಬ ಕಣ್ವರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಾರದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಕಣ್ವರೇ ಯಾದವರ ಕುಲವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಶಾಪಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಣ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಈ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ವುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವವಿದೆ. ಕಾಣ್ವರು ಆಂಗಿರಸಗೋತ್ರದವರಾಗಿದ್ದರು. ಹರಿವಂಶ ಅಧ್ಯಾಯ ೩೨ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ಏತೇ ಹ್ಯಂಗಿರಸಃ ಪಕ್ಷಂ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಕಣ್ವಮೌದ್ಗಲಾಃ ॥ ೬೮ ॥

ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ (೧-೧೧೨) ವಾಯುಪುರಾಣ (೫೯-೧೦೦) ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಣ್ವರು ಆಂಗೀರಸಗೋತ್ರದವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೆ.

ಕಣ್ವರ ಆಶ್ರಮ

ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವದ (೬೪-೧೮) ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರ ಆಶ್ರಮವು ಮಾಲಿನೀನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದಿತು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಮಧ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠವಿದೆ—

ಏಷ ವಃ ಕುರವೋ ರಾಜೈಷ ಪಂಚಾಲಾ ರಾಜಾ ।

ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ **ಏಷ ವೋಽಮೀ ರಾಜಾ** ಎಂದಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಮೊದಲಾದ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ವರ ಆಶ್ರಮವು ಕುರು ಪಾಂಚಾಲಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

ಕಣ್ವರ ಒಂದು ಆಗಮವು ಕಾಠಕಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ (೫-೮) ದೇವಪಾಲಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸ್ಮೃತಿಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧಭಾಗ ೬೭-೬೮ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತ ವಾಗಿವೆ. ಕಣ್ವರ ಮತ್ತು ಕಾಣ್ವಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಗೋತಮಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಮಸ್ಕರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಪಸ್ತಂಬಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ವರೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಭಾರತದ ಕಾಣ್ವರಾಜರು

ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರನೆಂಬುವನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶುಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಗಧವೆಂಬ ರಾಜ್ಯವಿದ್ದಿತು ಅದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕಾಣ್ವರ ಕೈಸೇರಿತು. ಈ ಕಾಣ್ವರಾಜರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಾಣ್ವಾಯನರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾಣ್ವರಾಜರ ವಂಶದವರೂ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ

ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮದೊಡನೆ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಈ ಆಗಮದ ಜಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ಕಾಣ್ವೀಂ ಶಾಖಾಮಧೀಯಾನಾವೌಪಗಾಯನಕೌಶಿಕೌ ।
ಪ್ರಪತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಣಾತೌ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾನಿಷ್ಠಿತಾವುಭೌ ॥ ೧೦೯ ॥
ತದ್ಗೋತ್ರಸಂಭವಾ ಏವ ಕಲ್ಪಾಂತಂ ಪೂಜಯಂತು ಮಾಂ ।
ಜಯಾಖ್ಯೇನಾಥ ಪಾದ್ಮೇನ ತಂತ್ರೇಣ ಸಹಿತೇನ ವೈ ॥ ೧೧೧ ॥
ಅತ್ರಾಧಿಕಾರ ಉಭಯೋಸ್ತಯೋರೇವ ಕುಲೀನಯೋಃ ।
ಶಾಂಡಿಲ್ಯಶ್ಚ ಭರದ್ವಾಜೋ ಮುನಿರ್ಮೌಂಜಾಯನಸ್ತಥಾ ॥ ೧೧೫ ॥
ಇಮೌ ಚ ಪಂಚಗೋತ್ರಸ್ಥಾ ಮುಖ್ಯಾಃ ಕಾಣ್ವೀಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ ।
ಶ್ರೀಪಾಂಚರಾತ್ರತಂತ್ರೇಯೋಃ ಸರ್ವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಮಮ ಕರ್ಮಣಿ ॥ ೧೧೬ ॥

ಎಂದರೆ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಔಪಗಾಯನ, ಕೌಶಿಕ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ, ಭಾರದ್ವಾಜ, ಮೌಂಜಾಯನ ಎಂಬ ಐದು ಗೋತ್ರದವರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರುಗಳ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರು.

೪. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಾಃ

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯೇ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಪುಟಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮದ್ರಾಸ್, ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಚಾರವೇ ಹಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಂಹಿತೆಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥವಾ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತಾ ಎಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮಧ್ಯಂದಿನಋಷಿಯು ಯಾರು, ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದವರೆಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವವರು ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೯೭೫ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕವು ಕಂಡಿಕೆ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಾಸಿಷ್ಠಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬರೆದಿದೆ—

ಏಕೀಕೃತ್ವಾ ಋಚಃ ಸರ್ವಾ ಮುನಿಷಡ್ವೇದಭೂಮಿತಾಃ ।
ಅಬ್ಧಿರಾಮಾಥ ವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಚ ಧೀಮತಾ ॥ ೧ ॥
ಏವಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಜೂಗ್ಂಷಿ ರಾಮಾಶ್ವಿವಸುಯುಗ್ಮಕಾಃ ।
ಅಥ ವಾ ಪಂಚಭಿರ್ನ್ಯೂನಾಃ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವಿಭಾಗತಃ ॥ ೨ ॥

ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೪೬೭ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಉಳಿದವು ಯಜುರ್ಮಂತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೨೮೨೩ ಅಥವಾ ೨೮೧೮ ಆಗುವುದು.

ಈ ಲೆಕ್ಕವು ಋಕ್ಕು ಮತ್ತು ಯಜುಸ್ಸುಗಳದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅನುವಾಕಸೂತ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುವಾಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅನುವಾಕಸೂತ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದೆ—

ದಶಾಧ್ಯಾಯೇ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾನುವಾಕಾಃ ಸರ್ವಸಂಖ್ಯಯಾ ।
ಶತಂ ದಶಾನುವಾಕಾಶ್ಚ ನವಾನ್ಯೇ ಚ ಮನೀಷಿಭಿಃ ॥ ೧ ॥
ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿಶ್ಚಿತೋ ಜ್ಞೇಯಾ ಸೌತ್ರೈರ್ದ್ವಾವಿಂಶತಿಸ್ತಥಾ ।
ಅಶ್ವ ಏಕೋನಪಂಚಾಶತ್ಪಂಚತ್ರಿಂಶತ್ ಖಿಲೇ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ ೨ ॥
ಶುಕ್ರಿಯೇಷು ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ಏಕಾದಶ ಮನೀಷಿಭಿಃ ।
ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಸಮಾಖ್ಯಾತಂ ತ್ರಿಶತಂ ತ್ರ್ಯಧಿಕಂ ಮತಂ ॥ ೩ ॥

ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ೧೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೧೧೯ ಅನುವಾಕಗಳಿವೆ. ಅಗ್ನಿಚಯನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ೧೧-೧೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೬೭ ಅನುವಾಕಗಳಿವೆ. ಸೌತ್ರಾಮಣಿಯಾಗದ ವಿಚಾರವಾದ ೧೯-೨೧ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೨೨ ಅನುವಾಕಗಳಿವೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ೨೨–೩೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೪೯ ಅನುವಾಕಗಳಿವೆ. ಖಿಲ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಗಳೆನಿಸಿದ ೨೬-೩೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೩೫ ಅನುವಾಕಗಳಿವೆ. ಶುಕ್ರಿಯ ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೧೧ ಅನುವಾಕಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಸೇರಿಸಿದರೆ—೧೧೯+೬೭+೨೨+೪೯+೩೫+೧೧=೩೦೩ ಅನುವಾಕಗಳು.

ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅನುವಾಕ, ಮಂತ್ರ, ಋಕ್ಕು ಮತ್ತು ಯಜಸ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅನುವಾಕ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನುವಾಕಸೂತ್ರಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಾಸಿಷ್ಠಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ವಾಸಿಷ್ಠಶಿಕ್ಷೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಪ್ಪುಗಳಿರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಸರಿಯೆಂದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಮುದ್ರಿತಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕ	ಮಂತ್ರ	ಋಕ್	ಯಜುಃ
೧	೧೦	೩೧	೧	೧೧೭
೨	೭	೩೪	೧೨	೭೬
೩	೧೦	೬೩	೬೩ (೬೨)	೩೪ (೩೬)
೪	೧೦	೩೭	೨೧ (೨೦)	೬೫ (೬೬)
೫	೧೦	೪೩	೧೭	೧೧೫
೬	೮	೩೭	೧೭	೮೩
೭	೨೫	೪೮	೩೦	೧೧೧
೮	೨೩	೬೩	೪೩	೧೦೩(೧೦೪)
೯	೮	೪೦	೨೨	೮೪
೧೦	೮	೩೪	೧೨	೧೦೨
೧೧	೭	೮೩	೭೬	೨೬
೧೨	೭	೧೧೭	೧೧೪	೧೨
೧೩	೭	೫೮	೫೨	೮೭
೧೪	೮	೩೧	೧೭	೧೫೪
೧೫	೭	೬೫	೪೬	೯೦
೧೬	೯	೬೬	೩೩	೧೨೯
೧೭	೯	೯೯	೯೫	೧೧
೧೮	೧೩	೭೭	೩೬	೩೬೮
೧೯	೭	೯೫	೯೪	೩೦
೨೦	೯	೯೦	೮೪	೧೪
೨೧	೬	೬೧	೨೮	೩೩
೨೨	೧೯	೩೪	೧೩	೧೧೩
೨೩	೧೧	೬೫	೫೮	೨೪
೨೪	೪	೪೦	೦	೪೦
೨೫	೧೫	೪೭	೪೩	೦
೨೬	೨	೨೬	೨೫	೧೫
೨೭	೪	೪೫	೪೪	೧
೨೮	೪	೪೬	೦	೪೬
೨೯	೪	೬೦	೫೭	೩೨
೩೦	೨	೨೨	೩	೧೭೭
೩೧	೨	೨೨	೨೨	೦
೩೨	೨	೧೬	೨೫	೦
೩೩	೭	೯೭	೧೧೯	೦
೩೪	೬	೫೮	೬೨	೦
೩೫	೨	೨೨	೨೧	೬
೩೬	೨	೨೪	೨೦	೨೨
೩೭	೨	೨೧	೫	೩೧

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕ	ಮಂತ್ರ	ಋಕ್	ಯಜುಃ
೩೮	೩	೨೮	೧೩ (೧೪)	೫೨
೩೯	೨	೧೩	೨	೧೦೭
೪೦	೨	೧೭	೧೭	೭
	೩೦೩	೧೯೭೫		

ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯ ಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ಶೀಕ್ಷಾಗ್ರಂಥಗಳು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಪಾಠದ ಅನೇಕವಿಚಾರಗಳೂ, ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳ ವಿವರಗಳೂ ದೊರೆಯುವುವು. ಈ ಶೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವ ಕಾಲದ್ದೆಂದು ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೫. ಶಾಪೇಯಾಃ

ಈ ಹೆಸರಿನ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ **ಶಾಪೇಯಾಃ** ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. **ಶೌನಕಾದಿಭ್ಯಂಶ್ಛದಸಿ** (೪-೩-೧೦೬) ಎಂಬ ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಾಠವು ಸರಿಹೋಗುವುದು. ಕಾತ್ಯಾಯನಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ಸೂತ್ರ ೪೩ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತಭಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ—

ದುಃನಾಶಂ । ದೂಣಾಶಂ ಸಖ್ಯಂ ತವ । ಇದಂ ಶಾಬೀಯಾದಿಶಾಖೋದಾಹರಣಂ ।

ಎಂದರೆ, ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ **ದುಃನಾಶಂ** ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಪೇಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ **ದೂಣಾಶಂ** ಎಂದಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ (೬-೪೫-೨೫) **ದೂಣಾಶಂ ಸಖ್ಯಂ ತವ** ಎಂಬ ಪಾಠವಿದೆ. ಈ ಋಕ್ಕು ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಪೇಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಮತ್ತೆ ಅನಂತಭಟ್ಟನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೩–೪೭) ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ—

ಷಟ್ ದಂತಃ । ಷೋಡಂತೋ ಅಸ್ಯ ಮಹತೋ ಮಹಿತ್ವಾತ್ । ಶಾಬೀಯಾದೇರೇತತ್ ।
ಈ ಮಂತ್ರವು ವೈದಿಕಮಂತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೬. ತಾಪನೀಯಾಃ

ನಾಸಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಶಾಸ್ತ್ರೀವಾರೆ ಎಂಬುವರ ಮಗ ಪಂಡಿತ ವಿದ್ಯಾಧರಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಗೋಪೀನಾಥಭಟ್ಟರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬರೆದಿರುವರು—

ತಾಪನೀಯಶ್ರುತಿರಪಿ । ಸಪ್ತದ್ವೀಪವತೀಭೂಮಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಥಂ ನ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಇತಿ ।

ಈ ವಚನವು ತಾಪನೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತಾಪನೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

೭—೮. ಕಾಪೋಲಾಃ ಮತ್ತು ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸಾಃ.

ಕಾಪೋಲಶಾಖೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವೇನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸಶಾಖೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವತ್ಸ ಅಥವಾ ವಾತ್ಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವಾಗಿರಬಹುದು. ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಕಲಶಾಖೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಶಾಖೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈಗ ವತ್ಸ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸ್ಯರುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುವೆವು.

ಸ್ಮೃತಿಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧಭಾಗಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ೩೨೬ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವತ್ಸಸೂತ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವು ದೊರೆಯುವುದು. ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಮಾದ್ರಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸು ತ್ತಾನೆ. **ಚರಕಾಧ್ವರ್ಯುರ್ಸೂತ್ರಕೃತ್ ವತ್ಸಃ** ಎಂದರೆ, ವತ್ಸರೆಂಬುವರು ಚರಕಾಧ್ವರ್ಯುಸಂಬಂಧವಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಸ್ಕಾರಕಾಂಡದ ೨ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ವತ್ಸರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲಖಿತವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವದ (೪೮-೯) ಪ್ರಕಾರ ಜನಮೇಜಯನ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಕಾತ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ವಾತ್ಸ್ಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಮಾನವಸೂತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸ್ಯ ಎಂಬುವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ದೊರೆಯುವುದು. ಇದೇ ಸೂತ್ರದ ೨೩ನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸೇನವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (೧-೭-೨೧) ಪಂಚಕರ್ಣವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ವಾತ್ಸ್ಯ ಎಂಬುವರಿಗೂ ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೯ ರಿಂದ ೧೪ ವರೆಗಿನ ಶಾಖೆಗಳು.

ಆವಟಿಕಾಃ, ಪರಮಾವಟಿಕಾಃ, ಪಾರಾಶರಾಃ, ವೈನತೇಯಾಃ, ವೈಧೇಯಾಃ, ಕೌಂತೇಯಾಃ ಎಂಬ ಈ ಆರು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳೇನೂ ದೊರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಎಂಬ ಒಂದು ಶಾಖೆಯೂ ಇರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಪೇಕ್ಷಿಸುವೆವು.

೧೫. ಬೈಜವಾಪಾಃ

ಬೈಜವಾಪಶಾಖೆಯ ಗೃಹ್ಯಸಂಕಲನವು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಶಾಖೆಯ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೈಜವಾಪಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಇದುವರಿಗೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಜವಾಪಿಯೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಚರಕಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (೧-೧೧) ಹೇಳಿರುವುದು. ಬೈಜವಾಪ ಶಾಖೆಯ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ.

ಕಾತ್ಯಾಯನಾಃ

ಕಾತ್ಯಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಕಾತೀಯಗೃಹ್ಯವು ಪಾರಸ್ಕರಗೃಹ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಕಾತೀಯಶುಲ್ಬಸೂತ್ರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಕಾಶಿಯ ಪಂಡಿತ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರದೊಡನೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮೈಸೂರು ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದು. ಕಾತ್ಯಾಯನಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಲಾಹೋರಿನ ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಲಚಂದರ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಡಗಳಿವೆ. ಅದು ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳೂ (ಕಾತ್ಯಾಯನ ಎಂಬ) ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಾಖಾವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗ ೩೫ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೭೬-೭೭ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಾಯು ಪುರಾಣ ೬೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೬೭-೬೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪಾಠವಿದೆ—

ದ್ವೇ ಸಹಸ್ರೇ ಶತೇ ನ್ಯೂನೇ ಮಂತ್ರೇ ವಾಜಸನೇಯಕೇ ।
ಋಗ್ಗಣಃ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ತು ಚತುರ್ಗುಣಂ ॥
ಅಷ್ಟೌ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಶತಾನಿ ಚಾಷ್ಟಾವಶೀತಿರನ್ಯಾನ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ಪಾದಃ ।
ಏತತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಯಜುಷಾಮೃಚಾಂ ಚ ಸಶುಕ್ರಿಯಂ ಸಖಿಲಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ॥

ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೦೦ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಋಕ್ಕುಕಳ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಂತ್ರ ಗಳಿವೆ. ಅಥವಾ ಋಕ್ಕು, ಯಜುಸ್ಸುಗಳು, ಖಿಲಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ ಒಟ್ಟು ೮೮೮೦ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾದವೂ ಆಗುವುದು. ಇದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯು.

ಪುರಾಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೮೮೮೦ ಮತ್ತು ೧ ಪಾದ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಅಥವಾ ೧೯೦೦ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ೬೯೮೦ ಮತ್ತು ೧ ಪಾದ ಯಜುರ್ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇರುವುವು.

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಪಾಠವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ದ್ವೇ ಸಹಸ್ರೇ ಶತೇ ನ್ಯೂನೇ ಮಂತ್ರೇ ವಾಜಸನೇಯಕೇ ।
ಋಗ್ಗಣಃ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾತಸ್ತತೋಽನ್ಯಾನಿ ಯಜೂಂಷಿ ಚ ॥
ಅಷ್ಟೌ ಶತಾನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿರನ್ಯಾನ್ಯಧಿಕಂ ಚ ಪಾದಂ ।
ಏತತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಯಜುಷಾಂ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಸವಾಲಖಿಲ್ಯಂ ಸಶುಕ್ರಿಯಂ ॥
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚ ಚತುರ್ಗುಣಂ ॥

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಪಾಠಕ್ಕೂ, ಪುರಾಣದ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೮೮೨೦ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿರುವುವು.

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಶಿಷ್ಟಸೂತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ—

ವಾಜಸನೇಯಿನಾಂ–ಅಷ್ಟೌ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಶತಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನ್ಯಷ್ಟೌ ಸಂಮಿತಾನಿ
ಋಗ್ಭಿರ್ವಿಭಕ್ತಂ ಸಖಿಲಂ ಸಶುಕ್ರಿಯಂ ಸಮುಸ್ತೋ ಯಜೂಂಷಿ ಚ
ವೇದ ॥ ೪ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೮೮೦೦ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಯುಜುರ್ವೇದವಿರುವುದಿಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಿಲ, ಶುಕ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿವೆ.

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಟೀಕಾಕಾರನಾದ ಮಹೀದಾಸನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೯೨೫ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಮಾಣವು ಹೇಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.

ವಾಸಿಷ್ಠಶಿಕ್ಷೆಯಪ್ರಕಾರ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೧೪೬೭ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿದೆ. ೧೫ ಶಾಖೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೯೦೦. ಆದುದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ೧೪ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ೪೩೩ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯ ಯಜುಸ್ಸಂಖ್ಯೆ ೨೮೨೩ ಆಗು

ವುದು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸೂತ್ರದಪ್ರಕಾರ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಜುಸ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೮೮೦೦-೧೯೦೦=೬೯೦೦ ಆಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ೬೯೦೦—೨೮೨೩=೪೦೭೭ ಯಜುಸ್ಸುಗಳು ಮಾಧ್ಯಂದಿನವಲ್ಲದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರಹುದು.

ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಋಕ್ ಮತ್ತು ಯಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥದ ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಕುರುಜಾಂಗಲದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯರ ಪ್ರಭಾವ

ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಕೌರವದೇಶದ ಜನಾಂಗದೊಡನೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತು. ಜನಮೇಜಯ ರಾಜನಿಗೆ ವೈಶಂಪಾಯನರೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ವೈಶಂಪಾಯನರ ಚರಕ ಶಾಖೆಯು (ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವು) ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜನಮೇಜಯರಾಜನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನು. ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಆ ರಾಜನು ನಾಶವನ್ನೈದಿದನು ಎಂದು ವಾಯುಪುರಾಣದ ೯೯ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೨೫೦-೨೫೫ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು.

ವಾಜಸನೇಯವೆಂಬ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಖೆ ಇದ್ದಿತೇ ?

ಬೌಧಾಯನ, ಆಪಸ್ತಂಬ ಮತ್ತು ವೈಖಾನಸಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಶಾಖೆಯ ಅಥವಾ ವಾಜಸನೇಯಿಗಳ ವಚನಗಳೆಂದು ಹಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆ ವಚನಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಚನಗಳಂತೆ ಇರುವುವು. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಮತ್ತು ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಯ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸಿಷ್ಠಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ (೧೨-೩೧ ಮತ್ತು ೧೪-೪೬) ಎರಡುಸಲ ವಾಜಸನೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪಾಠವು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠವು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ೧೦-೫-೨-೯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುವುದು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಠಗಳೂ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಾಜಸನೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಖಾವಿಶೇಷವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಲು ತಕ್ಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವೆ. ಅಥವಾ ಜಾಬಾಲ ಮುಂತಾದ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿಶೇಷವನ್ನೇ ವಾಜಸನೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೧೫ (ಶಾಖಾ) ಸಂಹಿತೆಗಳು ಇದ್ದವೇ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದಿತೇ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದುದು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಅನೇಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಇತಿ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತಾ" ಅಥವಾ "ಇತಿ ಯಜುರ್ವೇದೇ" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಹಿತೆಯು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠದೊಡನೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸಂಹಿತೆಗೇ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇದ್ದಿತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು.

ವಾಜಸನೇಯರ ಎರಡು ಮುಖ್ಯಮಾರ್ಗಗಳು

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಶಿಷ್ಟದ ೧೧ನೆಯ ಖಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಜಸನೇಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ದಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುವುದು. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ವಿಚಾರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಗೀರಸರ ಮಾರ್ಗ ವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಿತು. ಆದಿತ್ಯರ ಮಾರ್ಗವೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕರ ಮಾರ್ಗವಾಗುವುದು. ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಗ್ರಹಕಾಂಡ ೪, ಪ್ರಪಾಠಕ ೪ ಖಂಡ ೧೯ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಕೌಷೀತಕಿಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (೩೦-೬) ಸಹ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ವರ್ಣನೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗುರು ಘೋರ ಆಂಗೀರಸರೆಂಬುವರು ಆದಿತ್ಯರುಗಳ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯು ವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಭೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ೧೫ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಒಡೆದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಭಾಗದವರು ಕೌಶಿಕಪಕ್ಷದವರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ದವರು ಆಂಗಿರಸಪಕ್ಷದವರಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ವಿವರಣೆಯಪ್ರಕಾರ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಮುಂತಾದವರು ಕೌಶಿಕರು, ಕಾಣ್ವ ಮುಂತಾದವರು ಆಂಗಿರಸರು.

ವಾಜಸನೇಯ ಮತ್ತು ಶಂಖಲಿಖಿತಸೂತ್ರ

ಶಂಖಲಿಖಿತರು ಒಂದು ಧರ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಅದನ್ನು ವಾಜಸನೇಯಶಾಖೆಯವರು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳವರೂ ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು

ಇದುವರಿವಿಗೂ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಯುಜುರ್ವೇದದ ೮' ಅಥವಾ ಈಗ ದೊರೆಯುವ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಪ್ರಚಾರಕರು ವೈಶಂಪಾಯನರು

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಅಥವಾ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶಂಪಾಯನರೇ ಎರಡನೆಯವರು. ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಾಗಲಿ, ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾಗಲೀ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಯುಪುರಾಣದ (೬೧-೫) ಪ್ರಕಾರ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಒಂದು ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ (೩೪-೮) ಪ್ರಕಾರ ವೈಶಂಪಾಯನರೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸರ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿತವಾಗುವುದು. ಇವರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ಚರಕಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತಾದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಚರಕಾಚಾರ್ಯ ರೆಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯ ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೪)—

ಚರಕ ಇತಿ ವೈಶಂಪಾಯನಸ್ಯಾಖ್ಯಾ ।

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಚರಕ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೆಂಬುವರು ಈ ವೈಶಂ ಪಾಯನರ ಸೋದರಳಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ (೩೪೪-೯) ಪ್ರಕಾರ ತಿತ್ತಿರಿ ಅಥವಾ ತೈತ್ತಿರಿ ಎಂಬುವರು ವೈಶಂಪಾಯನರ ಅಣ್ಣಂದಿರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವೈಶಂಪಾಯನರೆಂಬುವರೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವುಂಟಾಗುವುದು.

ವೈಶಂಪಾಯನರ ಆಯುಃಪರಿಮಿತಿ

ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಂತೆ ವೈಶಂಪಾಯನರೂ ಬಹಳಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಿಪರ್ವ ೧–೫೭ರ ಪ್ರಕಾರ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಯಾಗಾನಂತರ ವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಇದೇ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನಮೇಜಯರಾಜನು ಶುಕ್ಲಯಜು

ರ್ವೇದದ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳಾದ ವಾಜಸನೇಯರನ್ನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಕೋಪಬಂದು ಅವನು ನಾಶಹೊಂದುವಂತೆ ಶಾಪಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ವೈಶಂಪಾಯನರ ಆಯುಸ್ಸೂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಆಯುಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಸಿದರು. ಆ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳುಂಟಾದವು.

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಶಬರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೧-೩೦) ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ—

ಸ್ಮರ್ಯತೇ ಚ—ವೈಶಂಪಾಯನಃ ಸರ್ವಶಾಖಾಧ್ಯಾಯೀ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಈ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದ್ದರು.

ವೈಶಂಪಾಯನರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಕಾರರು ೪-೩-೧೦೭ರಲ್ಲಿ **ಚಾರಕಾಃ ಶ್ಲೋಕಾಃ** ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಚರಕಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡೆದ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದಾದ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಭೇದಗಳು.

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು-ವಾಯುಪುರಾಣ (೬೧-೫ರಿಂದ ೧೦) ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ ಪೂರ್ವಭಾಗ (೩೪-೮ ರಿಂದ ೧೩) ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ವೈಶಂಪಾಯನಗೋತ್ರೋ ಽಸೌ ಯಜುರ್ವೇದಂ ವ್ಯಕಲ್ಪಯತ್ ।
ಷಡಶೀತಿಸ್ತು ಯೇನೋಕ್ತಾಃ ಸಂಹಿತಾ ಯಜುಷಾಂ ಶುಭಾಃ ॥
ಷಡಶೀತಿಸ್ತಥಾ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಸಂಹಿತಾನಾಂ ವಿಕಲ್ಪಕಾಃ ।
ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ತೇಷಾಂ ವೈ ತ್ರಿಧಾ ಭೇದಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥
ತ್ರಿಧಾ ಭೇದಾಸ್ತು ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಭೇದೇ ಽಸ್ಮಿನ್ನವಮೇ ಶುಭೇ ।
ಉದೀಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯದೇಶ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಶ್ಚೈವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ ॥
ಶ್ಯಾಮಾಯನಿರುದೀಚ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಧಾನಃ ಸಂಬಭೂವ ಹ ।
ಮಧ್ಯದೇಶಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಚಾರುಣಿಃ [ಚಾಸುರಿಃ ? ಬ್ರ.ಪು.] **ಪ್ರಥಮಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥**
ಆಲಿಂಬಿರಾದಿಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾನಾಂ ತ್ರಯೋದೇಶ್ಯಾದಯಸ್ತು ತೇ ।
ಇತ್ಯೇತೇ ಚರಕಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಸಂಹಿತಾವಾದಿನೋ ದ್ವಿಜಾಃ ॥

ಎಂದರೆ ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ೮೬ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದವು ೮೬ ಶಾಖೆಗಳಾದುವು. ಈ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದೀಚ್ಯ (ಉತ್ತರದಿಕ್ಕು) ಮಧ್ಯದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚ್ಯ (ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು) ಎಂದು ಮೂರು ಪಂಗಡಗಳಾದುವು. ಉದೀಚ್ಯ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮಾಯನಿರೆಂಬುವರು ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಮಧ್ಯದೇಶಕ್ಕೆ ಆರುಣಿ ಅಥವಾ ಆಸುರಿ ಎಂಬುವರೂ ಪ್ರಾಚ್ಯಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಆಲಂಬಿ ಮೊದಲಾದವರೂ ಪ್ರವರ್ತಕರು.

ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ(೪-೩-೧೦೪) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು–

ಆಲಂಬಿಶ್ಚರಕಃ ಪ್ರಾಚಾಂ ಪಲಂಗಕಮಲಾವುಭೌ ।
ಋಚಾಭಾರುಣಿತಾಂಡ್ಯಾಶ್ಚ ಮಧ್ಯಮೀಯಾಸ್ತ್ರಯೋ ಽಪರೇ ॥
ಶ್ಯಾಮಾಯನ ಉದೀಚ್ಯೇಷು ಉಕ್ತಃ ಕಠಕಲಾಪಿನೋಃ ।

ಎಂದರೆ, ಚರಕ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪೂರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲಂಬಿ, ಪಲಂಗ, ಕಮಲ ಎಂಬ ಶಾಖೆಗಳೂ, ಮಧ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಋಚಾಭ, ಆರುಣಿ, ತಾಂಡ್ಯ ಎಂಬ ಶಾಖೆಗಳೂ, ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಮಾಯನ, ಕಠ, ಕಲಾಪ ಶಾಖೆಗಳೂ ಪ್ರಧಾನಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದವು.

ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯಕಾರ ಪತಂಜಲಿಮುನಿಯೂ ಸಹ ೪-೨-೧೩೮ ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ—

ತ್ರಯಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಃ । ತ್ರಯ ಉದೀಚ್ಯಾಃ । ತ್ರಯೋ ಮಾಧ್ಯಮಾಃ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಶಿಷ್ಯರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಉತ್ತರದೇಶದವರೂ, ಮೂವರು ಮಧ್ಯದೇಶದವರೂ, ಮೂವರು ಪೂರ್ವದೇಶದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಪ್ರಚಾರಕರಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗ ೩೩ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ವೈಶಂಪಾಯನಲೌಹಿತ್ಯಾ ಕಠಕಾಲಾಪಶಾವಧಃ ॥ ೫ ॥
ಶ್ಯಾಮಾಯನಿಃ ಪಲಂಗಶ್ಚ ಹ್ಯಾಲಂಬಿಃ ಕಾಮಲಾಯನಿಃ ।
ತೇಷಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ಷಡಶೀತಿಃ ಶ್ರುತರ್ಷಯಃ ॥ ೬ ॥

ಎಂದರೆ, ವೈಶಂಪಾಯನ, ಲೌಹಿಕ್ಯ, ಕಠ, ಕಾಲಾಪ, ಶಾವಧ, ಶ್ಯಾಮಾಯನಿ, ಪಲಂಗ, ಆಲಂಬಿ, ಕಾಮಲಾಯನಿ ಎಂಬುವರೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರೂ ಒಟ್ಟು ೮೬ ಮಂದಿ ಶಾಖಾಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು. ಮೇಲಿನ ಮುದ್ರಿತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿರಬಹುದು. ೫ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾವಧ ಎಂಬ ಪದವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ವಾಯು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು ೮೬ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದರೂ ಈ ೮೬ ಸಂಹಿತೆಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದ್ದವೇ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಪಸ್ತಂಬ ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಆ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಈಗ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣಭರವಸೆಯನ್ನಿಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರ.

ಈಗ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಲಾಗುವುದು—

೧. ಚರಕಸಂಹಿತಾ

ವೈಶಂಪಾಯನರ ಮೂಲಚರಕಸಂಹಿತೆಯು (ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ) ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚರಣವ್ಯೂಹಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ **ಚರಕಸಂಹಿತೆ** ಎಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದು.

ಯಜುರ್ವೇದ ೬-೨೩ ಮತ್ತು ೨೫–೨೬ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉವಟರೆಂಬ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೪-೧೬೬) ಉವಟರು ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚರಕಬ್ರಾಹ್ಮಣದ

ವಚನಗಳೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಚರಕಶ್ರೌತದ ಅನೇಕಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳು ಶಾಂಖಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಆನರ್ತೀಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮುದ್ರಿತವಾದ ಕಠಸಂಹಿತೆಯ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠಗಳಿವೆ—

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಯಜುಷಿ ಕಾಠಕೇ ಚರಕಶಾಖಾಯಾಂ ।

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದುದು ಆವಶ್ಯಕ.

ಈ ಚರಕಾಧ್ವರ್ಯುಗಳ ಖಂಡನೆಯು ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೩-೩-೧) ಚರಕಶಾಖೆಯು ಮದ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚರಕಸಂಹಿತೆಯ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (೧೪-೧೦೧) ಪುನರ್ವಸುವೂ ಸಹ ಚಂದ್ರಭಾಗವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಂದ್ರಭಾಗ ಅಥವಾ ಚನಾಬ್ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಮದ್ರದೇಶವಿದ್ದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮದ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ವೈಶಂಪಾಯನರ ಆಶ್ರಮವಿದ್ದಿರಬಹುದು.

೨, ೩. ಆಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಂಗಿ ಶಾಖೆಗಳು.

ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಗೊತ್ತಿವೆ. ಆಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಪಲಂಗ ಎಂಬುವರು ಪೂರ್ವದೇಶದ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಆನುಶಾಸನಿಕಪರ್ವದ ೪೫ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಲಂಬಾಯನರೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ—

ಚಾರುಶೀರ್ಷಸ್ತತಃ ಪ್ರಾಹ ಶಕ್ರಸ್ಯ ದಯಿತಃ ಸಖಾ ।
ಆಲಂಬಾಯನ ಇತ್ಯೇವಂ ವಿಶ್ರುತಃ ಕರುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ ೫ ॥

ಆಲಂಬಿ ಎಂಬುವರು ಪೂರ್ವದೇಶೀಯರು. ಇಂದ್ರನ ರಾಜ್ಯವೂ ಸಹ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಆಲಂಬಿಗೆ ಇಂದ್ರನಕೂಡ ಸ್ನೇಹವಿರುವ ಸಂಭವವುಂಟು.

ಸಭಾಪರ್ವ ೪–೨೦ ಪ್ರಕಾರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಭಾಪ್ರವೇಶಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಂಬಿ ಎಂಬುವರೂ ಇದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿವಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಲಂಬೀ ಮತ್ತು ಆಲಂಬಾಯನೀ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

೪. ಕಮಲಶಾಖಾ

ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (೪-೩-೧೦೪) ಈ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಲಿನರೆಂದು ಹೆಸರು. ಕಾಮಲಾಯನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯೂ ಇದ್ದಿತೆಂದು ಕಂಡುಬುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಚನವು ಅನುಗ್ರಾಹಿಕಸೂತ್ರದ ೧೭ನೆಯ ಖಂಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು.

ಅಥ ಓಂ ಯಾಜಿಕಲ್ಪಂ ಕಾಮಲಾಯಿನಃ ಸಮಾಮನಂತಿ ವಸಂತೇ ವೈ....।

ಕಾಮಲಿನ ಮತ್ತು **ಕಾಮಲಾಯನ** ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ **ಕಾಮಲಿನಃ** ಎಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ **ಕಾಮಲಾಯನಃ** ಎಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ **ಕಾಮಲಾಯನಃ** ಎಂದೂ ಇದೆ. ಈಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಏನಾದರೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು.

ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೪-೧೦-೧) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ಉಪಕೋಸಲೋ ಹ ವೈ ಕಾಮಲಾಯನಃ ಸತ್ಯಕಾಮೇ ಜಾಬಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ-ಚರ್ಯಮುವಾಸ ।

ಎಂದರೆ ಉಪಕೋಸಲಕಾಮಲಾಯನರು ಸತ್ಯಕಾಮಜಾಬಾಲರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕೋಸಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಕೋಸಲದೇಶದ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಮಲ ಶಾಖಾಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪೂರ್ವದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕಮಲರೂ ಸಹ ಪೂರ್ವದೇಶದವರೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

೫. ಆರ್ಚಾಭಿನಶಾಖಾ

ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (೨-೧೩) ಯಾಸ್ಕರು ಆರ್ಚಾಭ್ಯಾಮ್ನಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರುಕ್ತದ ಟೀಕಾಕಾರರಾದ ದುರ್ಗ, ಸ್ಕಂದ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಶಬ್ದದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಂದರು ತಮ್ಮ ನಿರುಕ್ತಟೀಕದಲ್ಲಿ—

ಆರ್ಚಾಭ್ಯಾಮ್ನಾಯೇ । ಋಚಾಂ ಸಮೂಹ ಆರ್ಚಂ । ಅಭ್ಯಾಮ್ನಾಯತ
ಇತ್ಯಭ್ಯಾಮ್ನಾಯಃ । ಋಚ ಏವ ಯಜುಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಚಾಮಿಶ್ರಾ
ಆಮ್ನಾಯತೇ ಅಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಯಸ್ಮಿನ್ನಸಾವಾರ್ಚಾಮ್ನಾಯಃ ।
ತಸ್ಮಿನ್ ಋಗ್ವೇದ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅನ್ಯೇ ಋಚಾಭ್ಯಾಮ್ನಾಯ ಇತಿ ಪಠಂತಿ ॥

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬರೆದಿರುವುದು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಕಾರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೩ನೆಯ ಪಾದದ ೧೦೪ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ—

ಆಲಂಬಿಶ್ಚರಕಃ ಪ್ರಾಚಾಂ ಪಲಂಗಕಮಲಾವುಭೌ ।
ಋಚಾಭಾರುಣಿತಾಂಡ್ಯಾಶ್ಚ ಮಧ್ಯಮೀಯಾಸ್ತ್ರಯೋಽಪರೇ ॥
ಆಲಂಬಿನಃ । ಪಾಲಂಗಿನಃ । ಕಾಮಲಿನಃ । ಆರ್ಚಾಭಿನಃ । ಆರುಣಿನಃ । ತಾಂಡಿನಃ ।

ಎಂದು ಬರೆದು ಆರ್ಚಾಭಿನವೆಂಬುದು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಶಾಖಾವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ.

೬-೭. ಆರುಣಿ ಅಥವಾ ಆಸುರಿಶಾಖಾ ಮತ್ತು ತಾಂಡ್ಯಶಾಖಾ

ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರುಣಿಶಾಖೆಯೆಂದು ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯು ಋಗ್ವೇದ ಸಂಬಂಧವಾದುದೇ ಅಥವಾ ಯಾಜುಷಸಂಬಂಧವಾದುದೇ, ಅಥವಾ ಎರಡು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಹೆಸರಿನ ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಜುಷಶಾಖೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಆಸುರಿಶಾಖೆಯೆಂದಿರಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರುಣಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸುರೀ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವಿರುವುದು. ಯಜುರ್ವೇದಶಾಖಾಪ್ರವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಆಸುರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನುಶಾಸನಿಕಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೪೮-೧೭೬) ಒಬ್ಬ ತಂಡಿ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ದೊರೆಯುವುದು. ಇದೇಪರ್ವದ ೪೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಿದೆ. ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೪-೧-೧೯) **ಆಸುರೀಯಃ ಕಲ್ಪಃ** ಎಂಬ ವಚನವಿದೆ

ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೩೪೪-೭) ಉಪರಿಚರವಸುವೆಂಬ ರಾಜನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ್ಯ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (೬-೧-೨-೨೫) ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಸಾಮ

ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದೆ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಂಡಿ ಅಥವಾ ತಾಂಡ್ಯರೆಂಬುವರೂ ಯಜುರ್ವೇದಶಾಖಾಕಾರರಾದ ತಾಂಡ್ಯರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಆಚಾರ್ಯರೋ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದುದು.

೮. ಶ್ಯಾಮಾಯನಶಾಖಾ

ಪುರಾಣಗಳ ಅನುಸಾರ ವೈಶಂಪಾಯನರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾಯನರೂ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾಯನೀಯಶಾಖೆಯು ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯ ಅವಾಂತರಭೇದವೆಂದು (Sub-division) ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೭-೫೫) ಈ ಶ್ಯಾಮಾಯನರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರದವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಸಂಗತಿಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೯. ಕಠ ಅಥವಾ ಕಾಠಕಶಾಖಾ

ವೈಶಂಪಾಯನರ ಶಿಷ್ಯರು ಚಾರಕಾಃ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕಠರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಕಠಶಾಖಾ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಕಾಠಕರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯ (೪-೩-೧೦೭) ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ೩೪೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಉಪರಿಚರವಸು ಎಂಬ ರಾಜನ ಯಜ್ಞವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ೧೬ ಜನ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಕಠರೆಂಬುವರೂ ಒಬ್ಬರು—

ಆದ್ಯಃ ಕಠಸ್ತೈತ್ತಿರಿಶ್ಚ ವೈಶಂಪಾಯನಪೂರ್ವಜಃ ॥ ೯ ॥

ಕಠ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಅನೇಕರಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನವರಿಗೆ ಆದ್ಯಕಠರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಿದ್ದಂತೆಯೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವದ ೮ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೨೫ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ—

ಉದ್ದಾಲಕಃ ಕಠಶ್ಚೈವ ಶ್ವೇತಕೇತುಸ್ತಥೈವ ಚ ।

ಎಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಠನೆಂಬ ಋಷಿಯ ಹೆಸರೂ ಬಂದಿರುವುದು. ಸಭಾಪರ್ವದ (೪-೨೪) ಪ್ರಕಾರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಲ ಮತ್ತು ಕಠರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ.

ಕಠವು ಒಂದು ಚರಣವಾಗಿದೆ

ಕಠವು ಒಂದು ಚರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯಶಾಖೆಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಕಾಶಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (೪-೨-೪೬) ಹೀಗಿದೆ—

ಚರಣಶಬ್ದಾಃ ಕಠಕಾಲಾಪಾದಯಃ

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಕಠಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯಕಠ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠ ಎಂದು. ಅಥರ್ವಣಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮರ್ಚಕಠ ಎಂಬ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರಿದೆ.

ಕಾಠಕ ಆಮ್ನಾಯ

ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ (೪-೩-೧೨) ಕಠಶಾಖೆಯ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಆಮ್ನಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಠಕ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ಈ ಆಮ್ನಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೪-೨-೬೬)ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇದೆ

ಯಥೇಹ ಭವತಿ–ಪಾಣಿನೀಯಂ ಮಹತ್ ಸುವಿಹಿತಂ ಇತ್ಯೇವಮಿಹಾಪಿ
ಸ್ಯಾತ್ ಕಠಂ ಮಹತ್ ಸುವಿಹಿತಮಿತಿ ।

ಎಂದರೆ ಪಾಣಿನೀಯವ್ಯಾಕರಣಗ್ರಂಥವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕಠ ಆಮ್ನಾಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ, ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸುವಿಹಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.

ಕಠದೇಶ ಮತ್ತು ಕಠಜಾತಿ

ಕಠಶಾಖೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾದುದಾಗಿರುವುದು. ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಪುರಾಣಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಠವು ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು ಎಂದರೆ ಉತ್ತರದೇಶದ ಅಲ್ಮೋಡಾ, ಗಢವಾಲಾ ಕಮಾಊ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಚಾರವಿದ್ದಿತು. ಕಠವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಉತ್ತರದೇಶದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಠ ಜಾತಿಯವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ **"ಪುಂವತ್ ಕರ್ಮಧಾರಯ–ಜಾತೀಯ–ದೇಶೀಯೇಷು"** ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ (೬–೩-೪೨) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ಜಾತೇಶ್ಚ [೪೧] ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ರಾಪಿ ಪುಂವದ್ಭವತಿ । ಕಠೀ ವೃಂದಾರಿಕಾ
ಕಠವೃಂದಾರಿಕಾ । ಕಠಜಾತೀಯಾ ಕಠದೇಶೀಯಾ ।

ಕಠೀ ಎಂದರೆ ಕಠಜಾತೀಯ ಅಥವಾ ಕಠದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು.

ಈಗ ಕಠಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೧) ಪತಂಜಲಿಯು—ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಸಂಹಿತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಓದಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೇ ಗ್ರಾಮೇ ಕಾಠಕಂ ಕಾಲಾಪಕಂ ಚ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ।

ಕಟ್ಯೂರುಪ್ರದೇಶನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಠರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತೇ ?

ಕುಮಾಊನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತಪ್ರಾಂತವಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕಟ್ಯೂರ್ ಎಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕಟ್ಯೂರೀರಾಜರು ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿರುವರು. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಧಾನಿಯು ಜೋಶೀಮಠ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಆ ದೇಶದ ಜನರು ತಾವು ಕಠಾರ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಠವಾಡಿಪ್ರಾಂತದ ಜನರ ಜಾತಿಯು ಕಾಠೀಯಜಾತಿಯೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಠರೆಂದೂ ಹೇಳುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇವರಿಗೂ ಉತ್ತರದೇಶದ ಕಟ್ಯೂರ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನರಿಗೂ ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವೂ ಸಹ ಇದ್ದಿತು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳುವರು. ಇವುಗಳ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ತಕ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿದ್ದೇ ಇದೆ.

ಕಠವಾಙ್ಮಯ

ಕಾಠಕಸಂಹಿತೆಯು ಅಧ್ಯಾಪಕಶ್ರೌಡರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡರವರು ಕಠಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತರೆಂಬುವರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸಿರುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹೆಸರು ಶತಾಧ್ಯಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮಂಜರೀಕಾರಭಟ್ಟರೂ ಸಹ ಈರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಠಕ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಗೃಹ್ಯಭಾಗವು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಲೌಗಾಕ್ಷೀಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ಗೌತಮಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೧೦-೪೨) ಮಸ್ಕರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಚರಣವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.—

ತತ್ರ ಕಠಾನಾಂ ತೂಪಗಾ ಯಜುರ್ವಿಶೇಷಾಃ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದುಪಗ್ರಂಥಾಃ ।

ಬೇರೆ ಚರಣವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಾಂತರವೀರೀತಿ ಇದೆ.—

ತತ್ರ ಕಠಾನಾಂ ತು ಬುಕಾಧ್ಯಯನಾದಿವಿಶೇಷಃ । ಚತ್ವಾರಿಂಶದುಪಗ್ರಂಥಾಃ । ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಯನ್ನ ಕಾಠಕೇ ।

ಕಾಠಕಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಉಪಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಕಠಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಉಪಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಬುಕಾಧ್ಯಯನವು (ಶತಾಧ್ಯಯನ) ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಠ ಆರಣ್ಯಕ ಅಥವಾ ಕಠಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಪಾಠಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರಾಡರರು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥವು. ಕಠಶ್ರುತ್ಯುಪನಿಷತ್ತೆಂಬ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಹ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಠಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಒಂದು ಲೌಗಾಕ್ಷಿಸ್ಮೃತಿಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೦೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇದರ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯು ಲಾಹೋರ್ ದಯಾನಂದಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಗೋತ್ರಪ್ರವರಮಂಜರೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪಂಡಿತರೆಂಬುವರು ಲೌಗಾಕ್ಷೀಪ್ರವರಸೂತ್ರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಲೌಗಾಕ್ಷಿಸೂತ್ರವು ಕಾತ್ಯಾಯನ ಪ್ರವರಸೂತ್ರದೊಡನೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ವಿಷ್ಣುಸ್ಮೃತಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೂ ಸಹ ಕಠಶಾಖೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಂಥವು. ಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಪಿತೃಭಕ್ತಿತರಂಗಿಣೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಎಂಬ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ಮೃತಿಯ ವಚನವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—

ಯತ್ತ್ವಗ್ನಿಂ ಪರಿಸ್ತೀರ್ಯ ಪೌಷ್ಣಂ ಶ್ರಪಯಿತ್ವಾ ಪೂಷಾ ಗಾ ಇತಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ಮೃತಾವುಕ್ತಂ ತತ್ಕಠಶಾಖಿಪರಂ ತಸ್ಯ ತತ್ಸೂತ್ರಕಾರತ್ವಾತ್ ।

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಮೃತಿಯು ಕಠಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಧಪಟ್ಟದ್ದೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು.

ಕಠ ಮತ್ತು ಲೌಗಾಕ್ಷಿ

ಕಾಠಕಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಲಾಹೋರ್, ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತೂ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೌಗಾಕ್ಷಿಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವೆಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಠ ಮತ್ತು ಲೌಗಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುವರು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಇವರು ಬೇರೆಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ವೈಖಾನಸರ ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಠಸೂತ್ರವು ಲೌಗಾಕ್ಷಿಸೂತ್ರದಿಂದ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾದುದೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಾದೃಶ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಪಾಣಿನೀಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೭) **ಕಾಠಶಾಠಿನಃ** ಅಥವಾ ಕಾಠಶಾಡಿನಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಣಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ (೭-೨-೨೭) ಕಠಕಲಾಪಾಃ ಮತ್ತು ಕಠಕೌಥುಮಾಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಠರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಲಾಪ, ಕೌಥುಮ ಮೊದಲಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕಠರೊಡನೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು. ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೭-೪-೩) ಹರದತ್ತರು ತಮ್ಮ ಪದಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ—

ಬಹ್ವೃಚಾನಾಮಪ್ಯಸ್ತಿ ಕಠಶಾಖಾ ।

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿದ್ದೇ ಇದೆ.

೧೦. ಕಾಲಾಪಶಾಖಾ.

ವೈಶಂಪಾಯನರ ಮೂರನೆಯ ಶಿಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಕಲಾಪೀ ಎಂದು. ಇವನು ಉತ್ತರದೇಶದವನು. ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೪ ಮತ್ತು ೧೦೮) ಇವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದ ಪ್ರಕಾರ (೪-೨೪) ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಭಾಪ್ರವೇಶಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಪಿ ಎಂಬ ದ್ವಿಜನು ಅಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾಲಾಪಿಯ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಕಾಲಾಪಸಂಹಿತೆಯೆಂದೂ ಇವನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲಾಪರೆಂದೂ ಹೆಸರು.

ಕಲಾಪಗ್ರಾಮ.

ನಂದಲಾಲರೆಂಬುವರು ಬರೆದಿರುವ ಭೌಗೋಲಿಕಕೋಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲಾಪ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಕಲಾಪಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಲಾಪಗ್ರಾಮವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೪೧-೪೩) ಇದರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ.

ಕಲಾಪಿಯ ನಾಲ್ಕುಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು.

ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯ ೪-೩-೧೦೪ನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಹರಿದ್ರುರೇಷಾಂ ಪ್ರಥಮಸ್ತತಶ್ಛಗಲಿತುಂಬುರೂ ।
ಉಲಪೇನ ಚತುರ್ಥೇನ ಕಾಲಾಪಕಮಿಹೋಚ್ಯತೇ ।

ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಾಪಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಹರಿದ್ರು, ಎರಡನೆಯದು ಛಗಲೀ, ಮೂರನೆಯದು ತುಂಬುರು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಉಲಪ.

ಮೈತ್ರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪ.

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ, ವಾರಾಹ, ದುಂದುಭ, ಛಾಗಲೇಯ, ಹಾರಿದ್ರವೀಯ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಾಯನೀಯಗಳೆಂಬ ಆರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠಾಂತರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ, ದುಂದುಭ, ಐಕೇಯ, ವಾರಾಹ, ಹಾರಿದ್ರವೀಯ, ಶ್ಯಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಾಯನೀಯ ಎಂಬ ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾರಿದ್ರವೀಯ ಎಂಬುದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಛಗಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಹರಿದ್ರು ಮತ್ತು ಛಗಲಿ ಎಂಬುವರು ಕಲಾಪಿಯ ಶಿಷ್ಯರು. ದುರ್ಗ ಎಂಬುವರು ನಿರುಕ್ತದ (೧೦-೫) ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ—

ಹಾರಿದ್ರವೋ ನಾಮ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಾನಾಂ ಶಾಖಾಭೇದಃ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈತ್ರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕಲಾಪಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನಪಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಠ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪಸಂಹಿತೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓದಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಕಠ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪಾಠವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸಂಹಿತೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಂಹಿತೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪರೆಂಬುವರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಮೃತಿಯ (೧-೭) ಮೇಲೆ ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ—

ನ ಹಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಶಾಖಾ ಕಾಠಕಸ್ಯಾತ್ಯಂತವಿಲಕ್ಷಣಾ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಗೂ ಕಾಠಕಶಾಖೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪಶಾಖೆಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ

ಸಂಹಿತೆಯ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪ ಎಂಬ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಹಿತೆಗಳಿದ್ದವೆಂತಲೂ ಈ ಎರಡು ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ ಅನುಮಾನವುಂಟಾಗುವುದು.

ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪಶಾಖೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲಾಪಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹರಿದ್ರು ಮುಂತಾದ ಶಾಖೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ.

೧೧. ಹಾರಿದ್ರವೀಯಶಾಖಾ.

ಹರಿದ್ರುವಿನ ಕುಲ, ಜನ್ಮ, ಸ್ಥಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ರಂಥವು ಇದ್ದಿತೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಯಣಕೃತ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೫-೪೦-೮) ಮತ್ತು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ (೧೦-೫) ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ವಾಯುಪುರಾಣ (೬೧-೬೬) ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ ಪೂರ್ವಭಾಗ (೩೫-೭೫) ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ—

ತಥಾ ಹಾರಿದ್ರವೀಯಾಣಾಂ ಖಿಲಾನ್ಯುಪಖಿಲಾನಿ ತು ।

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಹಾರಿದ್ರವೀಯಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಿಲ ಮತ್ತು ಉಪಖಿಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಅನೇಕವಿವೆ.

ಹಾರಿದ್ರವೀಯಶಾಖೆಯ ವರ್ಣನಶ್ಲೋಕಗಳು ಈ ಎರಡು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಗೆ **ಹಾರಿದ್ರವ, ಆಸುರಿ, ಗಾರ್ಗ್ಯ, ಶಾರ್ಕರಾಕ್ಷ, ಅಗ್ರಾವಸೀಯ** ಎಂಬ ಐದು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಸುರಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಾರಿದ್ರವಶಾಖೆಯ ಖಿಲ ಮತ್ತು ಉಪಖಿಲಮಂತ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

೧೨. ಭಾಗಲೇಯಶಾಖಾ.

ಭಗಲೀ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗಲೇಯರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯ (೪-೩-೧೦೯) ಪ್ರಕಾರ ಇವರನ್ನ ಭಾಗಲೇಯರೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಂಖಾಯನಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ (೬-೧-೭) ಆನರ್ತೀಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಲೇಯಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀಪಾದಕೃಷ್ಣ ಬೆಲ್ವೆಲ್ಕರ್ ಎಂಬುವರು ೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಲೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗಲೇಯಸ್ಮೃತಿಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿಬಂಧಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

೧೩, ೧೪. ತುಂಬುರು ಮತ್ತು ಉಲಪಶಾಖೆಗಳು.

ಸಾಮವೇದೀಯಶಾಖಾಕಾರರಲ್ಲಿ ತುಂಬುರು ಎಂಬುವರ ಹೆಸರು ಇರುವುದು. ಯಜುರ್ವೇದಶಾಖಾಕಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬುರು ಮತ್ತು ಉಲಪ ಎಂಬುವರ ವಿಚಾರಗಳಾವವೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

೧೫. ಆಹ್ವರಕಶಾಖಾ.

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ಚರಕಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೧೨ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. (ಪೇಜು ೧೧೧, ಚತುರ್ಥವಿಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ). ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪೈಕಿ ಚರಕ ಮತ್ತು ಕಠಶಾಖೆಗಳ (ನಂ. ೧ ಮತ್ತು ೯) ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಆಹ್ವರಕಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆರಡೂ ಇದ್ದವು. ಯಾದವಪ್ರಕಾಶಕರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಗಲಸೂತ್ರದ (೩-೧೫) ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವರಕಶಾಖೆಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇವಸ್ತ್ವಾ ಸವಿತಾ ಮಧು ಪಾಜ್ತಾಂ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣೀಃ । ಸ್ಫೀತ್ಯೈೀವ ನಶ್ವರಃ ॥

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಗಾಯತ್ರೀ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

೧೬. ಪ್ರಾಚ್ಯಕಠಶಾಖಾ.

ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಗ್ರಂಥಗಳಾವವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರದೇಶದ ಕಠರ ಶಿಷ್ಯರ ಪೈಕಿ ಪೂರ್ವದೇಶವಾಸಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಈ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೪) ಪತಂಜಲಿಯು **ಕಠಾಂತೇವಾಸೀ ಖಾಡಾಯನ** ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಠರ ಶಿಷ್ಯನು ಖಾಡಾಯನನು. ಈ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪೂರ್ವದೇಶ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಚ್ಯಕಠಶಾಖೆಗೂ ಈ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿರಬಹುದು.

೧೭. ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠಶಾಖಾ.

ಪ್ರಾಚ್ಯಕಠಶಾಖೆಗೆ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತೋ ಅದರಂತೆ ಈ ಶಾಖೆಗೂ ಸಹ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಿದೆ. ಕಪಿಷ್ಠಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೇಶದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತದ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾಣಿನೀಯ ಗಣಪಾಠದಲ್ಲಿ (೨-೪-೬೯) ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೮-೩-೯೧) ಗೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಪಿಷ್ಠಲ ಶಬ್ದವಿರುವುದು. ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೮ ಅಷ್ಟಕಗಳೂ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇರುವುವು. ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಅಷ್ಟಕ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಷ್ಟಕ, ಐದನೆಯ ಅಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಆರನೆಯ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಯು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾಶಿಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯು ಕಾಶಿಯ ಸರಸ್ವತೀಭವನವೆಂಬ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಪಾಠವು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠಶಾಖೆಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವೂ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

೧೮. ಚಾರಾಯಣೀಶಾಖಾ.

ಚರ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಚಾರಾಯಣರೆಂದು ಹೆಸರು. ಚರಋಷಿಯ ಹೆಸರು ಪಾಣಿನೀಯ ಗಣಪಾಠದಲ್ಲಿ (೪-೧-೯೯) ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇವಪಾಲರ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾರಾಯಣೀಯಗೃಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಠಕಗೃಹ್ಯದ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಶಾಖೆಯವರು ಒಂದೇ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಚಾರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಶಾಖೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಚಾರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಾರ್ಷಾಧ್ಯಾಯವೆಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವು ಈಗಲೂ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯು ಲಾಹೋರಿನ ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಲಿ

ನ್ನಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಈಚಿಗೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಷಾಧ್ಯಾಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವವು.

(೧) ಚಾರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಕಗಳೆಂಬ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ—**ಗೋಷದಸಿ ಇತ್ಯನುವಾಕದ್ವಯಂ ಸವಿತುಶ್ಶ್ಯಾವಾಶ್ವಸ್ಯ**– ಎಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ೪೦ನೆಯ ಖಂಡದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ **ಸ್ಥಾ** ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

(೨) ಚಾರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಯಾನುವಾಕ್ಯಗಳ ಋಕ್ಕುಗಳು ೪೦ನೆಯ ಸ್ಥಾನಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಾಠಕಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಋಕ್ಕುಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

(೩) ಚಾರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಠಕಸಂಹಿತೆಯ ಕ್ರಮವೂ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಕ್ರಮವೂ ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

(೪) ಚಾರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕಾಠಕ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತೆ ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.

(೫) ಚಾರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಯಜ್ಞಗಳ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ.

ಮಂತ್ರಾರ್ಷಾಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಪ್ರಾಜಾಪತಿಮುಖಾತ್ಪೂರ್ವಮಾರ್ಷಂ ಛಂದಶ್ಚ ದೈವತಂ ।
ಯೋಗಃ ಪ್ರಾಪ್ತೋಽತ್ರಿಮುನಿನಾ ಬೋಧೋ ಲೌಗಾಕ್ಷಿಣಾ ತತಃ ॥

ಎಂದರೆ ಅತ್ರಿಋಷಿಯು ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ) ವೇದದ ಋಷಿ, ದೇವತಾ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಹೊಂದಿದನು. ಅತ್ರಿಋಷಿಯಿಂದ ಲೌಗಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಲಬ್ಧವಾದವು.

ದೇಶಪಾಲರೆಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಕಾಠಕಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೫-೧) ಚಾರಾಯಣೀಯಸೂತ್ರದ್ದೆಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯದ ಪಾಠವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

ಚಾರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೧-೧-೧೨) ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾಮಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನವರು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ೯೩ನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಚಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಗಣಪತಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೀರ್ಘಚಾರಾಯಣರೆಂಬುವರು ಕೌಟಿಲ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಧದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಚಾರಾಯಣೀಯಶಿಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರು ವುದು. ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೧-೭೩) **ಕಂಬಲಚಾರಾಯಣೀಯಾಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ.

೧೯. ವಾರಾಯಣೀಯಶಾಖಾ.

ವಾರಾಯಣೀಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎರಡು ಚರಣವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಶಾಖೆ ಇದ್ದಿತೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಚಾರಾಯಣೀಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಾರಾಯಣೀಯ ಎಂದು ಹಸ್ತದೋಷದಿಂದ ತಪ್ಪುಬಿದ್ದಿರಬಹುದು.

೨೦. ವಾರ್ತಾಂತವೀಯಶಾಖಾ.

ವರತಂತು ಎಂಬ ಶಾಖಾಕಾರರ ವಿಚಾರವು ಪಾಣಿನೀಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೨) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನು ತನ್ನ ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ (೫-೧) ಒಬ್ಬ ವರತಂತು ಋಷಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರತಂತು ಋಷಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕೌತ್ಸನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೨೧. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶಾಖಾ.

ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವು (ವಚನವು) ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯ ೧ನೆಯ ಭಾಗದ ೮ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲದೆ ಈ ಶಾಖೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಹ ಇದ್ದಿತು. ಅದರ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು **ಅಸ್ಯವಾಮೀಯ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಆತ್ಮಾನಂದರು ೧೬ನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರವು ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಿತೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

೨೨, ೨೩ ಔಪಮನ್ಯವ ಮತ್ತು ಪಾತಾಂಡನೀಯಶಾಖೆಗಳು.

ಉಪಮನ್ಯು ಎಂಬುವರು ಒಬ್ಬ ನಿರುಕ್ತಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಇವರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಔಪಮನ್ಯವಶಾಖೆಯ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವೂ ಈಗ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ (೮-೯೭, ೯೮) ಕುಣೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಕುಲದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಸುವಿನ ಮಗ ಉಪಮನ್ಯು, ಅವನ ಮಗ ಔಪಮನ್ಯವ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು. ಪಾತಾಂಡನೀಯಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವುದು. ಗ್ರಂಥಗಳಾವವೂ ಇಲ್ಲ.

೨೪. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶಾಖಾ.

ಈ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಮೈತ್ರಾಯಣೀ ಎಂಬ ಋಷಿಯು. ಉತ್ತರಪಾಂಚಾಲಕುಲದಲ್ಲಿ ದಿವೋದಾಸನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾದ ಮಿತ್ರಯು ಎಂಬುವನು. ಮಿತ್ರಯುವಿನ ಮಗನೇ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯನು. ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ (೩೨-೭೬) ಮೈತ್ರಾಯಣ ವಂಶದವರು ಮೈತ್ರೇಯರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೆ. ಈ ಮೈತ್ರೇಯರು ಭಾರ್ಗವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಮೈತ್ರಾಯಣಿ ಋಷಿಯು ಈ ಭಾರ್ಗವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕುಲದವರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುವುದು. ಈ ಮೈತ್ರಾಯಣಿ ಋಷಿಯ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯರೆಂದು ಹೆಸರು.

ಮೈತ್ರಾಯಣಸಂಹಿತೆಯು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜರ್ಮನೀ ದೇಶದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರಾಡರ್ ಎಂಬುವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುವರು. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ವಿಷಯವು ಮಾನವಗೃಹ್ಯಪರಿಶಿಷ್ಟದ ತರ್ಪಣಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತೇನೆ.—

ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತಿ ।
ಸುಮಂತುಜೈಮಿನಿವೈಲವೈಶಂಪಾಯನಾಃ ಸಶಿಷ್ಯಾಃ ।
ಭೃಗುಚ್ಯವನಾಪ್ನವಾನೌರವಜಾಮದಗ್ನಯಃ ಸಶಿಷ್ಯಾಃ ।
ಆಂಗಿರಸಾಂಬರೀಷಯೌವನಾಶ್ವ-ಹರಿದ್ರಭಾಗಲಿರ್ಲವಯ (?)
ತುಂಬುರು ಔಲಂಪಾಯನಾಃ ಸಶಿಷ್ಯಾಃ ।

ಮಾನವವರಾಹದುಂದುಭಿಕಪಿಲಬಾದರಾಯಣಾಃ ಸಶಿಷ್ಯಾಃ ।
ಮನುಪರಾಶರಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಗೌತಮಾಃ ಸಶಿಷ್ಯಾಃ ।
ಮೈತ್ರಾಯಣ್ಯಾಸುರೀಗಾರ್ಗಿಶಾಕ್ವರ ಋಷಯಃ ಸಶಿಷ್ಯಾಃ ।
ಆಪಸ್ತಂಬಕಾತ್ಯಾಯನಹಾರೀತನಾರದವೈಜಂಪಾಯನಾಃ ಸಶಿಷ್ಯಾಃ ।
ಶಾಲಂಕಾಯನಾಂತರ್ಕಮಂತಕಾಯಿನಾಃ (?) ಸಶಿಷ್ಯಾಃ

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ರು ಮುಂತಾದವರು ಒಂದು ಗಣ, ಮಾನವ ವರಾಹ ಮುಂತಾದವರು ಎರಡನೆಯ ಗಣ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀ, ಆಸುರೀ ಮುಂತಾದವರು ಬೇರೆ ಗಣ. ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾರೆ.

ವಾರಾಹಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೯-೧) ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯರ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಂದಿನ, ಕಾಣ್ವ, ಕಾಠಕ ಮತ್ತು ಚಾರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತೆಗಳಂತೆಯೇ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ಈ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯು ಖಾನದೇಶ, ನಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೋರ್ವೀ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ಶಾಖೆಯ ಕಲ್ಪಗಳು ಅನೇಕವಿವೆ. ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಗೃಹ್ಯವೆಂದೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಗೃಹ್ಯವೆಂದೂ ಬರೆದಿರುವುದು. ಈ ಎರಡು ಗೃಹ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನೇಕರು ಈ ಎರಡು ಹೆಸರಿನ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಸಿಕಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರದಾಜೀ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ—

ಇತಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀ-ಮಾನವ-ವಾರಾಹಸಂಹಿತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮೈತ್ರಾಯಣೀ ಮತ್ತು ಮಾನವಗೃಹ್ಯಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಶ್ರೌತಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು. ಹೇಮಾದ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶ್ರೌತ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳ ಪಾಠವು ವಾರಾಹಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಶುಲ್ಬಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ವಿಭೂತಿಭೂಷಣದತ್ತರೆಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (The Science of the Sulba, Calcutta, 1932, page 6) ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಗೃಹ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಗಳೂ, ಮಾನವಗೃಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಖಂಡಗಳೂ ವಾರಾಹಗೃಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಖಂಡಗಳೂ ಇವೆಯೆಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿರುವ ಖಂಡವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ವಾರಾಹ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.

ಈಗ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯ ಅವಾಂತರಭೇದಗಳನ್ನು (Sub-divisions) ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ, ದುಂದುಭ, ಐಕೇಯ, ವಾರಾಹ, ಹಾರಿದ್ರವೇಯ, ಶ್ಯಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಾಯನೀಯ ಎಂಬ ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಮಾನವ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

೨೫. ಮಾನವಶಾಖಾ.

ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಅಧಿಕಭಾಗವೂ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವೂ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾನವಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಗೃಹ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳೂ ದೊರೆಯುವವು. ಮಾನವಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಲು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ.

೨೬. ವಾರಾಹಶಾಖಾ.

ವರಾಹಋಷಿಯು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಮಹಾರಾಜನ ಸಭಾಪ್ರವೇಶಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ವಾರಾಹಶ್ರೌತಸೂತ್ರವು ಲಾಹೋರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ಮೆಹರ್‌ಚಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ್‌ರವರಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಪಾಠಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಈಚಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಮಗ್ರಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಗಳು ಅನೇಕ ದೊರೆತಿವೆ. ವಾರಾಹಶ್ರೌತಪರಿಶಿಷ್ಟವು ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರಾಹಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಾಸಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೌರಾಣಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾದಂತೆ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ.

೨೭. ದುಂದುಭಶಾಖಾ.

ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು. ಗ್ರಂಥಗಳಾವುವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

೨೮. ಐಕೇಯಶಾಖಾ.

ಕೆಲವು ಚರಣವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಐಕೇಯಶಾಖೆಯು ಮಾನವಶಾಖೆಯ ಪ್ರಭೇದವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನವಸೂತ್ರಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಕೇಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವೆಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

೨೯. ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖಾ.

ವೈಶಂಪಾಯನರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಉಪಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಿತ್ತಿರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿತ್ತಿರಿ ಎಂಬುವರೊಬ್ಬರು ವೈಶಂಪಾಯನ ಜ್ಯೇಷ್ಠಸಹೋದರರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಶಾಖಾಕಾರರಾದ ತಿತ್ತಿರಿ ಎಂಬುವರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೨) ತಿತ್ತಿರಿಯ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಎಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವವರು ತೈತ್ತಿರೀಯರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಭಾಪ್ರವೇಶಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಋಷಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಿತ್ತಿರಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಈ ತಿತ್ತಿರಿಯು ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವರೇ ಶಾಖಾಪ್ರವಚನಕರ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾದವರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕಪೋತರಾಮನ ಮಗ ತೈತ್ತಿರಿ, ತೈತ್ತಿರಿಯ ಮಗ ಪುನರ್ವಸು, ಪುನರ್ವಸುವಿನ ಮಗ ಅಭಿಜಿತ್ತು ಎಂದು, ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ (೩೭-೧೭ ರಿಂದ ೧೯) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಿತ್ತಿರಿ ಅಥವಾ ತೈತ್ತಿರಿ ಎಂಬುವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ತಿತ್ತಿರಿಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಸಂಹಿತೆಗೆ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಶಾಖೆಯು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಾಂಡಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯಕಾರರ ಲೇಖನವು ಹೀಗಿದೆ—

ತಥಾ ಯಜುರ್ವೇದೇ ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖಾ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿಶ್ರಾ ।
ಸಾ ದ್ವಿವಿಧಾ ಸಂಹಿತಾಶಾಖಾಭೇದೇನ । ತತ್ರ ಸಂಹಿತಾ ಚತುಷ್ಪಾದಾ
ಸಪ್ತಕಾಂಡಾ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಶಂತ್ಪ್ರಶ್ನಾ ಚ । ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಕಾಂಡೇಽಷ್ಟೌ

ಪ್ರಶ್ನಾಃ । ದ್ವಿತೀಯಸಪ್ತಮೌ ಪಂಚ ಪಂಚ । ತೃತೀಯಚತುರ್ಥೌ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ । ಪಂಚಮಷಷ್ಠೌ ಷಡೇಕೈಕೌ (?) ತಸ್ಮಾದೇಕಾದಶೈಕಾದಶ ಪ್ರಶ್ನಾಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಪಾದಾಃ ।

ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವುವು. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನವಿಭಾಗಕ್ರಮವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವು ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಎರಡನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೬, ಮೂರನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೫, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೭. ಐದನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೭, ಆರನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೬, ಏಳನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೫ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು—೮+೬+೫+೭+೭+೬+೫=೪೪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಏಳು ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ವರ್ಣನೆಯು ಕಾಂಡಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಲೌಗಾಕ್ಷಿಸ್ಮೃತಿಯ ಈ ವಿಚಾರವಾದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾಠಕ, (ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯ) ಅನುವಾಕ ಮೊದಲಾದ ವಿವರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಣನೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.—

ತಾನಿ ಕಾಂಡಾನಿ ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರವದಾಮಿ ಚ ಸುಸ್ಫುಟಂ ।
ಪೌರೋಡಾಶೋ ಯಾಜಮಾನಂ ಹೌತಾರೋ ಹೌತ್ರಮೇವ ಚ ॥ ೧ ॥
ಪಿತೃಮೇಧಶ್ಚ ಕಥಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಚ ತತ್ಪರಂ ।
ತಥೈವಾನುಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾನಿ ಚೋಚಿರೇ ॥ ೨ ॥
ತತ್ಕಾಂಡೌಘವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ವಸಿಷ್ಠಾದ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಯಃ ।
ತದ್ವಿಶೇಷಪ್ರಕಾಶಾರ್ಥಂ ಸನ್ಮ್ಯಗೇತದ್ವಿವಿಚ್ಯತೇ ॥ ೩ ॥
ಪೌರೋಡಾಶಾ ಇಷೇತ್ಯಾದ್ಯಾ ಅನುವಾಕಾಸ್ತ್ರಯೋದಶ ।
ತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ತೃತೀಯಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಂ ಪಾಠಕದ್ವಯಂ ॥ ೪ ॥
ಏವಂ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಂ ಕಾಂಡಾನಾಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಕೇ ।
ಮಹಾಶಾಖಾವಿಶೇಷೇಽಸ್ಮಿನ್ ಕಥಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಭಿಃ ॥ ೩೮ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವಿಭಾಗ, ವಿಷಯವಿಭಾಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೈತ್ತಿರೀಯವು ಮಹಾಶಾಖೆಯೆಂದು ವೇದಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಿಭಾಗವು ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವಿಭಾಗಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ–ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಜ್ಯಾನುವಾಕ್ಯಮಂತ್ರಗಳು—ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಶಾಖಾಕಾರರು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದುಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇರೆಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿರುವವು. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಮಂತ್ರಗಳೂ ಸಂಹಿತಾಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಸುವುದರಿಂದ ಆ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನೂ, ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ಶಾಖಾಕಾರರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—**ಸಾವಿತ್ರಾಣಿ ಜುಹೋತಿ ಪ್ರಸೂತ್ಯೈ** ಎಂದು ಪಾಠವಿರುವುದು. ಕಪಿಷ್ಠಲಕಠಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ **ಸಾವಿತ್ರಾಣಿ ಜುಹೋತಿ ಪ್ರಸೂತ್ಯೈ ಚತುರ್ಗೃಹೀತೇನ ಜುಹೋತಿ** ಎಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸವಿತೃಸಂಬಂಧ

ವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹೋಮವನಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಶಾಖಾಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೋಮ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದೆಂದು ಕೆಲವರು **ಚತುರ್ಗೃಹೀತೇನ ಜುಹೋತಿ** ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಜುರ್ವೇದಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡ, ಪ್ರಪಾಠಕ, ಅನುವಾಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

೧ನೆಯ ಕಾಂಡ

ಪ್ರಪಾಠಕ	ಅನುವಾಕಸಂಖ್ಯೆ	ಪಂಚಾಶತ್
೧	೧೪	೨೮
೨	೧೪	೩೪
೩	೧೪	೩೧
೪	೪೬	೫೪
೫	೧೧	೫೧
೬	೧೨	೫೧
೭	೧೩	೫೧
೮	೨೨	೪೨
೮	೧೪೬	೩೨೪

೨ನೆಯ ಕಾಂಡ

೧	೧೧	೬೫
೨	೧೨	೭೧
೩	೧೪	೫೬
೪	೧೪	೪೮
೫	೧೨	೭೪
೬	೧೨	೭೦
೬	೭೫	೩೮೪

೩ನೆಯ ಕಾಂಡ

೧	೧೧	೪೨
೨	೧೧	೪೬
೩	೧೧	೩೬
೪	೧೧	೪೬
೫	೧೧	೩೬
೫	೫೫	೨೦೬

೪ನೆಯ ಕಾಂಡ

೧	೧೧	೪೬
೨	೧೧	೪೮
೩	೧೩	೩೬
೪	೧೨	೩೭
೫	೧೧	೨೭
೬	೯	೪೬
೭	೧೫	೩೯
೭	೮೨	೨೭೯

೫ನೆಯ ಕಾಂಡ

ಪ್ರಪಾಠಕ	ಅನುವಾಕಸಂಖ್ಯೆ	ಪಂಚಾಶತ್
೧	೧೧	೫೯
೨	೧೨	೬೪
೩	೧೨	೪೮
೪	೧೨	೫೮
೫	೨೪	೬೨
೬	೨೩	೫೪
೭	೨೬	೫೮
೭	೧೨೦	೪೧೩

೬ನೆಯ ಕಾಂಡ

೧	೧೧	೭೬
೨	೧೧	೫೯
೩	೧೧	೬೨
೪	೧೧	೫೧
೫	೧೧	೪೨
೬	೧೧	೪೩
೬	೬೬	೩೩೩

೭ನೆಯ ಕಾಂಡ

೧	೨೦	೫೨
೨	೨೦	೫೧
೩	೨೦	೪೨
೪	೨೨	೫೩
೫	೨೫	೫೪
೫	೧೦೭	೨೫೨

ಒಟ್ಟು ೭ ಕಾಂಡಗಳು, ೪೪ ಪ್ರಪಾಠಕಗಳು, ೬೫೧ ಅನುವಾಕಗಳು, ೨೧೯೯ ಪಂಚಾಶತ್‌ಗಳು.

ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ಎರಡನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ಮೂರನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ೧೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಮೂರನೆಯ ಕಾಂಡದ ಕಡೆಯ ೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾಠಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಆದುದರಿಂದ ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೪+೬+೪+೨೮=೮೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ

೧	೩೨	೧೩೦
೨	೨೦	೨೦ (೨೪)
೩	೨೧	೫೨ (೫೩)
೪	೪೨	೮೮ (೯೩)
೫	೧೨	೧೦೮
೬	೧೨	೨೭
೬	೧೩೯	೪೨೫ (೪೩೫)

ಉಪನಿಷತ್

೧	೧೨	೨೩
೨	೯	೯
೩	೧೦	೧೦
೪	೮೦	೧೦೨
೪	೧೧೧	೧೪೪

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ಪ್ರಥಮಕಾಂಡ

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕಸಂಖ್ಯೆ	ಪಂಚಾಶತ್
೧	೧೦	೮೦
೨	೬	೫೦
೩	೧೦	೬೫
೪	೧೦	೬೬
೫	೧೨	೬೨
೬	೧೦	೭೫
೭	೧೦	೬೪
೮	೧೦	೩೭
೮	೭೮	೪೯೯

ದ್ವಿತೀಯಕಾಂಡ

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕಸಂಖ್ಯೆ	ಪಂಚಾಶತ್
೧	೧೧	೬೦
೨	೧೧	೭೩
೩	೧೧	೫೦
೪	೮	೮೦
೫	೮	೪೫
೬	೨೦	೯೪
೭	೧೮	೬೬
೮	೯	೭೯
೮	೯೬	೫೪೭

ತೃತೀಯಕಾಂಡ

ಅಧ್ಯಾಯ	ಅನುವಾಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಂಚಾಶತ್
೧	೬	೬೨
೨	೧೦	೮೫
೩	೧೧	೭೯
೪	೧	೧೯
೫	೧೩	೨೯
೬	೧೫	೩೮ (೫೦)
		೩೮
೭	೧೪	೧೩೦
೮	೨೩	೯೧
೯	೨೩	೮೪
೧೦	೧೧	೪೯
೧೧	೧೦	೬೨
೧೨	೯	೫೬
೧೨	೧೪೬	೬೬೪ (೭೧೪)

ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ೨೮, ಅನುವಾಕ ೩೨೦, ಪಂಚಾಶತ್ ೧೭೧೦ (೧೭೬೦).

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಮತ್ತು ಕಠಶಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧ.

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಮತ್ತು ಕಠಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಮೂರನೆಯ ಕಾಂಡದ ೧೦-೧೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಾಠಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ಕಾಂಡಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯ ಪಾಠವು ಮೂರನೆಯ ಕಾಂಡದ ೯ನೆಯ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೇ ಮುಗಿದಿರುವುದು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಠಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಲೌಗಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಕಠಶಾಖೆಯೊಡನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಡವಿಭಾಗದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವೆವು.

೩. ಔಖೇಯಶಾಖಾ.

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ—

ತತ್ರ ತೈತ್ತಿರೀಯಕಾ ನಾಮ ದ್ವಿಭೇದಾ ಭವಂತಿ । ಔಖೇಯಾಃ ಖಾಂಡಿಕೇಯಾಶ್ಚೇತಿ ।

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಔಖೇಯ ಮತ್ತು ಖಾಂಡಿಕೇಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.

ಕಾಂಡಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಿತ್ತಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯನು ಉಖಾ ಎಂಬುವನು. ಇವನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಶಾಖೆಯು ಔಖೇಯವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪಾಣಿನೀಯಸೂತ್ರದ (೪-೩-೧೦೨) ಪ್ರಕಾರ ಉಖಾವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಔಖೀಯರೆಂದು ಹೆಸರು. ಔಖೀಯ ಮತ್ತು ಔಖೇಯರುಗಳ ಗೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳೂ ಒಂದೇ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ತೋರುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಾಂಡಿಕೀಯ ಮತ್ತು ಖಾಂಡಿಖೇಯ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ಪಂಗಡದ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.

ಔಖೇಯ ಮತ್ತು ವೈಖಾನಸ.

ವೈಖಾನಸಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ—

ಯೇನ ವೇದಾರ್ಥಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ ।
ಪ್ರಣೀತಂ ಸೂತ್ರಮೌಖೇಯಂ ತಸ್ಮೈ ವಿಖನಸೇ ನಮಃ ॥

ಇದರಿಂದ ಔಖೇಯಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿಖನರೆಂಬುವರು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ—

ಔಖೇಯಾನಾಂ ಗರ್ಭಚಕ್ರಂ ನ್ಯಾಸಚಕ್ರಂ ವನೌಕಸಾಂ ।
ವೈಖೇನಸಾನ್ ವಿನಾನ್ಯೇಷಾಂ ತಪ್ತಚಕ್ರಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ॥ ೧೩ ॥
ಔಖೇಯಾನಾಂ ಗರ್ಭಚಕ್ರದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ॥ ೨೮ ॥

ಎಂದರೆ ಔಖೇಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಿಶೇಷವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗರ್ಭವತಿಯರಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗರ್ಭ ವತಿಯಾದ ತಾಯಿಯು ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹಿಂದೆ ವೈಖಾನಸರಲ್ಲಿಯೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದು.

ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಉಖಾಶಾಖೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಬೋಧಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ (೩-೯-೬) ಋಷಿತರ್ಪಣಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಖಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಉಲ್ಲೇಖ ವಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಗಲೀ ಇದ್ದಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಇದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೈಖಾ ನಸರ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ.

೩೦. ಆತ್ರೇಯಶಾಖಾ

ಆತ್ರೇಯರ ವಿಷಯಕವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕಾಂಡಾನುಕ್ರಮಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಆತ್ರೇಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗೋತ್ರವಿದೆ. ಈ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ, ನಾಗರಖಂಡದ ೧೧೫ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೋತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ—

ಆತ್ರೇಯಾ ದಶ ಸಂಖ್ಯಾತಾಃ ಶುಕ್ಲಾತ್ರೇಯಾಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ ೧೬ ॥
ಕೃಷ್ಣಾತ್ರೇಯಾಸ್ತಥಾ ಪಂಚ ॥ ೨೩ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಆತ್ರೇಯಗೋತ್ರದವರು ಹತ್ತು ಪಂಗಡದವರೂ, ಶುಕ್ಲಾತ್ರೇಯರು ಹತ್ತುಪಂಗಡದವರೂ, ಕೃಷ್ಣಾತ್ರೇಯರು ಐದು ಪಂಗಡದವರೂ ಇದ್ದರು.

ಮಹಾಭಾರತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚರಕಸಂಹಿತೆಯೆಂಬ ವೈದ್ಯಗ್ರಂಥವು ಪುನರ್ವಸು ಎಂಬುವರಿಂದ ಆತ್ರೇಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪುನರ್ವಸು ಆತ್ರೇಯರ ಸಂಬಂಧವು ಆತ್ರೇಯಸಂಹಿತೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಸುಮಾರು ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೈನಾಚಾರ್ಯನಾದ ಅಕಲಂಕದೇವನು ತನ್ನ ರಾಜವಾರ್ತಿಕವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪುಟ ೫೧ ಮತ್ತು ೨೯೪) ಅಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಜನರ ವೇದಶಾಖೆಗಳಿಂದು ೬೭ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿದಾನೆ. ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ರೇಯಶಾಖೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಂಭವವುಂಟು. ಈ ಶಾಖೆಯು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಖಾನುವರ್ತಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಾತ್ರೇಯರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಭೇಲಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ಚರಕಸಂಹಿತಾ, ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ ೧೩-೧೦೧) ಪುನರ್ವಸುವನ್ನು ಚಂದ್ರಭಾಗವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಭಾಗವೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಚನಾಬ್‌ನದಿಯು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ರೇಯರ ಆಶ್ರಮವು ಚನಾಬ್‌ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಭೇಲಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸುವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾತ್ರೇಯವೆಂದೂ ಕರೆದಿದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ೨೧೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ದೇವರ್ಷಿಚರಿತಂ ಗರ್ಗೋ ಕೃಷ್ಣಾತ್ರೇಯಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ॥ ೩೩ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಆತ್ರೇಯನು ಚಿಕಿತ್ಸಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ ಪುನರ್ವಸು, ಪುನರ್ವಸು ಆತ್ರೇಯ, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಆತ್ರೇಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಆತ್ರೇಯಶಾಖೆಯು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಚರಕಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಆಯುರ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯು ಚರಕಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು.

ಆತ್ರೇಯಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ವರೂಪ

ಕಾಂಡಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವರ್ಣನೆಯು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಗೆ ಸರಿಹೋಗುವುದಾದರೂ ಅದು ಆತ್ರೇಯಸಂಹಿತೆಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಆತ್ರೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋನುವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕುಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೇಪ್ರಕಾರ ಆತ್ರೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧಪ್ರಕರಣವು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ರೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋತೃಕರ್ಮಪ್ರಕರಣವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಆತ್ರೇಯಋಷಿಯು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಪದಪಾಠಕಾರರು. ಬೋಧಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಋಷಿತರ್ಪಣಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪದಕಾರ ಆತ್ರೇಯಋಷಿಯ ಹೆಸರೂ ಇದೆ.

೩೨. ವೈಖಾನಸಶಾಖಾ

ವೈಖಾನಸಶಾಖೆಯ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಅನೇಕವಿವೆ. ಪ್ರೊ॥ ಕಾಲೆಂಡರವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯ ವಿವರಣೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

೩೨ ಖಾಂಡಿಕೀಯಶಾಖಾ

ಪಾಣಿನೀಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೨) ಖಂಡಿಕ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಖಂಡಿಕ ಋಷಿಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಖಾಂಡಿಕೀಯರೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಇದುವರಿಗೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿಕ ಅಥವಾ ಷಂಡಿಕ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ (೧-೪-೧೨) ಜೈಮಿನೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (೨-೧೨೨) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಔದ್ಭಾರಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಋಷಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಉದ್ಭಾರ ಎಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಖಂಡಿಕಋಷಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗತಿಗಳೇನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಖಾಂಡಿಕೇಯಸಂಹಿತೆಗೆ ಐದು ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ—

೩೩-೩೭ ಐದು ಖಾಂಡಿಕೇಯಶಾಖೆಗಳು

ಖಾಂಡಿಕೀಯ ಶಾಖೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಪಾಠವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ—

ಕಾಲೇತಾ ಶಾಟ್ಯಾಯನೀ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀ ಭಾರದ್ವಾಜೀ ಆಪಸ್ತಂಬೀ ।

ಎಂತಲೂ, ಎರಡನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ—

ಆಪಸ್ತಂಬೀ ಬೌಧಾಯನೀ ಸತ್ಯಾಷಾಢೀ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀ ಔಧೇಯಿಾ ।

ಎಂತಲೂ ಇದೆ. ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇತಾ, ಶಾಟ್ಯಾಯನೀ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀ, ಭಾರದ್ವಾಜೀ, ಆಪಸ್ತಂಬೀ ಎಂತಲೂ ಎರಡನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಪಸ್ತಂಬೀ, ಬೌಧಾಯನೀ, ಸತ್ಯಾಷಾಢೀ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀ, ಔಧೇಯಿಾ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಕಾಲೇತಾ, ಶಾಟ್ಯಾಯನೀ ಮತ್ತು ಔಧೇಯಿಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಆಪಸ್ತಂಬ, ಬೌಧಾಯನ, ಸತ್ಯಾಷಾಢ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶೀ, ಮತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೌತ್ರಶಾಖೆಗಳು ಎಂದರೆ ಈ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಈಗಲೂ ದೊರೆಯುವುವು.

೩೮ ವಾಧೂಲಶಾಖಾ

ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯೊಡನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಶಾಖೆಯು ಕೇರಳದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಾಧೂಲಶಾಖೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವೂ ಸಹ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವುದು.

೩೯-೪೦ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೇಶಶಾಖೆಗಳು

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೇಶವೆಂಬ ಮತ್ತೆರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಹೆಸರು ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೧೫ ಸೂತ್ರ

ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೇಶಶಾಖೆಗಳ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಉದ್ಧೃತವಾದ ವಚನಗಳು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುವು.

೪೧ ಹಾರೀತಶಾಖಾ

ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಸೌತ್ರಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಹಾರೀತಶ್ರೌತ, ಗೃಹ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವಚನಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುವು. ಬೋಧಾಯನ, ಆಪಸ್ತಂಬ ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರೀತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾರೀತರು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಾಯಣರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನುವರ್ತಕರೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮಾನವಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಹಾರೀತರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೪-೬-೩) ಕುಮಾರಹಾರೀತ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾರೀತಶಾಖೆಯು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಶಾಖೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಇದುವರಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ ೪೧ ಶಾಖೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಶಾಖೆಯ ೪೪ ಉಪಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ೮೫ ಶಾಖೆಗಳಾಗುವುವು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ೮೬ ಶಾಖೆಗಳಿವೆಯೆಂದು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯು ಮುಖ್ಯಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ—

ಅಷ್ಟಾದಶ ಯಜುಃ ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಧೀತ್ಯ ಶಾಖಾಪಾರೋ ಭವತಿ ।

ಎಂದು ಒಂದು ಪಾಠವೂ—

ಅಷ್ಟಾಶತ ಯಜುಸ್ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಧೀತ್ಯ ಶಾಖಾಪಾರೋ ಭವತಿ ।

ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವೂ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೧೮೦೦೦ ಆಗುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಪಾಠಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗುವುದು. ಬಹುಶಃ ಎರಡನೆಯ ಪಾಠವು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೯೦೦. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ೨೦೦೦ ಋಕ್ಕು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಏಳನೆಯ ಪ್ರಕರಣ
ಸಾಮವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು

ಪತಂಜಲಿಮಹರ್ಷಿಯು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಪಸ್ಪಶಾಹ್ನಿಕದಲ್ಲಿ—

ಸಹಸ್ರವರ್ತ್ಮಾ ಸಾಮವೇದಃ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಸಾಮವೇದವು ಸಾವಿರಶಾಖೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥವು. ಪ್ರಪಂಚ ಹೃದಯದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ—

ತತ್ರ ಸಾಮವೇದಃ ಸಹಸ್ರಧಾ ।..........ತತ್ರಾವಶಿಷ್ಟಾಃ ಸಾಮಬಾಹ್ವೃಚಯೋರ್ದ್ವಾದಶ ದ್ವಾದಶ । ತತ್ರ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ–ತಲವಕಾರ–ಛಂದೋಗ–ಶಾಟ್ಯಾಯನ–ರಾಣಾಯನಿ–ದುರ್ವಾಸಸ–ಭಾಗುರಿ–ಗೌಃ–ತಲವಕಾರಾಲಿ–ಸಾವರ್ಣ್ಯ–ಗಾರ್ಗ್ಯ–ವಾರ್ಷಗಣ್ಯ–ಔಪಮನ್ಯವಶಾಖಾಃ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಖೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಾವುವೆಂದರೆ—ತಲವಕಾರ, ಛಂದೋಗ, ಶಾಟ್ಯಾಯನ, ರಾಣಾಯನಿ, ದುರ್ವಾಸಸ, ಭಾಗುರಿ. ಗೌಃ, ತಲವಕಾರಾಲಿ, ಸಾವರ್ಣ್ಯ, ಗಾರ್ಗ್ಯ, ವಾರ್ಷಗಣ್ಯ ಮತ್ತು ಔಪಮನ್ಯವ ಎಂಬ ಶಾಖೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. ದಿವ್ಯಾವದಾನವೆಂಬ ಬೌದ್ಧಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರ್ವ ಏತೇ ಛಂದೋಗಾಃ ಪಙ್ಕ್ತಿರಿತ್ಯೇಕಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಧಾ ಭಿನ್ನಾ । ತದ್ಯಥಾ—ಶೀಲವಲ್ಕಾ ಅರಣೇಮಿಕಾಃ ಲೌಕಾಕ್ಷಾಃ ಕೌಥುಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾ ಮಹಾಸಮಾ ಮಹಾಯಾಜಿಕಾಃ ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾಃ ಸಮಂತವೇದಾಃ । ತತ್ರ—

ಶೀಲವಲ್ಕಾಃ ಪಂಚವಿಂಶತಿಃ	**[೨೫]**
ಲೌಕಾಕ್ಷಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್	**[೪೦]**
ಕೌಥುಮಾನಾಂ ಶತಂ	**[೧೦೦]**
ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾನಾಂ ಶತಂ	**[೧೦೦]**
ಮಹಾಸಮಾನಾಂ ಪಂಚಶತಾನಿ	**[೫೦೦]**
ಮಹಾಯಾಜಿಕಾನಾಂ ಶತಂ	**[೧೦೦]**
ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾಣಾಂ ಶತಂ	**[೧೦೦]**
ಸಮಂತವೇದಾನಾಂ ಶತಂ	**[೧೦೦]**

ಇತೀಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಛಂದೋಗಾನಾಂ ಶಾಖಾಃ ಪಙ್ಕ್ತಿರಿತ್ಯೇಕಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಧಾ ಭಿನ್ನಾ । [೧೦೬೫]

ಎಂದರೆ ಸಾಮವೇದದ ಶಾಖಾಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೮೦ ಆಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮದಂತೆ ಶಾಖಾಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೬೫ ಆಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ದಿವ್ಯಾವದಾನವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪಾಠವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಥರ್ವಣಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ—

ತತ್ರ ಸಾಮವೇದಸ್ಯ ಶಾಖಾಸಹಸ್ರಮಾಸೀತ್ ।...........। ತತ್ರ ಕೇಚಿದವ-ಶಿಷ್ಟಾಃ ಪ್ರಚರಂತಿ । ತದ್ಯಥಾ—ರಾಣಾಯನೀಯಾಃ । ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾಃ । ಕಾಲಾಪಾಃ । ಮಹಾಕಾಲಾಪಾಃ । ಕೌಥುಮಾಃ । ಲಾಂಗಲಿಕಾಶ್ಚೇತಿ ॥
ಕೌಥುಮಾನಾಂ ಷಡ್ಭೇದಾ ಭವಂತಿ । ತದ್ಯಥಾ—ಸಾರಾಯಣೀಯಾಃ । ವಾತರಾಯಣೀಯಾಃ । ವೈತಧೃತಾಃ । ಪ್ರಾಚೀನಾಸ್ತೇಜಸಾಃ । ಅನಿ-ಷ್ಟಕಾಶ್ಚೇತಿ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಶಾಖೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಣಾಯನೀಯ, ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರ, ಕಾಲಾಪ, ಮಹಾಕಾಲಾಪ, ಕೌಥುಮ ಮತ್ತು ಲಾಂಗಲಿಕ ಎಂಬ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಣೀಯ, ವಾತರಾಯಣೀಯ ವೈತಧೃತ, ಪ್ರಾಚೀನಾಸ್ತೇಜಸ, ಅನಿಷ್ಟಕ ಎಂದು ಆರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಎಂದಿದೆ. ಇದೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬುವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಗೋಭಿಲಗೃಹ್ಯಕರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ನಿತ್ಯಾಹ್ನಿಕಪ್ರಯೋಗಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿತರ್ಪಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ—

ರಾಣಾಯನಿಃ । ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಿಃ । ವ್ಯಾಸಃ । ಭಾಗುರಿಃ । ಔಗುರ್ಂಡಿಃ । ಗೌಲ್ಗುಲವಿಃ । ಭಾನುಮಾನೌಪಮನ್ಯವಃ । ಕರಾಟಿಃ । ಮಶಕೋ ಗಾರ್ಗ್ಯಃ । ವಾರ್ಷಗಣ್ಯಃ । ಕೌಥುಮಿಃ । ಶಾಲಿಹೋತ್ರಿಃ । ಜೈಮಿನಿಃ ॥

ಎಂದು ರಾಣಾಯನಿ ಮೊದಲಾದ ಹದಿಮೂರುಜನ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ—

ಶಟಿಃ । ಭಾಲ್ಲವಿಃ । ಕಾಲ್ಬವಿಃ । ತಾಂಡ್ಯಃ । ವೃಷಾಣಃ । ಶಮಬಾಹುಃ । ರುರುಕಿಃ । ಅಗಸ್ತ್ಯಃ । ಬಷ್ಕಶಿರಾಃ । ಹೂಹೂಃ ॥

ಶಟಿ ಮೊದಲಾದ ಹತ್ತುಮಂದಿ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಾಮಶಾಖೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ೨೩ ಜನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಧನ್ವೀ ಎಂಬುವರು ಪುರಾತನರು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ರುದ್ರಸ್ಕಂದರೆಂಬುವರು ಹಳಬರು. ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಖಾದಿರಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ (೩-೨-೧೪)ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ೧೩ ಜನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ೧೦ ಜನ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದಾರೆ. ಮಹೀದಾಸರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ೧೩ ಜನ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ—

ರಾಣಾಯನೀ ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾ ದುರ್ವಾಸಾ ಅಥ ಭಾಗುರಿಃ ।
ಭಾರುಂಡೋ ಗೋರ್ಗುಜವೀರ್ಭಗವಾನೌಪಮನ್ಯವಃ ॥ ೧ ॥
ದಾರಾಲೋ ಗಾರ್ಗ್ಯಸಾವರ್ಣೀ ವಾರ್ಷಗಣ್ಯಶ್ಚ ತೇ ದಶ ।
ಕುಥುಮಿಃ ಶಾಲಿಹೋತ್ರಶ್ಚ ಜೈಮಿನಿಶ್ಚ ತ್ರಯೋದಶ ॥ ೨ ॥

ಜೈಮಿನಿಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ತರ್ಪಣಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೧೪) ಕೆಳಗೆ ಹೇಳುವ ೧೩ ಜನ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ—

ಜೈಮಿನಿಂ–ತಲವಕಾರಂ–ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಂ–ರಾಣಾಯನಿಂ–ದುರ್ವಾಸಸಂ–ಚ ಭಾಗುರಿಂ–ಗೌರುಂಡಿಂ–ಗೌರ್ಗುಲವಿಂ– ಭಗವಂತಮೌಪಮನ್ಯವಂ – ಕಾ-ರಡಿಂ–ಸಾವರ್ಣಿಂ–ಗಾರ್ಗ್ಯವಾರ್ಷಗಣ್ಯಂ–ದೈವಂತ್ಯಮಿತಿ ॥

ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯ, ಗೋಭಿಲಗೃಹ್ಯಕರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಜೈಮಿನಿಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ೧೩ ಜನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಈಗ ಜೈಮಿನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಶಾಖಾಪ್ರವಚನಕಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಣ.

ಸಾಮವೇದಪ್ರಚಾರಕ ಜೈಮಿನಿ

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯು ಒಬ್ಬರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೪-೧೭) ಹೇಳಿರುವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಭಾಪ್ರವೇಶಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಋಷಿಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯ ಹೆಸರು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಿಪರ್ವದ ೪೮ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ಉದ್ಗಾತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವೃದ್ಧೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೌತ್ಸಾರ್ಯಜೈಮಿನಿಃ ||೬||

ಎಂದಿದೆ. ಜನಮೇಜಯರಾಜನು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆದ ಕೌತ್ಸ ಗೋತ್ರದ ಜೈಮಿನಿ ಎಂಬುವರು ಉದ್ಗಾತೃವಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು (ಸಾಮಗಾನವನ್ನು) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಾಂಗಲ ರೆಂಬ ಸಾಮಸಂಹಿತಾಪ್ರವಚನಕಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೈಮಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರೊಬ್ಬರಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೈಮಿನಿಯು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಂದನಲಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಬರೆದಿರುವ ಭೌಗೋಲಿಕಕೋಶವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವನವೆಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳವು ಜೈಮಿನಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವೆಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಜೈಮಿನಿಯ ಅನಂತರ ನಡೆದುಬಂದ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯು

ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ ಜೈಮಿನಿಯು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಸುಮಂತುವಿಗೆ ಕಲಿಸಿದನು. ಸುಮಂತುವು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸುತ್ವಾ ಎಂಬುವನಿಗೂ ಸುತ್ವನು ತನ್ನ ಮಗ ಸುಕರ್ಮ ಎಂಬುವನಿಗೂ ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಸಿದರು. ಸುಕರ್ಮನೆಂಬುವನು ತನ್ನ ಸಾವಿರಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪಾಠಹೇಳಿದನು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮವೇದವು ಸಾವಿರಾರು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಕೋಪ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪವು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದೂ ಆಗ ಸುಕರ್ಮನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೂ ಅವರ ಶಾಖೆಗಳೂ ನಷ್ಟವಾದವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಾದನಂತರ ಸುಕರ್ಮನ ಬಳಿ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೌಷ್ಪಂಜೀ ಎಂತಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಾಜಾ ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಕೌಸಲ್ಯ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಪೌಷ್ಪಂಜಿಯು ೫೦೦ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪ್ರವಚನಕಾರನು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವವರು ಉದೀಚ್ಯಸಾಮಗರು ಅಥವಾ ಉತ್ತರದೇಶದ ಸಾಮಗರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಸಲರಾಜನಾದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭನೂ ಸಹ ೫೦೦ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇವುಗಳನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಚ್ಯಸಾಮಗರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದೇಶದ ಸಾಮಗರೆಂದು ಹೆಸರು.

ಪೌಷ್ಪಂಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಉದೀಚ್ಯಸಾಮಗರ ಪರಂಪರೆಯು

ವಾಯು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮಸಂಹಿತಾಕಾರರ ವರ್ಣನೆಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಗಋಷಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಸಾಧನಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಾಮಗರ ವರ್ಣನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಪೌಷ್ಪಂಜಿಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಂಹಿತಾಪ್ರವಚನಕರ್ತರು. ಲೌಗಾಕ್ಷಿ, ಕುಥುಮಿ, ಕುಸೀದಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಗಲಿ ಎಂದು ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು. ಈಪೈಕಿ ಲೌಗಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ರಾಣಾಯನಿ, ತಾಂಡ್ಯ, ಅನೋವೇನ ಅಥವಾ ಮೂಲಚಾರೀ, ಸಕೈತಿಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರ ಎಂಬ ಐದುಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಆರುಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು. ಈ ಆರನೆಯಶಿಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಸುನಾಮಾ ಎಂದು. ಈ ಸುನಾಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

ಮಹಾಭಾರತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ ಸುಸಾಮಾ

ಸಭಾಪರ್ವದ (೩೬-೩೪) ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಾಜಸೂಯಯಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ, ಋಷಭ, ಸುಸಾಮಾ ಎಂಬುವರು ಸಾಮಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಾಟ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ **ಇತಿ ಧಾನಂಜಯ್ಯಃ** ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಧನಂಜಯ ಎಂಬವರು ಯಾರು? ಇವರೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧನಂಜಯರೋ ಅಥವಾ ಧನಂಜಯ ಮತ್ತು ಸುಸಾಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವುಂಟಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಥುಮಿಯ ಮೂರುಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು

ಕುಥುಮಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಔರಸ, ಪರಾಶರ, ಭಾಗವಿತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಂದಿಯೂ ಪೌಷ್ಪಂಜಿಯ ಶಿಷ್ಯರು. ಈಪೈಕಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೬-೩-೯) ಭಾಗವಿತ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಕೌಥುಮಶಾಖಾನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು- ಔರಸ ಅಥವಾ ಭಾಗವಿತ್ತಿಗೆ ಶೌರಿದ್ಯು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಿಪುತ್ರ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ರಾಣಾಯನಿ ಮತ್ತು ಸೌಮಿತ್ರಿ ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು. ಶೃಂಗಿಪುತ್ರರು ಮೂರು ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪ್ರವಚನಕಾರರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೈಲ, ಪ್ರಾಚೀನಯೋಗ, ಮತ್ತು ಸುರಾಲ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯರು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೫-೧೩-೧) ಸತ್ಯಯಜ್ಞಪೌಲುಷಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನಯೋಗ್ಯವೆಂಬ ಪದದಿಂದ ಸಂಬೋಧನೆಮಾಡಿದೆ. ಜೈಮಿನೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೨-೫೬) ಸಾತ್ಯಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಯಜ್ಞನ ಪುತ್ರನಾದ ಸೋಮಶುಷ್ಮನ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಾಚೀನಯೋಗ್ಯಪದದಿಂದ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾರಾಶರ್ಯಕೌಥುಮರು ಆರು ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪ್ರವಚನಕಾರರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸುರಾಯಣ, ವೈಶಾಖ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನಯೋಗನ ಮಗ, ಪತಂಜಲಿ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯರು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಈಗ ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪತಂಜಲಿಯೇ ನಿದಾನಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರಬೇಕು. ಛಂದೋಗಶ್ರೌತಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಲವೃಂತನಿವಾಸೀ ಎಂಬುವರು—

ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣೀಯ–ಪಾತಂಜಲ–ವಾರರುಚ–ಮಾಶಕಾನುಪಸಂಗೃಹ್ಯ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪಾತಂಜಲನಿದಾನಸೂತ್ರದೊಡನೆ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, ಪಾತಂಜಲ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರವೆಂಬ ಬೇರೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದ್ದಿರಬೇಕು.

ಲಾಂಗಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಿಹೋತ್ರರೂ ಸಹ ಆರು ಆರು ಸಂಹಿತೆಗಳ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲಿಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ಕುಸೀದೀ ಎಂಬುವರು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರೇ ಎಂಬುವುದು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗಲಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಭಾಲ್ಲವಿ, ಕಾಮಹಾನಿ, ಜೈಮಿನಿ, ಲೋಮಗಾಯನಿ, ಕಂಡು ಮತ್ತು ಕಹೋಲ ಎಂಬ ಆರುಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲಾಂಗಲರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಚ್ಯಸಾಮಗರಾದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಕೌಸಲ್ಯ.

ಸುಕರ್ಮನ ಎರಡನೆಯ ಶಿಷ್ಯನು ಕೋಸಲದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭನು. ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಕೌಸಲ್ಯನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನೆಂಬ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸುಕೇಶಾಭರದ್ವಾಜರು ಪಿಪ್ಪಲಾದರೊಡನೆ ಹೇಳಿದ ರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೬-೧) ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಕೌಸಲ್ಯನು ಭಾರತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುವುದರಿಂದ ಈತನೇ ಸಾಮಸಂಹಿತಾಕಾರನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವು ದನ್ನೂ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕೃತ.

ಹಿರಣ್ಯನಾಭನ ಶಿಷ್ಯನು ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಕೃತನೆಂಬುವನು. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೪-೧೯-೫೦) ಈ ಕೃತನು ದ್ವಿಜಮಿಾಢಕುಲದ ಸನ್ನತಿಮಾನನೆಂಬುವನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೃತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ **ಕಾರ್ತ ಕೌಜಪಾದಯಶ್ಚ** (೬-೨-೩೭) ಎಂದು ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಕೃತನಿಗೆ ಸಾಮಸಂಹಿತಾಕಾರರಾದ ೨೪ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ವಾಯು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ—

ವಾಯುಪುರಾಣ:— ರಾಡಃ–ರಾಡವೀಯಃ–ಪಂಚಮಃ–ವಾಹನಃ–ತಲಕಃ–ಮಾಂಡುಕಃ–ಕಾಲಿಕಃ–-ರಾಜಿಕಃ–ಗೌತಮಃ–ಅಜಬಸ್ತ–ಸೋಮರಾಜಾಯನಃ–ಪುಷ್ಟಿಃ–ಪರಿಕೃಷ್ಟಃ--ಉಲೂಖಲಕಃ—ಯವೀಯಸಃ–ವೈಶಾಲಃ–ಅಂಗುಲೀಯಃ–ಕೌಶಿಕಃ––ಸಾಲಿಮಂಜರಿ—ಸತ್ಯಃ—ಕಾಪೀಯಃ—ಕಾನಿಕಃ–ಪರಾಶರಃ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ:— ರಾಡಿಃ–ಮಹಾವೀರ್ಯಃ–ಪಂಚಮಃ-ವಾಹನಃ-ತಾಲಕಃ-ಪಾಂಡಕಃ-ಕಾಲಿಕಃ ರಾಜಿಕಃ–ಗೌತಮಃ–ಅಜಬಸ್ತ–ಸೋಮರಾಜಾ––ಪೃಷ್ಟಘ್ನಃ--ಪರಿಕೃಷ್ಟಃ--ಉಲೂಖಲಕಃ—ಯವೀಯಸಃ–ವೈಶಾಲೀ–ಅಂಗುಲೀಯಃ–ಕೌಶಿಕಃ–ಶಾಲಿಮಂಜರಿ–ಪಾಕಃ–ಶಧೀಯಃ-ಕಾನಿನಃ ಪಾರಾಶರ್ಯಃ.

ಈ ಎರಡು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ೨೩ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮ ಸಂಹಿತಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಪಂಜಿ ಮತ್ತು ಕೃತರು ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು.

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ರಾಣಾಯನೀಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

> **ರಾಣಾಯನೀಯಾಃ । ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾಃ । ಕಾಪೋಲಾಃ । ಮಹಾಕಾ-ಪೋಲಾಃ । ಲಾಂಗಲಾಯನಾಃ । ಶಾರ್ದೂಲಾಃ । ಕೌಥುಮಾಶ್ಚೇತಿ ॥**

ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದಪ್ರಕಾರ—

> **ರಾಣಾಯನೀಯಾಃ । ಶಾಟ್ಯಾಯನೀಯಾಃ । ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾಃ । ಖಲ್ವಲಾಃ । ಮಹಾಖಲ್ವಲಾಃ । ಲಾಂಗಲಾಃ । ಕೌಥುಮಾಃ । ಗೌತಮಾಃ । ಜೈಮಿ-ನೀಯಾಶ್ಚೇತಿ ॥**

ಒಂಭತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಪ್ರಥಮಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ—

> **ಆಸುರಾಯಣಾಃ । ವಾತಾಯನಾಃ । ಪ್ರಾಂಜಲಿದ್ವೈನಭೃತಾಃ । ಕೌಥು-ಮಾಃ । ಪ್ರಾಚೀನಯೋಗ್ಯಾಃ । ನೈಗೇಯಾಶ್ಚೇತಿ ॥**

ಎಂದು ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳೂ, ಎರಡನೆಯ ಪಾಠದಪ್ರಕಾರ—

ಆಸುರಾಯಣೀಯಾಃ । ವಾಸುರಾಯಣೀಯಾಃ । ವಾರ್ತಾಂತರೇಯಾಃ । ಪ್ರಾಂಜಲಾಃ । ಋಗ್ವೈನವಿಧಾಃ । ಪ್ರಾಚೀನಯೋಗ್ಯಾಃ । ರಾಣಾಯನೀಯಾಶ್ಚೇತಿ ।

ಎಂದು ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಅನೇಕವಾಗಿರುವ ಸಾಮಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೊರೆಯುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಾಮಸಂಹಿತೆಗಳ ಎರಡು ಭೇದಗಳು.

ಗಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಚಿಕ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಚಿಕವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳೂ ಆರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಗಾನಗಳ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಪೌರುಷೇಯಗಳೇ ಅಥವಾ ಅಪೌರುಷೇಯಗಳೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿದಾನಸೂತ್ರ (೨-೧) ಮತ್ತು ಜೈಮಿನಿ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾವಿಸ್ತರ (೯-೨-೧ ಮತ್ತು ೨) ಸೂತ್ರಗಳು ನೋಡಲರ್ಹವಾಗಿವೆ.

೧. ಕೌಥುಮಾಃ

ಗ್ರಾಮೇ ಗೇಯಗಾನ=ವೇಯಗಾನ—ಇದರಲ್ಲಿ ೧೭ ಪ್ರಪಾಠಕಗಳೆಂಬ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವೆಂಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಸತ್ಯವ್ರತಸಾಮಶ್ರಮಿ ಎಂಬುವರು ೧೮೭೪ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುದ್ರಣಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಶ್ರೌತಿಯೆಂಬುವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೧೮೮೯ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣವು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು—

ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕೌಥುಮಶಾಖಾಯಾ ವೇಯಗಾನಂ ।

ಎಂದಿದೆ. ಈಚಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕರಣಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ.

ಅರಣ್ಯೇ ಗೇಯಗಾನ=ಆರಣ್ಯಗಾನ—ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳುಳ್ಳ ಆರು ಪ್ರಪಾಠಕಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ **ಅರ್ಕಪರ್ವ, ದ್ವಂದ್ವಪರ್ವ, ವ್ರತಪರ್ವ, ಶುಕ್ರಿಯಪರ್ವ** ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ವಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾಮ್ನಿ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಸಾಮಶ್ರಮಿಯವರ ಸಂಸ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

ಊಹಗಾನ—ಇದರಲ್ಲಿ **ದಶರಾತ್ರ, ಸಂವತ್ಸರ,** ಏಕಾಹ, **ಅಹೀನ, ಸತ್ರ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕ್ಷುದ್ರ**ಗಳೆಂಬ ಏಳು ಪರ್ವಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ೨೩ ಪ್ರಪಾಠಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

ಊಹ್ಯಗಾನ—ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಗಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಏಳು ಪರ್ವಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದಶರಾತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಇದರ ಪರ್ವಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ೧೬ ಪ್ರಪಾಠಕಗಳೂ ೩೨ ಅರ್ಧಪ್ರಪಾಠಕಗಳೂ ಇವೆ. ಇದೂ ಸಹ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಚಿಕರೂಪವಾದ ಸಾಮಸಂಹಿತಾ.

ಪೂರ್ವಾರ್ಚಿಕ—ಇದರಲ್ಲಿ ೬ ಪ್ರಪಾಠಕಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮಗೇಯಗಾನಸಾಮವು ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆರಣ್ಯಕಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ದಶತಿಗಳೆಂಬ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.

ಉತ್ತರಾರ್ಚಿಕ— ಇದರಲ್ಲಿ ೯ ಪ್ರಪಾಠಕಗಳಿವೆ. ಊಹಗಾನದ ಮಂತ್ರವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯ ಸಾಮಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ.

ಗ್ರಾಮೇಗೇಯಗಾನ	೧೧೯೭
ಆರಣ್ಯಗಾನ	೨೯೪
ಊಹಗಾನ	೧೦೨೬
ಊಹ್ಯಗಾನ	೨೦೫
ಒಟ್ಟು	೨೭೨೨

ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡ್‌ರವರ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೧೮೬೯ ಆಗುವುದು.

ಕೌಥುಮಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ—ಮೈಸೂರು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಥುಮಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೨೧ ಖಂಡಗಳಿವೆ. ಪೂನಾದ ಭಾಂಡಾರ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ,

ಕೌಥುಮಿಗೃಹ್ಯೇ । ಕಾಮಂ ಗೃಹ್ಯೇಗ್ನೌ ಪತ್ನೀ ಜುಹುಯಾತ್ । ಸಾಯಂ-
ಪ್ರಾತರೌ ಹೋಮೌ ಗೃಹಾಃ । ಪತ್ನೀಗೃಹ್ಯ ಏಷೋಗ್ನಿರ್ಭವತಿ । ಇತಿ ॥

ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಚನದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಕಾಲವು ೧೬೫೫ ಸಂವತ್ಸರವೆಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೌಥುಮಶಾಖೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

೨. ಜೈಮಿನೀಯಾಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂಹಿತೆಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರು ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಹಿತೆಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಮಿನಿಯ ಗಾನಗಳ ಸಾಮಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಗೇಯಗಾನ	೧೨೩೨
ಆರಣ್ಯಗಾನ	೨೯೧
ಊಹಗಾನ	೧೮೦೨
ಊಹ್ಯ=ರಹಸ್ಯಗಾನ	೩೫೬
ಒಟ್ಟು	೩೬೮೧

ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡರವರು ಧಾರಣಾಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಮಿನೀಯ ಶಾಖೆಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಆಗ್ನೇಯಸ್ಯ ಶತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಋಚೋ ದಶ ಚ ಷಟ್ ತಥಾ ।
ಐಂದ್ರಸ್ಯ ತ್ರಿಶತಂ ಚೈವ ದ್ವಿಪಂಚಾಶದೃಚೋ ಮಿತಾಃ ॥ ೧ ॥
ಏಕೋನವಿಂಶತಿಶತಂ ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಸ್ಮೃತಾ ಋಚಃ ।
ಪಂಚಪಂಚಾಶದಿತ್ಯುಕ್ತಾ ಆರಣಸ್ಯ ಕ್ರಮಾದೃಚಃ ॥ ೨ ॥
ಪ್ರಕೃತೇಃ ಷಟ್ಶತಂ ಚೈವ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದುತ್ತರಂ ।

ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಋಕ್ಸಂಖೆ--೬೪೨. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಮಸಂಖ್ಯೆ—೧೫೨೩.

ಆಗ್ನೇಯಪರ್ವ	೧೧೬
ಐಂದ್ರ	೩೫೨
ಪಾವಮಾನ್ಯ	೧೧೯
ಆರಣ	೫೫
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆ	೬೪೨

ಗ್ರಾಮಗೇಯಗಾನ ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಗಾನದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯು ೧೫೨೩. ಧಾರಣಾಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ೧೫೨೩ ಎಂದಿರುವುದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಊಹ ಮತ್ತು ಊಹ್ಯಗಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಜೈಮಿನೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೩೬೮೧ ಮಂತ್ರಗಳಿರುವವು. ಎಂದರೆ ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜೈಮಿನೀಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೯೫೫ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವವು. ಜೈಮಿನೀಯಸಂಹಿತೆಯು ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡರವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಮಿನೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೧೬೮೭. ಪೂರ್ವಾರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ೬೪೬ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ೧೦೪೧ ಮಂತ್ರಗಳಿರುವವು. ಪೂರ್ವಾರ್ಚಿಕದ ಪ್ರಕೃತಿಋಕ್ಸಂಖ್ಯಾ ೬೪೨. ಇಲ್ಲಿ ೪ ಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇಕೆ ಎಂಬುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಮಿನೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಥುಮಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ೧೮೨ ಮಂತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜೈಮಿನೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳು ಕೌಥುಮಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಚಾರವು.

ಜೈಮಿನೀಯ ಮತ್ತು ತಲವಕಾರ.

ಜೈಮಿನೀಯಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ತಲವಕಾರಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೈಮಿನಿಗೆ ತಲವಕಾರನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜೈಮಿನಿಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಲವಕಾರವೆಂಬ ಶಾಖಾಪ್ರಭೇದವಿರಬಹುದು. ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮದ್ರಾಸ್ ಆಧಿಪತ್ಯದ ತಿನ್ನವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವರು.

೩. ರಾಣಾಯನೀಯಾಃ

ರಾಣಾಯನೀಯಶಾಖಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೊರೆಯುವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ರಾಣಾಯನೀಯಶಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾವವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಶಾಖಾವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಣಾಯನೀಯ ಖಿಲಮಂತ್ರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಶಾಂಕರವೇದಾಂತಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೩-೩-೨೩) ದೊರೆಯುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಾಯನೀಯಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ. ಹೇಮಾದ್ರಿರಚಿತಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪದ ೧೦೭೯ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಣಾಯನೀಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

೪. ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಾಃ.

ರಾಣಾಯನೀಯಶಾಖೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವೇ ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರವು ರಾಣಾಯನೀಯದ ಒಂದು ಉಪಶಾಖೆಯು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಪಿಶಲೀಶಿಕ್ಷೆಯ ಆರನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ—

ಛಂದೋಗಾನಾಂ ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಿರಾಣಾಯನೀಯಾ ಹ್ರಸ್ವಾನಿ ಪಠಂತಿ ।

ಎಂದಿದೆ. ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಶಾಖೆಯವರು ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೧-೪, ೪೮)

> **ನನು ಚ ಭೋಶ್ಛಂದೋಗಾನಾಂ ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಿರಾಣಾಯನೀಯಾ ಅರ್ಧ-ಮೇಕಾರಮರ್ಧಮೋಕಾರಂ ಚಾಧೀಯತೇ । ಸುಜಾತೇ ಏ ಅಶ್ವಸೂ-ನೃತೇ । ಅಧ್ವರ್ಯೋ ಓ ಅದ್ರಿಭಿಃ ಸುತಂ । ಶುಕ್ರಂ ತೇ ಏ ಅನ್ಯದ್ಯ-ಜತಂ ॥**

ಎಂದಿದೆ. ಸಾತ್ಯಮುಗ್ರಶಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾವವೂ ನಮಗೆ ಇದುವರಿಗೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೫. ನೈಗೇಯಾಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಚರಣವ್ಯೂಹವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯ ಅವಾಂತರ ಭೇದಗಳನ್ನು (Sub-divisions) ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ನೈಗೇಯಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಪಾಠಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ವರ್ಣನೆಯೂ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ನೈಗೇಯಶಾಖೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

೬. ಶಾರ್ದೂಲಾಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿಕ್ಕುವದು ದುರ್ಲಭವಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸಂಗ್ರಹಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಖಾದಿರಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಈ ಶಾಖೆಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಹೇಮಾದ್ರಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪಪರಿಭಾಷಾಪ್ರಕರಣದ ೧೦೬೮ ಮತ್ತು ೧೦೭೫ನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ—

> **ತದ್ಯಥಾ ಶಾರ್ದೂಲಶಾಖಿನಾಂ—ಸ ಪೂರ್ವೋ ಮಹಾನಾಮಿತಿ ಮಧು-ಶ್ಚುನ್ನಿಧನಂ ।**

ಎಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಠವು ಶಾರ್ದೂಲಶಾಖೆಯದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉದಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ.

೭. ವಾರ್ಷಗಣ್ಯಾಃ

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀದಾಸರು ೧೩ ಮುಖ್ಯಸಾಮಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದವೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಪಿಂಗಲಛಂದಸ್ಸೂತ್ರದ (೩-೧೨) ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾದವಪ್ರಕಾಶರೆಂಬುವರು ನಾಗೀಗಾಯತ್ರೀ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ—

> **ಯಯೋರಿದಂ ವಿಶ್ವಮೇಜತಿ ತಾ ವಿದ್ವಾಂಸಾ ಹವಾಮಹೇ ವಾಂ ।**
> **ವೀತಂ ಸೋಮ್ಯಂ ಮಧು ॥ ಇತಿ ವಾರ್ಷಗಣ್ಯಾನಾಂ ।**

ಎಂದರೆ ನಾಗೀಗಾಯತ್ರಿಯ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯು ವಾರ್ಷಗಣ್ಯದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಗಣ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದರು. ಇವರು ಷಷ್ಟಿತಂತ್ರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಈ ವಾರ್ಷಗಣ್ಯರೇ ಸಾಮಸಂಹಿತಾಕಾರರೋ ಅಥವಾ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನವರಾದ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಬೇರೊಬ್ಬರಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದರೋ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿದ್ದೇ ಇದೆ.

೮. ಗೌತಮಾಃ

ಗೌತಮಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌತಮಪಿತೃಮೇಧಸೂತ್ರಗಳೂ, ಗೌತಮಶಿಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥವೂ ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಗೌತಮರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಖೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲನಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೯. ಭಾಲ್ಲವಿನಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿತೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೃಹದ್ದೇವತಾ (೫–೨೩ ಮತ್ತು ೧೫೫) ಭಾಷಿಕಸೂತ್ರ (೩–೧೫) ನಾರದಶಿಕ್ಷಾ (೧–೧೩) ಮಹಾಭಾಷ್ಯ (೪–೨–೧೦೪) ಕಾತ್ಯಾಯನ ಉಪಗ್ರಂಥಸೂತ್ರ (೧–೧೦) ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ (೩–೪–೨) ಶಾಂಕರವೇದಾಂತಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ (೩–೩–೨೬) ನಿದಾನಸೂತ್ರ (೩–೩, ೩–೬, ೫–೧ ಮತ್ತು ೭–೫) ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಲವಿಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ನಿದಾನಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನವು ಬೋಧಾಯನಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೧–೧–೨೮) ದೊರೆಯುವುದು.

ಸುರೇಶ್ವರರೆಂಬುವರು ಬರೆದಿರುವ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದ ವಾರ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಲವಿಶಾಖೆಯ ಒಂದು ಶ್ರುತಿವಚನವು ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಚನವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

ಅತಃ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಾತ್ಮಾವಬೋಧತಃ ।
ಹತ್ವಾಽವಿದ್ಯಾಂ ಧಿಯೈವೇಯಾತ್ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ ೨೧೯ ॥
ಇತಿ ಭಾಲ್ಲವಿಶಾಖಾಯಾಂ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಮಧೀಯತೇ ॥ ೨೨೦ ॥

ಇಲ್ಲ "**ಹತ್ವಾವಿದ್ಯಾಂ ಧಿಯೈವೇಯಾತ್ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ**" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಭಾಲ್ಲವಿಶಾಖೆಯ ಶ್ರುತಿವಚನವಾಗಿದೆ. ಭಾಲ್ಲವಿಶಾಖೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಕೆಲವಿದ್ದವು. ಜೈಮಿನ್ಯುಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೨–೪–೭) ಭಾಲ್ಲವಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜೈಮಿನ್ಯುಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಈ ಶಾಖೆಯು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಜೈಮಿನೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೩–೧೫೬) ಆಷಾಢಭಾಲ್ಲವೇಯ ಮತ್ತು (೧–೨೭೧) ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನಭಾಲ್ಲವೇಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

೧೦. ಕಾಲಬವಿನಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ನಾನಾಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳಾಗಿ ಉದಾಹೃತವಾಗಿವೆ. ಆಪಸ್ತಂಬಶ್ರೌತಸೂತ್ರ (೨೦–೯–೯) ಉಪಗ್ರಂಥಸೂತ್ರ (೧–೧೦) ನಿದಾನಸೂತ್ರ (೬-೭) ಪುಷ್ಪಸೂತ್ರ (೮–೮–೧೮೪) ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಬವಿಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಚನಗಳು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿವೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

೧೧. ಶಾಟ್ಯಾಯನಿನಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇದ್ದವೆಂದು ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸಂಹಿತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಟ್ಯಾಯನಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವೆಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳು ಜೈಮಿನ್ಯುಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉದ್ಧೃತವಾಗಿವೆ. ಉಪಗ್ರಂಥಸೂತ್ರ (೧-೧೦, ೨-೧, ೨೨-೮) ಭಾರದ್ವಾಜಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ (ಪುಟ ೮೬) ಬೌಧಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ (೨-೫-೨೫, ೨-೫-೪೩) ವೆಂಕಟಮಾಧವಕೃತ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯ (೧-೨೩-೧೬, ೧-೫೧, ೧-೫೧-೧೩, ೧-೫೧-೧೪, ೧-೮೪-೧೩, ೧-೧೦೫) ಪುಷ್ಪಸೂತ್ರ (೮-೮-೧೮೪) ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯ (೪-೬-೫, ೫-೪-೧೪) ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಕ್ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿ (೭-೩೨) ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ಯಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಚನಗಳು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿವೆ. ಶಾಟ್ಯಾಯನಕಲ್ಪಸೂತ್ರವಚನಗಳು ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ (ಭಾಗ ೧ ಪುಟ ೩೮) ಸತ್ಯಾಷಾಢಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಮಹಾದೇವವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ (೬-೫ ಪುಟ ೫೩೩) ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ಗೋಪಿನಾಥವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ (೧೦-೧೦ ಪುಟ ೯೯೯) ಖಾದಿರಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ರುದ್ರಸ್ಕಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ (ಪುಟ ೨೫-೨೬) ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

೧೨. ರೌರುಕಿಣಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗೋಭಿಲಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ (೩-೨-೫) ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ (೪-೩-೯) ಈ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳಿವೆ. ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೪-೧) **"ರೌರುಕಿಶಾಖೋಕ್ತಾನಿ ಯಜೂಗ್‌ಂಷಿ"** ಎಂಬ ವಚನವಿದೆ.

೧೩. ಕಾಪೇಯಾಃ

ಕಾಶಿಕಾವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (೪-೧-೧೦೭) ಕಾಪೇಯರು ಆಂಗಿರಸಗೋತ್ರದವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಗೋತ್ರದವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಪ್ಯರು ಆಂಗಿರಸಗೋತ್ರದವರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೩-೩-೧) ಪತಂಜಲಕಾಪ್ಯರು ಆಂಗಿರಸಗೋತ್ರದವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶೌನಕಕಾಪೇಯರೆಂಬ ಹೆಸರು ಜೈಮಿನ್ಯುಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೩-೧-೨೧) ಉಲ್ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಜೈಮಿನೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (೨-೨೬೮) ಸತ್ಯಾಷಾಢಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೪, ೯-೮, ೧-೮) ಈ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಚನಗಳು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿವೆ.

೧೪. ಮಾಷಶರಾವ್ಯಃ

ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ (೮-೨-೩೦) ಧನ್ವೀ ಎಂಬುವರು

ಮಾಷಶರಾವ್ಯೋ ನಾಮ ಕೇಚಿಚ್ಛಾಖಿನಃ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾಣಿನೀಯಗಣಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ (೪-೧-೯) ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರಿದೆ.

೧೫. ಕರದ್ವಿಷಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೨-೧೫-೪) ದೊರೆಯುವುದು,

೧೬. ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾಃ

ಆಪಸ್ತಂಬಶ್ರೌತಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ರುದ್ರದತ್ತರೆಂಬುವರು ಬರೆದಿರುವ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೯-೧೧-೨೧) ಶಾಂಡಿಲ್ಯಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ವಚನವಿದೆ. ಲಾಟ್ಯಾಯನ, ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಆಚಾ

ರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಸಾಮಶಾಖೆಯ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂಡಿಲ್ಯರು ಯಜಶ್ಶಾಖೆಯ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಸುಯಜ್ಞಶಾಂಡಿಲ್ಯರೆಂಬುವರ ಹೆಸರು ಜೈಮಿನೀಯ ಉಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೪-೧೭-೧) ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ.

೧೭. ತಾಂಡ್ಯಾಃ

ತಾಂಡ್ಯವೆಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಶಾಖೆಯು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಕಾಲದಿಂದಿಲೂ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ [೩-೩-೨೭]--

ಅನ್ಯೇಽಪಿ ಶಾಖಿನಸ್ತಾಂಡಿನಃ ಶಾಟ್ಯಾಯನಿನಃ ।

ಎಂದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ [೩-೩-೨೪]

ಯಥೈಕೇಷಾಂ ಶಾಖಿನಾಂ ತಾಂಡಿನಾಂ ಪೈಂಗಿನಾಂ ಚ ।

ಎಂದೂ, ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಈ ಶಾಖೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. ಶಾಂಕರವೇದಾಂತಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ [೩-೩-೩೬]

ಯಥಾ ತಾಂಡಿನಾಮುಪನಿಷದಿ ಷಷ್ಠೇ ಪ್ರಪಾಠಕೇ—ಸ ಆತ್ಮಾ.......।

ಎಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಠವು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ [೬-೮-೭] ಪ್ರಸಿದ್ಧಶ್ರುತಿಯಾಗಿದೆ.

ಛಾಂದೋಗ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾದರೂ ಮೊದಲು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು **ತಾಂಡ್ಯರಹಸ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ** ಅಥವ **ತಾಂಡ್ಯಆರಣ್ಯಕ**ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಶಾಂಕರವೇದಾಂತಭಾಷ್ಯದಿಂದ [೩-೩-೨೪] ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗೋಚರವಾಗುವುದು.

ತಾಂಡ್ಯಶಾಖೆಯು ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯ ಅವಾಂತರವಿಭಾಗವೆಂದು(Sub-division) ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಗೋಭಿಲಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವೂ ಕೌಥುಮಶಾಖೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಮಾದ್ರಿಯೆಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ [ಪುಟ ೧೪೬೦ ಮತ್ತು ೧೪೬೮] ಇದನ್ನು ಗೋಭಿಲರಾಣಾಯನೀಯಸೂತ್ರಕೃತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾತು ನಿಜವಾದರೆ ತಾಂಡ್ಯಶಾಖೆಗೆ ಬೇರೆ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವು ಇರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕೌಥುಮಸಂಹಿತೆ.

ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡರವರು ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕೌಥುಮಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು.

ತಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.	ಸಾಮಸಂಹಿತಾ
ಇಂದ್ರಂ ಗೀರ್ಭಿರ್ಹವಾಮಹೇ ೧೧-೪-೪	ಇಂದ್ರಂ ಗೀರ್ಭಿರ್ನವಾಮಹೇ
ಅಕ್ರಾಂತ್ಸಮುದ್ರಃ ಪರಮೋ ವಿಧರ್ಮನ್ ೧೫-೧-೧	ಅಕ್ರಾಂತ್ಸಮುದ್ರಃ ಪ್ರಥಮೋ ವಿಧರ್ಮನ್

ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭೇದವು ನಿದಾನಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ಆರ್ಷೇಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಠಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಸಂಬಂಧವು [ಕೌಥುಮವಲ್ಲದ] ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯೊಡನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗುವುದು

ಇತರ ಸಾಮಪ್ರವಚನಕಾರರು.

ಲಾಟ್ಯಾಯನ, ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣ, ಗೋಭಿಲ, ಖಾದಿರ, ಮಶಕ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗ್ಯ ಎಂಬ ಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕರ ಪ್ರವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈಗಲೂ ದೊರೆಯುವವು. ಮೊದಲ ಐದು ಜನರ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗ್ಯರ ಸಾಮಪದಪಾಠವೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ **ಗಾರ್ಗಕಂ, ವಾತ್ಸಕಂ** ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಗರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಸಂಹಿತೆಯು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣ ಮತ್ತು ಖಾದಿರ ಇವರುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ಸಹ ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದುದು.

ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ.

ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ [೧೦-೪-೨-೨೩]

ಅಥೇತರೌ ವೇದೌ ವ್ಯೌಹತ್ । ದ್ವಾದಶೈವ ಬೃಹತೀಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಷ್ಟೌ
ಯಜುಷಾಂ ಚತ್ವಾರಿ ಸಾಮ್ನಾಂ । ಏತಾವದ್ಧೈತಯೋರ್ವೇದಯೋ-
ರ್ಯತ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಸೃಷ್ಟಂ........।

ಎಂದಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬೃಹತೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳಷ್ಟಾಗುವುದು. ಬೃಹತೀಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ೩೬ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಮವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ೪೦೦೦×೩೬=೧೪೪೦೦೦ ಅಕ್ಷರಗಳಷ್ಟಾಗುವುದು. ಇದೇ ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೬೧-೬೩), ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ (೨-೩೫-೭೧ ಮತ್ತು ೭೨) ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ

ಅಷ್ಟೌ ಸಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಾಮಾನಿ ಚ ಚತುರ್ದಶ ।
ಸಾರಣ್ಯಕಂ ಸಹೋಹಂ ಚ ಏತದ್ಗಾಯಂತಿ ಸಾಮಗಾಃ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಆರಣ್ಯಕ, ಊಹಗಾನ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ೮೦೧೪ ಸಾಮಗಳಿವೆ. ಇದೇರೀತಿಯಾದ ಪಾಠವು ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ—

ಅಷ್ಟೌ ಸಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಾಮಾನಿ ಚ ಚತುರ್ದಶ ।
ಅಷ್ಟೌ ಶತಾನಿ ನವತಿರ್ದಶತಿರ್ವಾಲಖಿಲ್ಯಕಂ ॥
ಸರಹಸ್ಯಂ ಸಸುಪರ್ಣಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ತತ್ರ ಸಾಮದರ್ಪಣಂ ।
ಸಾರಣ್ಯಕಾನಿ ಸಸೌಯರ್ಾಣ್ಯೇತತ್ಸಾಮಗಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥

ಅದೇ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ—

ಅಷ್ಟೌ ಸಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಾಮಾನಿ ಚ ಚತುರ್ದಶ ।
ಅಷ್ಟೌ ಶತಾನಿ ದಶಭಿರ್ದಶಸಪ್ತಸುವಾಲಖಿಲ್ಯಃ ಸಸುಪರ್ಣಃ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಂ ।
ಏತತ್ಸಾಮಗಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ।

ಎಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾದ ಪಾಠಾಂತರದಲ್ಲಿ—

ಅಷ್ಟೌ ಸಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಛಂದೋಗಾರ್ಚಿಕಸಂಹಿತಾ ।
ಗಾನಾನಿ ತಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚತುರ್ದಶ ॥

ಅಷ್ಟೌ ಶತಾನಿ ಜ್ಞೇಯಾನಿ ದಶೋತ್ತರದಶೈವ ಚ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚೋಪನಿಷದಂ ಸಹಸ್ರಂ ತ್ರಿತಯಂ ತಥಾ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಾಠದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮದ ಆರ್ಚಿಕಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೮೦೦೦ ಸಾಮಗಳೂ ೧೪೪೨೦ ಗಾನಗಳೂ ಇರುವವು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು. ಈ ವಿಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ವಚನಗಳ ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ೧೪೪೦೦೦ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಮಾಣದಷ್ಟು ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅನೇಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು ೮೦೦೦ ರಷ್ಟು ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮವೇದದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ೮೦೦೦ ಮಂತ್ರಗಳಿರಬಹುದೆಂದು ನಂಬಬಹುದು.

ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾಖೆಗಳು

ಪತಂಜಲಿಯು ವ್ಯಾಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಪಸ್ಪಶಾಹ್ನಿಕದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು ಒಂಭತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ನವಧಾಥರ್ವಣೋ ವೇದಃ ।

ಎಂದರೆ ಅಥರ್ವವೇದವು ಒಂಭತ್ತುವಿಧ, ಅಥರ್ವವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು ಒಂಭತ್ತು ಇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಅಥರ್ವಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಭತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರವು ಇದೆ. ಅಥರ್ವವೇದದ ಸಾಯಣೋಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ತೌದಾಃ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ತೌದಾಃ ಎಂದು ಒಂದು ಹೊರತಾಗಿ, ಉಳಿದುವೆಲ್ಲಾ ಇದೇರೀತಿ ಇದೆ.

ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಸ್ಯ ನವ ಭೇದಾ ಭವಂತಿ । ತದ್ಯಥಾ—

ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ೯ ಭೇದಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—

ಪೈಪ್ಪಲಾದಾಃ । ಸ್ತೌದಾಃ । ಮೌದಾಃ । ಶೌನಕೀಯಾಃ ಜಾಜಲಾಃ ।
ಜಲದಾಃ । ಬ್ರಹ್ಮವದಾಃ । ದೇವದರ್ಶಾಃ । ಚಾರಣವೈದ್ಯಾಶ್ಚೇತಿ ।

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ೯ ಭೇದಗಳು ಈರೀತಿ ಇವೆ.

ಪಿಪ್ಪಲಾಃ । ಶೌನಕಾಃ । ದಾಮೋದಾಃ । ತೋತ್ತಾಯನಾಃ । ಜಾಬಾಲಾಃ ।
ಕುನಖೀ । ಬ್ರಹ್ಮಪಲಾಶಾಃ । ದೇವದರ್ಶೀ । ಚಾರಣವಿದ್ಯಾಶ್ಚೇತಿ ॥

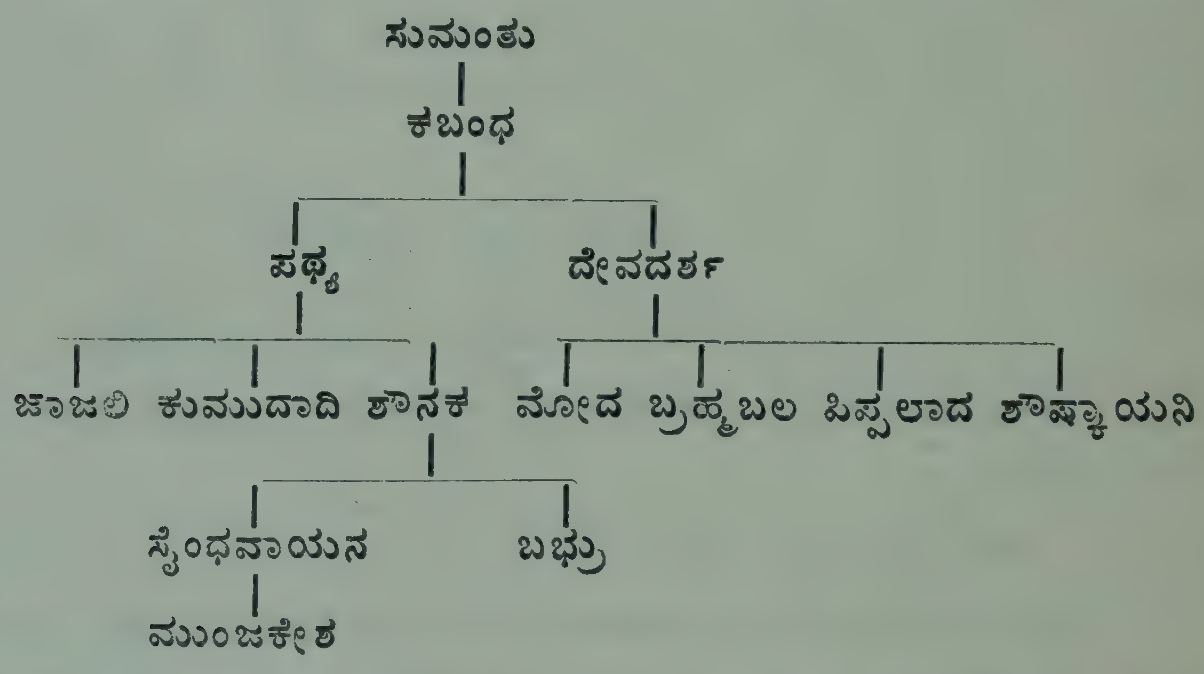
ಎರಡನೆಯ ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಭತ್ತು ಭೇದಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

ಪೈಪ್ಪಲಾಃ । ದಾಂತಾಃ । ಪ್ರದಾಂತಾಃ । ಸ್ನಾತಾಃ । ಔತಾಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮದಾಪಲಾಶಾಃ । ಶೌನಕೀ । ವೇದದರ್ಶೀ । ಚರಣವಿದ್ಯಾಶ್ಚೇತಿ ॥

ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ—

ನನ್ವೈವಾಥರ್ವಣಸ್ಯ । .... । ಆಥರ್ವಣಿಕಾಃ ಪೈಪ್ಪಲಾದ–ಯೋದ–ತೋದ
ಮೋದ–ದಾಯಛ–ಬ್ರಹ್ಮಪದ–ಶೌನಕ–ಆಂಗಿರಸ–ದೇವರ್ಷಿ–ಶಾಖಾಃ ।

ಅಥರ್ವಣವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತೇ ಶಾಖೆಗಳು——ಪೈಪ್ಪಲಾದಾಃ, ಯೋದಾಃ, ತೋದಾಃ ಮೋದಾಃ, ದಾಯಛಾಃ, ಬ್ರಹ್ಮಪದಾಃ, ಶೌನಕಾಃ, ಅಂಗಿರಸಾಃ ದೇವರ್ಷಿ ಎಂದು ವಾಯುಪುರಾಣ ೬೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ [೪೯-೫೩] ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಎರಡನೆಯಪಾದ ೩೫ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ [೫೫-೬೧] ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ, ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ [೯-೧೩] ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಣವೇದಶಾಖೆಗಳ ವಿಷಯವು ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಶಾಖೆಗಳು ಈಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಇವೆ. ಈ ಶಾಖಾಕಾರರಿಗೆ ಸುಮಂತು ವೆಂಬುವನು ಮೂಲಪುರುಷನು. ಕಬಂಧಕನಿಗೆ ಈತನಿಂದ ಎರಡು ಸಂಹಿತೆಗಳು ದೊರೆತವು.



ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ—

ಸಾಮ್ನಾಂ ಶಾಖಾಃ ಸಹಸ್ರಂ ಸ್ಯುಃ ಪಂಚಶಾಖಾ ಹ್ಯಥರ್ವಣಾಂ ॥ ೯ ॥
ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸೋ ನಾಮ ಪಂಚಶಾಖಾ ಮಹಾಮುನೇ ॥ ೨೧ ॥

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಐದು ಶಾಖೆಗಳ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಥರ್ವಣ ಶಾಖೆಗಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೆಸರುಗಳು.

ಮೊದಲು ಬರೆದಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಪಟ್ಟಿಯು ಇತರ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆರು ಶಾಖೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—

೧ ಪೈಪ್ಪಲಾದಾಃ	೪ ಜಾಜಲಾಃ
೨ ಮೌದಾಃ	೫ ದೇವದರ್ಶಾಃ
೩ ಶೌನಕೀಯಾಃ	೬ ಚಾರಣವಿದ್ಯಾಃ ಅಥವಾ ಚಾರಣವೈದ್ಯಾಃ

ಉಳಿದ **ಸ್ತೌದಾಃ, ಬಹ್ಮವದಾಃ ಮತ್ತು ಜಲದಾಃ** ಎಂಬ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. **ಬ್ರಹ್ಮವದಾಃ** ಎಂಬುದು ಬಹ್ಮಪಲಾಶಾಃ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಉಳಿದೆರಡರ ವಿಷಯವು ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ—

ಸುಮಂತು

ಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕ ಸುಮಂತು ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಮುಖ್ಯರಾದ ನಾಲ್ಕು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವರು ಸುಮಂತು. ಜೈಮಿನಿಯ ಪುತ್ರ ಸುಮಂತವೂ ಈ ಸುಮಂತವೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮಸೂತ್ರಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನೊಬ್ಬ ಸುಮಂತು ಇದಾನೆ. ಪಾಂಡುರಂಗಕಾಣೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ [ಪುಟ ೧೨೯-೧೩೧] ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಸುಮಂತುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಸುಮಂತುವಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವು ಪ್ರಾಚ್ಯಸಂಶೋಧನಪತ್ರಿಕೆ, ಮದ್ರಾಸ್ [The Journal of Oriental Research, Madras, January-March 1934, pp. 75-88] ಇದರ ೧೯೩೪ನೆಯ ಇಸವಿ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ೭೫-೮೮ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿ. ಆರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬುವರಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಂತುವು ಅಂಗಿರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಂಖ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿಪರ್ವ [೪೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ] ದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಮಂತು ಇದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಬಂಧ ಆಥರ್ವಣ

ಸುಮಂತುವು ಅಥರ್ವವೇದವನ್ನು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕಬಂಧನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ [೩-೭] ಉದ್ದಾಲಕ ಆರುಣಿ ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸಂವಾದವು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದುದು. ಉದ್ದಾಲಕನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—

ಹೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ನಾನು ಮದ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿಕಾಪ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆತನ ಗೃಹಿಣಿಯು ಗಂಧರ್ವಗೃಹೀತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಗಂಧರ್ವನನ್ನು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಕಬಂಧಆಥರ್ವಣನೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಈ ಕಬಂಧಆಥರ್ವಣನೇ ಸುಮಂತುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಿರಬಹುದೇ? ಕಬಂಧಆಥರ್ವಣನೆಂಬ ಹೆಸರು ಜೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೩೧೯ರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡುಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಬಂಧ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಥರ್ವಣ ಎಂದು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರೇ ಸುಮಂತುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

ಕಬಂಧನು ತಾನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು, ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವದರ್ಶರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಇವರಿಂದೀಚೆಗೆ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಅಂತಹ ಶಾಖೆಗಳು ಒಂಭತ್ತು ಇವೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

೧. ಪೈಪ್ಪಲಾದಾಃ

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸಂಬಂಧಿ ಒಬ್ಬ ಪಿಪ್ಪಲಾದರು ಇದ್ದರೆಂದು ಸ್ಕಂದಪುರಾಣ, ನಾಗರಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರಂಭಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪಿಪ್ಪಲಾದರಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶಾ, ಭರದ್ವಾಜ ಮೊದಲಾದ ಆರುಜನ ಶಿಷ್ಯರು ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಆತನು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನೂ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದನೆಂದೂ ಬರೆದಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ [೪೬-೧೦] ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರತಲ್ಪಶಾಯಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಿಪ್ಪಲಾದರಿದ್ದರೆಂದೂ ಇದೆ—

ತಥಾಥರ್ವಣಿಕೇ ಪೈಪ್ಪಲಾದಶಾಖಾಯಾಂ ಮಂತ್ರೋ ವಿಂಶತಿಕಾಂಡಃ । .... ।
ತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಧ್ಯಾಯಾಷ್ಟಕಂ ।

ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎರಡೂ ಇದ್ದುವು. ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಂಡಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ವಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತಾಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆರಡೂ ಇದ್ದಿರಬೇಕು.

ಪೈಪ್ಪಲಾದಸಂಹಿತೆಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿ

ಪೈಪ್ಪಲಾದಸಂಹಿತೆಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯೊಂದು [ಭುರ್ಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರದಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವುದು] ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಹಾರಾಜ ರಣವೀರಸಿಂಹರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನ ವೊಂದನ್ನು ರಾತ್‌ರವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ೧೮೭೫ರವರೆಗೂ ರಾತ್‌ರವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಯು, ಟ್ಯೂಬಿಂಜೆ [Tubingen] ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಜ್ಞೆಯಮೇರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦೧ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ [ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ Baltimore U.S.] ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.

ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯು ಪೂನಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಂಢಾರ್‌ಕರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿಯು ರಾತ್‌ರವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೭೪ರ ವರೆಗೂ ಇತ್ತು.

ಶಾರದಾಲಿಪಿಯ ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೂಲಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ೧೬ ಪತ್ರಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ೨, ೩, ೪ ಮತ್ತು ೫ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೇ ಸಂಹಿತೆಯ ದೇವನಾಗರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬೊಂಬಾಯಿ ಶಾಖೆಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಛಾಯಾಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಹೋರ್ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ [೬೬೬೨ನೆಯ ನಂಬರು] ಇದೆ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೭೦ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಪೈಪ್ಪಲಾದಶಾಖೆಯ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದ [ಪುಟ ೩೩] ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೈಪ್ಪಲಾದಶಾಖೆಯ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರವೊಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಈವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಮಾದ್ರಿಯು ಬರೆದ ಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ [ಪು. ೧೪೭೦] ಪಿಪ್ಪಲಾದಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪವೊಂದು ಇದೆ. ಈ

ಶ್ರಾದ್ಧಕಲ್ಪವನ್ನು ಡಾ॥ ಕಾಲೆಂಡ್ ಎಂಬುವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಳ್ಳ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೊಂದು ಇತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ [೮-೧] ಅನುಕ್ರಮಣಿಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ.

ಐತರೇಯಕಮಸ್ಮಾಕಂ ಪೈಪ್ಪಲಾದಮಥರ್ವಣಾಂ ॥ ೧೨ ॥

ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಿಗಳಿಗೆ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿವೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಅಥರ್ವಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥರ್ವವೇದದ ೧೯ನೆಯ ಕಾಂಡ ೫೬-೫೮ ಸೂಕ್ತಗಳು ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಇವು ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಸಂಹಿತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ—

ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಥಮಮಂತ್ರ

ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಪಸ್ಪಶಾಹ್ನಿಕದಲ್ಲಿ "ಶನ್ನೋದೇವೀಃ..........." ಎಂಬ ಮಂತ್ರವೇ ಅಥರ್ವವೇದದ ಪ್ರಥಮಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗೋಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೨೯) ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ ಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಷ್ಣುವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ.

ಶನ್ನೋ ದೇವೀಃ........। ಅಥರ್ವವೇದಾದಿಮಂತ್ರೋಽಯಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದದೃಷ್ಟಃ ।

ಎಂದರೆ ಪಿಪ್ಪಲಾದದೃಷ್ಟವಾದ ಅಥರ್ವ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರವು "ಶನ್ನೋದೇವೀಃ........" ಎಂಬುದು.

ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಶಾಖಾಸಂಹಿತೆಯ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಗುಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Whitney ಎಂಬ ಪಂಡಿತರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಪ್ಪಲಾದಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳೂ, ಆಭಿಚಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದಿದಾರೆ. (Whitney's Translation of the Atharva Veda, Introduction p. LXXX. The Kashmirian Text is more rich in Bra hmana passages and in charms and incantations than in the Vulgate) ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಪೈಪ್ಪಲಾದಶಾಖೆಗೂ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾರೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅಥರ್ವ		ಪೈಪ್ಪಲಾದ		
ತಸ್ಮಾತ್	....	ತತಃ	....	೧೦-೩-೮
ಜಗಾಮ	....	ಇಯಾಯ	....	೧೦-೭-೩೧
ಯೋತ	....	ಯಾ ಚ	....	೧೦-೮-೧೦
ಓಪಂ	....	ಕ್ಷಿಪ್ರಂ	....	೧೨-೧-೩೫
ಗೃಹೇಷು	....	ಅಮಾ ಚ	....	೧೨-೪-೩೮

ಅಮೆರಿಕನ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ರೋಮನ್ ಲಿಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾರೆ.

ಬರೋಡಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದೆ [೩೮೧೦ನೆಯ ನಂಬರ್] ಇದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ—

ಈ ಕಾಂಡವು ಎರಡು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ [ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮತ್ತು ಜಾಜಲ] ಯೂ ಇದೆ.

ಪೈಪ್ಪಲಾದಶಾಖೆಯ **"ಯಾಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ"** ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸೂಕ್ತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಹ ಬರೋಡಾ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ೪-೧-೮೬, ೪-೨-೧೦೪, ೪-೩-೧೦೧ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ **ಮೌದಕಂ, ಪೈಪ್ಪಲಾದಕಂ** ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ೪-೨-೬೬ರಲ್ಲಿ **ಮೌದಾಃ, ಪೈಪ್ಪಲಾದಾಃ** ಎಂತಲೂ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಎಂದರೆ, ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಠಕ, ಕಲಾಪಕ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಶಾಖೆಗಳಾಗಿದ್ದಿರ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದರೆ ಪಿಪ್ಪಲಾದಶಾಖಾಗ್ರಂಥವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದು.

೨. ಸ್ತೌದಾಃ

ಸಾಯಣರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತೌದಾಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಅಥರ್ವಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ (೨೨-೩) ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ.

ಆ ಸ್ಕಂಧಾದುರಸೋ ವಾಪೀತಿ ಸ್ತೌದಾಯನ್ಯೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ।

ಈ ವಾಕ್ಯವು, ಅರಣಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, ಸ್ತೌದಾಯನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

೩. ಮೌದಾಃ

ಈಗ ಇದರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶಾಬರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೧-೩೦) ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅಥರ್ವಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ (೨-೪), ಜಲದ ಮತ್ತು ಮೌದಶಾಖೆಯ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸುವ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗು ತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (೨೨-೩) ಮೌದನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

೪. ಶೌನಕೀಯಾಃ

ಶೌನಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಶೌನಕ ರೊಬ್ಬರು ಋಕ್ಶಾಖೆಯವರು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿಯೂ (೧-೪-೧) ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜೈಮಿನಿ ಉಪನಿಷದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಲ್ಲಿ (೩-೧-೨೧) ಶೌನಕ ಕಾಪೇಯರೆಂಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಮಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೈಮಿನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧-೧೯೦) ಅತಿಧನ್ವಾಶೌನಕರೆಂದು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶೌನಕರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥರ್ವಣಶೌನಕರದು ಯಾವ ಗೋತ್ರ, ಯಾವ ದೇಶ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆರ್ಷೀಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯಸಂಹಿತಾ.

ಪಂಚಪಟಲಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (೫-೨೧) ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ–

ಆಚಾರ್ಯಸಂಹಿತಾಯಾಂ ತು ಪರ್ಯಾಯಾಣಾಮತಃ ಪರಂ ।
ಅವಸಾನಸಂಖ್ಯಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಾವತೀ ಯತ್ರ ಮಿಶ್ರಿತಾಃ ॥

ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯಸಂಹಿತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಕೌಶಿಕಸೂತ್ರದ (೮-೨೧) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದಾರಿಲನು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ.

ಪುನರುಕ್ತಪ್ರಯೋಗಃ ಪಂಚಪಟಲಿಕಾಯಾಂ ಕಥಿತಃ । ಆರ್ಷೀಸಂಹಿತಾಯಾಃ ಕರ್ಮಸಂಯೋಗಾತ್ । ಆಚಾರ್ಯಸಂಹಿತಾಭ್ಯಾಸಾರ್ಥಾ ।

ಆಚಾರ್ಯಸಂಹಿತೆಯು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಷಿಕಸಂಹಿತೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾದಿವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೌನಕೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಪರಿಮಾಣ.

ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ೨೦ ಕಾಂಡಗಳಿವೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಪೈಪ್ಪಲಾದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ೨೦ ಕಾಂಡಗಳೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಶೌನಕೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹದಿನೆಂಟೇ ಕಾಂಡಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

1. ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯ ೫ ಮತ್ತು ೧೩ನೆಯ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಶೌನಕೀಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೧೮ ಕಾಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಶೌನಕೀಯಶಾಖೆಯ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಶೌನಕೀಯಚತುರಧ್ಯಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟೇ ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿವೆ.
3. ಕೌಶಿಕ ಮತ್ತು ವೈತಾನಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಶೌನಕಶಾಖೆಯ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೂ ನಿಕಟಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧೃತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ.
4. ಬೃಹತ್ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಋಷಿ, ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಋಷ್ಯಾದಿಗಳು ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯ ಋಷ್ಯಾದಿಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಖಿಲಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಖಿಲಸೂಕ್ತಗಳ ಋಷ್ಯಾದಿಗಳು ಅದೇ ಬೃಹತ್ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಇತರ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳು (೧೯-೫೬ರಿಂದ ೫೮) ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಸೂಕ್ತಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂಹಿತಾವಿಭಾಗ.

ಶೌನಕೀಯ ಸಂಹಿತೆಯು ಕಾಂಡ, ಪ್ರಪಾಠಕ, ಅನುವಾಕ, ಸೂಕ್ತ, ಮಂತ್ರ, ಪರ್ಯಾಯ, ಗಣ ಮತ್ತು ಅವಸಾನ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಡರಚನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ನಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

೧	ಬೃಹದ್ಭಾಗ	ಪ್ರಥಮಕಾಂಡ	೧-೭ ಕಾಂಡಗಳು
೨	,,	ದ್ವಿತೀಯಕಾಂಡ	೮-೧೨ ,,
೩	,,	ತೃತೀಯಕಾಂಡ	೧೩-೧೮ ,,

ಈ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕ, ಸೂಕ್ತ, ಋಕ್ಕು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. **ತಿಸೃಣಾಮಾಕೃತೀನಾಂ** ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯ ವಿಭಾಗವು ಈರೀತಿ ಇದೆ.

೧ನೆಯ ಭಾಗ	....	೧-೭ ಕಾಂಡಗಳು
೨ ,,	....	೮-೧೧ ,,
೩ ,,	....	೧೨-೧೮ ,,

ಋಕ್ಕುಗಳ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯ ಕ್ರಮವೇ ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಅಥರ್ವವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ೮, ೯, ೧೦, ೧೧ನೆಯ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತುಹತ್ತು ಸೂಕ್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ತಸಂಖ್ಯೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದಾದರೆ ೧೨ನೆಯ ಕಾಂಡವು ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್ ಬೋಲಿಂಗ್‌ರವರು (American Journal of Philology Oct. 1921, Pp. 367, 368) ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ೮-೧೧ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳು ಕ್ಷುದ್ರಸೂಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷುದ್ರಸೂಕ್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯ ವಿಭಾಗವೇ ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಶೌನಕೀಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ೧೮ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ೪೬೨೭. ವಿಟ್ನಿಯವರ ಗಣನೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ೪೪೩೨. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವುದೇ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಟ್ನಿಯವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೌನಕಸಂಹಿತೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣಗಳು

ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣವು ಬರ್ಲಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ನಿ ಇವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್. ೧೮೫೬ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪಾಂಡುರಂಗಜೀಯವರು, ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಹಿತವಾದ ಅಥರ್ವವೇದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣವು ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಅಪಪಾಠಗಳಿವೆ. ಈಚೆಗೆ [ಕ್ರಿ ಶ. ೧೯೨೧] ರಾಮಗೋಪಾಲ ಎಂಬುವರು "ದಂತ್ಯೋಷ್ಠವಿಧಿ" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು [ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ೧-೧೧, ೨-೩, ೨-೫] ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಶೌನಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನೇಕ ಅಶುದ್ಧ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಂಚಪಟಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಶೌನಕ ಶಾಖಾಕ್ರಮ

ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ಶೌನಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೧೮ ಕಾಂಡಗಳಿವೆಯೆಂದೂ, ಅನಂತರ ಹದಿನೇಳೇ ಕಾಂಡಗಳಿವೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್‌ರವರು, ಪಂಚಪಟಲಿಕೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟವಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

೫. ಜಾಜಲಾಃ

ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರ [೬–೪–೧೪೪] ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಿಕಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಜಾಜಲಾಃ ಎಂದೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾರೆ. ಜಾಜಲಶಾಖೆಯ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅರಣಿಲಕ್ಷಣಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಎರಡನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ—

ಬಾಹುಮಾತ್ರಾ ದೇವದರ್ಶೈರ್ಜಾಜಲ್ಯೈರುರುಮಾತ್ರಿಕಾ || ೩ ||

ಎಂದು ಅರಣಿಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ದೇವದರ್ಶ ಮತ್ತು ಜಾಜಲಶಾಖೆಗಳ ಅನುಸಾರ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಎಂದರೆ ಜಾಜಲಶಾಖೆಯೊಂದಿತ್ತು ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

೬. ಜಲದಾಃ

ಅಥರ್ವಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ [೨-೫] ಜಲದಶಾಖೆಯ ನಿಂದೆಯಿದೆ.

ಪುರೋಧಾ ಜಲದೋ ಯಸ್ಯ ಮೌದೋ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ಕದಾಚನ।
ಅಬ್ದಾದ್ದಶಭ್ಯೋ ಮಾಸೇಭ್ಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರಭ್ರಂಶಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೨ ||

ಎಂದರೆ, ಜಲದಶಾಖೆಯ ಪುರೋಹಿತನನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದುವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಥರ್ವಣಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ [೨ನೆಯ ಖಂಡ] ಅರಣಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಶಾಖೆಯವರನ್ನು ಜಲದಾಯನ ಎಂದು ಕರೆದಿದಾರೆ.

೭. ಬ್ರಹ್ಮವದಾಃ

ಈ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವದ ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವ

ಅಥರ್ವ ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಅರಣಿಲಕ್ಷಣಭಾಗದ ಹತ್ತನೆಯ ಅಥವಾ ಕಡೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ--

ಏತದೇವಂ ಸಮಾಖ್ಯಾತಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದೇನ ಧೀಮತಾ || ೮ ||

ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟವು ಪಿಪ್ಪಲಾದರಿಂದ ರಚಿತವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೀಯವಾದ ಅಂಶವಿದೆ. ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಎರಡನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಣಿ ಪರಿಮಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟುಜನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಿಪ್ಪಲಾದರು ಹೊರತು ಈ ಎಂಟುಜನ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಆಥರ್ವಣ ಶಾಖಾಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ಅರಣಿಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತರಾದ ಎಂಟು ಜನರು ಇವರು—

ಸೌತ್ರಾಯನ, ದೇವದರ್ಶೀ, ಜಾಜಲಿ, ಚಾರಣವೈದ್ಯ, ಮೌದ, ಜಲದಾಯನ, ಭಾರ್ಗವ, ಶೌನಕ-

ಪಿಪ್ಪಲಾದರೇ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವಾದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಏಳು ಜನರು ಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವಿಷಯ. ಎಂಟನೆಯವರೇ ಭಾರ್ಗವರು. ಇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮವದರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬ್ರಹ್ಮವದರು ಭಾರ್ಗವ ಗೋತ್ರದವರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರ್ಗವ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಬೇಕು. ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ರವರು ತಮ್ಮ “ ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಗೋಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ [೧೬ನೆಯ ಪುಟ] ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾರೆ—

"Not found in Atharvan Literature outside of the Charana Vyuha."

ಎಂದರೆ, ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಥರ್ವವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಊಹೆ ಸರಿಯಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವದಶಾಖೆಯು ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

೮. ದೇವದರ್ಶಾಃ

ಕೌಶಿಕಸೂತ್ರದ ೩೫ನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ಮಶಾನದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ,

ಏಕಾದಶಭಿರ್ದೇವದರ್ಶಿನಾಂ ॥ ೭ ॥

ಎಂದರೆ, ದೇವದರ್ಶಗಳಪ್ರಕಾರ ಪರಿಮಾಣವು ಹನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಶೌನಕರ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜಾಜಲಶಾಖೆಯ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವದರ್ಶರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಪಾಣಿನೀಯ ಗಣದಲ್ಲಿ (೪-೩-೧೦೬) ದೇವದರ್ಶನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

೯. ಚಾರಣವೈದ್ಯಾಃ

ಕೌಶಿಕಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇಶವ ಎಂಬುವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಇದರ ೬-೩೭ನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ

ತ್ವಮಗ್ನೇ ವ್ರತಪಾ ಅಸಿ ತೃಚಂ ಸೂಕ್ತಂ ಕಾಮಸ್ತದಗ್ರ ಇತಿ ಪಂಚರ್ಚಂ
ಸೂಕ್ತಂ । ಏತೇ ಚಾರಣವೈದ್ಯಾನಾಂ ಪಠ್ಯಂತೇ ॥

ಎಂದು ಇದೆ. ಎಂದರೆ, “ ತ್ವಮಗ್ನೇ................'' ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ಸೂಕ್ತವನ್ನೂ, “ ಕಾಮ. ಸ್ತದಗ್ರೇ................'' ಎಂಬ ಐದು ಋಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ತವನ್ನೂ ಚಾರಣವೈದ್ಯಶಾಖೆಯವರು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಅಥರ್ವಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ (೨೨-೨)—

ಚಾರಣವೈದ್ಯೈರ್ಜಂಘೇ ಚ ಮೌದೇನಾಷ್ಟಾಂಗುಲಾನಿ ಚ ॥ ೪ ॥

ಎಂದು ಇದೆ.

ವಾಯುಪುರಾಣ (೬೧-೬೯), ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ (೨-೩೫-೭೮ಮತ್ತು೭೯) ಚಾರಣವೈದ್ಯಸಂಹಿತೆಯಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಹಿತೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೆನ್ನಬಹುದು. ಈ ಪುರಾಣಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ತಥಾ ಚಾರಣವೈದ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಂಹಿತಾಂ ಶೃಣು ।
ಷಟ್ಸಹಸ್ರಮೃಚಾಮುಕ್ತಮೃಚಃ ಷಡ್ವಿಂಶತಿಃ ಪುನಃ ॥
ಏತಾವದಧಿಕಂ ತೇಷಾಂ ಯಜುಃ ಕಿಮಪಿ ವಕ್ಷ್ಯತೇ ।

ಎಂದರೆ, ಚಾರಣವೈದ್ಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ೬೦೨೦ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ.

ಅಥರ್ವಣ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವವೇದದ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆ-ದ್ವಾದಶೈವ ಸಹಸ್ರಾಣಿ-ಹನ್ನೆರಡೇ ಸಾವಿರವೆಂದಿದೆ. ಇದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ದ್ವಾದಶೈವ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಸಾಭಿಚಾರಿಕಂ ।
ಏತದ್ವೇದರಹಸ್ಯಂ ಸ್ಯಾದಥರ್ವವೇದಸ್ಯ ವಿಸ್ತರಃ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವಾಯುಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣವೈದ್ಯಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಉಳಿದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಏಕಾದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶ ಚಾನ್ಯಾ (ಋಚಶ್ಚಾನ್ಯಾ) **ದಶೋತ್ತರಾ ।**
ಋಚಾಂ ದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಶೀತಿತ್ರಿಶತಾನಿ (ಹ್ಯಶೀತಿಸ್ತ್ರಿಂಶದೇವ) **ಚ ॥ ೭೦ ॥**
ಸಹಸ್ರಮೇಕಂ ಮಂತ್ರಾಣಾಮೃಚಾಮುಕ್ತಂ ಪ್ರಮಾಣತಃ ।
ಏತಾವದ್ಭೃಗುವಿಸ್ತಾರಮನ್ಯಚ್ಚಾಥರ್ವಿಕಂ (ಏತಾವಾನೃಚಿ ವಿಸ್ತಾರೋ ಹ್ಯನ್ಯಃ) **ಬಹು ॥ ೭೧ ॥**

ಋಚಾಮಥರ್ವಣಾಂ ಪಂಚ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಸಹಸ್ರಮನ್ಯದ್ವಿಜ್ಞೇಯಮೃಷಿಭಿರ್ವಿಂಶಂತಿಂ ವಿನಾ ॥ ೭೩ ॥
ಏತದಂಗಿರಸಾ (ಏತದಂಗಿರಸಾಂ) **ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತೇಷಾಮಾರಣ್ಯಕಂ ಪುನಃ ।**

ಈ ಮೂಲವು ವಾಯುಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪಾಠಾಂತರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅಥರ್ವಣ ಚರಣವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ.

ತೇಷಾಮಧ್ಯಯನಂ—
ಋಚಾಂ ದ್ವಾದಶ ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಶೀತಿಸ್ತ್ರಿಶತಾನಿ ಚ ।
ಪರ್ಯಾಯಿಕಂ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಾಣ್ಯನ್ಯಾಂಶ್ಚೈವಾರ್ಚಿಕಾನ್ ಬಹೂನ್ ।
ಏತದ್ಗ್ರಾಮ್ಯಾರಣ್ಯಕಾನಿ ಷಟ್ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಭವಂತಿ ।

ಎಂದರೆ, ಋಕ್ಕುಗಳು ೧೨೩೮೦, ಪರ್ಯಾಯ ೨೦೦೦, ಗ್ರಾಮ್ಯಾರಣ್ಯಕಗಳು ೬೦೦೦ ಇವೆ. ಈ ಪಾಠವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಅಥರ್ವವೇದದ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು.

೧—**ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಃ**	ಅಥರ್ವವೇದ ೧೦–೭–೨೦
೨—**ಭೃಗ್ವಂಗಿರಸಃ**	ಅಥರ್ವಣ ಯಾಜ್ಞಿಕಗ್ರಂಥ
೩— **ಬ್ರಹ್ಮವೇದ**	,,
೪—**ಅಥರ್ವವೇದ**	ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ

ಮೊದಲ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ರವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಗೋಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಶಬ್ದವು ಶಾಂತಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಿರಸ ಶಬ್ದವು ಘೋರಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚೂಲಿಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಭೃಗುವಿಸ್ತರ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಉದಹರಿಸಿರುವ ವಾಯುಪುರಾಣದ ೭೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೃಗುವಿಸ್ತರ ಶಬ್ದವು ಬಂದಿದೆ.

ಅಥರ್ವವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ.

ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ಹತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗ ಹತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಕಡೆಯ ಪಾದವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

ಕೃತಪದಪಂಕ್ತಿರಥರ್ವಣೇವ ವೇದಃ ।

ಇದರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾನೆ—

ಅಥರ್ವಣಾ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕೃತಾ ರಚಿತಾ ಪದಾನಾಂ ಪಂಕ್ತಿರಾನುಪೂರ್ವೀ ಯಸ್ಯ ಸ ವೇದಃ ಚತುರ್ಥವೇದ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಥರ್ವಣಸ್ತು ಮಂತ್ರೋದ್ಧಾರೋ ವಸಿಷ್ಠಕೃತ ಇತ್ಯಾಗಮಃ ॥

ಅಥರ್ವವೇದದ ಮಂತ್ರೋದ್ಧಾರವನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಆಗಮದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಆಗಮದ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ಋಗ್ವೇದದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಾರ್ಥವಿವರಣೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದವು ಗ್ರಂಥವಾಚಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದರೆ, ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವರಣೆ, ಪ್ರಯೋಗ, ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ವಚನವಿಶೇಷಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಪಾಠವು ಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾದನಂತರ ಆಯಿತು. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸೂತ್ರ, ನಿರುಕ್ತ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಬಹಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಶಬ್ದವು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧-೭-೧) "**ಏತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಯೇವ ಪಂಚ ಹವೀಗ್ಂಷಿ**" ಎಂಬ ವಚನವಿದೆ. ಮೇದಿನೀ ಎಂಬ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಣಕಾರಾಂತಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದವಿಷಯವಾಗಿ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಘಾತೇ ವೇದಭಾಗೇ ನಪುಂಸಕಂ ॥ ೬೭ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸಂಘಾತ ಮತ್ತು ವೇದಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದವು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗವು. ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರಪುರಾಣ ಮೂರನೆಯಖಂಡ ೧೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ—

ಮಂತ್ರಾಃ ಸಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಸ್ತದರ್ಥಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಕಲ್ಪನಾ ಚ ತಥಾ ಕಲ್ಪಾಃ ಕಲ್ಪಶ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತಥಾ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪದವು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾತಿವಾಚಕ ವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ ೧೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ಯ ಇಮೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಂತ್ರಾ ವೈ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೇ ಗವಾಂ ।
ಏತೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತ ಉತಾಹೋ ನೇತಿ ವಾಸವ ॥ ೯ ॥

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗವು ಆರ್ಷವೆಂದು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥರ್ವಣವೇದದಲ್ಲಿ—

ತಮಿತಿಹಾಸಶ್ಚ ಪುರಾಣಂ ಚ ಗಾಥಾಶ್ಚ ನಾರಾಶಂಸೀಶ್ಚಾನುವ್ಯಚಲನ್ ।
(೧೫–೬–೧೧)

ಎಂಬ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಎಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಗಾಥಾ, ನಾರಾಶಂಸೀ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ.

ಸಂಸ್ಕೃತಗ್ರಂಥಕಾರರು, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು, ಟೀಕಾಕಾರರು ಮೊದಲಾದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ—

ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥತ್ವೇ ತು ವಿನಿಯೋಗಬೋಧನಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ವಾಕ್ಯಮುಪಯುಕ್ತಂ ॥

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿನಿಯೋಗಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು. ವ್ಯಾಕರಣರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಅಥವಾ ವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂತ್ರವು ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ **"ಬ್ರಹ್ಮ ವೈ ಮಂತ್ರಃ"** (ಶ. ೭–೧–೧–೫) **"ವೇದೋ ಬ್ರಹ್ಮ"** (ಜೈ.ಉ. ೪–೨೫–೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು **"ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ವೇದಾನಾಮಿಮಾನಿ ವಾಖ್ಯಾ-ನಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿ"** ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾದ ವಚನಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಎಂಬರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾಗುವುದು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯೆಯೆಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಸಂಬಂಧವಾದ ಸಣ್ಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೇಳುವದುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ದೂರೋಹಣಂ ರೋಹತಿ ತಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ॥
(ಐ. ೬–೨೫)

ಈ ದೂರೋಹಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

ದೂರೋಹಣಂ ರೋಹತಿ । ಸ್ವರ್ಗೋ ವೈ ಲೋಕೋ ದೂರೋಹಣಂ । ಸ್ವರ್ಗಮೇವ ತಂ ಲೋಕಂ ರೋಹತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ । ಯದೇವ ದೂರೋಹಣಾಂ೩ ಅಸೌ ವೈ ದೂರೋಹೋ ಯೋಽಸೌ ತಪತಿ । ಕಶ್ಚಿದ್ವಾ ಅತ್ರ ಗಚ್ಛತಿ । ಸ ಯದ್ದೂರೋಹಣಂ ರೋಹತ್ಯೇತಮೇವ ತದ್ರೋಹತಿ । ಹಂಸವತ್ಯಾರೋಹತಿ । ಹಂಸಃ ಶುಚಿಷದಿತ್ಯೇಷ ವೈ ಹಂಸಃ ಶುಚಿಷತ್ ॥ ಇತ್ಯಾದಿ ॥

ಇದರಿಂದ ದೂರೋಹಣಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ದೂರೋಹಣಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಮತ್ತೊಂದುದಾಹರಣೆ—

ಯದ್ಗಾರವೀತಂ ತಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ||
(ಐ. ೮-೨.)

ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ—

ಗೌರಿವೀತಂ ಷೋಡಶಿ ಸಾಮ ಕುರ್ವೀತ ತೇಜಸ್ಕಾಮೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ-ಸ್ಕಾಮಸ್ತೇಜೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಗೌರಿವೀತಂ । ತೇಜಸ್ವೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ವರ್ಚಸೀ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಗೌರಿವೀತಂ ಷೋಡಶಿ ಸಾಮ ಕುರುತೇ । ನಾನದಂ ಷೋಡಶಿ ಸಾಮ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯಾಹುಃ ||

ಈ ಗೌರಿವೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಗೌರವೀತಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಇರುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಔದುಂಬರೀ ಶಬ್ದದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು—

ಅಥಾಸ್ಮಾ ಔದುಂಬರೀಮಾಸಂದೀಂ ಸಂಭರಂತಿ । ತಸ್ಯಾ ಉಕ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ
(ಐ. ೮-೧೭)

ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು--

ಔದುಂಬರೀಂ ಸಮನ್ವಾರಭಂತ ಇಷಮೂರ್ಜಮನ್ವಾರಭ ಇತ್ಯೂರ್ಗ್ವಾ ಅನ್ನಾದ್ಯಮುದುಂಬರೋ ಯದ್ವೈ ತದ್ದೇವಾ ಇಷಮೂರ್ಜಂ ವ್ಯಭ-ಜಂತ ತತ ಉದುಂಬರಃ ಸಮಭವತ್ತಸ್ಮಾತ್ಸ ತ್ರಿಃ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಪಚ್ಯತೇ ॥
(ಐ. ೫-೨೪)

ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಋಷಿಗಳು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆಂದೂ ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಂದು ಕರೆದಿರಬಹುದೆಂತಲೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಶ್ರೌತ, ಗೃಹ್ಯ, ಶುಲ್ಬ, ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿದಾನಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುವಾಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ " ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ " ಅಥವಾ " ಇತಿ ಹ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ " ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆಂಬುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗರೆಂಬುವರು ನಿರುಕ್ತಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ (೨-೧೧ ಮತ್ತು ೨-೧೮) " ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ " ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು " ಏವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಽಪಿ ವಿಚಾರ್ಯಮಾಣೇ ಜ್ಞಾಯತೇ " ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು.

ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರರು ಬರೆದಿರುವ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ (೧-೮-೧)

ದ್ವಿವಿಧಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ । ಕರ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಕಲ್ಪಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚೇತಿ ||

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು ಕರ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಕರ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದು. ಕರ್ಮಗಳ ನಿಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾಠವು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಅನುಬ್ರಾಹ್ಮಣ.

ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕಾಕಾರರೂ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ—"ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸದೃಶಮನುಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ" ಎಂದರೆ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೊಡನೆ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗ್ರಂಥ ಎಂದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಾಮವೇದದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ಅನುಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವ್ರತಸಾಮಶ್ರೀ ಎಂಬುವರು ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಏಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಅನುಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿದಾನಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರರು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೮-೧) ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂತರ್ಗತವಾದ (೧-೬-೧೧-೧)

ಅಷ್ಟಾವೇತಾನಿ ಹವೀಗ್ಂಷಿ ಭವಂತಿ ॥

ಎಂಬುದನ್ನು "ಅನುಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚ ಭವತಿ" ಎಂದರೆ ಅನುಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ತಮ್ಮ ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೬-೧)

ಅಥ ರಾಜಸೂಯಸ್ಯಾನುಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ............।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕೆಲವು ಒಳಭೇದಗಳು ಅನುಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

ಋಗ್ವೇದದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು.

೧. ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿವೆ. ಐತರೇಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕೀ ಎಂದು. ಕೌಷೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಕೆಗಳೆಂಬ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ.

ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು—

೧-೧೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು—ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿ ಸೋಮಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತೃವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು--ಯಾಗಕ್ರಮ.

೧೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ—ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳು.

೧೫-೧೭ ಅಧ್ಯಾಯ ಖಂಡ ೫—ಉಕ್ಥ, ಷೋಡಶ, ಅತಿರಾತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳ ವಿವರಣೆ.

೧೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಖಂಡ ೬ರಿಂದ ೧೮ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಖಂಡ ೩—ಗವಾಮಯನಂ.

೧೮ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಖಂಡ ೪ರಿಂದ ಖಂಡ ೮—ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಯನಂ, ಅಂಗಿರಸಾಮಯನಂ.

೧೯-೨೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು—ದ್ವಾದಶಾಹ.

೨೫ ಅಧ್ಯಾಯ—ಯಜಮಾನನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪಕರ್ಮ, ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಜ್ಞದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳು.

೨೭-೩೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು—ಇತರ ಋತ್ವಿಜರ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳ ವಿವರಣೆ.

೩೧–೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು—ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಕ್ರಮ.

ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಐತರೇಯವೆಂಬ ಹೆಸರು ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇತರಾ ಎಂಬುವಳು ಒಬ್ಬಳು. ಇವಳಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವಳನ್ನು ಇತರಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವಳಿಗೆ ಮಹೀದಾಸನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಇವನ ತಂದೆಯು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತರೆಯ ಮಗನಾದ ಮಹೀದಾಸನಮೇಲೆ ವಿಶೇಷಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಹೀದಾಸನು ದುಃಖಪಟ್ಟು ಭೂಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆ ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಋಗ್ವೇದದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಳು. ಆದುದರಿಂದ ಇತರೆಯ ಮಗನಾದ ಈ ಮಹೀದಾಸನಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳನ್ನು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕ, ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಯಿತು.

ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪ್ರಚಾರದೇಶ.

ಚರಣವ್ಯೂಹದ ೨ನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀದಾಸರ ಮಹಾರ್ಣವದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ—

ತುಂಗಾ ಕೃಷ್ಣಾ ತಥಾ ಗೋದಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಶಿಖರಾವಧಿ ।
ಆ ಆಂಧ್ರದೇಶಪರ್ಯಂತಂ ಬಹ್ವೃಚಶ್ಚಾಶ್ವಲಾಯನೀ ॥

ಬಹ್ವೃಚ ಮತ್ತು ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖಾಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೋದಾವರೀ ಈ ನದಿಗಳ ತೀರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಪರ್ವತದಿಂದ ಆಂಧ್ರದೇಶಪರ್ಯಂತವಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಋಗ್ವೇದಶಾಖೆಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವರು.

೨. ಕೌಷೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ಶಾಂಖಾಯನಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಕೌಷೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೇ ಶಾಂಖಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೇಳುವದುಂಟು. ಆಕ್ಸ್‌ಪರ್ಡ್ ಬೋಡಲಿಯರ್ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯಿದೆ. ಇದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ—

ಕೌಷೀತಕೀಮತಾನುಸಾರೀ ಶಾಂಖಾಯನಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ।

ಎಂದಿದೆ. ಚರಣವ್ಯೂಹದ ಎರಡನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಸಾಬಾಸರೆಂಬುವರು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

ಉತ್ತರೇ ಗುರ್ಜರೇ ದೇಶೇ ವೇದೋ ಬಹ್ವೃಚ ಈರಿತಃ ।
ಕೌಷೀತಕಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚ ಶಾಖಾ ಶಾಂಖಾಯನೀ ಸ್ಥಿತಾ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂಖಾಯನೀಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹೆಸರು ಕೌಷೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದೇ ಆಗುವುದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧-೧-೨೮ ಮತ್ತು ೩-೩-೧೦) ಕೌಷೀತಕೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ (೫-೧-೬೨) ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹೆಸರಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೌಷೀತಕಿ ಅಥವಾ ಶಾಂಖಾಯನ ಎಂಬಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಾಗಿರಬಹುದು. ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕ ದಿಂದ (೧೫-೧) ತಿಳಿಯಬರುವುದೇನಂದರೆ—ಉದ್ದಾಲಕನಿಂದ ಕಹೋಲ ಕೌಷೀತಕಿಯು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿದನು. ಕಹೋಲಕೌಶೀತಕಿಯು ಗುಣಾಖ್ಯಶಾಂಖಾಯನನಿಗೆ ಪಾಠಹೇಳಿದನು. ಶಾಂಖಾಯನನೇ ಈ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಆಚಾರ್ಯನು. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಷೀತಕೀ ಅಥವಾ ಶಾಂಖಾಯನರಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು.

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೩೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಮಯಾಗ ವಿವರಣೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಕಲಶಾಖೆಗೆ (ಅಥವಾ ಬಹ್ವೃಚ) ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ, ಬಾಷ್ಕಲಶಾಖೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೌಷೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಇವೆ.

ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕೊನೆಯಭಾಗಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯಿರು ವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ—

ಅರಣ್ಯಾಧ್ಯಯನಾದೇತದಾರಣ್ಯಕಮಿತೀರ್ಯತೇ ।
ಅರಣ್ಯೇ ತದಧೀಯೀತೇತ್ಯೇವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯತೇ ॥

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯಿರು ವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು.

ಈ ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕವೂ, ಕೌಷೀತಕೀಬ್ರಾಹ್ಮ ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೌಷೀತಕೀ ಆರಣ್ಯಕವೂ ಇವೆ. ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯಕಗಳೆಂಬ ಐದು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ಎರಡನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ೭ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ಮೂರನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ೧ ಅಧ್ಯಾಯವೂ, ಐದನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ೧೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು.

ಮೊದಲನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾವ್ರತದ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೩ ಅಧ್ಯಾಯ ಖಂಡ ೧) ಹೇಳಿರುವ ಗವಾಮಯನದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಈ ಮಹಾವ್ರತವು. ಈ ವ್ರತವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವು. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನ, ಸಾಯಂಸವನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತೆ.

ಎರಡನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ೧-೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಥದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಿದೆ. ೪-೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ವರ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಊಷ್ಮ ಮುಂತಾದ ವರ್ಣಗಳ ಭೇದವನ್ನೂ ಸಂಹಿತೆ, ಪದಪಾಠ, ಕ್ರಮಪಾಠಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ವಿವರವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾಮ್ನೀವ್ರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಈ ಋಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮವೇದದ ನೈಗೇಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಐದನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾವ್ರತದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಷ್ಕೈವಲ್ಯಶಸ್ತ್ರದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ.

ಸಂಕಲನ—ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಮಹೀದಾಸರು ಈ ಆರಣ್ಯಕದ ಮೊದಲ ೩ ಆರಣ್ಯಕಗಳನ್ನೂ, ೪ನೆಯ ಆರಣ್ಯಕವನ್ನು ಆಶ್ವಲಾಯನರೂ ೫ನೆಯ ಆರಣ್ಯಕವನ್ನು ಶೌನಕರೂ ರಚಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಋಕ್ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಷಡ್ಗುರುಶಿಷ್ಯರೆಂಬುವರು—

> ಶೌನಕೀಯಾ ದಶ ಗ್ರಂಥಾಸ್ತದಾ ಋಗ್ವೇದಗುಪ್ತಯೇ ।
> ಆರ್ಷ್ಯಾನುಕ್ರಮಣೀತ್ಯಾದ್ಯಾ ಛಾಂದಸೀ ದೈವತೀ ತಥಾ ॥
> ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣೀ ಸೂಕ್ತಾನುಕ್ರಮಣೀ ತಥಾ ।
> ಋಕ್ಪಾದಯೋರ್ವಿಧಾನೇ ಚ ಬಾರ್ಹದ್ದೈವತಮೇವ ಚ ॥
> ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಂ ಶೌನಕೀಯಂ ಸ್ಮಾರ್ತಂ ದಶಮಮುಚ್ಯತೇ ।

ಮತ್ತು—

> ಶೌನಕೀಯಂ ಚ ದಶಕಂ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಕಂ ತಥಾ ।
> ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಕಂ ಸೂತ್ರಂ ಚತುಷ್ಕಗೃಹ್ಯಮೇವ ಚ ।
> ಚತುರ್ಥಾರಣ್ಯಕಂ ಚೇತಿ ಹ್ಯಾಶ್ವಲಾಯನಸೂತ್ರಕಂ ॥

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎಂದರೆ, ಶೌನಕರು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ (೧) ಆರ್ಷಾನುಕ್ರಮಣೀ (೨) ಛಂದೋನುಕ್ರಮಣೀ (೩) ದೇವತಾನುಕ್ರಮಣೀ (೪) ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣೀ (೫) ಸೂಕ್ತಾನುಕ್ರಮಣೀ (೬) ಋಗ್ವಿಧಾನ (೭) ಪಾದವಿಧಾನ (೮) ಬೃಹದ್ದೇವತಾ (೯) ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ (೧೦) ಶೌನಕಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ೧೦ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರವನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಳ್ಳ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆರಣ್ಯಕವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ಐದನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಶೌನಕರು ಮಾಡಿರುವರು. ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣರು—

> ಅತ ಏವ ಪಂಚಮೋ ಶೌನಕೇನೋದಾಹೃತಾಃ । (೧–೪–೧)
> ತಾಶ್ಚ ಪಂಚಮೇ ಶೌನಕೇನ ಶಾಖಾಂತರಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪಠಿತಾಃ । (೧–೪–೧)

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಯಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಆರಣ್ಯಕವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಶೌನಕರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೀತ್ ಪಂಡಿತರು—

> "As might be expected they (the verbal coincidences between the Aitareya Brahmana and the Aranyaka) are constant and show unmistakably the connection of the two works."

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ, ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

೨. ಶಾಂಖಾಯನ ಅಥವಾ ಕೌಷೀತಕಿ ಆರಣ್ಯಕ

ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೫ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ—

ಅಧ್ಯಾಯ	ಖಂಡ	ಅಧ್ಯಾಯ	ಖಂಡ	ಅಧ್ಯಾಯ	ಖಂಡ
೧	೮	೬	೨೦	೧೧	೮
೨	೧೮	೭	೨೩	೧೨	೮
೩	೭	೮	೧೧	೧೩	೧
೪	೧೫	೯	೮	೧೪	೨
೫	೮	೧೦	೮	೧೫	೧

ಈ ಆರಣ್ಯಕವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಮಹಾವ್ರತ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳ ವಿವರಣೆಯೂ ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇದೆ. ೧-೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕದ ೧ ಮತ್ತು ೫ನೆಯ ಆರಣ್ಯಕಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ, ೭-೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ೩ನೆಯ ಆರಣ್ಯಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ೩-೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೌಷೀತಕೀ ಉಪನಿಷತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗವು ಈ ಆರಣ್ಯಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಆರಣ್ಯಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

ಗುಣಾಖ್ಯಾಚ್ಛಾಂಖಾಯನಾದಸ್ಮಾಭಿರಧೀತಂ ॥ ೧೫ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ, ಗುಣಾಖ್ಯಶಾಂಖಾಯನರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆವು. ಇಲ್ಲಿ "ಅಸ್ಮಾಭಿಃ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವವರು ಗುಣಾಖ್ಯಶಾಂಖಾಯನರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ೧೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಂಕಲವನ್ನು ಶಾಂಖಾಯನರೂ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಕಲವನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಋಗ್ವೇದದ ಋಷಿಗಳು

ಸೂಕ್ತಪಠನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ, ಋಷಿ, ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸೂಕ್ತಪಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದರಿಂದ ಪಾಪಸಂಘಟನೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

" ಅವಿದಿತ್ವಾ ಋಷಿಂ ಛಂದೋ ದೈವತಂ ಯೋಗನೇವ ಚ ।
ಯೋಽಧ್ಯಾಪಯೇಜ್ಜಪೇದ್ವಾಪಿ ಪಾಪೀಯಾಞ್ಜಾಯತೇ ತು ಸಃ "

ಎಂದು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಈ ಋಷಿ ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳೆಂದರೇನು? ಕಾತ್ಯಾಯನರು ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿ, ದೇವತಾ, ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ.

" ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಸ ಋಷಿಃ । ಯಾ ತೇನೋಚ್ಯತೇ ಸಾ ದೇವತಾ । ಯದಕ್ಷರಪರಿಮಾಣಂ ತಚ್ಛಂದಃ । ಅರ್ಥೇಪ್ಸವ ಋಷಯೋ ದೇವತಾಶ್ಛಂದೋಭಿರುಪಾಧಾವರ್ನ ॥

ಎಂದರೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಋಷಿ, ಆ ಮಂತ್ರದ ಉದ್ದಿಷ್ಟರಾದವರು ದೇವತಾ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಜೋಡಣೆಗೆ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಶ್ರೇಯಃಕಾಮಿಗಳಾದ ಋಷಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ವೈದಿಕಮತವಲ್ಲ. ಅವರು ಮಂತ್ರಗಳ ದ್ರಷ್ಟೃಗಳು ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

" ಅತೀಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಾನುಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರಥಮತೋ ದರ್ಶನಾತ್ ಋಷಿತ್ವಂ "

ಋಕ್ಕುಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮೊದಲು ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತೋ ಅವರು ಋಷಿಗಳು ಎಂದು ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಋಷಿಗಳು

' ಋಷಿ ' ಎಂದರೆ ' ಜ್ಞಾನಿ ' ಎಂದರ್ಥ. ' ಋಷಜ್ಞಾನೇ ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಪದ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ' ಋಷಿ ' ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಋಷಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ

'ಜ್ಞಾನಿ' ಎಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅರ್ಥದಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿದವನು ಎಂತಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ, ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಭಾತವಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ,

ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ವಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸ ಋಷಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿತಃ । (ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ)
ಯಥಾ ಯಃ ಸ್ವಯಮಧ್ಯಯನೇನ ವಿನೈವ ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯರ್ಷಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ । (ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ)

ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದೆ ಪರಮೇಶ್ವರಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಋಷಿಯೆಂದು ಸಂಕೇತವು. ನಾವು ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮೊದಲು ಋಷಿ, ದೇವತೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಋಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅನುಕ್ರಮಣಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಯಾರು ಉಕ್ತರಾಗಿದಾರೆಯೋ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಆಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದವರಿರಲಾರರು. ಋಷಿಸಂಬಂಧವಾದ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತರಾದವರು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಥಮದ್ರಷ್ಟೃಗಳಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ವಾಕ್ತು ದ್ವಾದಶಾವೃತ್ತೇರಧೀತ್ಯಾಪ್ಯೃಷಿರೇವ ಸಃ । (ಆನಂದಋಗ್ಭಾಷ್ಯ)
ಏವಂ ಯೋ ದ್ವಾದಶಾವೃತ್ತೇರರ್ವಾಗಧೀತ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ಸೋಽಪ್ಯೃಷಿರೇವ ॥ (ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ)

ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡವರೂ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿತರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಲ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಋಷಿತ್ವವು ಪ್ರಥಮದ್ರಷ್ಟೃಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಋಷಿಗಳ ವಿಷಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೂ ಮೂರು ಪುರಾಣಗಳ ಪಾಠಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪಾಠವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಋಷೀಣಾಂ ತಪ್ಯತಾಮುಗ್ರಂ ತಪಃ ಪರಮದುಷ್ಕರಂ ॥ ೬೭ ॥
ಮಂತ್ರಾಃ ಪ್ರಾದುರ್ಬಭೂವುರ್ಹಿ ಪೂರ್ವಮನ್ವಂತರೇಷ್ವಿಹ ।
ಅಸಂತೋಷಾದ್ಭಯಾದ್ದುಃಖಾತ್ಸುಖಾಚ್ಛೋಕಾಚ್ಚ ಪಂಚಧಾ ॥ ೬೮ ॥
ಋಷೀಣಾಂ ತಪಃ ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯೇನ ದರ್ಶನೇನ ಯದೃಚ್ಛಯಾ ।

ಈ ಮನ್ವಂತರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಋಷಿಗಳು ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಅಸಂತೋಷ, ಭಯ, ದುಃಖ, ಸುಖ ಶೋಕ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದರು. ಅವರುಗಳಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಎಂದರೆ, ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳೆಲ್ಲರೂ ಋಷಿಗಳೇ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನಿರುಕ್ತ ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶತರ್ಚಿನರು, ಮಧ್ಯಮರು, ಕ್ಷುದ್ರಸೂಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಹಾಸೂಕ್ತರೆಂದು ಮೂರು ಗುಂಪು. ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದ ಋಷಿಗಳು ಮಧುಚ್ಛಂದರೇ ಮೊದಲಾದವರು. ನೂರು ಋಕ್ಕುಗಳ ದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾದುದ ಶತರ್ಚಿನರೆಂದು ಹೆಸರು. ೨ರಿಂದ ೭ರವರಗೆ ಇರುವ ಮಂಡಲದ ಋಷಿಗಳಾದ ಗೃತ್ಸಮದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಾಮದೇವ ಗೌತಮ, ಅತ್ರಿ, ಭರಧ್ವಾಜ, ವಸಿಷ್ಠ, ಪಾವಮಾನ್ಯ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮರೆಂದೂ ೧೦ನೆಯ ಮಂಡಲದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷುದ್ರಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಹಾಸೂಕ್ತರೆಂದೂ ವ್ಯವಹಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ವಲಾಯಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದಾರೆ.

"ಅಥ ಋಷಯಃ ಶತರ್ಚಿನೋ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಗೃತ್ಸಮದೋ ವಿಶ್ವಾ-
ಮಿತ್ರೋ ವಾಮದೇವೋಽತ್ರಿರ್ಭರದ್ವಾಜೋ ವಸಿಷ್ಠಃ ಪ್ರಗಾಥಾಃ
ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಕ್ಷುದ್ರಸೂಕ್ತಾ ಮಹಾಸೂಕ್ತಾ ಇತಿ ॥"

ಐದು ಋಷಿಭೇದಗಳು

ಈ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ, ಋಷಿ, ಋಷೀಕ, ಋಷಿಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರುತರ್ಷಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಐದು ಭೇದಗಳು. ಚರಕಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ (೧-೭ನೆಯ ಸೂತ್ರ) ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವೆಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ.

ಮುನೀನಾಂ ಚತುರ್ವಿಧೋ ಭೇದಃ । ಋಷಯಃ, ಋಷಿಕಾಃ, ಋಷಿಪುತ್ರಾ
ಮಹರ್ಷಯಶ್ಚ ।

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರುತರ್ಷಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಋಷಿ, ಮಹರ್ಷಿ, ಋಷಿಕ ಮತ್ತು ಋಷಿಪುತ್ರರೆಂದು ನಾಲ್ಕೇ ಭೇದ.

ಅತೀತಾನಾಗತಾನಾಂ ಚ ಪಂಚಧಾ ಹ್ಯಾರ್ಷಕಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಅತಸ್ತ್ವೃಷೀಣಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ರ ಹ್ಯಾರ್ಷಸಮುದ್ಭವಂ ॥ ೭೦ ॥
ಇತ್ಯೇತಾ ಋಷಿಜಾತೀಸ್ತಾ ನಾಮಭಿಃ ಪಂಚ ವೈ ಶೃಣು ॥ ೧೫ ॥

ಈ ಐದು ಭೇದಗಳೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹರ್ಷಿ, ಋಷಿ ಮತ್ತು ಋಷೀಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿದಾರೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಭೇದಗಳ ವರ್ಣನೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇವೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಚನವಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರರ ವರ್ಣನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.

೧. ಮಹರ್ಷಿ=ಈಶ್ವರ

ಭೃಗುರ್ಮರೀಚಿರತ್ರಿಶ್ಚ ಹ್ಯಂಗಿರಾಃ ಪುಲಹಃ ಕ್ರತುಃ ।
ಮನುರ್ದಕ್ಷೋ ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಪುಲಸ್ತ್ಯಶ್ಚೇತಿ ತೇ ದಶ ॥ ೯೬ ॥
ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಾನಸಾ ಹ್ಯೇತೇ ಉದ್ಭೂತಾಃ ಸ್ವಯಮೀಶ್ವರಾಃ ।
ಪರತ್ವೇನರ್ಷಯೋ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಮೃತಾಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮಹರ್ಷಯಃ ॥ ೯೭ ॥

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ದರ್ಜೆಯವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಭೃಗು, ಮರೀಚಿ, ಅತ್ರಿ, ಅಂಗಿರಸ್, ಪುಲಹ, ಕ್ರತು, ಮನು, ದಕ್ಷ, ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪುಲಸ್ತ್ಯರೆಂಬ ಹತ್ತು ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸಪುತ್ರರು. ಈವರಿಗೆ ಈಶ್ವರರೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಇವರುಗಳು ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮರಾದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆಯು.

೨. ಋಷಿ

ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಸುತಾ ಹ್ಯೇತೇ ಋಷಯಸ್ತಾನ್ನಿಬೋಧತ ।
ಕಾವ್ಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಶ್ಚೈವ ಕಶ್ಯಪಶ್ಚ್ಯವನಸ್ತಥಾ ॥ ೯೮ ॥
ಉತಥ್ಯೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ಅಗಸ್ತ್ಯಶ್ಚೌಶಿಜಸ್ತಥಾ ।
ಕರ್ದಮೋ ವಿಶ್ರವಾಃ ಶಕ್ತಿರ್ವಾಲಖಿಲ್ಯಾಸ್ತಥಾರ್ವತಃ ॥ ೯೯ ॥
ಇತ್ಯೇತೇ ಋಷಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಸ್ತಪಸಾ ಚರ್ಷಿತಾಂ ಗತಾಃ ।

ಉಶನಾಕಾವ್ಯ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಕಶ್ಯಪ, ಚ್ಯವನ, ಉತಥ್ಯ, ವಾಮದೇವ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಉಶಿಕ್, ಕರ್ದಮ, ವಿಶ್ರವಸ್, ಶಕ್ತಿ, ವಾಲಖಿಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ವತ ಇವರು ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದ ಋಷಿಗಳು. ಇವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ ಭೃಗ್ವಾದಿಗಳ ಪುತ್ರರು. ಇವರು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ ಋಷಿಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

೩. ಋಷಿಪುತ್ರ—ಋಷೀಕ

ಋಷಿಪುತ್ರಾನೃಷೀಕಾಂಸ್ತು ಗರ್ಭೋತ್ಪನ್ನಾನ್ನಿಬೋಧತ ॥ ೧೦೦ ॥
ವತ್ಸರೋ ನಗ್ನಹೂಶ್ಚೈವ ಭರದ್ವಾಜಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಋಷಿರ್ದೀರ್ಘತಮಾಶ್ಚೈವ ಬೃಹದುಕ್ಥಃ ಶರದ್ವತಃ ॥ ೧೦೧ ॥
ವಾಜಶ್ರವಾಃ ಸುವಿತ್ತಶ್ಚ ವಶ್ಯಾಶ್ವಶ್ಚ ಪರಾಶರಃ ।
ದಧೀಚಃ ಶಂಶಪಾಶ್ಚೈವ ರಾಜಾ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ ॥ ೧೦೨ ॥
ಇತ್ಯೇತೇ ಋಷಿಕಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಸ್ತೇ ಸತ್ಯಾದೃಷಿತಾಂ ಗತಾಃ ।

ವತ್ಸರ, ನಗ್ನಹೂಃ, ಭರದ್ವಾಜ, ದೀರ್ಘತಮಾಃ, ಬೃಹದುಕ್ಥ, ಶರದ್ವತ, ವಾಜಶ್ರವಸ್, ಸುವಿತ್ತ, ವಶ್ಯಾಶ್ವ, ಪರಾಶರ, ದಧೀಚ, ಶಂಶಪಾಃ, ವೈಶ್ರವಣ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಋಷಿಕರೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವರು ಋಷಿಗಳ ಔರಸಪುತ್ರರು.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ವಿಷಯ. ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ "ಪಂಚಧಾ", ಎಂದರೆ ಐದು ಭೇದಗಳೆಂದಾಗ, ಋಷಿಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಋಷಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದೇ ಗಣಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಋಷಿಕರು ಒಂದೇ ಎಂದು ಗಣನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಭೃಗುಕುಲದ ಋಷಿಗಳು—೧೯

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಋಷಿಗಳು ೧೯ ಜನರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ—

ಏತೇ ಮಂತ್ರಕೃತಃ ಸರ್ವೇ ಕೃತ್ಸ್ನಶಸ್ತಾನ್ನಿಬೋಧತ ।
ಭೃಗುಃ ಕಾವ್ಯಃ ಪ್ರಚೇತಾಶ್ಚ ದಧೀಚೋ ಹ್ಯಾಪ್ನವಾನಪಿ ॥ ೧೦೪ ॥
ಔರ್ವೋಽಥ ಜಮದಗ್ನಿಶ್ಚ ವಿದಃ ಸಾರಸ್ವತಸ್ತಥಾ ।
ಆರ್ಷ್ಟಿಷೇಣಶ್ಚ್ಯವನಶ್ಚ ವೀತಹವ್ಯಃ ಸುಮೇಧಸಃ ॥ ೧೦೫ ॥
ವೈನ್ಯಃ ಪೃಥುರ್ದಿವೋದಾಸೋ ವಾಧ್ರ್ಯಶ್ವೋ ಗೃತ್ಸಶೌನಕೌ ।
ಏಕೋನವಿಂಶತಿರ್ಹ್ಯೇತೇ ಭೃಗವೋ ಮಂತ್ರವಾದಿನಃ ॥ ೧೦೬ ॥

ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾದ ಋಷಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಜನ ಭೃಗುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.

೧ ಭೃಗು	೭ ಜಮದಗ್ನಿ	೧೩ ಸುಮೇಧಾಃ
೨ ಕಾವ್ಯ (ಉಶನಾಃ=ಶುಕ್ರ)	೮ ವಿದ	೧೪ ವೈನ್ಯ ಪೃಥು
೩ ಪ್ರಚೇತಾಃ	೯ ಸಾರಸ್ವತ	೧೫ ದಿವೋದಾಸ
೪ ದಧ್ಯಙ್ (ಆಥರ್ವಣ)	೧೦ ಆರ್ಷ್ಟಿಷೇಣ	೧೬ ವಾಧ್ರ್ಯಶ್ವ
೫ ಆಪ್ನವಾನ್	೧೧ ಚ್ಯವನ	೧೭ ಗೃತ್ಸ (ಮದ)
೬ ಔರ್ವ (ಋಚೀಕ)	೧೨ ವೀತಹವ್ಯ	೧೮ ಶೌನಕ

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ "ಏಕೋನವಿಂಶತಿಃ" ಎಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಜನರು ಭೃಗು ಕುಲದ ಋಷಿಗಳು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟೇ ಜನರ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೃಥು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಋಷಿಗಳೆಂದು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೇನನ ಮಗ ಪೃಥು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೈನ್ಯ ಪೃಥು ಎಂಬೆರಡೂ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ಎಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಋಷಿಗಳ ವಂಶವೃಕ್ಷವು ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ (೬೦-೪೦) ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

ಭೃಗು

ಕವಿ — ಶುಕ್ರ (ದೈತ್ಯಗುರು)

ಚ್ಯವನ — ಔರ್ವ — ಋಚೀಕ — ಜಮದಗ್ನಿ

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೃಗುವಂಶದ ಋಷಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಋಷಿಕುಲ ಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚ್ಯವನಋಷಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸುಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ನವಾನ್ ಮತ್ತು ದಧ್ಯರ್ಜ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಆಪ್ನವಾನನ ಪುತ್ರ ಔರ್ವ. ಈತನು ಮಧ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಈತನಿಗೂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಿತ್ತು.

ವೀತಹವ್ಯ ಎಂಬುವರು ಮೊದಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಭೃಗುಕುಲದ ಋಷಿಗಳೊಬ್ಬರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರು. ಇವರ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಗೃತ್ಸಮದ ಮತ್ತು ಶೌನಕರು ಜನಿಸಿದುದು.

ಭೃಗುಕುಲಕ್ಕೂ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಿಕಟಸಂಬಂಧ.

ಹಿಂದೆ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗ್ವಂಗಿರೋವೇದವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಭೃಗು ಮತ್ತು ಅಂಗಿರಸ್ಸು ಇವರ ಕುಲದ ಋಷಿಗಳೇ ಈ ವೇದಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟೃ ಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಭೃಗುಕುಲದ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗು, ದಧ್ಯಙ್ ಮತ್ತು ಶೌನಕರು ಅಥರ್ವವೇದದ ಋಷಿಗಳೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಅಥರ್ವವೇದದ ಶೌನಕಶಾಖಾ ಪ್ರವರ್ತಕರೇ ಈ

ಶೌನಕರಿರಬಹುದು. ಆ ವೇದದ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಋಷಿಗಳು ಭೃಗು, ಗೃತ್ಸಮದ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶುಕ್ರಋಷಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ಭೃಗ್ವಂಗಿರಸ್ಸುಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಅನೇಕ ಇವೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಥರ್ವಣವೇದಕ್ಕೆ ಭೃಗ್ವಂಗಿರೋವೇದವೆನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಅಂಗಿರಾಕುಲದಋಷಿಗಳು—೩೩

೧ ಅಂಗಿರಾಃ	೯ ಮಾಂಧಾತಾ	೧೭ ಋಷಭ	೨೫ ವಾಜಶ್ರವಾ
೨ ತ್ರಿತ	೧೦ ಅಂಬರೀಷ	೧೮ ಕಪಿ	೨೬ ಅಯಾಸ್ಯ
೩ ಭರದ್ವಾಜ ಬಾಷ್ಕಲಿ	೧೧ ಯುವನಾಶ್ವ	೧೯ ಪೃಷದಶ್ವ	೨೭ ಸುವಿತ್ತಿ
೪ ಋತವಾಕ್	೧೨ ಪುರುಕುತ್ಸ	೨೦ ವಿರೂಪ	೨೮ ವಾಮದೇವ
೫ ಗರ್ಗ	೧೩ ತ್ರಸದಸ್ಯು	೨೧ ಕಣ್ವ	೨೯ ಅಸಿಜ
೬ ಶಿನಿ	೧೪ ಸದಸ್ಯುಮಾನ್	೨೨ ಮುದ್ಗಲ	೩೦ ಬೃಹದುಕ್ಥ
೭ ಸಂಕೃತಿ	೧೫ ಆಹಾರ್ಯ	೨೩ ಉತಥ್ಯ	೩೧ ದೀರ್ಘತಮಾಃ
೮ ಗುರುವೀತ	೧೬ ಅಜಮೀಢ	೨೪ ಶರದ್ವಾನ್	೩೨ ಕಕ್ಷೀವಾನ್

ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದೂ ಸೇರಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಋಷಿಗಳು ಅಂಗಿರಸ್ಸಿನ ಕುಲದವರು. ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಕುಲದ ಮೂಲಪುರುಷರಾದ ಅಂಗಿರಸ್ಸು ಬಹಳ ಹಳೆಯಕಾಲದವರಿರಬೇಕು. ಈ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ, ಯುವನಾಶ್ವ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರುಗಳೂ ಇದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಭಾಗ ಅಂಬರೀಷನೆಂದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಅಂಗಿರಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಭೃಗುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಥರ್ವವೇದದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಋಷಿಯಾಗಿದಾರೆ.

ಕಾಶ್ಯಪರು—೬

೧ ಕಶ್ಯಪ ೨ ವತ್ಸಾರ ೩ ನೈಧ್ರುವ ೪ ರೈಭ್ಯ ೫ ಅಸಿತ ೬ ದೇವಲ

ಕಾಶ್ಯಪಕುಲದಲ್ಲಿ ಆರು ಋಷಿಗಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಸಿತ ಮತ್ತು ದೇವಲರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಆತ್ರೇಯರು—೬

**೧ ಅತ್ರಿ ೨ ಅರ್ಚನಾನಾ ೩ ಶ್ಯಾವಾಶ್ವ ೪ ಗವಿಷ್ಠಿರ ೫ ಅವಿಹೋತ್ರ
೬ ಪೂರ್ವಾತಿಥಿ**

ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಕೆಲವು ಇರಬಹುದು. ಗವಿಷ್ಠಿರ ಎಂಬ ಋಷಿಗೆ ಅಂಧಿಗು ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿರಬಹುದು. ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದನೆಯ ಮಂಡಲ ನೂರ ಒಂದನೆಯ ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿ ಗವಿಷ್ಠಿರನ ಪುತ್ರ ಅಂಧಿಗು ಎಂದಿದೆ.

ವಾಸಿಷ್ಠರು—೮

**೧ ವಸಿಷ್ಠ ೨ ಶಕ್ತಿ ೩ ಪರಾಶರ ೪ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿ ೫ ಭರದ್ವಸು
೬ ಮೈತ್ರಾವಾರುಣಿ ೭ ಕುಂಡಿನ**

ವಾಸಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿಯೊಬ್ಬರಿದಾರೆ. ಇವರೇ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಅಥವಾ ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ. ಈ ವ್ಯಾಸರೇ ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳೂ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ

ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತರು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದಾರೆ.

ಕೌಶಿಕರು (ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ)—೧೩

೧ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ೩ ದೇವರಾತ ೩ ಉದ್ಗಲ (ಬಲ) ೪ ಮಧುಚ್ಛಂದ
೫ ಅಘಮರ್ಷಣ ೬ ಅಷ್ಟಕ ೭ ಲೋಹಿತ ೮ ಕತ ೯ ಕೀಲ
೧೦ ದೇವಶ್ರವಾಃ ೧೧ ರೇಣು ೧೨ ಪೂರಣ ೧೩ ಧನಂಜಯ

ಈ ಹದಿಮೂರು ಜನರೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕುಲದವರು. ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ, ಶಾಲಂಕಾಯನ ರೆಂಬ ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಲದ ಮೂಲಪುರುಷನು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇನೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಯು ಮೊದಲು ವಿಶ್ವರಥನೆಂಬ ಗಾಧಿರಾಜನ ಪುತ್ರನು. ಅನಂತರ ರಾಜ್ಯಕೋಶಾದಿ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾದುದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ತ್ರಿಶಂಕುರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದುದು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾದಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೆಂದು ನಾಮಧೇಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದುದು, ಅದೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ನರಮೇಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶುನಃಶೇಪನನ್ನು ಮಂತ್ರೋ ಪದೇಶಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ. ಈ ಶುನಃಶೇಪನ ಕಥೆಯು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಅಗಸ್ತ್ಯರು—೩

೧ ಅಗಸ್ತ್ಯ ೨ ದೃಢದ್ಯುಮ್ನ (ದೃಢಾಯು) ೩ ಇಂದ್ರಬಾಹು (ವಿಧ್ಮವಾಹ)

ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಋಷಿಗಳು—೨

೧ ವೈವಸ್ವತಮನು ೨ ಪುರೂರವಾಃ (ಐಲರಾಜಾ)

ವೈಶ್ಯ ಋಷಿಗಳು—೩

೧ ಭಲಂದನ ೨ ವತ್ಸ ೩ ಸಂಕೀಲ

ಈ ಮೂವರೂ ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರು.

ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ೯೨ ಜನ ಮುಖ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಎಂದಾಯಿತು.

ಭೃಗು	೧೯
ಆಂಗಿರಸ	೩೩
ಕಾಶ್ಯಪ	೬
ಆತ್ರೇಯ	೬
ವಾಸಿಷ್ಠ	೭
ಕೌಶಿಕ	೧೩
ಆಗಸ್ತ್ಯ	೩
ಕ್ಷತ್ರಿಯ	೨
ವೈಶ್ಯ	೩
ಒಟ್ಟು	೯೨

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಋಷಿಕುಲಸಂಖ್ಯೆ ೯೦ ಆಗುವುದು. ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದಂತೆ ೯೨ ಆಗುವುದು. ಬಹುಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಂಡಪುರಾಣದ ಪಾಠವು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಋಷಿಗಳೇ ಪ್ರಥಮದ್ರಷ್ಟೃಗಳಲ್ಲ.

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಥಮದ್ರಷ್ಟೃಗಳಿರಲಾರರೆಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಕರವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದೆ—

೧. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ (೩-೧-೯-೩೦) ಮೈತ್ರಾಯಣೀಸಂಹಿತಾ (೧-೫-೮) ಮತ್ತು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (೫-೧೪) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವಿದೆ.

ಮನುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮನುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮನುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದ ನಾಭಾನೇದಿಷ್ಠನು ಇನ್ನೂ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಗುರುಕುಲವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಾಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುವು ಮಗನಿಗೆ ಎರಡು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ––ಅಂಗಿರಸ್ ಋಷಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞದ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು. ಅವರು ನಿನಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಭಾಗದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮನುವಿನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ೬೧ ಮತ್ತು ೬೨ನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು. ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರರ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಭನೇದಿಷ್ಟನಿಗೆ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ತಗಳ ಋಷಿ ನಾಭನೇದಿಷ್ಟನು. ೧೦-೬೧-೧೮ನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಭಾನೇದಿಷ್ಟನ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಈ ಉಪಾಖ್ಯಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಷ್ಟೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾಭನೇದಿಷ್ಟನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರೂ ನಾಭಾನೇದಿಷ್ಟನು ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುದರಿಂದ, ಈತನೇ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಋಷಿಯೆಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.

೨. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ(೬-೧೮) ಮತ್ತು ಗೋಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ (೬–೧) ಋಗ್ವೇದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಂಡಲ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸೂಕ್ತದ ಆದಿಭಾಗದ ಋಕ್ಕುಗಳು ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಂತರ ವಾಮದೇವರು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರೆಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಋಷಿ, ವಾಮದೇವರೆಂದೇ ಇದೆ.

೩. "ಕಸ್ಯನೂನಂ........" ಎಂಬ (ಋಗ್ವೇದ ೧–೨೪) ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿಯು, ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಜೀಗರ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅಜೀಗರ್ತನ ಮಗ ದೇವರಾತನು. ಇದೇ ಅಜೀಗರ್ತಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟನಾಗಿ, ಈ "ಕಸ್ಯನೂನಂ........" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದನೆಂದು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೩೩-೩,೪) ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ವರರುಚಿಯ ನಿರುಕ್ತಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃವು ಸ್ವಯಂ ಅಜೀಗರ್ತನೆಂದು ಇದೆ.

೪. ತೈತ್ತರೀಯಸಂಹಿತಾ (೫-೨-೩) ಮತ್ತು ಕಾಠಕಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ (೨೦-೧೦) ಋಗ್ವೇದ ಮೂರನೆಯ ಮಂಡಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸೂಕ್ತವು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರದೃಷ್ಟವಾದುದು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿ ಗಾಥೀ ಅಥವಾ ಗಾಧೀ ಎಂದಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಅನುಕ್ರಮಣಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತರಾದ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಥಮ ದ್ರಷ್ಟೃಗಳಲ್ಲ. ಇವರುಗಳು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಅವುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದುವು ಎಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದರು ಇಲ್ಲವೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಋಷಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಬಹುದು. ಭೃಗು ಅಂಗಿರಸ್ ಮೊದಲಾದವರು ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವರುಗಳು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನವರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೩೧೩೮ ಎಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನವರು ಈ ಋಷಿಗಳು ಎಂದಮೇಲೆ ವೇದಗಳು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೨೦೦೦-೧೫೦೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದವು ಎಂಬ ಮಾತು ಬರಿಯ ಭ್ರಮೆ.

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು (Philology) ಅನುಸರಿಸಿ, ವೇದಗಳು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೨೦೦೦-೧೫೦೦ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದವು ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಅನುಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರೆ, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಋಷಿಗಳೇ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನವರು, ಇವರೂ ಪ್ರಥಮದ್ರಷ್ಟೃಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾದಮೇಲೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಅನಾದಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾದ ಋಷಿಗಳು

ಈವರೆಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಪುನಃಪುನಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಂತ್ರವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಋಷಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಒಂದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪಡೆದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಂತ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಾರ್ಥದರ್ಶನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೆಂದು ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.

೧. ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (೨-೮) ಈರೀತಿ ಇದೆ. ಶಾಕಪೂಣಿಯು ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರೂಪವಾದ ಒಂದು ದೇವತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಶಾಕಪೂಣಿಗೆ ಆದೇವತೆ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟನು. ಕಡೆಗೆ ಆ ದೇವತೆಯು ಋಗ್ವೇದದ (೧-೧೬೪-೨೯) ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ತಾನು ಆ ಋಕ್ಕಿನ ದೇವತೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಶಾಕಪೂಣಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಕಪೂಣಿಯೇ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವತೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಹೊಂದಿದನು, ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದನು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (೧೩-೧೨) ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ.

ನ ಹ್ಯೇಷು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಸ್ತ್ಯನೃಷೇರತಪಸೋ ವಾ ।

ಋಷಿಗಳಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸದೇ ಇರುವವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳು

ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೂವೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರನ್ನನುಸರಿಸಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಭಿನ್ನಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ''ಏಷುಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್'' ಎಂದೂ, ''ಋಷೀಣಾಂ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟಯಃ'' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ''ಮಂತ್ರೇ ದೃಷ್ಟಯಃ'' ಎಂದೂ, ಸಪ್ತಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು (ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವರು) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ್ರಷ್ಟೃಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

೩. ಮತ್ತೊಂದು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (೧೦-೧೦) ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ—

ಋಷೇರ್ದೃಷ್ಟಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿರ್ಭವತ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಂಯುಕ್ತಾ ।

ಇಲ್ಲಿ '' ದೃಷ್ಟಾರ್ಥಸ್ಯ'' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪಡೆದವರು ಋಷಿಗಳು ಎಂಧು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

೪. ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಕೃತನ್ಯಾಯಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ (೪-೧-೬೨) ಈರೀತಿ ಬರೆವಿದೆ.—

ಯ ಏವ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟಾರಃ ಪ್ರವಕ್ತಾರಶ್ಚ ತೇ ಖಲ್ವಿತಿಹಾಸ-
ಪುರಾಣಸ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚೇತಿ ।

ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೨-೨-೬೭)—

ಯ ಏವಾಪ್ತಾ ವೇದಾರ್ಥಾನಾಂ ದ್ರಷ್ಟಾರಃ ಪ್ರವಕ್ತಾರಶ್ಚ ತ ಏವಾಯು-
ರ್ವೇದಪ್ರಭೃತೀನಾಮಿತಿ ।

ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳೂ, ಮಂತ್ರಾರ್ಥರೂಪವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ರಷ್ಟೃಗಳೂ, ಆಗಿದಾರೆ ಎಂಧು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ರಷ್ಟೃಗಳು ಎಂದಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

೫. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೪೬ನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ—

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮದ್ಯ ವಿದೇಯಂ ಪಿತೃಮಂತಂ ಪೈತೃಮತ್ಯಮೃಷಿಮಾರ್ಷೇಯಂ ।

ಎಂದಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಉವಟರು 'ಋಷಿ' ಪದಕ್ಕೆ 'ಋಷಿರ್ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ'' ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರು ಋಷಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ.

೬. ಬೋಧಾಯನಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೨-೬-೩೬) ಋಷಿ ಎಂಬ ಪದ ಇದೆ. ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ವಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ''ಋಷಿರ್ಮಂತ್ರಾರ್ಥಜ್ಞಃ'' ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಋಷಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.

೭. ಭೃಗುವಿನಿಂದ ಉಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಮಹರ್ಷಯಃ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮೇಧಾತಿಥಿಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ—

ಋಷಿರ್ವೇದಃ । ತದಧ್ಯಯನ-ವಿಜ್ಞಾನ-ತದರ್ಥಾನುಷ್ಠಾನಾತಿಶಯ-
ಯೋಗಾತ್ ಪುರುಷೇऽಪ್ಯೃಷಿಶಬ್ದಃ ।

ಎಂದುಬರೆದಿದಾರೆ.

ಋಷಿ ಎಂದರೆ ವೇದ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವವನು, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಮತ್ತು ತದುಕ್ತಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವವನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಋಷಿ ಎಂತಲೇ ಸಂಜ್ಞೆ. ಎಂದರೆ, ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ್ರಷ್ಟೃಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಋಷಿ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಅನೇಕಋಷಿಗಳ ಹೆಸರು ವೇದದಿಂದ ಗ್ರಹೀತವಾದುವು

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವರಥನು, ಎಂದು. ಘೋರತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೆಂದು ನಾಮಧೇಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ಇತರ ಋಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಋಷಿಯು ಯಜುರ್ವೇದ ೩೪-೧ರಿಂದ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಐತರೇಯಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಗೃತ್ಸಮದ ಮೊದಲಾದುವು ಪ್ರಾಣವಾಚಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ (೧೦-೧೫೧) ಶ್ರದ್ಧಾಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಋಷಿಯು, ಶ್ರದ್ಧಾಕಾಮಾಯನೀ ಎಂದು. ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಕಾಮಾಯನೀ ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇದ್ದೇಇರಬೇಕು.

ಈ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ, ಮಂತ್ರಗಳ ಋಷಿಗಳನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೂಲನಾಮಧೇಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಮಧೇಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅರ್ಥವೇ ಭೃಗುಪ್ರೋಕ್ತ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವೇಷಾಂ ತು ಸ ನಾಮಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್।
ವೇದಶಬ್ದೇಭ್ಯ ಏವಾದೌ ಪೃಥಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಶ್ಚ ನಿರ್ಮಮೇ॥

ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಯಧರ್ಮ

ಆರ್ಯಧರ್ಮ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಋಷಿಗಳು ಮೂಲಪುರುಷರು. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವನಪ್ರಾಯರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳೇ ಇವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ತಮದರ್ಜೆಯದು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲು, ಈ ಋಷಿಗಳೇ ಕಾರಣರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ದುಃಖಪೂರಿತವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಋಷಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಋಷಿಯೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ಸ್ವತಃ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು, ಯಥಾರ್ಥವಾದಿಗಳು, ಸತ್ಯವ್ರತರು.

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಪುರಾತನಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರಮಪೂಜ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಾಧಿರಾಜರೂಕೂಡ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಋಷಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ವಂಶಪಾವನವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾನಶ್ರುತಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ರೈಕ್ವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಮಾಡಿದನು. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯೆಂಬುದು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಹಾಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕುರುಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತ ಕೌರವಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಅಪೂರ್ವಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ—

ಪಾರ್ಥಿವೀಂ ಸಮಿತಿಂ ದ್ರಷ್ಟುಮೃಷಯೋಽಭ್ಯಾಗತಾ ನೃಪ ॥ ೫೪ ॥
ನಿಮಂತ್ರ್ಯಂತಾಮಾಸನೈಶ್ಚ ಸತ್ಕಾರೇಣ ಚ ಭೂಯಸಾ ।
ನೈತೇಷ್ವನುಪವಿಷ್ಟೇಷು ಶಕ್ಯಂ ಕೇನಚಿದಾಸಿತುಂ ॥ ೫೫ ॥ (ಉದ್ಯೋಗ. ಪರ್ವ. ಅಧ್ಯಾಯ ೯೪)

ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕೂತ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಕೂಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಎಂತಹದಿರಬೇಕು? ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ –

ತೇಷು ತತ್ರೋಪವಿಷ್ಟೇಷು ಗೃಹೀತಾರ್ಘ್ಯೇಷು ಭಾರತ ॥ ೫೪ ॥
ನಿಷಸಾದಾಸನೇ ಕೃಷ್ಣೋ ರಾಜಾನಶ್ಚ ಯಥಾಸನಂ ॥ ೫೯ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರವಾಯಿತು. ಅವರು ಕುಳಿತಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

ಋಷಿಗಳು ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ಟದರಿದ್ರರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರೆಲ್ಲಿ? ರಾಜಾಧಿರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲಿ? ಆದರೂ, ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರೂ, ಪ್ರಚಾರಕರೂ, ಜ್ಞಾನನಿಧಿಗಳೂ ಆದ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರವ ಇದ್ದೇಇದೆ. ಋಷಿಗಳು ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ, ಆರ್ಯಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣದಂತಿದ್ದರು.

ವೇದಗಳಿಗೆ ಋಷಿಯೆಂದು ಹೆಸರು

'ಋಷಿರ್ವೇದಃ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಋಷಿ ಎಂದರೆ ವೇದವೆಂದೂ ಅರ್ಥ. ಈರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳಿವೆ.

೧. ಭೋಜರಾಜಕೃತ ಉಣಾದಿಸೂತ್ರಗಳ (೨-೧-೧೫) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾದ ದಂಡನಾಥನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂದು ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದಾರೆ.

೨. ಪಾಣಿನೀಯಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ (೧-೧-೧೪) ಹರದತ್ತ ಮಿಶ್ರನ ಪದಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ—

ಋಷಿರ್ವೇದಃ । ತದುಕ್ತಮೃಷಿಣಾ–ಇತ್ಯಾದೌ ದರ್ಶನಾತ್ ।

ಎಂದಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ 'ತದುಕ್ತಮೃಷಿಣಾ' ಎಂದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಋಷಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂದು ಅರ್ಥ.

೩. ಯಾದವಪ್ರಕಾಶನ ವೈಜಯಂತಿಕೋಶದಲ್ಲಿ "ಋಷಿಸ್ತು ವೇದೇ" ಎಂದು (ಋಷಿಶಬ್ದವು ವೇದ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

೪. ಮನುಭಾಷ್ಯಕಾರ ಮೇಧಾತಿಥಿಯ "ಋಷಿರ್ವೇದಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ.

೫. ಶಾಶ್ವತಕೋಶ ೭೧೯ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ "ಋಷಿರ್ವೇದೇ" ಎಂದು ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದ್ದು ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಋಷಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂಬರ್ಥವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದಾಯಿತು.

ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಗ್ರಂಥಗಳು

ಯಥೋಕ್ತಂ ಭಗವತಾ—ಇತ್ಯೇತೇ ಆನಂದ ಪೌರಾಣಾ ಮಹರ್ಷಯೋ
ವೇದಾನಾಂ ಕರ್ತಾರೋ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತಯಿತಾರಃ ।

ಶಾಂತರಕ್ಷಿತನ "ತತ್ತ್ವಸಂಗ್ರಹದ" (ಪು. ೧೪) ವಾಕ್ಯವಿದು.

ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನು–ಎಲೈ ಆನಂದ, ಪುರಾತನರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವೇದರಚನೆಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದಾನೆ.—

ಎಂದರೆ, ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಬುದ್ಧನಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದವಿಷಯವಾಯಿತು. ಆತನಿಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಆದರವಿತ್ತೆನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಚಿನ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಇದು ಅಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಷಯ.

ಮಜ್ಝಿಮನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ (೨-೫-೫ ಮತ್ತು ೨-೫-೯) ಹೀಗೆ ಇದೆ—ಶ್ರಾವಸ್ತೀಜೇತವನದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧನು ತೌದೇಯ್ಯ ಪುತ್ರನೆಂಬುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ—

ಈಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂರ್ವಜರು ಋಷಿಗಳು. ಇವರು ವೇದವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗಲೂ ಅವರಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ, ವಾಮಕ, ವಾಮದೇವ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಜಮದಗ್ನಿ, ಅಂಗಿರಾ, ಭರದ್ವಾಜ, ವಸಿಷ್ಠ, ಕಶ್ಯಪ, ಭೃಗು ಮೊದಲಾದ ವರೇ ಆ ಋಷಿಗಳು.

ಋಷಿಗಳು ವೇದವಕ್ತೃಗಳೆಂಬುದು ಬೌದ್ಧರಿಗೂ ಅಭಿಮತವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಬುದ್ಧನ " ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂರ್ವಜರು ಋಷಿಗಳು" ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು ವಿರಳ. ಅಲ್ಲದೆ, ಋಷಿ ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಂತವರು ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಜನಮೇಜಯ, ಶತಾನೀಕ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಮೇಧದತ್ತ ಇವರುಗಳು ಪಾಂಡವವಂಶದ ರಾಜರು. ಇವರುಗಳ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ೨೫ ವರ್ಷಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಕಡೆಯವನಾದ ಅಶ್ವಮೇಧದತ್ತನ ಮಗ ಅಸೀಮಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ದೀರ್ಘಸತ್ರ ವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ವಿಷಯಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ—

ಅಸೀಮಕೃಷ್ಣೇ ವಿಕ್ರಾಂತೇ ರಾಜನ್ಯೇ ऽನುಪಮತ್ವಿಷಿ ।
ಪ್ರಶಾಸತೀಮಾಂ ಧರ್ಮೇಣ ಭೂಮಿಂ ಭೂಮಿಪಸತ್ತಮೇ ॥ ೧೨ ॥
ಋಷಯಃ ಸಂಶಿತಾತ್ಮಾನಃ ಸತ್ಯವ್ರತಪರಾಯಣಾಃ ।
ಋಜವೋ ನಷ್ಟರಜಸಃ ಶಾಂತಾ ದಾಂತಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ ॥ ೧೩ ॥
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ದೀರ್ಘಸತ್ರಂ ತು ಈಜಿರೇ ।
ನದ್ಯಾಸ್ತೀರೇ ದೃಷದ್ವತ್ಯಾಃ ಪುಣ್ಯಾಯಾಃ ಶುಚಿರೋಧಸಃ ॥ ೧೪ ॥

ಎಂದಿದೆ. ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿದ್ದರು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಕಲಿಯುಗ ವೆಂದು ಗಣನೆ. ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದರೆ, ಆದರಿಂದೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ವರ್ಷಗಳು ಋಷಿಗಳಿದ್ದರೆನ್ನ ಬಹುದು.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦೨೮ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦೫೫೨ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ಇವೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. (16ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ). ಈ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೂ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬನೇ ಋಷಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಋಷಿಗಳಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಈರೀತಿ ಇರುವುದು ಅತಿವಿರಳ. ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ವಿಷಯವೂ ಇದರಂತೆಯೇ. ಒಂದು ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಛಂದಸ್ಸು ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವತೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದುಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈರೀತಿ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶದವರನ್ನೂ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಒಂದುಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಡಲವೆಂದು ಹೆಸರು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಮಂಡಲಗಳಿವೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಂತಹ ಮಂಡಲಗಳು ಒಟ್ಟು ಒಂಭತ್ತೇ ಇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಂಶದ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಮಂತ್ರಗಳ ದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಂಡಲದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಶತರ್ಚಿನರೆಂದು ಹೆಸರು. ಎರಡನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಗೃತ್ಸಮದನೂ, ಮೂರನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಾಮದೇವನೂ, ಐದನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅತ್ರಿಯೂ, ಆರನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಭರದ್ವಾಜನೂ, ಏಳನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಸಿಷ್ಠನೂ, ಎಂಟನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ವನೂ ಋಷಿಗಳು. ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿರುವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೂ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೂ ದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರಸೂಕ್ತರೆಂದೂ ಮಹಾಸೂಕ್ತರೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವೇ ಈಗಿರುವ ಋಗ್ವೇದದ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ವಿಧವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡೋಣ. ಒಂದೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಣೀತವಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ ದೇವತಾಕ ಸೂಕ್ತಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿಯೂ ಇಂದ್ರದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪನ್ನಾಗಿಯೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಪವಮಾನಃ ಸೋಮಃ ಎಂದರೆ ಸೋಮನೇ ದೇವತೆಯು. ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯಿಲ್ಲ. ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಕ್ರಮವು ಇತರ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಈ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲವನ್ನಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಾಸಂಗಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ (ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾಗಿ) ಮುದ್ರಣಮಾಡಿರುವರು.

ಛಂದಸ್ಸನ್ನನುಸರಿಸಿ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂರನೆಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಋಷಿಕ್ರಮವೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದರಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಅವರಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಮಂಡಲ, ಸೂಕ್ತ ಋಕ್ಕು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ೩-೪ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ—

ಅಂಹೋಮುಕ್ ವಾಮದೇವ್ಯಃ ೧೦-೧೨೬ [೮]

ಎಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಹೋಮುಕ್ ವಾಮದೇವ್ಯಃ ಎಂಬುವದು ಋಷಿಯ ಹೆಸರು. ೧೦ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಂಡಲವನ್ನೂ ೧೨೬ ಸೂಕ್ತಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರವ [೮] ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆ ಋಷಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಒಟ್ಟು ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುವುದು. ಎಂದರೆ ೧೦ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ೧೨೬ನೆಯ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಹೋಮುಕ್ ವಾಮದೇವ್ಯ ಎಂಬುವರು ಋಷಿಯು. ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೮ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಅಕೃಷ್ಟ (ಷ್ಟಾಃ) ಮಾಷಾಃ ಅಥವಾ ಮಾಷಾಃಅಕೃಷ್ಟಾಃ

ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಕೃಷ್ಟಾಃ ಮಾಷಾಃ ಎಂತಲೂ ಅಥವಾ ಮಾಷಾಃ ಅಕೃಷ್ಟಾಃ ಎಂತಲೂ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೃಷ್ಟಾಃ ಮಾಷಾಃ ಎಂದಿರುವ ಕಡೆ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಷಾಃ ಅಕೃಷ್ಟಾಃ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದರ್ಥವು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿದೃಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರವಿವರಣೆ ಈರೀತಿ ಇದೆ—೯-೮೬ ೧-೧೦, ೩೧-೪೦, [೨೦] ಎಂದರೆ ೯ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ೮೬ನೆಯ ಸುಕ್ತದಲ್ಲಿ (ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ೪೮ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ) ೧ರಿಂದ ೧೦ ವರೆಗಿನ ಋಕ್ಕುಗಳೂ, ೩೧ ರಿಂದ ೪೦ ವರೆಗಿನ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ಒಟ್ಟು ೨೦ ಋಕ್ಕುಗಳು ಈ ಮಾಷಾಃ ಅಕೃಷ್ಟಾಃ ಎಂಬ ಋಷಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದುವು ಎಂದರ್ಥವು.

ಅರ್ಚನಾನಾ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೬೩; ೬೪; ೮-೪೨ [೨೦]

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾನಾ ಆತ್ರೇಯಃ ಎಂಬುದು ಋಷಿಯ ಹೆಸರು. ೫ ನೆಯ ಮಂಡಲದ ೬೩ ನೆಯ ಸೂಕ್ತ (೭ ಋಕ್ಕುಗಳು), ೬೪ನೆಯ ಸೂಕ್ತ (೭ ಋಕ್ಕುಗಳು) ಮತ್ತು ೮ನೆಯ ಮಂಡಲದ ೪೨ನೆಯ ಸೂಕ್ತ (೬ ಋಕ್ಕುಗಳು) ಒಟ್ಟು ೨೦ ಋಕ್ಕುಗಳು ಈ ಋಷಿದೃಷ್ಟಗಳು.

ಅಸಿತಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೯-೫-೨೪ [೧೬೪]
(ಕಾಶ್ಯಪಃ ದೇವಲಃ ?)

ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿತಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಯಪಃ ದೇವಲಃ ಎಂಬುದು ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ೯ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ೫ ರಿಂದ ೨೪ ರ ವರೆಗಿನ ಸೂಕ್ತಗಳು ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ೧೬೪ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಈ ಋಷಿಯೇ ದ್ರಷ್ಟೃವು. ಇದರಂತೆ ಬೇಕಾದ ಋಷಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಋಷಿಯ ಹೆಸರಿರುವುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಆ ಋಷಿಪ್ರಣೀತವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ, ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.—

ಋಗ್ವೇದದ ಋಷಿಗಳು.

ಅಂಹೋಮುಕ್ ವಾಮದೇವ್ಯಃ ೧೦-೧೨೬ [8]
ಅಕೃಷ್ಟ(ಷ್ಟಾಃ)ಮಾಷಾಃಅಥವಾ ಮಾಷಾಃ ಅಕೃಷ್ಟಾಃ
ಅಕ್ಷೋ ಮೌಜವಾನ್ ೧೦-೩೪ [14]
ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಮೈತ್ರಾವರುಣಃ ೧-೧೬೫ ೧೩-೧೫ ; ೧೬೬-೧೬೯ ; ೧೭೦ ೨, ೫ ; ೧೭೧-೧೭೮ ; ೧೭೯ ೩, ೪ ; ೧೮೦-೧೯೧ [220]
ಅಗಸ್ತ್ಯಶಿಷ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ೧-೧೭೯ ೫, ೬ [2]
ಅಗಸ್ತ್ಯಸ್ವಸಾ ಋಷಿಕಾ ೧೦-೬೦ [6]
ಅಗ್ನಿಃ ೧೦-೧೨೪ ೨, ೩, ೪ [3]
,, ಚಾಕ್ಷುಷಃ ೯-೧೦೬ ೧-೩ ೧೦-೧೪ [8]
,, ತಾಪಸಃ ೧೦-೧೪೧ [6]
,, ಪಾವಕಃ ೮-೧೦೨ ; ೧೦-೧೪೦ [28]
,, ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಃ ೮–೧೦೨ [22]
,, ವೈಶ್ವಾನರಃ ೧೦–೭೯–೮೦ [14]
,, ಸೌಚೀಕಃ ೧೦-೫೧ ೨, ೪, ೬, ೮ ; ೫೨ ; ೫೩ ೪, ೫ ; ೭೯-೮೦ [26]
ಅಗ್ನಯಃ ಧಿಷ್ಣ್ಯಾಃ ಐಶ್ವರಾಃ ೯-೧೦೯ [22]
ಅಗ್ನಿಯುತಃ ಸ್ಥೌರಃ ೧೦-೧೧೬ [9]
ಅಗ್ನಿಯೂಪಃ ಸ್ಥೌರಃ ೧೦-೧೧೬ [9]
ಅಗ್ನಿವರುಣಸೋಮಾಃ ೧೦–೧೨೪ ೧, ೫-೯ [6]
ಅಘಮರ್ಷಣಃ ಮಾಧುಚ್ಛಂದಸಃ ೧೦-೧೯೦ [3]
ಅಂಗ ಔರವಃ ೧೦-೧೩೮ [6]
ಅಂಗಿರಸಃ ಸಹಸ್ರಂ ವಸುರೋಚಿಷಃ ೮-೩೪, ೧೬-೧೮ [3]
ಅಜಮೀಳ್ಹಃ ಸೌಹೋತ್ರಃ ೪-೪೩ ; ೪೪ [14]
ಅಜಾಃ ಪೃಶ್ನಿಯಃ ಅಥವಾ ಪೃಶ್ನಿಯಃ ಅಜಾಃ
ಅತ್ರಿಃ ೧೦–೧೩೭ ೪ [1]
ಅತ್ರಿಃ ಭೌಮಃ ೫-೨೭ ; ೩೭-೪೩ ; ೭೬ ; ೭೭ ;೮೩–೮೬ ; ೯-೬೭ ೧೦-೧೨ ; ೮೬–೪೧-೪೫ [130]
ಅತ್ರಿಃ ಭೌಮಃ (ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಂ ಏಕಃ) ಸಪ್ತರ್ಷಯಃ ಅತ್ರಿಃ ಭೌಮಃ

ಅತ್ರಿಃ ಸಾಂಖ್ಯಃ ೧೦–೧೪೩ [6]
ಅದಿತಿಃ ಋಷಿಕಾ ೪–೧೮ ೭ [1]
,, ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ೧೦–೭೨ [9]
ಅನಾನತಃ ಪಾರುಚ್ಛೇಪಿಃ ೯-೧೧೧ [3]
ಅನಿಲಃ ವಾತಾಯನಃ ೧೦–೧೬೮ [4]
ಅಧ್ರಿಗುಃ ಶ್ಯಾವಾಕ್ಷಿಃ ೯–೧೦೧ ೧–೩ [3]
ಅಪಾಲಾ ಆತ್ರೇಯೀ ೮-೯೧ [7]
ಅಪ್ರತಿರಥಃ ಐಂದ್ರಃ ೧೦–೧೦೩ [13]
ಅಪ್ಸರಸೌ ಶಿಖಂಡಿನ್ಯೌ ಅಥವಾ ಶಿಖಂಡಿನ್ಯೌ ಅಪ್ಸರಸೌ
ಅಭಿತಪಾಃ ಸೌರ್ಯಃ ೧೦–೩೭ [12]
ಅಭೀವರ್ತಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧೦–೧೭೪ [5]
ಅಮಹೀಯುಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೯–೬೧ [30]
ಅಂಬರೀಷಃ ವಾರ್ಷಾಗಿರಃ ೧–೧೦೦ ; ೯–೯೮ [31]
ಅಯಾಸ್ಯಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೯–೪೪-೪೬ ; ೧೦-೬೭ ; ೬೮ [42]
ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಃ ೧೦–೧೭೮ [3]
ಅರುಣಃ ವೈತಹವ್ಯಃ ೧೦–೯೧ [15]
ಅರ್ಚನ್ ಹೈರಣ್ಯಸ್ತೂಪಃ ೧೦–೧೪೯ [5]
ಅರ್ಚನಾನಾ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೬೩ ; ೬೪ ; ೮–೪೨ [20]
ಅರ್ಬುದಃ ಕಾದ್ರವೇಯಃ (ಸರ್ಪಃ) ೧೦–೯೪ [14]
ಅವತ್ಸಾರಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೫–೪೪ ; ೯–೫೩-೬೦ [47]
ಅವಸ್ಯುಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೩೧ ; ೭೫ [22]
ಅಶ್ವಮೇಧಃ ಭಾರತಃ ರಾಜಾ ೫-೨೭ [6]
ಅಶ್ವಸೂಕ್ತೀ ಕಾಣ್ವಾಯನಃ ೮-೧೪ ; ೧೫ [28]
ಅಶ್ವ್ಯಃ ವಸಃ ಅಥವಾ ವಸಃ ಅಶ್ವ್ಯಃ
ಅಷ್ಟಕಃ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ೧೦–೧೦೪ [11]
ಅಷ್ಟಾದಂಷ್ಟ್ರಃ ವೈರೂಪಃ ೧೦–೧೧೧ [10]
ಅಸಿತಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೯–೫-೨೪ [164]
(ಕಾಶ್ಯಪಃ ದೇವಲಃ ?)
ಅಸುರಾಃ ಪಣಯಃ ಅಥವಾ ಪಣಯಃ ಅಸುರಾಃ

ಆಗಸ್ತ್ಯಃ	ದೃಳ್ಹಚ್ಯುತಃ	ದೃಳ್ಹಚ್ಯುತಃ	ಆಗಸ್ತ್ಯಃ
ಆಗ್ನೇಯಃ	ಕುಮಾರಃ	ಕುಮಾರಃ	ಆಗ್ನೇಯಃ
,,	ಕೇತುಃ	ಕೇತುಃ	,,
,,	ವತ್ಸಃ	ವತ್ಸಃ	,,
,,	ಶ್ಯೇನಃ	ಶ್ಯೇನಃ	,,
ಆಂಗಿಃ	ಹವಿರ್ಧಾನಃ	ಹವಿರ್ಧಾನಃ	ಆಂಗಿಃ
ಆಂಗಿರಸಃ	ಅಭೀವರ್ತಃ	ಅಭೀವರ್ತಃ	ಆಂಗಿರಸಃ
,,	ಅಮಹೀಯುಃ	ಅಮಹೀಯುಃ	,,
,,	ಅಯಾಸ್ಯಃ	ಅಯಾಸ್ಯಃ	,,
,,	ಉಚಥ್ಯಃ	ಉಚಥ್ಯಃ	,,
,,	ಊರುಃ	ಊರುಃ	,,
,,	ಊರ್ಧ್ವಸದ್ಮಾ	ಊರ್ಧ್ವಸದ್ಮಾ	,,
,,	ಕುತ್ಸಃ	ಕುತ್ಸಃ	,,
,,	ಕೃತಯಶಾಃ	ಕೃತಯಶಾಃ	,,
,,	ಕೃಷ್ಣಃ	ಕೃಷ್ಣಃ	,,
,,	ಘೋರಃ	ಘೋರಃ	,,
,,	ತಿರಶ್ಚೀಃ	ತಿರಶ್ಚೀಃ	,,
,,	ದಿವ್ಯಃ	ದಿವ್ಯಃ	,,
,,	ಧರುಣಃ	ಧರುಣಃ	,,
,,	ಧ್ರುವಃ	ಧ್ರುವಃ	,,
,,	ನೃಮೇಧಃ	ನೃಮೇಧಃ	,,
,,	ಪವಿತ್ರಃ	ಪವಿತ್ರಃ	,,
,,	ಪುರುಮೀಳ್ಹಃ	ಪುರುಮೀಳ್ಹಃ	,,
,,	ಪುರುಮೇಧಃ	ಪುರುಮೇಧಃ	,,
,,	ಪುರುಹನ್ಮಾ	ಪುರುಹನ್ಮಾ	,,
,,	ಪೂತದಕ್ಷಃ	ಪೂತದಕ್ಷಃ	,,
,,	ಪ್ರಚೇತಾಃ	ಪ್ರಚೇತಾಃ	,,
,,	ಪ್ರಭೂವಸುಃ	ಪ್ರಭೂವಸುಃ	,,
,,	ಪ್ರಿಯಮೇಧಃ	ಪ್ರಿಯಮೇಧಃ	,,
,,	ವರುಃ	ವರುಃ	,,
,,	ಬಿಂದುಃ	ಬಿಂದುಃ	,,
,,	ಬೃಹನ್ಮತಿಃ	ಬೃಹನ್ಮತಿಃ	,,
,,	ಭಿಕ್ಷುಃ	ಭಿಕ್ಷುಃ	,,
,,	ಮೂರ್ಧನ್ವಾನ್	ಮೂರ್ಧನ್ವಾನ್	,,
,,	ರಹೂಗಣಃ	ರಹೂಗಣಃ	,,

ಆಂಗಿರಸಃ	ವಿರೂಪಃ	ವಿರೂಪಃ	ಆಂಗಿರಸಃ
,,	ವಿಹವ್ಯಃ	ವಿಹವ್ಯಃ	,,
,,	ವೀತಹವ್ಯಃ	ವೀತಹವ್ಯಃ	,,
,,	ವ್ಯಶ್ವಃ	ವ್ಯಶ್ವಃ	,,
,,	ಶಿಶುಃ	ಶಿಶುಃ	,,
,,	ಶೌನಹೋತ್ರಃ(ಭಾರ್ಗವಃ)	ಶೌನಹೋತ್ರಃ	,,
,,	ಶ್ರುತಕಕ್ಷಃ	ಶ್ರುತಕಕ್ಷಃ	,,
,,	ಸಂವನನಃ	ಸಂವನನಃ	,,
,,	ಸಂವರ್ತಃ	ಸಂವರ್ತಃ	,,
,,	ಸಪ್ತಗುಃ	ಸಪ್ತಗುಃ	,,
,,	ಸವ್ಯಃ	ಸವ್ಯಃ	,,
,,	ಸುಕಕ್ಷಃ	ಸುಕಕ್ಷಃ	,,
,,	ಸುದೀತಿಃ	ಸುದೀತಿಃ	,,
,,	ಹರಿಮಂತಃ	ಹರಿಮಂತಃ	,,
,,	ಹಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪಃ	ಹಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪಃ	,,
ಆಂಗಿರಸೀ	ಶಶ್ವತೀ (ಋಷಿಕಾ)	ಶಶ್ವತೀ	ಆಂಗಿರಸೀ
ಆಜೀಗರ್ತಿಃ	ಶುನಃಶೇಪಃ	ಶುನಃಶೇಪಃ	ಆಜೀಗರ್ತಿಃ
ಆತ್ರೇಯಃ	ಅರ್ಚನಾನಾ	ಅರ್ಚನಾನಾ	ಆತ್ರೇಯಃ
,,	ಅವಸ್ಯುಃ	ಅವಸ್ಯುಃ	,,
,,	ಇಷಃ	ಇಷಃ	,,
,,	ಉರುಚಕ್ರಿಃ	ಉರುಚಕ್ರಿಃ	,,
,,	ಏವಯಾಮರುತ್	ಏವಯಾಮರುತ್	,,
,,	ಕುಮಾರಃ	ಕುಮಾರಃ	,,
,,	ಗಯಃ	ಗಯಃ	,,
,,	ಗವಿಷ್ಠಿರಃ	ಗವಿಷ್ಠಿರಃ	,,
,,	ಗಾತುಃ	ಗಾತುಃ	,,
,,	ಗೋಪವನಃ	ಗೋಪವನಃ	,,
,,	ದ್ಯುಮ್ನಃ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ	ದ್ಯುಮ್ನಃ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ	,,
,,	ದ್ವಿತಃ ಮೃಕ್ತವಾಹಾಃ	ದ್ವಿತಃ ಮೃಕ್ತವಾಹಾಃ	,,
,,	ಪೂರುಃ	ಪೂರುಃ	,,
,,	ಪೌರಃ	ಪೌರಃ	,,
,,	ಪ್ರತಿಕ್ಷತ್ರಃ	ಪ್ರತಿಕ್ಷತ್ರಃ	,,
,,	ಪ್ರತಿಪ್ರಭಃ	ಪ್ರತಿಪ್ರಭಃ	,,
,,	ಪ್ರತಿಭಾನುಃ	ಪ್ರತಿಭಾನುಃ	,,

ಕಾಣ್ವಃ ಆಯುಃ — ಆಯುಃ ಕಾಣ್ವಃ
,, ಇರಿಂಬಿಠಿಃ — ಇರಿಂಬಿಠಿಃ ,,
,, ಕುಸೀದೀ — ಕುಸೀದೀ ,,
,, ಕುರುಸುತಿಃ — ಕುರುಸುತಿಃ ,,
,, ಕೃಶಃ — ಕೃಶಃ ,,
,, ತ್ರಿಶೋಕಃ — ತ್ರಿಶೋಕಃ ,,
,, ದೇವಾತಿಥಿಃ — ದೇವಾತಿಥಿಃ ,,
,, ನಾಭಾಕಃ — ನಾಭಾಕಃ ,,
,, ನಾರದಃ — ನಾರದಃ ,,
,, ನೀಪಾತಿಥಿಃ — ನೀಪಾತಿಥಿಃ ,,
,, ಪರ್ವತಃ — ಪರ್ವತಃ ,,
,, ಪುನರ್ವತ್ಸಃ — ಪುನರ್ವತ್ಸಃ ,,
,, ಪುಷ್ಟಿಗುಃ — ಪುಷ್ಟಿಗುಃ ,,
,, ಪೃಷಧ್ರಃ — ಪೃಷಧ್ರಃ ,,
,, ಪ್ರಗಾಥಃ — ಪ್ರಗಾಥಃ ,,
,, ಪ್ರಗಾಥಃ (ಘೌರಃ) — ಪ್ರಗಾಥಃ (ಘೌರಃ),,
,, ಪ್ರಸ್ಕಣ್ವಃ — ಪ್ರಸ್ಕಣಃ ,,
,, ಬ್ರಹ್ಮಾತಿಥಿಃ — ಬ್ರಹ್ಮಾತಿಥಿಃ ,,
,, ಮಾತರಿಶ್ವಾ — ಮಾತರಿಶ್ವಾ ,,
,, ಮೇಧಾತಿಥಿಃ — ಮೇಧಾತಿಥಿಃ ,,
,, ಮೇಧ್ಯಃ — ಮೇಧ್ಯಃ ,,
,, ಮೇಧ್ಯಾತಿಥಿಃ — ಮೇಧ್ಯಾತಿಥಿಃ ,,
,, ವತ್ಸಃ — ವತ್ಸಃ ,,
,, ಶಶಕರ್ಣಃ — ಶಶಕರ್ಣಃ ,,
,, ಶ್ರುಷ್ಟಿಗುಃ — ಶ್ರುಷ್ಟಿಗುಃ ,,
,, ಸಧ್ವಂಸಃ — ಸಧ್ವಂಸಃ ,,
,, ಸುಪರ್ಣಃ — ಸುಪರ್ಣಃ ,,
,, ಸೋಭರಿಃ — ಸೋಭರಿಃ ,,
ಕಾಣ್ವಾಯನಃ ಅಶ್ವಸೂಕ್ತೀ — ಅಶ್ವಸೂಕ್ತೀ ಕಾಣ್ವಾಯನಃ
,, ಗೋಷೂಕ್ತೀ — ಗೋಷೂಕ್ತೀ ,,
ಕಾತ್ಯಃ ಉತ್ಕೀಲಃ — ಉತ್ಕೀಲಃ ಕಾತ್ಯಃ
ಕಾದ್ರವೇಯಃ ಅರ್ಬುದಃ (ಸರ್ಪಃ) — ಅರ್ಬುದಃ ಕಾದ್ರವೇಯಃ (ಸರ್ಪಃ)
ಕಾಮಾಯನೀ ಶ್ರದ್ಧಾ — ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾಮಾಯನೀ

ಕಾರ್ಷ್ಣಿಃ ವಿಶ್ವಕಃ — ವಿಶ್ವಕಃ ಕಾರ್ಷ್ಣಿಃ
ಕಾವ್ಯಃ ಉಶನಾ — ಉಶನಾ ಕಾವ್ಯಃ
ಕಾಶಿರಾಜಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ ೧೦-೧೭೯ ೨[1] ಪ್ರತರ್ದನಃ ಕಾಶಿರಾಜಃ
ಕಾಶ್ಯಪಃ ಅವತ್ಸಾರಃ — ಅವತ್ಸಾರಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ
,, ಅಸಿತಃ — ಅಸಿತಃ ,,
,, ದೇವಲಃ — ದೇವಲಃ ,,
,, ನಿಧ್ರುವಿಃ — ನಿಧ್ರುವಿಃ ,,
,, ಭೂತಾಂಶಃ — ಭೂತಾಂಶಃ ,,
,, ರೇಭಃ — ರೇಭಃ ,,
,, ವಿವೃಹಾ — ವಿವೃಹಾ ,,
ಕಾಶ್ಯಪೌ ರೇಭಸೂನೂ — ರೇಭಸೂನೂ ಕಾಶ್ಯಪೌ
,, ಶಿಖಂಡಿನ್ಯೌ — ಶಿಖಂಡಿನ್ಯೌ ,,
ಕುತ್ಸಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧-೯೪-೯೮ ; ೧೦೧-೧೧೫ ; ೯-೯೭-೪೫-೫೮ [226]
ಕುಮಾರಃ ಆಗ್ನೇಯಃ ೭-೧೦೧ ; ೧೦೨ [9]
,, ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೨ [12]
,, ಯಾಮಾಯನಃ ೧೦-೧೩೫ [7]
ಕುರುಸುತಿಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೭೬ ; ೭೭ ; ೭೮ [33]
ಕುಲ್ಮಲಬರ್ಹಿಷಃ ಶೈಲೂಷಿಃ ೧೦-೧೨೬ [8]
ಕುಶಿಕಃ ಐಷೀರಥಿಃ ೩-೩೧ [22]
,, ಸೌಭರಿಃ ೧೦-೧೨೭ [8]
ಕುಸೀದೀ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೮೧ ; ೮೨ ; ೮೩ [27]
ಕೂರ್ಮಃ ಗಾರ್ತ್ಸಮದಃ ೨-೨೭ ; ೨೮ ; ೨೯ [35]
,, ಗೃತ್ಸಮದಃ ೨-೨೭ ; ೨೮ ; ೨೯ [35]
ಕೃತಯಶಾಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೯-೧೦೮ ೧೦, ೧೧ [2]
ಕೃತ್ನುಃ ಭಾರ್ಗವಃ ೮-೭೯ [9]
ಕೃಶಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೫೫ [5]
ಕೃಷ್ಣಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೮-೮೫ ; ೮೬ ; ೮೭ ; ೧೦-೪೨ ೪೩ ; ೪೪ [53]
ಕೇತುಃ ಆಗ್ನೇಯಃ ೧೦-೧೫೬ [5]
ಕೌತ್ಸಃ ದುರ್ಮಿತ್ರಃ — ದುರ್ಮಿತ್ರಃ ಕೌತ್ಸಃ
,, ಸುಮಿತ್ರಃ — ಸುಮಿತ್ರಃ ,,
ಕೌಶಿಕಃ ಗಾಥೀ — ಗಾಥೀ ಕೌಶಿಕಃ
ಕ್ಷತ್ರಮನಸಃ ೫-೪೪ ೧೦ [1]

ತಿರಶ್ಚೀ ಆಂಗಿರಸಃ ೮-೯೫ ; ೯೬ [30]
ತೃಣಪಾಣಿಃ ೫-೪೯ ೫ ; ೬-೪೮ [23]
ತ್ರಸದಸ್ಯುಃ ಪೌರುಕುತ್ಸ್ಯಃ ೪-೪೨ ; ೫-೨೭ ; ೯-೧೧೦ [28]
ತ್ರಿತಃ ಆಪ್ತ್ಯಃ ೧-೧೦೫ ; ೮-೪೭ ; ೯-೩೩ ; ೩೪ ; ೧೦೨ ; ೧೦-೧-೭ [106]
ತ್ರಿಶಿರಾಃ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಃ ೧೦-೮ ; ೯ [18]
ತ್ರಿಶೋಕಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೪೫ [42]
ತ್ರೈವೃಷ್ಣಃ ತ್ರ್ಯರುಣಃ (ಭಾರತಃ ರಾಜಾ) ತ್ರ್ಯರುಣಃ ತ್ರೈವೃಷ್ಣಃ
ತ್ರ್ಯರುಣಃ ತ್ರೈವೃಷ್ಣಃ (ಭಾರತಃ ರಾಜಾ) ೫-೨೭ ; ೯-೧೧೦ [18]
ತ್ವಷ್ಟಾ ಗರ್ಭಕರ್ತಾ ೧೦-೧೮೪ [3]
ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಃ ತ್ರಿಶಿರಾಃ ತ್ರಿಶಿರಾಃ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಃ
ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾ ೧೦-೧೦೭ [11]
ದಮನಃ ಯಾಮಾಯನಃ ೧೦-೧೬ [14]
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಅದಿತಿಃ ಅದಿತಿಃ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ
ದಾರ್ಢಚ್ಯುತಃ ಇಧ್ಮವಾಹಃ ಇಧ್ಮವಾಹಃ ದಾರ್ಢಚ್ಯುತಃ
ದಿವ್ಯಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧೦-೧೦೭ [11]
ದೀರ್ಘತಮಾಃ ಔಚಥ್ಯಃ ೧-೧೪೦-೧೬೪ [242]
ದುರ್ಮಿತ್ರಃ ಕೌತ್ಸಃ ೧೦-೧೦೫ [11]
ದುವಸ್ಯುಃ ವಾನ್ದನಃ ೧೦-೧೦೦ [12]
ದೃಳ್ಹಚ್ಯುತಃ ಆಗಸ್ತ್ಯಃ ೯-೨೫ [6]
ದೇವಗಂಧರ್ವಃ ವಿಶ್ವಾವಸುಃ ವಿಶ್ವಾವಸುಃ ದೇವಗಂಧರ್ವಃ
ದೇವಜಾಮಯಃ ಇಂದ್ರಮಾತರಃ ೧೦-೧೫೩ [5]
ದೇವಮುನಿಃ ಐರಮ್ಮದಃ ೧೦-೧೪೬ [6]
ದೇವರಾತಃ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ(ಶುನಃಶೇಪಃ ಆಜೀಗರ್ತಿಃ) ೧-೨೪ [15]
ದೇವಲಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೯-೫-೨೪ [164]
ದೇವವಾತಃ ಭಾರತಃ ೩-೨೩ [5]
ದೇವಶುನೀ ಸರಮಾ (ಋಷಿಕಾ) ಸರಮಾ ದೇವಶುನೀ (ಋಷಿಕಾ)

ದೇವಶ್ರವಾಃ ಭಾರತಃ ೩-೨೩ [5]
,, ಯಾಮಾಯನಃ ೧೦-೧೭ [14]
ದೇವಾಃ ೧೦-೫೧ ೧, ೩, ೫, ೭, ೯ ; ೫೩-೧-೩, ೬-೧೧ [14]
ದೇವಾತಿಥಿಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೪-೨೧ [21]
ದೇವಾಪಿಃ ಆರ್ಷ್ಟಿಷೇಣಃ (ವೃಷ್ಟಿಕಾಮಃ) ೧೦-೯೮ [12]
ದೈರ್ಘತಮಸಃ ಕಕ್ಷೀವಾನ್ ಕಕ್ಷೀವಾನ್ ದೈರ್ಘತಮಸಃ
ದೈರ್ಘತಮಸಃ ಕಕ್ಷೀವಾನ್ ಔಶಿಜಃ ಕಕ್ಷೀವಾನ್ ಔಶಿಜಃ ದೈರ್ಘತಮಸಃ
ದೈವೋದಾಸಿಃ ಪರುಚ್ಛೇಪಃ ಪರುಚ್ಛೇಪಃ ದೈವೋದಾಸಿಃ
,, ಪ್ರತರ್ದನಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ ,,
ದ್ಯುತಾನಃ ಮಾರುತಃ ೮-೯೬ [21]
ದ್ಯುಮ್ನಃ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೨೩ [4]
ದ್ಯುಮ್ನೀಕಃ ವಾಸಿಷ್ಠಃ ೮-೮೭ [6]
ದ್ರೋಣಃ (ಶಾರ್ಙ್ಗಃ) ೧೦-೧೪೨ ೩, ೪ [2]
ದ್ವಿತಃ ಆಪ್ತ್ಯಃ ೯-೧೦೩ [6]
ದ್ವಿತಃ ಮೃಕ್ತವಾಹಾಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೧೮ [5]
ಧರುಣಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೫-೧೫ [5]
ಧಾನಾಕಃ ಲುಶಃ ಲುಶಃ ಧಾನಾಕಃ
ಧಿಷ್ಣ್ಯಾಃ ಐಶ್ವರಾಃ ಅಗ್ನಯಃ ಅಗ್ನಯಃ ಧಿಷ್ಣ್ಯಾಃ ಐಶ್ವರಾಃ
ಧ್ರುವಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧೦-೧೭೩ [6]
ನದೀ ಋಷಿಕಾ ೩-೩೩ ೪, ೬, ೮, ೧೦ [4]
ನಭಃ ಪ್ರಭೇದನಃ ವೈರೂಪಃ ೧೦-೧೧೨ [10]
ನರಃ ಭಾರದ್ವಾಜಃ ೬-೩೫ ; ೩೬ [10]
ನಹುಷಃ ಮಾನವಃ ೯-೧೦೧ ೭-೯ [3]
ನಾಭಾಕಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೩೯ ; ೪೦ ; ೪೧ ; ೪೨ [38]
ನಾಭಾನೇದಿಷ್ಠಃ ಮಾನವಃ ೧೦-೬೧ ; ೬೨ [38]
ನಾರದಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೧೩ ; ೯-೧೦೪ ; ೧೦೫ [45]
ನಾರಾಯಣಃ ೧೦-೯೦ [16]
ನಾರ್ಮೇಧಃ ಶಕಪೂತಃ ಶಕಪೂತಃ ನಾರ್ಮೇಧಃ
ನಾಹುಷಃ ಯಯಾತಿಃ ಯಯಾತಿಃ ನಾಹುಷಃ
ನಿಧ್ರುವಿಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೯-೬೩ [30]

,, ವಿಮದಃ ವಿಮದಃ ,,
,, ವಿಷ್ಣುಃ ವಿಷ್ಣುಃ ,,
,, ಸಂವರಣಃ ಸಂವರಣಃ ,,
,, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ,,
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾ
ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಃ ತಾನ್ವಃ ತಾನ್ವಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಃ
ಪ್ರಿಯಮೇಧಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೮-೨ ೧-೪೦; ೬೮; ೬೯; ೮೭; ೯-೨೮ [89]
ಪ್ರೈಯಮೇಧಃ ಸಿಂಧುಕ್ಷಿತ್ ಸಿಂಧುಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರೈಯಮೇಧಃ
ಪ್ಲಾತಃ ಗಯಃ ಗಯಃ ಪ್ಲಾತಃ
ಪ್ಲಾಯೋಗಿಃ ಆಸಂಗಃ ಆಸಂಗಃ ಪ್ಲಾಯೋಗಿಃ
ಬಂಧುಃ ಗೋಪಾಯನಃ ೫-೨೪ ೧ [1]
,, ಗೌಪಾಯನಃ ೧೦-೫೭-೬೦ [40]
,, ಲೌಪಾಯನಃ ೫-೨೪ [1]
ಬಭ್ರುಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೩೦ [15]
ಬರುಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧೦-೯೬ [13]
ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಃ (ಅಗ್ನಿಃ) ೮-೧೦೨ [22]
ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಃ ತಪುರ್ಮೂರ್ಧಾ ತಪುರ್ಮೂರ್ಧಾ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಃ
,, ಭರದ್ವಾಜಃ ಭರದ್ವಾಜಃ ,,
,, ಶಂಯುಃ ಶಂಯುಃ ,,
ಬಾಹುವೃಕ್ತಃ (ಆತ್ರೇಯಃ) ೫-೪೪ ೧೨; ೫-೭೧; ೭೨ [7]
ಬಿಂದುಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೮-೯೪; ೯-೩೦ [18]
ಬಿಭ್ರಾಟ್ ಸೌರ್ಯಃ ೧೦-೧೭೦ [4]
ಬುಧಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೧ [12]
,, ಸೌಮ್ಯಃ ೧೦-೧೦೧ [12]
ಬೃಹದುಕ್ಥಃ ವಾಮದೇವ್ಯಃ ೧೦-೫೪; ೫೫; ೫೬ [21]
ಬೃಹದ್ದಿವಃ ಆಥರ್ವಣಃ ೧೦-೧೨೦ [9]
ಬೃಹನ್ಮತಿಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೯-೩೯; ೪೦; ೧೦-೭೧; ೭೨ [32]
ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಲೌಕ್ಯಃ ೧೦-೭೨ [9]
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಅಗಸ್ತ್ಯಶಿಷ್ಯಃ ಅಗಸ್ತ್ಯಶಿಷ್ಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ
ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯಾ ಜುಹೂಃ ಜುಹೂಃ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ರೋಮಶಾ ರೋಮಶಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ
ಬ್ರಹ್ಮಾತಿಥಿಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೫ [39]
ಬ್ರಾಹ್ಮಃ ಊರ್ಧ್ವನಾಭಾ ಊರ್ಧ್ವನಾಭಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಃ
,, ರಕ್ಷೋಹಾ ರಕ್ಷೋಹಾ ,,
ಭಯಮಾನಃ ವಾರ್ಷಾಗಿರಃ ೧-೧೦೦ [19]
ಭರದ್ವಾಜಃ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಃ ೬-೧-೩೦; ೩೭-೪೩; ೫೩-೭೪; ೯-೬೭ ೧-೩ [532]
ಭರದ್ವಾಜಃ ೧೦-೧೩೭ [1]
ಭರದ್ವಾಜಃ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಃ (ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಂ ಏಕಃ)
ಸಪ್ತರ್ಷಯಃ (೧ ಭರದ್ವಾಜೋ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಃ)
ಭರ್ಗಃ ಪ್ರಾಗಾಥಃ ೮-೬೦; ೬೧ [38]
ಭಾರತಃ ದೇವವಾತಃ ದೇವವಾತಃ ಭಾರತಃ
ಭಾರತಃ ರಾಜಾ ಅಶ್ವಮೇಧಃ ಅಶ್ವಮೇಧಃ ಭರತಃ ರಾಜಾ
,, ,, ತ್ರಸದಸ್ಯುಃ ತ್ರಸದಸ್ಯುಃ ,, ,,
,, ,, ತ್ರ್ಯರುಣಃ ತ್ರ್ಯರುಣಃ ,, ,,
ಭಾರದ್ವಾಜಃ ಋಜಿಶ್ವಾ ರುಜಿಶ್ವಾ ಭಾರದ್ವಾಜಃ
,, ನರಃ ನರಃ ,,
,, ಪಾಯುಃ ಪಾಯುಃ ,,
,, ವಸುಃ ವಸುಃ ,,
,, ಶಾಸಃ ಶಾಸಃ ,,
,, ಶಿರಿಂಬಿಠಃ ಶಿರಿಂಬಿಠಃ ,,
,, ಶುನಹೋತ್ರಃ ಶುನಹೋತ್ರಃ ,,
,, ಸಪ್ರಥಃ ಸಪ್ರಥಃ ,,
,, ಸುಹೋತ್ರಃ ಸುಹೋತ್ರಃ ,,
ಭಾರದ್ವಾಜೀ ರಾತ್ರಿಃ ರಾತ್ರಿಃ ಭಾರದ್ವಾಜೀ
ಭಾರ್ಗವಃ ಇಟಃ ಇಟಃ ಭಾರ್ಗವಃ
,, ಕವಿಃ ಕವಿಃ ,,
,, ಕೃತ್ನುಃ ಕೃತ್ನುಃ ,,
,, ಗೃತ್ಸಮದಃ ಶೌನಕಃ ಗೃತ್ಸಮದಃ ಶೌನಕಃ ,,
,, ಆಂಗಿರಸಃ ಶೌನಹೋತ್ರಃ ,,
,, ಚ್ಯವನಃ ಚ್ಯವನಃ ,,
,, ಜಮದಗ್ನಿಃ ಜಮದಗ್ನಿಃ ,,
,, ನೇಮಃ ನೇಮಃ ,,

,, ಪ್ರಯೋಗಃ ಪ್ರಯೋಗಃ ,,
,, ವೇನಃ ವೇನಃ ,,
,, ಸೋಮಾಹುತಿಃ ಸೋಮಾಹುತಿಃ ,,
,, ಸ್ಯೂಮರಶ್ಮಿಃ ಸ್ಯೂಮರಶ್ಮಿಃ ,,
ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವಃ ಮುದ್ಗಲಃ ಮುದ್ಗಲಃ ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವಃ
ಭಾಲಂದನಃ ವತ್ಸಪ್ರಿಃ ವತ್ಸಪ್ರಿಃ ಭಾಲಂದನಃ
ಭಾವಯವ್ಯಃ ೧-೧೨೬ ೬ [1]
ಭಿಕ್ಷುಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧೦-೧೧೭ [9]
ಭಿಷಕ್ ಆಥರ್ವಣಃ ೧೦-೯೭ [23]
ಭುವನಃ ಆಪ್ತ್ಯಃ ೧೦-೧೫೭ [5]
ಭೂತಾಂಶಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೧೦-೧೦೬ [11]
ಭೃಗುಃ ವಾರುಣಿಃ ೯-೬೫ ; ೧೦-೧೯ [38]
ಭೌಮಃ ಅತ್ರಿಃ ಅತ್ರಿಃ ಭೌಮಃ
ಭೌವನಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಭೌವನಃ
,, ಸಾಧನಃ ಸಾಧನಃ ,,
ಮತ್ಸ್ಯಃ ಸಾಮ್ಮದಃ ೮-೬೭ [21]
ಮತ್ಸ್ಯಾಃ (ಜಾಲನದ್ಧಾಃ ಬಹವಃ) ೮-೬೭ [21]
ಮಥಿತಃ ಯಾಮಾಯನಃ ೧೦-೧೯ [8]
ಮಧುಚ್ಛಂದಾಃ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ೧-೧-೧೦; ೯-೧[112]
ಮನುಃ ಆಪ್ಸವಃ ೯-೧೦೬ ೭-೯ [3]
,, ವೈವಸ್ವತಃ ೮-೨೭-೩೧ [59]
,, ಸಾಂವರಣಃ ೯-೧೦೧ ೧೦-೧೨ [3]
ಮನ್ಯುಃ ತಾಪಸಃ ೧೦-೮೩ ; ೮೪ ; [14]
,, ವಾಸಿಷ್ಠಃ ೯-೯೭ ೧೦-೧೨ [3]
ಮರುತಃ ೧-೧೬೫ ೩, ೫, ೭, ೯ [4]
ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೫೪ [8]
ಮಾಧುಚ್ಛಂದಸಃ ಅಘಮರ್ಷಣಃ ಅಘಮರ್ಷಣಃ ಮಾಧುಚ್ಛಂದಸಃ
,, ಜೇತಾ ಜೇತಾ ,,
ಮಾನವಃ ಚಕ್ಷುಃ ಚಕ್ಷುಃ ಮಾನವಃ
,, ನಹುಷಃ ನಹುಷಃ ,,
,, ನಾಭಾನೇದಿಷ್ಠಃ ನಾಭಾನೇದಿಷ್ಠಃ ,,
,, ಶಾರ್ಯಾತಃ ಶಾರ್ಯಾತಃ ,,
ಮಾನ್ಧಾತಾ ಯೌವನಾಶ್ವಃ ೧೦-೧೩೪ ೧-೫ ೬ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ [5½]

ಮಾನ್ಯಃ ಮೈತ್ರಾವರುಣಿಃ ೮-೬೭ [21]
ಮಾಯಾ ೫-೪೪ ೧೧ [1]
ಮಾರೀಚಃ ಕಶ್ಯಪಃ ಕಶ್ಯಪಃ ಮಾರೀಚಃ
ಮಾರುತಃ ದ್ಯುತಾನಃ ದ್ಯುತಾನಃ ಮಾರುತಃ
ಮಾಷಾಃ ಅಕೃಷ್ಟಾಃ ೯-೮೬ ೧-೧೦, ೩೧-೪೦ [20]
ಮುದ್ಗಲಃ ಭಾರ್ಮ್ಯಶ್ವಃ ೧೦-೧೦೨ [12]
ಮುಷ್ಕವಾನ್ ಇಂದ್ರಃ ಇಂದ್ರಃ ಮುಷ್ಕವಾನ್
ಮೂರ್ಧನ್ವಾನ್ ಆಂಗಿರಸಃ ೧೦-೮೮ [19]
,, ವಾಮದೇವ್ಯಃ ೧೦-೮೮ [19]
ಮೃಕ್ತವಾಹಾಃ ಆತ್ರೇಯಃ ದ್ವಿತಃ ದ್ವಿತಃ ಮೃಕ್ತವಾಹಾಃ ಆತ್ರೇಯಃ
ಮೃಳೀಕಃ ವಾಸಿಷ್ಠಃ ೯-೯೭ ೨೫-೨೭; ೧೦-೧೫೦[8]
ಮೇಧಾತಿಥಿಃ ಕಾಣ್ವಃ ೧-೧೨-೨೩ ; ೮ ೧ ೩-೨೯ ; ೨ ೧-೪೨ ; ೩೨ ; ೯-೨ ; ೪೧ ; ೪೨ ; ೪೩ [270]
ಮೇಧ್ಯಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೫೩ ; ೫೭ ; ೫೮ ; [15]
ಮೇಧ್ಯಾತಿಥಿಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೧ ೩-೨೯; ೩ ; ೩೩ [70]
ಮೈತ್ರಾವರುಣಃ ಅಗಸ್ತ್ಯಃ ಅಗಸ್ತ್ಯಃ ಮೈತ್ರಾವರುಣಃ
ಮೈತ್ರಾವರುಣಿಃ ಮಾನ್ಯಃ ಮಾನ್ಯಃ ಮೈತ್ರಾವರುಣಿಃ
,, ವಾಸಿಷ್ಠಃ ವಾಸಿಷ್ಠಃ ,,
ಯಕ್ಷ್ಮನಾಶನಃ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಃ ೧೦-೧೬೧ [5]
ಯಜತಃ ೫-೪೪ ೧೦-೧೨ [3]
,, ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೬೭ ; ೬೮ [10]
ಯಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಃ ೧೦-೧೩೦ [7]
ಯಮಃ ವೈವಸ್ವತಃ (ಋಷಿಃ) ೧೦-೧೦ ೨, ೪, ೬, ೮, ೯, ೧೦, ೧೨, ೧೪ ; ೧೪ [೨೪]
ಯಮೀ ವೈವಸ್ವತೀ (ಋಷಿಕಾ) ೧೦-೧೦ ೧, ೩, ೫, ೭, ೧೧, ೧೩ ; ೧೫೪ [11]
ಯಯಾತಿಃ ನಾಹುಷಃ ೯-೧೦೧ ೪-೬ [3]
ಯವಿಷ್ಠಃ ಸಹಸಃ ಪುತ್ರಃ ೮-೧೦೨ [22]
ಯಾಮಾಯನಃ ಊರ್ಧ್ವಕೃಶನಃ ಊರ್ಧ್ವಕೃಶನಃ ಯಾಮಾಯನಃ
,, ಕುಮಾರಃ ಕುಮಾರಃ ,,
,, ದಮನಃ ದಮನಃ ,,
,, ದೇವಶ್ರವಾಃ ದೇವಶ್ರವಾಃ ,,
,, ಮಥಿತಃ ಮಥಿತಃ ,,

ಯಾಮಾಯನಃ ಶಂಖಃ ಶಂಖಃ ಯಾಮಾಯನಃ
,, ಸಂಕುಸುಕಃ ಸಂಕುಸುಕಃ ,,
ಯೌವನಾಶ್ವಃ ಮಾನ್ಧಾತಾ ಮಾನ್ಧಾತಾ ಯೌವನಾಶ್ವಃ
ರಕ್ಷೋಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಃ ೧೦-೧೬೨ [6]
ರಹೂಗಣಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೯-೩೭; ೩೮ [12]
ರಾಜರ್ಷಿಃ ಋಣಂಚಯಃ ಋಣಂಚಯಃ ರಾಜರ್ಷಿಃ
ರಾತಹವ್ಯಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೬೫; ೬೬ [12]
ರಾತ್ರಿಃ ಭಾರದ್ವಾಜೀ ೧೦-೧೨೭ [8]
ರಾಮಃ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ೧೦-೧೧೦ [11]
ರಾಹೂಗಣಃ ಗೌತಮಃ ಗೌತಮಃ ರಾಹೂಗಣಃ
ರೇಣುಃ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ೯-೭೦; ೧೦-೮೯ [28]
ರೇಭಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೮-೯೭ [15]
ರೇಭಸೂನುಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೯-೯೯; ೧೦೦ [17]
ರೇಭಸೂನೂ ಕಾಶ್ಯಪೌ ೯-೯೯; ೧೦೦ [17]
ರೋಮಶಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ೧-೧೨೬ ೭ [1]
ರೌಹಿದಶ್ವಃ ವಸುಮನಾಃ ವಸುಮನಾಃ ರೌಹಿದಶ್ವಃ
ಲಬಃ ಐಂದ್ರಃ ೧೦-೧೧೯ [13]
ಲುಶಃ ಧಾನಾಕಃ ೧೦-೩೫; ೩೬ [28]
ಲೋಪಾಮುದ್ರಃ ೧-೧೭೯ ೧, ೨ [2]
ಲೌಕ್ಯಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಲೌಕ್ಯಃ
ಲೌಪಾಯನಃ ಬಂಧುಃ ಬಂಧುಃ ಲೌಪಾಯನಃ
,, ವಿಪ್ರಬಂಧುಃ ವಿಪ್ರಬಂಧುಃ ,,
,, ಶ್ರುತಬಂಧುಃ ಶ್ರುತಬಂಧುಃ ,,
,, ಸುಬಂಧುಃ ಸುಬಂಧುಃ ,,
ವತ್ಸಃ ಆಗ್ನೇಯಃ ೧೦-೧೮೭ [5]
ವತ್ಸಃ ಕಾಣ್ವಃ ೮-೬; ೧೧ [58]
ವತ್ಸಪ್ರಿಃ ಭಾಲಂದನಃ ೯-೬೮; ೧೦-೪೫; ೪೬ [32]
ವಮ್ರಃ ವೈಖಾನಸಃ ೧೦-೯೯ [22]
ವರುಣಃ ಅಗ್ನಿಃ ಸೋಮಃ ೧೦-೧೨೪ ೧, ೫-೯ [6]
ವವ್ರಿಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೧೯ [5]
ವಶಃ ಅಶ್ವ್ಯಃ ೮-೪೬ [33]
ವಸಿಷ್ಠಃ ಮೈತ್ರಾವರುಣಿಃ ೭-೧-೩೨; ೩೩ ೧-೯; ೩೪-೧೦೪; ೯-೬೭ ೧೯-೨೧; ೯೦; ೯೭ ೧-೩ [848]

ವಸಿಷ್ಠಃ ೯-೬೭ ೨೨-೩೨; ೧೦-೧೩೭ ೭ [12]
ವಸಿಷ್ಠಃ ಮೈತ್ರಾವರುಣಿಃ (ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಂ ಏಕಃ) ಸಪ್ತರ್ಷಯಃ
ವಸಿಷ್ಠಪುತ್ರಾಃ ೭-೩೩ ೧೦-೧೪ [5]
ವಸುಃ ಭಾರದ್ವಾಜಃ ೯-೮೦; ೮೧; ೮೨ [15]
ವಸುಕರ್ಣಃ ವಾಸುಕ್ರಃ ೧೦-೬೫; ೬೬ [30]
ವಸುಕೃತ್ ವಾಸುಕ್ರಃ ೧೦-೨೦-೨೬ [66]
ವಸುಕ್ರಃ ಋಷಿಃ ೧೦-೨೮ ೩, ೪, ೫, ೭, ೯, ೧೧ [6]
,, ಐಂದ್ರಃ ೧೦-೨೭; ೨೯ [32]
,, ವಾಸಿಷ್ಠಃ ೯-೯೭ ೨೮-೩೦ [3]
ವಸುಕ್ರಪತ್ನೀ ಇಂದ್ರಸ್ನುಷಾ (ಋಷಿಕಾ) ೧೦-೨೮ ೧ [1]
ವಸುಮನಾಃ ರೌಹಿದಶ್ವಃ ೧೦-೧೭೯ ೩ [1]
ವಸುರೋಚಿಷಃ ಆಂಗಿರಸಃ ಸಹಸ್ರಂ ೮-೩೪ ೧೬-೧೮ [3]
ವಸುಶ್ರುತಃ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೩; ೪; ೫; ೬ [44]
ವಸೂಯವಃ ಆತ್ರೇಯಾಃ ೫-೨೫; ೨೬ [18]
ವಾಕ್ ಆಂಭೃಣೀ ೧೦-೧೨೫ [8]
ವಾಚ್ಯಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ವಾಚ್ಯಃ
ವಾಜಂಭರಃ ಸಪ್ತಿಃ ಸಪ್ತಿಃ ವಾಜಂಭರಃ
ವಾತಜೂತಿಃ (ವಾತರಶನಃ) ೧೦-೧೩೬ ೨ [1]
ವಾತರಶನಾಃ (೧ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಃ, ೨ ಏತಶಃ, ೩ ಕರಿಕ್ರತಃ, ೪ ಜೂತಿಃ, ೫ ವಾತಜೂತಿಃ, ೬ ವಿಪ್ರಜೂತಿಃ, ೭ ವೃಷಾಣಕಃ) ೧೦-೧೩೬ [7]
ವಾತಾಯನಃ ಅನಿಲಃ ಅನಿಲಃ ವಾತಾಯನಃ
,, ಉಲಃ ಉಲಃ ,,
ವಾಧ್ರ್ಯಶ್ವಃ ಸುಮಿತ್ರಃ ಸುಮಿತ್ರಃ ವಾಧ್ರ್ಯಶ್ವಃ
ವಾನ್ದನಃ ದುವಸ್ಯುಃ ದುವಸ್ಯುಃ ವಾನ್ದನಃ
ವಾಮದೇವಃ ಗೌತಮಃ ೪-೧-೧೭; ೧೮ ೨-೩॥, ೮-೧೩; ೧೯-೪೧; ೪೫-೫೮ [560½]
ವಾಮದೇವ್ಯಃ ಅಂಹೋಮುಕ್ ಅಂಹೋಮುಕ್ ವಾಮದೇವ್ಯಃ
,, ಬೃಹದುಕ್ಥಃ ಬೃಹದುಕ್ಥಃ ,,
ವಾಮದೇವಃ ಮೂರ್ಧನ್ವಾನ್ ಮೂರ್ಧನ್ವಾನ್ ವಾಮದೇವಃ

ವಾರುಣಿಃ ಭೃಗುಃ ಭೃಗುಃ ವಾರುಣಿಃ
,, ಸತ್ಯಧೃತಿಃ ಸತ್ಯಧೃತಿಃ ,,
ವಾರ್ಷಾಗಿರಃ ಅಂಬರೀಷಃ ಅಂಬರೀಷಃ ವಾರ್ಷಾಗಿರಃ
,, ಋಜ್ರಾಶ್ವಃ ಋಜ್ರಾಶ್ವಃ ,,
,, ಭಯಮಾನಃ ಭಯಮಾನಃ ,,
,, ಸಹದೇವಃ ಸಹದೇವಃ ,,
,, ಸುರಾಧಾಃ ಸುರಾಧಾಃ ,,
ವಾರ್ಷ್ಟಿರ್ಹವ್ಯಃ ಉಪಸ್ತುತಃ ಉಪಸ್ತುತಃ ವಾರ್ಷ್ಟಿರ್ಹವ್ಯಃ
ವಾಸಿಷ್ಠಃ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಃ ಇಂದ್ರಪ್ರಮತಿಃ ವಾಸಿಷ್ಠಃ
,, ಉಪಮನ್ಯುಃ ಉಪಮನ್ಯುಃ ,,
,, ಕರ್ಣಶ್ರುತ್ ಕರ್ಣಶ್ರುತ್ ,,
,, ಚಿತ್ರಮಹಾಃ ಚಿತ್ರಮಹಾಃ ,,
,, ದ್ಯುಮ್ನೀಕಃ ದ್ಯುಮ್ನೀಕಃ ,,
,, ಪ್ರಥಃ ಪ್ರಥಃ ,,
,, ಮನ್ಯುಃ ಮನ್ಯುಃ ,,
,, ಮೃಳೀಕಃ ಮೃಳೀಕಃ ,,
,, ವಸುಕ್ರಃ ವಸುಕ್ರಃ ,,
,, ವೃಷಗಣಃ ವೃಷಗಣಃ ,,
,, ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ್ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ್ ,,
ವಾಸುಕ್ರಃ ವಸುಕರ್ಣಃ ವಸುಕರ್ಣಃ ವಾಸುಕ್ರಃ
,, ವಸುಕೃತ್ ವಸುಕೃತ್ ,,
ವಿಪ್ರಜೂತಿಃ (ವಾತರಶನಃ) ೧೦-೧೩೬ ೩ [1]
ವಿಪ್ರಬಂಧುಃ ಗೋಪಾಯನಃ ೫-೨೪ [4]
,, ಗೌಪಾಯನಃ ೧೦-೫೭-೬೦ [40]
,, ಲೌಪಾಯನಃ ೫-೨೪ [4]
ವಿಮದಃ ಐಂದ್ರಃ ೧೦-೨೦-೨೬ [66]
,, ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಃ ೧೦-೨೦-೨೬ [66]
ವಿರೂಪಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೮-೪೩ ; ೪೪ ; ೭೫ [79]
ವಿವಸ್ವಾನ್ ಆದಿತ್ಯಃ ೧೦-೧೩ [5]
ವಿವೃಹಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ ೧೦-೧೬೩ [6]
ವಿಭ್ರಾಟ್ ಸೌರ್ಯಃ ೧೦-೧೭೦ [4]
ವಿಶ್ವಕಃ ಕಾರ್ಷ್ಣಿಃ ೮-೮೬ [5]
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಭೌವನಃ ೧೦-೮೧ ; ೮೨ [14]

ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ ಆತ್ರೇಯಃ ದ್ಯುಮ್ನಃ ದ್ಯುಮ್ನಃ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ ಆತ್ರೇಯಃ
ವಿಶ್ವಮನಾಃ ವೈಯಶ್ವಃ ೮-೨೩-೨೬ [109]
ವಿಶ್ವವಾರಃ ೫-೪೪ ೧೧ [1]
ವಿಶ್ವವಾರಾ ಆತ್ರೇಯಿಾ ೫-೨೮ [6]
ವಿಶ್ವಸಾಮಾ ಆತ್ರೇಯಃ ೫-೨೨ [4]
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಗಾಥಿನಃ ೩-೧-೧೨ ; ೨೪-೩೨ ; ೩೩ ೧-೩, ೫, ೭, ೯, ೧೧-೧೩ ; ೩೪ ; ೩೫ ; ೩೬ ೧-೯, ೧೧ ; ೩೭-೫೩ ; ೫೭-೬೨ ; ೯-೬೭-೧೩-೧೫ [501]
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಗಾಥಿನಃ (ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಂ ಏಕಃ) ಸಪ್ತರ್ಷಯಃ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ೧೦-೧೩೭-೫ [1]
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಜಮದಗ್ನಿಃ ೧೦-೧೬೭ [4]
ವಿಶ್ವಾವಸುಃ ದೇವಗಂಧರ್ವಃ ೧೦-೧೩೯ [6]
ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಃ ೧೦-೧೮೪ [3]
ವಿಹವ್ಯಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧೦-೧೨೮ [0]
ವೀತಹವ್ಯಃ ,, ೬-೧೫ [19]
ವೃಶಃ ಜಾನಃ ೫-೨ [12]
ವೃಷಗಣಃ ವಾಸಿಷ್ಠಃ ೯-೯೭-೭-೯ [3]
ವೃಷಾಕಪಿಃ ಐಂದ್ರಃ ೧೦-೮೬-೭, ೧೩, ೨೩ [3]
ವೃಷಾಣಕಃ ವಾತರಶನಃ ೧೦-೧೩೬ ೪ [1]
ವೇನಃ ಭಾರ್ಗವಃ ೯-೮೫ ; ೧೦-೧೨೩ [20]
ವೈಕುಂಠಃ ಇಂದ್ರಃ ಇಂದ್ರಃ ವೈಕುಂಠಃ
ವೈಖಾನಸಃ ವಮ್ರಃ ವಮ್ರಃ ವೈಖಾನಸಃ
ವೈಖಾನಸಃ (ಶತಂ) ೯-೬೬ [30]
ವೈತಹವ್ಯಃ ಅರುಣಃ ಅರುಣಃ ವೈತಹವ್ಯಃ
ವೈನ್ಯಃ ಪೃಥುಃ ಪೃಥುಃ ವೈನ್ಯಃ
ವೈಯಶ್ವಃ ವಿಶ್ವಮನಾಃ ವಿಶ್ವಮನಾಃ ವೈಯಶ್ವಃ
ವೈರಾಜಃ ಋಷಭಃ ಋಷಭಃ ವೈರಾಜಃ
ವೈರೂಪಃ ಅಷ್ಟಾದಂಷ್ಟ್ರಃ ಅಷ್ಟಾದಂಷ್ಟ್ರಃ ವೈರೂಪಃ
,, ನಭಃಪ್ರಭೇದನಃ ನಭಃಪ್ರಭೇಪನಃ ,,
,, ಶತಪ್ರಭೇದನಃ ಶತಪ್ರಭೇದನಃ ,,
,, ಸಧ್ರಿಃ ಸಧ್ರಿಃ ,,

ಸೌರ್ಯಃ ಅಭಿತಪಾಃ   ಅಭಿತಪಾಃ ಸೌರ್ಯಃ
,, ಘರ್ಮಃ   ಘರ್ಮಃ ,,
,, ಚಕ್ಷುಃ   ಚಕ್ಷುಃ ,,
,, ವಿಭ್ರಾಟ್   ವಿಭ್ರಾಟ್ ,,
ಸೌಹೋತ್ರಃ ಅಜಮಿಳ್ಹಃ ಅಜಮಿಳ್ಹಃ ಸೌಹೋತ್ರಃ
,, ಪುರುಮಿಳ್ಹಃ ಪುರುಮಿಳ್ಹಃ ,,
ಸ್ತಂಬಮಿತ್ರಃ ಶಾರ್ಙ್ಗಃ ೧೦-೧೪೨ ೭, ೮ [2]
ಸ್ಥೌರಃ ಅಗ್ನಿಯುತಃ   ಅಗ್ನಿಯುತಃ ಸ್ಥೌರಃ
,, ಅಗ್ನಿಯೂಪಃ   ಅಗ್ನಿಯೂಪಃ ,,

ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಃ ೫-೫೦ ; ೫೧ [20]
ಹರಿಮಂತಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೯-೭೨ [9]
ಹರ್ಯತಃ ಪ್ರಾಗಾಥಃ ೮-೭೨ [18]
ಹವಿರ್ಧಾನಃ ಆಂಗಿಃ ೧೦- ೧೧; ೧೨ ; ೧೩ [23]
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಃ ೧೦-೧೨೧ [10]
ಹಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪಃ ಆಂಗಿರಸಃ ೧-೩೧-೩೫ ; ೯-೪ ; ೬೯ [91]
ಹೈರಣ್ಯಸ್ತೂಪಃ ಅರ್ಚನ್ ಅರ್ಚನ್ ಹೈರಣ್ಯಸ್ತೂಪಃ

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಋಗ್ವೇದದ ದೇವತೆಗಳು

ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಯಾ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. "ಯಾ ತೇನೋಚ್ಯತೇ ಸಾ ದೇವತಾ" ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೇವೆ. ಒಂದು ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಋಕ್ಕಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ದೇವತೆಯು. ಅದರಂತೆ ಇಂದ್ರ, ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು, ಮರುತ್ತು, ಸವಿತೃ, ಸೂರ್ಯ, ರುದ್ರ, ವಿಷ್ಣು, ವಾಯು, ಮುಂತಾದವರು ದೇವತೆಗಳಾಗುವರು.

ಒಂದು ಋಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದೇವತೆ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆಬೇರೆ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವತೆಯೂ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ದೇವತೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯಿರುವುದೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು, ಮರುತ್ತು, ವಾಯು, ಆದಿತ್ಯ, ಸವಿತೃ ಉಷಾಃ, ರಾತ್ರಿಃ, ಮಿತ್ರ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಸೋಮ, ಆಪಃ ಮುಂತಾದವರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೂ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲದ ಸೂಕ್ತಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಬಳಿಕ ಇತರ ದೇವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇರುವವು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಋಷಿದೃಷ್ಟಗಳಾದ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಕ್ರಮವೇ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೂ ಪವಮಾನಃ ಸೋಮಃ ಎಂಬುದೇ ದೇವತೆಯು. ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳೂ ಛಂದಸ್ಸುಗಳೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವವು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲದೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ನದಿಗಳು, ಗ್ರಾವಾಣಃ, ಜ್ಞಾನಂ, ಬಾಣ, ಬತ್ತಳಿಕೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಉಲೂಖಲ, ಮುಸಲ ಮೊದಲಾದ ನಿರ್ಜೀವವಸ್ತುಗಳೂ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜರೇ ಮೊದಲಾದವರ ದಾನಸ್ತುತಿಯೂ, ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಂವಾದವೂ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವವು. ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆಗಳಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳು ಬಹಳವಾಗಿವೆ.

ಋಷಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣರು, ಇಂದ್ರಾವರುಣರು, ಸೋಮಾರುದ್ರರು, ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳು ಇಂದ್ರವಿಷ್ಣುಗಳು, ಇಂದ್ರಸೋಮರು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಋಗ್ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನಂತೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆರಾಧನೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದಮೇಲೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಬಹುದಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಕರ್ತೃವು ಧನಿಕನಾದ ಮತ್ತು ಉದಾರಿಯಾದ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು; ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅನೇಕ ಇರಬೇಕು; ಅನೇಕಜನ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಬಡಬಗ್ಗರು ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಥರ್ವವೇದದ ಮಾಟ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಬದಲು ಅಲ್ಪತೃಪ್ತರಾದ ಮಾಟಗಾರ ಮುಂತಾದವರೇ ಅವರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರು.

ಋಗ್ವೇದವು ಆಶಾವಾದಿಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೂ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಲೀ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಸುಖವಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದುದು. ಆಯುಸ್ಸು, ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ, ಸಂತಾನ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಶತ್ರುಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ಜಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಗಳು. ಇವೇ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

"ಅಗ್ನಿಯೇ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ." (VII. 5-9)

"ಇಂದ್ರನೇ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನೂ, ವೀರ್ಯವಂತರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೊಡು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಅದರ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವೆವು." (VII. 24-6)

"ನಾವು ನೂರುವರ್ಷಕಾಲ ಬದುಕೋಣ." (VII. 66-16)

ಋಷಿಗಳು ಜೀವನದ ಸವಿಯನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಮೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಋಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಹ ನಶ್ವರ, ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನಪ್ರಾಯ, ಇಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.

" ದದಾತ ನೋ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯೈ " (Vii. 57-6)

ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನರ್ಥ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ರಾತ್ ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರು, ಅಮೃತ ಎಂದರೆ ಮರಣವಿಲ್ಲದವರು ಎಂದೂ, ಗ್ರಾಸ್‌ಮೆರ್ ಎಂಬುವರು ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು ಎಂದೂ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು 'ನೀರು' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದಾರೆ. VII. 76-4 ಮತ್ತು 5ರಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸರಿಸಮಾನಸ್ಕಂದರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇದೆ. VII 59 ರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಬೇಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಮುಷ್ಮಿಕವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ವಿರಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸುಖಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳೇ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಂತೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧೀನವಾಗಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಪಟ್ಯವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೃತಕವಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ದೇವತೆಗಳು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ ಬಂದು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದರೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಆಕಾರವಿದೆಯೇ ? ಇದ್ದರೆ ಆ ಆಕಾರವೆಂತಹುದು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವೂ ಆಕಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಉಷಸ್ಸು ವೇದಕಾಲದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದುದು. ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳು ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಘಟನೆಗಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭಯ, ಗೌರವಭಾವ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಎಂದರೆ, ಈ ಋಷಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಾಕಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮರೆಯುವ ಸ್ವಭಾವವೂ ಅವರದಲ್ಲ.

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಕಾರದೇವತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರ್ತೀಭೂತರಾದ ದೇವತೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಓದುವಾಗ, ನಮಗೆ ಆದೇವತೆಗಳ ಮೂಲವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವ ಅಂಶವು ಈ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ "Arrested personification" (ಆಕಾರರಹಿತವಾದುವುಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಪಿಸುವುದು) ಎಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರೋಪಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಇತರ ಮತಗಳೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು. ಗ್ರೀಕರೂ ಇದೇರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜ್ಯೂಸ್ (Zeus) ಎಂಬುವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲಕಾರಣ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರಭೂತನಾದವನು. ಆದರೆ ಇದೇ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವತೆಯು-ಈಗ (Jove) ಎಂದು ಹೆಸರು—ಚಂಚಲಸ್ವಭಾವದವನು, ಸಾಧಾರಣ ರಸಿಕನಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಎಂದು ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಎಂದರೆ ಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾರೋಪಣೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದದ ದೇವತೆಗಳು, ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು, ಇನ್ನರ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದಾರೆ.

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವೇದದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರೋಪಣೆ ಕೇವಲ ಜಡಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಬಾಗಿಲು, ಯೂಪಸ್ತಂಭ, ರಥ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು Henotheism ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು ವಾದಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ತಾನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಉದ್ದಿಷ್ಟನಾದ ದೇವತೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆದೇವತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದು. ಈ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕುಂದಿಲ್ಲ.

" The God in question, alone, is present to the mind of the singer ; with him, for the time being, is associated everything that can be said of a divine being ; he is the highest, the only God, before whom all others disappear, there being in this, however, no offence or depreciation of any other God." (Kaegi. p. 33).

ಈರೀತಿಯಾದ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದೇವತೆಗೂ ಒಂದೇವಿಧವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗೂ ಇರುವ ಭೇದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿದೇವತೆಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೂರುಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಯಾಸ್ಕರು ಈರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮೂರೇ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಲುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕವು. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದೇವತೆಗಳೂ ಇದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ." ಇದಾದಮೇಲೆ ಯಾಸ್ಕರು ಈ ದೇವತೆಗಳ ಆಕಾರ ರೂಪ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಾರೆ.

" ಅಥ ಆಕಾರಚಿಂತನಂ ದೇವಾನಾಂ "

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು (1) ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಆಕಾರವಿದೆ. (2) ಆಕಾರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು (3) ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ರೂಪವಿದೆ. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈವಿಧವಾದ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ "Arrested personification" (ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರೋಪ) ಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ದೇವತೆಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಋಗ್ವೇದದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಆದಕ್ಕಿಂತ ಈಚಿನ ಪುರಾಣಾದಿಗಳ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದ್ದರೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ

ದರ್ಜೆಯದು. ಅದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದ ದೇವತೆಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿಯರು ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯದು. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಯರು ಯಃಕಶ್ಚಿತ್ ದೇವತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರದೇ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಪಾರ್ವತಿ, ಕುಬೇರ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ದೇವತೆಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅರ್ಯಮ, ಭಗ, ಪರ್ಜನ್ಯ, ಉಕ್ಷಸ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸವಿತೃ, ಪೂಷ, ಮಿತ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರುಗಳೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ದೇವತಾಗಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯರಾದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು ಅಗ್ನಿ, ಎರಡನೆಯವನು ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರನಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಗ್ನಿಗೆ. ಈ ಅಗ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐರೋಪ್ಯಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (Ignis) ಎಂದೂ ಲಿಥ್ವೇನಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (Ugnis) ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (Ognis) ಎಂದೂ ಅಗ್ನಿ (Agni) ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಯು ವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ, ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತ (ಪೃಥಿವೀ, ನೀರು, ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ) ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮೂರು ರೂಪಗಳುಂಟು. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯರೂಪನಾಗಿಯೂ, ವಾಯು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಸಿಡಿಲು ರೂಪನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ರೂಪನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಅರಣಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರಣಿಯೆಂದರೆ ಮರದ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದರಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟು ಮಥನಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ 'ತಾಯಿಯರು' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (VII. 1-1, VII. 3-9) ಎರಡು ಮೇಘಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದ್ರನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಗೂ ಪ್ರತಿಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯವೂ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ವಿಷಯವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಅಗ್ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಅಗ್ನಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಇವನು ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿಯವೇಳೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಾದಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

"ಯೋ ಅಪಾಚೀನೇ ತಮಸಿ ಮದಂತೀಃ ಪ್ರಾಚೀಶ್ಚಕಾರ ನೃತಮಃ ಶಚೀಭಿಃ"
(Vii. 6, 4)

ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ದೈನಂದಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೇ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನೇ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯವನು. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೋಮಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನಿಯು ಉರಿಯ ಆಕಾರನಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ದಂತಪಙ್ಕ್ತಿಯು ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆ. ತಲೆ ತೇಜೋರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಜಮಾನ. ಅವನೇ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ. ಶುಚಿದನ್, ತಪುರ್ಮೂರ್ಧಾ, ವಿಶ್ಪತಿ, ಗೃಹಪತಿಃ ಅವನೇ ಕುಲಪುರೋಹಿತ. ಎಲ್ಲವಿಧವಾದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವನ್ನೂ ತಾನೇ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಪುರೋಹಿತಮಾತ್ರನಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಹೌದು. (ಕವಿಃ (vii. 15-2)

ಅವನೇ ದೇವರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ದೂತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ತೃಗಳು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (**ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೂತಮಮೃತಮ್** vii. 16-1).

ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಗ್ನಿಯು ಕಳ್ಳಕಾಕರರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (vii. 6-3). ಅಂಗೀರಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮೊದಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಂದು ಇದೆ. ಮಾತರಿಶ್ವ ಎಂಬ ದೇವತೆಯು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೊತ್ತಿಸಿದನು ಎಂದೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡನೆಯದು, ಸಿಡಿಲು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ಬೆಂಕಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಇರಬಹುದು. ಇದೇರೀತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಇತಿ ಹಾಸರೂಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯು, ಪಂಚಭೌತಿಕ, ಯಾಜ್ಞಿಕ, ಮತ್ತು ದೈವಿಕ, ಈ ಮೂರು ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಂತಾಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ವನಪರ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ 224 ಮತ್ತು ಶಲ್ಯಪರ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ 48) ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಕಥೆಯಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹುತವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಅಗ್ನಿಯದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತಲೆತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೊಂಡನು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಮನು ಅಗ್ನಿಯು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರು ವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದಾಳಾದ ವರುಣನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. (x. 51 & 52.) ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ತರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ii 6-3) ಈ ವಿಷಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಗ್ನಿಯಾದಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯದೇವತೆಯೆಂದರೆ ಇಂದ್ರ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರನ ಪರವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳು ಅಗ್ನಿ ಪರವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೂ ಇಷ್ಟು ಋಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ. ಋಕ್ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲುಭಾಗ ಇಂದ್ರನ ಪರವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವ ಅಂಶವೆಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆವೆಸ್ಟದಲ್ಲಿ (Zend Avesta) ಇಂದ್ರನ ಹೆಸರು (Andra) ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯದು. ಪಿಶಾಚಿಯಸ್ಥಾನ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರನ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾದ 'ವೃತ್ರಹ್ನ' ಎಂಬುದು ಅದರಲ್ಲಿ (Verethraghna) ಎಂದಿದೆ.

ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗನ್ವಯಿಸದೇ ಇರುವ ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು—

ಇಂದ್ರನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಲೋ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೋ ಹುಟ್ಟಿದನು (vii. 20-5) ಹುಟ್ಟಿದಕೂಡಲೇ ಸೋಮಪಾನಮಾಡಿದನು (vii. 98-3) ಇಂದ್ರನು ಬಹಳ ಪುರಾತನ ದೇವತೆ, ಯುವಕ, ಬಲಿಷ್ಠ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಯುಳ್ಳವನು ; ವೀರ; ಜ್ಞಾನಿ; ಅಪರಿಮಿತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ; ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ; ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿರಃಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ದ್ದಾನೆ (ಸುಶಿಪ್ರಃ); ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾದ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳವನು (ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಃ vii. 34-4); ಹಸುರು ಕುದುರೆ

ಗಳುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ರಥವುಳ್ಳವನು (ಹರಿತಾಶ್ವಃ); ಅವನ ಆಯುಧ ವಜ್ರ; ಸೋಮಪಾನವಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತನಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. (vii. 22-1, 2 & vii. 29-1) ಒಂದುಸಲ ಅವನು 30 ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಸೋಮವನ್ನು ಕುಡಿದನು. (vii. 77-4) ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇಂದ್ರನು ವೃತ್ರ, ಅಹಿ, ಶುಷ್ಣ, ನಮುಚಿ ಮತ್ತು ಶಂಬರರೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ನೀರನ್ನು ಬಿಡದೇ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಇಂದ್ರನು ತಡೆದಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು (vii. 99-4 & 5). ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರ ಊರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಇಂದ್ರನು ಮಹಾವೀರ, ಸನ್ಮಿತ್ರ. ಇವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಹತರಾಗಿ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಂದೆಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಉದಾರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮನುಷ್ಯರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತನ್ನಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದಾನೆ. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದಸ್ಯುಗಳು ಎಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಪಿಷ್ಠರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಇಂದ್ರನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಮೊದಲನೆಯದು–ಅವನು ಬಲ, ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ನೈತಿಕವಾಗಿಯಾಗಲೀ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಭವ್ಯವಾದ ಆಕೃತಿಯಿದ್ದರೂ,

"Indra embodies so completely the human qualities of brag and bluster, gluttony, drunkenness and lust, as to make him the peg upon which to hang scepticism". (Bloomfield, Vedic Religion).

ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಜಂಭಕೋರತನ, ಬಡಾಯಿ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನ, ಕುರುಡತನ, ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆ, ಈ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಂದೇಹಕ್ಕವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದು–ಇಂದ್ರನು ಯುದ್ಧಪ್ರೇಮಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಯೋಧರಿಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶನಾಗಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಮೂಲಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯ. ಇಂದ್ರನ ಸಹಾಯವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಶತ್ರುಗಳಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕದನವಾದಾಗಲೂ ಅವನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಾರೆ.

ಮೂರನೆಯದು–ವೃತ್ರಾಸುರವಧೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.—

ಇಂದ್ರಸ್ಯ ನು ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರ ವೋಚಂ ಯಾನಿ ಚಕಾರ ಪ್ರಥಮಾನಿ ವಜ್ರೀ ।
ಅಹನ್ನಹಿಮನ್ವಪಸ್ತತರ್ದ ಪ್ರ ವಕ್ಷಣಾ ಅಭಿನತ್ಪರ್ವತಾನಾಂ (1–32–1)

ಇಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸೂಕ್ತದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಹಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ದೈತ್ಯನು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಬರುವ ನದಿಗಳನ್ನೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನೂ ತಡೆದಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ನೀರು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದೇ ಅರ್ಥವೇ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಯೋದ್ಧೇವ ದುರ್ಮದ ಆ ಹಿ ಜುಹ್ವೇ ಮಹಾವೀರಂ ತುವಿಬಾಧಮೃಜೀಷಂ ।
ನಾತಾರೀದಸ್ಯ ಸಮೃತಿಂ ವಧಾನಾಂ ಸಂ ರುಜಾನಾಃ ಪಿಪಿಷ ಇಂದ್ರಶತ್ರುಃ ॥
ಅಪಾದಹಸ್ತೋ ಅಪೃತನ್ಯದಿಂದ್ರಮಾಸ್ಯ ವಜ್ರಮಧಿ ಸಾನೌ ಜಘಾನ ।
ವೃಷ್ಣೋ ವಧ್ರಿಃ ಪ್ರತಿಮಾನಂ ಬುಭೂಷನ್ ಪುರುತ್ರಾ ವೃತ್ರೋ ಅಶಯದ್ವ್ಯಸ್ತಃ ॥
(1. 32–6 & 7)

ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳ ವೃತಾಸುರನು ಮಹಾವೀರನಾದ ಮತ್ತು ಗರ್ವದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಇಂದ್ರನ ಏಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಹೋಗಿ ವೃತ್ರನು ದುರ್ಬಲರಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು- ಇಂದ್ರನ ಏಟುಗಳಿಂದ ವೃತ್ರನ ಕೈಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೋದವು. ಆದರೂ ಅವನು ದೇಹದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಅನೇಕಕಡೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ.

ಈ ವೃತ್ರಾಸುರನು ಯಾರು ? ಇವನು ತಡೆದಿದ್ದ ನೀರು ಯಾವುದು ? ಇಂದ್ರನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರು ಯಾವುದು ? ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದಾರೆ. ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೊರಟಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದು–ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಕರೆಯುವ "Storm Theory" "ಚಂಡಮಾರುತವೆಂಬ ವಾದ." ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ವೃತ್ರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದುರ್ದೇವತೆಯು. ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ತಡೆದುಬಿಟ್ಟಿತು. ಇಂದ್ರನು (ಮೇಘಗಳ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ದೇವತೆ) ಚಂಡಮಾರುತದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ವಾದವನ್ನೊಪ್ಪಿದರೆ, "ಪರ್ವತ" ಎಂದರೆ ಮೋಡ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಘವೆಂದರ್ಥವು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

"ಯ ಈಂಖಯಂತಿ ಪರ್ವತಾನ್ ತಿರಃ ಸಮುದ್ರಮರ್ಣವಂ" (i. 19–7).

ಇಲ್ಲಿ 'ಪರ್ವತ' ಎಂದರೆ 'ಮೇಘ' ಎಂತಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದೇ ಚಂಡಮಾರುತ ವಾದವನ್ನೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರೆಲ್ಲಾ ಅನುಸರಿಸಿದಾರೆ. ವೃತ್ರಹನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವೃತ್ರಹನನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಬಾಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನು ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿದನು. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳೂ ಸಮಂಜಸವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಸರಿಯೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಾದವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ (Dawn Theory) ಸೂರ್ಯೋದಯವೆಂಬ ವಾದ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದ್ರನೇ ಸೂರ್ಯ. ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹರಡುತ್ತಾನೆ. "ಗೋ" ಎಂದರೆ 'ಕಿರಣ' ಎಂತಲೂ ಅರ್ಥ. ಈ ವಾದವು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲನ್ನೇ ಅಥವಾ ಮೇಘಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕತ್ತಲೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ವಾದಗಳೂ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇಂದ್ರನು ಮಳೆಯ ದೇವತೆಯೆಂದರೆ, ಪರ್ಜನ್ಯನೆಂಬ ದೇವತೆಯ ಕೆಲಸವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೆಯದೊಂದು ವಾದವು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು (Hillebrandt) ಹಿಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಮತ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ತಡೆದಿರುವ ರಾಕ್ಷಸನು ಚಳಿಗಾಲವೆಂಬುದು. ಇವನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಘನೀಭೂತವಾಗಿಮಾಡಿ, ತಡೆದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ನೀರನ್ನು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮತವು ನಮ್ಮದರಂತಹ ಉಷ್ಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

" ಯಃ ಶಂಬರಂ ಪರ್ವತೇಷು ಕ್ಷಿಯಂತಂ ಚತ್ವಾರಿಂಶ್ಯಾಂ ಶರದ್ಯನ್ವವಿಂದತ್ ।
ಓಜಾಯಮಾನಂ ಯೋ ಅಹಿಂ ಜಘಾನ ದಾನುಂ ಶಯಾನಂ ಸಜನಾಸ ಇಂದ್ರಃ ॥
(ii. 12-11).

ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಲವತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದನು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಾದಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಲವತ್ತನೆಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ನಲವತ್ತನೆಯ ವರ್ಷ, ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಇಂದ್ರನು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ 100 ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಪದವಿಗೆ ಬಂದನು. ಈಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ವತಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ರೆಕ್ಕೆಯಿತ್ತು. ಅವು ಮನಸ್ಸುಬಂದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೋಗಿ, ಕುಳಿತು, ಹಾವಳಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಇದು ಅವನು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಲವತ್ತನೆಯ ವರ್ಷವೆಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು.

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ತಮ್ಮ "Arctic Home" (ಧ್ರುವಪ್ರದೇಶನಿವಾಸಸ್ಥಾನ) ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಈ ಇಂದ್ರಾಸುರ ಯುದ್ಧವು ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕುಗಳ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು. ಧ್ರುವಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕತ್ತಲು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಲ ಎಂಬುದು ಮೋಡದಿಂದ ಬರುವ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆವರಿಸಿರುವ ನೀರು.

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ—ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಗೋಳವು ಒಂದು ಜಲಗೋಳದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಗೋಳದ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಯು, ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜಲವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನಾವರಿಸಿರುವ ಈ ಜಲಗೋಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕು ಎನ್ನುವುದು ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಿಲಕರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಚಲನೆಗಳು ಈ ಜಲರಾಶಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಜಲರಾಶಿಯ ಚಲನೆಯು ಈ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಇವನ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾದ ಹಾನಿ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಈ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಜಲರಾಶಿಯು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರನ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದನ್ನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು.

ಸೋಮ—ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಇವರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋಮನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವತೆಯು. ಈ ದೇವತೆಯ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ೯ ನೆಯ ಮಂಡಲವೆಲ್ಲಾ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸೋಮನ ವಿಚಾರವೂ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರನನ್ನೂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಮಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕವಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೋಮಲತೆಯು ಮೊದಲು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದೂ, ಬಳಿಕ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತೆಂದೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ

ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಪರ್ವತದ ಶಿಖರವು. ಈ ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕಲ್ಲು (ಗ್ರಾವಣ) ಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜುವುದು, ಅದರಿಂದ ರಸ ಹೊರಡುವುದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ ಬರುವ ಮಧುರವಾದ ಶಬ್ದ, ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವ ಆನಂದ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನೇ ಅಮೃತವೆಂದೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆವೆಸ್ಟದಲ್ಲಿ (Avesta) ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಹೋಮವೇ (Hoama) ಈ ಸೋಮವು. ಋಗ್ವೇದದ ಸೋಮಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸೋಮವು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಶ್ಯೇನವೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಯು ಅದನ್ನು ತರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಓಷಧಿ ಅಥವಾ ವನಸ್ಪತಿಗಳ ರಾಜನೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಸೋಮದ ವ್ಯಾಧಿಹರಗುಣವು, ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡು ವಿಕೆಯು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೋಮವು ಬಹು ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾನವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಋಗ್ವೇದ ದಲ್ಲಿಯೂ ಆವೆಸ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ. ಸೋಮಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾಗಗಳೇ ಅನೇಕ ವಾಗಿಯೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ಎಷ್ಟೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಋಗ್ವೇದದ ೧೦ನೆಯ ಮಂಡಲದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಮನೆಂದರೆ ಓಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಚಂದ್ರನೆಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಈಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮನೆಂದರೆ ಉಮಾ (ಪಾರ್ವತಿ) ಸಹಿತನಾದ ಈಶ್ವರನೆಂದೂ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಸೋಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲವಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ೯ನೆಯ ಮಂಡಲವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆ ಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಇದುವರೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋಮ ಇವರುಗಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಈಗ ವರುಣದೇವತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ. ವರುಣನಿಗೂ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೀರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳುಳ್ಳವರು. ಇಂದ್ರನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದರೆ, ವರುಣನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನು.

ವೃತ್ರಾಣ್ಯನ್ಯಃ ಸಮಿಥೇಷು ಜಿಘ್ನತೇ ವ್ರತಾನ್ಯನ್ಯೋ ಅಭಿ ರಕ್ಷತೇ ಸದಾ । (vii. 83-9).

ಇಂದ್ರನು ಹನನಕಾರ್ಯಮಾಡಿದರೆ, ವರುಣನು ರಕ್ಷಣಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮಂತ್ರವಿದು. ನೈತಿಕವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಗಳೇ ವರುಣನ ಮುಖ್ಯಗುಣಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮತ್ತು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗದೇ ಇರುವುದೂ ವರುಣನ ಗುಣಗಳು. ಈ ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ವರುಣನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾಪಿಷ್ಠರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದೂ ವರುಣನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿದವರನ್ನೂ, ಅನಾಚಾರಿಗಳನ್ನೂ ದುಷ್ಟರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನು ಅವನೇ. (vii. 65-3)

" ಸತ್ಯಾನೃತೇ ಅವಪಶ್ಯನ್ ಜನಾನಾಂ " (vii. 49–3)

ಜನರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ ಬಾರದು. ತಪ್ಪುಮಾಡಿದವರು ಬಹಳ ವಿನಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ, ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ದಯಾ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವರುಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಪಿತಾಪುತ್ರರ ಬಾಂಧವ್ಯದಂತಿದೆ. ಜನಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಪ್ಪುಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ವರುಣನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ.

ವರುಣನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರನು (vii. 88-2) ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ, ಮನೋದಾರ್ಢ್ಯವುಳ್ಳವನು ; ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು ; ಸೂರ್ಯನೇ ಅವನ ಕಣ್ಣು ; ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಒಡೆಯನು. ಅಸುರ (ಮಹಾಶಕ್ತ) ಮತ್ತು ಮಾಯಿಾ (ವರ್ಣಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು vii. 28-4). ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಣತನಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

ವರುಣನು ಪ್ರಪಂಚದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ 'ಋತ' ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಥ "ಪ್ರಪಂಚನಿಯಮ" ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಂದರೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯಾಸ್ತಗಳು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಇದು ಋತದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಋತದಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಋತವೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. (ಋತಜಾತ, ಋತಜ್ಞ, ಋತಯು, ಋತಾಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳೂ 'ಋತ' ನಿಯಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮದಿಂದ, ದೇವತಾಪೂಜೆ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ 'ಋತ'ವೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರತಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನನುಸರಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಜ್ಞವು ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ 'ಋತ' ವನ್ನನುರಿಸಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಋತವೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಸಚ್ಚರಿತ್ರನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಸೂತ್ರ. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ವರುಣನ ಕೆಲಸ. ಎಂದರೆ ಋತ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ ಎಂತಲೂ ಅನೃತ ಎಂದರೆ ಅಧರ್ಮ, ಅಸತ್ಯ ಎಂತಲೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ವರುಣನು ಸೃಜಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೂ, ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದೂ, ನದಿಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುವುದೂ ಇವನ ಬಲದಿಂದಲೇ. ಸಮುದ್ರ, ವಾಯು ಮುಂತಾದುವೂ ವರುಣನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೊಳಪಡುತ್ತವೆ. (vii. 86-1, vii. 87-5, vii. 87-6).

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ವರುಣ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಮಿತ್ರನು ಸೂರ್ಯನಾದಮೇಲೆ, ವರುಣನಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. (vii. 87-1) ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ

> " ಅಸ್ತಂ ಗಚ್ಛನ್ ಸೂರ್ಯ ಏವ ವರುಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಸ ಹಿ ಸ್ವಗಮನೇನ
> ರಾತ್ರೀಂ ಜನಯತಿ ।"

ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವರುಣನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನು ತಾನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಧರಿಂದಲೇ ಪ್ರೊ. ಓಲ್ಡ್‌ಬರ್ಗ್ ಎಂಬುವರು ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸೂರ್ಯನೆಂದೂ ವರುಣನನ್ನು ಚಂದ್ರನೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿದಾರೆ.

ಕಡೆಕಡೆಗೆ ವರುಣನಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವರುಣ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಿಬ್ಬರಿಗೂ "ಸಿಂಧುಪತೀ" (ನೀರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು) ಎಂತಲೂ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಜಲಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯೆಂದೂ ಹೆಸರು.

ಜೋರಾಷ್ಟ್ರಿಯರ್ ಮತದಲ್ಲಿ (Ahura Mazd or Ormazd) ಆಹುರ ಎಂಬ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಈ ದೇವತೆಯ ಗುಣಗಳೂ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಋಗ್ವೇದದ ವರುಣನಂತೆಯೇ ಇವೆ. ವರುಣನಿಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಸುರ (ಬಲಿಷ್ಠ) ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆಯೆನ್ನಬಹುದು.

ಗ್ರೀಕರ (Ouranos) ಒರೇನಸ್ ದೇವತೆಗೂ ವರುಣನಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆವರಿಸಿರುವ ಆಕಾಶವೆಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವರುಣ ಎಂಬ ಪದವು ವೃ ಎಂದರೆ ಆವರಿಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರುಣನಿಗೆ ಆಕಾಶವೆಂತಲೂ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು.

ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವರುಣನ ಎರಡು ಗುಣಗಳೂ ಸೇರಿ ಅನಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಈ ಭೂಮಿಯು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಜಲರಾಶಿಯು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು.

ಅಶ್ವಿನಿದೇವತೆಗಳು— 7ನೆಯ ಮಂಡಲದ 67 ರಿಂದ 74 ಸೂಕ್ತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾದವು. ಈ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವರು ವಿವಸ್ವತ್ ಮತ್ತು ಸರಣ್ಯು ಎಂಬುವರ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರು ವೈದ್ಯರು. ಇವರಿಗೆ ಸೋಮಪಾನ ಬಹು ಇಷ್ಟ. ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನದರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೆರವಾಗುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರುಕ್ತಕಾರರಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ "ಕೆಲವರು ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯೆಂದೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಈ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಇವೆ. ಚ್ಯವನನೆಂಬ ಋಷಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯುವಕನನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ ಸಂಸಾರಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು (i, 116–10). ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯನಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತುಗ್ರನ ಮಗ ಭುಜ್ಯುವು ಇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದರು. (i 116, 5) ರೇಭನೆಂಬ ಋಷಿಯನ್ನು ಕೈಕಾಲುಕಟ್ಟಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. 10 ದಿವಸಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಸತ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಥವನನ್ನು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಬದುಕಿಸಿ, ಈಚೆಗೆ ಎಳೆದು ಹಾಕಿದರು. (i 116, 24; i 112, 5)

ಅತ್ರಿಸಪ್ತಾವಧ್ರಿ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ರಾಕ್ಷಸನೊಬ್ಬನಿಂದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಈ ದೇವತೆಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. (i 116, 8; vi 50, 10) ಋಜ್ರಾಶ್ವನು ಒಂದುನೂರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತೋಳಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನ ತಂದೆಯು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕುರುಡನಾಗುವಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ತೋಳವು ಋಜ್ರಾಶ್ವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವಂತೆ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು. ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. (i 116, 16; i 117, 17) ವಿಶ್ಪಲಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾಲುಗಳು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದರು. (i 116, 15) ಸಾಯು ಎಂಬುವನ ಹಸುವು ಕರುವನ್ನು ಈಯದೇ ಹಾಲುಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಹಸುವು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. (i 116, 22) ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದಪ್ರಕಾಶನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ವಸಂತಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಯುವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಅವಸ್ಥಾವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದುದು. ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ವೈದ್ಯರು. ಬಹಳ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಗಳು.

ಸವಿತೃ, ಸೂರ್ಯ, ಮಿತ್ರ, ಪೂಷ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ಐವರು ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ ದೇವತೆಯ ಐದು ಹೆಸರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ನಾನಾಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಸವಿತೃಶಬ್ದವು **ಸು** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದುದು, ಈ ಧಾತುವಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುವುದು, ಕಳೆದುಂಬುವುದು ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಮೇಲೆ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಕಳೆಯೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 'ಸವಿತೃ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 'ಸವಿತೃ' ಎಂತಲೂ, ಉದಯವಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾನವಾಗುವವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯನೆಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಯಾಸ್ಕರು ಕತ್ತಲು ಹೋಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಹರಡಿದಮೇಲೆ, ಸವಿತೃ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸವಿತೃದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಈ ಸವಿತೃವು ಚಿನ್ನದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವವನೂ ಈ ಸವಿತೃವೇ. ವೇದಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅತಿಪವಿತ್ರವೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವೂ ಆದ ಗಾಯತ್ರೀ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಈ ಸವಿತೃದೇವತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಈ ಗಾಯತ್ರೀ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ವೇದಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಋಗ್ವೇದದ ೩ನೆಯ ಮಂಡಲದ ೬೨ನೆಯ ಸೂಕ್ತದ ೧೦ನೆಯ ಋಕ್ಕೇ ಈ ಗಾಯತ್ರಿಯು. ಇದು ಸಾಮವೇದ ೧೪೬೨ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತಾ ೩-೩೫; ೨೨-೯; ೩೦-೨; ೩೬-೩ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ೧-೫-೬-೪ ಮತ್ತು ೪-೧-೧೧-೧ ರಲ್ಲಿಯೂ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ೧-೧೧-೩ ರಲ್ಲಿಯೂ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಋಕ್ಕಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ

ಸೂರ್ಯ-ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೂರ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನು ದ್ಯೌಃ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಇವರ ಮಗನು. ಉಷಸ್ ಇವನ ಪತ್ನಿ. ಏಳು ಕುದುರೆಗಳು ಇವನ ರಥವನ್ನೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಾವರ, ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಇವನೇ. ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಇವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಈ ದೇವತೆಗೆ ಈಚಿನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಇವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚನಿಯಾಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಋಕ್ಕುಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೬೦ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ಮಿತ್ರ-ಈ ದೇವತಾಪರವಾದ ಸೂಕ್ತವು ಒಟ್ಟು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು (iii-59). ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವರುಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವನಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೌರವವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ.

ಪೂಷ—ಈ ದೇವತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಗಳೂ ತಿಳಿದಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳಕಾಕರು, ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗೋವುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡುಮೋಡಗಳಿಂದ ಮನೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. (vi. 53-56) ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಬಲ್ಲನು. ಆಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಂದು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರನು.

ವಿಷ್ಣು—ವಿಷ್ಣುಪರವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ- ಇಂದ್ರಾವಿಷ್ಣೂ, ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣೂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಚಿನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಕೆಲವುಕಡೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾತ್ರವಿದೆ.

ವಿಷ್ಣುವು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದನು ಎಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುವೂ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ, ಮಧ್ಯಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಾಣ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳಲೋಕಗಳು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆಗ ವಿಷ್ಣುವು ವಾಮನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ರಾಕ್ಷಸರಾಜನಾದ ಬಲಿಯಿಂದ ಈ ಮೂರುಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಳೆದು, ದಾನಪಡೆದು, ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದನು. ಈ ವಿಷ್ಣುವು ವೃತ್ರಾಸುರವಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ, ಅಗ್ನಿ, ಉಷಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನು.

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 'ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ' ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಒಂದು 'ಅಪ್ರತಿಪನ್ನರಶ್ಮಿಃ' ತಿರೋಹಿತವಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು. ಎರಡನೆಯದು 'ಹೆಚ್ಚುಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು' ಎಂದು (vii- 100-6) ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು ತಮ್ಮ "Arctic Home" ನಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ.

"The poet, therefore, asks Vishnu not to be ashamed of this epithet, because says he, the form indicated by the bad name is only temporarily assumed as a dark armour for the purpose of fighting the Asuras, and as it was no longer needed, Vishnu is invoked to reveal his true form to the worshipper."

ಈ ವಿಶೇಷಣವು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಂತೆ ಕಂಡರೂ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು. ಅಸುರಸಂಹಾರವಾದಮೇಲೆ ಆ ರೂಪವು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ತನ್ನ ನಿಜರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಎಂದೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ ವ್ಯಾಪಿಸು ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ 'ವಿಷು' ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದುದು. ಪ್ರೊ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೀಲ್ಡರು, ವಿ+ಸ್ನು ಎಂದು ಹೊಸರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ (2-1024) "ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಧಿ ಸಾನವಿ" (ವಿಷ್ಣುವು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋದನು) ಎಂದಿದೆ.

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದನು. ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವನು.

ಉಷಸ್ಸು—ಉಷಸ್ಸನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 20 ಸೂಕ್ತಗಳು ಉಷಸ್ಸನ್ನುದ್ದೇಶಿಸುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ಮಂಡಲದ 75 ರಿಂದ 81 ಪೂರ್ತಿ, ಏಳು ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಆ ದೇವತೆಯ ಪರವಾದವು. "ಈ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾದ ದೇವತೆಯು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಿಗಂತದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ" (iii. 61-4).

ಉಷಸ್ಸು ಆಕಾಶ (ದ್ಯೌಃ) ದ ಮಗಳು, ರಾತ್ರಿಯ ಸೋದರಿ. ಸೂರ್ಯನೇ ಇವಳ ಪ್ರಿಯನು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿದೇವತೆ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸನ್ಮುಖಳಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಪುನಃಪುನಃ ಜನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಸದಾ ಯುವತಿ. ಆದರೆ ಪುರಾತನಳು, ನಿತ್ಯಳು. ಆಕೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಸಿರು. ವೇದದ ಕಾಲದ ಕವಿಯು ಉಷಸ್ಸನ್ನು ಈರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದರೆ, ಕರ್ಮಠನಾದ ಆತನು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಷಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸದೇ ಇರಲಾರನು. ಉಷಸ್ಸೇ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲ ಅವುಗಳ ಅಗ್ರಗಾಮಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂತಾನಾದಿಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾರೆ.

ತಿಲಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ—ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉಷಸ್ಸು, ದೈನಂದಿನ ಉಷಸ್ಸಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉಷಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣೋದಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನು ಕಾಣಿಸುವುದು. ಎಷ್ಟೋಕಡೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತಹವು.

ತಾನೀದಹಾನಿ ಬಹುಲಾನ್ಯಾಸನ್ ಯಾ ಪ್ರಾಚೀನಮುದಿತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ।
ಯತಃ ಪರಿ ಜಾರ ಇವಾಚರಂತ್ಯುಷೋ ದದೃಕ್ಷೇ ನ ಪುನರ್ಯತೀವ (vii. 76-3)

ಸೂರ್ಯೋದಯಾತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದುಹೋದುವು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಷಸ್ಸು ಪ್ರಿಯನಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅನುರುಕ್ತಳಾದ ತರುಣಿಯಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೂ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕದಿನಗಳ ಅಂತರವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದಿವಸಗಳೂ ಉಷಸ್ಸೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ **ಅಹಾನಿ ಬಹುಲಾನಿ** ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೂ ಇತರ ಪಂಡಿತರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತು. ಹಿಂದೂ ದೇಶವನ್ನು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೇಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಮುಷ್ಮಿಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ, ಅಜಾತಶತ್ರು ಮುಂತಾದ ರಾಜರ್ಷಿಗಳೂ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ನಚಿಕೇತಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರು ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜಸುಧಾರಕರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಹಸಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಂದಮೇಲೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದೇ.

ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಋಕ್ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವವಿಷಯಕವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮತವೇನಾದರೂ ದೊರಕಬೇಕಾದರೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗಹನವಿಷಯಗಳು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದೈವಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಾನಾರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೊಂದು ವಾದ.

ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ ಬಹುಧಾ ವದಂತ್ಯಗ್ನಿಂ ಯಮಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಮಾಹುಃ | (i. 164-46)

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ಮಾತರಿಶ್ವ ಎಂದು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೂಪಗಳೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ (I-164) ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ (ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹಗಳು, ದಿನಮಾಸವರ್ಷಾದಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ಜನನಮರಣಗಳು, ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕರ್ತೃ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸೂಕ್ತದ ವಿಷಯಗಳು.

ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಋಷಿಗಳು ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಂತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗದೆ, ಇವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ ಚರ್ಚೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ದೇಹಧಾರಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾನಾ ಅಂಶಗಳೆಂಬುದು ತಪ್ಪಿ ದೈವಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳ ಆವಿರ್ಭವವೆಂಬುದು ತಲೆದೋರಿತು.

ನಾನು ಯಾರು ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆನು? ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ? ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಋಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತೆಂತಲೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ಧನ, ಗೋವುಗಳು, ಭೂಮಿ, ಸಂತಾನ ಮುಂತಾದ ಐಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತುಗಳು. ಆದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು, ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವನ ಗತಿ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದುವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಸತ್ತಮೇಲೆ, ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 'ಅಮೃತತ್ವ' ಎಂದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಊಹೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. (x. 121) ರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಪುರುಷನೆಂದಿದೆ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ (x. 90) ವಿರಾಟ್‌ಪುರುಷನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೂಲನೆಂದೂ (x. 82) ನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೆಂದೂ ಇದೆ.

ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ **ನಾಸದಾಸೀತ್** ಎಂಬ ೧೨೯ನೆಯ ಸೂಕ್ತವು ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ (Modern Science) ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸಹಿತವಾಗಿಯೂ, ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡದಿರುವ ಅನೇಕ ಹೊಸತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡೂ ಇವೆ.

ಇವುಗಳು ಹೇಗೇ ಇರಲಿ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿತ್ವವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಚಿನ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂಚನೆ :—ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯುವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಆಯಾ ದೈವತಾಕವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಾನುವಾದಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ಛಂದಸ್ಸುಗಳು.

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ಉಚ್ಚತರಗತಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಕಾವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ವೇದಗಳೂ ಕೂಡ ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟೇ ಇವೆ. ಹೀಗೆ ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಾದ ಸ್ವರಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಶುಷ್ಕವಾದ ಗದ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾನಮಾಡುವ ಪದ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬರೆಯುವ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ವೇದರಾಶಿಯನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡುಬರಬೇಕಾದರೆ ಪದ್ಯರೂಪವಾದ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವವಿಧದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಗದ್ಯಗ್ರಂಥಕ್ಕಿಂತ ಪದ್ಯಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡುವುದೂ, ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸುಲಭವೆಂಬುದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವೇದಗಳನ್ನು ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯೇ ರಚಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ,

ಛಂದಃ ಪಾದೌ ತು ವೇದಸ್ಯ

ಎಂದಿದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಆವಶ್ಯಕವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಳಿಸಿಹೋಗದೇ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ.

(ಛಂದಸ್ ಎಂಬ ಪದವು 'ಚಂದ್ರ' ಶಬ್ದದಂತೆ (ಚದಿ ಆಹ್ಲಾದನೇ), ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ ಚದಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದುದು.) ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವೇದಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದಿಶ್ಯವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಆನಂದವುಂಟಾಗುವುದು. ಬರುಬರುತ್ತಾ ಛಂದಸ್ಸೆಂದರೆ ವೇದವೆಂದೇ ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಛಾಂದಸವೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆಯಾಯಿತು. ಈಚೆಗಂತೂ ಛಾಂದಸವೆಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸೂ ಒಂದು. ಛಂದಸ್ಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಲನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ವಿವರವೂ ಇದೆ.

ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮವೇನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು, ಗುರು ಲಘುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದೇ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾದಗಳೂ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩ ಅಥವಾ ೪ ಪಾದಗಳು) ಒಂದೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಇರುವುವು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೂ, ಪಾದಸಂಖ್ಯೆ, ಅಕ್ಷರಸಂಖ್ಯೆ, ಸೂತ್ರ, ಉದಾಹರಣ ಮಂತ್ರ, ಆ ಮಂತ್ರವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

ಅಥ ಛಂದಸಾಮುದಾಹರಣಾನಿ

ಅಯಂ ದೇವಾಯಾ, ಽಽಭಿಷ್ಟೇ ಅದ್ಯಾ, ಽಗ್ನೇ ತಮದ್ಯ, ತಾ ನೋ
ಅಶ್ವ್ಯಾನಾಂ, ತ್ವಾವತಃ, ಪುರೂತಮಂ, ಸ ಸುನ್ವೇ ಯು, ಈಶಾನಾ,
ಆಪಃ ಪೃಣೀತ, ಪ್ರೇಷ್ಠಂ ದಶ ॥ ೪ ॥ (೧)

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ-ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ
೧ (೪) ಗಾಯತ್ರೀ—					
ಗಾಯತ್ರೀ	೨೪	೮-೮-೮	(ಪ್ರಥಮಂ ಛಂದಃ) ತ್ರಿಪದಾ ಗಾಯತ್ರೀ ।	ಅಯಂ ದೇವಾಯ	೧ ೨೦ ೭
ಪದಪಙ್ಕ್ತಿಃ	೨೬	೫-೫-೫-೫-೬	ಪಂಚಕಾಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಷಟ್ಕಶ್ಚೈಕಃ ಪದಪಙ್ಕ್ತಿಃ ।	ಆಭಿಷ್ಟೇ ಅದ್ಯ	೪ ೧೦ ೪
,,	೨೫	೫-೫-೫-೪-೬	(ವಾ) ಚತುರ್ಥಶ್ಚತುಷ್ಕಃ ಪದಪಙ್ಕ್ತಿಃ ।	ಅಗ್ನೇ ತಮದ್ಯ	೪ ೧೦ ೧

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮಂ. ಸೂ. ಮಂ
ಉಷ್ಣಿಗ್ಗರ್ಭಾ	೨೪	೬-೭-೧೧	ಷಟ್ಸಪ್ತೈಕಾದಶಾ ಉಷ್ಣಿಗ್ಗರ್ಭಾ|	ತಾಮೇಅಶ್ವ್ಯಾನಾಂ	೮ ೨೫ ೨೩
ಪಾದನಿಚೃತ್	೨೧	೭-೭-೭	ತ್ರಯಃ ಸಪ್ತಕಾಃ ಪಾದನಿಚೃತ್|	ತ್ವಾವತಃ ಪುರೂ	೮ ೪೬ ೧
ಅತಿನಿಚೃತ್	೨೦	೭-೬-೭	ಮಧ್ಯಮಃ ಷಟ್ಕಶ್ಚೇತ್ ಅತಿನಿ-ಚೃತ್ |	ಪುರೂತಮಂ	೬ ೪೫ ೨೯
ಯವಮಧ್ಯಾ	೨೪	೭-೧೦-೭	ದಶಕಶ್ಚೇತ್ ಯವಮಧ್ಯಾ |	ಸ ಸುನ್ವೇ ಯೋ	೯ ೧೦೮ ೧೩
ವರ್ಧಮಾನಾ	೨೧	೬-೭-೮	ಯಸ್ಯಾಸ್ತು ಷಟ್ಸಪ್ತಕಾಷ್ಟಕಾಃ ಸಾ ವರ್ಧಮಾನಾ	ಈಶಾನಾ ವಾರ್ಯಾ	೧೦ ೯ ೫
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ	೨೧	೮-೭-೬	ವಿಪರೀತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |	ಆಪಃ ಪೃಣೀತ	೧೦ ೯ ೭
ಹ್ರಸೀಯಸೀ	೧೯	೬-೬-೭	ದ್ವೌ ಷಟ್ಕೌ ಸಪ್ತಕಶ್ಚ ಹ್ರಸೀ-ಯಸೀ |	ಪ್ರೇಷ್ಠಮು ಪ್ರಿಯಾ	೮ ೧೦೩ ೧೦
ವಿಪರೀತಾ ಹ್ರಸೀಯಸೀ	೧೯	೭-೬-೬	,,	ಇಂದ್ರಃ ಸಹಸ್ರ	೧ ೧೭ ೫

ಯ ಇಂದ್ರ, ಯುಂಜಂತಿ ಹರೀ, ಶರ್ಧಂಶರ್ಧಂ ವೋ, ದದೀ ರೇಕ್ಣಃ, ಪ್ರ ಯಾ ಘೋಷೇ, ಹರೀ ಯಸ್ಯ, ಪಿತುಂ ನು, ಮಂಸೀಮಹ್ಯಷ್ಟೌ ||೫||(೨)

೨ (೫) ಉಷ್ಣಿಕ್—

ಉಷ್ಣಿಕ್	೨೮	೮-೮-೧೨	(ದ್ವಿತೀಯಂ) ಉಷ್ಣಿಕ್ ತ್ರಿಪ-ದಾಂತ್ಯೋ ದ್ವಾದಶ |	ಯ ಇಂದ್ರ ಸೋಮ	೮ ೧೨ ೧
ಪುರಉಷ್ಣಿಕ್	೨೮	೧೨-೮-೮	ಆದ್ಯಶ್ಚೇತ್ ಪುರಉಷ್ಣಿಕ್ |	ಯುಂಜಂತಿ ಹರೀ	೮ ೯೮ ೯
ಕಕುಪ್	೨೮	೮-೧೨-೮	ಮಧ್ಯಮಶ್ಚೇತ್ ಕಕುಪ್ |	ಶರ್ಧಂಶರ್ಧಂ ವ	೫ ೫೩ ೧೧
ಕಕುಬ್ನ್ಯಂಕು-ಶಿರಾ	೨೭	೧೧-೧೨-೪	ತ್ರೈಷ್ಟುಭಜಾಗತಚತುಷ್ಕಾಃ ಕುಕುಬ್ ನ್ಯಂಕುಶಿರಾ |	ದದೀ ರೇಕ್ಣಸ್ತನ್ವೇ	೮ ೪೬ ೧೫
ತನುಶಿರಾ	೨೮	೧೧-೧೧-೬	ಏಕಾದಶಿನೋಃ ಪರಃ ಷಟ್ಕಸ್ತ-ನುಶಿರಾ |	ಪ್ರ ಯಾ ಘೋಷೇ	೧ ೧೨೦ ೫
ಪಿಪೀಲಿಕಮಧ್ಯಾ	೨೮	೧೧-೬-೧೧	ಮಧ್ಯೇ ಚೇತ್ ಪಿಪೀಲಿಕಮಧ್ಯಾ	ಹರೀ ಯಸ್ಯ	೧೦ ೧೦೫ ೨
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಗರ್ಭಾ	೨೯	೫-೮-೮-೮	ಆದ್ಯಃ ಪಂಚಕಸ್ತ್ರಯೋಷ್ಟಕಾ ಅನುಷ್ಟುಬ್‌ಗರ್ಭಾ |	ಪಿತುಂ ನು ಸ್ತೋಷಂ	೧ ೧೮೭ ೧
ಉಷ್ಣಿಕ್	೨೮	೭-೭-೭-೭	ಚತುಃ ಸಪ್ತಕೋಷ್ಣಿಗೇವ |	ಮಂಸೀಮಹಿ ತ್ವಾ	೧೦ ೨೬ ೪

**ಅಗ್ನ ಓಜಿಷ್ಠಂ, ತವ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ, ಮಾ ಕಸ್ಮೈ, ಪರ್ಯೂ ಷು, ತಾ ವಿ-
ದ್ವಾಂಸಾ, ವಿ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ, ಪ್ರೇದ್ಧೋ ೭ ಅಗ್ನೇ, ೭ಗ್ನಿಂ ನರೋ೭ಷ್ಪಾ॥೬॥(೩)**

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ.
೩ (೬) ಅನುಷ್ಟುಪ್—					
ಅನುಷ್ಟುಪ್	೩೨	೮-೮-೮-೮	(ತೃತೀಯಂ) ಅನುಷ್ಟುಪ್ ।	ಅಗ್ನ ಓಜಿಷ್ಠಮಾ	೫ ೧೦ ೧
ಮಹಾಪದ-ಪಂಕ್ತಿಃ	೩೧	೫-೫-೫-೫-೫-೬	ಪಂಚಪಂಚಕಾಃ ಷಟ್ಕಶ್ಚೈಕೋ ಮಹಾಪದಪಂಕ್ತಿಃ ।	ತವ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾ	೪ ೧೦ ೫
ಕೃತಿಃ	೩೨	೧೨-೧೨-೮	ಜಾಗತಾವಷ್ಟಕಶ್ಚ ಕೃತಿಃ ।	ಮಾ ಕಸ್ಮೈ ಧಾತ	೧ ೧೨೦ ೮
ಪಿಪೀಲಿಕಮಧ್ಯಾ	೩೨	೧೨-೮-೧೨	ಮಧ್ಯೇ ಚೇದಷ್ಟಕಃ ಪಿಪೀಲಿಕ-ಮಧ್ಯಾ ।	ಪರ್ಯೂ ಷು ಪ್ರ	೯ ೧೧೦ ೧
ಕಾವಿರಾಟ್	೩೦	೯-೧೨-೯	ನವಕಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಜಾಗತಃ ಕಾವಿರಾಟ್ ।	ತಾ ವಿದ್ವಾಂಸಾ....	೧ ೧೨೦ ೩
ನಷ್ಟರೂಪೀ	೩೨	೯-೧೦-೧೩	ನವ ವೈರಾಜಸ್ತ್ರಯೋದಶೋ ನಷ್ಟರೂಪೀ ।	ವಿ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ....	೧ ೧೨೦ ೪
ವಿರಾಟ್	೩೦	೧೦-೧೦-೧೦	ದಶಕಾಸ್ತ್ರಯೋ ವಿರಾಟ್ ।	ಪ್ರೇದ್ಧೋ ಅಗ್ನೇ	೭ ೧ ೩
,,	೩೩	೧೧-೧೧-೧೧	ಏಕಾದಶಕಾ (ವಾ) ।	ಅಗ್ನಿಂ ನರೋ....	೭ ೧ ೧

**ಮಾ ಚಿದನ್ಯನ್, ಮಹೋ ಯಸ್ಪತಿ, ರೀಜಾನಮಿದ್ಧ್ಯಾ, ಯೇ
ಪಾತಯಂತೇ, ಯುವಂ ಹ್ಯಾಸ್ತ, ಮಧ ಯದಿನೋ, ೭ಭಿ ವೋ
ವೀರಂ, ಸನಿಂತಸ್, ತಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ಪಿತೋ ನವ ॥ ೭ ॥ (೪)**

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ.
೪ (೭) ಬೃಹತೀ—					
ಬೃಹತೀ	೩೬	೮-೮-೧೨-೮	(ಚತುರ್ಥಂ) ಬೃಹತೀ ತೃತೀ-ಯೋ ದ್ವಾದಶಕಃ ।	ಮಾ ಚಿದನ್ಯದ್ವಿ....	೮ ೧ ೧
ಪುರಸ್ತಾದ್ಬೃ-ಹತೀ	೩೬	೧೨-೮-೮-೮	ಆದ್ಯಶ್ಚೇತ್ಪುರಸ್ತಾದ್ಬೃಹತೀ ।	ಮಹೋ ಯಸ್ಪತಿಃ	೧೦ ೧೨ ೩
೧ ನ್ಯಂಕುಸಾ-ರಿಣೀ	೩೬	೮-೧೨-೮-೮	ದ್ವಿತೀಯಶ್ಚೇತ್ (೧) ನ್ಯಂಕು-ಸಾರಿಣೀ ।	ಈಜಾನಮಿದ್ ದ್ಯಾ	೧೦ ೧೩೨ ೧
೨ ಉರೋಬೃ-ಹತೀ ವಾ	೩೬	,,	(೨) ಉರೋಬೃಹತೀ ವಾ ।	,,	,,
೩ ಸ್ಕಂಧೋ-ಗ್ರಿವೀ ವಾ	೩೬	,,	(೩) ಸ್ಕಂಧೋಗ್ರೀವೀ ವಾ ।	,,	,,

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ
ಉಪರಿಷ್ಟಾದ್ಬೃಹತೀ	೩೬	೮-೮-೮-೧೨	ಅಂತ್ಯಶ್ಚೇತ್ ಉಪರಿಷ್ಟಾದ್ಬೃಹತೀ |	-ಯೇ ಪಾತಯಂತೆ	೮ ೪೬ ೧೮
ವಿಷ್ಟಾರಬೃಹತೀ	೩೬	೮-೧೦-೧೦-೮	ಅಶ್ವಿನೋರ್ಮಧ್ಯೇ ದಶಕೌ ವಿಷ್ಟಾರಬೃಹತೀ |	ಯುವಂ ಹ್ಯಾಸ್ತಂ	೧ ೧೨೦ ೭
ಊರ್ಧ್ವಬೃಹತೀ	೩೬	೧೨-೧೨-೧೨	ತ್ರಿಜಾಗತೋರ್ಧ್ವಬೃಹತೀ |	ಅಥ ಯದಿಮೇ....	೯ ೧೧೦ ೯
ಪಿಪೀಲಿಕಮಧ್ಯಾ	೩೪	೧೩-೮-೧೩	ತ್ರಯೋದಶಿನೋರ್ಮಧ್ಯೇಽಷ್ಟಕಃ ಪಿಪೀಲಿಕಮಧ್ಯಾ |	ಅಭಿ ವೋ ವೀರ	೮ ೪೬ ೧೪
ವಿಷಮಪದಾ	೩೬	೯-೮-೧೧-೮	ನವಕಾಷ್ಟ್ಯೈಕಾದಶ್ಯಷ್ಟಿನೋ ವಿಷಮಪದಾ |	ಸನಿತಃ ಸುಸನಿತ	೮ ೪೬ ೨೦
ಬೃಹತೀ	೩೬	೯-೯-೯-೯	ಚತುರ್ನವಕಾ ಬೃಹತೀ ಏವ |	ತಂ ತ್ವಾ ವಯಂ	೧ ೧೮೭ ೧೧

ದಾನಾಸೋ, ವಿ ಪಿಪ್ರೋ, ರಾಯಂ ನರೋ, ಯ ಋಷ್ವಸ್, ತಸ್ಯಾಃ ಸಮುದ್ರಾ, ಆಗ್ನಿಂ ನ, ಷಷ್ಟಿಂ ಸಹಸ್ರಾ, ಽತೀಯಾಮ ನಿದೋಽಷ್ಟೌ ॥ ೮ ॥ (೫)

೫ (೮) ಪಙ್ಕ್ತಿಃ

ಪಙ್ಕ್ತಿಃ	೪೦	೮-೮-೮-೮-೮	(ಪಂಚಮಂ) ಪಙ್ಕ್ತಿಃ ಪಂಚಪದಾ	ದಾನಾಸಃ ಪೃಥು	೮ ೪೬ ೨೪
ವಿರಾಟ್	,,	೧೦-೧೦-೧೦-೧೦	ಅಥ ಚತುಷ್ಪದಾ ವಿರಾಟ್ ದಶಕೈಃ |	ವಿ ವಿಪ್ರೋರಹಿಮಾ	೬ ೨೦ ೭
ಸತೋಬೃಹತೀ	,,	೧೨-೮-೧೨-೮	ಅಯುಜೌ ಜಾಗತೌ ಸತೋಬೃಹತೀ |	ಆ ಯಂ ನರಃ ಸುದಾ	೫ ೫೩ ೬
ವಿಪರೀತಾ	,,	೮-೧೨-೮-೧೨	ಯುಜೌ ಚೇತ್ ವಿಪರೀತಾ |	ಯ ಋಷ್ವಃ ಶ್ರಾವ	೮ ೪೬ ೧೨
ಪ್ರಸ್ತಾರಪಙ್ಕ್ತಿಃ	,,	೧೨-೧೨-೮-೮	ಆದ್ಯೌ ಚೇತ್ ಪ್ರಸ್ತಾರಪಙ್ಕ್ತಿಃ |	ತಸ್ಯಾಃ ಸಮುದ್ರಾ	೧ ೧೬೪ ೪೨
ಆಸ್ತಾರಪಙ್ಕ್ತಿಃ	,,	೮-೮-೧೨-೧೨	ಅಂತ್ಯೌ ಚೇತ್ ಆಸ್ತಾರಪಙ್ಕ್ತಿಃ |	ಆಗ್ನಿಂ ನ ಸ್ವವೃ	೧೦ ೨೧ ೧
ಸಂಸ್ತಾರಪಙ್ಕ್ತಿಃ	,,	೧೨-೮-೮-೧೨	ಆದ್ಯಾಂತೌ ಚೇತ್ ಸಂಸ್ತಾರಪಙ್ಕ್ತಿಃ |	ಷಷ್ಟಿಂ ಸಹಸ್ರಾ	೮ ೪೬ ೨೨
ವಿಷ್ಟಾರಪಙ್ಕ್ತಿಃ	,,	೮-೧೨-೧೨-೮	ಮಧ್ಯಮೌ ಚೇದ್ ವಿಷ್ಟಾರಪಂಕ್ತಿಃ |	ಅತೀಯಾಮ ನಿದ	೫ ೫೩ ೧೪

ಕಸ್ಯ ನೂನಂ, ಯೂಪವ್ರಸ್ಕಾ, ಯೇ ವಾಜಿನಂ, ಯೋ ವಾಚಾ, ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಃ, ಶ್ರುಧೀ ಹವಂ, ಶ್ರುತಂ ಮೇ, ಽಗ್ನಿನೇಂದ್ರೇಣ, ತಾಭಿರಾ ಯಾತಂ, ನವಾನಾಂ, ಸಂ ಮಾ ತಪಂತ್ಯೇ, ವೇಂದ್ರಾಗ್ನಿಭ್ಯಾಂ ದ್ವಾದಶ ॥ ೯ ॥ (೬)

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ-ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ
೬ (೯) ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್					
ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್	೪೪	೧೧-೧೧-೧೧-೧೧	(ಷಷ್ಠಂ) ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ತ್ರೈಷ್ಟುಭಪದಾ	ಕಸ್ಯ ನೂನಂ ಕತ	೧ ೨೪ ೧
ಜಗತೀ	೪೬	೧೧-೧೨-೧೧-೧೨	ದ್ವೌ ತು ಜಾಗತೌ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಜಾಗತೇ ಜಗತೀ ।	ಯೂಪವ್ರಸ್ಕಾ ಉತ	೧ ೧೬೨ ೬
ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್	೪೬	೧೨-೧೧-೧೨-೧೧	ತ್ರೈಷ್ಟುಭೇ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ।	(ಸನೇಮಿ ಚಕ್ರಮ	೧ ೧೬೪ ೧೪)
		೧೧-೧೧-೧೨-೧೨	ವಾ ,, ,,	ಯೇ ವಾಜಿನಂ	೧ ೧೬೨ ೧೨
ಅಭಿಸಾರಿಣೀ	೪೪	೧೦-೧೦-೧೨-೧೨	ವೈರಾಜೌ ಜಾಗತೌ ಚ ಅಭಿಸಾರಿಣೀ ।	ಯೋ ವಾಚಾ	೧೦ ೨೩ ೫
	೩೯	೯-೯-೧೦-೧೧	ವಿರಾಟ್ಸ್ಥಾನಾ ।	ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಃ	೧ ೮೯ ೬
ವೈರಾಜತ್ರಿಷ್ಟುಪ್	೩೯	೧೦-೯-೧೧-೯	ನವಕೌ ವೈರಾಜಸ್ತ್ರೈಷ್ಟುಭಶ್ಚ	ಶಭ್ರಂ ನು ತೇ	೨ ೧೧ ೪]
ವಿರಾಟ್ಸ್ಥಾನಾ	೪೦	೧೦-೯-೧೦-೧೧	ದ್ವೌ ವಾ ವೈರಾಜೌ ನವಕಃ ತ್ರೈಷ್ಟುಭಶ್ಚ ವಿರಾಟ್‌ಸ್ಥಾನಾ	ಶ್ರುಧೀ ಹವಮಿಂದ್ರ	೨ ೧೧ ೧
ವಿಪರೀತಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ	೪೧	೮-೧೧-೧೧-೧೧		ಕ್ರೀಳನ್ನೋ ರಶ್ಮ	೫ ೧೯ ೫]
ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ	೪೧	೧೧-೧೧-೧೧-೮	ಏಕಾದಶಿನಸ್ತ್ರಯೋಽಷ್ಟಕಶ್ಚ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ	ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಿತ್ರಾ	೧ ೧೨೨ ೬
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ	೪೪	೧೨-೧೨-೧೨-೮	ದ್ವಾದಶಿನಸ್ತ್ರಯೋಽಷ್ಟಕಶ್ಚ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ	ಅಗ್ನಿನೇಂದ್ರೇಣ	೮ ೩೫ ೧

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ.
ಜ್ಯೋತಿಃ	೪೪	೧೨-೮-೧೨-೧೨	ಯತೋಽಷ್ಟಕಸ್ತತೋ ಜ್ಯೋತಿಃ	ತಾಭಿರಾ ಯಾತಂ	೮ ೨೨ ೧೨
ಮಹಾಬೃಹತೀ	,,	೮-೮-೮-೮-೧೨	ಚತ್ವಾರೋಽಷ್ಟಕಾ ಜಾಗತಶ್ಚ ಮಹಾಬೃಹತೀ	ನವಾನಾಂ ನವ	೧ ೧೯೧ ೧೩
ಯವಮಧ್ಯಾ	,,	೮-೮-೧೨-೮-೮	ಮಧ್ಯೇ ಚೇತ್ ಯವಮಧ್ಯಾ	ಸಂ ಮಾ ತಪಂತ್ಯ	೧ ೧೦೫ ೮
ಪಂಕ್ತ್ಯುತ್ತರಾ ವಿರಾಟ್ಪೂರ್ವಾ	,,	೧೦-೧೦-೮-೮-೮	ಆದ್ಯೌ ದಶಕಾವಷ್ಟಕಾಸ್ತ್ರಯಃ ಪಂಕ್ತ್ಯುತ್ತರಾ ವಿರಾಟ್ಪೂರ್ವಾ ವಾ	ಏವೇಂದ್ರಾಗ್ನಿಭ್ಯಾ	೫ ೮೬ ೬

ಪ್ರ ದೇವಮಚ್ಛಾ, ऽऽಯಃ ಪಪ್ರಾ, ಇಯತ್ತಿಕಾ, ತದನ್ನಾಯ ಚತ್ವಾರಿ ॥ ೧೦ ॥

೧೦ ಜಗತೀ

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ.
ಜಗತೀ	೪೮	೧೨-೧೨-೧೨-೧೨	(ಸಪ್ತಮಂ) ಜಗತೀ ಜಾಗತಪದಾ	ಪ್ರ ದೇವಮಚ್ಛಾ	೯ ೬೮ ೧
ಮಹಾಸತೋ ಬೃಹತೀ	,,	೧೨-೮-೧೨-೮-೮	ಅಷ್ಟಿನಸ್ತ್ರಯಃ ಸ್ಯಾ ಚ ದ್ವಾ ಮಹಾಸತೋಬೃಹತೀ	ಆ ಯಃ ಪಪ್ರೌ	೬ ೪೮ ೬
ಮಹಾಪಙ್ಕ್ತಿಃ	,,	೮-೮-೭-೬-೧೦-೯	ಅಷ್ಟಕೌ ಸಪ್ತಕಃ ಷಟ್ಕೋ ದಶಕೋ ನವಕಶ್ಚ ।	ಇಯತ್ತಿಕಾ	೧ ೧೯೧ ೧೧
,,	,,	೮-೮-೮-೮-೮-೮	ಷಳಷ್ಟಕಾ ವಾ ಮಹಾಪಂಕ್ತಿಃ	ತದನ್ನಾಯ ತದ	೮ ೪೭ ೧೬

ಅಯಂ ವಾ, ಮಾ ಸಖಾಯೋ, ಬೃಹದ್ಭಿರಗ್ನೇ, ನ ಹಿ ತೇ ಶೂರಾ, ऽऽತ್ವಾ ರಥಂ ಪಂಚ ॥ ೧೧ ॥

(೧೧) ಪ್ರಗಾಥಾಃ

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ.
ಬಾರ್ಹತಃ ಪ್ರಗಾಥಃ	೭೬	೮-೮-೧೨-೮=೩೬	ಅಥ ಪ್ರಗಾಥಾ ಬೃಹತೀಸತೋ-ಹೃಹತ್ಯೌ ಬಾರ್ಹತಃ	ಅಯಂ ವಾಂ	೧ ೪೭ ೧
	(೩೬+೪೦)	೧೨-೮-೧೨-೮=೪೦		ತ್ರಿವಂಧುರೇಣ	೧ ೪೭ ೨

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ.
ಕಾಕುಭಃ ಪ್ರಗಾಥಃ	೬೮	೮-೧೨-೮=೨೮	ಕುಕುಪ್ ಚೇತ್ಪೂರ್ವಾ ಕಾಕುಭಃ	ಆ ಸಖಾಯಃ	೬ ೪೮ ೧೧
	(೨೮+೪೦)	೧೨-೮-೧೨-೮=೪೦		ಯಾ ಶರ್ಧಾಯ	೬ ೪೮ ೧೨
ಮಹಾಬಾರ್ಹತಃ ಪ್ರಗಾಥಃ	೯೨	೮-೮-೧೨-೮ ೮=೪೪	ಮಹಾಬೃಹತೀಮಹಾಸತೋ-ಬೃಹತ್ಯೌ ಮಹಾಬಾರ್ಹತಃ	ಬೃಹದ್ಭಿರಗ್ನೇ	೬ ೪೮ ೭
	((೪೪+೪೮)	೧೨-೮-೧೨-೮ ೮=೪೮		ವಿಶ್ವಾಸಾಂ ಗೃಹ	೬ ೪೮ ೮
ವಿಪರೀತೋ-ತ್ತರಃಪ್ರಗಾಥಃ	೭೬	೮-೮-೧೨-೮=೩೬	ಬೃಹತೀವಿಪರೀತೇ ವಿಪರೀತೋ-ತ್ತರಃ	ನಹಿ ತೇ ಶೂರ	೮ ೪೬ ೧೧
	(೩೬+೪೦)	೮-೧೨-೮-೧೨=೪೦		ಯ ಋಷ್ವಃ	೮ ೪೬ ೧೨
ಅನುಷ್ಟುಭಃ (ಗಾಯತ್ರ್ಯ)	೮೦	೮-೮-೮-೮=೩೨	ಅನುಷ್ಟುಬ್ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಚಾನು-ಷ್ಟುಭಃ	ಆ ತ್ವಾ ರಥಂ	೮ ೬೮ ೧
ಪ್ರಗಾಥಃ	(೩೨+೨೪ +೨೪)	೮–೮–೮=೨೪		ತುವಿಶುಷ್ಮ ತುವಿ	೮ ೬೮ ೨
				ಯಸ್ಯ ತೇ ಮಹಿ	೮ ೬೮ ೩

ಪ್ರ ವೋ ಮಹೇ, ಪ್ರೋ ಷ್ವಸ್ಮೈ, ಸಾಕಂ ಜಾತ, ಸ್ತ್ರಿಕದ್ರುಕೇ, ಷ್ವಗ್ನಿಂ
ಹೋತಾರ, ಮುವರ್ಮಹ ಇಂದ್ರ, ಸ ಹಿ ಶರ್ಧೋ ನ ಸಪ್ತ ॥ ೧೨ ॥

(೧೨) ಸಂಕೀರ್ಣಂ

೧ ಅತಿಜಗತೀ	೫೨	೧೨-೧೨-೧೨-೮-೮	ಪಾದಾ ಅತಿಜಗತ್ಯಾಂ ತು ತ್ರ-ಯೋದ್ವಾದಶಕಾಃ ಪರೌ ಅಷ್ಟಕೌ ।	ಪ್ರ ವೋ ಮಹೇ	೫ ೮೭ ೧
೨ ಶಕ್ವರೀ	೫೬	೮-೮-೮-೮-೮-೮-೮	ಶಕ್ವರೀಪಾದಾಃ ಸಪ್ತೈವಾಷ್ಟಾ-ಕ್ಷರಾಶ್ಚ ತೇ ।	ಪ್ರೋ ಷ್ವಸ್ಮೈ	೧೦ ೧೩೩ ೧
೩ ಅತಿಶಕ್ವರೀ	೬೦	೧೬-೧೬-೧೨-೮-೮	ಅತಿಶಾಕ್ವರಪಾದೌ ದ್ವಾ ಆದಿತಃ ಕರ್ತವ್ಯೌ ಷೋಳಶಾಕ್ಷರೌ ಜಾಗತಶ್ಚಾಷ್ಟಕೌ	ಸಾಕಂ ಜಾತಃ	೨ ೨೨ ೩
೪ ಅಷ್ಟಿಃ	೬೪	೧೬-೧೬-೧೬-೮-೮	ಅಷ್ಟಿಪಾದಾಃ ಷೋಳಕಾಸ್ತ್ರಯಃ ಅಷ್ಟಕೌ ಚ ।	ತ್ರಿಕದ್ರುಕೇಷು	೨ ೨೨ ೧

ಛಂದೋಭೇದಃ	ಅಕ್ಷರ ಸಂ.	ಚರಣಾಕ್ಷರಾಣಿ	ಸೂತ್ರಂ	ಉದಾಹರಣಮಂತ್ರ ಪ್ರತೀಕಂ	ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನಂ ಮ. ಸೂ. ಮಂ
೫ ಅತ್ಯಷ್ಟಿಃ	೬೮	೧೨-೧೨-೮-೮ ೮-೧೨-೮	ಅತ್ಯಷ್ಟಿಪಾದೌ ಜಾಗತೌ ಚಾಷ್ಟ-ಕಾಸ್ತ್ರಯಃ ಜಾಗತಶ್ಚಾಷ್ಟಕಶ್ಚ	ಅಗ್ನಿಂ ಹೋತಾರಂ	೧ ೧೨೭ ೧
೬ ಧೃತಿಃ	೭೨	೧೨-೧೨-೮-೮ ೮-೧೬-೮	ಧೃತಿಪಾದೌತು ಜಾಗತೌ ಪಾದಾ-ಸ್ತ್ರಯೋಽಷ್ಟಕಾಶ್ಚಾಥ ಷೋಳ-ಶಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಅಷ್ಟಕಶ್ಚ	ಅವರ್ಮಹ ಇಂದ್ರ	೧ ೧೩೩ ೬
೭ ಅತಿಧೃತಿಃ	೭೬	೧೨-೧೨-೮-೮ ೮-೧೨-೮-೮	ಅಥಾತಿಧೃತೌ ಜಾಗತೌ ತ್ರಯೋ-ಽಷ್ಟಕಾ ಜಾಗತಶ್ಚ ತಥೈವಾ-ಷ್ಟಕೌ ಇತ್ಯಪಿ ।	ಸ ಹಿ ಶರ್ಧೋ ನ	೧ ೧೨೭ ೬

೧ ಕೃತಿಃ ;— (ತ್ರಿಶುಗ್ಧರ್ಮೋ ವಿಭಾತು ಮೆ........। ತೈ. ಆ. ೪–೨೧–೧) [೮೦ ಅಕ್ಷರಾಣಿ]

೨ ಪ್ರಕೃತಿಃ :— (ಭಗೋ ಅನುಪ್ರಯುಕ್ತಾಂ........।) [೮೪ ,,]

೩ ಆಕೃತಿಃ :— (ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ....। ತೈ.ಆ. ೪-೩೫-೩೨, ವಾ.ಸಂ. ೩೪-೨೪) [೮೮ ,,]

೪ ವಿಕೃತಿಃ :— (ಇಮೇ ಸೋಮಾಃ ಸುರಾಮಾಣಃ....। ವಾ. ಸಂ. ೨೧-೪೨) [೯೨ ,,]

೫ ಸಂಕೃತಿಃ :— (ದೇವೋ ಅಗ್ನಿಃ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್........। ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೫-೯-೧) [೯೬ ,,]

೬ ಅಭಿಕೃತಿಃ :— (ದೇವೋ ಅಗ್ನಿಃ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದ್ದೇವಾನ್ಯಕ್ಷತ್....। ವಾ. ಸಂ. ೨೧-೫೮) [೧೦೦ ,,]

೭ ಉತ್ಕೃತಿಃ :— (ಛಾಗಸ್ಯ ಹವಿಷ ಆತ್ತಾಮದ್ಯ । ವಾ. ಸಂ. ೨೧–೪೩) [೧೦೪ ,,]

ಈ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸಂಖ್ಯೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತಾವ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ೧೨ ಅಕ್ಷರಗಳಿರಬೇಕಾದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ೧೧ ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ೧೧ ಇರಬೇಕಾದಕಡೆ ೧೦, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ಪಂಕ್ತಿಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ೮ ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ. ಏಳೇ ಇವೆ.

ರಥಂ ಹಿರಣ್ಯಯಂ ದದೃ (೩ನೆಯ ಪಾದ)
ಮಂಹಿಷ್ಠಃ ಸೂರಿರಭೂತ್ (೪ನೆಯ ಪಾದ)
ವರ್ಷಿಷ್ಠ ಮಕ್ರತಶ್ರವಃ (೫ನೆಯ ಪಾದ)

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವೈದಿಕ ಕವಿಗಳ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಆದದ್ದೋ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪಾಠದಲ್ಲೇನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದವು, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದವು, ಪವಿತ್ರವಾದವು. ಆದುದರಿಂದ ಪಾಠವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೆಲವರು. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು. ಆದರೆ ಎರಡು ಮತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದುತ್ತಮ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಗನ್ವಯಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಪಾಠವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ, ಛಂದಸ್ಸೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಬದಲಾವಣೆಯಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಗನ್ವಯಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ.

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಪಾಠವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹಲವರು ಒಪ್ಪಿದಾರೆ.

(1) ಪದಾನ್ತಸ್ವರವು ಮುಂದೆಬರುವ ಪದದ ಆದಿಸ್ವರದೊಡನೆ ಸಂಧಿನಿಯಮಪ್ರಕಾರ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಓದುವುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಇ, ಈ, ಉ, ಊ ಗಳಿಗೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅ ಆ ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೇದ್ಧೋ ಅಗ್ನೇ ದೀದಿಹಿ ಪುರೋ ನೋ (೭-೧-೩)

ಇದು ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾದುದು 11 ಅಕ್ಷರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇದ್ಧೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರ ಇದ್ಧೋ ಎಂದು ಓದಬೇಕು.

ಪ್ರೇದ್ಧೋ ಅಗ್ನೇ ದೀದಿಹಿ ಪುರೋ ನೋಽಜಸ್ರಯಾ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯವಿಷ್ಠ ।

ಇಲ್ಲಿ 'ಸೂರ್ಮ್ಯಾ' ಎಂಬುದರ ಬದಲು "ಸು ಊರ್ಮಿ ಆ" ಎಂದು ಓದಬಹುದು.

(2) ಪದಾನ್ತ 'ಅಃ' ಅಥವಾ 'ಏ' ಕಾರಪರವಾದ 'ಅ' ಕಾರವು ಲುಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಓದುವುದು.

ಅಗ್ನಯೋಽಗ್ನಿಭ್ಯೋ (ಅಗ್ನಯೋ ಅಗ್ನಿಭ್ಯೋ) (೭-೧-೪)
ವನಸ್ಪತೇಽವ (ವನಸ್ಪತೇ ಅವ) (೭-೨-೧೦)

(3) ಅನೇಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯ್, ರ್ ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಜಾವತೀಷು ದುರ್ಯಾಸು ದುರ್ಯ (೭-೧-೧೧)
ಪ್ರಜಾವತೀಷು ದುರಿ ಆಯು ದುರ್ಯ

(4) ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಅಥವಾ ಏ, ಓ ಗಳನ್ನೂ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳಾಗಿ ಓದಬಹುದು.

ಯುಯೋರಸುರ್ಯ೧ ಮಕ್ಷಿತಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ (೭-೬೫-೧)
ಯುಯೋರಸುರ್ಯ೧ ಮಕ್ಷಿತಂ ಜ್ಯಯಿಷ್ಠಂ
ವೃಷ್ಟಿಂ ಪರಿಜ್ಮಾ ವಾತೋ ದದಾತು ।
ವೃಷ್ಟಿಂ ಪರಿಜ್ಮಾ ವಾತೋ ದದಾತು (೭-೪೦-೬)

(5) ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 'ಪಾವಕ' ಶಬ್ದವು 'ಪವಾಕ' ವೆಂದೂ, 'ಸುವಾನಃ' ಎಂಬುದು "ಸ್ವಾನಃ" ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಓದಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪದಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ.

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದುದೆಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದೇ ಲಕ್ಷಣಸೂಚಕವೆನ್ನುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವುದು ತಪ್ಪೆಂದೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆಹೋಗಿದಾರೆ. ಈ ಋಕ್ಕುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಘು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಣಿಗೆ (Rhythm) ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅವಕಾಶವಿದೆಯೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆಮಾಡಿದ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕವನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಈರೀತಿ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದು ತೋರುವಂತೆ ರಚನೆಮಾಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ನಿದಾನವಾಗಿ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಒಂದುಕ್ರಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬಾಕಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಒಂದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕೊಟ್ಟಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಈ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕವನಮಾಡಿದಾರೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಪ್ರೊ. ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಎಂಬುವರು 'Vedic metre' (ವೇದದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥಾ (Stages) ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೆ—

(1) ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕವನಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕವನಮಾಡುವುದು. ಈಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳು ಇವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನೇಕ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೆಯ ಮಂಡಲಗಳು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವೆನ್ನಬಹುದು.

(2) ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರೆ. ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವು.

(3) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ರಿಷ್ಟುಭ್ ಮತ್ತು ಜಗತೀ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರೆ. ಒಂದನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದು. ಇದನ್ನು ಪರ್ವಕಾಲವೆಂದಿದಾರೆ.

(4) ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳೆರಡೂ ಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದು.

ವೈದಿಕ ಕವಿಗಳ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮದರ್ಜೆಯದು. ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಕಾಲದ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೆಂಬುದೇ ಪ್ರೊ. ಆರ್ನಾಲ್ಡರ ಮತ.

ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರು

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕರು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತರೂ ದೇಶಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧವಾದ ಆಧುನಿಕರು ದೇಶಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅರ್ಥಾನುವಾದಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಪುರಾತನಪಂಡಿತರು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಿಗಳನ್ನೂ, ಅವರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ವೇದಗಳಿಗೆ ಅತಿಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭದೆಸೆಯ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಡಿರುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ವೇದಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದ ರಿಂದಲೂ ವೇದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದವರು ನಿರುಕ್ತಕಾರರಾದ ಯಾಸ್ಕರು. ಈ ಯಾಸ್ಕರೂ ಸಹ ತಮಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರರನ್ನು ಉದಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನರಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ದೊರತಿಲ್ಲ. ದೊರೆಯುವ ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾಸ್ಕರೇ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ನಿರುಕ್ತವು ಋಗ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅನೇಕಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ವೇದಭಾಷ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರುಕ್ತವು ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಸ್ಕರ ವಿಷಯ ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಮಾಡದೆ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದ ೧೬ ಮಂದಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರು ಅತಿವಿರಳ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿರುವರು. ಇವರಿಗಿಂತ ವಿಶದವಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಯಣ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ.

೧. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮೀ

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೩೦)

ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವಮಟ್ಟಿಗೆ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ಈತನ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಒಂದನೆಯ ಅಷ್ಟಕ ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ.

ವಲ್ಲಭೀ ವಿನಿವಾಸ್ಯೇತಾಮೃಗರ್ಥಾಗಮಸಂಹೃತಿಂ ।
ಭರ್ತೃಧ್ರುವಸುತಶ್ಚಕ್ರೇ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮೀ ಯಥಾಸ್ಮೃತಿ ॥

ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ವಲ್ಲಭೀದೇಶದವನು. ಈತನ ತಂದೆ ಭರ್ತೃಧ್ರುವ. ಈತನ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ.ಶ. ೬೩೦ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೩೦ ರಲ್ಲಿ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

ನಾಗಸ್ವಾಮೀ ತತ್ರ............ಶ್ರೀಗುಹಸ್ವಾಮಿನಂದನಃ ।
ತತ್ರ ಯಾಜೀ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞ ಆಢ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮೇಧಿತಃ ॥
ತನ್ನಂದನೋ ಹರಿಸ್ವಾಮೀ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ವೇದವೇದಿಮಾ ।
ತ್ರಯೀವ್ಯಾಖ್ಯಾನಧೌರೇಯೋಽಧೀತತಂತ್ರೋ ಗುರೋರ್ಮುಖಾತ್ ॥
ಯಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಕೃತವಾನ್ ಸಪ್ತಸೋಮಸಂಸ್ಥಾಸ್ತಥರ್ಕ್ಶ್ರುತಿಂ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕೃತ್ವಾಧ್ಯಾಪಯನ್ಮಾಂ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮ್ಯಸ್ತಿ ಮೇ ಗುರುಃ ॥

ಹರಿಸ್ವಾಮಿಯು ಗುಹಸ್ವಾಮಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನು, ನಾಗಸ್ವಾಮಿಯ ಮಗನು ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯಕಾರನಾದ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯನು. ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಈರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾರೆ.

ಯದಾಬ್ದಾನಾಂ ಕಲೇರ್ಜಗ್ಮುಃ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಚ್ಛತಾನಿ ವೈ ।
ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ಸಮಾಶ್ಚಾನ್ಯಾಸ್ತದಾ ಭಾಷ್ಯಮಿದಂ ಕೃತಂ ॥

ಕಲಿಯುಗದ ೩೭೪೦ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸ್ವಾಮಿಯು ರಚಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂ. ೩೧೦೨ ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಒಂದು ಮತ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೩೮ರಲ್ಲಿ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷ್ಯ ರಚಿತವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಕಾಲವನ್ನು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೩೦ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಈತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ. ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೆಯ ಅಷ್ಟಕಗಳ ಭಾಷ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಷ್ಟಕ ೩೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಭಾಷ್ಯ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ಎಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ೬-೭೫-೬ರವರೆಗೂ ಭಾಷ್ಯದ ಅಂತವೆಂದಿದೆ. ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರ, ಅಡ್ಯಾರ್ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರೀ ಪುಸ್ತಕಭಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಈಚೆಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರ (Travancore) ದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

ವೇದಗಳು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈತನದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ, ಆಯಾ ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧವಿದೆ. ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನ ಅನವಶ್ಯಕವೆಂದು ಈತನ ಮತ.

ನ ಛಂದಃ । ಅನುಪಯುಜ್ಯಮಾನಪಜನತ್ವಾದಿತಿ ।

ನಿಘಂಟು, ನಿರುಕ್ತ, ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದಾನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ **ಸ್ಮರಣಂ, ಸ್ಮೃತಿಃ, ಸ್ಮರಂತಿ, ಕೇಚಿತ್** ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ೭-೩೫-೪ನೆ ಋಕ್ಕಿನ **ನಿಶ್ಮಿತಂ ಜಗತ್** ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದಾನೆ,

ಕೇಚಿತ್ತು–ನಿಶ್ಮಿತಶಬ್ದಃ ಸ್ಥಾವರವಚನಃ ಜಗದಿತ್ಯೇತೇನ ಸಮುಚ್ಚೀಯತೇ
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚ ಬುಧ್ಯತಾಮಿತಿ—ಏವಂ ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈತನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

೨. ನಾರಾಯಣ.

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕಿ. ಶ. ೬೩೦)

ವೇಂಕಟಮಾಧವನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾನೆ.—

ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮೀ ನಾರಾಯಣ ಉದ್ಗೀಥ ಇತಿ ತೇ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಚಕ್ರುಃ ಸಹೈಕಮೃಗ್ಭಾಷ್ಯಂ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಚರಂ ॥

ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮೀ, ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಗೀಥ ಈ ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ನಾರಾಯಣಕೃತ ಭಾಷ್ಯಭಾಗವು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಂ. ಸಾಂಬಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಮತ್ತು ಏಳನೆಯ ಅಷ್ಟಕಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ಸಾಮವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರ ಮಾಧವಪಂಡಿತನು ಈತನ ಮಗನೆಂದು ಊಹೆ. ಈ ಮಾಧವಪಂಡಿತನು ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ.

ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಸಹಚರನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಸ್ಯ ಸುತತ್ವೇನ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ
ಮಾಧವಪಂಡಿತಸ್ಯ ಕೃತೌ ಸಾಮವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ....................

ಮತ್ತು--

ಪಂಚಾಗ್ನಿನಾ ಮಾಧವೇನ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಸೂನುನಾ ಸವಿತುಃ ಪರಾಂ
ಭಕ್ತಿಮಾಲಂಬ್ಯ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತಂ ।

ನಾರಾಯಣನ ಮಗನಾದ ಮಾಧವನಿಂದ ಭಾಷ್ಯವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಮಾಧವಪಂಡಿತನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾನೆ.

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣಪತಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ನಮಃ ಸಾಮವೇದಾಯ ।
ರಜೋಜುಷೇ ಜನ್ಮನಿ ಸತ್ತ್ವವೃತ್ತಯೇ ಸ್ಥಿತೌ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಲಯೇ ತಮಃಸ್ಪೃಶೇ ।
ಅಜಾಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿನಾಶಹೇತವೇ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥

ಇದೇ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವೇ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸಾಮವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃವಾದ ಮಾಧವಪಂಡಿತನು ಬಾಣಭಟ್ಟನಿಂದ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಣನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನವನು ಮಾಧವಪಂಡಿತ. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಸಹಚರನಾದ ಈತನ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣನು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೩೦ರಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯದೂ ಇದೇ ಕಾಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

೩. ಉದ್ಗೀಥ.

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ.೬೩೦)

ಈತನು ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಎರಡನೆಯ ಸಹಚರನು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾನಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಥನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ 'ವೈದಿಕ ವಾಙ್ಮಯಕಾ ಇತಿಹಾಸ'ದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಾದ ಲಾಹೋರಿನ ಭಗವದ್ದತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ೧೦-೫-೭ನೇ ಋಕ್ಕಿನಿಂದ ೧೦-೮೩-೫ ರ ವರೆಗೆ ಇದೆ.

ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವಾನೆ.

ವನವಾಸೀ ವಿನಿರ್ಗತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಉದ್ಗೀಥಸ್ಯ ಕೃತೌ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯೇ ಚತುಷ್ಪಂಚಾಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ।

ಇಲ್ಲಿ ವನವಾಸೀ ಎಂಬುದರ ಬದಲು ವಲ್ಲಭೀವಿನಿವಾಸೀ ಎಂದಿರಬಹುದು. ವಿನಿರ್ಗತ ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದು ನೆಲಸಿದ ಎಂದರ್ಥವಾದರೆ, ವಲ್ಲಭೀದೇಶವಾಸಿಯಾದ ಉದ್ಗೀಥಕೃತಿಯೆಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಈತನೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯಂತೆ ವೇದವು ಯಜ್ಞೋಪಯೋಗಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವನೇ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತಗಳ ಋಷಿದೇವತಾದಿಗಳನ್ನು ಈತನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಷಾನುಕ್ರಮಣಿಯನ್ನೋದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರಬಹುದು.

೪. ಹಸ್ತಾಮಲಕ

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೦೦)

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕರೆಂಬುವರು ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಆದೇ ಹೆಸರಿನ ಈಚಿನ ಕಾಲದವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೫. ವೇಂಕಟಮಾಧವ

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೦೦-೧೨೦೦)

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ೧೦-೮೬-೧ ನೇ ಋಕ್ಕಿನ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ—**ಮಾಧವಭಟ್ಟಾಸ್ತು—ವಿ ಹಿ ಸೋತೋರಿತ್ಯೇಷರ್ಗಿಂದ್ರಾಣ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಮಿತಿ ಮನ್ಯಂತೇ** ಎಂದರೆ ಮಾಧವಭಟ್ಟರು "ವಿ ಹಿಸೋತೋಃ" ಎಂದು ಆರಂಭಿಸುವ ವಾಕ್ಯವು ಇಂದ್ರಾಣಿಯ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದಾ.ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ವೇಂಕಟಮಾಧವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇಂಕಟಮಾಧವರು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನರು.

ನಿಘಂಟು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ದೇವರಾಜಯಜ್ವನು (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೧೩) ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವಿಕನು. ಈತನು ತನ್ನ ನಿಘಂಟು ಭಾಷ್ಯದ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ

"ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಾರ್ಯತನಯಸ್ಯ ಮಾಧವಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ನಾಮಾನುಕ್ರಮಣ್ಯಾಃ........ಪರಾಲೋಚನಾತ್........ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ-ಭವಸ್ವಾಮಿ-ಗುಹದೇವ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ- ಮಾಧವದೇವ-ಉವಟ-ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರಮಿಶ್ರ-ಭರತಸ್ವಾಮ್ಯಾದಿ ವಿರಚಿತಾನಿ ವೇದಭಾಷ್ಯಾಣಿ........ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಿಯತೇ"

ವೇಂಕಟಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ಮಾಧವನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಾನುಕ್ರಮಣಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡುಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ. ವೇಂಕಟಮಾಧವರು ದೇವ ರಾಜನಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನರು.

ನಾನಾರ್ಥಾರ್ಣವಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಕೇಶವಸ್ವಾಮಿಯು (ಕಿ. ಶ. ೧೩೦೦ ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ) ಗೌಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಂಕಟಮಾಧವರ ಆಧಾರವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ದ್ವಯೋಸ್ತ್ವಶ್ವೇ ತಥಾ ಹ್ಯಾಹ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮ್ಯೃಕ್ಷು ಭೂರಿಶಃ ।
ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಸೂರಿಶ್ಚ ಕೋ ಅದ್ಯೇತ್ಯೃಚಿ ಭಾಷತೇ ॥

ವೇಂಕಟಮಾಧವರೇ, ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೮ ನೆಯ ಅಷ್ಟಕ ೩ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾರೆ.

ಏಕೋನಷಷ್ಠಮಧ್ಯಾಯಂ ವ್ಯಾಕರೋದಿತಿಮಾಧವಃ ।
ಜಗತಾಮೇಕವೀರಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ನಿವಸತ್ಸುಖಮ್ ॥

ಏಕವೀರರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಅರ್ಥ. ಚೋಲರಾಜ್ಯದ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಜನ ರಾಜರು 'ವೀರ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವರು. ಇವರು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಕಾಲವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ	ಕ್ರಿ. ಶ.	೧೦೬೨—೧೦೭೦
೧ ನೇ ವೀರಚೋಳ	,,	೧೦೭೮—೧೦೮೮
೨ ,,	,,	೧೧೩೫—೧೧೪೯
೩ ,,	,,	೧೧೮೩—೧೨೦೬
ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ	,,	೧೨೦೭—೧೨೫೫

ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಚಿನವರಾದ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೫೫ ರವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ೧೨೦೦ ರಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರು ವೆಂಕಟಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು, ಚೋಲದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊರ್ಮಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಾಸಿ, ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಜನು ಏಕವೀರ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದೇವರಾಜನು ತನ್ನ ನಿಘಂಟು ಭಾಷ್ಯದ ೧-೧೪-೧೮ ರಲ್ಲಿ ವೇಂಕಟಮಾಧವರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನುದ್ಧರಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಇತ್ಯತ್ರ (ವೇಂಕಟ)ಮಾಧವಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಭಾಷ್ಯಮ್ (೧-೧೪-೧೮)

ಈರೀತಿ ಮಾಧವನ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ. ದೇವರಾಜನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೇಂಕಟಮಾಧವಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವೇಂಕಟಮಾಧವ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇಂಕಟಮಾಧವರು ಎರಡು ಭಾಷ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಪ್ರಥಮಭಾಷ್ಯದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು—

(1) ಟ್ರಾವಂಕೋರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ–ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಷ್ಟಕದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯವಿದೆ.

(2) ಪಂಡಿತ ಸಾಂಬಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುವುದು.

(3) ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜಕೀಯಪ್ರಾಚ್ಯಪುಸ್ತಕಾಲಯ-ದೇವನಾಗರಿಪ್ರತಿ-ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಷ್ಟಕವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.

(4) ಟ್ರಾವಂಕೋರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ-ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ-ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟಕಗಳಿವೆ.

(5) ಮೈಸೂರು ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ-ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಷ್ಟಕ ತೃತೀಯಧ್ಯಾಯದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಥಮಾಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದೆ.

(6) ಟ್ರಾವಂಕೋರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ–ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ-ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯಾಷ್ಟಕಗಳಿವೆ.

(7) ಲಾಹೋರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ-ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ.

(8) ಲಾಹೋರ್ ದಯಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಲಚಂದ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ-ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ.

(9) ಡಾ|| ಮಲಯಾಲಂರವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳಿವೆ-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ಅಷ್ಟಕಗಳ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ—ಲಾಹೋರಿನ ಹಸ್ತಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಚಿಗೆ ಡಾ|| ಸ್ವರೂಪರವರು ಈ ವೆಂಕಟಮಾಧವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಂದವಾದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುವರು. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯು ಮೈಸೂರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಪ್ರಥಮಭಾಷ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

(೧) ಈ ಭಾಷ್ಯವೂ ಸಹ ಯಾಜ್ಞಿಕಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಂದಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲವು ಪದದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ಸಮಾವೇಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪದವು ಸರಳವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಸಂಕ್ಷೇಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ವೆಂಕಟಮಾಧವರೇ-

ವರ್ಜಯನ್ ಶಬ್ದವಿಸ್ತರಂ । ಶಬ್ದೈಃ ಕತಿಪಯೈರಿತಿ

ಎಂದರೆ ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಿಸ್ತಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

(೨) ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಹೊರತು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದು.

ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತ್ವಿಹ ಮಂತ್ರಾಣಾಮರ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮುಚ್ಯತೇ ।
ಯೇಽಜ್ಞಾತಾ ಯೇ ಚ ಸಂದಿಗ್ಧಾಸ್ತೇಷಾಂ ವೃದ್ಧೇಷು ನಿರ್ಣಯಃ ॥
ಸಂಹಿತಾಯಾಸ್ತುರೀಯಾಂಶಂ ವಿಜಾನಂತ್ಯಧುನಾತನಾಃ ।
ನಿರುಕ್ತವ್ಯಾಕರಣಯೋರಾಸೀದ್ಯೇಷಾಂ ಪರಿಶ್ರಮಃ ॥
ಅಥ ಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥಾನಾಂ ವಿವೇಕ್ತಾರಃ ಕೃತಶ್ರಮಾಃ ।
ಶಬ್ದರೀತಿಂ ವಿಜಾನಂತಿ ತೇ ಸರ್ವಂ ಕಥಯಂತ್ಯಪಿ ॥
ತಾಂಡಕೇ ಶಾಟ್ಯಾಯನಕೇ ಶ್ರಮಃ ಶತಪಥೇಽಪಿ ಚ ।
ಕೌಷೀತಕೇ ಕಾಠಕೇ ಚ ಸ್ಯಾದ್ಯಸ್ಯೇಹ ಸ ಪಂಡಿತಃ ॥
ಐತರೇಯಕಮಸ್ಮಾಕಂ ಪೈಪ್ಪಲಾದಮಥರ್ವಣಂ ।
ತೃತೀಯಂ ತಿತ್ತಿರಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಜಾನನ್ ವೃದ್ಧ ಇಹೋಚ್ಯತೇ ॥
ನ ಭಾಲ್ಲವಿಕಮಸ್ಮಾಭಿಸ್ತಥಾ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಕಂ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚರಕಾಣಾಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ಮಂತ್ರೋಪಬೃಂಹಣಂ ॥

ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೇವೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವು ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದು. ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುವವರು ಋಕ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಚತುರ್ಥಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು. ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳವರು ಶಬ್ದರೀತಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಂಹಿತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ತಾಂಡ್ಯ, ಶಾಟ್ಯಾಯನ, ಶತಪಥ, ಕೌಷೀತಕ ಮತ್ತು ಕಾಠಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುವವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ನಮ್ಮ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಥರ್ವಣದ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ವೃದ್ಧನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು. ನಾವು ಭಾಲ್ಲವಿ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಚರಕಗಳ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ಐತರೇಯ, ಕೌಷೀತಿಕ, ಶತಪಥ, ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಕಠ, ತಾಣ್ಡ್ಯ, ಶಾಟ್ಯಾಯನ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು. ಭಾಲ್ಲವಿ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಚರಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಈ ಪ್ರಥಮಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ಯಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಬಹಳವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಟ್ಯಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಈ ಪಾಠಗಳು ಜೈಮಿನೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೊಡನೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೋಲುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

(೩) ಇವುಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯನ, ಕಾತ್ಯಾಯನಕೃತ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣೀ, ಜೈಮಿನಿಕೃತ ನಿದಾನ ಸೂತ್ರ, ನಿಘಂಟು, ನಿರುಕ್ತ, ಶೌನಕ ಮತ್ತು ಬೃಹದ್ದೇವತೆಯ ಭಾಗಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತಿಯ ಪಾಠವು, ನಿರುಕ್ತ ಅಥವಾ ಯಾಸ್ಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ನಿರುಕ್ತದ ಲಘುಪಾಠವನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೃಹದ್ದೇವತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಾಠವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕ್‌ಡಾನಲ್‌ರ A ಶಾಖೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ಉದಹರಿಸಿರುವ ಬೃಹದ್ದೇವತೆಯ ಪಾಠಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಡಾನಲರ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

ಇದೇಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೆಂಕಟಮಾಧವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪಾಠವು ಮೈಕ್ ಡಾನಲರ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

(೪) ಅಷ್ಟಕ, ಅಧ್ಯಾಯ, ವರ್ಗ, ಮಣ್ಡಲ, ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಮನ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಮಾಧವರ ವಿಚಾರವು ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುವು :—

ಅಷ್ಟಕ, ಅಧ್ಯಾಯ, ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳು ಸಂಹಿತೆಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವರು. ಈರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ೧೦೪೦೨ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಗಳು ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ದ್ವಿಪದಿಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎಣಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ೧೦೪೮೦ ಆಗುವುದು.

೧೦೫೮೦ ಋಕ್ಕು ಮತ್ತು ಏಕಪಾದ, ಈರೀತಿಯಾಗಿ (ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣೀ ಮತ್ತು ಚರಣವ್ಯೂ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಯಾವ ಪಾಠವಿರುವುದೋ ಅದು ಯುಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ.

ಅನುವಾಕಾನುಕ್ರಮಣೀ ಮತ್ತು ಚರಣವ್ಯೂಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಖೆಯ ಗಣನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇನೇ ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ಆ ಗಣನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವರು.

(೬) ಯಾಸ್ಕೀಯ ನಿರುಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾದ ನಿಘಂಟುವೂ ಸಹ ಯಾಸ್ಕಪ್ರಣೀತವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದು.

೬. ಲಕ್ಷ್ಮಣ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ೧೦೯೨)

ಭಾವಪ್ರಕಾಶನವೆಂಬ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥವಿದೆ. ಇದರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಶಾರದಾತನಯ ರೆಂಬುವರು. ಇವರ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೭೪-೧೨೪೯. ಇವರ ಪ್ರಪಿತಾಮಹರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬುವರು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಈವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾರದಾತನಯರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬ ವರು ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆಮಾಡಿದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಆರ್ಯಾವರ್ತಾಹ್ವಯೇ ದೇಶೇ ಸ್ಫೀತೋ ಜನಪದೋ ಮಹಾನ್ ।
ಮೇರೂತ್ತರ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಸ್ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗತಃ ॥ ೫ ॥
ಗ್ರಾಮೋ ಮಾಠರಪೂಜ್ಯಾಖ್ಯೋ ದ್ವಿಜಸಾಹಸ್ರಸಂಮಿತಃ ।
ತತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಮಾಸೀದ್ವಿಪ್ರಃ ಕಾಶ್ಯಪವಂಶಜಃ ॥ ೬ ॥

ತ್ರಿಂಶತಾ ಕ್ರತುಭಿರ್ವಿಷ್ಣುಂ ತೋಷಯಾಮಾಸ ವೇದವಿತ್ ।
ವೇದಾನಾಂ ಭಾಷ್ಯಮಕರೋನ್ನಾಮ್ನಾ ಯೋ ವೇದಭೂಷಣಮ್ ॥ ೭ ॥

ಮೇರೂತ್ತರವೆಂಬ ಸ್ಥಳದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಠರವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಯಪವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮೂವತ್ತು ಯಾಗಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತುಷ್ಟಿಪಡಿಸಿ, ವೇದಭೂಷಣವೆಂಬ ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಶಾರದಾತನಯರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೭೪ ರಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಅವರ ಮುತ್ತಾತಂದಿರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬುವರು ಅವರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ೭೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

೭. ಧಾನುಷ್ಕಯಜ್ವಾ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ೧೩ ನೆಯ ಶತಮಾನ)

ತ್ರಿವೇದೀಭಾಷ್ಯಕಾರೇಣ ಧಾನುಷ್ಕಯಜ್ವನಾ ತು ಚರಣಶಬ್ದಸ್ಸುದರ್ಶನಾಭಿಧಾಯೀತಿ
ದೇವತಾ ವಿಶೇಷಸ್ಸುದರ್ಶನಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ।
ಯದ್ವಾ–ಮಹಸ್ವತ್ ಅರವತ್ ಏವಂ ಧನ್ವಯಜ್ವಿನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ।
ತ್ರಯೀನಿಷ್ಠವೃದ್ಧೇನ ಧಾನುಷ್ಕಯಜ್ವನಾ ತ್ರಿಷ್ವಪಿ ವೇದಭಾಷ್ಯೇಷು
ಸಪ್ರಮಾಣಮುಪನ್ಯಸ್ತಃ ।

ವೇದಾಚಾರ್ಯರ ಸುದರ್ಶನಮೀಮಾಂಸಾ ಗ್ರಂಥದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಧಾನುಷ್ಕಯಜ್ವಾ ಎಂಬೊಬ್ಬರು ಮೂರು ವೇದಗಳಿಗೂ ಭಾಷ್ಯಮಾಡಿದರು, ಇವರು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಈವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ.

೮. ಆನಂದತೀರ್ಥ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೯೭-೧೨೭೭)

ಇವರು ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಇವರಿಗೆ ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ, ಮಧ್ವ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ' ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಚತುಸ್ಸಹಸ್ರೇ ತ್ರಿಶತೋತ್ತರೇ ಗತೇ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ತು ಕಲೌ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್ ।
ಜಾತಃ ಪುನರ್ವಿಪ್ರತನುಃ ಸ ಭೀಮೋ ದೈತ್ಯೈರ್ನಿಗೂಢಂ ಹರಿತತ್ತ್ವಮಾಹ ॥

ಕಲಿಯುಗದ ೪೩೦೦ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಜನಿಸಿದರು. ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧೯೭ ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ. ಮಾಧ್ವಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಇವರು ೮೦ ವರ್ಷಕಾಲ ಇದ್ದರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ.

ಇವರ ಭಾಷ್ಯ :—ಭಾಷ್ಯವು ಶ್ಲೋಕರೂಪವಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೆಯ ೪೦ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷ್ಯವಿರುವುದು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ—

" ಋಕ್ಶಾಖಾಗತೈಕೋತ್ತರಸಹಸ್ರಸೂಕ್ತಮಧ್ಯೇ ಕಾನಿಚಿಚ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಸೂಕ್ತಾನಿ
ಭಗವತ್ಪಾದೈಃ....ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾನಿ "

ಋಗ್ವೇದದ ೧೦೦೧ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ೪೦ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಖ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲೂ, ೪೦ ಸೂಕ್ತಗಳಾದಮೇಲೆ **" ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ "** ಎಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ೪೦ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಾರೆ. ಇವರು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರು. ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಸ ಪೂರ್ಣತ್ವಾತ್ಪುಮಾನ್ನಾಮ ಪೌರುಷೇ ಸೂಕ್ತ ಈರಿತಃ |
ಸ ಏವಾಖಿಲವೇದಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಏವ ಚ ||

ನಾರಾಯಣನು ಪೂರ್ಣನು. ಅವನಿಗೇ ಪುರುಷನೆಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಇವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಜಯತೀರ್ಥರೆಂಬುವರು ಟೀಕಾಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅವರೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ತಮ್ಮ " ಸಂಬಂಧದೀಪಿಕಾ " ಎಂಬ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಬರೆದಿದಾರೆ.

" ಅತಸ್ತೇಷಾಂ ಭಗವತ್ಪರತ್ವಪ್ರಕಾರಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಕಾಸಾಂಚಿದೃಚಾಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಕರಿಷ್ಯನ್....ಪ್ರಯೋಜನಂ ಚ ದರ್ಶಯತಿ |

ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ.

ಆಹ ತಂ ಸ್ವಾತ್ಮ್ಯಶೇಷಸ್ಯ ಪೂರ್ವಮೇವ ಹಿ ತಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
" ಋಗರ್ಥಶ್ಚ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ । ಏಕಸ್ತಾವತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಗ್ನ್ಯಾದಿರೂಪಃ । ಅಪರಸ್ತದಂತರ್ಗತೇಶ್ವರಲಕ್ಷಣಃ । ಅನ್ಯೋಽಧ್ಯಾತ್ಮರೂಪಃ । ತತ್ತ್ರಿತಯಪರಂ ಚೇದಂ ಭಾಷ್ಯಂ ।

ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಕ್ಕೆ ಮೂರುವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು—ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾಪರವಾಗಿ; ಎರಡು—ಅಗ್ನ್ಯಾದ್ಯಂತರ್ಗತಪರಮಾತ್ಮನ ಪರವಾಗಿ; ಮತ್ತು ಮೂರು—ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ.

ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನಂದತೀರ್ಥರಪ್ರಕಾರ ವೇದವು ವಿಷ್ಣುಪರವಾದುದು.
ಇವರ ಭಾಷ್ಯದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳು :—

ಅಗ್ರಣೀತ್ವಂ ಯದಗ್ನಿತ್ವಮಿತ್ಯಗ್ರೇ ನಾಮ ತದ್ಭವೇತ್ ।
ಏವಮೇವಾಹ ಭಗವಾನ್ ನಿರುಕ್ತಿಂ ಬಾದರಾಯಣಃ ॥

(೧) ಮೊದಲನೆಯ ಋಕ್ಕಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ಮೊದಲು ಇದ್ದವನೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, ಈ ಅರ್ಥವು ಬಾದರಾಯಣರಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ.

ಋಕ್ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೇ ನಿರುಕ್ತೇ ವ್ಯಾಸನಿರ್ಮಿತೇ ।

ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ, ಆನಂದತೀರ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯಾಸನಿರ್ಮಿತವಾದ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥದ ಸಹಾಯವಿದ್ದಿರಬೇಕು.

(೨) ಇವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿ, ಬರ್ಕಶ್ರುತಿ, ತುರಶ್ರುತಿ, ಆನಂದಶ್ರುತಿ, ಸೌಪರ್ಣೀಶ್ರುತಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದಾರೆ. ಇವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

(೩) ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಡನೆ ವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ—

ಅನಂತತ್ವಾತ್ತು ವೇದಾನಾಂ ಪ್ರಾಯಃ ಕರ್ಮಾನುಸಾರತಃ ।
ಸಂಕ್ಷೇಪಂ ಕೃತವಾರ್ನ್ ದೇವಃ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ತದನುಜ್ಞಯಾ ॥
ಅಷ್ಟಕಾಧ್ಯಾಯವರ್ಗಾದಿಭೇದಂ ಚ ಕೃತವಾರ್ನ್ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವಿಶ್ರಮಾರ್ಥಾಯ ತಸ್ಮಾತ್ಕ್ರಮವಿಪರ್ಯಯಃ ॥

ವೇದದ ಶಾಖಾದಿಭೇದಗಳು, ಅಷ್ಟಕಾದಿವಿಭಜನೆ ಇವೆರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮಕೃತವಾದವು. ಅನಂತವಾದ ವೇದರಾಶಿಯ ಸಂಕ್ಷೇಪವು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೂ, ಅಷ್ಟಕಾದಿವಿಭಜನೆಯು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ.

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವೇಂಕಟಮಾಧವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟಕಾಧ್ಯಾಯವಿಚ್ಛೇದಃ ಪುರಾಣೈರ್ಋಷಿಭಿಃ ಕೃತಃ ।
ಉದಗ್ರಾಹಾರ್ಥಂ ಪ್ರದೇಶಾನಾಮಿತಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ವಯಂ ॥
ವರ್ಗಾಣಾಮಪಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಆರ್ಷ ಏವೇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಅಧ್ಯಯನಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ವಿಭಾಗೋ ವರ್ಗಶಃ ಕೃತಃ ॥

ಇದರಿಂದ ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನಂದತೀರ್ಥರು ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ, ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ, ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ, ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ, ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ೩೭ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಮಾಧ್ವಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 'ಸರ್ವಮೂಲ' ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಮಾಧ್ವಮತಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದ ಇವರ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರನೇಕರು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಮಾಧ್ವಭಾಷ್ಯದಮೇಲೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಟೀಕೆ

ಜಯತೀರ್ಥರೆಂಬುವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ. ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರೆಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ೨೦-೨೫ ವರ್ಷ ಈಚಿನವರು. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೦೨ ನೆಯ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಬಹುದು.

ಋಗ್ವೇದ ೧-೩-೧೦ ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ **ವಾಜಿನೀವತೀ** ಶಬ್ದದಮೇಲೆ ಜಯತೀರ್ಥರು **ಅವಿಭಕ್ತಿಕೋ ನಿರ್ದೇಶಃ** ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹರು ತಮ್ಮ ವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ—

ಏತೇನಾನ್ನಮನ್ನನತ್ ಕ್ರಿಯಾ ವಾ ವಾಜಿನೀತಿ ಮಾಧವವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಾ ।

ಎಂದಿದಾರೆ. ನರಸಿಂಹರ ಅನುಸಾರ ಜಯತೀರ್ಥರು ಮಾಧವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಖಂಡನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಪದದಮೇಲೆ ಮಾಧವ, ಸಾಯಣರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ;—

ವಾಜಿನೀವತೀತಿ ಅನ್ನವತ್ಕ್ರಿಯಯಾತೀ ।

ವೆಂಕಟಮಾಧವರ ಪ್ರಥಮಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅನ್ನವತೀ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಯತೀರ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಾಯಣ ಮಾಧವರನ್ನು ಖಂಡನಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಜಯತೀರ್ಥರ ವಿವರಣವು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಗಿರುವುದು.

ಜಯತೀರ್ಥರ ಟೀಕೆಯಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹರ ವಿವೃತಿ

ನರಸಿಂಹರ ವಿವೃತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೧೫೮೩ ನೆಯ ಶಕಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಎಂದಿದೆ. ನರಸಿಂಹರು ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂಡಿತರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಾಶಿಕಾ, ನಿರುಕ್ತ, ಏಕಾಕ್ಷರಮಾಲಾ, ಧಾತುವೃತ್ತಿ, ಜೈಮಿನೀಯ ಮೀಮಾಂಸಾ, ನಿಘಂಟು, ಅನುಕ್ರಮಣೀ, ಅನುಕ್ರ ಮಣಿಕಾಭಾಷ್ಯ, ಉಣಾದಿ, ಉಣಾದಿವೃತ್ತಿ (ಪಂಚಪಾದೀ), ಅಮರಕೋಶ, ಧನಂಜಯ, ವಿಶ್ವ, ವರರುಚಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕೈಯಟ, ಅಭಿಧಾನ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಛಾಂದೋಗ್ಯಭಾಷ್ಯ, ನ್ಯಾಯಸುಧಾ, ಉಜ್ವಲದತ್ತ (ದಶಪಾದೀ ವೃತ್ತಿ) ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಘಂಟು ಮತ್ತು ಉಣಾದಿಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದುಕಡೆ ಇವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ—

ಕರ್ನಾಟಕಭಾಷಯಾ ವಾಡ್ವೀತಿ ತಥಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಯಾ ವಾಸಲೇತಿ ಉಚ್ಯತೇ ।

ಎಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಗಳ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಮಂಜರೀ

ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಗಳು ಮಧ್ವಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕಾರರು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರು ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ

ಸಂಗ್ರಹಿಷ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಪ್ರೋಕ್ತಾನರ್ಥಾನ್ಯಚಾಂ ಸ್ಫುಟಂ ।

ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಬರಭಾಷ್ಯ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಐತರೇಯಭಾಷ್ಯ, ಸೂತ್ರಕಾರಕಂಠರವ, ಗೀತಾ, ಕಣ್ವಶ್ರುತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮಂಜರಿಯು ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು.

ನಾರಾಯಣರ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ ವಿವೃತಿ

ನರಸಿಂಹರ ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣರೆಂಬುವರೂ ಸಹ ಜಯತೀರ್ಥರ ಟೀಕೆಯಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಭಾವರತ್ನಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯು ಬರೋಡಾ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಇವರನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

೯. ಅತ್ಮಾನಂದ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ೧೨೦೦-೧೩೦೦)

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಅಸ್ಯ ವಾಮಸ್ಯ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೬೪-೧) ಸೂಕ್ತದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಆತ್ಮಾನಂದರ ಪರಿಚಯವದ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮೂಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ೧೨೩ ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಆ ಪರಿಚಯವು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಿತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮೂಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಾನಂದರು ಸ್ಕಂದ, ಭಾಸ್ಕರ ಮುಂತಾದವರುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಣರನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಸಾಯಣರಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿನವರಾಗಿರಬಹುದು.

ಆತ್ಮಾನಂದರಿಂದ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಕಾರರುಗಳು

ಸ್ಕಂಧಭಾಷ್ಯ, ಉದ್ಗೀಥ, ಭಾಸ್ಕರ, ಶೌನಕ, ವೇದಮಿತ್ರ, ಬೃಹದ್ದೇವತಾಕಾರ, ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾಕಾರ, ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರ, ನಿರುಕ್ತ, ಪುಷ್ಕರೋಕ್ತಕಲ್ಪ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪದಕಾರ, ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ (ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು), ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ವೇದಾಂತೀ, ಉಪನಿಷತ್, ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ನಿಘಂಟು, ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞ, ಯೋಗಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯ, ವೃದ್ಧಶೌನಕ, ಯೋಗಗ್ರಂಥ, ಶಾಕಪೂಣಿ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಪ್ರಶಂಸಾ, ವೃದ್ಧಮನು, ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಹೋದರರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಚಾರ್ಯ, ಶಂಖ, ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರ (ಆಹ್ನಿಕಗ್ರಂಥ), ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ (ಆತ್ಮಬೋಧ), ಯಮಸ್ಮೃತಿ, ಹರಿವಂಶ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಗದಾಧರ, ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ (ಕುಮಾರಿಲ?), ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಕಲ್ಪ, ಮಹಾಭಾಗವತ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ, ಶಿವಧರ್ಮೋತ್ತರ, ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯ (ಸ್ಮೃತಿ), ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ವಾಸಿಷ್ಠರಾಮಾಯಣ, ಸ್ಕಂದಪುರಾಣ, ಕಾಲಿಕಾಖಂಡ, ವಿಷ್ಣುರಹಸ್ಯ, ತೈತ್ತರೀಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾ; ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ; ಪೈಂಗಿರಹಸ್ಯ; ಏಕಾಕ್ಷರನಿಘಂಟು; ಭಾರದ್ವಾಜಸೂತ್ರ; ಭೋಜ; ವಾರ್ತಿಕಕಾರ; ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ದ್ರವಿಡಸ್ವಾಮೀ; ವಿವರಣ; ವಾಚಸ್ಪತಿ; ಮಹಾಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ; ಬಹ್ವೃಚಾರಣ್ಯಕ; ವಾಸಿಷ್ಠ ವೇದಾಂತಕಾರಿಕಾ; ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರ; ಭೋಜನಿಘಂಟು; ನಾರದೀಯಪುರಾಣ; ಇಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವ ಗ್ರಂಥಕಾರರುಗಳು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೆ.

ಆತ್ಮಾನಂದರ ಕಾಲ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜ, ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಚಾರಾರ್ಹಗಳು. ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರೇ ದೇವಣಭಟ್ಟರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಆಹ್ನಿಕಖಂಡವನ್ನೂ ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಡಿತ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೇಯವರ ಅನುಸಾರ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ಕಾಲವು ಸನ್ ೧೦೭೦ ರಿಂದ ೧೧೦೦ ರವರೆಗೆ ಆಗುವುದು. ಸ್ಮೃತಿಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕಾಲವು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಭಾಗವು.

ಆತ್ಮಾನಂದರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಹೋದರರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಪತರುವನ್ನು (ಸನ್ ೧೧೪೨ ರಲ್ಲಿ) ರಚಿಸಿದವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರರ

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಭಟ್ಟಹೃದಯರೆಂದು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾನಂದರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಕಾಶಕರೆಂದಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂದರು ೧೫೧೭ ನೇ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದು. ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಸ್ಕಂದ, ಉದ್ಗೀಥ, ಭಾಸ್ಕರ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಣರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಸಾಯಣರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಿನವರೆಂದು ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೊರೆಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಆತ್ಮಾನಂದರ ಕಾಲವು ೧೩ ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನದಿರಲಾರದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮಾನಂದರ ಭಾಷ್ಯದ ಹಸ್ತಲೇಖನಗಳು

ಇದುವರಿಗೂ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರಕಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದನೆಯದು ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯದು ಪಂಜಾಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಲಾಹೋರ್ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವುದು. ಬರೋಡಾ ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬರೆದ ತಿಥಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ–

ಶಕೆ ೧೭೨೪ ದುಂದುಭಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಮಾಹೇ ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ೮ ಭೃಗುವಾಸರೇ
ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಈ ಹಸ್ತಲೇಖನವು ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ೧೭೨೪ ರಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು.

ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸಿನ ಹಸ್ತಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವ ತಿಥಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸೂಚೀಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಗ್‌ಲಿಂಗ್ ಮಹಾಶಯರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯು ಸುಮಾರು ೧೬೫೦ ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ.

ಶೈಲೀ

ಆತ್ಮಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ—

ಅಧಿಯಜ್ಞವಿಷಯಂ ಸ್ಕಂದಾದಿಭಾಷ್ಯಂ । ನಿರುಕ್ತಮಧಿದೈವತವಿಷಯಂ ।
ಇದಂ ತು ಭಾಷ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯಮಿತಿ । ನ ಚ ಭಿನ್ನವಿಷಯಾಣಾಂ
ವಿರೋಧಃ । ಅಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಮೂಲಂ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರಂ ।

ಎಂದರೆ ಸ್ಕಂದಾದಿಗಳ ಭಾಷ್ಯವು ಅಧಿಯಜ್ಞವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ನಿರುಕ್ತವು ಅಧಿದೈವತವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಭಾಷ್ಯವು (ಆತ್ಮಾನಂದಭಾಷ್ಯ) ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲವು ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರವೇ ಆಗಿರುವುದು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆತ್ಮಾನಂದರು ಶಂಕರಮತಾನುವರ್ತಿಯಾದ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳು. ಅವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಮತದ ಭಾವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು. ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾನಂದರು ರಚಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.

ಇಂದ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮಗ್ನಿಮಾಹುರಥೋ ದಿವ್ಯಃ ಸ ಸುಪರ್ಣೋ ಗರುತ್ಮಾನ್ ।
ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ ಬಹುಧಾ ವದಂತ್ಯಗ್ನಿಂ ಯಮಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಮಾಹುಃ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೧-೧೬೪-೪೬)

ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಆತ್ಮಾನಂದರು, ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಆತ್ಮಾನಂದರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಪವು ಆತ್ಮಾನಂದರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಲವು ಶತಮಾನ ಮೊದಲಿನದಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೆಂದರೆ ಪುಷ್ಕರೋಕ್ತಕಲ್ಪವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಪದ ವಾಕ್ಯವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾ ಗುಣಯೋಗತೋ ವಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿತೋ ವಾಪಿ ಪರೇಶಮಾಹುಃ ।
ವಿಪ್ರಾಸ್ತದೇಕಂ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಸ್ತು ನಾನಾಪಿ ಸದೇಕಮಾಹುಃ ॥

ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂದರ ಭಾಷ್ಯವು ನಿರಾಧಾರವಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ವೇದದ ಈರೀತಿಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು.

ಶಾಕಪೂಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು

ಆತ್ಮಾನಂದರು ಶಾಕಪೂಣಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ—ಋ. ಸಂ. ೧-೧೬೪-೧೪ ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ—

ಚಕ್ರಂ ಜಗಚ್ಚಕ್ರಂ ಭ್ರಮತೀತಿ ವಾ ಚರತೀತಿ ವಾ ಕರೋತೀತಿ ವಾ
ಚಕ್ರಂ ಇತಿ ಶಾಕಪೂಣಿಃ ॥

ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ೪೦ ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ—

ಉದಕಂ—ಇತಿ ಸುಖನಾಮೇತಿ ಶಾಕಪೂಣಿಃ ।

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಶಾಕಪೂಣಿಯ ನಿರುಕ್ತದಿಂದಲೂ ಎರಡನೆಯದು ನಿಘಂಟುವಿನಿಂದಲೂ ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಶಾಕಪೂಣಿಯ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ಓದಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆತ್ಮಾನಂದರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಅವರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.

೧೦. ಸಾಯಣ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೧೫-೧೩೮೭)

ವೈದಿಕಭಾಷ್ಯಕಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜ್ಯಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರ ವೈದಿಕ ವಾಙ್ಮಯದಿಂದ ಅವರ ಅಪಾರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವವು. ಅವರು ಬರೆದ ವೇದ ಭಾಷ್ಯವು ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ.

ವೇದಗಳ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೂ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ವಿಶದವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ವೇದರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಯಣರಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿದ್ದರೂ ಅವರ ಭಾಷ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲನೇಕರು ವೇದದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿಯೋ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೋ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆವಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ರಚಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗೌರವಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಭಾಗ್ಯವು ಸಾಯಣರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇವರೂ, ಇವರಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೂ ಇವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠಸಹೋದರರೂ ಆದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೂ ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಅನೇಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈವವಶದಿಂದ ಈ ಮಹನೀಯರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ

ಸಾಯಣರು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಮಾಯಣ ಎಂತಲೂ ತಾಯಿಗೆ ಶ್ರೀಮತೀ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಅವರು ಭಾರದ್ವಾಜಗೋತ್ರೋದ್ಭವರು. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಬೋಧಾಯನಶಾಖಾನುಸಾರಿಗಳು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದು ಬಳಿಕ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಇವರಿಗೆ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಜ್ಯೇಷ್ಠಸಹೋದರರೂ, ಭೋಗನಾಥರೆಂಬ ಕನಿಷ್ಠಸಹೋದರರೂ ಇದ್ದರು.

ಇವರ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಪುರುಷರಾದ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಯೂ ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ದರ್ಶಕರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾಖಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವೂ, ಶಿಲ್ಪಾದಿಕಲೆಗಳಿಂದ ಮನೋಹರವೂ ಆದ ವಿಜಯನಗರವೆಂಬ ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಗರವು ಇವರಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಪ್ರಮುಖಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಅವರೇ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವೂ ಆಧುನಿಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ—

(1) **ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ** ಇದು **ಪರಾಶರ–ಮಾಧವ** ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವುದು. ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವು.

(2) **ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಕಾಲಮಾಧವ**

(3) **ಜೈಮಿನಿ-ನ್ಯಾಯಮಾಲಾ** ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.

(4) **ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿವಿವೇಕ**—ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿವಿಚಾರದ ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥವು.

(5) **ಪಂಚದಶೀ**—ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತಗ್ರಂಥವು.

(6) **ವೈಯಾಸಿಕನ್ಯಾಯಮಾಲಾ**—ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳು, ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಮಂತ್ರಿಪದವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಭಾರತಿತೀರ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿತವಾದವು.

ಈ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಪರಿಹೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ನಾಮಧೇಯಗಳೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಶಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಕೆಲವು ವಾದಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಈಚಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನಗ್ರಂಥಗಳೂ ಕೂಡ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೂ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಮೊದಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೂ ಅಭಿನ್ನರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ (Indian Historical Quarter.y, Vol. VI, pp. 701-717) ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಂಬ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೂ, ಮೊದಲನೆಯ ಬುಕ್ಕರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವರೂ—ಇವರಿಗೆ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಮಾತ್ಯಮಾಧವರೆಂದೂ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ—ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂತೆ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು "ಉಪನಿಷನ್ಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತನಾಚಾರ್ಯ" ನೆಂದೂ, ಮಹಾವೀರನೆಂದೂ, ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಬನವಾಸಿ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾಣೆಯವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆ (History of Dharma Sastra p. 374) ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಉದ್ದಾಮಪಂಡಿತರೂ, ರಾಜನೀತಿಜ್ಞರೂ, ವಿಜಯನಗರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಭೂತರೂ ಆಗಿದ್ದು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನರಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದರು. ಇವರು ಈರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ.

ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾದ ಭೋಗನಾಥರೆಂಬುವನು ಇವರಿಬ್ಬರಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಮ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಇವರು ಕಂಪಣನ ಮಗನಾದ ಎರಡನೆಯ ಸಂಗಮನಿಗೆ ನರ್ಮ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಅಂಶವು ಆ ರಾಜನ ಬಿತ್ರಗುಂಟಸನ್ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ—

ಇತಿ ಭೋಗನಾಥಸುಧಿಯಾ ಸಂಗಮಭೂಪಾಲನರ್ಮಸಚಿವೇನ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಪುರಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ಶಾಸನಪತ್ರೇಷು ವಿಲಿಖಿತಾಃ ಶ್ಲೋಕಾಃ ॥ ೩೩ ॥

(Epi. Ind. Vol. III. p. 23)

ಎಂದಿದೆ.

ಸಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ವೇದ, ವೇದಾಂತ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ರಾಗಿದ್ದರೆ, ಭೋಗನಾಥರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮದರ್ಜೆಯ ಕವಿ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರಸುಧಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳೂ, ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಬಿತ್ರಗುಂಟಸನ್ನದೂ, ಇವರು ಉತ್ತಮ ಕವಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಯಣರು ಇವರ ಈ ಆರು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಉದಹರಿಸಿದಾರೆ.

1. **ರಾಮೋಲ್ಲಾಸ** :—ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಕಾವ್ಯ.

2. **ತ್ರಿಪುರವಿಜಯ** :—ಈಶ್ವರನ ತ್ರಿಪುರವಧೆಯ ಕಥೆಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ.

3. **ಉದಾಹರಣಮಾಲಾ** :—ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಈ ಉದಾಹರಣ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಶಂಸಾತ್ಮಕವಾದುವು.

4. **ಮಹಾಗಣಪತಿಸ್ತವ** :—ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ.

5. **ಶೃಂಗಾರಮಂಜರೀ** ;—ಶೃಂಗಾರರಸದ್ಯೋತಕ ಗ್ರಂಥ.

6. **ಗೌರೀನಾಥಾಷ್ಟಕ** ;—ಗೌರಿನಾಥನ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು.

ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ಇವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒಂದುಕಡೆ ಹೇಳಿದಾರೆ—

" ತೇಷಾಮುದಾಹರಣಾನಿ ಭೋಗನಾಥಕಾವ್ಯೇಷು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾನಿ । "

ಇವರ ಕವಿತಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದ ಸಂಗಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿವೆ.

ಯಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಮುದ್ದಯದ್ದಯಾರಸಾ ಮರ್ಥಿನಾಮಭಿಮತಾನುಬಂಧಿನೀಂ ।
ಹಂತ ನೂನಮನುಯಾಂತಿ ಸಸ್ಪೃಹಂ ಕರ್ಣಕಲ್ಪತರುಕಾಮಧೇನವಃ ॥ ೮ ॥
ಯದ್ಯಶಃಪ್ರಸರಣೇನ ಭೂಯಸಾಹ್ಲಾದನೋಯುಷಿ ಪರಂ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ।
ಅಶ್ನುತೇ ವಿಫಲತಾಂ ನ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಕೇವಲಂ ಕುಮುದಿನೀವಿಕಾಸನಾತ್ ॥

ಗ್ರಂಥಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವಿಜಯನಗರದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪಣ, ಎರಡನೆಯ ಸಂಗಮ, ಒಂದನೆಯ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಮಂತ್ರಿಪದವಿಯನ್ನಲಂಕರಿಸಿ, ವಿಜಯನಗರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಂಪಣನು ಒಂದನೆಯ ಸಂಗಮನ ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಎಂದರೆ, ವಿಜಯನಗರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಹರಿಹರನ ತಮ್ಮನು. ಈತನು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಎಂದರೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಈಗಿನ ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಡಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಂಪಣನ ಮಗನಾದ ಎರಡನೆಯ ಸಂಗಮನಿಗಾಗಿ ಆತನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಆಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಇವರು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸಂಗಮನು ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕನಾದಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ವಹಿಸಿ, ತಾವು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಒಂದನೆಯ ಬುಕ್ಕನ (1350-1379) ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರಿಪದವಿಯನ್ನೇ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಅವನ ಮಗ ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರನ (1379-1399) ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಚತುರ್ವೇದಗಳಿಗೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದೆನ್ನುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ, ಇವರೇ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಧರಾಗಿ, ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೂಗಿನಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡರಾಜ್ಯವೊಂದನ್ನು ಆಳುವುದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷರೂ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕಿಳಿದು ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಕಾದಬಲ್ಲ ಮಹಾಯೋಧರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚತುರತೆ, ವಿಚಾರಪರವಾದ

ಮನಃಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾದ ಬಲ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೀರತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ದುವು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ಸಂಗಮನೊಡನೆ ದಂಡೆತ್ತಿಹೋಗಿ, ಚೋಲರಾಜನಾದ ಕಂಪನನ್ನೂ, ಗರುಡನಾಗರದ ಪಾಳೆಯಗಾರನನ್ನೂ (Ind. Ant. 1916, p. 23) ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಲಂಕಾರ ಸುಧಾಸಿಧಿಯ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಇವರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಗದ್ವೀರಸ್ಯ ಜಾಗರ್ತಿ ಕೃಪಾಣಃ ಸಾಯಣಪ್ರಭೋಃ ।
ಕಿಮಿತ್ಯೇತೇ ವೃಥಾಟೋಪಾ ಗರ್ಜಂತಿ ಪರಿಪಂಥಿನಃ ॥

ಇದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪಣನು ಗತಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಮಗ, ಸಂಗಮನು ಕೇವಲ ಶಿಶು. ಆದುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಸಾಯಣರ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿತ್ತು. ಇವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೀತಿಯು, ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.—

ಸತ್ಯಂ ಮಹೀಂ ಭವತಿ ಶಾಸತಿ ಸಾಯಣಾರ್ಯೇ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಭೋಗಸುಖಿನಃ ಸಕಲಾಶ್ಚ ಲೋಕಾಃ ।

ಇವರ ಸಾಂಸಾರಿಕಜೀವನವೂ ಸುಖಮಯವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಕಂಪಣ, ಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಣನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಪಣನು ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯ, ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತಗಾರ. ಮಾಯಣನು ಕವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರ. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾ ಚಾರ್ಯರು (Ind. Ant. 1916. p. 20) ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹಕಾರನಾದ, ಸಾಯಣ–ಮಾಧವನು ಈತನೇ ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದನೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಮಗ ಸಿಂಗಣನು ವೇದದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಟಾ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈತನಲ್ಲಿದ್ದುವು.

ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ (Dr. Aufrecht's Catalagus Catalogorum p. 711) ಸಾಯಣರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1387 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದರು. ಎಂದರೆ, ಇವರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳು

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುವು; ಇವುಗಳೇ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದುದು. ಆದರೆ ಸಾಯಣರು ಬರೆದಿರುವುದು ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತವೆಂದು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಶೈಲಿ, ವಿಷಯ ಪರಿಪೋಷಣೆ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡಿತರು ರಚಿಸಿ, ಸಾಯಣಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾರೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರ ಕೃತಿಗಳೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಂಕಿತಗಳೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ.

ಇವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರಿಂದಲೇ, ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೂ, ಅವುಗಳು ರಚಿತವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ.

1. **ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ** :—ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಸುಭಾಷಿತಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಇದೇ ಇವರ ಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು, ಕಂಪ ಅಥವಾ ಕಂಪಣರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರಚಿತವಾಯಿತೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

> **" ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಾಧೀಶ್ವರಾರಿರಾಯ ವಿಭಾಲ ಶ್ರೀ ಕಂಪರಾಜ**
> **ಮಹಾಪ್ರಧಾನ—ಭರದ್ವಾಜವಂಶಮೌಕ್ತಿಕ—ಮಾಯಣರತ್ನಾಕರ-**
> **ಸುಧಾಕರ—ಮಾಧವಕಲ್ಪತರುಸಹೋದರ—ಶ್ರೀ ಸಾಯಣಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇ**
> **ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧೌ— "**

ಎಂದಿದೆ.

2. **ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಸುಧಾನಿಧಿ** :—('ಕರ್ಮವಿಪಾಕ'ವೆಂತಲೂ ಹೆಸರು) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಗ್ರಂಥವು.

3. **ಧಾತುವೃತ್ತಿ** :—' ಮಾಧವೀಯಾ ಧಾತುವೃತ್ತಿಃ ' ಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಧಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಗ್ರಂಥವು. ಪಾಣಿನಿಯ ಧಾತುಪಾಠದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಧಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾರೆ. ಸಾಯಣರು ತನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನಿತ್ತು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಪೂಜ್ಯರಾದ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತೃ, ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ' ಮಾಧವೀಯಾ ಧಾತುವೃತ್ತಿಃ ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

೪. **ಅಲಂಕಾರಸುಧಾನಿಧಿ** :—ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಲಂಕಾರಗ್ರಂಥವು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದುದು. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವನ್ನೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನಾವ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಿಕಾ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣಶ್ಲೋಕಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತೃವಾದರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಣಶ್ಲೋಕಗಳು ದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದುವೋ ಅಥವಾ ಪೋಷಕನ ಪ್ರಶಂಸಾರೂಪವಾಗಿಯೋ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಲಂಕಾರಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉದಾಹರಣಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿನ ಸಂಬಂಧವಾದುವೇ ಆಗಿವೆ. ಈ ಉದಾಹರಣಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೋದರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಕಡೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂದರೆ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಸುಧಾನಿಧಿ, ಧಾತುವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಸುಧಾನಿಧಿಗಳು, ಎರಡನೆಯ ಸಂಗಮದೇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುವೆಂದು, ಆಯಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆದ್ಯಂತಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

೧. **ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಸುಧಾನಿಧಿಯ** ಆದಿಯಲ್ಲಿ (ಕರ್ಮವಿಪಾಕವೆಂತಲೂ ಹೆಸರು)

ತಸ್ಯ (ಸಂಗಮಸ್ಯ) ಮಂತ್ರಿಶಿರೋರತ್ನಮಸ್ತಿ ಮಾಯಣಸಾಯಣಃ ।

ತೇನ ಮಾಯಣಪುತ್ರೇಣ ಸಾಯಣೇನ ಮನೀಷಿಣಾ ।
ಗ್ರಂಥಃ ಕರ್ಮವಿಪಾಕಾಖ್ಯಃ ಕ್ರಿಯತೇ ಕರುಣಾವತಾ ॥

೨. ಧಾತುವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಅಸ್ತಿ ಶ್ರೀಸಂಗಮಕ್ಷ್ಮಾಪಃ ಪೃಥ್ವೀತಲಪುರಂದರಃ ।
ತಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿಶಿರೋರತ್ನಮಸ್ತಿ ಮಾಯಣಸಾಯಣಃ ॥

೩. ಅಲಂಕಾರಸುಧಾನಿಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ

ಇತಿ............ಶ್ರೀಮತ್ಸಂಗಮರಾಜಸಕಲರಾಜ್ಯಧುರಂಧರಸ್ಯ ಸಕಲವಿದ್ಯಾನಿದಾನಭೂತಸ್ಯ ಭೋಗನಾಥಾಗ್ರಜನ್ಮನಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಾವಲಂಕಾರಸುಧಾನಿಧೌ ॥

ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ.

೪. **ಪುರುಷಾರ್ಥಸುಧಾನಿಧಿ**—ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಷಯಕವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥವು. ಸಂಗಮದೇವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಯಜಮಾನನಾದ ಬುಕ್ಕರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದುದು. ಬುಕ್ಕನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನಂತರ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದಿರಬೇಕು. ಇದು ಮುಗಿದಮೇಲೆಯೇ ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲುಪಕ್ರಮಿಸಿರಬೇಕು.

೫. **ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳು**—ಇವುಗಳು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

೬. **ಆಯುರ್ವೇದಸುಧಾನಿಧಿ**—ಆಯುರ್ವೇದಗ್ರಂಥ. ಅಲಂಕಾರಸುಧಾನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.–

ಆಯುರ್ವೇದಸುಧಾನಿಧಿವ್ಯಸನಿಭಿಃ ಶ್ರೀಸಾಯಣಾರ್ಯೋದಿತಂ ಭೈಷಜ್ಯಂ ।

೭. **ಯಜ್ಞತಂತ್ರಸುಧಾನಿಧಿ**—ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ. ಈ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳೂ, ಬುಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುವು. ಈ ರಾಜನು ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಆದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳು—ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ದ್ಯೋತನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಪ್ರಕಾಶಪಡುವಂತೆ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವುಗಳು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಾದುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯದ ಆದಿಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳುವ ಅಂಶವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಕ್ಕರಾಜನು ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕದೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಉಪಕಾರಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು 'ಮಾಧವೀಯ' ಎಂದು ಕರೆದಿದಾರೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.

೧. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತಾ
೨. ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ
೩. ಸಾಮವೇದಸಂಹಿತಾ
೪. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾ
೫. ಅಥರ್ವವೇದಸಂಹಿತಾ

ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಮೇಲೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆದರೆ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಈ ಗ್ರಂಥವು ಎರಡನೆಯ ಹರಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ, ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.

A ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ
೧. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
೨. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು

B ಋಗ್ವೇದದ
೧. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
೨. ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕ

C ಸಾಮವೇದದ
೧. ತಾಂಡ್ಯ (ಪಂಚವಿಂಶ) ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
೨. ಷಡ್ವಿಂಶ ,,
೩. ಸಾಮವಿಧಾನ ,,
೪. ಆರ್ಷೇಯ ,,
೫. ದೇವತಾಧ್ಯಾಯ ,,
೬. ಉಪನಿಷತ್ ,,
೭. ಸಂಹಿತೋಪನಿಷತ್ ,,
೮. ವಂಶ ,,

D ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ
೧. ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಪ್ರಕಾರ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅನಂತರ ಋಗಾದಿ ಇತರವೇದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದವು ನಾನಾದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆಯೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವೂ, ಚತುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಪುರಾತನವೂ ಆದ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರೇ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ವೇದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು. ಯಾವ ಯಜ್ಞವಾಗಲೀ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದ ಋತ್ವಿಜನು ಅಧ್ವರ್ಯುವು. ಆತನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು, ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ (ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಂ ವಿಮಿಮೀತ ಉತ್ವಃ) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆತನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದುದು ಯಜು

ರ್ವೇದವನ್ನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನೂ ತದನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಋತ್ವಿಜನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಋಗ್ವೇದವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಆವರು ಆ ವೇದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ.

ವೇದಭಾಷ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಗಳು

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಕೆಗಳೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಮಾಡಿದಾರೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯಭಾಷ್ಯೋಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ, ವೇದಲಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಎರಡು ವೇದಭಾಗಗಳು (ಒಂದು ಚತುರ್ವಿಧಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು) ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು, (ದರ್ಶ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಾಸಗಳು ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಆವಶ್ಯಕಾಂಗಗಳೆಂದೂ, ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತಲೂ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ವಿಕೃತಿಯೆಂತಲೂ ವಿಧಾನಮಾಡಿದಾರೆ). ಇವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಾರೆ.

ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು. ವೈದಿಕಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ವೇದವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಹದುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೈಮಿನಿಯ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಗಳ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಪ ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ.

ವೇದಲಕ್ಷಣ, ವೇದಗಳ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವ, ವೇದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂಬ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ವೇದಪ್ರಯೋಜನ ಇವಿಷ್ಟನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿ ಯುವವನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡು ವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾರೆ.

ಸಾಮವೇದೋಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ವೇದಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸಾಮಗಾನ, ಗಾನದ ರೀತಿ, ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದ ಹರಿಸಿದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೬೨ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿದಾರೆ.

ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೋಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಭಾಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚಿಸಿ, "ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಧ್ಯೇತವ್ಯಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅನಂತರ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದಾರೆ.

ಅಥರ್ವವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇವು. ಪುರಾಣಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಅಥರ್ವವೇದವು ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾದ, ವೇದವು; ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದೆಂದರೆ, ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ವೇದವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಮತ್ತು 'ಪದ' ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯವು ಎಂಬಿವುಗಳು.

ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುವು.

ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೇ ವೇದದ ಲಕ್ಷಣ; ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾವುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ, ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯ, ವೇದ ಪೌರುಷೇಯವೆಂಬ ನೈಯಾಯಿಕ ಮತಖಂಡನೆ, ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟು, ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ, ಋಕ್, ಯಜುಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ವಿಷಯ—(ವೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಡಗಳು, ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಎರಡನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು, ಎಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವೆರಡೇ ವೇದದ ವಿಷಯ, ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ ವೇದದ ಪ್ರಯೋಜನ)—ಇವೇ ಮುಂತಾದುವು ಚತುರ್ವೇದಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಆಯಾಯ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಷಯಗಳೂ ಇವೆ—ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸೇಷ್ಟಿಗಳು, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನ ಪ್ರಶಂಸಾ, ವೇದಾಂಗಗಳ ಪರಿಚಯ, ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ 40 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಲಘುಪರಿಚಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು.

ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು

ವೇದಗಳು ಅತಿಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇವುಗಳ ಭಾಷೆಗೂ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆಗೂ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸಂದಿಗ್ಧಪ್ರಯೋಗಗಳು, ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪದಗಳು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ.

ಶಿಕ್ಷಾ :—ವೇದವನ್ನು ಸ್ವರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಕರಣ :—ಪದಗಳ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಎಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಛಂದಸ್ಸು :—ಮಂತ್ರಗಳ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರುಕ್ತ :—ಕೇವಲ ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ :—ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಕಲ್ಪ :—ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನುಕ್ರಮಣಿಗಳೆಂಬ ವೇದಗಳ ಉಪಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮಂತ್ರಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯವಾದ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಇವುಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಬೇಕು. ಕಡೆಯದಾದ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಗಳೆಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳು. ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ವೇದಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು.

" ಪೂರ್ವೋತ್ತರಮೀಮಾಂಸಯೋರ್ವೇದಾರ್ಥೋಪಯೋಗೋಽತಿಸ್ಪಷ್ಟ ಏವ "

ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಅತಿಮುಖ್ಯವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವುದೇ ನಿದರ್ಶನ. ವೇದಲಕ್ಷಣ, ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವ, ವೇದದ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವುಳ್ಳವು, ಉಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬಿವೇ ಮುಂತಾದ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಿದಾರೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಅನಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದಾರೆ ಮತ್ತು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ, ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಮಾಡಿದಾರೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತರು

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕರಿಗೂ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ (Philology) ಮತ್ತು ಪುರಾಣ (Mythology) ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ತತ್ತ್ವಾಭಿಲಾಷಿಗಳಿಗೆ, ಇವುಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದೇ ಇರಲಾರವು. ಸ್ವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ದೇವತಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತಾಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಗಳಷ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆರಣ್ಯಕಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಪಾರವಾದ ವೇದರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೂಡ, ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಡಿಗಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾದ ಅರ್ಥವು ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನ್ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವವರೂ ಸಾಯಣರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ತಳಹದಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವದೊಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನೂ ಕಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಗಳು ಆ ತಳಹದಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವು ಯಾವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆಂಬುದನ್ನೂಹಿಸುವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವೇದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾತರ್ಜಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು (Prof. Wilson) ಈರೀತಿ ಬರೆದಿದಾರೆ.

" He (Sayana) undoubtedly had a knowledge of his text far beyond the pretensions of any European Scholar, and must have been in possession, either through his own learning, or that of his assistants, of all the interpretations which had been perpetuated by traditional teaching from the early times."

ಈ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

೧೧. ರಾವಣ

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ, ೧೬೦೦)

ಈತನು ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. (ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಫಿಟ್ಜ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹಾಲ್—ಸಂಪಾದಕರು) ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಈತನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ—ಈತನು ಶಂಕರಮತಾನುಯಾಯಿಯಾದ ವೇದಾಂತಿ. ಭಾಷ್ಯದ ಶೈಲಿಯು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಾನಂದಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಈತನ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮಾನಂದರಿಗಿಂತ ಈತನು ಈಚಿನವನಿರಬೇಕು.

ಕಾಲ—ಈತನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉದಹರಿಸಿ ಬರೆದಿರುವವರು ಅಪರೂಪ. ಲೀಲಾವತೀಟೀಕಾಕಾರ ಸೂರ್ಯಪಂಡಿತನು 'ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಭಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಈ ಗೀತಾಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯದ ಉದ್ಧೃತಿಯಿದೆ. ಸೂರ್ಯಪಂಡಿನು ಲೀಲಾವತೀಟೀಕೆಯು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೩೮ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಯಿತೆಂದು ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವೇ ಬರೆದಿದಾನೆ. ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೇ ಈ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವು ರಚಿತವಾಯಿತೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ರಾವಣ ಎಂಬುದು ಸಾಯಣಶಬ್ದದ ಅಪಭ್ರಂಶವಿರಬೇಕು, ರಾವಣನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಸೂರ್ಯಪಂಡಿತನ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮೇಲಿನ ವಾದವು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಕಾರೈರಾಧಿದೈವಿಕಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಬಾಹ್ಯಸಂಗ್ರಾಮವಿಷಯೋ
ದರ್ಶಿತಃ । ರಾವಣಭಾಷ್ಯೇ ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮರೀತ್ಯಾಭ್ಯಂತರಸಂಗ್ರಾಮ-
ವಿಷಯೋ ದರ್ಶಿತಃ ಉವಟಭಾಷ್ಯೇ ತೂಭಯಮಪಿ ।

ಈತನ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳು—

ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯ :—ಅನುಪಲಬ್ಧ.

ಋಗ್ವೇದಪದಪಾಠ :— ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಂಥವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಳನೆಯ ಅಷ್ಟಕ ಮಾತ್ರ ದಯಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲಾಹೋರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಶಾಗಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪದಪಾಠಕ್ಕೂ ಶಾಕಲ್ಯಕೃತ ಪದಪಾಠಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

೧೨. ಮುದ್ಗಲ

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೧೩-೧೪೪೯)

ಈತನ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡೂ ಇಲ್ಲ. ಈತನ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿಯೂ

ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಯಾವುದೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಷ್ಟಕವೂ ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿ ೪-೫ ಅಷ್ಟಕಗಳೂ ಇವೆ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ ೧೪೭........ಎಂದಿದೆ. ಕಡೆಯ ಅಂಕಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು ೧೫ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲವಕಾಶವಿದೆ.

ಈತನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟದಾನೆ. ಆತನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಮುಂಚಿನ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಸಾರಭೂತವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಿಸಿದಾನೆ.

ಆಲೋಚ್ಯ ಪೂರ್ವಭಾಷ್ಯಂ ಚ ಬಹ್ವೃಚಸ್ಯ ಸಮಂತತಃ ।
ಗಹನಂ ಮನ್ಮಮಾನೇನ ಸುಬೋಧೇನ ಸಮುದ್ಧೃತಂ ॥

ನವನೀತಂ ಯಥಾಕ್ಷೀರಾತ್ ಸಿಕತಾಯಾಶ್ಚ ಕಾಂಚನಂ ।
ತಥಾ ಸಮುದ್ಧೃತಂ ಸಾರಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಬೋಧಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಮೌದ್ಗಲ್ಯಗೋತ್ರೇಣ ಚ ಮುದ್ಗಲೇನ
ಹ್ಯಾತ್ಮಾನುಭೂತೇನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತೇನ ।
ಯಥಾರ್ಥಭೂತೇನ ಸುಸಾಧಕೇನ
ಸಮುದ್ಧೃತಂ ಸಾರಮಿದಂ ವರಿಷ್ಠಂ ॥

ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಮುದ್ಗಲಭಾಷ್ಯವು ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿಗೆ ಮುದ್ಗಲಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ—

ತ್ವಾಮಗ್ನೇ ಹವಿಷ್ಮಂತೋ ದೇವಂ ಮರ್ತಾಸ ಈಳತೇ ।
ಮನ್ಯೇ ತ್ವಾ ಜಾತವೇದಸಂ ಸ ಹವ್ಯಾ ವಕ್ಷ್ಯಾನುಷಕ್ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೫-೯-೧)

ಹೇ **ಅಗ್ನೇ ತ್ವಾಂ ದೇವಂ** ದೀಪ್ಯಮಾನಂ **ಹವಿಷ್ಮಂತೋ** ಹೋಮದ್ರವ್ಯಸಮೇತಾ **ಮರ್ತಾಸೋ** ಮರ್ತ್ಯಾ **ಈಲತೇ** ಸ್ತುವಂತಿ । ಅಹಂ ಚ **ಜಾತವೇದಸಂ** ಜಾತಂ ವೇದೋ ಧನಂ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಜಾತವೇದಾಃ ತಮೇವವಿಧಂ **ತ್ವಾ** ತ್ವಾಂ **ಮನ್ಯೇ** ಸ್ತೌಮಿ । **ಸ** ತ್ವಂ **ಹವ್ಯಾ** ಹವ್ಯವಾಹನಸಾಧನಾನಿ ಹವೀಂಷಿ **ಆನುಷಕ್** ನಿರಂತರತಯಾನುಷಕ್ತಂ ಯಥಾ ತಥಾ **ವಕ್ಷಿ** ವಹಸಿ ॥

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

೧೩. ಚತುರ್ವೇದಸ್ವಾಮಿ

(ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ)

ಈತನು ಲೀಲಾವತೀಟೀಕಾಕಾರ ಸೂರ್ಯಪಂಡಿತನ ಗುರು. ಸೂರ್ಯಪಂಡಿತನು ತನ್ನ ಗೀತಾಟೀಕೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಚತುರ್ವೇದಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಗುರುವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾನೆ. ಈತನ ಶೈಲಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಶೈಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಪಾಂಡವರು ಮುಂತಾದ ಪುರಾಣವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ—

ಜಜ್ಞಾನ ಏವ ವ್ಯಬಾಧತ ಸ್ಪೃಧಃ ಪ್ರಾಪಶ್ಯದ್ವೀರೋ ಅಭಿಪೌಂಸ್ಯಂ ರಣಂ ।
ಅವೃಶ್ಚದದ್ರಿಮವ ಸಸ್ಯದಃ ಸೃಜದಸ್ತಭ್ನಾನ್ನಾಕಂ ಸ್ವಪಸ್ಯಯಾ ಪೃಥುಂ ॥

(ಋ. ಸ. ೧೦-೧೧೩-೪)

ಅತ್ರ ಚತುರ್ವೇದಸ್ವಾಮಿಕೃತಭಾಷ್ಯಂ— ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರೋ **ಜಜ್ಞಾನಃ** ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಮಾತ್ರೋ ಮಾಯಯಾ ಬಾಲದಶಾಂ ಸ್ವೀಕುರ್ವಾಣೋಽಪಿ ಸನ್ **ಸ್ಪೃಧಃ** ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ಕೃತವತಃ ಶತ್ರೂನ್ ಪೂತನಾದೀನ್ ಕಂಸಾಂತಾನ್ **ವ್ಯಬಾಧತ** ಬಾಧಿತವಾನ್ । ನ ಕೇವಲಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಅಪಿ ತು ಶಕ್ರಾದೀನಾಂ ಗರ್ವಮಪೀತ್ಯಾಹ । ಯೋ **ಅದ್ರಿಂ** ಪರ್ವತಂ ಗೋವರ್ಧನಂ **ಅವೃಶ್ಚತ್** ಉದ್ಧಧಾರ । ಕಿಮುದ್ದಿಶ್ಯ ? ಸಸ್ಯದೋ ಧಾನ್ಯದಾತ್ರ್ಯಾನ್ ಮೇಘಾನನವರತಂ ವರ್ಷಮಾಣಾನ್ **ಅವಸೃಜತ** ವಿಸರ್ಜಿತವಾನ್ । ತೇನ ಪೃಥುಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತಂ **ನಾಕಂ** ಇಂದ್ರಲೋಕಂ **ಸ್ವಪಸ್ಯಯಾ** ಮಾಯಯಾ **ಅಸ್ತಭ್ನಾತ್** ಸ್ತಂಭಿತವಾನ್ ಸ್ತಂಭಿತಶಕ್ತಿಮಕರೋತ್ । ಅಥ ಯೌವನದಶಾಯಾಮಪಿ **ಅಭಿಪೌಂಸ್ಯಂ** ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧಕಂ **ರಣಂ** ಕುರುಪಾಂಡವಸಂಗ್ರಾಮಂ **ವೀರೋಽಪಿ** ಸನ್ **ಅಪಶ್ಯತ್** ತಾಟಸ್ಥ್ಯೇನ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ನ ತು ಸ್ವಯಂ ಯುಯುಧೇ ।

ಈ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸರಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.

೧೪. ದೇವಸ್ವಾಮೀ

ಈತನ ಭಾಷ್ಯವು ಈವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತನು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಈತನು ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಇಂತಹವನು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಅಸಂಭವವಲ್ಲ.

ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಮಲಬೋಧರ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ

ಮಯಾ ಭೋಜಜನ್ಮೇಜಯಾಚಾರ್ಯದೇವಸ್ವಾಮಿವೇದನಿಘಂಟು-
ವಿಭ್ರಾಡನುವಾಕಾರ್ಥಪರ್ಯಾಲೋಚನೇನಾಯಮರ್ಥಃ ಕೃತಃ ।

ದೇವಸ್ವಾಮಿಯು ಮಹಾಭಾರತಟೀಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಮಲಬೋಧರು ಹೇಳಿರುವ ಗ್ರಂಥವು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವೇ ಇರಬೇಕು.

ಈತನ ಕಾಲ—ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ವಾಮಿಯು ಮೀಮಾಂಸಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು (ಉಪವರ್ಷಭಾಷ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪರೂಪವಾಗಿ) ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರಪಂಚಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೀಮಾಂಸಾಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶಬರಭಾಷ್ಯವು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಈ ದೇವಸ್ವಾಮಿಯೂ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಕಾರನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈತನು ವಿಕ್ರಮಶಕೆಗೂ ಮುಂಚಿನವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

೧೫. ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ.

ಈತನ ಭಾಷ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತನ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷ್ಯವೊಂದಿದೆ. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

೧೬. ಉವಟ

ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ (೩-೪-೧೧) ಅಮಾತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉವಟಕೃತವಾದ ಪಂಕ್ತಿಯೊಂದು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಉವಟನು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದನೆಂದು ಊಹಿಸಿದಾರೆ. (Dr. Raj's article read in the fifth Oriental Conference–p 261)

ಆದರೆ ಈ ಪಂಕ್ತಿಯು ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾದುದರಿಂದ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದಾನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ವಿಷಯ.

ಕಾತ್ಯಾಯನ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಒಂದು ಉವಟಕೃತ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮಣೀ ಭಾಷ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉವಟನು ಋಕ್ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

೧೭. ಹರದತ್ತ

ಈತನು ಆಶ್ವಲಾಯನಮಂತ್ರಪಾಠಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು ಮೈಸೂರು, ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ತಿರುವಾಂಕೂರುಗಳಲ್ಲಿವೆ. ದೇವರಾಜನು ತನ್ನ ನಿಘಂಟುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಹರದತ್ತಭಾಷ್ಯದಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಈತನು—

೧ ಏಕಾಗ್ನಿಕಾಂಡವ್ಯಾಖ್ಯಾ
೨ ಆಪಸ್ತಂಬಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾ—ಅನಾಕುಲಾ
೩ ಆಪಸ್ತಂಬಧರ್ಮಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾ—ಉಜ್ಜ್ವಲಾ
೪ ಆಶ್ವಲಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾ—ಅನಾವಿಲಾ
೫ ಗೌತಮಧರ್ಮಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾ—ಮಿತಾಕ್ಷರಾ

ಎಂಬೀ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮುಖ್ಯರಾದವರು. ಇವರುಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದು ಆದರೆ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೀ ಮುಂತಾದ ದೇಶಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ಮೊದಲಾದ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರೆದಿರುವ ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನರೂಪವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದವೇತ್ತೃಗಳ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕರಣ
ಯಜುರ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು

ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ, ಕಾಣ್ವ ಎಂಬ ಶಾಖೆಗಳೂ, ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂರುಶಾಖೆಗಳ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆವು.

ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು

೧. ಶೌನಕ

(ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ)

ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಯ ಉವಟರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಾಷ್ಯದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು ಎರಡು ಇವೆ. ಒಂದು ಕಾಶಿಪ್ರತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪೂನಾಪ್ರತಿ. ಪೂನಾಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಉವಟರ ಭಾಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಶೌನಕರ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ.

" ಅಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ ಶೌನಕೋ ನಾಮ ಋಷಿರಕರೋತ್ "

ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಶೌನಕರೆಂಬ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಂದು ತಾವೇ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಈ ಶೌನಕರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದಾರೆ.

**" ಪ್ರಥಮಂ ವಿಚ್ಛೇದಃ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಸಂಬಂಧಃ ಸಮಾಸಃ ಪ್ರಮೇ-
ಯಾರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯೇತಿ "**

ಎಂದರೆ ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅನ್ವಯವನ್ನು ಬರೆದು, ಸಮಾಸಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅನಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಇವರು ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮ.

ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದವು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ " ಕೇಚಿತ್ ", " ಅಪರೇ " ಮುಂತಾದ ಪದಗಳನ್ನುಪ ಯೋಗಿಸಿ, ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೂ ಉಂಟು.

" ಏವಂ ಯೋಗಿನೋಽಪಿ ದೀಪನಾದ್ದೇವಾಃ "

ದೇವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೈರುಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಉವಟರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಶೌನಕರು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿ, ಇವರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು.

೨. ಹರಿಸ್ವಾಮೀ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 638)

ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿಸ್ವಾಮಿ ಕೃತವಾದ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದೆ.

ನಾಗಸ್ವಾಮೀ ತತ್ರ....ಶ್ರೀ ಗುಹಸ್ವಾಮಿನಂದನಃ ।
ತತ್ರ ಯಾಜೀ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞ ಆಢ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮೇಧಿತಃ ॥ ೫ ॥
ತನ್ನಂದನೋ ಹರಿಸ್ವಾಮೀ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ವೇದವೇದಿಮಾನ್ ।
ತ್ರಯೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಧೌರೇಯೋಽಧೀತತಂತ್ರೋ ಗುರೋರ್ಮುಖಾತ್ ॥ ೬ ॥
ಯಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಕೃತವಾನ್ ಸಪ್ತಸೋಮಸಂಸ್ಥಾಸ್ತಥರ್ಕ್‌ಶ್ರುತಿಂ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕೃತ್ವಾಧ್ಯಾಪಯನ್ಮಾಂ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮ್ಯಸ್ತಿ ಮೇ ಗುರುಃ ॥ ೭ ॥

ಇದರಿಂದ ಹರಿಸ್ವಾಮಿಯು ಗುಹಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ನಾಗಸ್ವಾಮಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 630 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿದೆ. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹರಿಸ್ವಾಮಿಯೂ ಸುಮಾರು ಇದೇ ಕಾಲದವರೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಮತ್ತು ಹರಿಸ್ವಾಮಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯದಾಬ್ದಾನಾಂ ಕಲೇರ್ಜಗ್ಮುಃ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಚ್ಛತಾನಿ ವೈ ।
ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ಸಮಾಶ್ಚಾನ್ಯಾಸ್ತದಾ ಭಾಷ್ಯಮಿದಂ ಕೃತಂ ॥

ಕಲಿ 3740 ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭಾಷ್ಯವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕೆಯ ಆರಂಭವು ಕಲಿ 3102 ರಿಂದ. ಎಂದರೆ, ಹರಿಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದುದು ಕ್ರಿ. ಶ. 638 ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಇವರ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಇವರು ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಭಾಷ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಘುನಾಥ ಮಂದಿರದ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ 4509 ನೆಯ ನಂಬರಿನ ಗ್ರಂಥವೊಂದಿದೆ. ಇದು ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಪದಪಾಠ. ಈ ಪದಪಾಠವು ಹರಿಸ್ವಾಮಿಯ ಮತವನ್ನನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹರಿಸ್ವಾಮಿಯು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

೩. ಉವಟ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 1042)

ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಉವಟ ಎಂಬುವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲ, ಕಾಲ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನಂದಪುರವಾಸ್ತವ್ಯವಜ್ರಟಾಖ್ಯಸ್ಯ ಸೂನುನಾ ।
ಉವಟೇನ ಕೃತಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಪದವಾಕ್ಯೈಃ ಸುನಿಶ್ಚಿತೈಃ ॥
ಋಷ್ಯಾದೀಂಶ್ಚ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಅವಂತ್ಯಾಮುವಟೋ ವಸನ್ ।
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಕೃತವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಮಹೀಂ ಭೋಜೇ ಪ್ರಶಾಸತಿ ॥

ಆನಂದಪುರವಾಸೀ ವಜ್ರಟನು ಈತನ ತಂದೆ. ಭೋಜರಾಜನ ಕಾಲದವರು. ಉವಟನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಅವಂತೀ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಬರೋಡಾ, ಪೂನಾ, ಕಾಶೀ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಭೋಜ ರಾಜನ ಕಾಲವು ಕಿ. ಶ. 1017-1059 ಎಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದಿತವಾದ ವಿಷಯ. ಆದುದರಿಂದ ಉವಟನ ಕಾಲವು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1042 ಎನ್ನಬಹುದು.

ಉವಟ, ವಜ್ರಟ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಡೆಯದು. ಇವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇರಬೇಕು.

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಜ್ರಟಭಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯಾತ್ಮಜಸಕಲನಿಗಮವಿಚ್ಚೂಡಾಮಣಿ
ಶ್ರೀಮದುವಟಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇ........ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ।

ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಭಟ್ಟಾರ್ಯ, ಎಂಬೀ ಗೌರವದ ಪದಗಳನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಕುಲೀನರೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರೂ ಆಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇವರ ಭಾಷ್ಯದ ಕೆಲವು ವೈಶೇಷ್ಯಗಳು :

1. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ.

2. ಯಾಸ್ಕರ ನಿರುಕ್ತ, ನಿಘಂಟು, ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಇವುಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿರಳ.

3. ಇವರು ಯಾಜುಷಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯಾರಂಭ ದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಬರೆದಿದಾರೆ—

ಗುರುತಸ್ತರ್ಕತಶ್ಚೈವ ತಥಾ ಶಾತಪಥಶ್ರುತೇಃ ।
ಋಷೀನ್ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ದೇವತಾಶ್ಛಂದಸಂ ಚ ಯತ್ ॥

ಗುರುಗಳು, ತರ್ಕ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಶತಪಥಶ್ರುತಿ, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ, ಮಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಋಷಿ, ದೇವತಾ, ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಎಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಧರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಜುಷ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯು ಪುರಾತನವಾದುದಲ್ಲ.

ಇವರು ಋಕ್‌ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಭಾಷ್ಯ, ಯಜುಃಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಋಕ್‌ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣೀ ಭಾಷ್ಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು.

೪. ಗೌರಧರ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 1292)

ಮಾಲತೀಮಾಧವ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಟೀಕಾಕಾರರು ಜಗದ್ಧರಭಟ್ಟರೆಂಬೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಶ್ಮೀರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಿದ್ದರು. ಇವರ ಪಿತಾಮಹರು ಗೌರಧರರು. ಈ ಜಗದ್ಧರಭಟ್ಟರು ಸ್ತುತಿಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿರಸಪೂರ್ಣವಾದೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪುರಾ ಪುರಾರೇಃ ಪದಧೂಲಿಧೂಸರಃ ಸರಸ್ವತೀಸ್ವೈರವಿಹಾರಭೂರಭೂತ್ ।
ವಿಶಾಲವಂಶಶ್ರುತವೃತ್ತಿವಿಶ್ರುತೋ ವಿಪಶ್ಚಿತಾಂ ಗೌರಧರಃ ಕಿಲಾಗ್ರಣೀಃ ॥ ೧ ॥
ಅನಂತಸಿದ್ಧಾಂತಪಥಾಂತಗಾಮಿನಃ ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಣವಪಾರದೃಶ್ವನಃ ।

ಋಜುರ್ಯಜುರ್ವೇದಪದಾರ್ಥವರ್ಣನಾ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಯಸ್ಯಾದ್ಭುತವಿಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಂ ॥ ೨ ॥

ಹಿಂದೆ ಸದ್ವಂಶಪ್ರಸೂತರೂ, ಅಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಂಗತರೂ ಆದ ಗೌರಧರರೆಂಬ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ಇದ್ದರು. ಇವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಟೀಕಾಕಾರ ರತ್ನಕಂಠರು, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುತ್ತಾ,

ತಾದೃಶಸ್ಯ ಗೌರಧರಸ್ಯ ಋಜುರ್ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ದೋಷಾ ಚ ಯಜುರ್ವೇದ-
ಪದಾನಾಮರ್ಥವರ್ಣನಾ ಭಾಷ್ಯಪದ್ಧತಿರ್ವೇದವಿಲಾಸನಾಮ್ನೀ ಯ-
ಸ್ಯಾದ್ಭುತಂ ಚ ವಿಶ್ರುತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ॥

ಗೌರಧರರು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದವಿಲಾಸವೆಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 26 ರಿಂದ 31, ಮತ್ತು 38 ರಿಂದ 40 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ—

ಇತಿ ಋಜುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।
ಸಂವತ್ ೧೫೬೪ ಫಾಲ್ಗುನ ಶುದ್ಧ ೧೪ ಭೌಮೇ ಲಿಖಿತಂ ॥

ಎಂದು ಇದೆ—ಸಂವತ್ 1564 ನೇ ವರ್ಷ ಫಾಲ್ಗುನ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶೀ ಬುಧವಾರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಇವರು ಜಗದ್ಧರಭಟ್ಟರ ಪಿತಾಮಹನು. ಸ್ತುತಿಕುಸುಮಾಂಜಲಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಜಗದ್ಧರ ಭಟ್ಟರು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1352 ರಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಕುಸುಮಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಬರೆದರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿದಾರೆ. ಗೌರಧರಭಟ್ಟರು ಇವರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 1292 ರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ರಚಿತವಾಯಿತು.

೫. ರಾವಣ

(ಕ್ರಿ. ಶ. 16 ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ)

ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗಲೇ ರಾವಣನ ಕಾಲ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದ ಲೇಖಕನು. ಈತನು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಈವರೆಗೂ ಹಸ್ತಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯವೊಂದು ಇತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಎಂಬುವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ರುದ್ರಪ್ರಯೋಗದರ್ಪಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1659 ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಇದರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನು ತಾನು ರುದ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ರಾವಣಕೃತಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಬರೆದೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನಾವ್ಯವ ಆಧಾರವೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

೬. ಮಹೀಧರ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 1587)

ಈತನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಮಂತ್ರಮಹೋದಧಿ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂತ್ರಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಇದರ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈತನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉವಟಭಾಷ್ಯದ ಛಾಯೆ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಉವಟನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ

ಕಾತ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹೀಧರನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಯಣರ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೆಯ ಭಾಷ್ಯದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದಾನೆ. ಮಹೀಧರನ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈತನ ಕಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆಯಿದೆ. ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದವನೆಂದು ಕೆಲವರ ಮತ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಭಾಷ್ಯದ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವನ್ನುದಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನೃಹರಿಂ ಗಣೇಶಂ ಭಾಷ್ಯಂ ವಿಲೋಕ್ಯೌವಟಮಾಧವೀಯಂ ।
ಯಜುರ್ಮನೂನಾಂ ವಿಲಿಖಾಮಿ ಚಾರ್ಥಂ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ನಿಜೇಕ್ಷಣಾಯ ॥ ೧ ॥

ಇಲ್ಲಿ ಉವಟನ ಮತ್ತು ಮಾಧವನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೇನೆ ಎಂದು ಇದೆ. ಈ ಮಾಧವನು ವೇಂಕಟಮಾಧವನೆಂದು ವಾದಿಸಿ, 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹೀಧರನು ಇದ್ದನೆಂದು ಇವರ ವಾದ.

This view is further confirmed as Mahidhara, the commentator of the Sukla Yajurveda, who belonged to 1100. A.D. mentions a predecessor Madhava by name. This predecessor is probably to be identified with Madhava, son of Venkata.

ಆದರೆ ಈ ಮಾಧವನು ಸಾಯಣ ಮಾಧವನೆಂಬುವುದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರಕಡೆ ಉದಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂತ್ರಮಹೋದಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಧರನು ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ತಾನೇ ಬರೆದಿದಾನೆ—

ಅಬ್ದೇ ವಿಕ್ರಮತೋ ಜಾತೇ ಬಾಣವೇದನೃಪೈರ್ಮಿತೇ ।
ಜ್ಯೈಷ್ಠಾಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಶಿವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಪೂರ್ಣೋ ಮಂತ್ರಮಹೋದಧಿಃ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ, **ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶದುತ್ತರಷೋಡಶಶತತಮೇ ವಿಕ್ರಮನೃಪಾದ್ಗತೇ ಸತಿ** ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಿದಾನೆ. ಎಂದರೆ ವಿಕ್ರಮಶಕ 1645 ನೆಯ ವರ್ಷ ಜ್ಯೈಷ್ಠಾಷ್ಟಮೀದಿವಸ ಮಂತ್ರ ಮಹೋದಧಿಯು ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯ ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 1587 ರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ರಚಿತವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದ

ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯಕಾರರು

೧. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೧೫-೧೩೮೭)

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಗೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಷ್ಯ ಕಳೆದುಹೋಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದುದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದೇ ಶಾಖೆಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಅನಂತ ಎಂಬುವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕಡೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

> **ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ಕಣ್ವಶಾಖೀಯಸಂಹಿತಾ ಪೂರ್ವವಿಂಶತಿಃ ।**
> **ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೇಣ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತ್ಯ ನ ಚೋತ್ತರಾ ॥**
> (ಅನಂತರ ಕಾಣ್ವಶಾಖಾ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯದಿಂದ)

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಥಮಕಾಂಡದ ಅಂತಿಮಭಾಗದಂತೆ ಲುಪ್ತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಮನು, ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಇವರ ವಿವರಣಗ್ರಂಥ, ವೇದಾನ್ತದರ್ಶನ, ಜೈಮಿನಿ, ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟ, ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣೀ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತ, ಕಾಣ್ವಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಪಸ್ತಂಬ, ತೈತ್ತಿರೀಯ, ವಾಸಿಷ್ಠರಾಮಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಉದಹರಿಸಿದಾರೆ.

ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಖಂಡ ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು, ಋಗ್ವೇದದ ವರ್ಗಾದಿಭೇದಗಳನ್ನು ವೇಂಕಟಮಾಧವ, ಆನಂದತೀರ್ಥ ಇವರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ.

> **ಮಾಣವಕಾನಾಮಾವರ್ತನಸೌಕರ್ಯಾಯ ಖಂಡಿಕಾವಿಚ್ಛೇದಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮದ್ಭಿ-ರಧ್ಯಾಪಕೈಃ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಾತ್ । ಯಥಾ ಬಹ್ವೃಚಾನಾಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಮಧ್ಯೇಽಪಿ ವರ್ಗವಿಚ್ಛೇದಃ ಕಲ್ಪಿತಃ । ಯಥಾ ವಾ ತೈತ್ತಿರೀಯಕಾಣಾಂ ವಾಕ್ಯಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಪಂಚಾಶತ್ಪದಸಂಖ್ಯಾಯಾ ವಿಚ್ಛೇದಃ ಆವೃತ್ತಿ-ಸೌಕರ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ । ತದ್ವದತ್ರಾಪ್ಯವಗಂತವ್ಯಂ ।**

ಇವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾದವು. ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ--

"**ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪತ್ವಾತ್**" ಎಂದಿದಾರೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಉದಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

೨. ಆನಂದಬೋಧ

(ಕ್ರಿ. ಶ. 1442–1542)

ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ್ವಶಾಖೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 20 ಅಧ್ಯಾಯ ಗಳ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ. ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ 19 ರಿಂದ 38 ಅಧ್ಯಾಯಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. "ವೈದಿಕ ವಾಙ್ಮಯದ ಇತಿಹಾಸ" ವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಭಗವದ್ದತ್ತರ ಸ್ವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 39 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಭಾಷ್ಯವೂ, ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 40 ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಕಡೆಯದೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಭಾಷ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ—

ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ, "ಕಾಣ್ವವೇದಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹ" ಎಂದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾರೆ. ಆನಂದಾಶ್ರಮದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ–

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಶ್ರೀವಾಸುದೇವ-ಪುರೀಪೂಜ್ಯಪಾದ ಪರಮಕಾರುಣ್ಯಾಸಾದಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಾತವೇದಭಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಸೂನುನಾ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ-ಭಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯೇನ ವಿರಚಿತೇ ಕಾಣ್ವವೇದಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹೇ ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

ಇದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಕಾಣ್ವವೇದಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹವೆಂದೂ, ಇವರ ತಂದೆ ಭಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಇವರ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಪೂನಾ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಇವರು 300 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರು ಎಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸಬಹುದು.

ದೇವಯಾಜ್ಞಿಕನೆಂಬುವನು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೦೬ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕಾಪೂರ್ಣಭಾಷ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಈತನು ತನ್ನ ಯಾಜುಷಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದಾನೆ.

ಉರ್ವಂತರಿಕ್ಷಮಿತ್ಯಸ್ಯ ರಕ್ಷೋಘ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತೇತಿ ಏವಂ ಕಣ್ವಸಂಹಿತಾ-ಭಾಷ್ಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಸ್ತಿ ।

ಮತ್ತು—

ಅಗ್ನಿದೇವತೇತಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಾಃ

ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾಯಣಾಚಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೇನಾದರೂ ಆನಂದಬೋಧಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಆಗ ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

೩. ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ)

ಈತನ ಭಾಷ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ೩೨ರಿಂದ ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ, ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ೩೨ ರಿಂದ ೪೦ ರವರಿಗೂ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೬೬೫ರ ಪ್ರತಿ) ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ೨೧ರಿಂದ ೩೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಇದೆ. ೪೦ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಾಶ್ರಮಪ್ರಕಟನಕಾರರು ಮುದ್ರಿಸಿದಾರೆ.

ಈತನ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಭಾಷ್ಯದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿ, ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾದುದು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಕಣ್ವಕಂಠಾಭರಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾಜುಷಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯ ಭಾಷ್ಯವೊಂದನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಇದೂ ಕ್ರಿ. ಶ ೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಮತ್ತು ಈತನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯರಚಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮದರಾಸಿನ ಪ್ರತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿದಾನೆ.

ವಂದೇ ಶ್ರೀಪಿತೃಚರಣಾನ್ ಭಟ್ಟನಾಗೇಶಸಂಜ್ಞಕಾನ್ ।
ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾದಹಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಸಂಜಾತೋ ಜಡಧೀರಪಿ ।
ವಂದೇ ಭಾಗೀರಥೀಮಂಬಾಂ ....ಗುಣಶಾಲಿನೀಂ ॥

ತಂದೆ ನಾಗೇಶಭಟ್ಟ, ತಾಯಿ ಭಾಗೀರಥೀ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಕಾಶೀ. ಪೂನಾಪ್ರತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ಅಂಬಾ ಭಾಗೀರಥೀ ಯಸ್ಯ ನಾಗದೇವಃ ಪಿತಾ ಸುಧೀಃ ।
ಕಾಶ್ಯಾಂ ವಾಸಃ ಸದಾಸಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಯಸ್ಯ ರಮಾಪ್ರಿಯೇ ॥

ಈತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ ಎಂಬುದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರತಿಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ಕಾಣ್ವಶಾಖೀಯಸಂಹಿತಾ ಪೂರ್ವವಿಂಶತಿಃ ।
ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೇಣ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತ್ಯ ನ ಚೋತ್ತರಾ ।
ಅತಸ್ತಾಂ ವ್ಯಾಕರಿಷ್ಯೇಽಹಮನಂತಾಚಾರ್ಯನಾಮಕಃ ॥

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನು ಸಂಹಿತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಹೆಸರು 'ಭಾವಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ'. ಒಂದೊಂದು ಸಲ 'ವೇದದೀಪ' ವೆನ್ನುವುದೂ ಉಂಟು.

ಅಮುನಾ ವೇದದೀಪೇನ ಮಯಾ ನೀರಾಜಿತೋ ಹರಿಃ ।

ಈತನು ಕಾತ್ಯಾಯನ ಸೂತ್ರಗಳು, ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪುರಾತನವಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಗಳು, ನಿರುಕ್ತವೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂಗಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಭಾಷ್ಯ ರಚನೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿಯಾಗಲೀ, ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದಲಾಗಲೀ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾನೆ.

ಕಾತ್ಯಾಯನಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಶತಪಥಾಭಿಧಂ ।
ಪುರಾತನಾನಿ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ನಿರುಕ್ತಾದ್ಯಂಗಮೇವ ಚ ॥
ಆಲೋಕ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ಬಹುಧಾ ಕೃತಂ ಭಾಷ್ಯಮನುತ್ತಮಂ ।
ಸಂತಿ ಭಾಷ್ಯಾಣ್ಯನೇಕಾನಿ ಪ್ರಣೀತಾನಿ ಹಿ ಸೂರಿಭಿಃ ॥
(ಪೂನಾಪ್ರತಿ)

ಅನೇಕಗ್ರಂಥಮಾಲೋಚ್ಯ ದೀಪಿಕಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಮಯಾ ।
ಬಹೂನಿ ಸಂತಿ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಣೀತಾನಿ ಹಿ ಸೂರಿಭಿಃ ॥
ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯಾಭಿಮಾನೇನ ನ ಚ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಲಿಪ್ಸಯಾ ।
ದೀಪಿಕಾ ರಚ್ಯತೇ ಕಿಂತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸ್ಯ ತುಷ್ಟಯೇ ॥
(ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರತಿ)

ಈತನು ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ,

೧ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಷ್ಯ—ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ.

೨ ಕಣ್ವಕಂಠಾಭರಣ— ,, ,,

೨ ಯಾಜುಷಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಭಾಷ್ಯ–'ಪದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶ'—ಇದರ ನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿವೆ.

೪ ಭಾಷಿಕಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ—ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಏಷ್ಯಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಎಂಬ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ.

೪ ಕಾಲನಾಥ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ೧೧೯೨)

ಈತನ ಗ್ರಂಥದ ನಾಮಧೇಯವು ಯಜುರ್ಮಂಜರೀ ಎಂದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ಭಾಷ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಜುಷಕ್ರಮುವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕೇವಲ ೨೫೦ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿದೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ––

ವಿವಿಚ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ ವಿವಿಧಾಂಶ್ಚ ಕಲ್ಪಾ-
ನೇತಸ್ಯ ತೋಷಾಯ ಮುದಾ ವ್ಯತಾನೀತ್ ।
ಭಟ್ಟಸ್ಸ್ವಯಂಭೂತನಯೋಽತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್
ಶ್ರೀಕಾಲನಾಥಃ ಸಹಕಾರಿಭಾವಂ ॥

ಎಂದರೆ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಹಾರಾಜ ದೇವರಾಜನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಭೂಭಟ್ಟನ ಮಗನಾದ ಕಾಲನಾಥನು ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು.

ಈತನ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಈತನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದ ಮಹಾರಾಜದೇವನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಅಸ್ತಿಪ್ರಶಸ್ತಂ ದಿಶಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾ-
ಮುಚ್ಚಾಭಿದಾನಂ ನಗರಂ ಗರೀಯಃ ॥ ೩ ॥
ಉಚ್ಚೈಸ್ತನಾರಧ್ವರಗಾವಗಾಹಂ
ತೀರ್ಥಂ ಪರಂ ಪಂಚನದಂ ಪವಿತ್ರಂ ॥ ೪ ॥

ಕ್ಷಿತೀಶ್ವರಾಃ ಕ್ಷತ್ರಪದಾವತಂಸಾ-
ಸ್ತತ್ರಾವಿರಾಸಂಸ್ತರುಣಪ್ರತಾಪಾಃ ।
ಯೇಷಾಮಭೂತ್ ವಾಘುರನಾಮಧೇಯಃ
ಪ್ರರೂಢಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಥಮೋ ನರೇಂದ್ರಃ ॥

ಎಂದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಿದೆ. ಇದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪಂಚನದವೆಂಬ ಒಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯವರೇಣ್ಯರು ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಮೂಲಪುರುಷನು ವಾಘುರ ಎಂಬುವನು. ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ವಾಘುರ, ತೋಲೋಕ, ರಾಮ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಸಹದೇವ, ಹಂಸಪಾಲ, ಮಂಗಲ, ವೀರಪಾಲ, ಜಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜದೇವ ಎಂಬುವರು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವನಾದ ಮಹಾರಾಜದೇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲನಾಥನ ಯಜುರ್ಮಂಜರಿಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಪಂಚನದ ಎಂಬ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎರಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಲ್ಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಂಚನದವೇ ಕಾಲನಾಥನ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವಿರಬೇಕು. ಇದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚವೆಂಬ ಗ್ರಾಮವೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನೇ ಕಾಲನಾಥನು ವರ್ಣಿಸಿರಬಹುದು.

ಬಂಗಾಳದ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1523 ನೆಯ ವರ್ಷದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲನಾಥನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನವನು ಇರಬೇಕು. ಕಾಲನಾಥನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂರಾಜರ ಹೆಸರೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸುಳಿವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪ್ರವೇಶವಾದುದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1174 ರ ನಂತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈತನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉದಹರಿಸಿರುವವರು ವಿರಳ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಮಿಶ್ರನ ಶಾಸ್ತ್ರದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೀಪಿಕೆಯ ಕಾಲವೇ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಲನಾಥನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೫. ಮುರಾರಿ ಮಿಶ್ರ
(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು 1342)

ಈತನು ಪಾರಸ್ಕರಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವೇದ ಭಾಷ್ಯವಲ್ಲ. ಈತನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಬರೆದ ಗೃಹ್ಯಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾರಸ್ಕರಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ.

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪೂರ್ವಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ
ತಥೈವ ಕಾತ್ಯಾಯನಪಾದಪದ್ಮಂ ।
ತನೋತಿ ಪಾರಸ್ಕರಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯಂ
ಮುರಾರಿಮಿಶ್ರಃ ಪಿತೃಗೃಹ್ಯಭಾಷ್ಯಾತ್ ॥

ಗೃಹ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಭಿಧಭಾಷ್ಯಗರ್ಭಾ-
ಜ್ಞೈರ್ವೇದಮಿಶ್ರೈರ್ವಿಧಿವತ್ಪ್ರಣೀತಂ ।
ಆಕೃಷ್ಯ ಬಂಧುಂ ವಿದಧಾತಿ ಮಂತ್ರೇ
ಮುರಾರಿಮಿಶ್ರಃ ಶ್ರುತಿತೋ ವಿವಿಚ್ಯ ॥

ಈತನ ತಂದೆ ವೇದಮಿಶ್ರರು. ಇವರು ಗೃಹ್ಯಪ್ರಕಾಶವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮತ್ತು ವೇದದಿಂದ ವಿಷಯಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪಾರಸ್ಕರಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ.

ಬಂಗಾಳದ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿ. ಶ. 1370 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದುದು. ರಘುನಾಥಮಂದಿರದ ಪುಸ್ತಕಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯು ಕ್ರಿ. ಶ. 1362 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಕ್ರಿ. ಶ. 1362 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಚಿತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

೬. ಹಲಾಯುಧ
(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. 1174–1199)

ಈತನು 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರ್ವಸ್ವ' ವೆಂಬ ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಕ್ರಿ. ಶ. 1877 ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳೂ ಅನೇಕ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ.

ಈತನ ವಿಷಯವಾಗಿ, ರಾಯ್‌ಬಹದ್ದೂರ್ ಮನಮೋಹನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕ್ರಿ. ಶ. 1915 ನೆಯ ಇಸವಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಕಾಣೆಯು

ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲಾಯುಧನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕರೂ, 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರ್ವಸ್ವ' ದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಲಾಯುಧನು ಕ್ರಿ.ಶ. 1174-1199 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯೇ ಖ್ಯಾಪಿತರಾಜಪಂಡಿತಪದಂ ಶ್ವೇತಾರ್ಚಿಬಿಂಬೋಜ್ಜ್ವಲ-
ಚ್ಛತ್ರೋತ್ಸಿಕ್ತಮಹಾಮಹಸ್ತನುಪದಂ ದತ್ವಾ ನವೇ ಯೌವನೇ ।
ಯಸ್ಮೈ ಯೌವನಶೇಷಯೋಗ್ಯಮಖಿಲಕ್ಷ್ಮಾಪಾಲನಾರಾಯಣಃ
ಶ್ರೀಮಾಂಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇನದೇವನೃಪತಿರ್ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಂ ದದೌ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇನ ದೇವರಾಜನು ಈತನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇನ ದೇವ ರಾಜನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1169 ರಿಂದ 1199 ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಹಲಾಯುಧನು ಕ್ರಿ. ಶ. 1174-1199 ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಬೇಕು.

ಹಲಾಯುಧನು ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪಾರಸ್ಕರಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳ ಕರ್ಕಭಾಷ್ಯ, ಮುಗುಡಾಚಾರ್ಯರ ವೇದಭಾಷ್ಯ, ಉವಟ, ಯಜ್ಞಪಾರ್ಶ್ವ, ಮೊದಲಾದವರ ಗ್ರಂಥ ಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಾಯಪಡೆದಿದಾನೆ. ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉವಟಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಸಹಾಯಪಡೆದಿದಾನೆ.

ಈತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರ್ವಸ್ವವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರ್ವಸ್ವದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ—

ಮೀಮಾಂಸಾಸರ್ವಸ್ವಂ ವೈಷ್ಣವಸರ್ವಸ್ವಂ ಯತ್ಕೃತಶ್ಶೈವಸರ್ವಸ್ವಂ ।
ಪಂಡಿತಸರ್ವಸ್ವಮಸೌ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಸರ್ವಧರಾಣಾಂ ॥

ಮೀಮಾಂಸಾಸರ್ವಸ್ವ, ವೈಷ್ಣವಸರ್ವಸ್ವ, ಶೈವಸರ್ವಸ್ವ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಈವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

೭. ಆದಿತ್ಯದರ್ಶನ

ಈತನು 'ಮಂತ್ರವಿವೃತಿ', ಮತ್ತು 'ಕಠಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರವಿವರಣ' ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಮಂತ್ರವಿವೃತಿಯು ಕಠಮಂತ್ರಪಾಠ ಅಥವಾ ಚಾರಾಯಣೀಯಮಂತ್ರಪಾಠವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ವಿವೃತಿಯಲ್ಲೇ ಕಠಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಆದರೂ ಪುನಃ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣವನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈತನು ತನ್ನ ವಿವರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾನೆ.

ಪ್ರಾಯೇಣ ಮಂತ್ರವಿವೃತೌ ವಿವೃತಂ ಮಯೇದಂ
ಗುಹ್ಯಂ ತಥಾಪಿ ಬಹುಭಿಃ ಶಬಲೀಕೃತತ್ವಾತ್ ॥
ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಸುಯುಕ್ತಿಲಘುವಾಕ್ಯವಿದಾಮಭೀಷ್ಟ-
ಮಿಷ್ಟಂ ಚಿಕೀರ್ಷುರಹಮತ್ರ ಪುನರ್ವಿಚಿತ್ರಂ ॥

ಈತನ ಕಾಲವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈತನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿರುವವರು ಇಬ್ಬರು, 'ಕಾಠಕ-ಗೃಹ್ಯಪಂಚಿಕ' ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಲನೊಬ್ಬನು. ಕಾಠಕಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ದೇವಪಾಲನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು. ಆದಿತ್ಯದರ್ಶನನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನವನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದರೂ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಲವೇ ಅನಿರ್ಣೀತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಿತ್ಯದರ್ಶನನು ಇದೇ ಕಾಲದವನು ಎಂದು ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೋ ವೇದದರ್ಶನ ಇತಿ ದ್ವಿಜವರ್ಗಮುಖ್ಯಃ
ಸತ್ಯಾರ್ಜವಾಶಯವಿಶುದ್ಧಗುಣೈಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ।
ಆಸ್ತಿಕ್ಯನಿರ್ಮಲಮತಿರ್ವಿಹಿತಾನಿ ಚಕ್ರೇ
ಚಾರಾಯಣೀಯಚರಣೈಕಗುಣಃ ಪ್ರದಾತಾ ॥

ತಸ್ಯಾತ್ಮಜೋ ವಿಗತಮತ್ಸರಮಾನಸಾನಾಂ
ಮಂತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿದುಷಾಂ ಜಯನಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ।
ಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಶ್ರುತಾಭಿಜನಮಾಧವರಾತಶಿಷ್ಯ
ಆದಿತ್ಯದರ್ಶನ ಇಮಾಂ ವಿವೃತಿಂ ವ್ಯಧತ್ತ ॥

ಚಾರಾಯಣೀಯ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ್ದ ವೇದದರ್ಶನನು ಈತನ ತಂದೆ. ಮಾಧವರಾತರೆಂಬುವರು ಈತನ ಗುರು. ಈತನ ಗ್ರಂಥವು ವೈದಿಕಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮದರ್ಜೆಯದು.

೮. ದೇವಪಾಲ

ಈತನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಈತನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಕಾಠಕ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವಂತೆ, ಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ.

" ಇತಿ ಚಾರಾಯಣೀಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯಂ ಭಟ್ಟಹರಿಪಾಲಕೃತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ । "
(ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರತಿ)

" ಇತಿ ಚಾರಾಯಣೀಯಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತಿಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ-
ಸ್ವಾಮಿಭಟ್ಟಾರಕಹರಿಪಾಲಪೂಜ್ಯಪಾದಾನಾಂ "
(ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರತಿ)

ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ದೇವಪಾಲನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹರಿಪಾಲನು ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

" ಇತಿ ಜಲಂಧರೀಯಜಯಪುರವಾಸ್ತವ್ಯ ಭಟ್ಟೋಪೇಂದ್ರಸೂನುಹರಿಪಾಲ-
ಪುತ್ರದೇವಪಾಲವಿರಚಿತೇ ಸಮಂತ್ರಕಕಾಠಕಗೃಹ್ಯಭಾಷ್ಯೇ "

ಇದರಿಂದ, ಈತನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಜಲಂಧರ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಜಯಪುರ, ಪಿತಾಮಹರು ಉಪೇಂದ್ರಭಟ್ಟರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹರಿಪಾಲರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವಪಾಲನ ಅಥವಾ ಹರಿಪಾಲನ ಭಾಷ್ಯವು ಉತ್ತಮತರಗತಿಯದು. ನಿಘಂಟು, ನಿರುಕ್ತ ಇವುಗಳ ಹೆಸರು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ, ನಿರ್ವಚನವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಆಗಿವೆ. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾಜ್ಞಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಯೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ—

ತಸ್ಮಾ ಅರಂಗಮಾಮ ವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಿನ್ವಥ ।
ಆಪೋ ಜನಯಥಾ ಚ ನಃ ॥

ಭಾಷ್ಯಂ—ಯಸ್ಯೇತಿ ವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಕರ್ಮಣಿ ಷಷ್ಠೀ । ಹೇ ಆಪಃ ಯಂ ರಸಂ ಪ್ರಾಣಿಸು ಜಿನ್ವಥ । ಜಿ ಜಯೇ । ಲಟ್ । ವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಶ್ನುಃ । ತತಃ ಶಪ್ ಬಾಹುಲಕಾತ್ ಕ್ವಚಿದ್ದ್ವಿವಿಕರಣಾದಿತಾ ಹುಶ್ನುವೋಃ ಸಾರ್ವ-

ಧಾತುಕೇ (೬-೪-೬೭) ಇತಿ ಯಣಾದೇಶಃ | ಅನೇಕಾರ್ಥಾ ಧಾತವಃ |. ತೇನಾಯಮರ್ಥಃ–ಜಯಥೋಪಚಿನುಥ ವಾ | ಕಿಮರ್ಥಂ | **ಕ್ಷಯಾಯ** | ಕ್ಷಿ ನಿವಾಸಗತ್ಯೋಃ | ಭೂತಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಸ್ಥಿತಯೇ ಗಮನಾಯ ಚ ನಾನಾರೂಪಕರ್ಮೋಪಭೋಗಾರ್ಥಚೇಷ್ಟಾಯೈ ಜ್ಞಾನಾಯ ಚ | **ತಸ್ಮೈ ಅರಂಗಮಾಮ ವಃ** | ಗತ್ಯರ್ಥ-ಕರ್ಮಣಿ (೨-೧೨-೨) ಇತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಚತುರ್ಥೀ | ತಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಂಬಂಧಿನಂ ರಸಂ ತೂರ್ಣಮಲಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ವಾ ಕೃತ್ವಾ ಗಚ್ಛೇಮ ಜೀವನಾರ್ಥಮಾಸಾದ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ ಇತಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತೈರದ್ಭ್ಯ ಆಶಾಸ್ಯತೇ ||

ಮುಮುಕ್ಷ್ವಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ತ್ವಿತ್ಥಂ ಯೋಜನಾ—**ಹೇ ಆಪಃ ಯಸ್ಯ** ಪರಮಾತ್ಮನಃ **ಕ್ಷಯಾಯ** ನಿತ್ಯಾನಂದದ್ವಾರೇಣಾನುಜ್ಞಾನಾಯ **ಜಿನ್ವಥ** ಯತಧ್ವಂ | ತಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇವ ಸಂಬಂಧಿನಂ ಪರಂ ಸ್ವಭಾವಂ ವಯಂ ಯುಷ್ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪೂರ್ಣಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ವಾ ಕೃತ್ವಾ ಗಚ್ಛೇಮ ಜಾನೀಯಾಮ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಮ ಚ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ಮಾಕಮಸ್ತ್ವಿತ್ಯಾಶಾಸ್ಮಹೇ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | **ಆಪೋ ಜನಯಥಾ ಚ ನಃ** ಯಸ್ಮಾದ್ಯುಷ್ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾದೇವಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ ತಸ್ಮಾದಸ್ಮಾನ್ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋಗ್ಯಾನ್ ಜನಯಧ್ವಂ ಕುರುಧ್ವಂ | ಮಹಾನು-ಭಾವತ್ವಾದೇಕೈವ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾ ವಾ ಶ್ರೂಯತೇ ||

೯. ಸೋಮಾನಂದ ಪುತ್ರ

ಈತನು ಕಠಮಂತ್ರಪಾಠವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕ ಈರೀತಿ ಇದೆ—

ವಿಜಯೇಶ್ವರನಾಸ್ತ್ರವ್ಯಸೋಮಾನಂದಸ್ಯ ಸೂನುನಾ ।
ಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯಮಿದಂ ಕ್ಲಪ್ತಂ ಪದವಾಕ್ಯೈಃ ಸುನಿಶ್ಚಿತೈಃ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಉವಟಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೧೨ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಗ್ರಂಥ ಅಸಂಪೂರ್ಣ. ಈತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ

ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು

೧. ಕುಂಡಿನ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗ)

ಕಾಂಡಾನುಕ್ರಮಣೀ ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥವಿದೆ. ಇದು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

"ಯಸ್ಯಾಃ ಪದಕೃದಾತ್ರೇಯೋ ವೃತ್ತಿಕಾರಸ್ತು ಕುಂಡಿನಃ"

ಎಂದರೆ, ಪದಪಾಠಕಾರನು ಆತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಕುಂಡಿನನು ವೃತ್ತಿಕಾರ. ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕುಂಡಿನನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪದಪಾಠಕಾರನಿಗೂ ಈತನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲಮಾತ್ರ ಅಂತರ

ವಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಪದಪಾಠಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿ. ಶ. ಒಂದು, ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನವರಾದುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಕಾರ ಕುಂಡಿನನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದವನೆನ್ನಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಈಚಿನವನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

ಬೋಧಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೩-೯-೬) "**ಕೌಂಡಿನ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿಕಾರಾಯ**" ಎಂದಿದೆ. ಕುಂಡಿನ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

೨. ಭವಸ್ವಾಮೀ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಭಾಗ)

'ಬೋಧಾಯನ ಪ್ರಯೋಗಸಾರ' ದಲ್ಲಿ ಕೇಶವಸ್ವಾಮಿಯು ಈರೀತಿ ಬರೆದಿದಾನೆ—

"ನಾರಾಯಣಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಯೋಗಕಾರೈರೇಕಂ ಪಕ್ಷಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾದೀನಾಂ ಪ್ರಯೋಗ ಉಕ್ತಃ। ಆಚಾರ್ಯಪಾದೈಃದ್ವೈಧೇ ಪಕ್ಷಾಂತರಾಣ್ಯುಕ್ತಾನಿ। ಭವಸ್ವಾಮಿಮತಾನುಸಾರಿಣಾ ಮಯಾ ತು ಉಭಯಮಪ್ಯಂಗೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಸಾರಃ ಕ್ರಿಯತೇ ॥"

ಭವಸ್ವಾಮಿ ಮತಾನುಸಾರಿಯಾದ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದವರು, ಆಚಾರ್ಯಪಾದರು, ಇಬ್ಬರ ಮತವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಸಾರಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ. ಈ ಕೇಶವಸ್ವಾಮಿಯು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನ ಲೇಖಕನು. ಭವಸ್ವಾಮಿಯು ಈತನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವನು.

ಕೇಶವಸ್ವಾಮಿಯು ಉದಹರಿಸಿರುವ ನಾರಾಯಣನು ಬೋಧಾಯನಸೂತ್ರಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವವನು. ಈತನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 'ಗೋಪಾಲ' ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ.

"ಪಶ್ಚಾರ್ಥಾತ್ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಾದವದಾಯೇತಿ ಗೋಪಾಲಃ"

'ಬೋಧಾಯನಕಾರಿಕೆ' ಯಲ್ಲಿ ಭವಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಈರೀತಿ ಉದಹರಿಸಿರುವ ಗೋಪಾಲನೇ ಇವನಿರಬೇಕು.

"ಇತಿ ದ್ವೈಧೋದಿತಾಃ ಪಕ್ಷಾಃ ಭವಸ್ವಾಮಿಮತಾನುಗಾಃ।"

ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ ಮೊದಲಾದವರೂ ಭವಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನು ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಈಚಿನವನಿರಲಾರನು.

೩. ಗುಹದೇವ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೮ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ)

ದೇವರಾಜಯಜ್ವನ ನಿಘಂಟುಭಾಷ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಹದೇವನ ಭಾಷ್ಯವೊಂದಿತ್ತು ಎಂದಿದಾನೆ. ಯಾವ ಸಂಹಿತೆಯ ಭಾಷ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಗುಹದೇವನ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾನೆ.

"ತಥಾ ಚ—ರಶ್ಮಯಶ್ಚ ದೇವಾ ಗರಗಿರಃ—ಇತ್ಯತ್ರ ಗುಹದೇವಃ—ಗರಮುದಕಂ ಗಿರಂತಿ ಪಿಬಂತೀತಿ ಗರಗಿರಃ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತವಾನ್"

(ನಿಘಂಟು ೧-೩-೧೪)

ಈ "ರಶ್ಮಯಶ್ಚ ದೇವಾ ಗರಗಿರಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುಹದೇವನು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ರಚಿಸಿರಬೇಕು.

ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೇದಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಗುಹದೇವನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾರೆ.

"ಯಥೋದಿತಕ್ರಮಪರಿಣತಭಕ್ತ್ಯೇಕಲಭ್ಯ ಏವ ಭಗವದ್ಬೋಧಾಯನ-
ಟಂಕ-ದ್ರಮಿಡ-ಗುಹದೇವ-ಕಪರ್ದಿ-ಭಾರುಚಿ-ಪ್ರಭೃತ್ಯವಿಗೀತ-ಶಿಷ್ಟ
ಪರಿಗೃಹೀತ-ಪುರಾತನವೇದವೇದಾನ್ತವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-ಸುವ್ಯಕ್ತಾರ್ಥ-ಶ್ರುತಿ
ನಿಕರ ನಿದರ್ಶಿತೋಽಯಂ ಪಂಥಾಃ"

ಆಚಾರ್ಯರು ಪುರಾತನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಎಂದಮೇಲೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ೩೦೦-೪೦೦ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಹಿಂದಿನವರಿರಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುಹದೇವಭಾಷ್ಯದ ಪರಿಚಯವೂ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅವರು ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯಿಂದ, ಗುಹದೇವನ ಭಾಷ್ಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರೀತಿಯದಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈತನ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಕ್ರಿ. ಶ. ಎಂಟನೆಯ ಶತಮಾನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನವನೆಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಗ್ರಂಥವು ಈವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

೪. ಕೌಶಿಕ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರಮಿಶ್ರ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೫೦ ರ ಸುಮಾರು)

ಇವರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವರು ಪುರಾತನರಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರರುಗಳನ್ನೂ, ನಿರುಕ್ತ, ನಿಘಂಟುಕಾರರು, ಗಣಕಾರ, ಭಾರದ್ವಾಜ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ, ಸೌಗತ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷ್ಯ ರಚನೆಮಾಡಿದಾರೆ.

"ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಧಿದೈವಮಧಿಯಜ್ಞಂ ಚಾಧಿಕೃತ್ಯ ತ್ರೇಧೇಮಂ ಮಂತ್ರಂ
ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ"

ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧಿದೈವಿಕ, ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಞಿಕವಾದ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯವು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಾಂಡವಿಲ್ಲ. ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರಕೃತ ಭಾಷ್ಯವು ಆನಂದಾಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರನದಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರ ಮತ. ಆದರೆ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ.

"ಅತಃ ಪರಮಗ್ನಿಕಾಂಡಮೋವಾಗ್ನ್ಯರ್ಥೋಽಯಂ"

"ಅತಃಪರಂ" ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಮುಂಚಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿಯೇ ಇರಬೇಕು.

ತಂಜಾವೂರು ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಭಾಷ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ "ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಭಾಷ್ಯ" ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ತಂಜಾವೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ವಿನಹ ಉಳಿದ ೪ ನೆಯ

ಕಾಂಡದ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯವೂ ಇವರದೇ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು.

ಇವರು ಶೈವರಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಉತ್ತಮದರ್ಜೆಯದು. ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾಧುವೆನ್ನಬಹುದು.

ಇವರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು, ದೇವರಾಜಯಜ್ವಾ, ಸುದರ್ಶನ, ಮೀಮಾಂಸಾಕಾರರಾದ ವೇದಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ೧೧ ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

೫. ಕ್ಷುರ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೦೦ ರ ಸುಮಾರು)

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಧಾತುವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ಷುರನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾರೆ.

(೧) ಭ್ವಾದಿಗಣದ ಧಾತು ೨೫ ಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ—

" ಅಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ಮರುತೋ ವಿಲಿಷ್ಟಂ ಸೂದಯಂತು "—(ತೈ. ಸಂ. ೫-೨-೧೨)
ಇತ್ಯತ್ರಾಹ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರಃ। ಕ್ಷುರೇಣ ತು ತವ ವಿಲಿಷ್ಟಂ ನ್ಯೂನಂ ಪೂರಯಂತ್ವಿತಿ।

(೨) ಭ್ವಾದಿಗಣ ಧಾತು ೧೬೫ ನೆಯ ವೃತ್ತಿ—

" ತ್ರಯ ಏಷಾಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತೇ "—(ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೧೧)
ಇತ್ಯತ್ರ ಕ್ಷುರಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರೀಯಯೋಃ ಸಚಂತೇ ಸೇವಂತ ಇತಿ।

(೩) ಭ್ವಾದಿಗಣ ಧಾತು ೬೩೫ ರ ವೃತ್ತಿ—

" ಅರೇಣುಭಿರ್ಜೇಹಮಾನಂ "—(ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೭)
ಇತ್ಯತ್ರ–ಜೇಹತಿರ್ಗತ್ಯರ್ಥೋಽಪಿ–ಉಕ್ತಂ ಚ–ಕ್ಷುರಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರೀಯಯೋಃ।

(೪) ಭ್ವಾದಿಗಣ ಧಾತು ೮೫೬ ರ ವೃತ್ತಿ—

" ಅಪಪ್ರೋಥ ದುಂದುಭೇ ದುಚ್ಛುನಾನ್ "—(ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೬)
ಕ್ಷುರೇ ತು ಅಪಪ್ರೋಥನಂ ಹುಂಕರಣಮಿತಿ।

(೫) ಚುರಾದಿಗಣ ಧಾತು ೩೩೬ ರ ವೃತ್ತಿ—

" ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಂ ದಸಯೇ ವಚೋಭಿಃ "—(ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೫)
ಇತ್ಯತ್ರ ಕ್ಷುರೇ–ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಂ ದಸಯೇ ನಿರವಸಾಯಯಾಮಿ ಸ್ತುತಿಭಿಃ
ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್।

ಈ ಐದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಉದ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಷುರನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

೬. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೧೫-೧೩೮೭)

ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯವು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದರ ಸರಣಿ ಈರೀತಿ ಇದೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರೇ ದ್ವೇ ಮೀಮಾಂಸಾಂ ವ್ಯಾಕೃತಿಂ ತಥಾ ।
ಉದಾಹೃತ್ಯಾಥ ತೈಸ್ಸರ್ವೈರ್ವೇದಾರ್ಥಃ ಸ್ಪಷ್ಟಮೀರ್ಯತೇ ॥

ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು, ಮೀಮಾಂಸಾ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿ, ಅನಂತರ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತರ ಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅನಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅನ್ಯೇ, ಅಪರೇ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿಯೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದೆ.

ಜಡಪದಾರ್ಥ ವಾಚಕಗಳಾದ ಪದ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಪತ್ಯಾರ್ಥಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾರೆ. ಈತರಹ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ.

" ಅಯಂ ಪುರೋ ಭುವಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೋ ಭೌವಾಯನೋ ವಸಂತಃ
ಪ್ರಾಣಾಯನಃ "—(ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೨)
ತಸ್ಯ ಭುವಃಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಬಂಧೀ ಪ್ರಾಣಃ ।
ಅತ ಏವಾಪತ್ಯತ್ವಮುಪಚರ್ಯ ಭೌವಾಯನ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
(ಭಾಷ್ಯ)

ಭುವಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ (ವಾಯುವಿಗೆ) 'ಭೌವಾಯನಃ' ಎಂದು ಹೆಸರು.

೭. ವೆಂಕಟೇಶ

(ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ)

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಕ್ಷರದ ಒಂದು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ದೇವನಾಗರೀ ಪ್ರತಿ ಭಗವದ್ದತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ಮೂರು ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇದೇ ಅರ್ಥಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ.

ಇತಿ ನೈಧ್ರುವವೇಂಕಟೇಶವಿರಚಿತೇ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹಸಾರೇ
ಸಪ್ತಮೇ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚಮಪ್ರಶ್ನೇ ಪಂಚವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।
ಪಂಚಮಕಾಂಡಪ್ರಭೃತಿ ಸಪ್ತಮಕಾಂಡಪರ್ಯಂತಂ ಯಜುರ್ವೇದ-
ಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹಂ ಶ್ರೀಪದಪೂರ್ವನಿವಾಸೇನ ಲಿಖಿತಂ ॥

ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವೇದಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹಸಾರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಐದರಿಂದ ಏಳು ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಸಮವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

೮. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ.

(ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ)

ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ೧೮೩೮ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚೀಪತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವನಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯವೂ ಇದೆ.

೯. ಹರದತ್ತಮಿಶ್ರ

(ಕಾಲ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನ)

ಆಪಸ್ತಂಬಮಂತ್ರಪಾಠ ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ನಿಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಈತನು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಈತನ ವಿಷಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈತನು ಶೈವನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ.

ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಮಹಾದೇವಂ ಹರದತ್ತೇನ ಧೀಮತಾ ।
ಏಕಾಗ್ನಿಕಾಂಡಮಂತ್ರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸಮ್ಯಗ್ವಿಧೀಯತೇ ॥

ಭಾಷ್ಯವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದು. ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಘಂಟುವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಾನೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ—

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹರದತ್ತಮಿಶ್ರ-
ವಿರಚಿತಾಯಾಮೇಕಾಗ್ನಿಕಾಂಡಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯ-
ಪ್ರಶ್ನೇ ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಖಂಡಃ । ಪ್ರಶ್ನಶ್ಚ ಸಮಾಪ್ತಃ ॥

ಎಂದು ಇದೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಧಾತುವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ದೇವರಾಜಯಜ್ವನ ನಿಘಂಟು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹರದತ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉದ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನು ೧೩ನೆಯ ಶತಮಾನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿನವನು ಎನ್ನಬಹುದು.

೧೦. ಶತ್ರುಘ್ನ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುಮಾರು ೧೫೭೮)

ಈತನ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಮಂತ್ರಾರ್ಥದೀಪಿಕೆ ಎಂದು. ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಇದೆ—

ಉವಟೇ ಮಂತ್ರವಾಖ್ಯಾ ಗುಣವಿಷ್ಣೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಯಸರ್ವಸ್ವೇ ।
ವೇದವಿಲಾಸಿನ್ಯಾಮಪಿ ಕೌಶಲಮಿಾಕ್ಷ್ಯ ತಥಾಪಿ ಮೇ ಸದ್ಭಿಃ ॥ ೯ ॥

ಉವಟನ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯ, ಗುಣವಿಷ್ಣುವಿನ ಛಂದೋಗಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ಹಲಾಯುಧನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರ್ವಸ್ವ ಮತ್ತು ಗೌರಧರನ ವೇದವಿಲಾಸಿನೀ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ. ೧೦, ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾನೆ—

ಹಿಂದಿನ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಳವಾದರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದೇನೆ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆತನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಭಾಷ್ಯವು, ಉವಟ ಮೊದಲಾದವರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನಮಂತ್ರ, ಸಂಧ್ಯಾಮಂತ್ರ, ದೇವತಾರ್ಚನಮಂತ್ರ, ಶ್ರಾದ್ಧಮಂತ್ರ, ಷಡಂಗಶತರುದ್ರ, ವಿವಾಹಮಂತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ.

ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೦೪ರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಹದಿನೈದನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ಸಾಮವೇದದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು.

೧. ಮಾಧವ.

(ಕ್ರಿ. ಶ. ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನ)

ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಅಥವಾ ಛಂದಆರ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭಾಗ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಆರ್ಚಿಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧವನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇರೀತಿ ಛಂದಸಿಕಾವಿವರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ವಿವರಣವೆಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಮಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣೀ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಧವನ ವಿವರಣವು ಸತ್ಯವ್ರತಸಾಮಶ್ರಮೀ ಎಂಬುವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣವು ಯಾವರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಸಂಪ್ರತಿ ಬಹುಯತ್ನತೋ ಮಾಧವೀಯವಿವರಣಾಖ್ಯಸ್ಯೈವೈಕಮಾತ್ರ-
ಸ್ಯಾತಿಜೀರ್ಣಾಶುದ್ಧಪುಸ್ತಕಮೇಕಮರ್ಧಶ ಉಭಯಸ್ಥಾನಾದಾಸಾದಿತಂ ।
ತಚ್ಚಾಪೀಹ ಶರಲೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾಕಾರೇಣ ಮುದ್ರಿತಂ ।

'ವಿವರಣ' ದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿ ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪ್ರತಿಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದುವು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅಶುದ್ಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಯಣ ಸಾಮಸಂಹಿತಾ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣೀರೂಪವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವೇಬರ್ ಎಂಬ ಪಂಡಿತನು ೧೭-೨೦ ಪುಟಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದಾರೆ. ಅದರಿಂದೀಚೆಗೆ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಮದ್ರಾಸಿನ ಡಾ॥ ಕುನ್ನನ್‌ರಾಜಾರವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಲಿಖಿತಪ್ರತಿಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ, ಶುದ್ಧಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಚ್ಚುಹಾಕಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದಾರೆ.

ಈತನ ಕಾಲ—ದೇವರಾಜಯಜ್ವನು ತನ್ನ ನಿಘಂಟುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿರುವ ಮಾಧವದೇವನು ಈತನೇ ಇರಬೇಕು. ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಕಾರ ನಾರಾಯಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಮವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರ ಮಾಧವ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರೀಕಾರ ಬಾಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಕಾಲೀನರಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವಾದಮೇಲೆ ಮಾಧವನು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೩೬ ವಿಧವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಐದೂ, ಉಳಿದ ೩೧ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೂ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಗೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಋಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ಸಹಕಾರಿ ನಾರಾಯಣನೂ, ಮಾಧವನ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅಂಶ ನಿಜವಾದರೆ ಮಾಧವನು ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಭಾಷ್ಯ :— ವಿವರಣವು ಉತ್ತಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷ್ಯ. ಈತನಿಗೆ ಸಾಮವೇದ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಋಗ್ವೇದಪಾಠವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಧವನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಬರೆದಿದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಮವೇದದ ಉತ್ತರಾರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿರುವ

ಆಮಂದ್ರಮಾವರೇಣ್ಯಮಾವಿಪ್ರಮಾಮನೀಷಿಣಂ ।
ಪಾಂತಮಾ ಪುರುಸ್ಪೃಹಂ ॥

ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಆಮಂದ್ರಂ ಆನುಪೂರ್ವ್ಯೇಣ ಮಂದ್ರಂ ಬಲಂ । ಆವರೇಣ್ಯಂ
ಅಭಿಮುಖ್ಯೇನ ವರೇಣ್ಯಂ ತತ್ । ಆವಿಪ್ರಂ ಅತಿಶಯೇನ ವಿಪಶ್ಚಿತಂ ।

ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವೃಣೀಮಹೇ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಧವನು **ಆಮಂದ್ರಂ ಆವರೇಣ್ಯಂ** ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಆಕಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅರ್ಥಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಲುಪ್ತನಿಘಂಟುವಿನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವಆರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿರುವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಆರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. **ತರತ್ಸಮಂದೀಧಾವತಿ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.—

ತರತ್ಸ ಮಂದೀ ಧಾವತೀತಿ ಚತುರ್ಋಚಃ ಛಂದಸಿಕಾಭಾಷ್ಯೇ
ವಿಸ್ತರೇಣೋಕ್ತಾಃ ಸಪ್ರಯೋಜನಂ ತಥಾಪ್ಯತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣೋಚ್ಯತೇ ॥

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಮತ್ತು—

ಪ್ರ ವ ಇಂದ್ರಾಯ—ಅರ್ಚ್ಯಂತ್ಯರ್ಕಂ—ಉಪಪ್ರಕ್ಷೇ—ವಿಷ-
ಸ್ತೃಚಶ್ಛಂದಸಿಕಾಭಾಷ್ಯೇ ಉಕ್ತಾರ್ಥಃ ॥

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಂದರೆ ಪ್ರವ ಇಂದ್ರಾಯ ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಛಂದಸಿಕಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

೨. ಭರತಸ್ವಾಮಿ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೦೦ರ ಸುಮಾರು)

ಈತನ ಸಾಮವೇದ ಭಾಷ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರತಿಗಳು ತಂಜಾವೂರು, ಮದ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು, ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

ನತ್ವಾ ನಾರಾಯಣಂ ತಾತಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ತಧೀಃ ।
ಸಾಮ್ನಾಂ ಶ್ರೀಭರತಸ್ವಾಮೀ ಕಾಶ್ಯಪೋ ವ್ಯಾಕರೋತ್ಯೃಚಂ ॥
ಹೋಸಲಾಧೀಶ್ವರೇ ಪೃಥ್ವೀಂ ರಾಮನಾಥೇ ಪ್ರಶಾಸತೀ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕೃತೇಯಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ಶ್ರೀರಂಗೇ ವಸತಾ ಮಯಾ ॥

ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ—

ಇತ್ಥಂ ಶ್ರೀಭರತಸ್ವಾಮೀ ಕಾಶ್ಯಪೋ ಯಜ್ಞದಾಸುತಃ ।
ನಾರಾಯಣಾರ್ಯತನಯೋ ವ್ಯಾಖ್ಯತ್ಸಾಮ್ನಾಮೃಚೋಽಖಿಲಾಃ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಈತನ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ, ತಾಯಿ ಯಜ್ಞದಾ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಶ್ರೀರಂಗ, ಗೋತ್ರ ಕಾಶ್ಯಪ, ಕಾಲ ಹೋಸಲರಾಜನಾದ ರಾಮನಾಥನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಈ ಹೋಸಲ ರಾಜನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೭೨-೧೩೧೦ರಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಬರ್ನಲ್ ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೦೦ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಭರತಸ್ವಾಮಿಯ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದುದು. ಮಾಧವಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಈತನ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಶ್ವಲಾಯನಸೂತ್ರ ಇವುಗಳಿಂದ ಉದ್ಧೃತವಾದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

೩. ಸಾಯಣ

(ಕಾಲ. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೧೫-೧೩೮೭)

ಸಾಮವೇದಭಾಷ್ಯವೂ ಸಹ, ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ, ಋಗ್ವೇದ ಇವುಗಳ ಭಾಷ್ಯರಚನೆಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಪಾಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಋಗ್ವೇದದ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾಠವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವ್ರತಸಾಮಶ್ರಮಿಯು ತಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸಾಮವೇದಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಾರೆ. ಋಷಿ ದೇವತಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ಲೋಕರೂಪವಾದ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮಣಿಯು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಛಂದಃಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯಸಂಹಿತೆಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇದು ವಿವರಣಕಾರ ಮಾಧವ ಮತ್ತು ಸಾಮಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮತ.

ಯೋಽಯಂ ಛಂದೋನಾಮಕಃ ಸಂಹಿತಾಗ್ರಂಥಃ ಸೋಽಯಮಾರಣ್ಯಕೇನಾಧ್ಯಾಯೇನ ಷಟ್‌ಸಂಖ್ಯಾಪೂರಕೇನ ಸಹ ಷಡ್ಭಿರಧ್ಯಾಯೈರುಪೇತಃ ।

ಇದು ಭಾಷ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯ. ಛಂದಆರ್ಚಿಕದ ಕಡೆಯದಾದ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಅರಣ್ಯಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇದು ಇತರರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೪. ಸೂರ್ಯದೈವಜ್ಞ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೦೨ರ ಸಮೀಪ)

ಈತನ ಪರಿಚಯವು ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರ ರಾವಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈತನ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನು ಸಾಮವೇದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ ಎಂಬುದು ಈತನ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ.

ಅಥ ವಾಮದೇವಸ್ಯ ಸಾಮ್ನಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾಪಸ್ತಂಬಶಾಖಾಯಾಂ–ವಿಶ್ವೇಭಿರ್ದೇವೈಃ ಪೃತನಾ ಜಯಾಮಿ ಜಾಗತೇನ ಛಂದಸಾ ಸಪ್ತದಶೇನ ಸ್ತೋಮೇನ ವಾಮದೇವ್ಯೇನ ಸಾಮ್ನಾ ವಷಟ್ಕಾರೇಣ ವಜ್ರೇಣ ಇತಿ । ಅತ್ರ ಸಾಮಗಾಯನೇ ಸ್ತೋಭಸ್ತೋಮಾದಿಲಕ್ಷಣಮಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಾಮಭಾಷ್ಯೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ॥

ಸಾಮಗಾನದ ಸ್ತೋಭಾದಿಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈತನ ಸಾಮಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಕಯಾ ನಶ್ಚಿತ್ರ ಆಭುವದೂತೀ ಸದಾ ವೃಧಃ ಸಖಾ ।
ಕಯಾ ಶಚಿಷ್ಠಯಾ ವೃತಾ ॥

ಭಾಷ್ಯ—ವಾಮದೇವಃ ವೃಧಃ **ಸದಾ** ಸದಾ ವರ್ಧಮಾನಃ ಸಮಷ್ಟಿರೂಪಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ **ಚಿತ್ರಶ್ಚಾಯ**ನೀಯಃ ಪೂಜನೀಯಃ ಯದ್ವಾ ವಿಚಿತ್ರಾಕೃತಿಮಯಃ **ಸಖಾ** ಮಿತ್ರಭೂತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ **ಕಯಾ ಊತೀ** ಊತ್ಯಾ ಸಂತರ್ಪಣೇನ ಕರ್ಮಣಾ ವಾ **ನಃ** ಅಸ್ಮಾನ್ **ಆಭುವತ್** ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನಾಭವತ್ । ಅನುಭವಗೋಚರೋಽಭವತ್ ॥

ಸೂರ್ಯಪಂಡಿತನು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಉದ್ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಸಾಮಸಂಪ್ರದಾಯವು ಈತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈತನಿಗೆ ರಾವಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದಿತ್ವಾ ವೇದಾರ್ಥಂ ದಶವದನವಾಣೀಪರಿಣತಂ
ಶತಶ್ಲೋಕವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಪರಮರಮಣೀಯಾಮಕರವಂ ।
ತತೋ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಂ ನಿಖಿಲನಿಗಮಾರ್ಥೈಕನಿಲಯಂ
ವಿಧಿಜ್ಞಾರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯೋ ನೃಹರಿಕರುಣಾಪಾಂಗಶರಣಃ ॥ ೬ ॥

ಎಂದರೆ, ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾವಣನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿದು..................ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆನು.

ಸಾಮಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತವಾದ ಸಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

೫. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ

(ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನ)

ಆಪರ್ಟ್ ಎಂಬುವರು ಬರೆದಿರುವ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಸಾಮಭಾಷ್ಯದ ಹೆಸರಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಾಷಿಕಸೂತ್ರವೆಂಬ ಭಾಷ್ಯವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯಕಾರ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರೂ ಒಂದು ಭಾಷಿಕಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವೆನ್ನಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯು ಈಗ್ಗೆ ೩೦೦ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನವನೆನ್ನಬಹುದು.

ಈ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯೂ ಸಾಮಭಾಷ್ಯಕಾರನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೆ, ಆತನೂ ೩೦೦ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವನು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಇದೊಂದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಈತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

೬. ಶೋಭಾಕರಭಟ್ಟ

(ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೭ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ)

ಈತನು ಆರಣ್ಯಕವಿವರಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ—

ವೇದಾಖ್ಯಗಾನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಸಮ್ಯಗೇತತ್ಕೃತಂ ಮಯಾ ।
ಆರಣ್ಯಗಾನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ತಥೈವಾಥ ವಿಭಾವ್ಯತೇ ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆರಣ್ಯವಿವರಣವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೇರೊಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದನು.

ಈತನ ನಾರದೀಯಶಿಕ್ಷಾ ವಿವರಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೂ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಭರತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾರದೀಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಾಭಾಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪೂನಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯ ಮೂಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೭ನೆಯ ವರ್ಷದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ೧೪೦೭ಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನವನು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಈತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

೭. ಗುಣವಿಷ್ಣು

(ಕ್ರಿ. ಶ. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗ)

ಛಾಂದೋಗ್ಯಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವು ಈತನು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಮೋಹನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಕೌಥುಮಶಾಖೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಲುಪ್ತವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾಠದಿಂದಿರಬಹುದು.

ಹಲಾಯುಧೇನ ಯೇ ಕಾಣ್ವೇ ಕೌಥುಮೇ ಗುಣವಿಷ್ಣುನಾ ।
ಖ್ಯಾತಾ ನ ಮಂತ್ರಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಸ್ತಾನ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮಿಹೋದ್ಯಮಃ ॥

ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಲಾಯುಧ, ಸಾಯಣ ಇವರುಗಳು ಗುಣವಿಷ್ಣುವಿನ ಗ್ರಂಥದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಾರೆ. ಗುಣವಿಷ್ಣುವು ಮಹಾರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಸೇನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇನ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದುದ ರಿಂದ ಈತನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆರನೆಯ ಖಂಡದ ಭಾಷ್ಯವಾದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಪ್ರಥಮ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಈತನ ಭಾಷ್ಯವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

ಶಂ ನೋ ದೇವೀರಭಿಷ್ಟಯೇ ಶಂ ನೋ ಭವಂತು ಪೀತಯೇ ।
ಶಂ ಯೋರಭಿಸ್ರವಂತು ನಃ ॥

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಲೇಖನವಿದೆ—

ಅಥರ್ವವೇದಾದಿಮಂತ್ರೋಽಯಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದದೃಷ್ಟಃ । ವರುಣದೈವತಃ । ಛಂದೋ ಗಾಯತ್ರೀ । ಅತ್ರ ಚ ಶಂ ನೋ ಭವಂತು ಇತ್ಯತ್ರ ಆಪೋ ಭವಂತು ಇತಿ ಪಠ್ಯತೇ ॥

ಈತನು ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯಮಂತ್ರಭಾಷ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರಸ್ಕರಗೃಹ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ.

ಹದಿನಾರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಅಥರ್ವವೇದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು

೧. ಸಾಯಣ

(ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩೧೫-೧೩೮೭)

ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಥರ್ವವೇದದ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಾಯಣ ಭಾಷ್ಯವೊಂದೇ. ಆದೂ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬಹಳ ಶಿಥಿಲವಾದ ಪ್ರತಿ. ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ, ಪಂಡಿತ ಪಾಂಡುರಂಗಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬುವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾರೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ವೇದತ್ರಿತಯಮಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲಪ್ರದಂ ।
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲಂ ಚತುರ್ಥಂ ವ್ಯಾಚಿಕೀರ್ಷತಿ ॥ ೧೧ ॥

ಪಾರಲೌಕಿಕಫಲದಾಯಕವಾದ ಮೂರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈಗ ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರತ್ರಿಕಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಅತ ಏಕರ್ಚಾದೀನಾಮೃಷೀಣಾಂ ವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಾಕತ್ವಾತ್ ವೇದೋಽಪಿ ವಿಂಶತಿಕಾಂಡಾತ್ಮಕಃ ಸಂಪನ್ನಃ ।

ಎಂದರೆ ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏಕರ್ಚಾದಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಋಷಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವೇದವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಭಾಷ್ಯದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.

" ಅಥರ್ವವೇದಸ್ಯ ನವಭೇದಾ ಭವಂತಿ । ತದ್ಯಥಾ ಪೈಪ್ಪಲಾದಾಸ್ತೌದಾ ಮೌದಾಃ ಶೌನಕೀಯಾ ಜಾಜಲಾ ಜಲದಾ ಬ್ರಹ್ಮವದಾ ದೇವದರ್ಶಾ-ಶ್ಚಾರಣವೈದ್ಯಾಶ್ಚೇತಿ "

ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ೯ ಭೇದಗಳು—ಪೈಪ್ಪಲಾದರು, ತೌದರು, ಮೌದರು, ಶೌನಕೀಯರು, ಜಾಜಲರು, ಜಲದರು, ಬ್ರಹ್ಮವದರು, ದೇವದರ್ಶರು ಮತ್ತು ಚಾರಣವೈದ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ೯ ಗುಂಪುಗಳು. ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷತ್ರಕಲ್ಪ, ವೈತಾನಕಲ್ಪ, ಸಂಹಿತಾಕಲ್ಪ, ಆಂಗಿರಸ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಐದು ಕಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೌಶಿಕ ಮತ್ತು ವೈತಾನಕಲ್ಪಗಳು ಮುಖ್ಯಾಧಾರವಾದವು.

ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಹದಿನೇಳನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಪದಪಾಠಕಾರರು

ಈವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವೇದಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪದಪಾಠಕಾರರುಗಳ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡೋಣ.

ವೇದಸಂಹಿತೆಗಳ ಪದಪಾಠವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಸಂಹಿತೆಗಿಂತಲೂ ಪದಪಾಠವೇ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದೂ ಸಂಹಿತೆಗೂ ಅದೇ ಮೂಲಭೂತವೆಂದೂ ಕೆಲವರ ಮತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ಪದಪಾಠದಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಿಷಯ. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ—ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ—ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮತಮಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ, ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೂ, ಸಮಾಸಪದಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಬರುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡುವುದೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಅಸಮಂಜಸವಾದ ವಿಚಿತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ವೇದಗಳ ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಹುಪುರಾತನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಋಷಿಗಳು ಕ್ಲೃಪ್ತಮಾಡಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದದ ಪದಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದೇ ವಿನಹ ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಹಿತೆಗಳೂ ಪದಪಾಠಗಳೂ ಅತಿಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಹೊಂದದೆ ಋಷಿಗಳು ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಇರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇದಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡುವುದು ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಋಷಿಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವರು. ಈರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಪಾಠವನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿವೇದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಶೀಕ್ಷಾಗ್ರಂಥಗಳೂ, ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳೂ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ರೂಢಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವೇದಪಾಠವು ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಹೊಂದದೆ ಹಿಂದಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಇರುವುದು.

ಪದಪಾಠಗಳು ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ವೇದಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪದಪಾಠವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಪದಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವ ರೂಢಿಯಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೂ ಪದಪಾಠಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಭಾಷ್ಯಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ಮುಂತಾದವು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಪದವಿಚ್ಛೇದಮಾಡಬೇಕು. ಪದಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಸಗಳು ಮುಂತಾದವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪದಪಾಠಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪದಪಾಠಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಅತಿಪ್ರಾಚೀನವೂ, ಅತಿಮುಖ್ಯವೂ ಆದ ವೇದಭಾಗಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪದಪಾಠಗಳಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ.

ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಎಲ್ಲ ಪದಪಾಠಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಪದವಿಚ್ಛೇದ, ಅಥವಾ ಶಾಖಾಂತರವಾದ ಪಾಠ, ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪದಪಾಠಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಪದವಿಭಾಗಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ವರಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕ್ರಮವಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದವರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವರೆಂಬುದು ವೇದಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸದಿರಲಾರದು.

ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿವೆಯೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದವನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಈ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧುವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಹೊಸದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪದಪಾಠಕಾರರು, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಕಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞರು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪದಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯಾಭಿಲಾಷಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ.

೧. ಋಗ್ವೇದಪದಪಾಠಕಾರರು

೧. ಶಾಕಲ್ಯ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ, ಎರಡನೆಯ ಪಾದ, ೩೪ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.

ಶಾಕಲ್ಯಃ ಪ್ರಥಮಸ್ತೇಷಾಂ ತಸ್ಮಾದನ್ಯೋ ರಥೀತರಃ ।
ಬಾಷ್ಕಲಿಶ್ಚ ಭರದ್ವಾಜ ಇತಿ ಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕಾಃ ॥ ೩೨ ॥
ದೇವಮಿತ್ರಸ್ತು ಶಾಕಲ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಾಹಂಕಾರಗರ್ವಿತಃ ।
ಜನಕಸ್ಯ ಸ ಯಜ್ಞೇ ವೈ ವಿನಾಶಮುಗಮದ್ದ್ವಿಜಃ ॥ ೩೩ ॥

ಬೇರೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ದೇವಮಿತ್ರಶ್ಚ ಶಾಕಲ್ಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ದ್ವಿಜಪುಂಗವಃ ।
ಚಕಾರ ಸಂಹಿತಾಃ ಪಂಚ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ವೇದವಿತ್ತಮಃ ॥

ವಾಯುಪುರಾಣದ ೬೦ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೬೩ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ **ವೇದವಿತ್ತಮಃ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ **ಪದವಿತ್ತಮಃ** ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವಿದೆ. ಶಾಕಲ್ಯ, ರಥೀತರ, ಬಾಷ್ಕಲಿ, ಭರದ್ವಾಜ ಇವರುಗಳು ಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕರು. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವಮಿತ್ರ ಶಾಕಲ್ಯನು ಜನಕನ ಯಜ್ಞಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಹಂಕಾರಗರ್ವಿತನಾಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಕೂಡ ವಾದಕ್ಕಾರಂಭಿಸಿ ಸೋತು ಅವಮಾನಹೊಂದಿದನೆಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.

ದೇವಮಿತ್ರ ಶಾಕಲ್ಯನು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಈತನು ಐದು ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು (ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ?) ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದನು. ಈತನಿಗೆ ವಿದಗ್ಧ ಶಾಕಲ್ಯ, ದೇವಮಿತ್ರ ಶಾಕಲ್ಯ, ಸ್ಥವಿರ ಶಾಕಲ್ಯ ಎಂದು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ.

ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಋಕ್ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶಾಕಲ್ಯನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕೀತ್ ಮುಂತಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರು, ಶಾಕಲ್ಯನು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೫೦೦-೬೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಈತನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದವನು ಎನ್ನಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ಪದಪಾಠವು ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೭೩ ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲರ್ ಪಂಡಿತನೂ ಸಹ ಇದೇ ಪದಪಾಠವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತಕ್ಕೂ ಶಾಕಲ್ಯ ಪದಪಾಠಕ್ಕೂ ಭೇದಗಳಿವೆ.

ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳ ಪದಪಾಠಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವು ಯಾರೆಂದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

೨. ರಾವಣ

ಈತನು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಪದಪಾಠವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದಾನೆ. ಆದರೆ ಶಾಕಲ್ಯಕೃತ ಪದಪಾಠವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದುದು. ರಾವಣಕೃತ ಪದಪಾಠದ ಏಳನೆಯ ಅಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ—

> **ಇತಿ ಸಪ್ತಮಾಷ್ಟಕೇಽಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ ಇತಿ ರಾವಣಕೃತಪದಸಪ್ತ-ಮಾಷ್ಟಕಃ ಸಮಾಪ್ತಿಮಗಾತ್ । ಸಪ್ತಮಾಷ್ಟಕಸ್ಯ ವರ್ಗಾ ಅಷ್ಟ-ಚತ್ವಾರಿಂಶದುತ್ತರಂ ಶತದ್ವಯಂ ೨೪೮ ಪರಿಧಾವ್ಯಬ್ದೇ ೧೭೨೯ ದುರ್ಮತೌ ಶಕೇ ೧೫೯೪ ವರ್ಷತೌ ಆಷಾಢೇ ಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಭೃಗುವಾಸರೇ ಆರ್ದ್ರಾನಕ್ಷತ್ರೇ ಹರ್ಷಣಯೋಗೆ ಶರ್ಮಾಯಾಂ ಮಹಾಜನೀ ಭಾಸ್ಕರಜ್ಯೇಷ್ಠಾತ್ಮಜಹರಿಣಾ ಲಿಖಿತಂ ಕರ್ಕಸ್ಥಯೋಃ ರವಿಬುಧಯೋಃ ಸಿಂಹಸ್ಥೇ ಗುರೌ ಕೇತೌ ಚ ಮಿಥುನಸ್ಥೇ ಶುಕ್ರೇ ಮೀನಸ್ಥೇ ಮಂದೇ ಕುಂಭಸ್ಥಯೋಃ ರಾಹು-ಮಂಗಲಯೋರ್ಮಿಥುನಸ್ಥೇ ಚಂದ್ರಮಸಿ ॥**

ಎಂದಿದೆ. ಈ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯು ೨೮೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಶಾಕಲ್ಯಕೃತ ಪನಪಾಠಕ್ಕೂ ರಾವಣಕೃತ ಪದಪಾಠಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೨೯-೧ ನೆಯ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ **ಕುಹಕಸ್ಯ** ಎನ್ನುವ ಕಡೆ ಶಾಕಲ್ಯಪಾಠವು **ಕುಹ ಕಸ್ಯ** ಎಂದು ಎರಡು ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾವಣಕೃತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ **ಕುಹಕಸ್ಯ** ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಪದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರಾವಣಕೃತ ಪದಪಾಠವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

೨. ಯಜುರ್ವೇದದ ಪದಪಾಠಕಾರರು

ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸಂಹಿತೆಯ ಪದಪಾಠಕಾರನ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸೂಚೀಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಿಸಂಹಿತಾಪದಪಾಠದ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಇದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸಂಹಿತೆಗೂ ಪದಪಾಠ. ಇದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇದೆ.—

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಾಕಲ್ಯಕೃತಪದವಿಂಶತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ

ಇದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಗೂ ಶಾಕಲ್ಯನೇ ಪದಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದನೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ.

ಈ ಪದಪಾಠವು ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೯೩ ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

೩. ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾಪದಪಾಠಕಾರರು

ಈ ಪದಪಾಠದ ಕರ್ತೃವಿನ ಹೆಸರು ಮೊದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥವೂ ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಿತವಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

೪. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಸಂಹಿತಾಪದಪಾಠಕಾರರು

ಇದನ್ನು ಡಾ ಶ್ರಾಡರ್ ಎಂಬುವರು ಮುದ್ರಿಸಿದಾರೆ. ಇವರು ಮುದ್ರಣಮಾಡಿರುವುದು ಮಂತ್ರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲವಾದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯು ಪೂನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪದಪಾಠ. ಈ ಪದಪಾಠಗಳ ಕರ್ತೃವು ಯಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮುದ್ರಿತಪ್ರತಿಯ ಪಾಠಕ್ಕೂ ನಾಸಿಕದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಈ ಭೇದಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಪದಪಾಠಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಅತಸ್ತ್ವಂ ಬರ್ಹಿಃ ಶತವಲ್ಶಗ್ಂ ವಿರೋಹ ಸಹಸ್ರವಲ್ಶಾ ವಿ ವಯಗ್ಂ ರುಹೇಮ

(೧-೧-೨)

ಮುದ್ರಿತಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 'ಶತವಲ್ಶಂ' ಮತ್ತು 'ಸಹಸ್ರವಲ್ಶಾ' ಎಂದು ಪಾಠ. ಆದರೆ ನಾಸಿಕದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 'ಶತವಲಿಶಂ' ಮತ್ತು 'ಸಹಸ್ರವಲಿಶಾ' ಎಂದಿದೆ. ಈರೀತಿ ಇರುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣಾ ಬೇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಪಾಠಭೇದವಲ್ಲ.

ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ಧ್ವರಾದ್ಯಗ್ಂ ವಯಂ ಧ್ವರಾಮ ತಂ ಧ್ವರ

(೧-೧-೫)

ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (ಪೂನಾಪ್ರತಿ) 'ಧ್ವರಾತ್' ಮತ್ತು 'ಯಂ' ಎಂದು ಎರಡು ಪದಗಳೂ ನಾಸಿಕಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 'ಧ್ವರಾಯಂ' ಎಂಬ ಪಾಠವೂ ಅದಕ್ಕೆ 'ಧ್ವರ' ಮತ್ತು 'ಅಯಂ' ಎಂಬ ಪದ ಪಾಠವೂ ಇದೆ.

ಈರೀತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆಯಾ ಮಂತ್ರಗಳ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈತ್ರಾಯಣೀ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೬-೭ ಅವಾಂತರಭೇದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಈ ಪಾಠವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಈ ಅವಾಂತರಭೇದದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನಾಸಿಕದಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ—

ಇತಿ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಮಾನವವಾರಾಹಸಂಹಿತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ

ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಮಾನವವಾರಾಹಸಂಹಿತೆಯು ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಠಭೇದ ಗಳು ಶಾಖಾಭೇದದಿಂದಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

೫. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಪದಪಾಠಕಾರರು

ಇದರ ಪದಪಾಠಕರ್ತೃವು ಆತ್ರೇಯನು. ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.

1. ದೇವರಾಜಯಜ್ವನು ನಿಘಂಟುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವ್ಯೋಮ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯುವಾಗ ಆತ್ರೇಯನೆಂಬ ಪದಪಾಠಕಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದಾನೆ.

2. ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರನು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ

ಉಖಶ್ಚಾತ್ರೇಯಾಯ ದದೌ ಯೇನ ಪದವಿಭಾಗಶ್ಚಕ್ರೇ

ಎಂದರೆ, ಉಖನು ಆತ್ರೇಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಆತ್ರೇಯನು ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಬರೆದಿದಾನೆ.

3. ಕಾಂಡಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವ ವಾಕ್ಯವಿದೆ.—

ಯಸ್ಯಾಃ ಪದಕೃದಾತ್ರೇಯೋ ವೃತ್ತಿಕಾರಸ್ತು ಕುಂಡಿನಃ

4. ತೈತ್ತಿರೀಯಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ (೫-೩೧ ಮತ್ತು ೧೭-೮), ಬೋಧಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ (೧-೪-೪೪), ವೇದಾಂತಸೂತ್ರ (೩-೪-೪೪) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ರೇಯನು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಪದಪಾಠಕಾರನು ಎಂದಿದೆ. ಬೋಧಾಯನಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೩-೯-೭)—'ಆತ್ರೇಯಾಯ ಪದಕಾರಾಯ' ಎಂದು ಋಷಿತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ರೇಯನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಪದಪಾಠಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದೇ ಕಾಲದವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

There appears in its treatment of grammer some ground for dating it earlier than the Padapatha of Rigveda. The latter indeed is simpler in its treatment of the analysis of words into their component elements, but it would be unwise to build any theory on that fact.

ಪದಪಾಠಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರರು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾರೆ—

ಅಸ್ವಪ್ನಜಃ । ಅಸ್ವಪ್ನಶೀಲಃ । ....ಪದಕಾರಾನಭಿಮತತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯಥಾ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ—ಸ್ವಪ್ನಜನ್ಮಾನೋ ನ ಭವಂತೀತ್ಯಸ್ವಪ್ನಜಾಃ ॥

(ತೈ. ಸಂ. ೧-೨-೨೪)

'ಅಸ್ವಪ್ನಜಃ' ಎಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನವೇ ಬೀಳದೇ ಇದ್ದವರು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥ ಪದಕಾರರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ.

೬. ಸಾಮವೇದದ ಪದಪಾಠಕಾರರು.

೧. ಗಾರ್ಗ್ಯ

ಸಾಮವೇದದ ಪದಪಾಠಕಾರನು ಗಾರ್ಗ್ಯನು. ಇದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (೪-೩-೪) ಬರುವ 'ಮೇಹನಾ' ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದಾನೆ.

ಏಕಮಿತಿ ಶಾಕಲ್ಯಃ । ತ್ರೀಣೀತಿ ಗಾರ್ಗ್ಯಃ ।

ಶಾಕಲ್ಯನಪ್ರಕಾರ 'ಮೇಹನಾ' ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಪದ. ಗಾರ್ಗ್ಯನ ಮತದಲ್ಲಿ **ಮ ಇಹ ನ** ಎಂದು ಮೂರು ಪದಗಳು. ಶಾಕಲ್ಯನು ಮೇಹನಾ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮಂಹನೀಯಂ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.—

ಛಂದೋಗಾನಾಂ ತು ಮೇಹನಾ ಶಬ್ದೋ ನೈವಾಸ್ತಿ ಯದಿಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ಮ ಇಹ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪಃ ಪಾಠಃ ತೇಷಾಂ-ಚಿತ್ರ । ಮೇ । ಇಹ । ನ । ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇಷಾಂ ಪದಾನಾಂ ಪಂಚಾನಾಂ ಮೇ । ಇಹ ನ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪಾಣಿ ಮಧ್ಯಮಾನಿ ಪದಾನಿ ॥

ನಿರುಕ್ತಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ದುರ್ಗನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾನೆ.

ಭಾಷ್ಯಕಾರೇಣೋಭಯೋಃ ಶಾಕಲ್ಯಗಾರ್ಗ್ಯಯೋರಭಿಪ್ರಾಯಾವತ್ರಾನುವಿಹಿತೌ । ಪದಕಾರಯೋಃ ಪದವಿಕಲ್ಪೇ ಕೋऽಭಿಪ್ರಾಯ ಇತಿ ॥

ಭಾಷ್ಯಕಾರನು ಶಾಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗ್ಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪದಪಾಠಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ.

ಸಾಮವೇದದ ಪದಪಾಠಕ್ಕೂ ಇತರ ವೇದಗಳ ಪದಪಾಠಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವೈಶೇಷ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ—

ಸಂಹಿತಾಪಾಠ	ಪದಪಾಠ	ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ
ಮಿತ್ರಮ್	ಮಿ+ತ್ರಮ್	ಪ್ರಮಿತೇಸ್ತ್ರಾಯತೇ (೧೦-೨೧)
ಅದ್ಯ	ಅ+ದ್ಯ	ಅಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯವಿ (೧-೬)
ಸಖ್ಯೇ	ಸ+ಖ್ಯೇ	ಸಮಾನಖ್ಯಾನಾ (೭-೩೦)
ಶ್ರದ್ಧಾ	ಶ್ರತ್+ಧಾ	ಶ್ರದ್ಧಾನಾತ್ (೯-೩೦)
ಅಘೆ	ಅ+ಘೆ	ಹನ್ತೇಃ । ನಿರ್ಹ್ರಸಿತೋಪಸರ್ಗಃ ಆಹಂತೀತಿ(೬-೧೧)
ಚಂದ್ರಮಸಃ	ಚಂದ್ರ+ಮಸಃ	ಚಂದ್ರೋ ಮಾತಾ (೧೧-೫)
ಸಮುದ್ರಮ್	ಸಮ್+ಉದ್ರಮ್	ಸಮುದ್ದ್ರವಂತ್ಯಸ್ಮಾದಾಪಃ (೨-೧೦)
ದೂರಾತ್	ದುಃ+ಆತ್	ದುರಯಂ ವಾ (೩-೧೯)
ಸ್ವಸ್ತಯೇ	ಸು+ಅಸ್ತಯೇ	ಸು ಅಸ್ತೀತಿ (೩-೨೧)
ಉಸ್ರಿಯಾಃ	ಉ+ಸ್ರಿಯಾಃ	ಉಸ್ರಾವಿಣೋऽಸ್ಯಾಂ ಭೋಗಾಃ (೪-೧೯)
ಪುತ್ರಸ್ಯ	ಪುತ್+ತ್ರಸ್ಯ	ಪುನ್ನರಕಂ ತತಸ್ತ್ರಾಯತ ಇತಿ (೨-೧೧)

ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಪಾಠಗಳು ಸತ್ಯವ್ರತಸಾಮಶ್ರಮೀ ಎಂಬುವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸಾಮಪದಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿದುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪದಪಾಠಗಳೂ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾರ್ಗ್ಯರ ಸಾಮಪದಪಾಠವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪದಪಾಠಗಳೂ ಇದ್ದುವೆನ್ನಬಹುದು. ಇವುಗಳೂ ಲಭಿಸಿದರೆ ನಿರುಕ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

೭. ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಪದಪಾಠಕಾರರು

ಈ ವೇದದ ಪದಪಾಠವೂ ಋಗ್ವೇದ ಪದಪಾಠದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಅವಗ್ರಹ ഽ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ೦ ಈ ಗುರುತು ಇದೆ. ಕರ್ತೃವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪದಪಾಠಗಳ ಹೋಲಿಕೆ.

ವೇದಗಳ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖಾಭೇದದಿಂದುಂಟಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

೧. ಪದಗಳ ಆವೃತ್ತಿ

ಪದಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ ದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಗ್ರಹಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ഽ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗ್ರಹ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಪದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಠನಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಹಿತೆ	ಪದಪಾಠ
ಪುರೋಹಿತಂ	ಪುರಃഽಹಿತಂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧-೧)
ತ್ರಿಸಪ್ತಾಃ	ತ್ರಿഽಸಪ್ತಾಃ (ಅಥ. ಸಂ. ೧-೧-೧)

ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ, ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದದ ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾ ವೃತ್ತಿಯುಂಟು.

ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ	ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠഽತಮಾಯ (ಶುಕ್ಲ. ಯಜು. ೧-೧-೧)
ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ	ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ—ತಮಾಯ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧ ಮತ್ತು ಮೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧)
ಹ³ವ್ಯ¹ದಾ²ತಯೇ	ಹ³ವ್ಯ¹ದಾ²ತಯೇ ಹ³ವ್ಯ²ದಾ³ತಯೇ (ಸಾ. ಪೂ. ೧-೧-೧)

೨. 'ಇವ' ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ

ಋಕ್, ಯಜುಃ, (ಶುಕ್ಲ) ಅಥರ್ವ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಾಯಣೀ ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇವ ಶಬ್ದವು ಸಮಸ್ತ ಪದವೆಂದು ಗಣನೆ.

ಪಿತೇವ	ಪಿತಾऽಇವ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧-೯)
ರಾಜೇವ	ರಾಜೇವೇತಿ ರಾಜಾऽಇವ (ಶುಕ್ಲ. ಯಜುಃ ೧೩-೯)
ಪಿತೇವ	ಪಿತಾऽಇವ (ಅಥರ್ವ. ೨-೧೩-೧)
ವಸ್ನೇವ	ವಸ್ನೇವೇತಿ ವಸ್ನಾ-ಇವ (ಮೈತ್ರಾ. ೧,೧೦-೨)

ಸಾಮ ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇವ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಪದವೆಂದು ಗಣನೆ.

ಕ್ಷೋಣೀರಿವ	ಕ್ಷೋಣೀಃ । ಇವ (ಸಾ. ಪೂ. ೪-೪-೪)
ರಾಜೇವ	ರಾಜಾ । ಇವ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೨-೧೪-೨೮)

ಲೌಕಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇವ ಶಬ್ದವು ಕೆಲವುಕಡೆ ಸಮಸ್ತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವುಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸಮಸ್ತಪದ—**ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ (ರಘುವಂಶ ೧-೧)**

ಅಸಮಸ್ತ— **ಕಚಾಚಿತೌ ವಿಷ್ವಗಿವಾಗಜೌ ಗಜೌ (ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ೧-೩೬)**

ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಶಬ್ದವು ಗಜೌ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

೩. ಪದಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಂಕನಪ್ರಕಾರ

ಅವಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಋಕ್, ಯಜುಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮ ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವರಿತವಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಅನುದಾತ್ತ ಸ್ವರವುಳ್ಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಯವೂ ಅವಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಉದಾತ್ತವಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಅನುದಾತ್ತವಿದ್ದರೆ, ಆ ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಿತವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಸಂಹಿತೆ	ಪದಪಾಠ
ಋಗ್ವೇದ—ವೀರವತ್ತಮಂ	ವೀರವತ್ऽತಮಂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧-೩)
ಘೃತಪ್ರತೀಕಾ	ಘೃತऽಪ್ರತೀಕಾ (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೧೪-೩)
ಶುಕ್ಲಯಜು—ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ	ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠऽತಮಾಯ (ಶು. ಯ. ೧-೧)
ಪ್ರಜಾವತೀಃ	ಪ್ರಜಾವತೀರಿತಿ ಪ್ರಜಾऽವತೀಃ (ಶು. ಯ. ೧-೧)
ಅಥರ್ವ—ಅಗ್ನಿಷ್ವಾತ್ತಾಃ	ಅಗ್ನಿऽಸ್ವಾತ್ತಾಃ (ಅಥ. ೧೮-೩-೪೪)
ಅಗ್ನಿತೇಜಾಃ	ಅಗ್ನಿऽತೇಜಾಃ (ಅಥ. ೧೦-೫-೨೫)

ಸಂಹಿತೆ	ಪದಪಾಠ
ತೈ. ಸಂ.–ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ	ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ–ತಮಾಯ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧)
ಪ್ರಜಾವತೀಃ	ಪ್ರಜಾವತೀರಿತಿ ಪ್ರಜಾ–ವತೀಃ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧)
ಮೈ. ಸಂ.—ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ	ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ–ತಮಾಯ
	ಅಥವಾ
	ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಽತಮಾಯ (ಮೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧)
ಅಘಶಂಸಃ	ಅಘಶಂಸಃ ಇತ್ಯಘ–ಶಂಸಃ
	ಅಥವಾ
	ಅಘಶಂಸಃ ಇತ್ಯಘಽಶಂಸಃ (ಮೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧)

ತೈತ್ತಿರೀಯಪದಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇತಿಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅವಗ್ರಹಚಿಹ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು - ಗೀಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದುಂಟು. ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತೈತ್ತಿರೀಯಪದಪಾಠಕ್ರಮವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಋಗ್ವೇದದಪಾಠಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುವರು. ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪದಪಾಠದ ಸ್ವರಾಂಕನ ಪ್ರಕಾರವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

ಪ್ರಜಾವತೀರಿತಿ ಪ್ರಜಾಽವತೀಃ

ಇಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತಾನುದಾತ್ತಸ್ವರಿತಪ್ರಚಯಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕುವಿಧ ಸ್ವರಗಳಿಗೂ ಚಿಹ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿದಾರೆ.

೪. ಇತಿಕರಣ

ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದಗಳ ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯಪದಕ್ಕೆ ಇತಿಕರಣವುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆ-

ವಾಯೋ ಇತಿ (ಋ. ಸಂ. ೧-೨-೧]

,, (ಅಥರ್ವ. ಸಂ. ೬-೬೮-೧)

ಮತ್ತು ಅಕಃ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಿಗೂ ಇತಿಕರಣವುಂಟು.

ಅಕರಿತ್ಯಕಃ (ಋ. ಸಂ. ೧-೩೩-೧೫)

,, (ಅಥರ್ವ. ಸಂ. ೨೦-೩೪-೪)

ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯಪದಕ್ಕೂ ಅವಗ್ರಹಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಗಳಿಗೂ ಇತಿಕರಣವಿದೆ.

ವಿಷ್ಣೋ ಇತಿ (ಯಜು. ೧–೨)

ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ (ಯಜು. ೧–೧)

ಅಕರಿತ್ಯಕಃ (ಯಜು. ೧೧–೨೨)

ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ, ಇಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಸರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇತಿಕರಣವುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆ—

ಪ್ರಗೃಹ್ಯ—ವಿಷ್ಣೋ ಇತಿ (ಮೈ. ೧-೧-೩)

„ (ತೈ. ೧-೧-೩-೪)

ಇಂಗ್ಯ—ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಽತಮಾಯ (ಮೈ. ೧-೧-೧)

„ (ತೈ. ೧-೧-೧)

ಉಪಸರ್ಗ—ಪ್ರೇತಿ (ಮೈ. ೧-೧-೧)

„ (ತೈ. ೧-೧-೧)

ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಪದಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉಪಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಇತಿಕರಣಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಪದಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಉಪಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಇತಿಕರಣವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಉಂಟು—

ಸಂಹಿತೆ	ಪದಪಾಠ
ಸಂಪ್ರಯುಚ್ಛತಿ	**ಸಂ । ಪ್ರೇತಿ । ಯುಚ್ಛತಿ (ತೈ. ೬-೩-೨)**

ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯಕ್ಕೆ ಇತಿಪ್ರಯೋಗವುಂಟು—

ತ್ವೇ[1] ಇತಿ[2] (ಸಾ. ಪೂ. ೧-೪-೪)

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಪಾಠಗಳು ಇರುವುದುಂಟು. ಉದಾ.—

ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ।

ಇದು ಋಗ್ವೇದ (೧-೮೬-೮) ಯಜುಃ (೨೫-೨೧) ಮೈ. ಸಂಹಿತಾ (೪-೧೪-೨) ಕಾಣ್ವಸಂಹಿತಾ (೩೫-೧) ಮತ್ತು ತೈ. ಆರಣ್ಯಕ (೧-೧-೧) ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಡೆಯದೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪದಪಾಠಗಳಲ್ಲೂ **ಯಜತ್ರಾಃ** ಎಂಬುದು ನಿಘಾತ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುದಾತ್ತಸ್ವರಯುಕ್ತವಾದುದು. ಆದರೆ ತೈ. ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಮೈ. ಸಂಹಿತೆಯ ಪಾಠಾಂತರ ಇನೆರಡರಲ್ಲಿ **ಯಜತ್ರಾಃ** ಎಂಬುದು ಆದ್ಯುದಾತ್ತಪದ.

ಏಷ್ಟಾ ರಾಯಃ

ಈ ಮಂತ್ರವು ಯಜು. (೫-೭) ಶತಪಥ (೩-೪-೩-೨೧) ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (೧-೨೬) ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ (೧-೨-೨೧) ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. **ಏಷ್ಟಾ** ಎಂಬುದು ತೈ. ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪದಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಽಇಷ್ಟಾಃ ಎಂದು ಅವಗ್ರಹವುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನಾರ್ಥ, ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ **ರಾಯಃ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ.

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

ಉವಟ—ಏಷ್ಟಾ ರಾಯಃ । ಯಜತೇಃ ಕೃತಸಂಪ್ರಸಾರಣಸ್ಯೈತದ್ರೂಪಂ
ನಿಷ್ಠಾಪ್ರತ್ಯಯೇ ಪರತೋ ದಾನಾರ್ಥಸ್ಯ । ಆ ಇಷ್ಟಾ ರಾಯಃ
ಮರ್ಯಾದಯಾ ಇಷ್ಟಾನಿ ಧನಾನಿ ॥

ಸಾಯಣ—ಹೇ ಇಷ್ಟಃ । ತೃಜಂತಸ್ಯ ಸಂಬುದ್ಧಿಃ ।
ಸಾಯಣ—(ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಹೇ ಏಷ್ಟಃ । ....ಯದ್ವಾ ಏಷ್ಟಾ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಂತಂ ।
ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ—ಹೇ ಏಷ್ಟಃ ಏಷಣಶೀಲ ।

ಕೇಚಿನ್ನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಇಕಾರಸ್ಯೈಕಾರಮಾಹುಃ । ಅನಾ-
ಮಂತ್ರಿತತ್ವಂ ಚ ಮನ್ಯಂತೇ । ತದಾ ಆದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ ಚ ದುರ್ಲಭಂ ।
ಶಾಖಾಂತರೇ ತು— ಆ ಇಷ್ಟಃ ಏಷ್ಟ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಅವಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವಂತಿ ॥

ಮತ್ತು—

ನ ಲಕ್ಷಣೇನ ಪದಕಾರಾ ಅನುವರ್ತ್ಯಾಃ ಪದಕಾರೈರ್ನಾಮ ಲಕ್ಷಣಮನುವರ್ತ್ಯಂ
ಯಥಾಲಕ್ಷಣಂ ಪದಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ।

ಸರ್ವವೇದಪಾರಿಷದಂ ಹೀದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ

ಇವು ಪತಂಜಲಿಯ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಪದಕಾರರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ಪದಕಾರರೇ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನನುಸರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪದಗಳ ರೂಪ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಮಾಡಬೇಕು.

ಪಾಣಿನೀಯವ್ಯಾಕರಣವೇ ಸರ್ವವೇದಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ. ಇದೇ ಪದಪಾಠದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರುಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.—

1. ಆಜ್ಯಂ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಗ್ರಹವುಳ್ಳದ್ದು ಆಽಜ್ಯಂ. ಈ ಪದವು ಋಗ್ವೇದ ೧ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಗ್ರಹವಿಲ್ಲ.

2. ಆಶಿತಂ ಪದವೂ ಅವಗ್ರಹಸಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಮತ. ಋಗ್ವೇದ ೧ನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ಇದೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಗ್ರಹವಿಲ್ಲ.

3. ಅಕ್ಷಣ್ವಾನ್ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಪ್ರಕಾರ ಅವಗ್ರಹವಿರಬಾರದು. ಋಗ್ವೇದ (೧-೧೬೪-೧೬) ದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅವಗ್ರಹವಿದೆ.

ಪತಂಜಲಿಯು ಅಚ್ಚ ವೈಯಾಕರಣಿ. ತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉತ್ತಮವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪದಕಾರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಬೇಕು.

ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯೂ ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯೈ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವಗ್ರಹವುಂಟು, ಅವಗ್ರಹವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಪದಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀರ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದಿದಾರೆ.

ಶಾಕಲ್ಯಾತ್ರೇಯಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ನಾವಗೃಹೀತಂ ಪೂರ್ವನಿರ್ವಚನಾಭಿಪ್ರಾ-
ಯೇಣ । ಗಾರ್ಗ್ಯಪ್ರಭೃತಿಭಿರವಗೃಹೀತಮಿತಿ । ತದೇವ ಕಾರಣಂ ।
ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಪದಕಾರಾಣಾಮಭಿಪ್ರಾಯಾಃ । ಕ್ವಚಿದುಪಸರ್ಗವಿಷಯೇಽಪಿ

ನಾವಗೃಹ್ಣಂತಿ । ಯಥಾ ಶಾಕಲ್ಯೇನ ಅಧಿವಾಸಂ ಇತಿ ನಾವಗೃಹೀತಂ । ಆತ್ರೇಯೇಣ ತು ಅಧಿಽವಾಸಂ ಇತ್ಯವಗೃಹೀತಂ । ತಸ್ಮಾದವಗ್ರಹೋಽ-ನವಗ್ರಹ ಇತಿ ॥

(ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯ ನಿರುಕ್ತಭಾಷ್ಯ ೨-೧೩)

ಪದಪಾಠಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಾನಾವಿಧವಾಗಿವೆ. ಉಪಸರ್ಗವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಅವಗ್ರಹವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಶಾಕಲ್ಯರು **ಅಧಿವಾಸಂ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅವಗ್ರಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ರೇಯರು **ಅಧಿಽವಾಸಂ** ಎಂದು ಅವಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈರೀತಿ ಪದಪಾಠಕಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವೇದಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ-ಪ್ರಾಚೀನರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ವೇದಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾರೆ, ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ವೇದದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಇವೇ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಇವೇ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ತಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟಪದಗಳಿಗೆ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೋ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಪದಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಮಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಿಚಿತವಾದ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳೂ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿ ಮುಂತಾದುವೂ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳು, ವೇದದ ಮೂಲ, ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ವರ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುವು. ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಯು ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರದ ಋಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು, ದೇವತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇದದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿಉಳ್ಳ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಯಾಸ್ಕರ ನಿರುಕ್ತ. ಇದಕ್ಕಿಂದ ಹಿಂದಿನದು ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದೂ ಈವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳ

ಕಾಲದ್ದೇ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರು ಪದಗಳಿಗೆ ವೈದಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಅರ್ಥ ಎರಡನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—

> "ಇವೇತಿ ಭಾಷಾಯಾಂ ಚ ಅನ್ವಧ್ಯಾಯಂ ಚ । ಅಗ್ನಿರಿವೇಂದ್ರ ಇವೇತಿ ।
> ನೇತಿ ಪ್ರತಿಷೇದಾರ್ಥೀಯೋ ಭಾಷಾಯಾಂ । ಉಭಯಮನ್ವ-
> ಧ್ಯಾಯಂ ।"

ಇವ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ "ಭಾಷೆ" ಯೆಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾರೆ) ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. "ಅಗ್ನಿರಿವ" ಎಂದರೆ "ಅಗ್ನಿಯಂತೆ", "ಇಂದ್ರ ಇವ" ಎಂದರೆ "ಇಂದ್ರನಂತೆ" ಇತ್ಯಾದಿ. "ನ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥವಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥವೂ ಉಂಟು. "ನ ವಿಂಧೆ ಅಸ್ಯ ಸುಷ್ಟುತಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "**ನ**" ಎಂಬುದು ನಿಷೇಧಾರ್ಥವಾಚಕವೂ "ದ್ಯೌರ್ನ ಪ್ರತಿನಾಶವಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ದ್ಯೌರ್ನ" ಎಂದರೆ "ಆಕಾಶದಂತೆ" ಎಂತಲೂ ಅರ್ಥ. ಎಂದರೆ ಈರೀತಿ ವೇದ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಸ್ಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಎರಡು ರೂಪಗಳೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಿರುಕ್ತದ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇದು ವೇದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು. ವೇದಗಳಿಗೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು.

ಅಸಾಧ್ಯ ವಾಚಕವಾಕ್ಯಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಪುನಃ ತಿಳಿಸಲೆತ್ನಿಸುವುದು, ಅರ್ಥವೇ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥಹ ಪದಗಳು, ಇವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದವು. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದು ಅಪ್ರಕೃತ, ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಆಪಾದನೆ. ಈ ವಾದವಿವಾದಗಳು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಅನವಶ್ಯಕ.

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿರ್ಧರವಾದಂತಾಯಿತು. ಯಾಸ್ಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವೇದವೆನ್ನುವ ಗ್ರಂಥವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇದದ ಭಾಷೆಯು ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು.

ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವಿದೆಯೆಂದು ಆಗಲೆ ಹೇಳಿದೇವೆ. ವೇದವೆಲ್ಲವೂ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದಕೋಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದರೂ ಏನು? ಅಥವಾ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ರೂಪ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ (ಯಾವ ಮೂಲಪದದಿಂದ ಬಂದದ್ದು; ಈ ರೂಪ ಹೇಗೆ ಬಂತು) ಮಾಡಿ, ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಯಾವರೀತಿ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಉದಹರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಪದಗಳು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾಸ್ಕರು ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಅಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರಬೇಕು. ವೇದದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾಸ್ಕರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.

ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಯಾಸ್ಕರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೂ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿರುಕ್ತದಿಂದಾಗಿರುವ ಉಪಕಾರವು ಅಪಾರವಾದುದು.

ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯನಿರೂಪಣೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕರು ಈರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ "ವೃತ್ರ" ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವೃತ್ರನು ಯಾರು? ಇವನ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ—

"ತತ್ಕೋ ವೃತ್ರಃ । ಮೇಘ ಇತಿ ನೈರುಕ್ತಾಃ । ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೋಽಸುರ ಇತ್ಯೈತಿಹಾಸಿಕಾಃ ।....ಅಪಾಂ ಚ ಜ್ಯೋತಿಷಶ್ಚ ಮಿಶ್ರೀಭಾವಕರ್ಮಣೋ ವರ್ಷಕರ್ಮ ಜಾಯತೇ । ತತ್ರ ಉಪಮಾರ್ಥೇನ ಯುದ್ಧವರ್ಣಾ ಭವಂತಿ । ಅಹಿವತ್ತು ಖಲು ಮಂತ್ರವರ್ಣಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದಾಶ್ಚ । ವಿವೃದ್ಧ್ಯಾ ಶರೀರಸ್ಯ ಸ್ರೋತಾಂಸಿ ನಿವಾರಯಾಂಚಕಾರ । ತಸ್ಮಿನ್ ಹತೇ ಪ್ರಸಸ್ಯಂದಿರೇ ಆಪಃ ।"

ಈ ವೃತ್ರನು ಮೇಘವೆಂದು ನಿರುಕ್ತಕಾರರ ಗುಂಪಿನವರೂ, ಪುರಾಣಿಕರು ತ್ವಷ್ಟೃವಿನ ಮಗನಾದ ರಾಕ್ಷಸರೆಂದೂ, ವೇದಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಸರ್ಪನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾರೆ. ಈತರಹದ ಉಪಪಾದನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರು ಋಷಿಯೆಂದರೆ ಎಂತಹವನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತಾ ಯಾರು ತರ್ಕರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಲ್ಲರೋ ಅವರೇ ಋಷಿಸಮಾನರು. ಆರೀತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಬೆಲೆಯೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾರೆ.

ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ–ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು--ಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾಸ್ಕರು ನಿರುಕ್ತ ರಚನೆಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಚೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾಸ್ಕರು ತಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕರಣ, ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಮೋದಕ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ವೇದದ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ವೇದಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಾಷೆಯ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಪವಾದಗಳೆಂದೇ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ.

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಾರೆ.

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವೇನೋ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ಆದರೂ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ವೇದದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ವೇದವನ್ನು ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಈ

ನಿಯಮಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಕೊಡಬೇಕು, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

" ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯಪ್ರಕರಣಸ್ಥಾನಸಮಾಖ್ಯಾನಾಂ ಸಮವಾಯೇ ಪಾರ-ದೌರ್ಬಲ್ಯಮರ್ಥವಿಪ್ರಕರ್ಷಾದಿತಿ "

ಒಂದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿ (ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು), ಲಿಂಗ (ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗುರುತು), ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಕರಣ (ಸಂದರ್ಭ), ಸ್ಥಾನ (ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮ) ಮತ್ತು ಸಮಾಖ್ಯಾ (ನಿರ್ವಚನ) ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಗಿಂತ, ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ—

ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ವೇದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿಕೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢವಾದ ಉಪೋದ್ಘಾತದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ, ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದ ಹಂಪೆಯ ಹತ್ತಿರ ಈಗ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಜಯನಗರವೆಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಬುಕ್ಕರಾಯನೆಂಬುವನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೂ ಇವರ ಸೋದರರು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೂ ವಿಜಯನಗರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈಗಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾರೆ. ಈ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೇ ಸರ್ವದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಪಂಚದಶೀ ಎಂಬ ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳೂ ಇವರೇ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮವೇದ ಭಾಷ್ಯವಲ್ಲದೇ, ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ಭಾಷ್ಯಮಾಡಿದಾರೆ.

ವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರತಿಋಕ್ಕಿಗೂ ಪ್ರತಿಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ, ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರುವ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಋಕ್ಕಿಗೂ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದರೆ, ಸಾಯಣರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ಅವರಿಗೆ ವೇದವೆಂಬುದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥರಾಶಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾದುದು. ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ತಪ್ಪು. ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದು.

ವೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಪೂಜ್ಯಭಾವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ, ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರುಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯುವಾಗ, ನಾಮಪದಗಳ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. "ಧಾತೂನಾಮನೇಕಾರ್ಥತ್ವಾತ್" (ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು) ಎಂಬುದಂತೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟುಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದುತರಹ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದ ಅಥವಾ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿರುಕ್ತಕಾರರಂತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪದಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿಯೇ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆ. ನಿರುಕ್ತದಿಂದ ಉದಹರಿಸಿರುವುದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು, ಆರಣ್ಯಕಗಳು, ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿ, ಬೃಹದ್ದೇವತಾ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು, ವೇದದಶ್ಶೈಲಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಸರಿಹೋಗದಂಥಹ ಜೀವನಕಥೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾರೆ.

ವೇದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಳಿಸಿಹೋಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ೧೨೧ ನೇ ಸೂಕ್ತವು "ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ" ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಋಕ್ಕಿಗೂ "ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾವಿಧೇಮ" ಎಂಬುದು ಪಲ್ಲವಿಯಂತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ "ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹವಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ" ಎಂದು ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ—ಯಾವನು ಈ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದನೋ, ಯಾವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತನೋ ಆ ದೇವನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದು. ಒಂದುಸಲ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದುವೇಳೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದುವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಒಂದುಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಾತ್ಪರವಸ್ತುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಜೀವನು ಮುಗ್ಧನಾಗಿ, ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದಾನೆ. "ಯಾರಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿ?"

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ತದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ "ಕ ಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ದೇವತಾ" ('ಕ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವತೆ) ಎಂತಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಸೂಕ್ತಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಲ್ಲು, ಗಿಡಗಳು, ವಾದ್ಯಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೂ, ಸೂಕ್ತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮರೆತು, 'ಕಸ್ಮೈ' ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮಪದವನ್ನೇ ದೇವರ ಹೆಸರೆಂದು ವಾದಿಸಿದಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗಿದೆ.

"ಅತ್ರ ಕಿಂ ಶಬ್ದೋಽನಿರ್ಜ್ಞಾತಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ಪ್ರಜಾಪತೌ ವರ್ತತೇ।"

ಇಲ್ಲಿ 'ಕಸ್ಮೈ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ರೂಪವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

" ಯದ್ವಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಮಯತೇ ಇತಿ ಕಃ। ಕಮೇರ್ಡಪ್ರತ್ಯಯಃ। "

ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಕ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, 'ಕಂ' ಧಾತುವಿಗೆ ಡ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ 'ಕಃ' ಎಂದು ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ.

" ಯದ್ವಾ ಕಂ ಸುಖಂ ತದ್ರೂಪತ್ವಾತ್ಕ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ। "

ಅಥವಾ 'ಕ' ಎಂದರೆ ಸುಖವೆಂದರ್ಥ. ಸುಖರೂಪನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 'ಕಃ' ಎಂದು ಹೆಸರು.

" ಅಥವಾ ಇಂದ್ರೇಣ ಪೃಷ್ಟಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಮದೀಯಂ ಮಹತ್ವಂ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರದಾಯ ಅಹಂ ಕಃ ಕೀದೃಶಃ ಸ್ಯಾಮಿತ್ಯುಕ್ತವಾನ್। ಸ ಇಂದ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯೂಚೇ ಯದೀದಂ ಬ್ರವೀಷಿ ಅಹಂ ಕಃ ಸ್ಯಾಮಿತಿ ತದೇವ ತ್ವಂ ಭವೇತಿ। ಅತಃ ಕರಣಾತ್ಕ ಇತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿರಾಖ್ಯಾಯತೇ। "

ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನೂ ಪೂಜ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ನನ್ನ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನು (ಕಃ) ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಇಂದ್ರನು ನಾನು ಏನು (ಕಃ) ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀನು ಅದೇ (ಕಃ) ಆಗು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 'ಕಃ' ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಈರೀತಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದಾದುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಸಲ್ಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಇದಿಷ್ಟೂ ಸಾಯಣರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೋಷಗಳ ಮಾತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅದರ ಉಪಯೋಗ.

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದುಪಕ್ಷವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದುಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಉಪಕಾರದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈದಿನ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಅದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವವರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ತಾವೂ ಋಣಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ—ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮೂಲರ್ ಪಂಡಿತರು ಈರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದಾರೆ.

"........Those who recollect the history of Vedic scholarship........know best that with all its faults and weaknesses Sayana's Commentary has a ***Sine-qua non*** for a scholarlike study of the Rigveda. I do not wonder that others who have more recently entered on that study are inclined to speak disparagingly of the scholastic interpretations of Sayana. They hardly know how much we all owe to his guidance in effecting our first entrance into this

fortress of Vedic language and Vedic religion, and how much even they, without being aware of it, are indebted to that Indian Eustathius.....Who does not know how much assistance may be derived from a first translation, even though it is imperfect, nay, how often the very mistakes of our predecessors help us in finding the right track ? If we can now see further than he could, let us not forget that we are standing on his shoulders. "

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಈವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸಂಗವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಚೀಚೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವವರು ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಿರುವರೆಂದು ಜರೆಯಬಹುದು. ದುರ್ಗಮವಾದ ಈ ಕೋಟೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಂತಹ ದಕ್ಷರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹಳಿಯುವವರು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೇ, ಎಷ್ಟು ಋಣಿಗಳು ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿಯದು. ಯಾವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕಾಗಲೀ, ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಷಾಂ ತರವು--ಎಷ್ಟೇ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ—ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಹಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಾವು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮೂಲರರಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೇದದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆಗಿರುವ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕತರಹ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ, ಒಂದೇ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ, ತಮಗಿಂತ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಮತಗಳೂ, ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಉದಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರಮಿಶ್ರ, ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮೀ, ಕಪರ್ದಿಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದವರು, ನೈರುಕ್ತಾಃ (ನಿರುಕ್ತಕಾರರು), ಐತಿಹಾಸಿಕಾಃ (ಪುರಾಣಿಕರು), ಶಾಬ್ದಿಕಾಃ (ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು), ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿದಃ (ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರು), ಆತ್ಮವಿದಃ (ಜ್ಞಾನಿಗಳು), ವೃದ್ಧಶಾಸನಂ, ಪೂರ್ವೇ ಭಾಷ್ಯಕೃತಃ (ಹಿಂದಿನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು), ಅಪರೇ ಕೇಚನ (ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು) ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯ ರಚನೆಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಅನೇಕರು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾವಣಭಾಷ್ಯ, ಕೌಶಿಕಭಾಷ್ಯ, ಗೂಢಾರ್ಥರತ್ನಮಾಲಾ, ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿರುಕ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾದ ದೇವರಾಜರೆಂಬುವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭವಸ್ವಾಮಿ, ರಾಹದೇವ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಾಧವದೇವ ಮೊದಲಾದವರ ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳೆಂದು ಉದಹರಿಸಿದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವಿಕರೆಂತಲೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಾವುವೂ ಸಿಕ್ಕುವಂತಿಲ್ಲ.

ಮಹೀಧರ ಮತ್ತು ಉವಟರೆಂಬುವರ ಯಜುರ್ವೇದಭಾಷ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳು. ಆದರೆ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಋಗ್ಯಜುರ್ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೈದಿಕಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದವನ್ನು ಬಹುಶ್ರಮದಿಂದ ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಇರುವಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ವೇದಾರ್ಥನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅವರಿಂದ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ.

ವೇದಾಭ್ಯಾಸವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಅಪ್ರಕೃತವೆನಿಸಲಾರದು. ವೇದವನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುವುದು ಪುರಾತನಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಮುಖದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿಪಾಠಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕ್ರಮವು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಗುರುವು ಓಂಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ವೇದಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಾದಪಾದವಾಗಿ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಋಕ್ಕಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ, ಸ್ವರಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಉಚ್ಚಾರಮಾಡುವನು. ಗುರುವು ಹೇಳಿದ ಆ ಪಾದವನ್ನೇ ಶಿಷ್ಯನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರಾವರ್ತಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವನು. ಶಿಷ್ಯನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗುರುವು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಪುನಃ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಸುವನು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವನು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಪಾಠವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಸಾಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಂದೇಬಾರಿ ಉಚ್ಚಾರಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದಕಾರಣ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಪದಚ್ಛೇದಕ್ರಮದಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಸುವನು. ಈರೀತಿ ಶಿಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನೋ ಪೂರ್ತ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನೋ ಪಾಠಹೇಳುವನು. ಈರೀತಿ ಪಾಡ್ಯ, ಅಷ್ಟಮಿ, ಚತುರ್ದಶೀ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ, ಸಂಕ್ರಮಣ ಮೊದಲಾದ ಅನಧ್ಯಯನ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ದಿನಗಳ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾತರಾಹ್ನಿಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೋ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೋ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವನು. ಪಾಠವು ಸಾಕೆಂದು ತೋರಿದ ಬಳಿಕ ಗುರುವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವನು. ಶಿಷ್ಯನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಗುರುವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರ್ತಿಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ಶಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೂ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವನು. ಈರೀತಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗಲೂ ವೇದಗಳ ಶಿಕ್ಷಾದಿ ಷಡಂಗಗಳನ್ನೂ, ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವನು ಈರೀತಿ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ೧೨ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿರುವರು. ಉಪನಯನವಾದ ಬಳಿಕ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು. ಉಪನಯನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಶುಶ್ರೂಷಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ

ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸ್ವಶಾಖಾಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ತಿಯಾದಮೇಲೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ (ಇತರ ವೇದಗಳನ್ನೂ) ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದನಂತರ ಗುರುವಿಗೆ ಯಥೋಚಿತ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಸ್ನಾತಕವ್ರತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನಸಂಪ್ರದಾಯವು.

ವೇದಾಭ್ಯಾಸಕ್ರಮ

ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಗತಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಜೀವಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಋಷಿಗಳೂ, ವೇದವೇತ್ತೃಗಳೂ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನನುಸರಿಸುವರು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲು ಸಂಹಿತಾಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಪದಪಾಠವನ್ನೂ ಸಂಹಿತೆಯಂತೆಯೇ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ—

ಜಟಾ ಮಾಲಾ ಶಿಖಾ ರೇಖಾ ಧ್ವಜೋ ದಂಡೋ ರಥೋ ಘನಃ ।
ಅಷ್ಟೌ ವಿಕೃತಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಕ್ರಮಪೂರ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ॥

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜಟಾ, ಮಾಲಾ, ಶಿಖಾ, ರೇಖಾ, ಧ್ವಜ, ದಂಡ, ರಥ, ಘನ ಎಂಬ ಎಂಟು ವಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು (ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ) ಸಂಹಿತಾಪಾಠ, ಪದಪಾಠ, ಕ್ರಮಪಾಠ, ಜಟಾಪಾಠ, ಘನಪಾಠ ಎಂಬ ವಿಕೃತಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ವಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವೆವು. ಇದರಂತೆ ವೇದದ ಎಲ್ಲಾ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದು.

೧. ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ

ಸಂಹಿತಾಲಕ್ಷಣಂ—ಪರಃ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಃ ಸಂಹಿತಾ (ಪಾಣಿನೀಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀ ೧-೪-೧೦೯)
ಅಥವಾ ವರ್ಣಾನಾಮತಿಶಯಿತಃ ಸಂನಿಧಿಃ ಸಂಹಿತಾಸಂಜ್ಞಃ ಸ್ಯಾತ್

ಓಷಧಯಃ ಸಂ ವದಂತೇ ಸೋಮೇನ ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ ।
ಯಸ್ಮೈ ಕೃಣೋತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತಂ ರಾಜನ್ಪಾರಯಾಮಸಿ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೯೭-೨೨)

೨. ಪದಪಾಠಃ

ಪದಪಾಠಲಕ್ಷಣಂ—ಪದವಿಚ್ಛೇದೋಽಸಂಹಿತಃ (ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಸೂತ್ರೇ ಕಾತ್ಯಾಯನಃ)

ಓಷಧಯಃ । ಸಂ । ವದಂತೇ । ಸೋಮೇನ । ಸಹ । ರಾಜ್ಞಾ ।
೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬

ಯಸ್ಮೈ । ಕೃಣೋತಿ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ । ತಂ । ರಾಜನ್ । ಪಾರಯಾಮಸಿ ॥
೭ ೮ ೯ ೧೦ ೧೧ ೧೨

ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ೧ ೨ ೩ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೨ ಪದಗಳಿವೆ. ಪದಚ್ಛೇದಮಾಡುವಾಗ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.

೩. ಕ್ರಮಪಾಠಃ

ಕ್ರಮಲಕ್ಷಣಂ—ಕ್ರಮೇಣ ಪದದ್ವಯಸ್ಯ ಪಾಠಃ । ಕ್ರಮಪಾಠೋ **ಯೋಗರೂಢಾಸಂಹಿತಾ** ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । **ಕ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಯೋಜನಃ** (ಪ್ರಾ. ಸೂ. ೪-೮. ಕಾತ್ಯಾಯನಃ)

ಓಷಧಯಃ ಸಂ । ಸಂ ವದಂತೇ । ವದಂತೇ ಸೋಮೇನ । ಸೋಮೇನ ಸಹ ।
೧ ೨ ೨ ೩ ೩ ೪ ೪ ೫

ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ । ರಾಜ್ಞೇತಿ ರಾಜ್ಞಾ ॥
೫ ೬ ೬ ೬

ಯಸ್ಮೈ ಕೃಣೋತಿ । ಕೃಣೋತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತಂ ।
೭ ೮ ೮ ೯ ೯ ೧೦

ತಂ ರಾಜನ್ । ರಾಜನ್ಪಾರಯಾಮಸಿ । ಪಾರಯಾಮಸೀತಿ ಪಾರಯಾಮಸಿ ॥
೧೦ ೧೧ ೧೧ ೧೨ ೧೨ ೧೨

(ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಸಂಧಿನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು.) ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತುಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮೊದಲು ೧, ೨ ನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮೊದಲನೆಯ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ೨, ೩ ನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಪದವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪದವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಾಕ್ಯಪೂರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಡೆಯಪದಕ್ಕೆ ಇತಿಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪದವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ—ರಾಜ್ಞೇತಿ ರಾಜ್ಞಾ. ಇದರಂತೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧವನ್ನೂ ಪಠನಮಾಡಬೇಕು. ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ(ಸಮಾಸಪದ) ಪದಗಳಿಗೂ—ಇವು ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ—ಇತಿಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಉದಾ—ಪುರೋಹಿತಮಿತಿ ಪುರಃऽಹಿತಂ. ರತ್ನಧಾತಮಮಿತಿ ರತ್ನऽಧಾತಮಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಕ್ರಮಪಾಠದಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ವೇದಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಮಾಡಿ ಪಠನಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.

೪. ಜಟಾಪಾಠಃ

೧. ಪ್ರಥಮಂ ಜಟಾಲಕ್ಷಣಂ—

ಅನುಲೋಮವಿಲೋಮಾಭ್ಯಾಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಹಿ ಪಠೇತ್ಕ್ರಮಂ ।
ವಿಲೋಮೇ ಪದವತ್ಸಂಧಿರನುಲೋಮೇ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ॥

ಅನುಲೋಮ ೧+೨ ; **ವಿಲೋಮ** ೨+೧ ; **ಅನುಲೋಮ** ೧+೨.

(ಇಲ್ಲಿ ೧, ೨ ಮೊದಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಂತ್ರದ ೧ ನೆಯ, ೨ ನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ೩ ಎಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪದವೆಂದೂ ೪ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿ.)

೨. ದ್ವಿತೀಯಲಕ್ಷಣಂ—

ಕ್ರಮೋ ಯಥೋಕ್ತೋ ಪದಜಾತಮೇವ
ದ್ವಿರಭ್ಯಸೇದುತ್ತರಮೇವ ಪೂರ್ವಂ।
ಅಭ್ಯಸ್ಯ ಪೂರ್ವಂ ಚ ತಥೋತ್ತರೇ ಪದೇಽ
ವಸಾನಮೇವಂ ಹಿ ಜಟಾಭಿಧೀಯತೇ ॥

ಕ್ರಮ=೧+೨ ; **ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ**=೨+೧ ; **ಸಂಕ್ರಮ**=೧+೨.

ಎಂದರೆ ಜಟಾಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈರೀತಿ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇರಬೇಕು.

೧ + ೨ + ೨ + ೧ + ೧ + ೨.

ಈಗ ೧ ನೆಯ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ೨ ಮತ್ತು ೩ ನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು—

೨ + ೩ + ೩ + ೨ + ೨ + ೩.

ಬಳಿಕ, ೩ + ೪ + ೪ + ೩ + ೩ + ೪.
೪ + ೫ + ೫ + ೪ + ೪ + ೫.
೫ + ೬ + ೬ + ೫ + ೫ + ೬ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉದಾಹರಣೆ—

ಓಷಧಯಃ ಸಂ ಸಮೋಷಧಯ ಓಷಧಯಃ ಸಂ।
೧ ೨ ೨ ೧ ೧ ೨
ಸಂ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ಸಂ ಸಂ ವದಂತೇ
೨ ೩ ೩ ೨ ೨ ೩

ಇತ್ಯಾದಿ—

ಈ ಜಟಾಪಾಠವನ್ನು ಪಠನಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಮ, ಉತ್ಕ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಪಂಚಸಂಧಿಲಕ್ಷಣ ವೆನ್ನುವರು. ಈ ಜಟಾಪಠನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಐದುವಿಧವಾದ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇರುವುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ, ಉತ್ಕ್ರಮ, ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ, ಅಭಿಕ್ರಮ, ಸಂಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ —

(೧) **ಕ್ರಮವೆಂದರೆ**—ಒಂದು ಪದವನ್ನೂ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ೧+೨
ಉದಾ—ಓಷಧಯಃ ಸಂ ॥ ಸಂ ವದಂತೇ ॥ ವದಂತೇ ಸೋಮೇನ ॥ ಇತ್ಯಾದಿ.

(೨) **ಉತ್ಕ್ರಮವೆಂದರೆ**—ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಎರಡಾವರ್ತಿ ಉಚ್ಚಾರಮಾಡುವುದು ೧+೧, ೨+೨
ಉದಾ—ಓಷಧಯ ಓಷಧಯಃ ॥ ಸಂ ಸಂ ॥ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ॥ ಇತ್ಯಾದಿ.

(೩) **ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವೆಂದರೆ**—ಒಂದು ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ೨+೧, ೩+೨
ಉದಾ—ಸವೋಷಧಯಃ । ವದಂತೇ ಸಂ । ಸೋಮೇನ ವದಂತೇ । ಇತ್ಯಾದಿ.

(೪) **ಅಭಿಕ್ರಮವೆಂದರೆ**—ಉತ್ಕ್ರಮದಂತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪದವನ್ನು ಎರಡಾವರ್ತಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ೧+೧
ಉದಾ—ಓಷಧಯ ಓಷಧಯಃ ॥ ಇತ್ಯಾದಿ.

(೫) **ಸಂಕ್ರಮವೆಂದರೆ**—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮವೆಂಬುದನ್ನೇ ಪುನಹ ಉಚ್ಚಾರಮಾಡುವುದು ೧+೨
ಉದಾ—ಓಷಧಯಃ ಸಂ ॥ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕ್ರಮ	ಉತ್ಕ್ರಮ	ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ	ಅಭಿಕ್ರಮ	ಸಂಕ್ರಮ
೧+೨	೨+೨	೨+೧	೧+೧	೧+೨

ಓಷಧಯಃ ಸಂ ॥ ಸಂ ಸಂ ॥ ಸವೋಷಧಯಃ ॥ ಓಷಧಯ ಓಷಧಯಃ ॥ ಓಷಧಯಃ ಸಂ ॥
೧ ೨ ೨ ೨ ೨ ೧ ೧ ೧ ೧ ೨

ಸಂ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ಸಂ ಸಂ ಸಂ ಸಂ ವದಂತೇ
೨ ೩ ೩ ೩ ೩ ೨ ೨ ೨ ೨ ೩

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಜಟಾಪಾಠಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ—

ಓಷಧಯಃ ಸಂ ಸವೋಷಧಯ ಓಷಧಯಃ ಸಂ ।
ಸಂ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ಸಂ ಸಂ ವದಂತೇ ।
ವದಂತೇ ಸೋಮೇನ ಸೋಮೇನ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ಸೋಮೇನ ।
ಸೋಮೇನ ಸಹ ಸಹ ಸೋಮೇನ ಸೋಮೇನ ಸಹ ।
ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ ರಾಜ್ಞಾ ಸಹ ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ ।
ರಾಜ್ಞೇತಿ ರಾಜ್ಞಾ ॥

ಇದರಂತೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು.

೫. ಘನಪಾಠಃ

ಘನಪಾಠಲಕ್ಷಣ—ಶಿಖಾ (ಜಟಾ) ಮುಕ್ತ್ವಾ ವಿಪರ್ಯಸ್ಯ ತತ್ಪದಾನಿ ಪುನಃ ಪಠೇತ್ ।
ಅಯಂ ಘನ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದವಿದ್ಭಿರ್ಮನೀಷಿಭಿಃ ॥

ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಜಟಾಪಾಠದ ಬಳಿಕ ೧, ೨, ೩ ನೆಯ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಬಳಿಕ ಅದರ ವಿಪರ್ಯಯ (ವಿಲೋಮ) ಬಳಿಕ ಆ ಪದಗಳ ಪುನಃಪಠನ—ಈವಿಧಕ್ಕೆ ಘನಪಾಠವೆಂದು ಹೆಸರು.

ಉದಾ—೧ + ೨ + ೨ + ೧ + ೧ + ೨ + ೩ + ೩ + ೨ + ೧ + ೧ + ೨ + ೩

೨ + ೩ + ೩ + ೨ + ೨ + ೩ + ೪ + ೪ + ೩ + ೨ + ೨ + ೩ + ೪

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ—

ಶಿಖಾ (ಜಟಾ) ಪಾಠಃ	ವಿಪರ್ಯಾಸಃ	ತತ್ಪದಾನಾಂ ಪುನಃಪಠನಂ
೧ + ೨ + ೨ + ೧ + ೧ + ೨ + ೩ +	೩ + ೨ + ೧ +	೧ + ೨ + ೩
೨ + ೩ + ೩ + ೨ + ೨ + ೩ + ೪ +	೪ + ೩ + ೨ +	೨ + ೩ + ೪

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಘನಪಾಠಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ—

ಓಷಧಯಃ ಸಂ ಸಮೋಷಧಯ ಓಷಧಯಃ ಸಂ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ಸಮೋಷಧಯ

ಓಷಧಯಃ ಸಂ ವದಂತೇ ।

ಸಂ ವದಂತೇ ವದಂತೇ ಸಂ ಸಂ ವದಂತೇ ಸೋಮೇನ ಸೋಮೇನ ವದಂತೇ

ಸಂ ಸಂ ವದಂತೇ ಸೋಮೇನ ।

ಸೋಮೇನ ಸಹ ಸಹ ಸೋಮೇನ ಸೋಮೇನ ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ ರಾಜ್ಞಾ ಸಹ ಸೋಮೇನ

ಸೋಮೇನ ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ ।

ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ ರಾಜ್ಞಾ ಸಹ ಸಹ ರಾಜ್ಞಾ ।

ರಾಜ್ಞೇತಿ ರಾಜ್ಞಾ ॥

ಇತ್ಯಾದಿ—ಇದರಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು

ವರಾಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ಪದಕ್ರಮವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವರ್ಣಕ್ರಮವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಸ್ವರಮಾತ್ರಾವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ಗಚ್ಛೇದಾಚಾರ್ಯಸಂಪದಂ ॥
ಸಂಹಿತಾಪಾಠತಃ ಪುಣ್ಯಂ ದ್ವಿಗುಣಂ ಪದಪಾಠತಃ ।
ತ್ರಿಗುಣಂ ಕ್ರಮಪಾಠೇನ ಜಟಾಪಾಠೇನ ಷಡ್ಗುಣಂ ॥

ಎಂದರೆ ಸಂಹಿತಾ, ಪದಪಾಠ, ಕ್ರಮಪಾಠ, ವರ್ಣೋಚ್ಚಾರಣೆ, ಸ್ವರ, ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಆಚಾರ್ಯ (ಗುರು) ನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಪುಣ್ಯವುಂಟು. ಪದಪಾಠಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟೂ, ಕ್ರಮಪಾಠದಿಂದ ಮೂರರಷ್ಟೂ, ಜಟಾಪಾಠದಿಂದ ಆರರಷ್ಟೂ ಪುಣ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ವರಾಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವೇದಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು.

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ, ವೇದಾಂಗಗಳೆಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಆಧುನಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯ.

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ಐರೋಪ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಆದರವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದಾರೆ. ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು, ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ, ಪುರಾತನವಾದ ಶಾಸನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಹಳೆಯ ಕೈಬರಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕರು ಕೆಲಸಮಾಡಿದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿರುವಷ್ಟು ಇನ್ನಾವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಪಂಡಿತರಷ್ಟು ಇತರರು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಷಾಂತರಗಳಿವೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೂ, ಲೇಖನಗಳೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಇವೆ. ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಿಘಂಟುವೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿಘಂಟುವು ಇನ್ನಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞೇಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಾಗಲೀ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ವಿಷಯಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲವೂ ಇದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಪರಿಚಯವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದೆಲ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕನಾದವನಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಈಗ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಲೇಖಕ ವಾಲ್ಟೈರ್ ಎಂಬುವರು ಚತುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾರೆ. ೧೭೮೪ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಉದ್ದಿಶ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಎಂಬುವರು ಮಾರನೆಯ ವರ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರು. ೧೮೦೫ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್‌ಬ್ರೂಕ್ ಎಂಬುವರು "ವೇದಗಳು ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು" ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಇಂತಹ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವೇ ಸರಿ. ಅವರು ಪ್ರಬಂಧದ "ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇದದ ಭಾಷೆಯು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ. ಸಂಪೂರ್ಣವೇದವನ್ನು ಓದುವುದು, ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತವೆಂದರೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಬಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಇವರೇ ವೇದದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುದು ಆತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ.

ಇಪ್ಪತ್ತುವರ್ಷಗಳನಂತರ ಜರ್ಮನಿಯ ರೋಸೆ ಎಂಬುವರು ಕೋಲ್‌ಬ್ರೂಕರು ಸಂಪಾದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಓಲೆಗರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲುದ್ಯುಕ್ತರಾದರು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪಭಾಗ ಮುದ್ರಣವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿಧಿವಶರಾದರು.

ರಾತ್ ಮತ್ತು ಬೋತ್‌ಲಿಂಗ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ "ದಿ ಸೆಯಿಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಜರ್ಮ ಲೆಕ್ಸಿಕನ" (The St. Petersburgh Sanskrit German Lexicon) ಎಂಬ ೭ ಭಾಗಗಳುಳ್ಳ ನಿಘಂಟುವು ಇವರಿಬ್ಬರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಪರತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದಕ್ಕೂ ವೇದದ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಪದಗಳು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಕೋಶದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಬಳಿಕ ಎ. ವೆಬರ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತರು ಪ್ರಾಚ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೇದ, ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಶಬ್ದಸಂಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು (Indische Studien) ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅವರು (History of Sanskrit Literature) "ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಇವರು ಕೈಹಾಕದ ಶಾಖೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದಾರ್ಥನಿರೂಪಣೆ, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಮೇಲೂ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇವರ ಲೇಖನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ರೂಪವಾಗಿವೆ. ಭಾಷಾಸರಣಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ಪರಕೀಯನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಮನೋಭಾವವಿರುತ್ತದೋ

ಅದೇ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದಾರೆ. ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಿರೂಪಿಸಿದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಶರಣರಂತೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಹಿಂದೂಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಐರೋಪ್ಯ ಪಂಡಿತರಿಲ್ಲ.

ಆರ್ಯರಿಗೆ (ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ) ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರಣವಾದುದು ಇಂಡಿಯಾದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುವಿನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತನ (Maxmuller) ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯದೊಡನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಮುದ್ರಣವು ವೇದದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ತಳಹದಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸವು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವರ (Ancient Sanskrit Literature) ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ವೇದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು, ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕ ಬೆಳಕಿಗೆಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮೂಲರ ಗ್ರಂಥವು ಇಂದಿಗೂ ವೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ವೇದದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಂಥದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಗೂ ಇವರಿಂದ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಕ್‌ಮೂಲರ್‌ರವರ ಗ್ರಂಥಗಳಾದಮೇಲೆ (Muir) ಮೂಯಿರ್‌ರವರ ೫ ಭಾಗಗಳುಳ್ಳ " The Original Sanskrit Texts " (ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು) ಮುಖ್ಯವು. ಇವರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ, ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ " In treating the several topics....I propose in each case, to adduce, first any texts bearing upon it, which may be found in the hymns of the Rigveda ; next, those in the Bramhanas and their appendages, and lastly, those occuring in any of the different classes of works coming under the designation of Smriti. " (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು, ಮೊದಲು ಋಗ್ವೇದದಿಂದಲೂ, ಅನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಶೇಖರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ.) ಮೂಯಿರ್‌ರವರು ಸ್ಮೃತಿಯೆಂದರೆ ನಿರುಕ್ತಾದಿ ವೇದಾಂಗಗಳು, ಶ್ರೌತ, ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು, ಮನ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಾದಿಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು ಎಂಬಂಶಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ, ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಪಾರಸಿಕರು, ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ರೋಮನರು ಇವರುಗಳಿರುವ ಸಂಬಂಧ, ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ವೇದಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಇತಿಹಾಸ, ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಾ. ಹಾಗ್ (Dr. Haug) ಎಂಬುವರು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾರೆ. ಇದರ ಉಪೋದ್ಘಾತವು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತಾಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು ವಿಲ್ಸನರವರದು. ಇವರು ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾರೆ. "Hindoo Theatre" (ಹಿಂದೂದೇಶದ ರಂಗಭೂಮಿ) ಎಂಬೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಇವರ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಷಾಂತರವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ವಿಲ್ಸನರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿರುವಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಇನ್ನಾ್ಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯಪಂಡಿತರು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಲಿ, ಮೂಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗಿಂತ ದೇಶೀಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೇ ಉತ್ತಮ. ದೇಶೀಯರು ಮಾಡಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ವಿಲ್ಸನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣರ ಭಾಷ್ಯನೇ ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಲ್ಸನರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿದಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನರ ಭಾಷಾಂತರವು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Ludwig ಮತ್ತು Grassman (ಲಡ್ವಿಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್‌ಮನ್) ರವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ಭಾಷಾಂತರಗಳು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಗದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯೂ ಎರಡನೆಯದು ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ವಿಲ್ಸನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತೀರ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರು. ವೇದದ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯಶರಣರಾದ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇವರ ಭಾವನೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ.

ಗ್ರಾಸ್‌ಮನ್ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಜರ್ಮನ್ ಶಬ್ದಕೋಶವು ಉಪಯುಕ್ತವಾದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದವೂ-ಅದು ಹತ್ತು ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ-ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಪದಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುವ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿದಾರೆ.

ಕೀಗೆ (Kægi) ಎಂಬುವರು ೧೮೮೦ ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಋಗ್ವೇದಸಂಬಂಧವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ.

Geldner ಮತ್ತು Pischel ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತರು ವೇದಪಾಠಗಳು ಎಂಬೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವವರಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ, ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅವುಗಳ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ, ಅವುಗಳು ಬರತಕ್ಕ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಶದಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಅವುಗಳ ಭಾಷಾಂತರ, ಪದಗಳಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಪದಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಬರೆದು ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವ

ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೂಲದ ಭಾವಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಮರಸವಾಗಿವೆ.

Whitney, ವಿಟ್ನಿಯವರ ವ್ಯಾಕರಣವೂ ಒಂದು ಗಣ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ನಾಮಪದದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ರೂಪಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ದೇವಾಃ, ದೇವಾಸಃ; ದೇವೈಃ, ದೇವೇಭಿಃ ಈರೀತಿ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಂಥವಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೊ. ಓಲ್ಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ (Prof. Oldenberg) ರವರ ಋಕ್ಸಂಹಿತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ವೇದವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹದುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಛಂದಸ್ಸು, ವ್ಯಾಕರಣ, ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಇತರ ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಉದಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳು ಪಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದೇಕಡೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲದೆ ಲೇಖನಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಇವೆ. ಇವುಗಳು German Oriental Society (ಜರ್ಮನ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಸೊಸೈಟಿ), The American Oriental Society (ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (ದಿ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂಡ್ ಐರ್‌ಲೆಂಡ್) ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (Bloomfield) ರವರ ಋಗ್ವೇದಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ (Concordance to Rigveda) ಪ್ರೊ. ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕೀತ್ (Prof. Macdonald & Dr. Keith) ಇವರ ವೇದದ ಅಕಾರಾದಿಸೂಚೀ (Vedic Index) ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಯೂರೋಪಿನ ಪಂಡಿತರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಲೆನ್‌ಮಾನರ **ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಪದದ ವಿವಿಧರೂಪಗಳು** (Prof. Lenman's Noun Inflection in the Veda) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ, ಡಾ. ಆರ್ನಾಲ್ಡ್‌ರವರ ವೇದಗಳ ಛಂದಸ್ಸೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ (Dr. Arnold's Vedic Metre) ಬ್ಲೂಂಫೀಲ್ಡ್‌ರವರ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮತವಿಚಾರವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ (Bloomfield's American Lectures on the Religion of the Veda) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಪೂನಾದ S. P. ಪಂಡಿತ್ ಎಂಬುವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾಷಾಂತರದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಲಘು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನ. ಮೂರನೆಯ ಮಂಡಲದವರೆಗೆ ಬರುವವೇಳೆಗೆ ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾದುದು ದುರದೃಷ್ಟ.

ತಿಲಕರು "The orion" ಮತ್ತು "The Arctic Home in the Vedas" ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಇವೆರಡೂ ವೇದವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದುವು. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ವೇದಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ (ಋಗ್ವೇದದಕಾಲವು ಐರೋಪ್ಯಪಂಡಿತರು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದು), ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನ (ಮೊದಲು ಉತ್ತರಧ್ರುವದ ಹತ್ತಿರ ಆರ್ಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು) ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಶ್ರುತಿಬೋಧವೆಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ವೇದವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದು. ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡುವವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ.

ಈಚೀಚಿಗೆ ವೇದವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳೂ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥಹ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು ಅಪರೂಪ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ವೇದವನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡುವ ಕ್ರಮ.

ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ, ಅರ್ವಾಚೀನ ಪಂಡಿತರು ವೇದವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವೇದವನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡುವವನ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಉದ್ದೇಶವೇನಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡೋಣ.

ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿಧವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಹೊಂದುವುದೇ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ? ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೇ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೇ ಆಗಲಿ ಇವು ಯಾವುವೂ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲೂಬಾರದು. ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದಮೇಲೆ, ಅವನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವನ ವಿದ್ಯೆಯ ದರ್ಜೆಗೆತಕ್ಕಂತೆ, ಜೀವನದ

ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ತಾನು ಯಾವರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ತನಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದರ ತತ್ತ್ವವನ್ನು, ತಿರುಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮನಃಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ, ದುರಭಿಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಡೆಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಇವಿಷ್ಟನ್ನೂ ಕಲಿತರೆ ಸಾಲದು. ವೇದವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡುವವನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ದುಡುಕಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವುದು ಬಿಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಯಿರಬಾರದು. ಎಂದರೆ ಓದುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರಬಾರದು. ಈ ಮೂರೂ ಇಲ್ಲದೇ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಾಸಂಗವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ.

ಆಸ್ತಿಕರಾದ (ವೇದವನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ, ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕವರು) ಪಂಡಿತರು ವೇದವು ದೈವಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯಫಲವಾಗಿ ವೇದವು ಗೋಚರವಾಯಿತೆಂದೂ, ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದೂ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾರಭೂತವಾದ ತತ್ತ್ವಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂದೇಹಾತೀತವಾದುದು ಎಂದು ಅವರ ಮತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರುಬರುತ್ತಾ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದವು. ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಈಗ ಸಿಕ್ಕುವ ಋಗ್ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಪೋಷಕಗಳು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದುದು. ಇವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿನದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥರಾಶಿ, ವಾಙ್ಮಯ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕುಂದೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರದು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾವುದನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಅರ್ಥವಿದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಮಾಡಿದಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ.

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರು ವೇದವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೇ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಲ್ಸನ್‌ರವರಂತಹ ಕೆಲವರು ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಯಣಾ

ಚಾರ್ಯರಂತಹವರೇ ಅರ್ಹರು. ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯವೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾತ್ (Roth) ಎಂಬ ಪಂಡಿತರು ವೇದದ ವ್ಯಾಸಂಗಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆಧುನಿಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಇವೇ ಅವರ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಪದವು ಬರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಪದದ ಚರಿತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ರಾತ್ ಪಂಡಿತರು, ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂತಾದ ವೈದಿಕ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಇದೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಿವರಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇದವ್ಯಾಸಂಗವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಹಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾದೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕೊಟ್ಟು ತತ್ತ್ವಾನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿರುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. **ಅರಿಃ** ಮತ್ತು **ಅರ್ಯಃ** ಎಂಬ ಪದಗಳು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅರಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ **ಧನಿಕ** ಅತಿಯಾಸೆಉಳ್ಳವನು, **ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ** ಮತ್ತು **ಶತ್ರು** ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಡೆಯ ಅರ್ಥವೇ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವೋ ಹ್ಯ೧ನ್ಯೋ ಅರಿರಾಜಗಾಮ—(೧೦-೨೮-೧)
ವಿಶ್ವಗೂರ್ತೋ ಅರಿಷ್ಟುತಃ—(೮-೧-೨೨)
ಆ ವಿಶ್ವಗೂರ್ತಃ ಸ್ವರಿರಮತ್ರೋ—(೧-೬೧-೯)
ಉತನಃ ಸುಭಗಾಂ ಅರಿರ್ವೋಚೇಯುಃ—(೧-೪-೬)

ಈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅರಿ ಎಂದರೆ ಧನಿಕ ದಾನಿ, ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೈಯುಳ್ಳವನು, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನು, ಈಶ್ವರ ಎಂಬರ್ಥಮಾಡಬಹುದು.

ಅರಿ=ಮಘವನ್=ಇಂದ್ರ ಎಂತಲೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬರುಬರುತ್ತಾ ಧನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದ ಜಿಪುಣತನ, ದುರಾಶೆ ಈ ಗುಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವನು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಶತ್ರು ಎಂಬರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡುಬಂದು, ಈಗ ಈ ಕಡೇ ಅರ್ಥವೇ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಏನಾ ವಿಶ್ವಾನ್ಯರ್ಯ ಆ ದ್ಯುಮ್ನಾನಿ ಮಾನುಷಾಣಾಂ –(೯-೬೧-೧೧)

ಮಂಹಿಷ್ಠೋ ಅರ್ಯಃ ಸತ್ಪತಿಃ—(೮-೧೯-೩೬)
ವಕ್ತವೇಽರ್ಯೋ ರಂಧೀರರಾಣ್ಣೇ—(೭-೩೧-೫)
ವಿಶ್ವಾಂ ಅರ್ಯ ಉಪರತಾತಿ ವನ್ವನ್—(೭-೪೮-೩)
ತಿರೋ ಅರ್ಯೋ ಹವನಾಗಿ ಶ್ರುತಂ ನಃ —(೭-೬೮-೨)

ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರಿ ಎಂದರೆ ಶತ್ರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ರೂಢಿಯಿದೆ. ಅರ್ಯಶಬ್ದವು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಯ ಶಬ್ದವೇ ಆರ್ಯ ಎಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

ಈರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕು.

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳು— ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

ವೈದಿಕ ಮತ.

ಆಸ್ತಿಕರು ಎಂದರೆ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕವರು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳು ಅನಾದಿ, ನಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ವೇದವು ಯಾರಿಂದಲೂ ರಚಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಯಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾದುದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಲ್ಲ ಈ ವೇದದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ಧರ್ಮಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ವೇದಗಳಿಗೆ ಅತಿಮಾನುಷವಾದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ— "ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ವಸ್ತುಸಮೂಹವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತ್ರಯೀ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಛಂದಸ್ಸು, ಸ್ತುತಿಗಳು, ಶ್ವಾಸ, ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಿತು. ಇದು ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ (ಇರುವುದು) ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವೇದವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಈ ವೇದರೂಪವಾಗುವೆನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ಸರ್ವಹುತ ಋಚಃ ಸಾಮಾನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛಂದಾಂಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾದ್ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ ॥

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಆ ಯಜ್ಞದಿಂದ (ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ) —ಋಕ್ಕುಗಳು, ಸಾಮಗಳು, ಯಜುಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಇದೆ.

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಮೇಲೆ ಉದಹರಿಸಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಸಂಹಿತೆಯು ಕರ್ಮದ್ಯೋತಕವಾದುದು. ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ, ಯಜ್ಞ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಸಂಪಾದನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗಿಂತ ಸಂಹಿತಾಭಾಗವು ಕಡಿಮೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಛಾಂದ್ಯೋಗ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

" ಸೋಽಹಂ ಭಗವೋ ಮಂತ್ರ ವಿದೇವಾಸ್ಮಿ ನಾತ್ಮವಿಚ್ಛ್ರುತಂ ಹ್ಯೇವ ಮೇ
ಭಗವದ್ದೃಶೇಭ್ಯಸ್ತರತಿ ಶೋಕ ಮಾತ್ಮವಿದಿತಿ ಸೋಽಹಂ ಭಗವಃ
ಶೋಚಾಮಿ ತಂ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಶೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ತಾರಯತ್ವಿತಿ
ತಂ ಹೋವಾಚ ಯದ್ವೈ ಕಿಂ ಚೈತದಧ್ಯಗೀಷ್ಠಾ ನಾಮೈವೈತತ್ ।
ನಾಮ ವಾ ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ..............." ಇತ್ಯಾದಿ.

ವೇದಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಶುಷ್ಕವಾದುವು. ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದುಃಖ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಷಯವು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದುದು ಎಂದು ಅನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತದೆ—

" ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।
ವೇದವಾದರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ॥
ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಂ ।
ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ............ ।
ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಾ ವೇದಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ।
ಯಾವಾನರ್ಥಉದಪಾನೇ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೇ ।
ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ ॥ "

ರಮಣೀಯವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವೇದವು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ನಶ್ವರಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೇದಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ.

" ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತ್ಯನಿಷ್ಟಪರಿಹಾರಯೋರಲೌಕಿಕಮುಪಾಯಂ ಯೋ ಗ್ರಂಥೋ
ವೇದಯತಿ ಸ ವೇದಃ । ಅಲೌಕಿಕಪದೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನೇ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯೇತೇ।"

ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನುಪದೇಶಿಸುವುದೇ ವೇದ.

ಇನ್ನು ವೇದಗಳು ಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಯಣೋಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯುವೆಂಬುದು ವೈದಿಕಮತವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ, ಎಂದರೆ, ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯ, ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಬೋಧಕ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಕರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ.

ವೇದವು ಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ (ಪುರುಷರಚಿತವಲ್ಲ) ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಪರಿಭಾಷಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಆಗಮಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

> **ನ ಹಿ ತಾವತ್ಪುರುಷೇಣೋಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣತ್ವಂ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ । ಗುರುಮತೇಽಪಿ ಅಧ್ಯಾಪಕಪರಂಪರಯಾ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಾಪತ್ತೇಃ। ನಾಪಿ ಪುರುಷಾಧೀನೋತ್ಪತ್ತಿಕತ್ವಂ ಪೌರುಷೇಯೇತ್ವಂ...........ಕಿಂತು ಸಜಾತೀಯೋಚ್ಚಾರಣಾನಪೇಕ್ಷೋಚ್ಚಾರಣವಿಷಯತ್ವಂ । ತಥಾ ಚ ಸರ್ಗಾದ್ಯಕಾಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಪೂರ್ವಸರ್ಗಸಿದ್ಧವೇದಾನುಪೂರ್ವೀಸಮಾನಾನುಪೂರ್ವೀಕಂ ವೇದಂ ವಿರಚಿತವಾನ್ ನ ತು ತದ್ವಿಜಾತೀಯಂ ವೇದಮಿತಿ ನ ಸಜಾತೀಯೋಚ್ಚಾರಣಾನಪೇಕ್ಷೋಚ್ಚಾರಣಾರಣವಿಷಯತ್ವಂ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ವೇದಾನಾಂ । ಭಾರತಾದೀನಾಂ ತು ಸಜಾತೀಯೋಚ್ಚಾರಣಮನಪೇಕ್ಷ್ಯೈವೋಚ್ಚಾರಣಮಿತಿ ತೇಷಾಂ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ॥**

ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿವನು. **"ಧಾತಾ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್"** ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯುವೆಂದೂ ನಿತ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು.

ಇದಿಷ್ಟೂ ನಾನಾಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ವೇದವನ್ನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆದೋರುವುದು.

> **ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ನವೀಯಃ (೭-೩೫-೧೧)**
> **ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಣ್ವಂತೋ ಹರಿವೋ ವಸಿಷ್ಠಾಃ (೭-೩೭-೪)**
> **ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಯ ವಜ್ರಿಣೇ ಅಕಾರಿ (೭-೯೭-೯) ಇತ್ಯಾದಿ.**

ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

(೧) ಮಂತ್ರಗಳು ಋಷಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವು.

(೨) ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಋಷಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ.

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪೋಷಕವಾದ ತಕ್ಷ್--ಜನ್-ರೂಪತಾಳು, ಜನ್ಮತಾಳು ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಇವೆ.

ಮಂತ್ರಂ ಯೇ ವಾರಂ ನರ್ಯಾ ಅತಕ್ಷನ್ (೭-೭-೬)
ಅವಸ್ಯವೋ ನ ವಯುನಾನಿ ತಕ್ಷುಃ (೧-೯೯-೮)
ವಿಶ್ವಾನ್ಯರ್ಯೋ ಭುವನಾ ಜಜಾನ (೨-೩೫-೨)
ಇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಜನಯಂತಃ ವಿಪ್ರಾಃ (೭-೨೨-೯)
ತಸ್ಮಾ ಉಕ್ಥಂ ಜನಯೇ ಯಜ್ಜುಜೋಷ (೭-೨೬-೧)
ಇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಜನಯಂತ ವಿಪ್ರಾಃ (೭-೩೧-೧೧) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಯಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಂತ್ರಗಳು ಆಗಲೇ ಜನ್ಮತಾಳಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದರೂ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೊಸ ಋಷಿಗಳು, ಹಳೇಋಷಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನೇರವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಋಷಿಗಳಿಗೇ ಅತಿಮಾನುಷತ್ವವನ್ನೂ, ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಗೋಚರವಾದುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾತಿಗೆ-ದೇವತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಣಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಮಂತ್ರಾದಿಗಳು ಉಪದೇಶವಾಯಿತು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.

ಯಜ್ಞೇನ ವಾಚಃ ಪದವೀಯಮಾಯನ್ ತಾಮನ್ವವಿಂದನ್ ಋಷಿಷು
ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಮ್ (೧೦-೭೧-೩)

ಈ ಋಷಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದುವಿಧವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ರಕ್ಷತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇದಂ ಭಾರತಂ ಜನಂ (೩-೫೩-೧೨)
ಏವೇನ್ನು ಕಂ ದಾಶರಾಜ್ಞೇ ಸುದಾಸಂ ಪ್ರಾವದಿಂದ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮ-
ಣಾವೋ ವಸಿಷ್ಠಾಃ (೭-೩೩-೩)
ವಸಿಷ್ಠಸ್ಯ ಸ್ತುವತ ಇಂದ್ರೋಅಶ್ರೋದುರುಂ ತೃತ್ಸುಭ್ಯೋ ಅಕೃಣೋ-
ದು ಲೋಕಂ (೭-೩೩-೫)

ಒಂದೆರಡುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವನ್ನೂ, ತಮ್ಮ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾರೆ. (೧ ೧೬೪-೫, ೬, ೩೭).

ಈರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ವೇದವನ್ನಾಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ವೇದಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯ, ನಿರ್ದುಷ್ಟ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟ.

ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಈತರಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ತಾವು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಚನೆಯಲ್ಲ, ದೇವತಾಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತಮಗೆ ಹೊಳೆದುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಂದಿನವರು ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯ, ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಯಿತು. ಅದು ಬರುಬರುತ್ತ ದೃಢವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಂಹಿತೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಳಿವೆ. ಮೀಮಾಂಸಕರೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದಾರೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಂತೂ ವೇದವು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳೇ ಉದ್ದಿಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟೂ ಪ್ರಾಚೀನರ ಮತವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕರ ವಿಚಾರ.

The Primitive Aryans were children easily to susceptible to the influence of their surroundings, highly imaginative, simple and innocent.

ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮತ—"ಆರ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಸುಗೂಸುಗಳಂತೆ ಇದ್ದರು. ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲದವರು. ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ಆವರಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬಹುಬೇಗ ಒಳಗಾಗುವ ಸ್ವಭಾವ. ತಾವು ಕಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖದ, ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಂತೋಷ. ಈ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮಗೆ ತೋರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ." ಇದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುದಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮನನಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇದದ ಕಾಲದ ಆರ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತರಲ್ಲ, ಅನಾಗರಿಕರಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕತೆಯು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಋಕ್ಕುಗಳ ಛಂದಸ್ಸು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನಾಕೌಶಲ್ಯ, ಇವುಗಳೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಮತವು—ಋಗ್ವೇದವು ಪದ್ಯಗ್ರಂಥಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುದ್ಧಗಳ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಮಾ, ಫಣಿ, ಅಂಗಿರಸ್ ಇವರ ಕಥೆಯೊಂದೂ ಇದೆ. ಈ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಯರಿಗೂ ಫೊನೀಷಿಯನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪಂಗಡದವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಹತ್ತಿರವೋ ಇದ್ದರೆಂತಲೋ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫೊನೀಷಿಯನ್ನರು ಸೋತು ಗ್ರೀಸ್ ರೋಮ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಫೊನೀಷಿಯನ್ನರ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಗರೀಕಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು. ಅಸ್ಸಿರಿಯ, ಬಾಬಿಲೋನಿಯ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಸ್ ಮೊದಲಾದ ಪುರಾತನ ದೇಶಗಳ ನಾಗರೀಕತೆಗೆ ಈ ಫೊನೀಷಿಯನ್ನರ ಮತ್ತು ಆರ್ಯರ ನಾಗರೀಕತೆಯೇ ಮೂಲಭೂತವು. ಇವರು ಮೊದಲು ಆಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೋ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆಹೋಗಿ ನೆಲಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನ್ನೂ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಜಲಸಂಧಿಯೊಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಯೂರೋಪಿನೊಡನೆ ಹಡಗು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಮುಚ್ಚಿಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂರೋಪ್ ಹಿಂದೂದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ಬರೀ ಊಹಾಪ್ರಪಂಚವೇ ಇದ್ದಂತಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮೂರುವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದವು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪುತ್ರಸಂತಾನ, ಗೋಧನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದವು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆನು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣವ್ಯಾವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸದೇ ಇರುವುದು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೊದಲು ಧಾರ್ಮಿಕಕ್ಕೂ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವಿವಾಹವಿಧಿ, ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ, ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು. ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ೮೫ನೇ ಸೂಕ್ತವು ವಿವಾಹವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುದುದು. ಸೋಮ ಸೂರ್ಯರ ವಿವಾಹವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ವಿಷಯ.

" ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ಈ ಕರ್ಮವೇ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮನುಷ್ಯನ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇದರಿಂದಲೇ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೆ, ತಾವು ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರವನ್ನು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಪ್ರದವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡುಹೋಗಬಲ್ಲರು " ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮತ್ತು ವರನು ವಧುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. " ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಖಸಂತೋಷವುಂಟಾಗಲೆಂದೂ, ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಬಹುಕಾಲ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದೇನೆ. ಅರ್ಯಮಾ, ಭಗ, ಸವಿತೃ, ಪುರಂಧಿ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿರೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. " (೧೦-೮೫-೪೬)

ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಸ್ಥಾನವಿತ್ತು, ವಿವಾಹವು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಆ ಸೂಕ್ತದ ಕಡೆಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ) ಅತ್ತೆಮಾವಂದಿರು, ಮೈದುನರು, ನಾದಿನಿಯರು ಎಲ್ಲರಮೇಲೂ ನೀನು ಅಧಿಕಾರಮಾಡು " ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. (೧೦-೮೫-೪೬)

ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ೧೮ನೆಯ ಸೂಕ್ತವು ಅಂತ್ಯ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಇದೇ.

ಇದಾದಮೇಲೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೆ ತಿಳಿಸುವ ಸೂಕ್ತಗಳು. ಇವುಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸೂಕ್ತಗಳು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಚರಿತ್ರಾಂಶವು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ತಗಳು ಕೆಲವು ರಾಜರ ಅಥವಾ ರಾಜವಂಶಗಳ ಜಯ, ಅವರು ಈ ಜಯಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಪುರೋಹಿತರ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾದಿಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಋಷಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ ಅಥವಾ ದಾನಿಯ ಗುಣಗಾನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (೭-೧೮ ; ೭-೩೩ರಲ್ಲಿ ೧-೭ ; ೭-೮೩ ಇತ್ಯಾದಿ)

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಸ್ತುತಿಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸನೆಮಾಡುವಾಗ, ದಾನಿಯ ಹೆಸರು, ಅವನ ಸಂಗಡದ ಹೆಸರು, ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವವರ ಹೆಸರು, ಕುಲ, ಗೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. (೭-೧೮ರಲ್ಲಿ ೨೨-೨೫ ಮತ್ತು ೫-೩೦ರಲ್ಲಿ ೧೨-೧೫ ಇತ್ಯಾದಿ)

ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಧಾನವಾದ ಸೂಕ್ತವೊಂದಿದೆ. (೭-೧೦೩). ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತರಾದ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳ ಗಾನವನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಕಪ್ಪೆಗಳು ವಟಗುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವೆಂದೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳೂ ಕಪ್ಪೆಗಳೂ ಇಬ್ಬರೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತ್ಯಾವಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇರೀತಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇವೆ. (೭-೧೦೧ ; ೭-೧೦೨) ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ಮುಂತಾದವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಂದಾ, ಸ್ತುತಿಗಳು ಎರಡೂ ಇವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಷ್ಟ " (೮-೩೩-೧೭)

" ಹೆಂಗಸಿನ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯವು ಕತ್ತೆಕಿರುಬದ ಹೃದಯದಂತೆ " (೧೦-೯೫-೧೫)

" ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ಅನೇಕವೇಳೆ ಗಂಡಸಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ" (೫-೬೧-೬, ೭)

ಧನದಾಶೆಗಾಗಿ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು (೧೦-೨೭-೧೨) ಇವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ.

ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಮಾಟ, ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ, ರೋಗಾದ್ಯುಪದ್ರವ ಪರಿಹಾರ ಮುಂತಾದುವೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇದು ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಧಿಗೂ ಔಷಧವು (೧೦-೬೦-೧೨)

ಇಂದ್ರನು ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತಳಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೀರೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. (೮-೮೦ ; ೧೦-೧೬೧-೨ ಮತ್ತು-೫)

ಸಾವಿಗೆ ತುತ್ತಾದವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. (೧೦-೧೬೧-೭, ೬)

ಒಬ್ಬನನ್ನು ವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನೋಡಿಸಿ, ಪುರುಷನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. (೧೦-೧೪೫)

ವಿಟನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿದ್ರೆಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. (೭-೫೫ರಲ್ಲಿ ೫-೮)

ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದುವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಯಾರದಾದರೂ ಹೆಸರನು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ, ಅವರ ಗುಣ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ೮-೨೯ನೆಯ ೪, ೫, ೭, ೮ ನೆಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ದೇವತೆಗಳು. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸುಲಭವಾದವು. ಆದರೆ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು, ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರು, ವಾಯು, ಮೇಘ, ಮಳೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಯಗಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ೧-೧೬೪ ನೆಯ ಸೂಕ್ತವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ಋಗ್ವೇದ—ಅದರ ಮತ.

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮತಸಂಬಂಧವಾದ ಎಂದರೆ ದೇವತಾಸಂಬಂಧವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳೇ ಬಹುಭಾಗ. ಎಂದಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಯಾವವಿಧವಾದ ದೈವನಿಷ್ಠೆ, ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಸೇರಿದುದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾರವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಮತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಡ್ಡಿಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದವು. ಯಾವುದಾದರೂ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾಗಿಯೇ ಅದರ ಉಪಯೋಗ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಋಷಿಗಳು ಭಿನ್ನಕಾಲೀನರು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಗೊತ್ತಾದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದುಕಡೆ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಂತೆ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೋದಿದರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗಿದ್ದುವು ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಗಳು ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ.

ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ವೇದದ ಕಾಲದ ಆರ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾಗರಿಕರಾದುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವು. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದುವು. ಅವರು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗೋವುಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳುವಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ.

ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆಮಾಡಿದರೆ ಋಕ್ಕುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರ ಮಾತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಋಕ್ಕುಗಳು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಛಂದಸ್ಸು ರಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಕೈವಾಡ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವೇದಮಂತ್ರವೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರನು ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಪರಿಣತರಾದ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (೧-೧೦೯-೧ ; ೧-೬೨-೧೩ ; ೨-೧೯-೮ ಇತ್ಯಾದಿ). ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಅಸಂಸ್ಕೃತರು, ಅನಾಗರಿಕರು ಎಂಬುದು ಅಸಾಧು.

ವೈದಿಕಮತದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಎಂದರೆ ಕರ್ಮರೂಪವಾದುದು ಮತ್ತು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಋಗ್ವೇದವು ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಜ್ಞಕ್ಕನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ

ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹವನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲೋಸ್ಕರವೋ ಅಥವಾ ಆಹೂತರಾಗಿ ಬಂದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೋ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಘೃತಹೋಮ, ಸೋಮಪಾನಾದಿಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಯುಸ್ಸು, ಸತ್ಸಂತಾನ, ಗೋವುಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನಿಯಮ. ಇದು ೭-೧-೫ ; ೭-೧-೨೩ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಋಗ್ವೇದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರೋಹಿತವರ್ಗದವರ ಮತವೆಂಬುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರೋಹಿತರದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಯಜಮಾನನಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿದ್ದಂತೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜಯವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜರು ಪುರೋಹಿತರ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೇವತೆಗಳು ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಜಯದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಳನೆಯ ಮಂಡಲ ೮೩ನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಾತ ಸುದಾಸನಿಗಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವರುಣರನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (೭-೮೩-೩). ಈರೀತಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರೂ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೂ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯು ತಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದೋ ಅವರಿಗೇ ಸಹಾಯಮಾಡಿ, ವಿರೋಧಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದುಂಟು. “ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಇಂದ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧವಾದ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಈಕಡೆ ತಿರುಗಿಸು. ಅನೇಕರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೇ ಗಮನಕೊಡು” (೭-೨೮-೧). ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು, ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾದವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಅವರಿಗೇ ಒಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವಸಹಾಯವೆರಡೂ ಯಾವಕಡೆ ಇವೆಯೋ ಆಕಡೆ ಜಯವೆಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯ.

ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಒಂದು ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ದೇವತೆಗಳು, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಸಫಲವಾಗುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಾನಸ್ತುತಿಗಳು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉದಾರವಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತವೆ.

ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಂತೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೂಜೆಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಮಪಾನಾದಿಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕಜೀವನ.

ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ (Comparative philology) ಮೇಲೆ, ಭಾರತೀಯರು, ಪಾರಸಿಕರು, ಗ್ರೀಕರು, ಜರ್ಮನರು, ಇಟಾಲಿಯನರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದಾರೆ. ಅವೆಸ್ಟ (Avesta) ವನ್ನೂ ವೇದವನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿನೋಡಿದರೆ, ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹೊರಟಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಹಿಂದೂಗಳೂ ಪಾರಸಿಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂದೂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನದಿಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಗಂಗಾನದಿಯಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಉತ್ತರದೇಶದ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳಾದ **ವಿತಸ್ತಾ** (ಈಗಿನ ಝೀಲಂ), **ಅಸಿಕ್ನಿ** (ಚೀನಾಬ್), **ಪರುಷ್ಣಿ ಇರಾವತಿ** (ರಾವಿ) **ವಿಸಸ್** (ಬಿಯಾಸ್) **ಶುತುದ್ರಿ** (ಸಟ್ಲೀಜ್) ಎಂಬ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ **ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ** ಇವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿವೆ. ಗಂಗಾನದಿಯ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ (೧೦-೭೫-೫). ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಬಹುಭಾಗವು ರಚಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಆರ್ಯರು ಗಂಗಾನದಿಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಭಾ (Kubal) ಮತ್ತು ಸುವಾಸ್ತು (the Swat) ಈ ಹೆಸರುಗಳೂ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಋಗ್ವೇದದ ಬಹುಭಾಗ ರಚಿತವಾಗುವವರೆಗೆ, ಆರ್ಯರು ಪಂಜಾಬು, ಕಾಬೂಲು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಗರಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವೆ. (೧-೧೧೪-೧, ೧-೪೪-೧೦, ೭-೩-೭, ೭-೧೫-೧೪, ೭-೯೫-೧) ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವತೆಗಳು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳು. ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಎಂದರೂ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲು ಮುಂತಾದವುಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದುವೆಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಂದರೆ—ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವುಗಳು, ಕುರಿಗಳು, ಆಡುಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಡುವುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆಯುವ ಗೋವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧಾನ್ಯವೆಂದರೆ ಯವ. ಅಕ್ಕಿಯ ಹೆಸರೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ವ್ರೀಹಿಮತ್ತಂ ಯವಮತ್ತಮಥೋ ಮಾಷಮಥೋ ತಿಲಂ ।

(ಅಥರ್ವ—೬-೧೪೦-೨)

ಹುರಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದೊಡನೆ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಕರಂಭ) ಇವುಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (೩-೩೫-೩, ೭; ೩-೫೨-೫, ೭). ಅನೇಕ ವೃಕ್ಷಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ಇವೆ (೭-೩೪-೨೩ ; ೭-೩೫-೫ ; ೧೦-೯೭-೧೫). ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೋಮಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಂಸಖಂಡನವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ (೧-೧೬೧-೧೦). ೫-೨೯-೭, ೮-೧೨-೮, ೮-೬೬-೧೦, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಷಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರು ಅಥವಾ ತಿಂದರು ಎಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರವೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸೋಮಪಾನವೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ, ಆ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧಕರೂ ಸೋಮಪಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂತಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ (೬-೪೭-೩ ; ೮ ४೮-೩). ಸುರಾ (ಹೆಂಡ) ಪಾನವೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು (೭-೮೬-೬ ; ೮-೨-೧೨). ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಸೋಮ ಮತ್ತು ಸುರಾಪಾನಗಳು ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಮನ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಕಸಬುಗಳು ವೇದದ ಕಾಲದ ಆರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ರಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುಶಲರಾಗಿದ್ದರು. (೯-೧೧೨) ಕವಿಗಳ ರಚನಾಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ರಥಕಾರನ ಚತುರತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ (೨-೧೯-೮ ; ೨-೩೫-೨). ಬಟ್ಟೆನೇಯುವುದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಸಬು. ಮಂತ್ರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ 'ವೇ' (ನೇಯುವುದು) ಧಾತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ (೭-೩೩-೯, ೧೨). ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು (೨-೩೯-೪ ; ೧-೨೫-೭ ; ೭-೮೮-೮). ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಸೆಯುವುದು (೭-೮४-೨), ಚರ್ಮವನ್ನು ಹದಮಾಡುವುದು, ಚರ್ಮದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು (೭-೬೩-೧ ; ೭-೮೯-೨ ; ೭-೧೦೩-೨). ಇವುಗಳು ಆರ್ಯರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಇತರ ಕಸಬುಗಳು. ವ್ಯವಸಾಯವು ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಗಳು (೩-४೫-೩ ; ೭-४೯-೨) ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸಾಯವೃತ್ತಿಯನ್ನವಲಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಜೂಜುಗಾರನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದೆ.

ಕುಡಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ಜೂಜಾಡುವುದೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು (೭-೮೬-೬ ; ೧೦-೩४), ಕಳ್ಳರೂ ದರೋಡೆಕೋರರೂ ಇದ್ದರು (೭-೫೫-೩, ೭-೮೬-೫).

ಮನೆಗೆ ತಂದೆಯೇ ಯಜಮಾನ. ವಿವಾಹವು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪತಿಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಲಿಮೆಯ ಕಟ್ಟು ಬೇರೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಆಕೆಯಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಮನೆಯೇ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. "ಗೃಹಿಣೀ ಗೃಹಮುಚ್ಯತೇ" ಹೋಮಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಮವಾದ ಅಧಿಕಾರವುಂಟು. ಪತಿಯು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಊರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಉಂಟು. ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯೇ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಶ್ವಶುರೇ ಭವ ಸಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಶ್ವಶ್ರ್ವಾಂ ಭವ ।
ನನಾಂದರಿ ಸಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಭವ ಸಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಅಧಿ ದೇವೃಷು ॥ (೧೦–೮೫-೪೬)

ಗಂಡನಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಮೈದುನರು ಎಲ್ಲರಮೇಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಎಂದರೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ—

"ಭರ್ತುಶ್ಚೈವ ಪಿತುರ್ಭ್ರಾತುರ್ಹೃದಯಾನಂದಿನೀ ಸದಾ" ಎಂದರೆ ಮಾವ, ಮೈದುನ, ಮೊದಲಾದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷದಾಯಕಳಾಗಿಯೂ ಇರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಿಗೂ ಆಕೆಯೇ ಕಾರಣಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. (೧೦-೮೫)

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಏಕಪತ್ನೀತ್ವವೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ (೧-೧೨೪-೭ ; ೪-೩-೨ ; ೧೦-೭೧-೪ ; ೧-೧೦೫-೨). ಆದರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಹುಪತ್ನೀತ್ವವೂ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ (೧-೬೨-೧೧ : ೧-೭೧-೧ ; ೧-೧೦೫-೮ ; ೧೦-೩೩-೨; ೭-೨೬-೩ ; ೭-೧೮-೨ ; ೧೦-೪೩-೧).

ಸ್ತ್ರೀಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ವರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು (೧೦-೨೭-೧೧, ೧೨).

ವಿವಾಹವೆನ್ನುವುದು ದೈವಿಕವಾದ ಘಟನೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಉದ್ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನೆಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ. ದತ್ತಪುತ್ರನಿಗಿಂತ ಔರಸ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪುತ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದದ ಕಾಲದಿಂದೀಚೆಗೂ ಕೂಡ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಆಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಗಮನವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ (೧೮-೩-೧) ಸಹಗಮನವು ಬಹಳ ಪುರಾತನಪದ್ಧತಿಯೆಂದು (ಪುರಾಣ ಧರ್ಮ) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಗಮನವು ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು (೧೦-೧೮-೮ ; ೧೦-೪೦-೨)

ಪುನರ್ವಿವಾಹವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹವು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಪುನರ್ವಿವಾಹವು ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿರಲಾರದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧವೆಯು ತನ್ನ ಮೈದುನನನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ.

"ಕುಹ ಸ್ವಿದ್ದೋಷಾ ಕುಹ ವಸ್ತೋರಶ್ವಿನಾ ಕುಹಾಭಿಪಿತ್ವಂ ಕರತಃ ಕುಹೋಷತುಃ ।
ಕೋ ವಾಂ ಶಯುತ್ರಾ ವಿಧವೇವ ದೇವರಂ ಮರ್ಯಂ ನ ಯೋಷಾ ಕೃಣುತೇ ಸಧಸ್ಥ ಆ ।"
(೧೦-೪೦-೨)

ಮನುವೂ ಕೂಡ (೯-೬೯-೭೦) ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯು ತನ್ನ ಮೈದುನನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು. ಎಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆದರೆ (೯-೬೯-೬೦) ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪತಿಪತ್ನಿಯರು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಇವುಗಳೂ ಇದ್ದುವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. (೧೦-೩೪-೪, ೧೦-೪೦-೬, ೨-೨೯-೧)

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವಿಧೇಯರು, ಚಂಚಲಚಿತ್ತರೆಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (೮-೩೩-೧೭)

ಅನೃತವನ್ನಾಡುವುದು ಮಹಾಪರಾಧವಾಗಿತ್ತು (೪-೫-೫) ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಹವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. (೧-೧೫೨-೧, ೭-೪೯-೩, ೭-೬೪-೪)

ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ (ಪಂಗಡ, ಬುಡಕಟ್ಟು) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪಂಗಡ. ಹೊರಗಿನವರು ದಂಡೆತ್ತಿಬಂದಾಗ, ಯುದ್ಧಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂಗಡಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದುವು. ಪ್ರತಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂತಹ ರಾಜರನೇಕರು ಇದ್ದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ (೭-೩೩-೩, ೭-೮೩-೬) ಈ ರಾಜರು ಬಹುಪತ್ನೀಕರೆಂಬುದು ೭-೧೮-೨ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜರು ಮನೆಯ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸುವುದು ಈ ಪುರೋಹಿತನ ಕೆಲಸ. ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ರಾಜರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ದಾನಸ್ತುತಿಗಳು ಅನೇಕವಿವೆ. ಪುರೋಹಿತರು ರಾಜರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸಿ ರಾಜಾಶೀರ್ವಾದಮಾಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ: (೧೦-೧೭೩).

ಈಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಪೂಜೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಯು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್‌ರವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

"The Religion of the Veda knows of no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degradation of the more primitive worship of ideal gods"

ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂಜಾವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಈಚಿನದು. ಇದು ಪುರಾತನವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪೂಜಾವಿಧಾನದ ವಿಕಾರ ಎಂದಿದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಡಾ. ಬೊಲ್ಲೆನ್ಸರವರದು. ೨-೩೩-೯, ೧-೨೫-೧೩, ೫-೫೨-೧೫, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ೫-೫೨-೧೫ ರಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಮೊದಲು ಹೊರಟ ಉದ್ದಿಶ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಜಾತಿಗಳು ಒಡೆದು ಅನೇಕ ಒಳಪಂಗಡಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ತಾಪಗಳುಂಟಾಗಿವೆ, ಆಗುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಜಾತಿವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಆಂತಃಕಲಹಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಆದರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೧೦ ನೆಯ ಮಂಡಲದವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಜಾತಿ, ಮತವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದುವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ೧೦ ನೆಯ ಮಂಡಲದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ (೧೦-೯೦) ಮೊದಲು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

" ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀದ್ಬಾಹೂ ರಾಜನ್ಯಃ ಕೃತಃ ।
ಊರೂ ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತ ॥ "

ವಿರಾಟ್‌ಪುರುಷನ ಮುಖದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ, ಬಾಹುಗಳಿಂದ ರಾಜನೂ, ತೊಡೆಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವೈಶ್ಯನೂ, ಪಾದಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರನೂ- ಜನಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಸೂಕ್ತವು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಸೇರಿದುದಲ್ಲ, ಈಚೆಗೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರ ವಾದ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಈಚಿನದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೇಳುವುದು, ಆಯಾ ಗುಂಪಿನವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕಾಗಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಾಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸಂಗಡದಲ್ಲಿಯೂ, ವಿದ್ಯೋಪ ದೇಶಕರು, ಮಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗಡದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಣೆಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದರು. ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿ ಮುಂತಾದ ದೇಹಶ್ರಮದಿಂದಾಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ವೈಶ್ಯರೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಾದವು ಹೇಗೆ ಆಧಾರಭೂತ ವಾದುದೋ ಅದರಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತರಾಗಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಶೂದ್ರರೆಂದೂ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೀವನವು ತೊಡಕಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವಿಭಾಗವು ಜನ್ಮತಃ ಸಿದ್ಧವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ—

"ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಶಃ"

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಅವರವರ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ನಿಯಮವೆಂದಾಗುವುದು. ಜನ್ಮತಃ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರೆಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಜನ್ಮತಃ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರು, ಈ ಗೀತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸೃಷ್ಟಂ' ಎಂಬ ಪದದ ಆಧಾರದಿಂದ, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣವಿಶೇಷಗಳು

ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೂ ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತು ನಾಮಪದ ರೂಪಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಧಗಳಿವೆ. ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಇದೆ. ಈಚಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ. ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೂ ಕಠಿಣ. ವಿಭಕ್ತಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ರೂಪಗಳಿದ್ದಕಡೆ ಈಗ ಒಂದೇ ರೂಪವಿದೆ. ತಿಙನ್ತರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ರೂಪಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕವಾದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಲಿಂಗವಚನಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಗಳು ಎಂಟಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳು ಇವೆ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವೆವು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಸಂಧಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಧಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದು—ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ. ಪದಾನ್ತ ಏ, ಓ ಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪಾಣಿನಿಯ ನಿಯಮ. ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ऽ ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನವನ್ನು ಹಾಕುವರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೂ, ಅಕ್ಷರ ಕಮ್ಮಿಯಾಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಸಂಧಿಯೂ ಆಗುವುದು.

" ತ್ವಂ ಸುತಸ್ಯ ಪೀತಯೇ ಸದ್ಯೋ ವೃದ್ಧೋ ಅಜಾಯಥಾಃ " (೧-೫-೬)

" ಅಥಾ ತೇ ಅಂತಮಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾಮ ಸುಮತೀನಾಂ " (೧–೪–೩)

ಮತ್ತು ೭-೧-೭, ೭-೧-೮, ೭-೧-೯, ೭-೧-೧೧, ೭-೧-೧೯ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ, ಊ, ಏಕರಾನ್ತ ದ್ವಿವಚನ ರೂಪಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಸಂಧಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಪವಾದಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವ ಶಬ್ದ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಿದ್ಧ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ನೃಪತೀವ ಜಿನ್ವತಂ । (೭-೧೦೪-೬)

ಅಂತರ್ಮಹೀ ರೋದಸೀಮೇ—(೭-೮೭-೨)

ಆವಿವಾಸನ್ ರೋದಸೀ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇಮೇ—(೭-೭೨-೩)

ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಋ, ರ್ ಅಥವಾ ಷ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರವಾದ ನಕಾರವು ಣಕಾರವಾಗುವುದು ರೂಢಿ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಕಾರಕ್ಕೆ ಣಕಾರದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ವನಾಮದ “ ನಃ ” ಮತ್ತು “ ಏನ ” ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಪದಾನ್ತ ಅಕಾರವು—ಒಂದೊಂದುವೇಳೆ ಇ ಮತ್ತು ಉಕಾರಗಳೂ—ಛಂದಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ದೀರ್ಘ ವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಥ, ಅಧ, ಪಿಬ, ಶೃಣುತ, ವಿದ್ಮ, ಯುಷ್ಮ, ವೇದ, ಕೃಧಿ, ಶೃಣುಹಿ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಸಡುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ವಿಭಕ್ತಿವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಅಕಾರಾಂತ ನಾಮಪದಗಳ ತೃತೀಯೈಕವಚನ ದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ **ಏನಾ** ಅಥವಾ **ಆ** ಇವುಗಳು ಪದಾಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಪೇತ್ವೇನಾ (೭-೧೮-೧೭) **ತೇನಾ ಸಹಸ್ಯೇನಾ** (೭-೫೫-೭) **ಏನಾ** (೭-೭೧-೪) **ಏನಾ** (೭-೯೩-೭) **ತ್ವಾ ಇಷಿತೆ** (೭-೩೨-೭) **ಮಹಿತ್ವಾ** (೭-೧೩-೨) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮಾ, ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪದಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾರವು ಬರುತ್ತದೆ. ಔಕಾರವು ಅಪರೂಪ.

ಅಶ್ವಿನಾ ಪುರುದಂಸಸಾ ನರಾ ಶವೀರಯಾ ಧಿಯಾ (೧-೩-೨)

ಕವೀನೋ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ತುವಿಜಾತಾ ಉರುಕ್ಷಯಾ । (೧-೨-೯)

ಯುವಮಶ್ವಿನಾ ದದಥುಃ ಶ್ವೇತಮಶ್ವಂ । (೧-೧೧೬-೬)

ತಾ ವಿದ್ವಾಂಸಾ ಹವಾಮಹೇ (೧-೧೨೦-೩)

ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳೂ ಒಂದೇ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುವು.

ತಾ ವಾಮದ್ಯ ತಾವಪರಂ ಹುವೇಮ (೧-೧೮೪-೧)

ಪ್ರಥಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ **ಆ** ಬದಲು **ಆಸಃ** ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಆಗತ । (೧-೩-೭)

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸಃ ಪಿತರಃ ಸೋಮ್ಯಾಸಃ (೬-೭೫-೧೦)

ಸೋಮಾಸೋ ದಧ್ಯಾಶಿರಃ (೧-೫-೫)

ದೇವಾಸಃ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸಃ, ಸೋಮಾಸಃ ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರಾಚೀನಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಇವುಗಳೂ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ **ದೇವಾಃ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ, ಸೋಮಾಃ** ಮೊದಲಾದ ಈಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ.

ಅಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ **ಆ** ಮತ್ತು **ಆನಿ** ಎರಡೂ ಬರುವುದುಂಟು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ **ಆ**ಕಾರಾಂತ ಬಹುವಚನವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ **ಆನಿ** ಎಂಬುದು ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದೂ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು—

ಇಮೋ ಅಗ್ನೇ ವೀತತಮಾನಿ ಹವ್ಯಾ (೭-೧-೧೮)
ತ್ರಿಷು ಯದನ್ನಾ ಸಮವೃಕ್ತ ಜಂಭೈಃ (೭-೩-೪)
ಏತಾ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಸೌಭಗಾ ದಿದೀಹಿ (೭-೩-೧೦)
ಯೋ ದೈವ್ಯಾನಿ ಮಾನುಷಾ ಜನೂಂಷಿ (೭-೪-೧)

ಇತ್ಯಾದಿ.

ತೃತೀಯಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಏಭಿಃ ಮತ್ತು ಐಃ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಬರುಬರುತ್ತಾ ಏಭಿಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸರ್ವನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು.

ಪಾವಕಾ ನಃ ಸರಸ್ವತೀ ವಾಜೇಭಿರ್ವಾಜಿನೀವತೀ (೧-೩-೧೦)

ದೇವೋ ದೇವೇಭಿರಾಗಮತ್ (೧-೧-೫)

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆಕಾರಾಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದಗಳ ತೃತೀಯೈಕವಚನದಲ್ಲಿ ಪದಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತು ಅಯಾ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ—

ಮಾ ಶೇಷಸೋಽವೀರತಾ ಪರಿ ತ್ವಾ (೭-೧-೧೧)
ಸಹಸ್ರಪಾಥಾ ಅಕ್ಷರಾ ಸಮೇತಿ (೭-೧-೧೪)
ಗವ್ಯಾ ತೃತ್ಸುಭ್ಯೋ ಅಜಗನ್ ಯುಧಾ ನೄನ್ (೭-೧೮-೨)
ಆ ಯೋ ವಿಶ್ವಾನಿ ಶವಸಾ ತತಾನ (೭-೨೩-೧)
ಶ್ರದ್ಧಾ ಇತ್ತೇ ಮಘವನ್ ಪಾರ್ಯೇ ದಿವಿ (೭-೩೨-೧೪)

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇಕಾರಾಂತ ಪದಗಳ ತೃತೀಯೈಕವಚನದಲ್ಲಿ ಪದಾಂತ ಇಕಾರವು ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ.—

ಹಸ್ತಚ್ಯುತೀ ಜನಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಂ (೭-೧-೧)
ಸುದೀತೀ ಸೂನೋ ಸಹಸೋ ದಿದೀಹಿ (೭-೧-೨೧)
ಪ್ರಾವೀನ್ನ ವೀರೋ ಜರಿತಾರಮೂತೀ (೭-೨೧-೨)
ತವ ಪ್ರಣೀತೀ ಹರ್ಯಶ್ವ ಸೂರಿಭಿಃ (೭-೩೨-೧೫)
ನ ದುಷ್ಟುತೀ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಿಂದತೇ ವಸು (೭-೩೨-೨೧)

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಪ್ತಮ್ಯೇಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಡೆ ಇಕಾರವು ಆಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಸಪ್ತಮ್ಯೇಕವಚನವು ಕೆಲವುಕಡೆ ಅಗ್ನಾ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಾಯಿ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ತ್ವಂ ಧೃಷ್ಣೋ ಧೃಷತಾ ವೀತಹವ್ಯಂ (೭-೧೯-೩)
ಯತ್ಪಾರ್ಯಾ ಯುನಜತೇ ಧಿಯಸ್ತಾಃ (೭-೨೭-೧)

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾಂತಸ್ವರಕ್ಕೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದೆ. ವಿಭಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಅರಿ+ಅಸ್=ಅರ್ಯಃ. ಇಕಾರಾಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದಗಳು ಪ್ರಥಮಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗುವುದುಂಟು ಉದಾ-ಭೂಮೀಃ,

ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧರೂಪಗಳಿರುವವು—

ವಸ್ವಃ (೭-೧೫-೪)	ಉಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ	ಪಂಚಮೀ	ಏಕವಚನ	(ವಸೋಃ)
ಕ್ರತ್ವೇ (೭-೨೫-೪)	,, ,,	ಚತುರ್ಥೀ	,,	(ಕ್ರತವೇ)
ಸಾನವಿ	,, ನಪುಂಸಕ	ಸಪ್ತಮೀ	,,	(ಸಾನೌ)
ಕ್ರತ್ವಾ (೭-೨೧-೬)	,, ಪುಲ್ಲಿಂಗ	ತೃತೀಯಾ	,,	(ಕ್ರತುನಾ)
ದೇವೀಃ (೭-೨-೮)	ಈಕಾರಾಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ	ಪ್ರಥಮಾ	ಬಹುವಚನ	(ದೇವ್ಯಃ)
ಶಮೀ	,, ,,	ತೃತೀಯಾ	ಏಕವಚನ	(ಶಮ್ಯಾ)
ಶುಚೀ	ಇಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕ	ಪ್ರಥಮಾ	ಬಹುವಚನ	(ಶುಚೀನಿ)
ಅಪ್ರತೀ (೭-೨೩-೩)	,, ,,	,,	,,	(ಅಪ್ರತೀನಿ)
ಮಾತರಾ (೭-೭-೩)	ಋಕಾರಾಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ	ಪ್ರಥಮಾ	ದ್ವಿವಚನ	(ಮಾತರೌ)
ಯುಷ್ಮೇ	ಯುಷ್ಮಚ್ಛಬ್ದ	ಸಪ್ತಮೀ	ಬಹುವಚನ	(ಯುಷ್ಮಾಸು)
ಅಸ್ಮೇ	ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದ ,,	,,		(ಅಸ್ಮಾಸು)
ವ್ಯೋಮನ್	ನಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕ	ಸಪ್ತಮೀ	ಏಕವಚನ	(ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಅಥವಾ ವ್ಯೋಮನಿ)
ಪರಿಜ್ಮನ್	,, ,,	,,	,,	(ಪರಿಜ್ಮನಿ)

ಕಡೆಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಸೇರಿಲ್ಲ.

ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು—ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮಪುರುಷ ಬಹುವಚನಪ್ರತ್ಯಯವು **ಮಸ್** ಎಂಬುದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದರ ಬದಲು 'ಮಸಿ' ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬರುಬರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 'ಮಸ್' ಒಂದೇ ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಮಸಿ' ಎಂಬುದು ೧೧೭ ಸಲವೂ 'ಮಸ್' ಎಂಬುದು ೨೧ ಸಲವೂ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ 'ಮಸಿ' ೩ ಸಲವೂ 'ಮಸ್' ನಾಲ್ಕು ಸಲವೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಸಿ' ಅಂತ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ—

ಮಿನೀಮಸಿ (೧–೨೫–೧) ಬೋಧಾಮಸಿ (೭–೨೧–೧)

ಆತ್ಮನೇಪದ ಪ್ರಥಮಪುರುಷ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾದ 'ತೇ' ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 'ಏ' ಬರುವುದುಂಟು. ಎಂದರೆ **ಶೃಣುತೇ** ಎಂಬ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ **ಶೃಣ್ವೇ** ಎಂಬ ರೂಪವು ಬರುವುದುಂಟು (೭-೮-೪; ೭-೨೬-೪).

ಆಜ್ಞಾರ್ಥ ಮಧ್ಯಮಪುರುಷ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಧಿ' ಎಂಬುದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. **ಶಶಾಧಿ. ಕೃಧಿ, ಶ್ರುಧಿ** ಇತ್ಯಾದಿ. (ಪಾಣಿನಿಯಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ 'ಧಿ' ಬರಕೂಡದು). ಶೃಣುಧಿ, ಗಹಿ ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಮಧ್ಯಮಪುರುಷ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ **ಥ** ಮತ್ತು **ತ** ಇವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ **ಥನ** ಮತ್ತು **ತನ** ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಇವೆ.

ಆಜ್ಞಾರ್ಥ ಮಧ್ಯಮಪುರುಷ ಏಕವಚನಗಳಿಗೆ ಆಖ್ಯಾತಪ್ರತ್ಯಯ 'ಸಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆ—**ಶ್ರೋಷಿ** (೭-೧೮-೨) **ಭಕ್ಷಿ** (೭-೪೧-೨) **ಯಕ್ಷಿ** ಮತ್ತು **ವೇಷಿ** (೭-೧೬-೫).

ಕೃದಂತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 'ತುಂ' ಪ್ರತ್ಯಯವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ **ಅವಿತವೇ** (೭-೩೩-೧) **ಅನ್ವೇತವೇ** (೭-೩೩-೮) ಮುಂತಾದವುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ **ತವೈ** ಅಂತ್ಯವಾದ ಪದಗಳು—**ಹಂತವೈ, ಏತವೈ**; **ಅಸೇ** ಅಂತ್ಯವಾದ ಪದಗಳು—**ಚಕ್ಷಸೇ, ಜೀವಸೇ**; **ತಯೇ** ಅಂತ್ಯವಾದ ಪದಗಳು—**ಪೀತಯೇ, ಊತಯೇ**: **ಧ್ಯೈ** ಅಂತ್ಯವಾದ ಪದಗಳು **ಇಷಧ್ಯೈ, ಪೃಣಧ್ಯೈ, ಶುಚಧ್ಯೈ**; **ತೋಃ** ಅಂತ್ಯವಾದ ಪದಗಳು—**ಏತೋಃ, ಕರ್ತೋಃ** ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ರೂಪದ ಬದಲು **ತ್ವಾಯ ತ್ವೀ** ಮುಂತಾದವುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. **ಹತ್ವಾಯ, ಕೃತ್ವೀ, ಪೀತ್ವೀ ಭೂತ್ವೀ** ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕವಾದ ರೂಪವು ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕವಾದ **ಮಾ** ಎಂಬ ಪದವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೂತ ಮತ್ತು ಅನದ್ಯತನಭೂತಕಾಲದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೇದದ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮವೆನ್ನಬಹುದು. ವೇದದ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ 'ಲೇಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. **ಭವಾತಿ** (೭-೮-೬) **ಪತಾತಿ** (೭-೨೫-೧) **ತಾರಿಷತ್, ಜೋಷಿಷತ್ ಮಾದಯೈತೇ, ಗೃಹ್ಯಾಂತೈ** ಇವುಗಳು ಸಂಬೋಧನಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಧಾತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ

ಇಂದ್ರ ತ್ವೋತಾಸ ಆ ವಯಂ ವಜ್ರಂ ಘನಾ ದದೀಮಹಿ ।
ಜಯೇಮ ಸಂ ಯುಧಿ ಸ್ಪೃಧಃ (೧-೮-೩)

ಆದದೀಮಹಿ, ಸಂಜಯೇಮ ಇವು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾದ ಮೇಲೆ ಉಪಸರ್ಗ ಬಂದಿದೆ.

ಉಪ ಯಮೇತಿ ಯುವತಿಃ ಸುದಕ್ಷಂ ದೋಷಾವಸ್ತೋರ್ಹವಿಷ್ಮತೀ ಘೃತಾಚೀ ।
ಉಪ ಸ್ವೈನಮರಮತಿರ್ವಸೂಯುಃ (೭-೧-೬)

ಅವ ದ್ರುಗ್ಧಾನಿ ಪಿತ್ರ್ಯಾ ಸೃಜಾ ನೋಽವ ಯಾ ವಯಂ ಚಕೃಮಾ ತನೂಭಿಃ ।
ಅವ ರಾಜನ್ ಪಶುತೃಪಂ ನ ತಾಯುಂ........ (೭-೮೬-೫)

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಡನೆ ಒಂದು ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನಂತರ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದುಂಟು—

ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದಲೇ ಧಾತ್ವರ್ಥವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ—

ಪ್ರ ಸಮ್ರಾಜೋ ಅಸುರಸ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಟೀನಾಮನುಮಾದ್ಯಸ್ಯ ।
ಇಂದ್ರಸ್ಯೇವ ಪ್ರ ತವಸಸ್ಕೃತಾನಿ ವಂದೇ ದಾರುಂ ವಂದಮಾನೋ ವಿವಕ್ಮಿ ॥

(೭-೬-೧) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷರೂಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಮಂತ್ರಗಳ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣನಿಯಮಗಳೊಡನೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ವಿಷಯವು ಈವರೆಗೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆಯಾ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಡೋಣವೆಂದರೆ ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚರಿತ್ರಕಾರನಿಗೂ, ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ, ಹಿಂದೂ ಆರ್ಯರ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೂ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಹಿಂದೂ ಐರೋಪ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ವೇದವೊಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ವೇದದ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದುವೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ವಿಷಯ. ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೇ ಎಂಬುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳು ರಚಿತವಾದ ಕಾಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ದುರ್ಜ್ಞೇಯವಾದ ವಿಷಯ. ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾದ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನೇಕ

ಪಂಡಿತರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಾದಿಸಿದಾರೆ. ಅವರ ವಾದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ, ವೇದದ ಕಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

ವೇದಗಳ ಪರಿಚಯವಾದೊಡನೆಯೇ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದೇಶಗಳ ಪಂಡಿತರುಗಳು ವೇದಗಳು ಬಹು ಪುರಾತನವಾದುದೆಂದು ನಂಬಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ Friedrich Schlegel ಎಂಬುವರು ವೇದಗಳು ಈವರೆಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು (enlightenment upon the history of the primitive world, so dark till now) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೭೬ ರಲ್ಲಿ A Weber ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ "A History of Indian Literature" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ "We are justified in regarding the literature of India as the most ancieat literature of which written records on extensive scale have been handed down to us."

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದುದು ಮತ್ತು ಪುರಾತನವಾದುದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದಿದಾರೆ.

ಋಗ್ವೇದಕಾಲದ ಕಡೆಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಈಚಿನವಾದ ಇತರ ವೇದಗಳಿಂದ ಆರ್ಯರು ಗಂಗಾನದಿಯ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮತವು ಕ್ರಮೇಣ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಹರಡಿತು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕಜನರು ಇದ್ದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೇ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವುದು ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಮಾಡುವುದು. ಇಂತಹ ಸರಳವಾದ ಪೂಜೆಯಿಂದ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೩೦೦ ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸನಿಂದ ವರ್ಣಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಟಿಲವಾದ ಮೂರ್ತಿಪೂಜಾವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಬಹಳಅಂತರವಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದಿರಬೇಕು. ವೆಬರ್‌ರವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವದು ವ್ಯರ್ಥ.

ಒಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ರವರು (Max Muller) ಮೊದಲನೆಯವರು. ೧೮೫೯ ರಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ (History of Ancient Sanskrit Literature) 'ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ, ಬೌದ್ಧಮತದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಂತಾದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈರೀತಿ ವೇದದ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಾರೆ.

ಬೌದ್ಧಮತವು ತಲೆಯೆತ್ತಿದುದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಮತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾರೂಪವಾಗಿ. ವೈದಿಕಮತವೆಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಚಾರವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನನುಸರಿಸುವ ಮತ. ಬೌದ್ಧಮತವು ತಲೆಯೆತ್ತುವ ವೇಳೆಗೆ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ

ದಲ್ಲಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ವೈದಿಕಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾದ ಸೂತ್ರರೂಪವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ ಕಾಲದವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೬೦೦ ರಿಂದ ೨೦೦ ರ ಕಾಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸವು ಮತ್ತು ಹಳೆಯವು ಎಂಬ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ರಚಿತವಾಗಲು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಹಿತಾಭಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ. ಅಂತೂ ವೇದಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೦೦೦ ಎನ್ನಬಹುದು. ಋಕ್ಕುಗಳು ರಚಿತವಾದಾಗ ಗ್ರಂಥರೂಪವಾಗಿರಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ರಚಿತವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜನಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಗ್ರಂಥರೂಪವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿರ ಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ವೇದದ ಆರಂಭ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೨೦೦ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲರ್‌ರವರ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವು—ಇದು ನಿರ್ಣಯವಲ್ಲ, ಊಹೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು–ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾದುದು. ಎಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರಗಳಾವುವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಹಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸೂತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಗಣನೆಮಾಡಿರುವದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಏನೇನೂ ಸಾಲದು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರವರೇ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೮೯ ರಲ್ಲಿ "Physical Religion" ಎಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿರುವ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಮತದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಾ (Giftord Lectures on "Physical Religion" in 1889 By Max Muller) ವೇದದ ಕಾಲವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ನಿರ್ಣಯಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ("No power on earth will ever determine") ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಭಾವಪ್ರೇರಣೆಯ ಭಾವವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ರವರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೨೦೦ ವೇದದ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನ್ನನುಸರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಬರುಬರುತ್ತ ಪಂಡಿತರುಗಳೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲ ರವರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವಂತೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೨೦೦ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವುದೂ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಕೆಲವು ಶೋಧಕರು (L. Von Schroeder) ವೇದ ಗಳು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನವೆಂದು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ (H. Jacobi) ಜಾಕೋಬಿ ಎಂಬುವರು ವೇದಗಳು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಮೂವತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಪಂಡಿತರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಇವರಿಗೆ ತಾವು ನಂಬಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನವು ಎಷ್ಟು ಶಿಥಿಲವಾದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದುದು ಎಂಬುದು ಮರೆತುಹೋಯಿತು. ಜಾಕೋಬಿಯವರು ಕಾಲನಿರ್ಣಯಮಾಡಿದುದು ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ. ಕಾಲನಿರ್ಣಯಮಾಡುವದು ಹೊಸದಲ್ಲ. Ludwig ಎಂಬುವರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ— ಈಗಲೂ ಇದೇ ರೂಢಿ—ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ, ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಗ್ನವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವದು ವಾಡಿಕೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ

ಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹಳಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ೨೭ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇವರುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾಗಕಾಲನಿರ್ಣಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರನು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿನವೆಂದು ಗಣನೆ. ಹೀಗೆ ೨೭ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೂ ಒಂದುಸಲ ಸುತ್ತಲು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ೨೭ ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಈ ೨೭ ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಂದು ಗಣನೆ. ಇಂತಹ ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ೧ ವರ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ರೂಢಿ ಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಯಾಗವನ್ನು ಇಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಇಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ.

ಕೆಲವುಕಾಲದಮೇಲೆ ಈ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ಗಣನೆ ತಪ್ಪಿ ಸೌರಮಾನವು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ಮುಂತಾದ ೧೨ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ೧೨ ರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಒಂದುಸಲ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷವೆಂಬ ಗಣನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾನವೆಂಬುದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಂಬ ಲೆಖ್ಖ. ಈ ಸೌರ ಮತ್ತು ಚಾಂದ್ರಮಾನಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಆಧಾರ ದಿಂದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಜಾಕೋಬಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಬಿ. ಜಿ. ತಿಲಕ್‌ರವರೂ ವೇದದ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿರುವುದು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೯೩) ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಷಸಂಕ್ರಮಣವು ಕೃತ್ತಿಕಾನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಂಹಿತಾಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಮೃಗಶಿರಾನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಇದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮೇಷಸಂಕ್ರಮಣವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೨೫೦೦ ರಲ್ಲಿ ಕೃತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ೪೫೦೦ ರಲ್ಲಿ ಮೃಗಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೀಳುತ್ತದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗು ತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದಿಂದ ಜಾಕೋಬಿಯು ವೇದಗಳ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೪೫೦೦ ರಿಂದ ೨೫೦೦ ರ ವಳಗೆ ಇತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಂಹಿತೆಯು ಈ ಕಾಲದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗ್ರಂಥರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಾರೆ. ಆದರೆ ತಿಲಕರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೬೦೦೦ ದ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಜಾಕೋಬಿಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಧಾರವಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಮೇಲೆ, ಎಂದರೆ ಕತ್ತಲಾದಮೇಲೆ ವರನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ "ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ನೀನೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ವಾಸಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನಾನೂ ಅದೇರೀತಿ ಸ್ಥಿರಳಾಗಿರುವಂತೆ ಕರುಣಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದು ಆಗ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರವು ಭೂಗೋಳದ ಉತ್ತರಧ್ರುವದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುವಾಗ, ಆದರ ಉತ್ತರಧ್ರುವವೂ ಕೂಡ ನಿದಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸುತ್ತು

ವಾಗ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಒಂದೊಂದುಸಲ ಉತ್ತರಧ್ರುವದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲು ೨೬೦೦೦ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಸರದಿಯಮೇಲೆ ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವಾಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ದೊಡ್ಡನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರುವದು ಲಘು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಲೂ ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೨೭೮೦ ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವಿತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಮೂರನೇ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೩೦೦೦ ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳ ಹೆಸರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದ (೨-೧-೨-೩) ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃತ್ತಿಕಾನಕ್ಷತ್ರವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ, ಕೃತ್ತಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. (ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೩೦೦೦) ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ತಿಕಾನಕ್ಷತ್ರವು ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೧೦೦ ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಆದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಒಂದೊಂದುಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಋತುವನ್ನು ವರ್ಷದ ಆದಿಭಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಋತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿಯತವಾಗಿಲ್ಲ. ೩, ೪, ೫ ಹೀಗೆ ಋತುಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನಕ್ಷತ್ರವು ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರಲಾರದು, ಯಾವದಾದರೂ ದೊಡ್ಡನಕ್ಷತ್ರವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸಣ್ಣನಕ್ಷತ್ರವಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವೇದಗಳ ಕಾಲವು ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವದೂ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಾದಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ.

ಜಾಕೋಬಿ ಮತ್ತು ತಿಲಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಪಂಡಿತರು ವೇದದ ಕಾಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಲು, ಇದೊಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಯು ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಚರಿತ್ರೆಯ ಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆಲ್ಲಾ, ಆರ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೨೦೦-೮೦೦ ವರ್ಷಗಳು ಸಾಲದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೩೦೦ ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಬೋಧಾಯನ, ಆಪಸ್ತಂಬಶಾಖೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಹೊಂದಿದವು ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದುದು ಇನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೭೦೦ ರಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕು.

ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೭೦೦-೬೦೦ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ, ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೨೦೦ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ೫೦೦-೬೦೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ

ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾಗರಿಕರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಆದ ಜನರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವುದು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟಾದರೂ ಕಾಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು G. Buhler ಎಂಬುವರ ಮತ.

ಆದರೆ Oldenberg ಎಂಬುವರು ಈರೀತಿ ವಾದಿಸಿದಾರೆ.—೭೦೦ ವರ್ಷಗಳೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲವಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ೭೦೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದಾರೆ.

ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವೇದದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂದೇಶದ ಬಯಲನ್ನು ಆರ್ಯರು ಆಕ್ರಮಿಸಿದುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಕಾದಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಋಗ್ವೇದದ ರಚನೆ ಬಹಳಕಾಲ ಹಿಡಿಯಿತೆಂದು ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಮಂತ್ರಗಳು, ಹಳೆಯಮಂತ್ರಗಳು, ಹೊಸಋಷಿಗಳು, ಹಳೆಯಋಷಿಗಳು ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. Bloomfield ಎಂಬುವರು ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಪಂಕ್ತಿಗಳು ಪುನಃ ಪಠಿತವಾದವು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದ ರಚನೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಂತರ ಬಂದವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಇತರ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೂ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಭಾಷೆ, ಶೈಲಿ, ಪೂಜಾವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು ರಚಿತವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಂಹಿತಾಭಾಗಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ವೇದಗಳು ಪುಸ್ತಕರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರವಣಿಗೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ವೇದಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಹಿತಾಭಾಗವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳು, ಉಪಶಾಖೆಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನ ಪುರೋಹಿತರು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಕಾಲವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅನೇಕ ತಲೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿರುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇದದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆರ್ಯರು ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಗಂಗಾನದಿಯ ಬಯಲಿನವರೆಗೆಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣದಕಡೆಗೂ ಹೊರಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಾಗಿರಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ಓಲ್ಡನ್‌ಬರ್ಗ್‌ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ೭೦೦ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲ. ಏನೇನೂ ಸಾಲದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರವರು ಬೌದ್ಧಮತದ ಪ್ರಚಾರವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ (ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೫೦೦) ವೈದಿಕ ಮತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಓಲ್ಡನ್‌ಬರ್ಗ್‌ರವರು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ, ಬೌದ್ಧ ಮತದ ಆದಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದೂ ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಬೌದ್ಧಮತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತಗಳಿವೆ. ಈ ಮತಗಳೂ, ಬೌದ್ಧರಂತೆ, ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಂಬು ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನಮತವೂ ಒಂದು. ಈ ಜೈನರ ಮೂಲ ಗುರುವು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೭೫೦ ರಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. G. Buhler ರವರು ಈರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ವೇದಗಳು ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನವೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೊರಟರು. ದುರದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ದೈವಾಧೀನರಾದರು.

ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಘಸ್ಕೈ (Boghaskoi) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦೭ ರಲ್ಲಿ (Hugo Winckler) ಹ್ಯೂಗೋ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಎಂಬುವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ಹಿಟ್ಟೈಟ್ ರಾಜ್ಯದ (Hittite Kingdom) ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು, ಹಿಟ್ಟೈಟ್ ರಾಜನಿಗೂ, ಮಿಟನಿ ರಾಜನಿಗೂ (Mitani) ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೌಲಿನ ಪರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಲಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಸತ್ಯಾ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು, ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದುರೀತಿ ವಾದಿಸಿದಾರೆ.

(Meyer) ಮೆಯರ್ ಎಂಬ ಚರಿತ್ರಕಾರರು, ಈ ದೇವತೆಗಳು ಆರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ, ಆರ್ಯರು ಮತ್ತು ಇರಾನಿಯನ್ನರು (ಪಾರ್ಸಿ ದೇಶದವರು) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಯರು ಮೆಸಪೊಟೇಮಿಯ, ಸಿರಿಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಲ್ಡನ್‌ಬರ್ಗ್‌ರವರೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ವೇದಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರವಿಲ್ಲವೆಂದಿದಾರೆ.

ಈ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಿಂದ ಆಗಾಗ ಕೆಲವರು ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇರೀತಿ ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ, ವೈದಿಕರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಜನರು ಹೋಗಿರ ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ವಾಯುವ್ಯಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು, ದೇವತಾಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಶಾಸನಗಳಿಂದ, ಹಿಂದೂದೇಶದ ಅಂಕಿಗಳೂ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದುವೆಂಬ ಅಂಶ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ನಮ್ಮಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ.

J. Hertel ಎಂಬುವರು ವೇದದ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಷಿಯಾ ಎಂದೂ, ಜೋರಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಕಾಲಕ್ಕೆ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೫೦) ಸಮೀಪದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೇದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದೂ ಸಾಧಿಸಿದಾರೆ. G. Husing

ಎಂಬುವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾನೀತ ಪೃಥುಶ್ರವಸ್ ಎಂಬುವನೂ ಸಿಥಿಯಾರಾಜನಾದ ಕಾನೀತನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದೂ, ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೇದಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ವಾದಿಸಿದಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ.

ವೇದಗಳು ಮೂರುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಆಧಾರವೇನೆಂದರೆ–ವೇದಕ್ಕೂ ಅವೆಸ್ತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಮತಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆ ಮುಂತಾದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆವಿಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ. ಒಂದೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಇಂಡಿಯಾದೇಶದವರೂ, ಇರಾನಿನವರೂ ಒಂದೇ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯಾದವೇಲೂ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಯೆಂದರೆ, ಭಾಷೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವದು ಯಾವ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಬಹು ಬೇಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಹಳ ನಿಧಾನ. ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಿಂತ, ಮತಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿಧಾನ.

ಆದರೆ, ಭಾಷೆಗಳು ಸಾವಿರಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದೇರೀತಿಯಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೂ ಸುಳ್ಳು. ವೇದಗಳು ೧೬೦೦೦, ೫೫೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಥವಾ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯಗಳು ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ, ಕುಶಲರಾದ ಹಿಂದೂಗಳಂತಹ ಜನಾಂಗದವರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಒಂದೇರೀತಿ ಯಾವವಿಧವಾದ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯದೇ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀರ ಅಸಂಭವ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಹಿತಾಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೂ, ಪಾಣಿನೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಿಗೂ ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವೇದವು ೧೬೦೦೦-೨೦೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಪ್ಪೆನ್ನಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು.

೧. ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ, ವೇದದ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗುವದು ಖಂಡಿತ. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸಾಧ್ಯ.

೨. ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು—ಸಿರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರು, ಹಿಂದೂ ಆರ್ಯರ, ಹಿಂದೂ ಯೂರೋಪಿಯನ್ನರ ನಾಗರಿಕತೆಗೂ, ವೇದದ ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯ—ಬಹಳ ಅನಿರ್ಧಾರಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು ವೇದವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು.

೩. ಭಾಷಾಸಂಬಂಧವಾದ ಅಂಕಿ, ಅಂಶಗಳು, ವೇದಕ್ಕೂ ಅವೆಸ್ತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಹೋಲಿಕೆ, ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಗೂ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಗೂ ಇರುವ ಹೋಲಿಕೆ, ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಏನೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೪. ಈ ಭಾಷಾಸಂಬಂಧವಾದ ಹೋಲಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ಫಲವೇನೆಂದರೆ, ವೇದದ ಕಾಲವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.

೫. ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ, ಮಹಾವೀರ, ಬುದ್ಧ ಇವರುಗಳು ಮತ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ವೇದಗಳೂ ವೇದಾಂಗಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದುವೆಂಬುದು ಬಲವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ. ಆದರೆ ೧೨೦೦ ಅಥವಾ ೧೫೦೦ ವೇದದ ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ವೇದವೇದಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಷ್ಟನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದದ ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೪೫೦೦-೩೦೦೦ ವೆಂದೂ, ಮುಗಿದುದು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸುಮಾರು ೧೫೦೦-೧೦೦೦ ಎಂದೂ ಭಾವಿಸುವದು ಉತ್ತಮ. ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಕಾಲವಾವುದನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಬಹುಪುರಾತನವೂ ಅಲ್ಲದ, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುವಷ್ಟು ಈಚಿನದೂ ಅಲ್ಲದ ಕಾಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ.

ಶ್ರೀಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯಕೃತಾ

ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕಾ

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದ

ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವು

ಶ್ರೀ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವಿಜಯನಗರದ ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇವರು ವೇದ, ವೇದಾಂಗ, ರಾಜನೀತಿ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರಮೀಮಾಂಸಗಳು, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯಪಂಡಿತರು. ಇವರಿಗೆ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಜ್ಯೇಷ್ಠಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ವಿತೀಯಪಂಡಿತರು. ಇವರೂ ಅನೇಕ ಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಇವರ ವಿದ್ಯಾಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನು ಲೋಕೋಪಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಲು, ಆಗ ಅವರು ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು—ಎಲೈ ಮಹಾರಾಜನೇ, ನನಗೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ತಮ್ಮನಿರುವನು. ಅವನು ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೀಣನು. ವೇದವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅದರಂತೆ ಬುಕ್ಕರಾಜನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವೇದಭಾಷ್ಯರಚನೆಮಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಬಳಿಕ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಷ್ಟಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನಮಸ್ಕಾರರೂಪವಾದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. **“ಆಶೀರ್ನಮಸ್ಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ತುನಿರ್ದೇಶೋ ವಾ”** ಎಂದರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಸ್ತುನಿರ್ದೇಶ ಎಂದು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯು ಮೂರುವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದೇವತಾನಮಸ್ಕಾರವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ವಿಘ್ನಪರಿಹಾರಕನಾದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾಗೀಶಾದ್ಯಾಃ ಸುಮನಸಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನಾಮುಪಕ್ರಮೇ ।
ಯಂ ನತ್ವಾ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತಂ ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ ॥ ೧ ॥

ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು, ತಾವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು, ಯುದ್ಧಾರಂಭವು, ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತಕಾರ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಗಜವದನನಾದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿರುವರು, ಎಂದರೆ ಜಯಶೀಲರಾಗಿರುವರು. ಇಂತಹ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನಾದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಾನು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿರುವ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲೆಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗಣಪತಿಯು ವಿಘ್ನರಾಜನೆಂದು ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಹಿಂದೆ ತ್ರಿಪುರದಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತ್ರಿಪುರಗಳೇ ಕಾಣಿಸ ಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಬಳಿಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಮೇಲೆ ಅವು ಗೋಚರವಾಗಿ ತ್ರಿಪುರದಹನಕಾರ್ಯವು ಅನಾ ಯಾಸವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತೆಂದೂ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆ ಗಳೂ ಸಹ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಯೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ದೇವತೆಗಳೇ ಆರೀತಿ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಗಣಪತಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ, ವಿವಾಹಾದಿಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವ್ರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ದೇವತಾಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸುವದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಷ್ಟಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಗಣಪತಿ ಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುವರು.

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ **ವಾಗೀಶ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ವಾಕ್ ಎಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿಯು, ಈ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಈಶನೆಂದರೆ ಪತಿಯು, ಆದುದರಿಂದ ವಾಗೀಶನೆಂದರೆ ಸರಸ್ವತೀ ವಲ್ಲಭನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದಾಗುವದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಗೀಶನೆಂದರೆ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೆಂದೂ, ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಯಾದ ಈಶ್ವರನೆಂದೂ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವದು. **“ ವಾಚಸ್ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಣ ಮೂತಯೇ ಮನೋಯುಜಂ ವಾಜೇ ಅದ್ಯಾ ಹುವೇಮ ”** ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿರುವದು.

ಯಸ್ಯ ನಿಃಶ್ವಸಿತಂ ವೇದಾ ಯೋ ವೇದೇಭ್ಯೋಽಖಿಲಂ ಜಗತ್ ।
ನಿರ್ಮಮೇ ತಮಹಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಮಹೇಶ್ವರಂ ॥ ೨ ॥

ಈರೀತಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನಂತರ, ಭಗವಂತನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

English Translation of Sayana's Preface to the Rigveda.

1. I bow down to the elephant-faced Ganapati, to whom (even all other) deities with the Lord of speech (Brihaspati or Brahma) at their head, bow down at the beginning of all their undertakinks, and (thereby) become successful in their attempts.

2. I worship Him—Vidyatirtha, (my Guru) Who is (identical with) Maheswara, Whose breath the Vedas are, (and) Who from the Vedas created the whole world.

ಯಾವ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಿಶ್ವಾಸಗಳೇ ವೇದರೂಪವಾಗಿವೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ವೇದಗಳಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೋ ಅಂತಹ, ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ, ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾದೀಶ್ವರಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರೆಂಬ ನಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರೆಂಬುವರು ಭಾರತತೀರ್ಥರೆಂಬುವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು. ಈ ಭಾರತಿತೀರ್ಥರು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು ಮಾಧವರಿಗೆ ಪರಮಗುರುಗಳೆಂದಾಯಿತು. "ಗುರುರೇವ ಮಹೇಶ್ವರಃ" ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗುರುವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಮಹೇಶ್ವರರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆಂದು ಭಾವವು.

ವೇದಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಿಶ್ವಾಸವೆಂದು ಹೇಳುವರು "**ತಸ್ಯ ಹ ವಾ ಏತಸ್ಯ ಮಹತೋ ಭೂತಸ್ಯ ನಿಶ್ವಸಿತಮೇತದ್ಯದೃಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಸಾಮವೇದಃ**" ಎಂದು ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ನಿಶ್ವಾಸರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಹೊರಟಿರುವವು. ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿರುವನು. ಮತ್ತು ಈ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣನು. ಇವನಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಭಾಷ್ಯರಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೇದಸ್ವರೂಪನೂ, ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು (ಗುರುವನ್ನು) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈಶ್ವರನ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನಮಸ್ಕಾರರೂಪವಾದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ತತ್ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ತದ್ರೂಪಂ ದಧದ್ಬುಕ್ಕಮಹೀಪತಿಃ ।
ಆದಿಶನ್ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ್ಯಂ ವೇದಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೇ ॥ ೩ ॥

ಈ ವೇದಭಾಷ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಮಹೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ, ಈಶ್ವರಾಂಶಸಂಭೂತನಾದ ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನು, ವೇದಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು.

ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸುವುದು ರಾಜನ ಪ್ರಥಮಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಪಾಲನವೆಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ, ಶತ್ರುಭೀತಿಯನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಾಚರಣೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಮಾಡುವದೂ ಆಗಿರುವದು. ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಜಾಪಾಲನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು "**ನಾವಿಷ್ಣುಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ**" ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ

3. By His (Maheswara's) favourable glance, King Bukka assumed His form, (became king) and bade the (celebrated) teacher Madhava to expound the meaning of the Vedas.

ಅಂಶವಿಲ್ಲದವನು ರಾಜನಾಗಲಾರನು ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯವಿರುವದು. ಜಗತ್ಪಾಲನವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ರಾಜನೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶಸಂಭೂತನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ರಾಜನಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈಶ್ವರನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಬುಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಈವಿಧವಾದ ಈಶ್ವರಕಟಾಕ್ಷವಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನವೆಂಬ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದನು. ಈಶ್ವರಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಸ ಪ್ರಾಹ ನೃಪತಿಂ ರಾಜನ್ ಸಾಯಣಾರ್ಯೋ ಮಮಾನುಜಃ ।
ಸರ್ವಂ ವೇತ್ತ್ಯೇಷ ವೇದಾನಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃತ್ವೇ ನಿಯುಜ್ಯತಾಂ ॥ ೪ ॥

ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಆ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು—ಎಲೈ ರಾಜನೇ ನನಗೆ ಸಾಯಣನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಿರುವನು. ಅವನು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪಂಡಿತನು. ಅವನನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಬರೆಯುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,

ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ಮಾಧವಾರ್ಯೇಣ ವೀರಬುಕ್ಕಮಹೀಪತಿಃ ।
ಅನ್ವಶಾತ್ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯಂ ವೇದಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೇ ॥ ೫ ॥

ಅದರಂತೆ ಬುಕ್ಕಮಹಾರಾಜನು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಲೋಕೋಪಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. (ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ೪, ೫ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಲ್ಲ.)

ಯೇ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಮೀಮಾಂಸೇ ತೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾತಿಸಂಗ್ರಹಾತ್ ।
ಕೃಪಾಲುರ್ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯೋ ವೇದಾರ್ಥಂ ವಕ್ತುಮುದ್ಯತಃ ॥ ೬ ॥

ಈ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೆಂಬುವರು ಪರಮದಯಾಶಾಲಿಗಳು. ಇವರು ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು ಈಗ ವೇದಾರ್ಥ ವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು.

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನಗಳು ಷಡ್ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಎರಡು ದರ್ಶನಗಳಾಗಿರುವವು. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಋಷಿಯೂ, ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾ ಅಥವಾ ಶಾರೀರ

4. Madhavacharya then said to the king—Oh king, I have got an younger brother who is well skilled in Vedic Literature and knows thoroughly the meaning of Vedas. He may be ordered to expound the Vedas.

5. The valient king Bukka, having thus been answered by Madhava, ordered Sayana to expound the Vedas.

6. Having already expounded, in an extremely concise manner, the Purva and the Uttara Mimamsa, Madhava, the merciful teacher, sets himself to teach the meaning of the Vedas.

ಮೀಮಾಂಸಾ ಎಂಬ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾದರಾಯಣಮುನಿಯೂ ಬರೆದಿರುವರು. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರೂಪಣೆಯೂ, ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯ ಸ್ವರೂಪವೂ ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಧನಗ್ರಂಥವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಕ್ಕೆ, ವೇದಾಂತಸೂತ್ರವೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೆಂದೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿರುವವು. ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವೇದಗಳೂ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಮೂಲವು. ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಗಿರುವವು. ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತತ್ರಯಗಳ ಆಚಾರ್ಯರೂ, ಇತರ ವೇದಾಂತಿಗಳೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅನೇಕಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಷಡ್ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಈ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಮೀಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ವೇದಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮನಾದ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವೇದಭಾಷ್ಯರಚಿಸುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು.

ಆಧ್ವರ್ಯವಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇಷು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾದ್ವ್ಯಾಕೃತಃ ಪುರಾ ।
ಯಜುರ್ವೇದೋಽಥ ಹೌತ್ರಾರ್ಥಮೃಗ್ವೇದೋ ವ್ಯಾಕರಿಷ್ಯತೇ ॥ ೭ ॥

ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಋಗ್ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಋಗ್ವೇದವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೇಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯುವೆಂಬ ಋತ್ವಿಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು. **" ಅಧ್ವರ್ಯುರ್ವಾ ಋತ್ವಿಜಾಂ ಪ್ರಥಮೋ ಯುಜ್ಯತೇ "** ಎಂದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದು. ಅಧ್ವರ್ಯುವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಯಜುರ್ವೇದವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರಂತೆ ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನಿಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮವಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತೃ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿರುವರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೂ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೋತೃ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಜನರೇ ಮುಖ್ಯಋತ್ವಿಜರು. ಇವರಲ್ಲಿ, ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಋಗ್ವೇದಾಧ್ಯಯನಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಶ್ರೌತಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಯಾಜ್ಯಾ ಎಂಬ ಎರಡುವಿಧವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡಿ ಹೋಮಮಾಡಿಸುವದು ಹೋತೃವಿನ ಮುಖ್ಯಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಅಧ್ವರ್ಯುವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಶ್ರೌತವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ

7. In view of the prime importance of the work of the Adhvaryu priest in sacrifices, the Yajurveda was previously (i.e. first) explained: now to facilitate the task of the Hotr priest, the Rigveda is going to be explained.

ಕೆಲಸಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಕೆಲಸವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು. ಉದ್ಗಾತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವನು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಮಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. **" ಅಯಜ್ಞೋ ವಾ ಏಷ ಯೋऽಸಾಮಾ "** ಎಂದರೆ ಸಾಮಗಾನವಿಲ್ಲದ ಯಜ್ಞವು ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ನಾಲ್ಕುವೇದಗಳನ್ನೂ, ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಆಗದಂತೆಯೂ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ **ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು** ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪೂಜ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಧ್ವರ್ಯುವಿಗೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ಅರ್ಥವು (ಪರಿಚಯವು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳೇ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದು ವಿಹಿತವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಈಗ ಹೋತೃವಿನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವರು.

ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಥಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೋತವ್ಯಃ ಸಂಪ್ರದಾಯತಃ ।
ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಸ್ತಾವತಾ ಸರ್ವಂ ಬೋದ್ಧುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ॥ ೮ ॥

ವೇದವೆಂಬುವದು ಬಹುದೊಡ್ಡಗ್ರಂಥರಾಶಿಯು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಬಹುಕಾಲವ್ಯಯವೂ, ವಿಶೇಷಶ್ರಮವೂ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಯಾವರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಂದರೆ, ಗುರುಶುಶ್ರೂಷೆಮಾಡಿ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ವೇದವನ್ನೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಶ್ರವಣಮಾಡಿ, ಮನನಾದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವಾದೃಗ್ವೇದಸ್ಯೈವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾದಾವುಚಿತಮಿತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ

ಅತ್ರ ಕೇಚಿದಾಹುಃ—ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರಾಮ್ನಾತತ್ವಾದಭ್ಯರ್ಹಿತಂ ಪೂರ್ವಮಿತಿ ನ್ಯಾಯೇನಾಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವಾತ್ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾದೌ ಯುಕ್ತಂ । ಪ್ರಾಥಮ್ಯಂ ಚ

---

8. In this (proposed commentary), the first chapter is to be studied in the traditional fashion (i.e. directly from the lips of the teacher): and an intelligent student, having thereby acquired (enough) proficiency, will be in a position to understand (the rest of) the whole.

In this connexion, some contend—it is a fact that the Rigveda is given first mention everywhere (throughout the sacred literature); and as such is understood to occupy the most

ಪುರುಷಸೂಕ್ತೇ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಂ—

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ಸರ್ವಹುತ ಋಚಃ ಸಾಮಾನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛಂದಾಂಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾದ್ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ ॥ (ಋ. ೧೦-೯೦-೯) ಇತಿ

ತಸ್ಮಾತ್ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷ ಇತ್ಯುಕ್ತಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಾತ್, ಯಜ್ಞಾದ್ಯಜನೀಯಾತ್ ಪೂಜನೀಯಾತ್, ಸರ್ವಹುತಃ ಸರ್ವೈರ್ಹೂಯಮಾನಾತ್ । ಯದ್ಯಪೀಂದ್ರಾದಯಸ್ತತ್ರ ತತ್ರ ಹೂಯಂತೇ ತಥಾಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯೈವೇಂದ್ರಾದಿರೂಪೇಣಾವಸ್ಥಾನಾದವಿರೋಧಃ ।

ತಥಾ ಚ ಮಂತ್ರವರ್ಣಃ—

ಇಂದ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮಗ್ನಿಮಾಹುರಥೋ ದಿವ್ಯಃ ಸ ಸುಪರ್ಣೋ ಗರುತ್ಮಾನ್ ।
ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ ಬಹುಧಾ ವದಂತ್ಯಗ್ನಿಂ ಯಮಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಮಾಹುಃ ॥
(ಋ. ೧-೧೬೪-೪೬)

ವಾಜಸನೇಯಿನಶ್ಚಾಮನಂತಿ—

ತದ್ಯದಿದಮಾಹುರಮುಂ ಯಜಾಮುಂ ಯಜೇತ್ಯೇಕೈಕಂ ದೇವಮೇತಸ್ಯೈವ ಸಾ ವಿಸೃಷ್ಟಿರೇಷ ಉ ಹ್ಯೇವ ಸರ್ವೇ ದೇವಾ ಇತಿ ॥ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೪-೨-೧೨)
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೈರಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ ಹೂಯತೇ ।

ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು—ವೇದಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಋಗ್ವೇದವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳುವರು. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಹಿತವಾದ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದು. ಈ ನ್ಯಾಯಪ್ರಕಾರ ಋಗ್ವೇದವು ವೇದಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವ ಎಂದರೆ ಗೌರವ ವುಂಟೆಂದಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದಾಯಿತು. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನವು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವೇ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಾಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿ, ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್—ಆ ಯಜ್ಞದಿಂದ, ಯಜ್ಞಪುರುಷನಿಂದ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಪುರುಷಃ—ಸಹಸ್ರಶಿರಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ, ಅನೇಕಶಿರಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಸರ್ವ

---

honoured position, in consonace with the dictum (laid down by Katyayana) that "the most honoured should have precedence of others" (under Pa. II 2, 34); considerations of propriety, therefore demand that the Rigveda should have been commented upon first of all. The primacy of the Rgveda is quite apparent from the Purushasukta :—

"From that *'yajna'* invoked by all, the Riks (hymns) and Samans (chants) were born ; the metres were born from it ; the Yajus (sacrificial formula in prose) was born from it." (R. V. X. 90. 9).

ವ್ಯಾಪಿಯೂ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ ಆದ ಯಜ್ಞಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನು, ಸರ್ವಹುತಃ—ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು ಎಂದು ಅರ್ಥವು ವಿಶದವಾಗಿರುವುದು. ಆ ಯಜ್ಞಪುರುಷನು (ಪರಮೇಶ್ವರನು) ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವವನು, ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಪುರುಷಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ, ಯಜ್ಞಾತ್,—ಯಜನೀಯಾತ್. ಪೂಜನೀಯಾತ್, ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ, ಸರ್ವಹುತಃ—ಸರ್ವೈರ್ಹೂಯಮಾನಃ, ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವು ಹುಟ್ಟುವುದು—ವೇದಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು ಎನ್ನುವದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಎಷ್ಟೋ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯೂ, ಇಂದ್ರನೂ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಆದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಿದು—ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕನೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವನು. ಆರೀತಿ ಇರಲು ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿರುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಅಗ್ನೀಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ "**ಸರ್ವಹುತಃ**" ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರವು ಈರೀತಿ ಹೇಳುವುದು—ಜನರು, ಇಂದ್ರ, ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ಅಗ್ನಿ ಗರುತ್ಮಾನ್ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿರುವರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನೆಂದೂ, ಆ ಒಬ್ಬ ದೇವನಿಗೇ (ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೇ) ಇಂದ್ರಾದಿನಾಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವರು.

ಮತ್ತು ವಾಜಸನೇಯಶಾಖಿಗಳು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಕೂಡ ಈರೀತಿ ಹೇಳುವರು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇದೆ—ಈ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಮಮಾಡು, ಆ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಮಮಾಡು ಎಂದು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದು. ಆ ದೇವನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಇರುವನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು.

'Yajna' here has the value of *'yajaniya'*—one to whom sacrifices are to be offered, that is to say, an object of worship. It refers to the great God who is described as the Purusha (Primæval Man) with thousands of heads etc. (R. V. X. 90. I). He is ***'Sarvahuta' i.e.*** invoked by all. Although (it is found) that Indra and other gods are invoked here and there, still there is no contradiction as it is the Great God Himself who exists in the form Indra and others.

ನ ಕೇವಲಮೃಚಾಂ ಪಾಠಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನಾಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವಂ ಕಿಂತು ಯಜ್ಞಾಂಗ-
ದಾರ್ಢ್ಯಹೇತುತ್ವಾದಪಿ । ತಥಾ ಚ ತೈತ್ತಿರೀಯಾ ಆಮನಂತಿ ।
ಯದ್ವೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸಾಮ್ನಾ ಯಜುಷಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಶಿಥಿಲಂ ತದ್ಯದೃಚಾ
ತದ್ದೃಢಮಿತಿ । (ತೈ. ಸಂ. ೬-೫-೧೦-೩)

ತಥಾ ಚ ಸರ್ವವೇದಗತಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿ ಸ್ವಾಭಿಹಿತೇಽರ್ಥೇ ವಿಶ್ವಾಸದಾ-
ರ್ಢ್ಯಾಯ ತದೇತದೃಚಾಭ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಋಚಮೇವೋದಾಹರಂತಿ ।
ಮಂತ್ರಕಾಂಡೇಷ್ವಪಿ ಯಜುರ್ವೇದಗತೇಷು ತತ್ರ ತತ್ರಾಧ್ವರ್ಯುಣಾ
ಪ್ರಯೋಜ್ಯಾ ಋಚೋ ಬಹವ ಆಮ್ನಾತಾಃ । ಸಾಮ್ನಾಂ ತು ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಋಗಾಶ್ರಿತತ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ । ಆಥರ್ವಣಿಕೈರಪಿ ಸ್ವಕೀಯಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಋಚ ಏವ ಬಾಹುಲ್ಯೇನಾಧೀಯಂತೇ । ಅತೋಽನ್ಯೈಃ ಸರ್ವೈರ್ವೇದೈ-
ರಾದೃತತ್ವಾದಭ್ಯರ್ಹಿತತ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ॥

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಗೌರವವಿರುವುದು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಕಲಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಋಗ್ವೇದವೇ ಮುಖ್ಯಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುವವಷ್ಟೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮವೇ ಪ್ರಮಾಣವು. ಅದನ್ನೇ ದೃಢವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಜುರ್ವೇದಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಅವು ದೃಢಪಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ಯಜುರ್ವೇದ) ಹೇಳಿರುವುದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು

And so we have it from the text of another hymn—

"They call Agni—Indra, Mitra, Varuna; and he is the divine Garutman (the Sungod) with beautiful wings (rays). The wise men call the One Being variously; and name (Him) Agni, Yama and Matarisvan." (R V. I. 164. 46).

The Vajasaneyins also cite this text :—

"Now what [the ritualists] say—"worship this, worship that," [thinking each to be] a different deity; [it is but a misconception]; this multiplicity [of gods] is but His [manifestation]. It is but He Who comprehends all the gods." [Br. Up. I. 4. 6]. So it is established, that it is the supreme God alone, who is invoked by all.

Now the prerogative position of the Riks does not rest only upon the fact of our first mention, but it follows also from the fact that it serves as the instrument of tightening up the parts of the sacrifice [into a compact whole]. So the Taittiriyas read the text:— "Whatever in the sacrifice is done by means of Samans or Yajus, is loose, and what [is done] by a Rik, is firm and solid." [T. S. 6. 5. 10. 3]. So also the Brahmanas of all the Vedas, in order to confirm confidence in their own statements, quote specially the text of the Rigveda saying "so it is said in a verse of the Rigveda" [Gop. Br. I. I. 9 etc.]. In the Mantra sections of the Yajurveda also many verses of the Rgveda are read for the purpose of being employed by the Adhvaryu [priest]. It is a well known fact that all the verses of the

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ,ಯೂ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಆದರೆ ಅನೇಕಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಾನವೂ, ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಾನಗಳೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಋಗ್ವೇದವಿಧಾನವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದೂ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ಯಜುರ್ವೇದಸಾಮವೇದಗಳ ವಿಧಾನವು ಗಮನಾರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಋಗ್ವೇದವಿಧಾನವೇ ದೃಢಪಡುವುದೆಂದೂ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದು.

ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂಬ ಭಾಗವಿರುವದಷ್ಟೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ "ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಹೇಳಿರುವದು" ಎಂದು ಋಗ್ವೇದವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ವೇದಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಋಗ್ವೇದವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವವು ಎಂದು ದೃಢಪಡುವುದು. ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಕಾಂಡವಲ್ಲಿಯೂ, ಯಜುರ್ವೇದ ಋತ್ವಿಜನಾದ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳಿರುವವು. ಎಂದರೆ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ವೇದವಾದ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ಪಠಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಿಚಾರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದು. ಅಥರ್ವಣವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಭಾಗವು ಋಗ್ವೇದದ ಋಕ್ಕುಗಳೇ ಆಗಿರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳೂ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಋಗ್ವೇದವನ್ನೇ ಆದರಿಸುವುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೇ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನವು ಅಥವಾ ಪೂಜ್ಯಸ್ಥಾನವು ಎಂದು ದೃಢಪಡುವುದು.

ಛಾಂದೋಗಾಸ್ತು ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ಸನತ್ಕುಮಾರಂ ಪ್ರತಿ ನಾರದವಾಕ್ಯಮೇವ-
ಮಾಮನಂತಿ—
ಋಗ್ವೇದಂ ಭಗವೋಽಧ್ಯೇಮಿ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸಾಮವೇದಮಾಥರ್ವಣಂ
ಚತುರ್ಥಮಿತಿ । (ಛಾ. ಉ. ೭-೧-೨)
ಮುಂಡಕೋಪನಿಷದ್ಯಪ್ಯೇವಮಾಮ್ನಾಯತೇ—
ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽಥರ್ವವೇದ ಇತಿ (ಮು. ಉ. ೧-೧-೫)
ತಾಪನೀಯೋಪನಿಷದ್ಯಪಿ ಮಂತ್ರರಾಜಪಾದೇಷು ಕ್ರಮೇಣಾಧ್ಯಯನ-
ಮೇವಮಾಮನಂತಿ—
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವಾಣಶ್ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾಃ ಸಾಂಗಾಃ ಸಶಾಖಾ-
ಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಪಾದಾ ಭವಂತೀತಿ । (ನೃ. ತಾ. ೧-೨)

Samaveda are based on [i.e. borrowed from] the Rigveda in their entirety. The followers of the Atharavaveda, too, in their own Samhita read for the most part the verses of the Rigveda. Hence the exalted position [of the Rigveda] is established from the fact of its being honoured by all other Vedas.

The Chandogas, also, thus recite a speech of Narada to Sanatkumara, [which endorses this order of] primacy. "Your Holiness! I have studied the Rigveda, the Yajurveda, the Samaveda and the fourth Veda—Atharvan" [Ch. VII. 1. 2].

ಏವಂ ಸರ್ವತ್ರೋದಾಹರಣೀಯಂ । ತಸ್ಮಾದೃಗ್ವೇದಸ್ಯಾಭ್ಯರ್ಹಿತಸ್ಯಾದೌ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುಚಿತಮಿತಿ । ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇತದುಚ್ಯತೇ—

ಛಂದೋಗರು (ಸಾಮವೇದಿಗಳು), ಸನತ್ಕುಮಾರನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾರದನು, ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—“ಓ ಪೂಜ್ಯನೇ, ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವೆನು, ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನೂ, ಸಾಮವೇದವನ್ನೂ, ಅಥರ್ವಣವೇದವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವೆನು”—ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಋಗ್ವೇದವೇ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಇರುವದು—“ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವಣವೇದಗಳೆಂದು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು.” ತಾಪನೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರರಾಜದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ “ಋಕ್ಕು, ಯಜುಸ್ಸು, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವಣ, ಎಂದು ವೇದಗಳು ನಾಲ್ಕು; ಅವುಗಳ ಅಂಗಗಳೂ (ಶಿಕ್ಷಾದಿವೇದಾಂಗಗಳು) ಅವುಗಳ ಶಾಖೆಗಳೂ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ (ಗೌರವ, ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನ) ವಿರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಹಿತವಾದ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಯುಕ್ತವು.

ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಾರ್ಥತ್ವಾದ್ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯೈವಾದೌ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಿತ್ಯುತ್ತರಪಕ್ಷಃ

ಅಸ್ತ್ವೇವಂ ಸರ್ವವೇದಾಧ್ಯಯನತತ್ಪಾರಾಯಣಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಜಪಾದಾವೃಗ್ವೇದಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಥಮ್ಯಂ । ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಸ್ಯ ತು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಾರ್ಥತ್ವಾತ್ತತ್ರ ತು ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯೈವ ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮೇವಾದೌ ಯುಕ್ತಂ ।

ತತ್ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಕಾಚಿದೃಗೇವಾಹ—

ಒಳ್ಳೇದು, ಅಧ್ಯಯನ, ಪಾರಾಯಣ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ಜಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಪಠಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳ ಪರಿಚಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ—ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಕಲಾಪಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು

The Mundakopanishad, too, reads as follows:—

"The Rigveda, the Yajurveda, the Samaveda and the Atharvan". [I. 1. 5]. In the Tapaniyopanishad also, in [the description of] the padas [feet] of the sovereign Mantra [sacred to Lord Nrisimha] the following order of study is laid down:—"The four Vedas—Rik, Yajus, Saman and Atharvan, together with their ancillary sciences [angas] and their different recensions [Sakha] constitute the four feet," [Nr. Pu. Ta. I. 1. 2]. Similar instances might be cited from everywhere. So it follows that the Rigveda, in view of its supremely honoured position, should have been, in the fitness of things, commented upon first of all.

To all of them, the following reply is given—

Granted that the Rigveda certainly possesses this primacy so far as the study of all the Vedas, the unbroken reading of them from start to finish, the spiritual sacrifice, consisting in the learning and teaching of the Vedas, and the muttering of mantras are

ಕೊಳ್ಳಲು ಯಜುರ್ವೇದಾರ್ಥವು ಆವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೇ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಒಂದು ಋಕ್ಕು ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡುತ್ತದೆ—

ಋಚಾಂ ತ್ವಃ ಪೋಷಮಾಸ್ತೇ ಪುಪುಷ್ವಾನ್ ಗಾಯತ್ರಂ ತ್ವೋ ಗಾಯತಿ ಶಕ್ವರೀಷು ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವೋ ವದತಿ ಜಾತವಿದ್ಯಾಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಂ ವಿಮಿಮೀತ ಉ ತ್ವಃ ॥ ಇತಿ
(ಋ. ೧೦-೭೧-೧೧)

ಏತಸ್ಯಾ ಋಚಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನಿರುಕ್ತಕಾರೋ ಯಾಸ್ಕಃ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ದರ್ಶಯತಿ ।
ಇತ್ಯೃತ್ವಿಕ್ಕರ್ಮಣಾಂ ವಿನಿಯೋಗಮಾಚಷ್ಟ ಇತಿ ॥

ಋಚಾಂ ತ್ವಃ ಎಂಬ ಈ ಋಕ್ಕಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರುಕ್ತಕರ್ತೃವಾದ ಯಾಸ್ಕನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವನು. ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೆಂಬುವುದನ್ನು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿರುವುದು. ನಿರುಕ್ತವೆಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಠಿನವಾದ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿರುವರು. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದು. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯು ಇರುವುದಾದರೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ವೇದಗಳ ಭಾಷ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕ ಋಷಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯವನು. ಈ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿವರಣೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಋಕ್ಕುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸದೆ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ನಿರುಕ್ತದ ಸಹಾಯವೊಂದರಿಂದಲೇ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

---

concerned. But [it should be carefully noted that] the knowledge of the meaning [of the Vedas is insisted upon] for the performance of the sacrifices, and in that respect Yajurveda undisputedly enjoys the position of supreme importance; and so it stands to reason that Yajurveda should be commented upon first. And this supremacy [of the Yajurveda] is plainly stated in a verse of the Rigveda itself (Rig. 10-71-11)

Yaska, the author of the Nirukta, gives in brief the purport of this Rik verse as follows (Ni. I. 8):—"(It) determines (the sphere of) the application of the duties of priests". Again the, same author explains the first quarter—One (priest) i.e. Hotr nourishes the Riks; Rik is equivalent to ***arcani*** (panegyric). The meaning of this is as follows:—The word ***'tva'*** is the synomym of ***'eka'*** (one) and qualifies 'Hotr'. One priest called Hotr, at the time of the sacrifice, makes a culture of the Rik verses found in his own Veda. In other words, he makes a collection of the verses read in various places, determines that this much constitutes this Sastra ;—this is what is called here culture or nourishment (pusti). The word ***archani*** is given as the meaning of the word Rik; The etymology of the word Rik implies that by it a particular deity, or a particular rite or a particular instrument of a rite—is eulogised.

ಪುನರಪಿ ಸ ಏವ ಪ್ರಥಮಂ ಪಾದಂ ವಿವೃಣೋತಿ—''ಋಚಾಮೇಕಃ ಪೋಷಮಾಸ್ತೇ ಪುಪುಷ್ವಾನ್ ಹೋತರ್ಗರ್ಚನೀ" (ನಿ. ೧-೮) ಇತಿ। ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ-ತ್ವಶಬ್ದ ಏಕಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯೋ ಹೋತೃವಿಶೇಷಣಂ। ಹೋತೃನಾಮಕ ಏಕ ಋತ್ವಿಗ್ಯಜ್ಞಕಾಲೇ ಸ್ವಕೀಯವೇದಗತಾನಾಮೃಚಾಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಕುರ್ವನ್ನಾಸ್ತೇ। ಭಿನ್ನಪ್ರದೇಶೇಷ್ವಾಮ್ನಾತಾನಾಮೃಚಾಂ ಸಂಘಮೇಕತ್ರ ಸಂಪಾದ್ಯೈತಾವದಿದಂ ಶಸ್ತ್ರಮಿತಿ ಕ್ಲ್ಪಿಂ ಕರೋತಿ। ಸೇಯಂ ಪುಷ್ಟಿಃ। ಅರ್ಚನೀತ್ಯಮುಮರ್ಥಮೃಕ್ಛಬ್ದ ಆಚಷ್ಟೇ। ಅರ್ಚ್ಯತೇ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇಽನಯಾ ದೇವವಿಶೇಷಃ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಸ್ತತ್ಸಾಧನವಿಶೇಷೋ ವೇತ್ಯೃಕ್ಛಬ್ದವ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರಿತಿ ॥

ಆ ಯಾಸ್ಕನೇ ಈ ಋಕ್ಕಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಲಿರುವನು. ಎಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಆಹ್ವಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸುವನು. ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದು—ತ್ವಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಋತ್ವಿಜನೆಂದು (ಹೋತೃವೆಂದು) ಸೂಚಿತವಾಗುವುದು. ಈ ಹೋತೃವು ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇದವಾದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಾನಾ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈರೀತಿ ಹೇಳುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪುರಸರ್ಸವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವನು. ಇದಕ್ಕೇ ಪುಷ್ಟಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಋಕ್‌ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೀ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಎಂದರೆ, ಇಂತಹ ದೇವತೆಯು ಇಂತಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈವಿಧವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಚನೀ ಅಥವಾ ಋಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಋಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವವನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡುವವನು ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಎಂಬಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಅಥ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪಾದಂ ವಿವೃಣೋತಿ—"ಗಾಯತ್ರಮೇಕೋ ಗಾಯತಿ ಶಕ್ವರೀಷೂದ್ಗಾತಾ ಗಾಯತ್ರಂ ಗಾಯತೇಃ ಸ್ತುತಿಕರ್ಮಣಃ ಶಕ್ವರ್ಯ ಋಚಃ, ಶಕ್ನೋತೇಸ್ತದ್ಯದಾಭಿರ್ವೃತ್ರಮಶಕದ್ಧಂತುಂ ತಚ್ಛಕ್ವರೀಣಾಂ ಶಕ್ವರೀತ್ವಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಯತ ಇತಿ। (ಕೌ. ೨೩-೨) ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ—ಉದ್ಗಾತೃನಾಮಕ ಏಕ ಋತ್ವಿಗ್ಗಾಯತ್ರಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಕ್ವರೀಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯಾಸ್ವೃಕ್ಷು ಗಾಯತಿ। ಧಾತೂನಾಮನೇಕಾರ್ಥತ್ವೇನ ಸ್ತುತಿಕ್ರಿಯಾವಾಚಿನೋ ಗಾಯತಿಧಾತೋರುತ್ಪನ್ನೋಽಯಂ ಗಾಯತ್ರ

Next (he) explains the second quarter—"Another, the Udgatr sings the *gayatra* in the Sakvari verses. The term *gayatra* is derived from the root gai which means an act of praise; the Sakvaris mean Rik verses; and is (dervied) from Sak (to be able), "These are called Sakvaris, because (he) was able to kill Vritra with their help." The meaning of the

ಶಬ್ದಃ । ಶಕ್ವರೀಶಬ್ದಸ್ತು ಶಕ್ನೋತಿಧಾತೋರುತ್ಪನ್ನಃ । ವೃತ್ರಂ ಶತ್ರುಂ ಹಂತುಂ ಶಕ್ನೋತ್ಯಾಭಿರ್ಋಗ್ಭಿರಿತ್ಯೇಷಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಃ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಿಜ್ಞಾಯತ ಇತಿ ॥

ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ವಿವರಣವಿದು—ಉದ್ಗಾತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು (ಎಂದರೆ ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಗಾನಮಾಡುವ ಋತ್ವಿಜನು) ಗಾಯತ್ರವೆಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಶಕ್ವರೀಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಗಾನಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗಾಯತ್ರವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಗಾಯತಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಗಾಯತಿ ಎಂದರೆ ಗಾನಮಾಡುವುದು, ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರವೆಂದರೆ ಗಾನರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಶಕ್ವರೀ ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು. ಗಾಯತ್ರೀ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಜಗತೀ, ಅನುಷ್ಟುಪ್, ಪಂಕ್ತಿ, ಉಷ್ಣಿಕ್, ಶಕ್ವರೀ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏಳುವಿಧ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ವರೀ ಎಂಬುವುದೂ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು. ಶಕ್ವರೀ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಶಕ್ನೋತಿ—ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗುವನು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ವರೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರನು ವೃತ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾದನು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ವರೀ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು. ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದು—ಉದ್ಗಾತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಗಾಯತ್ರವೆಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು (ಸಾಮಗಾನವನ್ನು) ಶಕ್ವರೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಗಾನಮಾಡುವನು, ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವನು. ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಯತಿ ಎಂದರೆ ಗಾನಮಾಡುವನು ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲದೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವನು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಶಕ್ವರೀಶಬ್ದವು ಶಕ್ನೋತಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶಕ್ವರೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಸಂಹಾರಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ಈ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ವರೀ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದು.

ಅಥ ತೃತೀಯಂ ಪಾದಂ ವಿವೃಣೋತಿ—"ಬ್ರಹ್ಮೈಕೋ ಜಾತೇ ಜಾತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ವದತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಃ ಸರ್ವಂ ವೇದಿತುಮರ್ಹತೀತಿ।" ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ—ಬ್ರಹ್ಮನಾಮಕ ಏಕ ಋತ್ವಿಗ್ಜಾತೇ ಜಾತೇ ತದಾ ತದೋತ್ಪನ್ನೇ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರಸ್ತುತೇ ಪ್ರಣಯನಾದಿಕರ್ಮಣಿ ವಿದ್ಯಾಮನುಜ್ಞಾಂ ವದತಿ। ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಪಃಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮೀತ್ಯೇವಂ ಸಂಬೋಧಿತಃ ಸನ್ ಓಂ ಪ್ರಣಯ ಇತ್ಯನುಜಾನಾತಿ। ಸ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವೇದತ್ರಯೋಕ್ತಸರ್ವಕರ್ಮಾಭಿಜ್ಞಃ। ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗ್ಯತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ತದನುಜ್ಞಾತುಂ ಸತಿ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಮಾಧಾತುಂ ಚ ಸಮರ್ಥ ಇತಿ। ತಚ್ಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಛಂದೋಗಾ ಆಮನಂತಿ—

---

whole is this :—One other priest called Udgatr sings the *Stotra* called 'gayatra' (composed of) Riks called Sakvaris. Since verbal roots possess more than one import, the word 'gayatra' is derived from the root gai denoting an act of praise. The word Sakvari is derived from the root Sak. The etymological meaning that (he) is able to slay Vritra by means of these hymns—is actually found in a Brahmana (Kau. Br. XXIII. 2).

Now (he) explains the third quarter—"One—the Brahman (priest) voices his approval as each (performance) takes place (in due order), Brahman is one who knows all—and is in

"ಏಷ ಏವ ಯಜ್ಞಸ್ತಸ್ಯ ಮನಶ್ಚ ವಾಕ್ ಚ ವರ್ತನೀ ತಯೋರನ್ಯತರಾಂ ಮನಸಾ ಸಂಸ್ಕರೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ವಾಚಾ ಹೋತಾಧ್ವರ್ಯುರುದ್ಗಾತಾ ಚಾನ್ಯತರಾಂ" ಇತಿ ॥ (ಛಾ. ಉ. ೪-೧೬-೧)

ಕೃತ್ಸ್ನೋ ಯಜ್ಞಃ ಪ್ರಮಾದರಾಹಿತ್ಯಾಯ ಮನಸಾ ಸಮ್ಯಗನುಸಂಧೇಯೋ ವಾಚಾ ಚ ವೇದತ್ರಯೋಕ್ತಮಂತ್ರಾಃ ಪಠನೀಯಾಃ । ತತ್ರ ಹೋತ್ರಾದಯಸ್ತ್ರಯೋ ಮಿಲಿತ್ವಾ ವಾಗ್ರೂಪಂ ಯಜ್ಞಮಾರ್ಗಂ ಸಂಸ್ಕುರ್ವಂತಿ । ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವೇಕ ಏವ ಮನೋರೂಪಂ ಯಜ್ಞಮಾರ್ಗಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮಪಿ ಸಂಸ್ಕರೋತಿ । ತಸ್ಮಾದಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಿತಿ ॥

ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ವಿವರಣವಿದು—ಯಜ್ಞವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇತರ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವನು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು. ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಯಜ್ಞವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನ ಅನುಮತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪಾತ್ರಾಸಾದನಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಪಃಪ್ರಣಯನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಧ್ವರ್ಯುವಿಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ—"ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಪಃ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ=ಓ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ನೀರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರುವೆನು." ಎಂದು ಕೇಳುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು—"ಓಂ ಪ್ರಣಯ=ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು" ಎಂದು ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ ಎಂದರೆ, ಅಪಃಪ್ರಣಯನವೆಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ. ಪ್ರಣೀತಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅಪಃಪ್ರಣಯನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ಯಜ್ಞಾಂಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಮೂರುವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದಗಳುಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಮಾದವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಛಂದೋಗರು (ಸಾಮವೇದಿಗಳು) ಈರೀತಿ ಹೇಳುವರು—ಯಜ್ಞವು ಮನೋರೂಪ ಮತ್ತು

---

a position to know all." The meaning of it is this—one priest named Brahman gives his approbation on the occasion of each performance as comes forth in the course of the sacrifice such as the act of fetching (water etc.);—being addressed as- 'Oh, Brahman! shall I fetch the waters," he gives the permission, saying "Om, fetch (them)." Now this Brahman is thoroughly conversant with all the rites prescribed in the three Vedas; and so is in a position to give his approval to different rites if adjudged to be in proper from, and also to correct the mistakes if any occurs. Now with regard to the competency (of the Brahman) the Chandogas read the following:—"This is the sacrifice; mind and speech are the twofold path of it. The Brahman rectifies one of them with his mind [i e. the Brahman has the entire

ವಾಗ್ರೂಪಗಳೆಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವೆಂದೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಯಜ್ಞದ ಮನೋರೂಪವು. ಮಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಹ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಾಗ್ರೂಪವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋರೂಪವೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಲು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡುವನು. ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತೃವೆಂಬ ಇತರ ಋತ್ವಿಜರು ಮಂತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ವಾಗ್ರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞಾಂಗಕರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದವುಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮೂರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಹೋತೃವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಳಿದ ಮೂವರು ಋತ್ವಿಜರು ಒಟ್ಟುಸೇರಿ ವಾಗ್ರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞಾಂಗವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡುವರು ಅಥವಾ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಯಜ್ಞದ ಮುಖ್ಯಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮನೋರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞಮಾರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.

> ಅಥ ಚತುರ್ಥಂ ಪಾದಂ ವಿವೃಣೋತಿ । " ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಂ ವಿಮಿಮೀತ ಏಕೋಽಧ್ವರ್ಯುರಧ್ವರ್ಯುರಧ್ವರಯುರಧ್ವರಂ ಯುನಕ್ತ್ಯಧ್ವರಸ್ಯ ನೇತೇತಿ " । ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ—ಅಧ್ವರ್ಯುನಾಮಕ ಏಕ ಋತ್ವಿಗ್ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಂ ಸ್ವರೂಪಂ ವಿಮಿಮೀತೇ ವಿಶೇಷೇಣ ನಿಷ್ಪಾದಯತಿ । ಮೀಯತೇ ನಿರ್ಮೀಯತ ಇತಿ ಮಾತ್ರಾ ಸ್ವರೂಪಂ । ತನ್ನಿಷ್ಪಾದಕತ್ವಂ ಚಾಧ್ವರ್ಯೋ-

plan of the sacrifice in his mind]; and the Hotr, the Adhvarya and the Udgrtr [rectify] the other with their speech. [Ch. Up. IV. 16-1, 2]. To insure the prevention of any likely mistake, the entire sacrifice has to be thoroughly surveyed in mind; and the hymns of the three Vedas also are to be recited in speech Now the three priests, Hotr and the other [two], together purify the path of the sacrifice typified by speech. The Brahman alone by himself, sets in order the entire path of the sacrifice that is typified by the mind. Hence he has the competency in question.

Next [he] explains the fourth quarter:—"One, the Adhvaryu measures out the [whole] structure of the sacrifice. Adhvaryu is equivalent to Adhvarayu i.e. one who yokes the sacrifica, in other words, [he is] the leader of the sacrifice." The meaning of it is this—one priest named Adhvaryu measures out i.e. constructs in a special way the *matra* i.e. the very form of the sacrifice; 'matra' stands for the essential form [of a thing], [being derived form ma], meaning that which is measured i.e. constructed. Now this function of construction [as relating to Adhvaryu] is understood from the very etymology of the word Adhvaryu. The word Adhvaryu can be [easily] converted into the form Adhvaryu, by restoring the vowel a which has been elided in the procedure of Vedic grammar. "[He] yokes the sacrifice"—is but the meaning of the component parts; "the leader of the sacrifice"—is [proposed as] the purport [of rhe whole world]. Yaska has this very idea in his mind, when he demonstrates an etymology which indicates the [special] efficiency comes of the Adhvaryu-

ರ್ನಾಮನಿರ್ವಚನಾದವಗಮ್ಯತೇ। ಅಧ್ವರ್ಯುರಿತ್ಯತ್ರ ಛಾಂದಸ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾ ಲುಪ್ತಮಕಾರಂ ಪುನಃ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯಾಧ್ವರಯುರಿತಿ ನಾಮ ಸಂಪಾದನೀಯಂ। ಅಧ್ವರಂ ಯುನಕ್ತೀತ್ಯವಯವಾರ್ಥಃ। ಅಧ್ವರಸ್ಯ ನೇತೇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ಇತಿ ॥

ಈಗ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು—ಮಿಾಙ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವದು. ಮಿಾಯತೇ ನಿರ್ಮಿಾಯತೇ ಇತಿ ಮಾತ್ರಾ ಎಂದು ವಿಗ್ರಹವು. ಮಾತ್ರಾ ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪವು, ಆಕಾರವು ಎಂದರ್ಥವು. ಅಧ್ವರ್ಯುವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಮಾತ್ರವೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವನು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಪಾತ್ರವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕಳೆಯೇರುವುದು. ಅವನಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞದ ಸ್ವರೂಪವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವದು. ಅಧ್ವರ್ಯುವೇ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದವನು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು. **"ಅಧ್ವರ್ಯುರ್ವಾ ಋತ್ವಿಜಾಂ ಪ್ರಥಮೋ ಯುಜ್ಯತೇ"** ಎಂದರೆ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಧ್ವರ್ಯುವೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವನು ಎಂದು ಯಜುರ್ವೇದವೇ ಹೇಳುವುದು. ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಅಧ್ವರ್ಯುವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋತ್ವಿಜನೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡುವನು ಆದುದರಿಂದ ಅಧ್ವರ್ಯುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ಎಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. (ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅಧ್ವರ್ಯು ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ರೇಫದ (ರಕಾರದ) ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಅಕಾರವು ವೇದವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಆದನ್ನು ಪುನಃ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ "ಅಧ್ವರಯುಃ" ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಸ್ಕಋಷಿಯು—ಅಧ್ವರಂ ಯುನಕ್ತೀತಿ ಅಧ್ವರಯುಃ—ಯಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುವವನು, ನಡೆಸುವವನು ಎಂದು ನಿರ್ವಚನಮಾಡಿರುವನು. ಅಧ್ವರಸ್ಯ ನೇತಾ, ಎಂದರೆ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗುವುದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯಾಸ್ಕಮಹರ್ಷಿಯು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವನು.

ಏತದೇವಾಭಿಪ್ರೇತ್ಯಾಧ್ವರ್ಯುರ್ವೇದಸ್ಯ ಯಾಗನಿಷ್ಪಾದಕತ್ವದ್ಯೋತಕಂ ನಿರ್ವಚನಂ ಯಾಸ್ಕೋ ದರ್ಶಯತಿ—
"ಮಂತ್ರಾ ಮನನಾಚ್ಛಂದಾಂಸಿ ಛಾದನಾತ್ಸ್ತೋಮಃ ಸ್ತವನಾದ್ಯಜುರ್ಯಜತೇರಿತಿ।" (ನಿ. ೭-೧೨)
ಏವಂ ಸತ್ಯಧ್ವರ್ಯುಸಂಬಂಧಿನಿ ಯಜುರ್ವೇದೇ ನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಯಜ್ಞಶರೀರಮುಪಜೀವ್ಯ ತದಪೇಕ್ಷಿತೌ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರರೂಪಾವಯವಾವಿತರೇಣ ವೇದ-

---

veda with regard to the performance of sacrifices. "The [name] 'Mantras' comes from manana [thinking]; 'Chandas' from chadana [to tover]: 'Stoma' from stavana [praising] and 'Yajus' from yajati [to sacrifice]. [Ni. VII. 3, 6].

This being so, the body of the sacrifice is formed in the Yajur Veda, the Veda of the Adhvaryu priest: the hymn and lesson required by the sacrifice as parts of it are filled up by the other two Vedas. Here then the Yajur Veda is dominant, and it has been properly first explained. For the rest, since the Sama verses are all taken from the Rig Veda, of these two the Rig Veda should be explained first, and this accordingly is what we are about to do.

ದ್ವಯೇನ ಪೂರ್ಯ್ಯೇತೇ ಇತ್ಯುಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಮಥೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಯುಕ್ತಂ । ತತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಸಾಮ್ನಾ-ಮೃಗಾಶ್ರಿತತ್ವಾದುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಥಮತ ಋಗ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯೃಗ್ವೇದ ಇದಾನೀಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ ॥

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ವೇದವಾದ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೇ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೆಂಬ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಯಾಸ್ಕಮಹರ್ಷಿಯು ವಿಶದೀಕರಿಸುವನು. ಮನನ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವದರಿಂದ ಮಂತ್ರ ಎಂಬ ಪದವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ, ಛಾದನಾತ್, ಮುಚ್ಚುವದರಿಂದ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಛಂದಾಂಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ, ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವದರಿಂದ ಸ್ತೋಮಶಬ್ದವೂ, ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಗದ ಮುಖ್ಯರೂಪವು ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ವೇದವೇ ಯಜುರ್ವೇದವು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಠನವೂ, ಸಾಮಗಾನವೂ, ಮಿಕ್ಕ ಇತರ ವೇದಗಳಿಂದ (ಋಕ್ಸಾಮ) ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಜ್ಞವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲು ಯಜುರ್ವೇದದ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಋಕ್ಸಾಮವೇದಗಳ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಭೂತವಾಗಿ ಅದರ ಅಂಗಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಜುರ್ವೇದವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದುದೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದೇ ಯುಕ್ತವು. ಯಜುರ್ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಋಗ್ವೇದವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಸಾಮವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಈಗ ಋಗ್ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣರಾಹಿತ್ಯಾದ್ವೇದಸ್ಯಾಸದ್ಭಾವ ಇತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ

ನನು ವೇದ ಏವ ತಾವನ್ನಾಸ್ತಿ । ಕುತಸ್ತದವಾಂತರವಿಶೇಷ ಋಗ್ವೇದಃ ? ತಥಾ ಹಿ । ಕೋಽಯಂ ವೇದೋ ನಾಮ ? ನ ಹಿ ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಾಸ್ತಿ । ನ ಚ ತದುಭಯವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಕಿಂಚಿದ್ವಸ್ತು ಪ್ರಸಿಧ್ಯತಿ । ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ಹಿ ವಸ್ತುಸಿದ್ಧಿರಿತಿ ನ್ಯಾಯವಿದಾಂ ಮತಂ ॥

ಆಯಿತು. ವಿಚಾರಮಾಡಿನೋಡಿದರೆ, ವೇದವೆನ್ನುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಋಗ್ವೇದವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀತು? ವೇದ ವೇದ ಎನ್ನುವದು ಯಾವುದನ್ನು? ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳೇನಾದರೂ ಇವೆಯೇ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ. ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಇದು ಇಂತಹುದು ಎಂದು

But may it not be said, There is no such thing as Veda, how can there be a part of it known as the Rig Veda? For what is this you call Veda? You cannot define it: you cannot prove that as defined it exists. And without such definition and proof nothing is established. Do not logicians assert that things are established by definition and proof of existence?

ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಗುಣವಿಶೇಷವು. ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಗುರುತುಳ್ಳದು ಈ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದು ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಪದಾರ್ಥದ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥವು ಇಂಥದೇ ಎಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧನವಾದ ಗುಣವು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವು. ಆದರಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವುದು ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬ ಗುಣವಾಚಕದಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವರು. ವೇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದಮೇಲೆ ವೇದವೆಂಬ ವಸ್ತುವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂತು ?

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಾಗಮೇಷು ಪ್ರಮಾಣವಿಶೇಷೇಷ್ವಂತಿಮೋ ವೇದ ಇತಿ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿಷ್ವತಿವ್ಯಾಪ್ತೇಃ । ಸಮಯಬಲೇನ ಸಮ್ಯಕ್ಪರೋಕ್ಷಾನುಭವಸಾಧನಮಿತ್ಯೇತಸ್ಯಾಗಮಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ತಾಸ್ವಪಿ ಸದ್ಭಾವಾತ್ ।

ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವೇ ಸತೀತಿ ವಿಶೇಷಣಾದದೋಷ ಇತಿ ಚೇನ್ನ । ವೇದಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿರ್ಮಿತತ್ವೇನ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಾತ್ ।

ಶರೀರಧಾರಿಜೀವನಿರ್ಮಿತತ್ವಾಭಾವಾದಪೌರುಷೇಯತ್ವಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭಿರೀಶ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ಶರೀರಿತ್ವಾತ್ ॥

ಕರ್ಮಫಲರೂಪಶರೀರಧಾರಿಜೀವನಿರ್ಮಿತತ್ವಾಭಾವಮಾತ್ರೇಣಾಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ವಿವಕ್ಷಿತಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಜೀವವಿಶೇಷೈರಗ್ನಿವಾಯ್ವಾದಿತ್ಯೈರ್ವೇದಾನಾಮುತ್ಪಾದಿತತ್ವಾತ್ । ಋಗ್ವೇದ ಏವಾಗ್ನೇರಜಾಯತ ಯಜುರ್ವೇದೋ ವಾಯೋಃ ಸಾಮವೇದ ಆದಿತ್ಯಾದಿತಿ (ಐ. ಬ್ರಾ. ೫-೩೨) ಶ್ರುತೇರೀಶ್ವರಸ್ಯಾಗ್ನ್ಯಾದಿಪ್ರೇರಕತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಾತೃತ್ವಂ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ।

ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕಃ ಶಬ್ದರಾಶಿರ್ವೇದ ಇತಿ ಚೇನ್ನ । ಈದೃಶೋ ಮಂತ್ರ ಈದೃಶಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿತ್ಯನಯೋರದ್ಯಾಪ್ಯನಿರ್ಣೀತತ್ವಾತ್ । ತಸ್ಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿದ್ವೇದಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥

If you attempt to define what you mean by Veda by saying that of the three kinds of evidence, perception, inference, and revealed Scripture, it is the last, that will not do. The definition is too wide, including, as it would do, the smritis of Manu and others. For by universal consent revealed Scripture is defined to be that which is an instrument of the right apprehension of things not evident to the senses. And such a definition applies to these smrities as well.

You propose to add, "provided it be not of human origin," and think in that way to make your definition faultless. No. For the Veda, too, made as it was by the Man Paramesvrra, the Supreme Lord, is of human origin.

You will perhaps next say that by "not of human origin" you mean "not made by a corporeal living being." But no. Since from texts like "The Man has a thousand heads," it is clear that this Lord too, has a body.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ ಎಂದು ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಆಗಮವೆಂಬುವುದೇ ವೇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೂ ಆಗಮವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೂ ವೇದಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿಬಂದೀತು. ಎಂದರೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ದೋಷವು ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಸಂಭವಗಳೆಂಬ ಮೂರು ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಲಕ್ಷಣವು ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಹಾಲು ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಗುಣವು ಸುಣ್ಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆನಿಸುವುದು. ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದೇ ವಿಧವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವದು. ಕುದುರೆಯು ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೆಂಪಗೂ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪಗೂ ಇರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಕುದುರೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಇತರ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಸಂಭವವೆಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧುರವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲದ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಂಭವವೆಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಸಂಭವಗಳೆಂಬ ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮವು ವೇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣವು ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ದೋಷವುಂಟಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಆಗಮವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂತೆ ಪರೋಕ್ಷಾನುಭವ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಧನ ವಿಶೇಷಗಳು ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಗಮವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ? ಎಂದರೆ ಆ ಸಾಧನ ವಿಶೇಷಗಳು ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿದೋಷವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಆಗಮವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಪುರುಷನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಆದೂ ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದವು ಪರಮೇಶ್ವರ

But, you say, the kind of body you mean is one which is the result of the works of a previous life: the author of the Veda has no such body, and that is what you mean when you say that it is "not of human origin." No again. For the Vedas wece produced by such living beings as Agni, Vayu, Aditya. (p. 6) Witnee such texts as "The Rig Veda was born from Agni, the Yajur Veda from Vayu, the Sama Veda from Aditya." From which it must be pecognised that the Lord made the Veda at the instance of Agni and others.

Another definition you may suggest is that by Veda is meant a collection of sayings made up of mantras and brahmanas. This will not do. For no one has yet been able to say what is a mantra, and what a brahmana. It is clear then that there is no adequate definition of the term Veda.

ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪುರುಷ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?

ವೇದವು ಶರೀರಧಾರಿಯಾದ ಜೀವನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯವು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಅದೂ ಅಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಎಂದು ವೇದವೇ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು.

ಕರ್ಮಫಲರೂಪವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎನ್ನುವದಾದರೆ ಅದೂ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆದಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಜೀವ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ವೇದವು ಹುಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಋಗ್ವೇದವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ, ಯಜುರ್ವೇದವು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೂ, ಸಾಮವೇದವು ಆದಿತ್ಯನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಮಾಡುವ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಎಂದಾಗುವದು.

ಮಂತ್ರಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು, ಇವುಗಳ ಗುಂಪೇ ವೇದವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಂತ್ರವು, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಎಂದು ಇದುವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಣಯವೇ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ.

ನಾಪಿ ತತ್ಸದ್ಭಾವೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ । ಋಗ್ವೇದಂ ಭಗವೋಽಧ್ಯೇಮಿ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸಾಮವೇದಮಾಥರ್ವಣಂ ಚತುರ್ಥ (ಛಾ. ಉ. ೭-೧-೨) ಮಿತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ತಸ್ಯಾಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವೇದಾಂತಃ ಪಾತಿತ್ವೇನಾತ್ಮಾಶ್ರಯತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ಖಲು ನಿಪುಣೋಽಪಿ ಸ್ವಸ್ಕಂಧಮಾರೋಢುಂ ಪ್ರಭವತಿ ।

ವೇದ ಏವ ದ್ವಿಜಾತೀನಾಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕರಃ ಪರ ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ತಸ್ಯಾಪ್ಯುಕ್ತಶ್ರುತಿಮೂಲತ್ವೇನ ನಿರಾಕೃತತ್ವಾತ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಕಂ ಶಂಕಿತುಮಪ್ಯಯೋಗ್ಯಂ । ವೇದವಿಷಯಾ ತು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾರ್ವಜನೀನಾಪಿ ನೀಲಂ ನಭ ಇತ್ಯಾದಿವದ್ಭ್ರಾಂತಾ । ತಸ್ಮಾಲ್ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣರಹಿತಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ಸದ್ಭಾವೋ ನಾಂಗೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ ಇತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ ॥

Nor do we see any proof of the existence of such a thing. You would like perhaps to quote by way of such proof the text, "Lord, I study the Rig Veda, the Yajur Veda, the Sama Veda, and the fourth, the Atharva Veda." In vain. That very verse is in the Veda, and you fall into the vice of putting forward a thing to support itself. Now, no man, however clever, can mount his own shoulder.

Nor is such a smriti as, for example, "The Veda is the only means of happiness for the twiceborn," a proof of the kind we want. It must be rejected for the same reason, as being based upon the aforesaid text of the Veda.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ವೇದಗಳು ಇವೆಯೆಂಬುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. **"ಋಗ್ವೇದಂ ಭಗವೋಽಧ್ಯೇಮಿ, ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸಾಮವೇದಮಾಥರ್ವಣಂ ಚತುರ್ಥಂ"** ಎಂದರೆ ಎಲೈ ಪೂಜ್ಯನೇ, ಈಗ ನಾನು ಋಗ್ವೇದವನ್ನೂ, ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನೂ, ಸಾಮವೇದವನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಅಥರ್ವಣವೇದವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವೆನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು, ವೇದಗಳು ಇವೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದರೆ ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯವೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುವದು. ಎಂದರೆ ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದು? ಎಷ್ಟೇ ಕುಶಲನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನಮೇಲೆ ತಾನೇ ಏರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

"ವೇದ ಏವ ದ್ವಿಜಾತೀನಾಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕರಃ ಪರಃ" ಎಂಬ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಲಾದರೂ ವೇದಗಳಿವೆಯೆಂದಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರುತಿಮೂಲಕವಾಗಿರುವವು ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯದೋಷವು ಬಂದೇಬರುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ವೇದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ವೇದವಿಷಯವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದವಿಚಾರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವದರಿಂದಲೂ ವೇದವಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಲು ಅಡ್ಡಿಯೇನು? ಎಂದರೆ, ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಕಾಶವು ನೀಲವರ್ಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವುದಷ್ಟೆ? ಇದು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಆದುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ವೇದವೆಂಬ ವಸ್ತುವು ಇದೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಲು ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.

ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಬಾಧಕಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಪೂರ್ವಕ ಎಂದರೆ ಕಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅದರಂತೆಯೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಬಾಧಕಗಳನ್ನೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುವು ಈರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವದೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವ

The three kinds of evidence–perception, inference and Scripture, are not to be so much as thought of here: while, as for common notoriety, the common notoriety in regard to the Veda, universal as it is, may be as much an error as everybody's belief that the sky is blue.

It is then clear that since the Veda is not capable of definition or proof, it cannot be admitted that there is such a thing. This is the prima facie case.

ಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅದರ ಲಕ್ಷಣವು— **"ವಿಷಯೋಽವಿಷಯಶ್ಚೈತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತಥೋತ್ತರಂ । ನಿರ್ಣಯಶ್ಚೇತಿ ಪಂಚಾಂಗಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಽಧಿಕರಣಂ ಮತಂ ॥"** ಎಂದಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ, ಸಂಶಯ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳಿರುವುವು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವರು.

ಉತ್ತರಪಕ್ಷತ್ವೇನ ವೇದಸದ್ಭಾವೇ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಾದಿನಿರ್ಣಯಃ

ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ । ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕತ್ವಂ ತಾವದದುಷ್ಟಂ ಲಕ್ಷಣಂ । ಅತ ಏವಾಪಸ್ತಂಬೋ ಯಜ್ಞಪರಿಭಾಷಾಯಾಮೇವಮಾಹ । ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋರ್ವೇದನಾಮಧೇಯಮಿತಿ (ಆ. ಪ. ೩೧) । ತಯೋಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಮುಪರಿಷ್ಟಾನ್ನಿರ್ಣೇಷ್ಯತೇ। ಅಪೌರುಷೇಯವಾಕ್ಯತ್ವಮಿತೀದಮಪಿ ಯಾದೃಶಮಸ್ಮಾಭಿರ್ವಿವಕ್ಷಿತಂ ತಾದೃಶಮುತ್ತರತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಭವಿಷ್ಯತಿ । ಪ್ರಮಾಣಾನ್ಯಪಿ ಯಥೋಕ್ತಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಣಿ ವೇದಸದ್ಭಾವೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾನಿ। ಯಥಾ ಘಟಪಟಾದಿದ್ರವ್ಯಾಣಾಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವಮವಿರುದ್ಧಂ ತಥಾ ಮನುಷ್ಯಾದೀನಾಂ ಸ್ವಸ್ಕಂಧಾರೋಹಾಸಂಭವೇಽಪ್ಯಕುಂಠಿತಶಕ್ತೇರ್ವೇದಸ್ಯೇತರವಸ್ತುಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವವತ್ಸ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವಮಪ್ಯಸ್ತು । ಅತ ಏವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೋಽಕುಂಠಿತಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ವೇದಸ್ಯ ದರ್ಶಯಂತಿ । ಚೋದನಾ ಹಿ ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯಂತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವ್ಯವಹಿತಂ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟಮಿತ್ಯೇವಂಜಾತೀಯಮರ್ಥಂ ಶಕ್ನೋತ್ಯವಗಮಯಿತುಮಿತಿ । ತಥಾ ಸತಿ ವೇದಮೂಲಾಯಾಃ ಸ್ಮೃತೇಸ್ತದುಭಯಮೂಲಾಯಾ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ದುರ್ವಾರಂ । ತಸ್ಮಾಲ್ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧೋ ವೇದೋ ನ ಕೇನಾಪಿ ಚಾರ್ವಾಕಾದಿನಾಪೋಢುಂ ಶಕ್ಯತ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಂ ॥

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದರಾಶಿಯೇ ವೇದವೆಂದು ಹೇಳುವದು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದುದು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನು? ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಷ್ಠಾನದಕ್ಷರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುವರೋ ಅದು ಮಂತ್ರವು. ಮಿಕ್ಕವುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆಪಸ್ತಂಬಮಹರ್ಷಿಯು ಯಜ್ಞಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ— **"ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋರ್ವೇದನಾಮಧೇಯಮಿತಿ"** ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೂ ವೇದವೆಂಬ ಹೆಸರು

To it we answer In the first place the definition of the Veda, according to which it is the sum of the mantras and brahmanas, is a faultless one. And therefore it is that Apastamba in his Yajnaparibhasha says, "Veda is the name given to the mantras and brahmanas." What these are respectively will be determined later. So also we shall make clear in what follows in wnat sense we take the term "not of human origin." Proofs, too, of the existence of the Veda, of the kind described, sruti, smriti, common notoriety, must be

ಸಲ್ಲುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ವಿಚಾರವು ಮುಂದೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಶದಪಡಿಸುವೆವು. ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಮೂರುವಿಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ವೇದವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವವು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಘಟಪಟ (ಘಟ= ಗಡಿಗೆ, ಪಟ= ವಸ್ತ್ರ) ನೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವು. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಾರವು. ಆದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಮತ್ತೊಂದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದೇ? ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವು. ಘಟವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದಮಾತ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶತ್ವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಾರದು. ಇದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಪುಣರಾದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಮೇಲೆ ತಾವೇ ಏರಲಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯಿರುವದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ವೇದವು ಅಪ್ರತಿಹತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯಾದಿದೋಷಗಳು ಅಕುಂಠಿತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಕುಂಠಿತವಾದ (ಅಪ್ರತಿಹತವಾದ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ) ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದವು—ಹಿಂದೆ ಇದ್ದುದು, ಈಗ ಇರುವದು, ಮುಂದೆ ಆಗುವದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವದು, ದೂರದಲ್ಲಿರುವದು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ವೇದಮೂಲವಾದ ಸ್ಮೃತಿಗೂ, ವೇದಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿರುವ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೂ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಇರುವದಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವೇದವು ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ವಾಕರೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಸ್ತಿಕರೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಲಾರರು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು.

ನನ್ವಸ್ತು ನಾಮ ವೇದಾಖ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಪದಾರ್ಥಃ । ತಥಾಪಿ ನಾಸೌ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-
ಮರ್ಹತಿ । ಅಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನಾನುಪಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ನ ಹಿ ವೇದಃ
ಪ್ರಮಾಣಂ । ತಲ್ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ತತ್ರ ದುಃಸಂಪಾದತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಸಮ್ಯ-

---

recognized. It may be that jars and such-like things have no power to illustrate themselves. It does not follow that the sun, moon and stars have no such power. In the same way, though it be granted that a man cannot stand on his own shoulder, nevertheless may the Veda, whose power is undimmed, be able to illustrate itself, as it illustrates other things. For this very reason they who know old tradition speak thus of the unblunted power of the Veda. "The Veda can make clear what has been, what is, and what is to be, what is near and what is afar off." This being so, proof led from the smriti, which is based on the Veda, as well as proof led from common notoriety which is based on both these, must also be admitted. Therefore it stands sure that the Veda, established duly as it is by definition and proof, cannot be overthrown by any of the infidels.

You will next say, I grant that the thing called Veda exists. Stiil it is not worth a commentary. It is of no authority, and therefore of no use. The Veda is of no authority. Why? Because you cannot show that the characteristic of evidence resides in it. Some define evidence as the instrument of right knowledge. Others say it is the means of acquiring

ಗನುಭವಸಾಧನಂ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಕೇಚಿಲ್ಲಕ್ಷಣಮಾಹುಃ । ಅಪರೇ ತ್ವನಧಿಗತಾರ್ಥಗಂತೃ ಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ । ನ ಚೈತದುಭಯಂ ವೇದೇ ಸಂಭವತಿ। ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕೋ ಹಿ ವೇದಃ । ತತ್ರ ಮಂತ್ರಾಃ ಕೇಚಿದಬೋಧಕಾಃ। ಅಮ್ಯಕ್ಸಾ ತ ಇಂದ್ರ ಋಷ್ಟಿರಿತ್ಯೇಕೋ ಮಂತ್ರಃ। (ಋ. ೧-೧೬೯-೩) ಯಾದೃಶ್ಮಿನ್ ಧಾಯಿ ತಮಪಸ್ಯಯಾ ವಿದದಿತ್ಯನ್ಯಃ (ಋ. ೫-೪೪-೮) ಸೃಣ್ಯೇವ ಜರ್ಭರೀ ತುರ್ಫರೀತೂ (ಋ. ೧೦-೧೦೬-೬) ಇತ್ಯಪರಃ । ಏವಮಾಪಾಂತಮನ್ಯುಸ್ತೃಪಲಪ್ರಭರ್ಮೇತ್ಯಾದಯ (ಋ. ೧೦-೮೯-೫) ಉದಾಹಾರ್ಯಾಃ । ನ ಹ್ಯೇತೈರ್ಮಂತ್ರೈಃ ಕಶ್ಚಿದಪ್ಯರ್ಥೋಽವಬುಧ್ಯತೇ । ಏತೇಷ್ವನುಭವ ಏವ ಯದಾ ನಾಸ್ತಿ ತದಾ ತತ್ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವಂ ತದೀಯಸಾಧನತ್ವಂ ಚ ದೂರಾಪೇತಂ ॥

ಒಳ್ಳೇದು, ವೇದವೆನ್ನುವ ವಸ್ತುವೊಂದು ಇದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ಆದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇಕೆ? ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲದೇ ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. "**ಸಮ್ಯಗನುಭವಸಾಧನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ**" ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಾಧನವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು. "**ಅನಧಿಗತಾರ್ಥಗಂತೃಪ್ರಮಾಣಂ**" ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು (ಅರ್ಥವನ್ನು) ಬೋಧಿಸುವದು ಪ್ರಮಾಣವು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ವೇದವು, ಮಂತ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಎರಡುವಿಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವೆವು. ಮೊದಲು ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುವವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆವು. "**ಅಮ್ಯಕ್ಸಾತೆ ಇಂದ್ರಋಷ್ಟಿರಸ್ಮೇ**" ಎನ್ನುವದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ "**ಯಾದೃಶ್ಮಿನ್ ಧಾಯಿ ತಮಸ್ಯಯಾ ವಿದತ್**" ಎಂಬುವದು ಮತ್ತೊಂದು. "**ಸೃಣ್ಯೇವ ಜರ್ಭರೀ ತುರ್ಫರೀತೂ**" ಎನ್ನುವದು ಬೇರೊಂದು ಮಂತ್ರ. "**ಆಪಾಂತಮನ್ಯುಸ್ತೃಪಲಪ್ರಭರ್ಮಾ**" ಎನ್ನುವದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಈರೀತಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿರುವವು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಲಾರವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಬೋಧಕತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮೀಚೀನಾರ್ಥಬೋಧವೂ, ಸಾಧನತ್ವವೂ ಸುತರಾಂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು.

---

knowledge not held before. Neither of these is found in the Veda. You have said that the Veda is composed of mantras and brahmanas. Now of the mantras some convey no sense at all. One mantra is "amyak sa ta indra rishtih." Another, "yadrismin dhayi tam apasyaya vidat." Another, "srinyeva jarbhari turpharitu." And others such, for example, as "apantamanyus tripalaprabhárma," could be cited. These mantras yield no sense at all. But if there be no knowledge at all in these, right knowledge and the means to that, it is obvious, cannot be there.

ಅಧಃ ಸ್ವಿದಾಸೀ ೩ ದುಪರಿಸ್ವಿದಾಸೀ ೩ ದಿತಿ (ಋ. ೧೦-೧೨೯-೫) ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬೋಧಕತ್ವೇಽಪಿ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಾ ಪುರುಷೋ ವೇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವತ್ಸಂಗಿಗ್ಧಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ॥

ಈಗ " ಅಧಃ ಸ್ವಿದಾಸೀ ೩ ದುಪರಿಸ್ವಿದಾಸೀ ೩ ತ್ " ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು ಸ್ಥಾಣುವೇ (ಮೋಟುಮರ) ಅಥವಾ ಪುರುಷನೇ ಎಂದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಿಾಚೀನಾರ್ಥ ಬೋಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದೀತು ?

ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಮಿತಿ(ತೈ.ಸಂ. ೧-೨-೧-೧)ಮಂತ್ರೋ ದರ್ಭವಿಷಯಃ । (ಆ. ಗೃ. ೧-೧೭-೮) ಸ್ವಧಿತೇ ಮೈನಂ ಹಿಂಸೀರಿತಿ ಕ್ಷುರವಿಷಯಃ । (ಆ. ಗೃ. ೧-೧೭-೯) ಶೃಣೋತ ಗ್ರಾವಾಣ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೩-೧೩-೧) ಇತಿ ಪಾಷಾಣವಿಷಯಃ । ಏತೇಷ್ವಚೇತನಾನಾಂ ದರ್ಭಕ್ಷುರಪಾಷಾಣಾನಾಂ ಚೇತನವತ್ಸಂಬೋಧನಂ ಶ್ರೂಯತೇ । ತತೋ ದ್ವೌ ಚಂದ್ರಮಸಾವಿತಿ ವಾಕ್ಯವದ್ವಿಪರೀತಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ॥

"**ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ**"—ಎಲೈ ಓಷಧಿಯೇ (ದರ್ಭೆಯೇ) ಇವನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎನ್ನುವಾಗ ಓಷಧಿ ಶಬ್ದವು ದರ್ಭೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ-"**ಸ್ವಧಿತೇ ಮೈನಂ ಹಿಂಸೀಃ**"- ಇವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಕ್ಷೌರಕತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಂತ್ರ. "**ಶೃಣೋತ ಗ್ರಾವಾಣಃ**"—ಎಲೈ ಕಲ್ಲುಗಳೇ, ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾದ ದರ್ಭೆ, ಕತ್ತಿ, ಕಲ್ಲು ಇವುಗಳು ಚೇತನರಾದ ಜನರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂತೆಯೇ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಆದುದರಿಂದ "**ದ್ವೌ ಚಂದ್ರಮಸೌ**"—ಇಬ್ಬರು ಚಂದ್ರರು—ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ವಿಪರೀತವಾದ (ಸಹಜವಲ್ಲದ) ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು.

Or take the mantra, "adhah svid asid upari svid asit." This gives a sense, it is true. But it is the same kind of sense as that of such a sentence as, That is either a man or a post. The meaning it yields is a doubt, and how can that be authoritative?

The mantra, "oshadhe trayasvainam" is about grass. That other, "svadhite mainam hinsih" is about a razor, "Srinota gravanah" is about stones. Here you have in the Veda lifeless things like these addressed as if they were sentient beings. But this is as absurd as the saying that there are two moons, and such sayings therefore cannot be authoritative.

ಏಕ ಏವ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯತಸ್ಥೇ! (ತೈ. ಸಂ. ೧-೮-೬-೧) ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇರುದ್ರಾ ಅಧಿ ಭೂಮ್ಯಾ(ತೈ. ಸಂ. ೪-೫-೧೧-೧)ಮಿತ್ಯನ-ಯೋಸ್ತು ಮಂತ್ರಯೋರ್ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನೀತಿ ವಾಕ್ಯವದ್ವ್ಯಾ-ಘಾತಬೋಧಕತ್ವಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ॥

"ಏಕ ಏವ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯ ತಸ್ಥೇ" ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ರುದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಎರಡನೆಯವನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರವು ಹೇಳುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರವು—**"ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾ ಅಧಿ ಭೂಮ್ಯಾಂ"**-ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರುದ್ರರಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದು. **"ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನೀ"**—ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಾಗಿರುವುದು. ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತಾಯಿತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೌನೀ—ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆ ಸರಿಹೋದೀತು? ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.

ಆಪ ಉಂದಂತ್ವಿತಿ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೨-೧-೧) ಮಂತ್ರೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕ್ಷೌರ ಕಾಲೇ ಜಲೇನ ಶಿರಸಃ ಕ್ಲೇದನಂ ಬ್ರೂತೇ। ಶುಭಿಕೇ ಶಿರ ಆರೋಹ ಶೋಭಯಂತೀ ಮುಖಂ ಮಮೇತಿ ಮಂತ್ರೋ ವಿವಾಹಕಾಲೇ ಮಂಗಲಾ-ಚರಣಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪನಿರ್ಮಿತಾಯಾಃ ಶುಭಿಕಾಯಾ ವರವಧ್ವೋಃ ಶಿರಸ್ಯ-ವಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರೂತೇ। ತಯೋಶ್ಚ ಮಂತ್ರಯೋರ್ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾನು-ವಾದಿತ್ವಾದನಧಿಗತಾರ್ಥಗಂತೃತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ। ತಸ್ಮಾನ್ಮಂತ್ರಭಾಗೋ ನ ಪ್ರಮಾಣಂ ॥

"ಆಪ ಉಂದಂತು"—ನೀರು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ನೆನೆಯಿಸಲಿ ಎಂಬ ಈ ಮಂತ್ರವು ಯಜಮಾನನ ಕ್ಷೌರಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ನೆನೆಯಿಸುವಾಗ ಹೇಳುವುದಾಗಿರುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ—**"ಶುಭಿಕೇ ಶಿರ ಆರೋಹ ಶೋಭಯಂತೀ ಮುಖಂ ಮಮ"**—ಎಲೈ ಶುಭಿಕೆಯೇ (ಭಾಷಿಂಗ) ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿದ್ದು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಎಂಬ ಈ ಮಂತ್ರವು ವಿವಾಹಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಧೂವರರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಶುಭಿಕೆಯನ್ನು ತಲೆಯಮೇಲಿಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸುವಾಗ ಹೇಳುವುದಾಗಿರುವುದು. ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥವು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ **"ಅನಧಿಗತಾರ್ಥಗಂತೃಪ್ರಮಾಣಂ"**—ಮೊದಲು ಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನಲ್ಲದೆ ಹೊಸದಾಗಿ

Take, again, two mantras such as those which say, the one that there is but one Rudra and no second has arisen, the other, that thousande of Rudras exist on the earth. Here you have a flat contradiction. It is as if a man were to tell you with his own mouth that he was dumb, and had been so from his birth. Self-contradictory sayings of this kind cannot be authoritative.

The mantra "apa undantu" tells how he for whom sacrifice is being made should have water poured over his head whilst it is being shaved. The mantra "subhike sira aroha

ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. (ಇವೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು)

> **ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ । ಅಮ್ಯಗಾದಿಮಂತ್ರಾಣಾಮರ್ಥೋ ಯಾಸ್ಕೇನ ನಿರುಕ್ತ-ಗ್ರಂಥೇಽವಬೋಧಿತಃ । ತತ್ಪರಿಚಯರಹಿತಾನಾಮನವಬೋಧೋ ನ ಮಂ-ತ್ರಾಣಾಂ ದೋಷಮಾವಹತಿ । ಅತ ಏವಾತ್ರ ಲೋಕನ್ಯಾಯಮುದಾ-ಹರಂತಿ । ನೈಷ ಸ್ಥಾಣೋರಪರಾಧೋ ಯದೇನಮಂಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ । ಪುರುಷಾಪರಾಧಃ ಸ ಭವತೀತಿ ॥**

ಈಗ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಯಕ್ಸಾತ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಯಾಸ್ಕಮಹರ್ಷಿಯು ನಿರುಕ್ತಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡದೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಂತ್ರದ ದೋಷವಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಂದರೆ ಗಾದೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ – ಕಣ್ಣುಕಾಣದ ಕುರುಡನಿಗೆ ಎದುರಿಗಿರುವ ಮೋಟುಮರವು ಕಾಣದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರದ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಕಾಣದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ತಪ್ಪು.

> **ಅಧಃ ಸ್ವಿದಾಸೀದಿತಿ ಮಂತ್ರಶ್ಚ ನ ಸಂದೇಹಬೋಧನಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಃ । ಕಿಂ ತರ್ಹಿ । ಜಗತ್ಕಾರಣಸ್ಯ ಪರವಸ್ತುನೋಽತಿಗಂಭೀರತ್ವಂ ನಿಶ್ಚೇತುಮೇವ ಪ್ರವೃತ್ತಃ । ತದರ್ಥಮೇವ ಹಿ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪ್ರದಾಯರಹಿತೈರ್ದುರ್-ಬೋಧತ್ವಮಧಃಸ್ವಿದಿತ್ಯನಯಾ ವಚೋಭಂಗ್ಯೋಪನ್ಯಸ್ಯತಿ । ಸ ಏವಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಪರಿತನೇಷು ಕೋ ಅದ್ಧಾ ವೇದೇ (ಋ. ೩-೫೪-೫) ತ್ಯಾದಿಮಂತ್ರೇಷು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತಃ ॥**

ಇನ್ನು ಸಂದೇಹಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿರುವ “ **ಅಧಃಸ್ವಿದಾಸೀತ್** ” ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ. ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಅತಿಗಂಭೀರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಮಾಡೋಣ. ಸೂರ್ಯನ

---

sobhayanti mukham mama" tells us how at a marriage, for luck's sake, a covering of flowers should be put on the head of the bride and bridegroom. Now the meaning conveyed by these mantras is a mere repetition of what is already matter of common notoriety. Therefore there is no conveying a meaning unknown before here. And therefore the mantra portion of the Veda is not authoritative.

To all this the reply is as follows.—

Firstly, the meaning of such mantras as amyak &c has been explained by Yaska in his Nirukta. If they, who are not conversant with that book, do not understand the mantras, that implies no blame to the mantras. And so they use the common mode of reasoning here, namely, that it is not the fault of the post if the blind man does not see it. It is the fault of the man.

Secondly, a mantra like "adhah svid asit" is not meant to convey a doubt. What is its purport then ? Simply to convey to the mind a sense of the depth of that first substance which is the cause of the world. For that and for no other reason such a metaphorical way

ರಶ್ಮಿಯು ಉದಯಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜಗತ್ತನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಕಾಶಾದಿಭೂತಗಳು ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸುವವು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ— ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ। ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ। ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ। ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಆದರೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮೊದಲು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತೇ, ಕೆಳಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತೇ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಲ್ಲದೆ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಭೋಕ್ತೃ, ಭೋಗ್ಯರೂಪವಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ಅರ್ಥವು **"ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ। ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್"** ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯಪ್ರಪಂಚವು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದುದು. ಭೋಕ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭೋಕ್ತೃಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಭೋಗ್ಯಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಧೀನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಸಕಲಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನು. ಅವನೇ ಪರವಸ್ತುವು. ಅಂತಹ ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರು, ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರವಸ್ತುವಿನ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನೂ, ಅನಂತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ **"ಅಧಃಸ್ವಿದಾಸೀತ್"** ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಸಂದೇಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸೂಕ್ತ ದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬರುವ **"ಕೋ ಅದ್ಧಾ ವೇದ"** ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಓಷಧ್ಯಾದಿಮಂತ್ರೇಷ್ವಪಿ ಚೇತನಾ ಏವ ತತ್ತದಭಿಮಾನಿದೇವತಾಸ್ತೇನ ತೇನ ನಾಮ್ನಾ ಸಂಬೋಧ್ಯಂತೇ। ತಾಶ್ಚ ದೇವತಾ ಭಗವತಾ ಬಾದರಾಯಣೇ-ನಾಭಿಮಾನಿವ್ಯಪದೇಶಸ್ತ್ವಿತಿ (ವೇ. ಸೂ. ೨-೧-೫) ಸೂತ್ರೇ ಸೂತ್ರಿತಾಃ ॥

"ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ" ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆಮಾಡಿರುವುದು ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಓಷಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಾದರಾಯಣಮುನಿಯು **"ಅಭಿಮಾನಿವ್ಯಪದೇಶಸ್ತು"** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವನು.

ಏಕಸ್ಯಾಪಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಮಹಿಮ್ನಾ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಿಸ್ವೀಕಾರಾನ್ನಾಸ್ತಿಪರಸ್ಪರ-ವ್ಯಾಘಾತಃ ॥

ರುದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳುವನು. ಇದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೇನೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

---

of speaking is used, to imply that it is hard to be understood by those who are without the help of teacher, shastra and tradition. Such an intention is very clear in such mantras below, as, for example, "ko addha veda."

Thirdly, in such mantras as "oshadhe trayasvainam" the persons addressed are not things themselves, but the deities immanent in the things. This doctrine of the immanent deities has been set forth by the holy Badarayana in his "abhimanivyapadesas tu" sutra.

Fourthly, Rudra is truly one, but by his inherent might he takes on thousands of forms. There is not really any contradiction here.

50

ಜಲಾದಿದ್ರವ್ಯೇಣ ಶಿರಃಕ್ಲೇದನಾದೇರ್ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇಽಪಿ ತದಭಿಮಾನಿ-ದೇವತಾನುಗ್ರಹಸ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ತದ್ವಿಷಯತ್ವೇನಾಜ್ಞಾತಾರ್ಥಜ್ಞಾಪಕತ್ವಂ। ತತೋ ಲಕ್ಷಣಸದ್ಭಾವಾದಸ್ತಿ ಮಂತ್ರಭಾಗಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ॥

ಏತದೇವಾಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಜೈಮಿನಿರ್ಮಂತ್ರಾಧಿಕರಣೇ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥತ್ವಮಸೂತ್ರಯತ್ (ಪೂ. ಮೀ. ೧-೨-೩೧ ರಿಂದ ೫೩) । ತಾನಿ ಚ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಕ್ರಮೇಣೋದಾಹೃತ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ । ತತ್ರ ಪೂರ್ವ-ಪಕ್ಷಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ತೋಯಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ವಿಷಯವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರವು ಹೊಸವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ **“ ಅನಧಿಗತಾರ್ಥಗಂತೃಪ್ರಮಾಣಂ ” “ ಸಮ್ಯಗನುಭವಸಾಧನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ”** ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಪ್ರಮಾಣವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಾವು ರಚಿಸಿದ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮಂತ್ರಾಧಿಕರಣವೆಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವುಂಟು ಎಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ವಿಮರ್ಶೆ) ಮಾಡುವೆವು. ಈಗ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಅಪ್ರಕೃತವೆನಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಅಧಿಕರಣ, ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ, ಸೂತ್ರ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕರಣವೆಂದರೆ—“ ವಿಷಯೋಽವಿಷಯಶ್ಚೈವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ತಥೋತ್ತರಂ । ಪ್ರಯೋಜನಂ ಚ ಪಂಚಾಂಗಂ ಪ್ರಾಂಚೋಽಧಿಕರಣಂ ವಿದುಃ ॥ ” ಎಂದರೆ ವಿಷಯ, ಸಂಶಯ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯು.

ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥವೆಂದರೆ—ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ, ಕ್ಲ್ಪಪ್ತವಾದ ಅರ್ಥವು. ಇದು ಅಗ್ನಿಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯು ಎನ್ನುವುದು ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥವು. ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯೆಂದೇ ಅರ್ಥವು ನೀರು ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈರೀತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಎಂದರೆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥವೆಂದು ಹೆಸರು.

Lastly, it is true that such acts as the pouring of water ovar the head at a particular ceremony and the like are matters of common knowledge. But the respect shown to the deity is not. And we have therefore here the act of conveying a truth not known before. For all these reasons the mantra portion of the Veda falls under the definition of what constitutes evidence, and is therefore authoritative.

It is with this in view that the holy Jaimini in his mantra chapter sets out in sutras the doctrine that the mantras recited at the sacrifice are intended to convey a meaning. I shall now cite ·and explain these Sutras in their order. And first Jaimini sets out the arguments for the doctrine which he intends to controvert.

ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ— ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೋಧಿಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯವು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಬ್ದಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಲೋಪಬರಬಾರದು. ಈರೀತಿ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಈರೀತಿಯಾದ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿರುವರು. ಯೋಗ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಷಡ್ದರ್ಶನಗಳೂ ಈ ವಿಧವಾಗಿಯೇ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಇವು ಬಹುಕಠಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅವಶ್ಯಕವು. ಈಗ ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವೆವು.

ತದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೧.)

ಯಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯಾಭಿಧಾನೇ ಸಮರ್ಥೋ ಮಂತ್ರಃ ಸ ಏವಾಭಿಧೇಯೋ ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತದಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ತದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಂ । ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾದವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥೋ ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯವಗಮ್ಯತೇ । ತಥಾ ಹಿ । ಉರು ಪ್ರಥಸ್ವೇತಿ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೮ ; ವಾ. ಸಂ. ೧-೨೨) ಮಂತ್ರೇಣ ಪುರೋಡಾಶಪ್ರಥನಮಭಿಧೀಯತೇ । ಪುರೋಡಾಶಂ ಪ್ರಥಯತೀತಿ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೨-೮-೪ ; ಶ. ಬ್ರಾ. ೧-೨-೨-೮) ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನಾಪಿ ತದೇವಾಭಿಧೀಯತೇ । ತಥಾ ಸತಿ ಮಂತ್ರೇಣೈವ ಪ್ರತೀತತ್ವಾತ್ತದರ್ಥಬೋಧನಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಮನರ್ಥಕಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಮಂತ್ರಸ್ಯಾವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥತ್ವೇ ತು ವಿನಿಯೋಗಬೋಧನಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಮುಪಯುಕ್ತಂ । ತಸ್ಮಾನ್ಮಂತ್ರಾ ಉಚ್ಚಾರಣೇನೈವಾನುಷ್ಠಾನ ಉಪಕುರ್ವಂತಿ ॥

ಇಲ್ಲಿ "**ತದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾತ್**" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು "**ವಿಧಿಶಬ್ದಾಚ್ಚ**" ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಅಧಿಕರಣವಿರುವುದು. ಆ ಅಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ "**ತದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾತ್**" ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥವು—ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಿರುವುದು ಎಂದರೆ "**ಬ್ರಾಹ್ಮಣ**" ವಿರುವುದು. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗವಾದಂತಾಯಿತು? ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ "**ಉರು ಪ್ರಥಸ್ವ**" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುರೋಡಾಶವೆಂದರೆ — ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಯಂತಿರುವ ಹವಿರ್ವಿಶೇಷವು. ಇವನ್ನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಪುರೋಡಾಶವೆಂಬ ಹವಿರ್ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹರಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡು

The mantras are meaningless, because there is a shastra of identical meaning.

By shastra is meant a brahmana. If the meaning which the mantra is naturally fitted to convey is the meaning of the brahmana, the brahmana may be said to be of identical meaning with the mantra. But the existence of such a brahmana goes to show that the

ವುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಸಹ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ "ಪುರೋಡಾಶಂ ಪ್ರಥಯತಿ" ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಹರಡುವನು ಎಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವುದು. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಪುನಃ ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗವಾದಹಾಗಾಯಿತು? ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಅರ್ಥರಹಿತವು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂದಾಯಿತು. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವೇತಕ್ಕೆ? ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಮಂತ್ರದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಎಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದೆಂದಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು.

ನನೂಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥತ್ವೇ ಸತ್ಯದೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯೇತ । ಅರ್ಥಾಭಿಧಾಯಕತ್ವೇ ತು ದೃಷ್ಟಂ ಲಭ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾನುವಾದಕತ್ವಮಭ್ಯುಪೇತ್ಯಾಪಿ ಮಂತ್ರಸ್ಯಾಭಿಧಾನಾರ್ಥತ್ವಮೇವೇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ತಲೆದೋರುವುದು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ವುಂಟೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು.

ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವವು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಆಗ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವುಂಟೆಂದು ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ದೃಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬ ಎರಡುವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಪುನಃ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನು

---

mantra is used without any reference to its meaning. For example, take the mantra "uru prathasva." It refers to the spreading out of the purodasa. But that very thing is referred to in the brahmana "purodasam prathayathi." That being so, if you say that the sense is got from the mantra, you as good as made out the brahmana to be a useless thing: whereas, if you say with me that the mantra is used with no reference to its meaning, then the brahmana becomes useful as teaching the sacrificial act referred to. Therefore at the time of the sacrifice the only use of the mantras lies in the mere recitation of them.

But here a doubt arises. To say that the use of the mantras at the sacrifice lies in their recitation only is to devise for them a spiritual use. But a non-spiritual material use lies at hand, namely, that of conveying their meaning. (Such a procedure is illegitimate.) In spite of the fact that on this view we must admit that the brahmanas merely repeat what has been said in the mantras, must we not hold that the mantras are recited at the sacrifice with one purpose and purpose only, namely, that of conveying their meaning?

The upholder of the doctrine which is to be controverted therefore states another argument.

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಾಭಿಧಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕ್ಯನಿಯಮಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೨)

ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ ದಿವಃ ಕಕುತ್ (ಋ. ೮-೪೪-೧೬) । ಇತ್ಯೇವಮೇವ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠಿತವ್ಯಮಿತಿ ಮಂತ್ರೇ ನಿಯಮ ಉಪಲಭ್ಯತೇ । ಅರ್ಥಪ್ರತ್ಯಾಯನಂ ತು ಮೂರ್ಧಾಗ್ನಿರಿತ್ಯೇವಂ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಪಾಠೇಽಪಿ ಭವತ್ಯೇವ । ತಸ್ಮಾನ್ನಿಯತಪಾಠಕ್ರಮಸಾಫಲ್ಯಾಯೋಚ್ಚಾರಣಮೇವ ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಜನಂ । ನನು ಪಾಠಕ್ರಮನಿಯಮಮಾತ್ರಸ್ಯಾದೃಷ್ಟಾರ್ಥತ್ವೇಽಪಿ ಮಂತ್ರಪಾಠೋಽರ್ಥಬೋಧಾರ್ಥ ಏವೇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ತತ್ರ ದೋಷಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

"**ವಾಕ್ಯನಿಯಮಾತ್**" ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವು. "**ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ ದಿವಃ ಕಕುತ್**" ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು **ಅಗ್ನಿಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಆಮೇಲೆ **ಮೂರ್ಧಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಇರುವುದಷ್ಟೆ. ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೂರ್ಧಾಗ್ನಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಎಂದರೆ ಪದಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವುಂಟೋ ಅದೇ ಅರ್ಥವು ಮೂರ್ಧಾಗ್ನಿಃ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ ಎಂದು ಮಂತ್ರವಿರುವಂತೆಯೇ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಮೂರ್ಧಾಗ್ನಿಃ ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರವಾಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಯಮಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವು.

ಆದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟಫಲವಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರವು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವುದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೋಷಾಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

Since the words must be recited in a particular order.

It is received doctrine that the mantra "agnir murdha divah kakut" must be recited with the words in that order, and in no other. But if we changed the order and said "murdhagnir &c.," the meaning would be the same. So the only use of the mantras lies in their being recited in such a way as to secure the full fruit of the fixed order of the text.

It may, however, be said, that side by side with the spiritual benefit obtained by reciting the mantras in the order of the text, the recitation serves also the purpose of conveying a meaning. To guard against such an argument, he brings forward another objection in the next sutra.

ಬುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೩)

ಅಗ್ನೀದಗ್ನೀನ್ವಿಹರ (ತೈ. ಸಂ. ೬-೩-೧-೨) ಇತಿ ಪ್ರೈಷಮಂತ್ರಃ ಪ್ರಯೋಗ-ಕಾಲೇ ಪಠ್ಯತೇ । ತಚ್ಚಾಗ್ನಿವಿಹರಣಾದಿಕಮಾಗ್ನೀಧ್ರೇಣಾಧ್ಯಯನಕಾಲ ಏವ ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯತ್ವೇನ ಬುದ್ಧಂ । ತಸ್ಯ ಚ ಬುದ್ಧಾರ್ಥಸ್ಯ ಪುನರ್ಮಂ-ತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೇನ ಶಾಸನಮನರ್ಥಕಂ । ನ ಹಿ ಸೋಪಾನತ್ಕೇ ಪಾದೇ ಪುನರಪ್ಯುಪಾನಹಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚತಿ । ನನು ಬುದ್ಧಸ್ಯಾಪ್ಯರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾ-ದಿಕವಿಸ್ಮರಣಪರಿಹಾರಾಯ ಮಂತ್ರೇಣ ಸ್ಮಾರಣಮಸ್ತ್ವಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ದೋ-ಷಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು—ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥಬೋಧೆಯಲ್ಲ—ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರವು ಪದಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ಉದಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ತೈ. ಸಂ. ೬-೩-೧-೨) **"ಅಗ್ನೀದಗ್ನೀನ್ವಿಹರ"** ಎಂಬ ಮಂತ್ರವೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಧ್ಯರ್ಥಕಮಂತ್ರವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಷಮಂತ್ರವೆಂದೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ—ಆ ಕೆಲಸಮಾಡು, ಈ ಕೆಲಸಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಷವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರೈಷ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾಯಜ್ಞಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಆರಿಹೋದರೂ ಆಗ್ನೀಧ್ರನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಗ್ನೀಧ್ರನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡುವ ಮಂತ್ರವೇ ಇದು. ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (ಐ. ಬ್ರಾ. ೨-೫-೪) ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಸುರರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕದನವಾಯಿತು. ಅಸುರರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಲೂ ಓಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಗ್ನೀಧ್ರನನ್ನು ಅವನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಓಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸುರರನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಆರಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆಗ್ನೀಧ್ರನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಹೊತ್ತಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿವಿಹರಣವೆಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. **"ಅಗ್ನಿನಾಗ್ನಿಸ್ಸಮಿಧ್ಯತೇ"** (ಋ. ೧-೧೨-೬) ಎಂಬ ಋಕ್ಕು ಇದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

Since the command is already known.

"Agnid agnin vihara" is a directory text, which is recited at the time of sacrifice. Now the duty of distribnting the fire or the like has already been learnt as part of his work by the priest when engaged in study. It is a useless proceeding to instruct him by a mantra with regard to a thing which he has already learnt. If your foot has a shoe on you do not clap another on the top of it.

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ೧೬ ಜನ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋತೃಗಣ, ಅಧ್ವರ್ಯು ಗಣ, ಉದ್ಗಾತೃಗಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗಣವೆಂದು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪು.

ಹೋತೃಗಣ—ಮೈತ್ರಾವರುಣ (ಪ್ರಶಾಸ್ತಾ), ಅಚ್ಛಾವಾಕ, ಗ್ರಾವಸ್ತುತ—ಇವರು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು.

ಅಧ್ವರ್ಯುಗಣ—ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾತಾ, ನೇಷ್ಟಾ, ಉನ್ನೇತಾ—ಇವರು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು.

ಉದ್ಗಾತೃಗಣ—ಪ್ರಸ್ತೋತಾ, ಪ್ರತಿಹರ್ತಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ—ಇವರು ಸಾಮವೇದ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು.

ಬ್ರಹ್ಮಗಣ—ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚ್ಛಂಸಿ, ಆಗ್ನೀಧ್ರ, (ಆಗ್ನೀತ್) ಪೋತಾ—ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ೧೬ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿರುವರು. ಯಜಮಾನನೂ ಸೇರಿ ೧೭ ಜನಗಳು. ಆದರೆ ೧೭ ಜನ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಯಾಗಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦-೪-೧-೯) ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಶೀತಕೀಶಾಖೆಯವರು ಸದಸ್ಯನೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಋತ್ವಿಕ್ಕನ್ನು ೧೭ನೆಯವನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈತನೇ ಯಜ್ಞದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದಸ್ಯನನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯವರಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ "**ಅಗ್ನಿದಗ್ನೀನ್ ವಿಹರ**" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಆಗ್ನೀಧ್ರನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಆಗ್ನೀಧ್ರನಿಗೂ, ಅಧ್ವರ್ಯು ಮುಂತಾದ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು, ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಶ್ಯವೇನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ತಿಳಿಸುವುದು ನಿರರ್ಥಕ. ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಬೋಧನೆಯು ಉದ್ದಿಶ್ಯವಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನಹೇಳಬಹುದು.—

ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವು ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಒಳ್ಳೇದು, ಮರೆತಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಲು ಮಂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯಕವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಭವವಾದ (ಇಲ್ಲದಿರುವ) ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

It may, however, be said that the mantra may be a useful reminder for the avoidance of a careless forgetfulness. To guard against this he brings forward another objection in the next sutra.

ಅವಿದ್ಯಮಾನವಚನಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೪)

ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇ ಸಪ್ತ ಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ । (ಋ. ೪-೫೮-೩) ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಆಮ್ನಾಯತೇ । ನ ಖಲು ಚತುಃಶೃಂಗತ್ವಾದ್ಯುಪೇತಂ ಕಿಂಚಿದ್ಯಜ್ಞಸಾಧನಂ ವಿದ್ಯತೇ ಯನ್ಮಂತ್ರಪಾಠೇನಾನುಸ್ಮರ್ಯೇತ । ನನ್ವೀದೃಶೀ ಕಾಚಿದ್ದೇವತಾಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯಾನ್ಯಂ ದೋಷಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿರರ್ಥಕವಾದವುಗಳು. **ಆಕ್ಷೇಪ—"ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ...."** ಎಂಬುದೊಂದು ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬುಗಳು, ಮೂರು ಕಾಲು, ಎರಡು ತಲೆ, ಏಳು ಕೈಗಳು ಉಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದು ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಈ ವಿಧಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯಾವುದೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಅಸಂಭವವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?

ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ— **"ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ"** ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಋಗ್ವೇದದ ೩ನೆಯ ಮಂಡಲ, ೫೮ಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ೩ನೆಯ ಋಕ್ಕಾಗಿರುವುದು. ಈ ೫೮ನೆಯ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ದೇವತೆಯು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು. ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ದೇವತೆ ಇರಬಹುದು. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಮೊದಲಾದ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಕಾರಗಳಿವೆಯೆಂದು ನಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ದೇವತೆಯೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂದು ನಂಬಲು ವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿರರ್ಥಕವೆಂಬುದು ನಿರಾಧಾರವಾದುದು.

ಅಚೇತನೇಽರ್ಥಬಂಧನಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೫)

ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ । ಶೃಣೋತ ಗ್ರಾವಾಣಃ । ಇತ್ಯಾದಾವಚೇತನೇ ದ್ರವ್ಯೇ ಚೇತನೋಚಿತರಕ್ಷಣಶ್ರವಣಾದ್ಯರ್ಥಂ ಬಧ್ನಾತಿ । ಸ ಚಾಯುಕ್ತಃ ।

Since the mantra mentions things that have no existance.

There is a text in the Veda, "He has four horns, three feet, two heads, seven hands.'. Now there is no implement of the sacrifice in any way corresponding to this description, which the mantra might be supposed to put the priest in remembrance of.

It may, however, be said, that some immanent deity is referred to here. To guard against this he brings forward another objection in the next sutra.

Since the mantra attaches a meaning to a thing which is not a living being.

In such mantras as "oshadhe trayasvainam" and "srinota gravanah" the words attach to lifeless things a meaning, such as protecting or hearing, which befits only sentient beings. And this is improper.

ನನ್ವಭಿಮಾನಿವ್ಯಪದೇಶ ಇತಿ (ವೇ. ಸೂ ೨-೧-೫) ವೈಯಾಸಿಕಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸೂತ್ರಿತತ್ವಾದೋಷಧ್ಯಾದ್ಯಭಿಮಾನಿಚೇತನದೇವತಾತ್ರ ವಿವಕ್ಷ್ಯತಾಮಿತ್ಯಾ-ಶಂಕ್ಯ ದೋಷಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಚೇತನವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣ, ಶ್ರವಣ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಚೇತನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರೋಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕಗಳು.

ಆಕ್ಷೇಪ—ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ (ತೈ. ಸ. ೧-೨-೧-೧) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಯಜಮಾನನ ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದರ್ಭೆಯನ್ನು (ದರ್ಭೆಯು, ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದುದು) ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಂತ್ರವು. "ಎಲೈ ದರ್ಭೆಯೇ, ಈ ಯಜಮಾನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು" ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರವು—"**ಶೃಣೋತ ಗ್ರಾವಾಣಃ**" (ತೈ. ಸ. ೧-೩-೧೩-೧) ಎಂದು. ಇದರ ಅರ್ಥವು—"ಎಲೈ ಕಲ್ಲುಗಳೇ, ನಾವು ಅರಿಕೆಮಾಡುವುದನ್ನು (ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು) ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ" ಎಂದಾಗುವುದು. ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಂತ್ರವಿದು. ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚೇತನವಸ್ತುಗಳಾದ ದರ್ಭೆ, ಕಲ್ಲು ಮುಂತಾದುವು ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧಪ್ರಲಾಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಗೌರವಯೋಗ್ಯವಾಗುವುವು?

ಸಮಾಧಾನ—ವ್ಯಾಸಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿವ್ಯದೇಶಃ (ವೇ. ಸೂ. ೨-೧-೩) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಎಂದರೆ ಓಷಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿರುವರು. "**ಸೋಮ ಓಷಧೀನಾಮಧಿಪತಿಃ**" ಎಂದು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಓಷಧಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಓಷಧಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಸ್ತ್ವಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಥವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ || (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೬)

ಅದಿತಿರ್ದ್ಯೌರದಿತಿರಂತರಿಕ್ಷಂ (ಋ. ೧-೮೯-೧೦) ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಆಮ್ನಾಯತೇ | ಯದೇವ ದ್ಯೌಸ್ತದೇವಾಂತರಿಕ್ಷಮಿತ್ಯಯಮರ್ಥೋ ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಃ | ಏವಂ ಏಕ ಏವ ರುದ್ರಃ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೮-೬-೧) ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾ (ತೈ. ಸಂ. ೪-೫-೧೧-೫) ಇತ್ಯಾದಿಕಮುಪ್ಯುದಾಹರ್ತವ್ಯಂ |

It may however be said that in accordance with the doctrine laid down in the "abhimanivyapadesa" sutra of the Vaiyasika Shastra the real subject of such clauses is some immanent deity. To guard against this he brings forward another objection in the next sutra.

Since the meanings are mutually contradictory.

There is a text, "Aditi is Dyaus, Aditi is Antariksha." But to say that what is Dyaus is Antariksha is a contradiction in terms. There might be cited, too, in this connection such texts as "Rudra is one only," and "The Rudras in their thousands."

ನನು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವೇತ್ಯಾದಿವದಂತರಿಕ್ಷಾದಿರೂಪತ್ವೇ-ನಾದಿತಿಃ ಸ್ತೂಯತೇ । ಏವಮೇಕಸ್ಯಾಪಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯಾ-ದ್ಬಹುಮೂರ್ತಿಸ್ವೀಕಾರೋಽಸ್ತು । ತತೋ ನಾರ್ಥವಿಪ್ರತಿಷೇಧ ಇತ್ಯಾ-ಶಂಕ್ಯ ದೋಷಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಗೌರವಾರ್ಹವಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪ— "ಅದಿತಿರ್ದ್ಯೌರದಿತಿರಂತರಿಕ್ಷಂ" (ಋ. ೧-೮೯-೧೦) ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಎಂಬ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುವು. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗುಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಲು ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಗುಣವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದರೆ "ಹಾಲು ಬೆಳ್ಳಗೂ ಕಪ್ಪಗೂ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯವು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರವು ಅಸಮಂಜಸವಾಗುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ—**"ಏಕ ಏವ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯ ತಸ್ಥೇ"** (ತೈ. ಸಂ. ೧-೮-೬-೧)—ರುದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಎಂದಿರುವುದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ **"ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾ ಅಧಿಭೂಮ್ಯಾಂ"** (ತೈ. ಸಂ. ೪-೫-೧೧-೫)—ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ, ಸಾವಿರಗಟ್ಲೆ, ರುದ್ರರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವರು ಎಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕಮಂತ್ರಗಳು ಇಂತಹ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ವಿಚಾರಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ಸಮಾಧಾನ—ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಕಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ—ನೀನೇ ತಾಯಿ, ನೀನೇ ತಂದೆ, ನೀನೇ ಬಂಧು' ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಷ್ಟೆ. ಎಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅವರುಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವು ನಿನ್ನಿಂದಾಗುವುದು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅದರಂತೆ ಅದಿತಿಯೆಂಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೂ ನೀನೇ, ಅಂತರಿಕ್ಷವೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾಂತರಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಧಕವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ರುದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಗೋಚರನಾಗುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

It may, however, be said that in such a text Aditi is praised metaphorically under the form of Antariksha, as when we say of some one that he is our father and mother. And that Rudra, though one in himself, takes on many forms by his supernatural power. To guard against this he brings forward another objection in the next sutra.

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವದವಚನಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೭)

ಪೂರ್ಣಿಕಾ ನಾಮ ಕಾಚಿದ್ಯೋಷಿದವಘಾತಂ ಕರೋತಿ । ತತ್ಸಮೀಪೇ ಮಾಣವಕಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗ್ರಹಣಾರ್ಥಂ ಕದಾಚಿದವಘಾತಮಂತ್ರಮಧೀತೇ। ನ ಚ ತಸ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನವಿವಕ್ಷಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಮುಸಲಪ್ರಹಾರಂ ತಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯಾಪಠ್ಯಮಾನತ್ವಾದಕ್ಷರಗ್ರಹಣಾಯೈವ ತಂ ಮಂತ್ರಮನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಮಂತ್ರಾನಭ್ಯಸ್ಯತಿ । ತತ್ರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕಾಲೇ ಪಠಿತೋಽಪ್ಯವಘಾತಮಂತ್ರೋ ಯಥಾ ಪೂರ್ಣಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ನ ಬ್ರೂತೇ ತಥಾ ಕರ್ಮಕಾಲೇಽಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ನ ವಕ್ಷ್ಯತಿ । ನನು ತತ್ರ ಮಾಣವಕಸ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿವಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಿ । ಪೂರ್ಣಿಕಾಪ್ಯವಬೋದ್ಧುಮಕ್ಷಮಾ । ಕರ್ಮಣಿ ತ್ವಧ್ವರ್ಯೋರರ್ಥವಿವಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯತೇ ಬೋಧಶ್ಚ ಸಂಭವತೀತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ದೋಷಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವು ಅರ್ಥಸೂಚಕವಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥರಹಿತವಾದುವು.

ಆಕ್ಷೇಪ--ವೇದದಲ್ಲಿ ಅವಘಾತಮಂತ್ರ ಒಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೋಮಾವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧಿಮಾಡುವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒನಕೆಯು ಏಟಿಗೂ ಒಂದುಸಲ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು.

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈ ಅವಘಾತಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವಾಗ ಅವಘಾತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇವನಿಗಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡುವುದೇ ಇವನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಕಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು, ಆ ಬಾಲಕನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಭತ್ತವನ್ನು ಕುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೂ-ಇವನು ಅವಘಾತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಒನಕೆಯ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಉದ್ದೇಶವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಅವಘಾತ ಮಂತ್ರ ಪಠನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾನ್ಯದ ಅವಘಾತವೂ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಯೇ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ-ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮವು ನಡೆಯಬೇಕು, ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವಿಲ್ಲ.

Because the mantras at the time of sacrifice express no meaning, any more than they do when one is learning them by heart.

Suppose that a certain woman, called Purnika, is plying the pestle. Near her a brahmin boy, engaged in learning his daily lesson, chances to be reciting the pestle mantra. He has no wish to convey the meaning of the mantra. This is evident from the fact that he does not make his mantra keep time with the fall of the pestle. He is only learning the words by heart, and in doing that repeats over and over again this among other mantras, And just

ಸಮಾಧಾನ—ಅವಘಾತಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ. ಪೂರ್ಣಿಕೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವ ಅಧ್ವರ್ಯುವಿಗೆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೂ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ದಿಶ್ಯವೂ, ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅನರ್ಥಕಗಳೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಅವಿಜ್ಞೇಯಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೮)

ಕೇಷಾಂಚಿನ್ಮಂತ್ರಾಣಾಮರ್ಥೋ ವಿಜ್ಞಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ । ತದ್ಯಥಾ । ಅಮ್ಯಕ್ಸಾ ತ ಇಂದ್ರ ಋಷ್ಟಿರಸ್ಮೇ (ಋ. ೧-೧೬೯-೩) ಇತ್ಯೇಕೋ ಮಂತ್ರಃ । ಸೃಣ್ಯೇವ ಜರ್ಭರೀ ತುರ್ಫರೀತೂ (ಋ. ೧೦-೧೦೬-೬) ಇತ್ಯ-ಪರೋ ಮಂತ್ರಃ । ನನ್ವೀದೃಶಮಂತ್ರಾರ್ಥಬೋಧಾಯೈವ ನಿಗಮನಿರುಕ್ತ-ವ್ಯಾಕರಣಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನೀತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ದೋಷಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪ--ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. "**ಅಮ್ಯಕ್ಸಾ ತೆ ಇಂದ್ರ ಋಷ್ಟಿ ರಸ್ಮೆ**" ಎಂಬುದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. "**ಸೃಣ್ಯೇವ ಜರ್ಭರೀ ತುರ್ಫರೀತೂ**" ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಂತ್ರಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣ ಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಸರಿ.

ಸಮಾಧಾನ--ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಗಮ, ನಿರುಕ್ತ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

---

as in such a case the pestle mantra is at lesson time recited without conveying its meaning to Purnika, so at the sacrifice it will not convey its meaning.

It may, however, be said, that in the case here supposed the boy has no wish to convey the meaning, while Purnika on her side (being a woman) is incapable of understanding it. It is different in the sacrifice. There the adhvaryu does wish to convey the meaning, and can understand it. To guard against this, he puts another objection in the form of a sutra.

Because some mantras are unintelligible.

The meaning of some mantras cannot be made out. Take, as one example, the text "amyak sa ta indra rishtir asme." And, as another, "srinyeva jarbhari turpharitu."

It may, however, be said that parallel vedic passages, the nirukta, and grammar are there to throw light on such mantras. To guard against this, he states another objection in the next sutra.

ಅನಿತ್ಯಸಂಯೋಗಾನ್ಮಂತ್ರಾನರ್ಥಕ್ಯಂ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೯)
ಕಿಂ ತೇ ಕೃಣ್ವಂತಿ ಕೀಕಟೇಷು (ಋ. ೩-೫೩-೧೪) ಇತಿ ಮಂತ್ರೇ ಕೀಕಟೋ ನಾಮ ಜನಪದ ಆಮ್ನಾತಃ । ತಥಾ ನೈಚಾಶಾಖಂ ನಾಮ ನಗರಂ ಪ್ರಮಗಂದೋ ನಾಮ ರಾಜೇತ್ಯೇತೇಽರ್ಥಾ ಅನಿತ್ಯಾ ಆಮ್ನಾತಾಃ । ತಥಾ ಚ ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಮಗಂದಾನ್ನಾಯಂ ಮಂತ್ರೋ ಭೂತಪೂರ್ವ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೇ । ತದೇವಮೇತೈಸ್ತ್ರದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಭಿರ್ಹೇತುಭಿರ್ಮಂತ್ರಾಣಾಮರ್ಥಪ್ರತ್ಯಾಯನಾರ್ಥತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ । ಕಿಂತೂಚ್ಚಾರಣಾದದೃಷ್ಟಾರ್ಥಾ ಏವೇತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ (ವಸ್ತುಗಳ) ಹೆಸರುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅರ್ಥರಹಿತವಾದವು.

ಆಕ್ಷೇಪ—ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನಿತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. **"ಕಿಂ ತೇ ಕೃಣ್ವಂತಿ ಕೀಕಟೇಷು"** ಎಂಬ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀಕಟವೆಂಬ ಜನಪದ (ದೇಶ), ನೈಚಾಶಾಖವೆಂಬ ನಗರ, ಪ್ರಮಂಗದನೆಂಬ ರಾಜ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ರಾಜನು ಅಥವಾ ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಇದ್ದ ಕಾಲದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲ ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅನಿತ್ಯಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈದಿಕಮತ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಗಳು ಅನಾದಿ, ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಅನಾದಿಯಾದರೆ ಅರ್ಥಸೂಚಕಗಳಲ್ಲ. ಅರ್ಥಸೂಚಕಗಳಾದರೆ ವೇದವು ಅನಿತ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅದೃಷ್ಟಫಲವೇ ಫಲ. ಮತ್ತಾವ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ.

ಸಮಾಧಾನ—ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ **ಅನಿತ್ಯಸಂಯೋಗಾನ್ಮಂತ್ರಾನರ್ಥಕ್ಯಂ** ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅನುವಾದವಾಯಿತು. ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬ ಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂಭತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯು

Because they have to do with non-eternal things.

In the text "kim te krinvanti kikateshu" mention is made in the Veda of a country called Kikata, as also of a city called Naichasakha and a king called Pramaganda. From which we can infer that this text at least did not exist before king Pramaganda.

From all these reasons it must be concluded that at the sacrifice the mantras have no use as conveying a meaning. Their use is a spiritual one, and lies in their recitation only. This is the view to be controverted, and Jaimini now lays down in sutras the doctrine he establishes.

ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾವೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೂಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವುಕಡೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಶಬರ, ಕುಮಾರಿಲ ರೆಂಬುವರು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆರೀತಿ ಬರೆಯುವುದು ಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ; ಬರೆದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಬಲವಾದುವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ವಾದಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿರೋಧವಿದೆ. ಮೀಮಾಂಸಕರು ನಿರ್ಜೀವವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿರುವರು, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದು ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. "**ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ**" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ವಿಷಯಲ್ಲಿ "**ನ ಚಾಸಾವಚೇತನಾ ಶಕ್ಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ । ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥೇ ತು ನೈಷ ದೋಷೋ ಭವತಿ ॥**"—ಎಂದರೆ ಚೇತನವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಸಸ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈರೀತಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಖ್ಯೋದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ--ಎಂದು ಶಾಬರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳಿಂದ "**ಅಭಿಮಾನಿವ್ಯಪದೇಶಃ**" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರೆ. ಈರೀತಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾದವು ಸಂಪೂರ್ಣವೂ, ಸಮಂಜಸವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಸೂತ್ರಯತಿ—

ಅವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೦)

ತುಶಬ್ದೇನ ಮಂತ್ರಾಣಾಮದೃಷ್ಟಾರ್ಥಮುಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರಂ ವಾರಯತಿ । ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಸಂಬಂಧೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನೋ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ಲೋಕವೇದಯೋರವಿಶಿಷ್ಟಃ । ತಥಾ ಸತಿ ಯಥಾ ಲೋಕೇಽರ್ಥಪ್ರತ್ಯಾಯನಾಯೈವ ವಾಕ್ಯಮುಚ್ಚಾರ್ಯತೇ ತಥಾ ವೈದಿಕಯಾಗಪ್ರಯೋಗೇಽಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ । ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಕಾಶಿತಸ್ತ್ವರ್ಥೋಽನುಷ್ಠಾತುಂ ಶಕ್ಯತೇ ನ

But the meaning of a sentence has the same relation to the words in the Veda as in any other book.

The word "but" here shows that Jaimini is about to reject the view that the use of the mantras is a spiritual one, lying only in their recitation. The meaning of a sentence is

ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿತಃ । ತಸ್ಮಾನ್ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣಸ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ-ಮೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ । ನನ್ವಭ್ರಿರಸಿ ನಾರಿರಸೀತ್ಯಾರಭ್ಯ ತ್ರೈಷ್ಟುಭೇನ ತ್ವಾ ಛಂದಸಾ ದದೇ (ತೈ. ಸಂ. ೪-೧-೧-೩) ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಆಮ್ನಾತಃ । ತೇನೈವ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರತೀತೇಽಪ್ಯಭ್ರ್ಯಾದಾನೇ ಪುನರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ತಾಂ ಚತುರ್ಭಿರಭ್ರಿಮಾದತ್ತೇ (ತೈ. ಸಂ. ೫-೧-೧-೪) ಇತಿ ವಿಧೀಯತೇ । ತದೇತದ್ವಿಧಾನಂ ತ್ವತ್ಪಕ್ಷೇ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರ-ಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಕಾರಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕಲೌಕಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "**ತು**" ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾರೆ. ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು **ತು** ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ರೂಢಿ. "**ತು ಸ್ಯಾದ್ಭೇದೇಽವಧಾರಣೇ । ತು ಸ್ಯಾದಪ್ರಥಮೋ ಭೇದೇ**"—ಎಂದರೆ **ತು** ಶಬ್ದವು ಹೊಸವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ-ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅವುಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ-ಎನ್ನುವುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದರಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ತು** ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಫಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ವೈದಿಕವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವೈದಿಕವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನುಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೆಂದಮೇಲೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋ

---

arrived at by the relation of cause and effect subsisting between the words and it, and this holds good of all words whatever, sacred or profane. That being so, just as in common talk a sentence is uttered in order that it may convey its meaning, the same law must be recognized in the case of a Vedic sacrifice. For only the rite which is illustrated by a mantra can be performed, not that which is not so illustrated. Therefore the recitation of the mantras has one immediate use and one such use only, and that is not a mystical one. They are recited in order that they may convey their meaning.

But, it may be said, take the text from "abhrir asi narir asi" down to "traishtubhena tva chhandasa dade." According to your view that text tells all about the taking of the "abhri." In that view the direction to that effect contained in the brahmana "chaturbhir abhrim adatte" became perfectly useless. He anticipates and answers this objection in the next sutra.

ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವೇ ಉದ್ದೇಶವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ--ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರತಿಮಂತ್ರವೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಇತರರು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟವಾದ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ) ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ—"**ತಸ್ಮಾದಸ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ। ತಚ್ಚ ದೃಷ್ಟಂ ನ ಶಕ್ಯಮಪವದಿತುಂ ನಾರ್ಥಾಭಿಧಾನಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಿತಿ।**" ಎಂದು ಶಾಬರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದಾಯಿತು. ಹೀಗೆಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಅದೃಷ್ಟಫಲ, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದೃಷ್ಟಫಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಮಂತ್ರಗಳಿಗುಂಟು.

ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—"**ಅಭ್ರಿರಸಿ ನಾರಿರಸಿ**" ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ "**ತ್ರೈಷ್ಟುಭೇನ ತ್ವಾ ಛಂದಸಾದದೇ**" ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿ ಅಭ್ರಿ ಎಂದರೆ ಅಗಿಯುವ ಸಾಧನವಾದ ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಭ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿದಮೇಲೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವ "**ಚತುರ್ಭಿರಭ್ರಿಮಾದತ್ತೇ**" ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವು ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗುಣಾರ್ಥೇನ ಪುನಃಶ್ರುತಿಃ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೧)

ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರತೀತಸ್ಯೈವಾರ್ಥಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಯತ್ಪುನಃಶ್ರವಣಂ ತದೇತಚ್ಚತುಃಸಂಖ್ಯಾಲಕ್ಷಣಗುಣವಿಧಾನಾರ್ಥತ್ವೇನೋಪಯುಜ್ಯತೇ । ಏತಸ್ಯ ವಿಧಾನಸ್ಯಾಭಾವೇ ಚತುರ್ಣಾಂ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯೇನ ಕೇನಾಪ್ಯೇಕೇನಾಭ್ರಿರಾದೀಯೇತ । ನನ್ವಿಮಾಮಗೃಭ್ಣನ್ರಶನಾಮೃತಸ್ಯ (ತೈ. ಸಂ. ೪-೧-೨-೧) ಇತ್ಯಶ್ವಾಭಿಧಾನೀಮಾದತ್ತೇ । (ತೈ. ಸಂ. ೫-೧-೨-೧) ಇತ್ಯತ್ರ ಮಂತ್ರಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದೇವ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ರಶನಾದಾನಸ್ಯ ಪುನರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಂ ವಿನಿಯೋಜಕಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ತದೇತತ್ತ್ವನ್ಮತೇ ವ್ಯರ್ಥಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

Either the second saying is accompanied by a circumstance.

If here a meaning which has been already established by a mantra is repeated in a brahmana it is accompanied by a circumstance in the shape of the direction to the priest to use all four mantras. In the absence of that the priest might think that he had an option in the matter and was at liberty to use any one of the four mantras referred to.

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳುವುದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವೈಶೇಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.

ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ರಿರಸಿ ಎಂದು ಅಭ್ರಿಗ್ರಹಣ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾರಿರಸಿ ಮುಂತಾದ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಭ್ರಿರಸಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ರಿಗ್ರಹಣಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಶಯಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ **"ಚತುರ್ಭಿರಭ್ರಿಮಾದತ್ತೇ"** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿರುವುದು. ಎಂದರೆ **"ಅಭ್ರಿರಸಿ"** ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಅಭ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿರುವುದು. **"ಚತುರ್ಭಿಃ"** ಎಂಬ ಪದವು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಭ್ರಿಗ್ರಹಣಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಆರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನೂ, ಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಅಭ್ರಿಗ್ರಹಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವು ಪುನಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಿರುವುದು. ಪ್ರಕೃತವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ರ್ಯಾದಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಚತುರ್ಭಿರಾದತ್ತೇ" ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕರ್ಮಲೋಪವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸರಿಹೋಯಿತು. ಆದರೆ, ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ತೈ. ಸಂ. ೪-೧-೨-೧) "ಇಮಾಮಗೃಭ್ಣನ್" ಎಂಬುದೊಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೫-೧-೨-೧) ಪುನಃ "ಇತ್ಯಶ್ವಾಭಿಧಾನೀಮಾದತ್ತೇ" ಎಂದು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಗವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ "ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೨)

ಗರ್ದಭಾಭಿಧಾನೀಂ ನಾದತ್ತ ಇತಿ ನಿಷೇಧಃ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ । ತದರ್ಥಮಿದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಂ ॥ ನನು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾಯಾಂ ತ್ರಯೋ ದೋಷಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಃ । ಆದತ್ತ ಇತಿ ರಶನಾದಾನಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಜಹ್ಯಾತ್ । ನಿಷೇಧಲಕ್ಷಣಃ ಪರಾರ್ಥೋಽಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಲ್ಪ್ಯೇತ । ರಶನಾತ್ವಸಾಮಾ-

---

But, it may be said, take the text "imam agribhnan rasanamritasyetyasvabhidhanim adatte." Here the taking the rope has been adequately laid down in the mantra "imam agribhnan rasanamritasya." The injunction to that effect in the brahmana "asvabhidhanim adatte" is therefore useless. He anticipates and answers this objection in the next sutra.

Or there is a parisankhya.

The parisankhya here lies in the implied prohibition. He is to take the rope called asva, not that called gardabha. You will perhaps say that this parisankhya is open to the

ನ್ಯೇನ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಗರ್ದಭರಶನಾಯಾ ಆದಾನಂ ಬಾಧ್ಯೇತೇತಿ ತ್ರಯೋ ದೋಷಾಃ। ನೈವಂ । ಗರ್ದಭರಶನಾಯಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಹಿ । ತ್ವತ್ಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಕರಣಪಾಠಾನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತ್ಯಾ ಮಂತ್ರೇಣಾನೇನಾದಾನಂ ಕುರ್ಯಾದಿತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯತೇ । ತೇನ ಚ ವಾಕ್ಯೇನ ಮಂತ್ರಾ-ದಾನಯೋಃ ಸಂಬಂಧೇ ಸತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಕಿಂವಿಷಯಕಮಾದಾನಮಿತಿ ವೀಕ್ಷಾ-ಯಾಂ ಲಿಂಗಾದ್ರಶನಾಮಾತ್ರಸ್ಯಾದಾನಮುಪೇತ್ಯ ಗರ್ದಭರಶನಾಯಾಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ವಕ್ತವ್ಯಾ । ಸಾ ಚ ವಿಲಂಬ್ಯತ ಇತ್ಯಶ್ವಾಭಿಧಾನೀಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯ-ಕ್ಷೇಣ ವಾಕ್ಯೇನ । ಮಂತ್ರಾದಾನಯೋಃ ಸಂಬಂಧೇ ಸತಿ ಲಿಂಗಾದ್ರಶ-ನಾಮಾತ್ರೇ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾದಾನಮಶ್ವಾಭಿಧಾನೀಮಿತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ವಿಶೇಷೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ । ತತೋ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷತ್ವಾದ್ಗರ್ದಭರಶನಾಯಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಬಾಧಃ । ಅತ ಏವ ನಿಷೇಧಾರ್ಥೋ ನ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ । ವಿಧ್ಯರ್ಥಶ್ಚ ನ ತ್ಯಜ್ಯತೇ । ತತ್ರ ಕುತೋ ದೋಷತ್ರಯಂ । ಈದೃಶಮಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪಮೇವ ಗರ್ದಭರಶನಾಯಾ ನಿವಾರಣಮಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಪರಿಸಂಖ್ಯೇತಿ ಸೂತ್ರಿತಂ । ನನೂರು ಪ್ರಥಸ್ವೇತಿ ಪ್ರಥಯತೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ-ಣಸ್ಯ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ತದವಸ್ಥಮೇವೇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—" ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ನಿಷೇಧವಿಧಿ"

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ವಾದಸರಣಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಂತ್ರದ ಸಂದರ್ಭ, ನಿಷೇಧ ವಿಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಇಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಪ್ರಕಾರ ಅಪೂರ್ವವಿಧಿ, ನಿಯಮವಿಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧ.

(1) **ಅಪೂರ್ವವಿಧಿ:**—ಬೇರೆವಿಧವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. **"ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ವ್ರಿಹೀನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷತಿ"** (ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಮಾಡಬೇಕು) ಇವುಗಳು ಅಪೂರ್ವವಿಧಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವನು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬೇರೆಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ (alternative) ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವಿಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರು.

(2) **ನಿಯಮವಿಧಿ:**—ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಯಮವಿಧಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ

---

three faults. The word "takes" must lose the meaning proper to it, that of taking the rope. It must put on a meaning foreign to it, namely, that of not taking, And, thirdly, "taking the gardabha rope" a meaning which presents itself, as the word rope of itself includes both the asva and the gardabha ropes, has to be barred. Not so, we answer. On your view (that

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೇಡ (ನಿವೃತ್ತಿ) ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ **"ವ್ರೀಹೀನ್ ಅವಹಂತಿ"** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಧಾನ್ಯದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಮಾಡಿ, ಹೊಟ್ಟುತೆಗೆದು, ಪುಡಿಮಾಡಬೇಕು. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಟ್ಟುತೆಗೆಯಲು ಕುಟ್ಟಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿಯುವಂತೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟ್ಟಿದಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ತಾನಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಷೇಧಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೇ (ಪಾಕ್ಷಿಕೀ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಃ) ನಿಯಮವಿಧಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

(3) **ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಃ**—ಪರಿಸಂಖ್ಯಾಲಕ್ಷಣವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

ವಿಧಿರತ್ಯಂತಮಪ್ರಾಪ್ತೇ ನಿಯಮಃ ಪಾಕ್ಷಿಕೇ ಸತಿ ।

ತತ್ರ ಚಾನ್ಯತ್ರ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪರಿಸಂಖ್ಯೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ॥

ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಉಕ್ತವಾದುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಧಿಯೆಂದೂ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಯಮವೆಂದೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯೆಂದೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನುಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದುವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿ ವಾಕ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವು ಗ್ರಾಹ್ಯವೆನ್ನುವುದು ತಿಳಿದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿವಾಕ್ಯವು ಸಾರ್ಥಕವೆನ್ನಬಹುದು.

"ಪಂಚ ಪಂಚನಖಾ ಭಕ್ಷ್ಯಾಃ"

ಇದು ಒಂದು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ—ಐದು ಉಗುರುಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.—ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಐದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದು. ಈ ಐದನ್ನೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಮವಿಧಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು. ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಮವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಆಚರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮಲೋಪವೆಂದು ಗಣನೆ. ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಗೆ ಈ ಲೋಪ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪರಿಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡುವಿಧ. ಶ್ರೌತೀ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಷಣಿಕೀ ಎಂದು. ಶ್ರೌತೀವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನುಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ **"ಏವ"** ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪದಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದೇ ವಾಕ್ಯಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತವಾಕ್ಯವೂ ಈ ಎರಡನೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

---

the mantra portion of this text is meaningless) a clause "with this mantra he should perform the act of taking" must be supplied. Otherwise the text recited will have no application at all. When you have by this clause established a connection between the mantra and the act of taking, the next question will be, what is he to take. You must fall back on the

"ಇಮಾಮ ಗೃಭ್ಣನ್" ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅಗ್ನಿಚಯನವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಕುಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಗಳ ಮೇಲೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕುದುರೆ, ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹಗ್ಗಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರವಿದು. **"ಇತ್ಯಶ್ವಾಭಿಧಾನೀ ಮಾದತ್ತೇ"** ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರವು ಕುದುರೆ, ಕತ್ತೆಗಳೆರಡರ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಉಚ್ಚಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತೆಯು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾದರೂ ಅಷ್ಟೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ "ಇಮಾಮಗೃಭ್ಣನ್ನಿತ್ಯಾದಿ" ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯವು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯು.—**"ಗರ್ದಭಾಭಿಧಾನೀಮಾದತ್ತೇ"** ಕತ್ತೆಯ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. **"ಇತ್ಯಶ್ವಾಭಿಧಾನೀ ಮಾದತ್ತೇ"** ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕುದುರೆಯ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಇದೇ.

ಈ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ **"ಇತ್ಯಶ್ವಾಭಿಧಾನೀಮಾದತ್ತೇ"** ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. (ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ರಶನಾಗ್ರಹಣವು (ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅದರಿಂದ ಗರ್ದಭರಶನಾಗ್ರಹಣವೂ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದನೆಯದು—ಆದಾನ, ಗ್ರಹಣ ಈ ಪದಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು (ಆದಾನ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು). ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು—ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವಾದ ಆದಾನದ ನಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು—ರಶನಾ ಎಂದರೆ ಹಗ್ಗವೆಂದಮೇಲೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಗ್ಗವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗ, ಪರಾರ್ಥಗ್ರಹಣ, ಪ್ರಾಪ್ತಬಾಧ ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾದೋಷಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಈ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಸಂಖ್ಯಾದೋಷಗಳು—

ಶ್ರುತಾರ್ಥಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಾದಶ್ರುತಾರ್ಥಪ್ರಕಲ್ಪನಾತ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಬಾಧಾದಿತ್ಯೇವಂ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರಿದೂಷಣಾ ॥

ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವು ಆದಾನಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು ಎಂದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ **"ರಶನಾ"** ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ರಶನಾದಾನವೆಂದೂಹಿಸಬೇಕು. ರಶನಾದಾನವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಮೇಲೆ

---

indication (linga) supplied by the presence of the word rope in the mantra, and say that through the word rope the meaning "takes a gardabha rope" presents itself. This is a round-about way of getting the meaning, and therefore we must look to the sentence lying before us, "asvabhidhanim adatte," for the link between the mantra and the act of taking. The indication furnished by the presence of the word rope in the mantra goes no further than the general meaning and this general meaning is at once specialised by the sruti word

ಗರ್ದಭರಶನಾದಾನವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಕೂಡಲೇ ಗರ್ದಭರಶನೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಂತರವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಮೇಲೆ ಗರ್ದಭರಶನಾಸಂಭವ. ಆದರೆ **"ಇತ್ಯಶ್ವಾಭಿಧಾನೀಮಾದತ್ತೇ"** ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಮಂತ್ರದೊಡನೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ರಶನಾಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ವರಶನಾಗ್ರಹಣವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ದಭರಶನಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಬಾಧವೆಂಬ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ತಬಾಧದೋಷ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದಮೇಲೆ ಪರಾರ್ಥಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗವೆಂಬ ಇನ್ನೆರಡು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯವೇ ಅಲ್ಲದ ಗರ್ದಭರಶನಾದಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯೆಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಯಾದಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ವಾಕ್ಯವು ಪರಿಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕು. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೇ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಗರ್ದಭರಶನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೇ ಬಿಡಬೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.—

ಅತ್ರಾಪಿ ಚ ನ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸತ್ಯೇಷಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ |

ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯವು ನಿಯಮವಿಧಿಯೆಂದೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಶನಾಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವರಶನಾಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ಪೇಳಿ "ವಿಧಿ" ಎನ್ನಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗದಿಂದಾಗಲೀ ಅರ್ಥದಿಂದಾಗಲೀ ನಿಷೇಧವಿಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ವೇವಮಪ್ರಾಪ್ತವಿಧಿರೇವಾಯಂ ಸಂಜಾತಾ ಇತಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ
ಪರಿಸಂಖ್ಯೇತಿ ಫಲೇನೈವಂ ಅಭಿಧಾನಾದದೋಷಃ (ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕ)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈವಾಕ್ಯವು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯಾಗಲಿ, ಆಗದೇ ಇರಲಿ ದೋಷತ್ರಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಆರೋಪಿಸುವ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

"asvabhidhanim." There is now no sense of something wanting to the full meaning of the mantra, and the meaning "takes a gardabha rope" never therefore presents itself. It is not the case therefore that a meaning which is part of the meaning of the text is here barred. It follows that we cannot say that "take" here is made to mean not take. And "take" does not give up its own meaning. So how do your three faults come in? It is a prohibition of

ಸರ್ವಥಾ ತದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರತಾ ನಾಸ್ತಿ ಯದಿ ಹಿ ಯದೇವಮಂತ್ರವಚನಾ-
ತ್ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ತದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚನೇನೋಚ್ಯತೇ । ತತೋ ವಯಮು-
ಪಾಲಭ್ಯೇಮಹಿ ।

ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು, ಆಲಂಕಾರಿಗಳು ನೈಯಾಯಕರಂತೆ ನಿಯಮವಿಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಮೋಽಪ್ಯಸ್ಮಿನ್ ದರ್ಶನೇ ಪರಿಸಂಖ್ಯೈವ ಪಾಕ್ಷಿಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಗಪತ್ಪ್ರಾ-
ಪ್ತಿರೂಪಸ್ಯಾವಾಂತರವಿಶೇಷಸ್ಯಾವಿವಕ್ಷಣಾತ್ । ಅತ ಏವ ವೈಯಾಕರಣಾ-
ನಾಂ ಮತೇ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾಪಿ ನಿಯಮಶಬ್ದೇನೋಚ್ಯತೇ ।

(ರಸಗಂಗಾಧರ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾಪ್ರಕರಣ)

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾವಿಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ "ಉರುಪ್ರಥಸ್ವೇತಿ ಪ್ರಥಯತಿ" (ತೈ.ಬ್ರಾ.೩-೨-೮-೪) ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಹರಡುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ. ಇಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಜೈಮಿನಿಯು ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ "ಅರ್ಥವಾದೋ ವಾ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ.

ಅರ್ಥವಾದೋ ವಾ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೩)

ವಾಶಬ್ದೋ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ವಾರಯತಿ । ಅಸ್ತ್ಯತ್ರಾರ್ಥವಾದಃ । ಯಜ್ಞಪತಿ-
ಮೇವ ತತ್ಪ್ರಥಯತೀತಿ ತೇನಾರ್ಥವಾದೇನ ಸಂಬಂಧಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ
ವಿಧಿಃ ಪಠ್ಯತೇ । ನನು ಪ್ರಥಯತೀತ್ಯನೇನೈವ ವಿಧಿಶಬ್ದೇನ ಪ್ರಥನಮ-
ನೂದ್ಯ ಯಜ್ಞಪತಿಮೇವೇತ್ಯಾದಿನಾರ್ಥವಾದೇನ ಸ್ತೋತವ್ಯಂ । ತದೇವ
ತು ಪ್ರಥನಂ ಕುತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

---

this kind, against taking a gardabha rope,—a meaning which never has time to present itself,—which is referred to this Parisankhya sutra.

It will perhaps be said that the uselessness of the brahmana in the text "uru prathasveti prathayati" remains unaffected by what has been said. He anticipates and provides for this objection in the next sutra.

Or there is an arthavada.

The word "or" (common to this and the two preceding sutras) denies the uselessness of the brahmanas. In the present case the injunction is recited in the brahmana, in order to connect it with the arthavada "yajnapatim eva tat prathayati." But here a doubt may arise. Granted that the act of spreading the purodasa is given in the form of an injunction in the word "prathayati," and is eulogised in the arthavada "yajnapatim eva." What then is the original authority for this act of spreading?

ಮಂತ್ರಾಭಿಧಾನಾತ್ ॥ (ಶಾಬರಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ)
ಅಧ್ವರ್ಯುಃ ಪುರೋಡಾಶಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂತ್ರೇ ಪ್ರಥಸ್ವೇತ್ಯೇವಮಭಿಧತ್ತೇ। ತಸ್ಮಾದಭಿಧಾನಾದಧ್ವರ್ಯುಕರ್ತೃಕಂ ಪ್ರಥನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ। ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಯಃ ಕುರ್ವಿತಿ ಬ್ರೂತೇ ಸ ಕಾರಯತ್ಯೇವ ತಥಾತ್ರಾಪಿ ಯಃ ಪ್ರಥಸ್ವೇತಿ ಬ್ರೂತೇ ಸ ಪ್ರಥಯತ್ಯೇವ। ಯದುಕ್ತಂ ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ ದಿವ ಇತಿ ಪಾಠಕ್ರಮನಿಯಮಾದದೃಷ್ಟಾರ್ಥೋ ಮಂತ್ರ ಇತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅಥವಾ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು (ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು) ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ.

'ವಾ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "**ಉರುಪ್ರಥಸ್ವೇತಿ ಪ್ರಥಯತಿ**" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "**ಯಜ್ಞಪತಿಮೇವ ತತ್ಪ್ರಥಯತಿ**" ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದವಿದೆ. ಅಧ್ವರ್ಯುವು "**ಉರುಪ್ರಥಸ್ವ**" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾನೆ. ಪುರೋಡಾಶವು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೋ, ಅದೇರೀತಿ ಯಜಮಾನನೂ ಕೂಡ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಈ ಅರ್ಥವಾದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಅರ್ಥವಾದಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ "**ಯಜ್ಞಪತಿಮೇವ ತತ್ಪ್ರಥಯತಿ**" ಎಂಬ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅರ್ಥವಾದ—ಮೀಮಾಂಸಕರ ಪ್ರಕಾರ ವೇದರಾಶಿಯೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಹಿತಾಭಾಗವು ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು, ಇವೆರಡು ಗುಂಪಿಗೂ ಸೇರದ ಭಾಗಗಳು ಇವೆ. ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿರರ್ಥಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ವೇದದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುಂದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳೂ ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ನೈಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವುಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ, ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ 'ಅರ್ಥವಾದ' ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಿಷಿದ್ಧವಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥವಾದವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

೧. ಪ್ರಶಂಸಾ—(ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದುದು)

೨. ನಿಂದಾ—(ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ವಾದಿಸುವುದು)

From its mention in the mantra.

The adhvaryu, referring to the purodasa quotes the mantra and says, Spread it out. And because he says this we understand the act of spreading it out to be the work of the

೩. ಪರಕೃತಿ—(ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದು)

೪. ಪುರಾಕಲ್ಪ—ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲವುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೋದಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಮೇಲೆ ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಮೂರು ವಿಧ.

೧. **ಗುಣವಾದ**—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, (Metaphorical Statement) ಗುಣವಾದವೆಂದು ಹೆಸರು. **“ ಆದಿತ್ಯೋ ಯೂಪಃ ”** ಎಂಬುದೊಂದು ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಸೂರ್ಯನೇ ಯೂಪಸ್ತಂಭವೆಂದರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಯೂಪಸ್ತಂಭವು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಾಶವು ಸಾಮಾನ್ಯಗುಣವೆಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ.

೨. **ಅನುವಾದ**—ತಿಳಿದ ಅಂಶವನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳುವುದು. **“ ಅಗ್ನಿರ್ಹಿಮಸ್ಯ ಭೇಷಜಂ ”** ಚಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯು ನಿವಾರಕ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ.

೩. **ಭೂತಾರ್ಥವಾದ**—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು— **“ ಇಂದ್ರೋ ವೃತ್ರಾಯ ವಜ್ರಮುದಯಚ್ಛತ್ ”**—ಇಂದ್ರನು ವೃತ್ರಾಸುರನಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು.

ಈ ಮೂರನೆಯ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವಾದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣ, ಸಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಆಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೂ, ಮೀಮಾಂಸಕರಿಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಭೂತಾರ್ಥವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ದರೆ, ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಯಣಾದಿಗಳೂ, ಭೂತಾರ್ಥವಾದಗಳೂ, ಪ್ರಶಂಸಾ, ಅಥವಾ ನಿಂದಾತ್ಮಕಗಳಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೀಮಾಂಸಕರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರ ವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಲವುಂಟೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ‘ ರಾತ್ರಿಸತ್ರ ’ ವೆಂಬ ಯಾಗದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ ಫಲವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅರ್ಥವಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

---

adhvaryu. As in common talk whoever says, Do this may be looked on as the real agent, so here the adhvaryu who says, Spread it out, is he who spreads it out,

As to the argument that the mantras must have a spiritual use in the sacrifice, because it is strictly enjoined that such a text as for example, "agnir murdha divah," be recited in that order of the words only, his answer to that is in the next sutra.

ಕರ್ಮವಾದಿಗಳಾದ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಈ ಫಲಪ್ರಮಾಣವಾದ (ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವೂ ಯಜ್ಞಪೋಷಕ ವಾಗಿದ್ದರೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು) ದಿಂದ, ಇವರ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಗೀತಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ—

" ತದ್ಯಥೇಹ ಕರ್ಮಜಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತ ಏವಮೇವಾಮುತ್ರ ಪುಣ್ಯ-
ಜಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೇ " (ಛಾಂ. ಉಪ. ೮-೧-೬)

ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ—

ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯವಿಪಶ್ಚಿತಃ |
ವೇದವಾದರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ || (ಭ. ಗೀ. ೨-೪೨)

ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ, ಐಹಿಕ ಫಲವು ಹೇಗೆ ನಶ್ವರವಾದುದೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ರೂಪವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸುಖಗಳೂ ಕೂಡ ನಶ್ವರ ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ ನಶ್ವರ ಫಲವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಫಲವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ವೇದಾಂತಿಗಳು (ಮೀಮಾಂಸಕರು) " **ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ** " ಎಂದರೆ ದಡ್ಡರು ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.

" **ಉರುಪ್ರಥಸ್ವ** " ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ " **ಪ್ರಥಯತಿ** " ಎಂಬ ಪದವು ಅರ್ಥವಾದ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಪ್ರಥನಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಧಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ? ಆ ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, " **ಮಂತ್ರಾಭಿದಾನಾತ್** " ಎಂಬ ಸೂತ್ರವೇ ಉತ್ತರ.

ಅಧ್ವರ್ಯುವು " **ಉರುಪ್ರಥಸ್ವ** " ಎಂದು ಪುರೋಡಾಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. " ಪುರೋ ಡಾಶವೇ, ಪ್ರಥಸ್ವ ಎಂದರೆ, ಹರಡಿಕೋ, ವಿಸ್ತರಿಸು " ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಥನಕಾರ್ಯವು ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಪುರೋಡಾಶಪ್ರಥನವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಗ ವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೂ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ವರ್ಯುವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಧಿಸು ವುದು ಆವಶ್ಯಕವಲ್ಲ.

ಈ " **ಮಂತ್ರಾಭಿದಾನಾತ್** " ಎಂಬುದು ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರವಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, " **ಮಂತ್ರಾಭಿಧಾನಾತ್** " ಎಂಬ ಶಾಬರಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಸೂತ್ರಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳದ್ದೇ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಒಂದೊಂದುವೇಳೆ ಸೂತ್ರಗಳಂತೆ ಇರುವ ತಮ್ಮವೇ ಆದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು. ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೀಗಿದೆ.—

" ಸೂತ್ರಾರ್ಥೋ ವರ್ಣ್ಯತೇ ಯತ್ರ ಪದೈಃ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರಿಭಿಃ |
ಸ್ವಪದಾನಿ ಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೇ ಭಾಷ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯವಿದೋ ವಿದುಃ || "

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಎರಡನೆಯ " **ವಾಕ್ಯನಿಯಮಾತ್** " ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, " **ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ....** " ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಉದಹರಿಸಿ ಪದಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿದರೆ, ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದೇ

ಇದ್ದರೂ, ಪದಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಿದರೆ ಅನರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.

ಅವಿರುದ್ಧಂ ಪರಂ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೪)

ಪರಂ ದ್ವಿತೀಯಸೂತ್ರೋಕ್ತಮಸ್ಮತ್ಪಕ್ಷೇಽಪ್ಯವಿರುದ್ಧಂ । ನ ಹಿ ವಯಂ ಪಾಠಕ್ರಮನಿಯಮಾದದೃಷ್ಟಂ ನಿವಾರಯಾಮಃ । ಕಿಂ ತರ್ಹಿ । ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೇನ ಜಾಯಮಾನಮರ್ಥಪ್ರತ್ಯಾಯನಂ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನತ್ವಾನ್ನೋಪೇಕ್ಷಿತವ್ಯಮಿತ್ಯೇತಾವದೇವ ಬ್ರೂಮಃ । ನನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೀರಾಸಾದಯ । (ವಾ. ಸಂ. ೧-೨೮) ಇತಿ ಮಂತ್ರೋ ಬುದ್ಧಮೇವಾರ್ಥಂ ಶಾಸ್ತಿ । ತದಯುಕ್ತಂ । ಸೋಪಾನತ್ಕಸ್ಯೋಪಾನದಂತರಾಸಂಭವಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಚೇತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿಹಾರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಎರಡನೆಯ "**ವಾಕ್ಯನಿಯಮಾತ್**" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಮಂತ್ರಗಳ ಆನುಪೂರ್ವಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಫಲವುಂಟು ಎಂಬುದು. ಇದು ನಮಗೂ ಅಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಎಂದರೆ, ನಾವೂ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಫಲವುಂಟೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಷ್ಟೇ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿದವರಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಿಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಫಲವೂ ಉಂಟು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರವಾದ "**ಬುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಾತ್**" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿ "**ಅಗ್ನೀದಗ್ನೀನ್ವಿಹರ**" ಎಂಬ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಗ್ನಿವಿಹರಣಮಂತ್ರವು ಇದು ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನಕಾಲದಲ್ಲೇ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವು. ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರವು ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಇಲ್ಲಿ "**ಪ್ರೋಕ್ಷಣೀರಾಸಾದಯ**" ಎಂಬ ವಾಜಸನೇಯ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ಜಲವನ್ನು,

---

Your second point is not inconsistent with our view.

Your second point. that taken in your second sutra, is not inconsistent with our view. For we by no means deny that there is a spiritual benefit flowing from the observance of the strict order of the recited text. What then? All we say is that since the function of conveying a meaning, which belongs to the recitation of the mantra, is a non-spiritual one, it must not be left out of sight.

ಯಜ್ಞೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ (ಮಂತ್ರ ಜಲವನ್ನು, ಶುದ್ಧಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುಮುಕಿಸುವುದು) ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಇದೂ ಅಗ್ನಿವಿಹರಣದಂತೆ ಜ್ಞಾತವಾದ ವಿಷಯವೇ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ತಿಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಾದರಕ್ಷೆಯಮೇಲೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಸಂಭವ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪ್ರೈಷಕರ್ಮಣೋ ಗರ್ಹಾನುಪಲಂಭಃ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ವಾದಿತಿ ॥

(ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೫)

ಸಂಪ್ರೈಷಕರ್ಮಣೋ ಗರ್ಹಾ ತ್ವದುಕ್ತದೋಷೋ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ । ಬುದ್ಧ-ಸ್ಯಾಪ್ಯರ್ಥಸ್ಯ ಮಂತ್ರೇಣೈವಾನುಸ್ಮರಣೇ ಸತಿ ನಿಯಮಾದೃಷ್ಟಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ ಸದ್ಭಾವಾತ್ । ಯಚ್ಚೋಕ್ತಂ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗೇತಿ ಮಂತ್ರೋಽ-ಸಂತಮೇವಾರ್ಥಮಭಿಧತ್ತ ಇತಿ ತಸ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಿಧಾಯಕವಾಕ್ಯವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ

"**ಪ್ರೋಕ್ಷಣೀರಾಸಾದಯ,**" "**ಅಗ್ನೀದಗ್ನೀನ್ವಿಹರ**" ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈಷಮಂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಅನವಶ್ಯಕ, ತಿಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದೃಷ್ಟಫಲವಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗೂಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಗೆ ತರಲು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಾಧನಬೇಕು. ತದೇಕಧ್ಯಾನರಾಗಿ, ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪುನಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರೈಷ ಮಂತ್ರವು ನಿರರ್ಥಕವೆಂಬುದು ತಪ್ಪು.

ಯದಿ ಹಿ ಬೋಧ ಏವಾವತಿಷ್ಠೇತ ತತೋಽನಪಕಾಶತ್ವಂ ಭವೇತ್। ಇಹ ತು ತದೀಯಸಂಸ್ಕಾರಮಾತ್ರಾವಸ್ಥಾನಾತ್ತದಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ್ವಾರೇಣಾಸ್ತಿಜ್ಞಾನೋ-ತ್ಪತ್ತ್ಯವಸರ ಇತಿ ನ ಮಂತ್ರಾನರ್ಥಕ್ಯಂ ।

(ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕ ೧-೨-೧೫)

But, it may be said, the mantra "prokshanir asadya" teaches something that was known already, And this is not right. For no man puts a shoe on a foot which is already provided with one. He disposes of this objection in the next sutra.

An act enjoined by a text is not open to this censure. Because of the ceremonial perfection obtained.

The "censure" is the fault you allege. It does not arise, as you declare, in the case of an act enjoined by a text such as this is. The thing is known already. But the

ಎಂದರೆ— “ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿ ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ನಿಗೂಢಾ (Sub-Conscious) ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂತ್ರವು ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಮಂತ್ರಗಳು ನಿರರ್ಥಕಗಳೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ”

‘ ಸಂಸ್ಕಾರ ’ ಪದಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಅದೃಷ್ಟಫಲ, (ಗುಣಾಂತರಾಧಾನ) ಅಥವಾ ನಿಗೂಢವಾದ ಭಾವನೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಮಂತ್ರಗಳು ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

“ ಅವಿದ್ಯಮಾನವಚನಾತ್ ” ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **“ ಚತ್ವಾರಿಶೃಂಗಾ ”** ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಅಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಿದು.

ಅಭಿಧಾನೇಽರ್ಥವಾದಃ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೬)

ಅಸತೋಽರ್ಥಸ್ಯಾಭಿಧಾನೇ ವಾಕ್ಯೇ ಗೌಣಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯೋಕ್ತಿರ್ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾ । ತದ್ಯಥಾ । ಚತ್ವಾರೋ ಹೋತ್ರಧ್ವರ್ಯೂದ್ಗಾತೃಬ್ರಹ್ಮಾಣೋಽಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಶೃಂಗಾಣಿ । ಪ್ರಾತಃಸವನಾದಯಸ್ತ್ರಯಃ ಪಾದಾಃ । ಪತ್ನೀಯಜಮಾನೌ ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇ । ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದೀನಿ ಸಪ್ತ ಛಂದಾಂಸಿ ಹಸ್ತಾಃ । ಋಗ್ವೇದಾದಿಭಿಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವೇದೈಸ್ತ್ರೇಧಾ ಬಂಧನಂ । ಕಾಮಾನ್ವರ್ಷತೀತಿ ವೃಷಭಃ । ರೋರವೀತಿ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನ್ ಪುನಃಪುನಃ ಕರೋತಿ । ಮಹೋ ದೇವಃ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರೌಢೋ ಯಜ್ಞರೂಪೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾನಾವಿವೇಶೇತಿ ಮನುಷ್ಯಾ ಏವಾತ್ರಾಧಿಕಾರಿಣಃ । ಲೋಕೇಽಪ್ಯೇವಂ ಗೌಣಪ್ರಯೋಗಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ । ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನೀ ಹಂಸದಂತಾವಲೀ ಕಾಶವಸ್ತ್ರಾ ಶೈವಲಕೇಶಿನೀತ್ಯೇವಂ ನದ್ಯಾಃ ಸ್ತೂಯಮಾನತ್ವಾತ್ । ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವ, ಶೃಣೋತ ಗ್ರಾವಾಣ ಇತ್ಯಾದ್ಯಚೇತನಸಂಬೋಧನಾನಿ ಸ್ತುತಿಪರತ್ವೇನ ಯೋಜನೀಯಾನಿ । ಯಸ್ಮಿನ್ವಪನ ಓಷಧಿರಪಿ ತ್ರಾಯತೇ ತತ್ರ ವಪನಕರ್ತಾ ತ್ರಾಯತ ಇತಿ ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಂ । ತಥಾ ಗ್ರಾವಾಣೋಽಪಿ

---

calling it to remembrance by the mantra results in a ceremonial perfection of the character of the spiritual benefit resulting from a thing being done in the way prescribed.

As to what was said about the mantra "chatvari sringa &c." making mention of something that does not so much as exist his answer to that is in the following sutra.

In such mention there is a special meaning.

In the case of the mention of, that is, of a sentence dealing with, a thing non-existent, we must recognize a metaphorical meaning. Take the present example. The four officiating priests—hotri, adhvaryu, udgatri and brahma—are the four horns of this sacrifice. The morning, noon, and evening oblations are its three feet. The sacrificer and his wife are

ಪ್ರಾತರನುವಾಕಂ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಕಿಮುತ ವಿದ್ವಾಂಸೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಇತ್ಯ-ಮಂತ್ರಣಾಭಿಪ್ರಾಯಃ । ಯೋಽಪ್ಯದಿತಿರ್ದ್ಯೌರದಿತಿರಂತರಿಕ್ಷಮಿತಿ ವಿಪ್ರತಿ-ಷೇಧ ಉಕ್ತಸ್ತಸ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಅಸತ್ತಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವುಂಟು.

ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತಾದ ವಸ್ತುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗೌಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವೈದಿಕವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ. ನದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, "**ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನೀ**" ಎಂದರೆ ಚಕ್ರವಾಕಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಅದರ ಸ್ತನಗಳು '**ಹಂಸದಂತಾವಲೀ**' ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಅದರ ದಂತಪಂಕ್ತಿ ಕಶವೆಂಬ ಹುಲ್ಲೇ ಅದರ ವಸ್ತ್ರವು ಶೈವಲವೇ ಅದರ ಕೇಶಪಾಶವು. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವಾಕ, ಹಂಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಉದಹರಿಸಿರುವ "**ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ**" ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬು, ಮೂರು ಕಾಲು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು—

ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ:—ಯಜ್ಞಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತೃ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬುಗಳು.

ತ್ರಯಃ ಪಾದಾ:—ಪ್ರಾತಃಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಸವನಗಳೇ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳು.

ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇ:—ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನೀ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಎರಡುತಲೆಗಳು.

ಸಪ್ತ ಹಸ್ತಾಸಃ:—ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಏಳು ಛಂದಸ್ಸುಗಳೇ ಏಳು ಕೈಗಳು.

ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧ:—ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಮೂರು ವೇದಗಳೇ ಮೂರು ಬಂಧನಗಳು.

ವೃಷಭ:—ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವವನು. (ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸುವವನು)

ರೋರವೀತಿ:—ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

---

the two heads. The gayatri and its fellow-metres are the seven hands. The triple binding by three Vedas. If the sacrifice is called vrishabha (a bull) that is, because it rains down (varshati) blessings. If it is said of it that it roars mightily, the meaning is that it is repeatedly the cause of sounds in the shape of the stotra and the Shastras. "This great god," that is, this god in the form of his fully-developed sacrifice, "has approached mortals," that is, men, and men only, can have part in it. Such metaphorical meanings are as common in profane literature, A river is described as having two chakravaka birds for her breasts, white swans for her lines of teeth, the kasa plant for her garment, and the saivala plant of her hair. In the same way such texts as "oshade trayasva" and "srinota gravacah," in which things without sense are addressed by name, must be construed as implying praise. "If in

ಮಹೋ ದೇವ :—ಇಂತಹ ಯಜ್ಞರೂಪನಾದ ದೇವತೆಯು.

ಮರ್ತ್ಯಾನಾವಿವೇಶ :—ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂದರೆ, ಈ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೇ ಇದೆ.

ಎಂದರೆ, ಯಜ್ಞರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಭೂತವಾದವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳು ಎಂಬುದೇ ಈ ಮಂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಹೊರತು ಅದೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತು ನಿರಾಧಾರವಾದುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಆಯಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳವು. "**ಓಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ**" ಯಾಗದೀಕ್ಷಾಂಗವಾಗಿ ಯಜಮಾನನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ಷೌರಕರ್ಮಾಂಗವಾದ ಮಂತ್ರವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, "ಯಜಮಾನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು" ಎಂದು ಮಂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಕ್ಷುರಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಯಜಮಾನನನ್ನು ದರ್ಭೆಯೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಮೇಲೆ, ಆ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಜಮಾನನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು.

ಹೀಗೆಯೇ "**ಶೃಣೋತ ಗ್ರಾವಾಣಃ**" ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾತರನುವಾಕವನ್ನು (ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು) ಹೇಳುವ ಮೊದಲು, "ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಕೇಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಚೇತನವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆಯೆಂದಮೇಲೆ, ಪಂಡಿತರಾದ, ನೆರೆದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಂತ್ರಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ, ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

"**ಅರ್ಥವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್**" ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರದ "**ಅದಿತಿರ್ದ್ಯೌರದಿತಿರಂತರಿಕ್ಷಂ**"—ಅದಿತಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅದಿತಿಯೇ ಆಕಾಶ—ಮತ್ತು "**ಏಕ ಏವ ರುದ್ರಃ**" "**ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾಃ**"—"ರುದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ," "ಸಾವಿರಾರು ರುದ್ರರು"—ಮುಂತಾದವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವುಳ್ಳವು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ—

ಗುಣಾದವಿಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೭)

ಯಥಾ ತ್ವಮೇವ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಮಾತೇತ್ಯತ್ರ ಗೌಣಪ್ರಯೋಗಾದವಿರೋಧಸ್ತದ್ವತ್ । ಏವಮೇಕರುದ್ರದೇವತ್ಯೇ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕೋ ರುದ್ರಃ ಶತರುದ್ರದೇವತ್ಯೇ ಶತಂ ರುದ್ರಾ ಇತ್ಯವಿರೋಧಃ । ಯದಪ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾ-

---

this sowing the plant itself is protected, much more will the sower be" is the meaning of the one text. "If the very stones listen to the morning lesson, much more will learned brahmanas" is the meaning of the other.

As to the contradiction supposed to be involved in saying that Aditi is both Dyaus and Antariksha, his answer to that is in the next sutra.

Admit the metaphorical meaning, and there will be no contradiction.

It is just as in the sentence. You are my father and my mother, where the metaphorical meaning is apparent, and there is no contradiction. In the same way, too, in

**ಯನುಧೀಯಾನೋ ಮಾಣವಕಃ ಪೂರ್ಣಿಕಾಯಾ ಅವಹತಿಂ ನ ಪ್ರಕಾಶ-
ಯಿತುಮಿಚ್ಛತೀತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ||**

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ "ನೀನೇ ತಂದೆ, ನೀನೇ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ" ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಧಾರಣ ವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ, "**ಅದಿತಿರ್ದ್ಯೌರದಿತಿ-ರಂತರಿಕ್ಷಂ**" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಅದಿತಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅದಿತಿಯೇ ಆಕಾಶವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಗೌಣವಾದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ರುದ್ರನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರುದ್ರನು ದೇವತೆ, ನೂರು ರುದ್ರರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ನೂರು ರುದ್ರರು ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

"**ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವದವಚನಾತ್**" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಪೂರ್ಣಿಕಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕುಟ್ಟುವಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅವಘಾತಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಂತ್ರ, ಅವಘಾತಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬ "**ವಿದ್ಯಾವಚನಮಸಂಯೋಗಾತ್**" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

**ವಿದ್ಯಾವಚನಮಸಂಯೋಗಾತ್ || (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೮)
ವೇದವಿದ್ಯಾಗ್ರಹಣಕಾಲೇಽರ್ಥಸ್ಯ ಯದವಚನಂ ತದಯಜ್ಞಸಂಯೋಗಾ-
ದುಪಪದ್ಯತೇ । ನ ಹಿ ಪೂರ್ಣಿಕಾಯಾ ಅವಘಾತೋ ಯಜ್ಞಸಂಯುಕ್ತಃ
ನಾಪಿ ಮಾಣವಕೋ ಯಜ್ಞಮನುತಿಷ್ಠತಿ । ಅತೋ ಯಜ್ಞಾನುಪಕಾ-
ರಾನ್ನತತ್ರಾರ್ಥವಿವಕ್ಷಾ || ಯದಪ್ಯುಕ್ತಂ ಅಮ್ಯಕ್ಸಾ ತ ಇಂದ್ರ । ಸೃಣ್ಯೇವ
ಜರ್ಭರೀ ತುರ್ಫರೀತೂ ಇತ್ಯಾದಾವರ್ಥಸ್ಯ ಜ್ಞಾತುಮಶಕ್ಯಾತ್ವಾನ್ನಾಸ್ತ್ಯೇ-
ವಾರ್ಥ ಇತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ||**

---

a sacrifice connected with one Rudra, there is one Rudra: in a sacrifice connecfed with a hundred Rudras, there are a hundred Rudras, and this without any contradiction in terms.

As to the remark that the boy engaged in study has no wish to throw light on what Purnika is doing his answer to that is in the next sutra.

The non-communication of knowledge here is due to the fact that there is no connection with the sacrifice.

If, at the time of studying the Veda, the meaning is not expressed, that is quite right. Because at auch a time there is no connection with the sacrifice. The action of Purnika is not connected with the sacrifice. And the boy is not performing the sacrifice, Neither Purnika nor the boy are here assisting the sacrifice, and therefore it is that there is no desire on the boy's part to convey the meaning of what he is reciting.

As to the argument that there is no meaning in such a text as, for example, "amyak sa ta indra," or "srinyeva jarbhari turpharitu," because the meaning cannot be made out, his answer to that is in the next sutra.

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ರವು ಯಾವ ಯಜ್ಞಾಂಗಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

ವೇದಾಭ್ಯಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಗ್ರಹಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ? ಅವಘಾತ ಮಂತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಿಕೆಯು ಧಾನ್ಯದಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಯಜ್ಞಾಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿ, ಕುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಮೇಲೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೋಷವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ " ಅವಿಜ್ಞೇಯಾತ್ " (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩೮) ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿದೆ—

ಸತಃ ಪರಮವಿಜ್ಞಾನಂ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೪೯)

ವಿದ್ಯಮಾನ ಏವಾರ್ಥಃ ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯಾದಿಭಿರ್ನ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ । ತೇಷಾಂ ನಿಗಮನಿರುಕ್ತವ್ಯಾಕರಣವಶೇನ ಧಾತುತೋಽರ್ಥಃ ಪರಿಕಲ್ಪಯಿತವ್ಯಃ । ತದ್ಯಥಾ । ಜರ್ಭರೀ ತುರ್ಫರೀತೂ ಇತ್ಯೇವಮಾದೀನ್ಯಶ್ವಿನೋರಭಿಧಾನಾನಿ ತೇಷು ಹಿ ದ್ವಿವಚನಾಂತತ್ವಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ।ಆಶ್ವಿನಂ ಚೇದಂ ಸೂಕ್ತಮಶ್ವಿನೋಃ ಕಾಮಮಪ್ರಾಃ (ಋ. ೧೦-೧೦೬-೧೧) ಇತಿ ದರ್ಶನಾತ್ । ಏತದೇವಾಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ನಿರುಕ್ತಕಾರೋ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ । ಜರ್ಭರೀ ಭರ್ತಾರಾವಿತ್ಯರ್ಥಸ್ತುರ್ಫರೀತೂ ಹಂತಾರಾವಿತ್ಯರ್ಥಃ (ನಿ. ೧೩-೫) ಇತಿ । ಏವಮನ್ಯತ್ರಾಪಿ ತತ್ತ ಇತ್ಯಾದಾವಪ್ಯೂಹ್ನೇಯಂ । ಯದಪ್ಯುಕ್ತಂ (ಋ. ೩-೫೩-೧೪) ಪ್ರಮಗಂದಾದ್ಯನಿತ್ಯಾರ್ಥಸಂಯೋಗಾನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯಾನಾದಿತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾದ ಆಲಸ್ಯ ಸೋಮಾರಿತನ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ನಿಗಮ, ನಿರುಕ್ತ ವ್ಯಾಕರಣ ಮುಂತಾದ ಸಹಾಯಗಳಿಂದ

The meaning is there, but it is not known.

The meaning is there, but from error, laziness or the like, it is not known. In the case of such texts a meaning must be conjectured from the root of the unknown word, with the help of parallel passages, the Nirukta and grammar. Take an example. Jarbhari, turpharitu and other words of the same kind in this hymn must be names of the Asvins. For we see that they are duals. And the hymn is an Asvin hymn, as is clear from the words

ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ-ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, **"ಅಮ್ಯಕ್ ಸಾ ತ ಇಂದ್ರ,"** **"ಸೃಣ್ಯೇವ ಜರ್ಭರೀ ತುರ್ಫರೀತೂ"** ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾದ, ಸೋಮಾರಿತನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು.

ಅಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳಿಗೆ, ಅಂತಹದೇ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವ ಇತರ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು, ನಿರುಕ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಧಾತುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉದಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. **"ಜರ್ಭರೀ"** ಮತ್ತು **"ತುರ್ಫರೀತೂ"** ಎಂಬಿವು ದ್ವಿವಚನಾಂತವಾದ ಪದಗಳೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದು ಋಗ್ವೇದ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ೧೦೬ ನೆಯ ಸೂಕ್ತದ ಆರನೆಯ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಸೂಕ್ತವು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತಾಕವಾದುದೆಂಬುದು, ಅದೇ ಸೂಕ್ತದ ೧೧ ನೆಯ ಋಕ್ಕು **"ಅಶ್ವಿನೋಃ ಕಾಮಮಪ್ರಾಃ"** ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ **"ಜರ್ಭರೀ"** ಮತ್ತು **"ತುರ್ಫರೀತೂ"** ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು **"ಜರ್ಭರೀ"** ಎಂದರೆ ಭರಣಮಾಡತಕ್ಕವರು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಎಂತಲೂ, **"ತುರ್ಫರೀತೂ"** ಎಂದರೆ ಹನನಮಾಡುವವರು ಎಂತಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ.

ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ **"ಅಮ್ಯಕ್ ಸಾ ತ"** ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.

"ಅನಿತ್ಯಸಂಯೋಗಾನ್ಮಂತ್ರಾನರ್ಥಕ್ಯಂ" ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯ ಸೂತ್ರ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಗಂದ, ಬಬರ, ಪ್ರಾವಾಹಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಪುರುಷರು ಕೆಲವುಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಮೃತರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವು ಅನಾದಿಯೆಂಬುವ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ—

ಉಕ್ತಶ್ಚಾನಿತ್ಯಸಂಯೋಗಃ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೫೦)

ಪ್ರಥಮಪಾದಸ್ಯಾಂತಿಮಾಧಿಕರಣೇ ಸೋಽಯಮನಿತ್ಯಸಂಯೋಗದೋಷ

"asvinoh kamam apra" occurring in it. Reasoning in this way the author of the Nirukta gives his explanation of these words. "Jarbhari," he says, is the same as bhartarau and "turpharitu" the same as hantarau. And the same method of inference must be applied to the text "amyak sa ta" and the like.

As for the argument that the Veda cannot be without beginning; becaure in it there is mention of non-eternal things such as, for example, king Pramaganda, his answer to that in the next sutra.

> I have already dealt with the supposed connection with non-eternal things.

In the last adhikarana of the first pada of the Mimansa Sutra this objection, founded on the connection with non-eternal things, has been set out and disposed of, as

ಉಕ್ತಃ ಪರಿಹೃತಃ । ತಥಾ ಹಿ । ತತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ವೇದಾನಾಂ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ವಕ್ತುಂ ಕಾಠಕಂ ಕಾಲಾಪಕಮಿತ್ಯಾದಿಪುರುಷಸಂಬಂಧಾಭಿಧಾನಂ ಹೇತೂಕೃತ್ಯಾನಿತ್ಯದರ್ಶನಾಚ್ಚ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೨೮) ಇತಿ ಹೇತ್ವಂತರಂ ಸೂತ್ರಿತಂ । ತಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಕಾಮಯತ । (ತೈ. ಸಂ. ೭-೧-೧೦-೨) ಇತ್ಯನಿತ್ಯಾನಾಂ ಬಬರಾದೀನಾಮರ್ಥಾನಾಂ ದರ್ಶನಾತ್ತತಃ ಪೂರ್ವಮಸತ್ತ್ವಾತ್ಪೌರುಷೇಯೋ ವೇದ ಇತಿ ತಸ್ಯೋತ್ತರಮೇವಂ ಸೂತ್ರಿತಂ । ಪರಂ ತು ಶ್ರುತಿಸಾಮಾನ್ಯಮಾತ್ರಂ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೩೧) ಇತಿ ತಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಯತ್ಕಾಠಕಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾನಂ ತತ್ಪ್ರವಚನನಿಮಿತ್ತಂ । ಯತ್ತು ಪರಂ ಬಬರಾದ್ಯನಿತ್ಯದರ್ಶನಂ ತಚ್ಛಬ್ಧಸಾಮಾನ್ಯಮಾತ್ರಂ । ನ ತು ತತ್ರಾನಿತ್ಯೋ ಬಬರಾಖ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಪುರುಷೋ ವಿವಕ್ಷಿತಃ । ಕಿಂ ತು ಬಬರ ಇತಿ ಶಬ್ದಾನುಕೃತಿಃ । ತಥಾ ಸತಿ ಬಬರೇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕುರ್ವನ್ವಾಯುರಭಿಧೀಯತೇ । ಸ ಚ ಪ್ರಾವಾಹಣಿಃ । ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ವಹನಶೀಲಃ । ಏವಮನ್ಯತ್ರಾಪ್ಯೂಹನೀಯಂ । ತದೇವಂ ಕಸ್ಯಚಿದಪಿ ದೋಷಸ್ಯಾಸಂಭವಾದ್ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಾಯೈವ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಾಃ । ನನ್ವರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥತ್ವೇ ಸತಿ ದೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಲಭ್ಯತ ಇತಿ ಯುಕ್ತಮಾತ್ರಮಿದಮುಚ್ಯತೇ । ನ ತ್ವೇದದುಪೋದ್ಬಲಕಂ ಕಿಂಚಿಚ್ಛ್ರೌತಂ ಲಿಂಗಂ ಪಶ್ಯಾಮ ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ.

ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದ ಕಡೆಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ " **ತಥಾ ಹಿ** " ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವೇದಗಳು ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾದುವು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಎರಡು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು—ಒಂದು, ಕಾಠಕ, ಕಾಲಾಪಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರುಷರ ಸಂಬಂಧ

---

follows. There. while engaged in putting forward the view to be controverted, Jaimini has adduced the occurrence of such titles as Kathaka and Kalapaka. as indicating the human origin of the Vedas. In the sutra "And because non-eternal things are mentioned" he adduces a second reason The meaning is this. In the text "babarah pravahanir akamayata" mention is made of non-eternal things, such as Babara, a proper name, and the like. The Veda cannot have existed before these non-eternal things, and is therefore of human origin. The answer to this is in the sutra "Your second argument is based on a similarity of sounds only." The meaning of this is as follows. We have seen that the occurrence of such titles as Kathaka is due to the fact that sages like Katha taught the various versions of the Veda. Your second argument, drawn from the occurrence in the Veda of non-eternal things like

ವನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು "ಅನಿತ್ಯ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ" ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವೂ ವೇದ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ "ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಕಾಮಯತ" ಎಂಬುದೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಬರ ಮುಂತಾದ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುರುಷಕೃತವಾದುದೆಂದು, ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದರೆ—

"ಪರಂ ತು ಶ್ರುತಿಸಾಮಾನ್ಯಮಾತ್ರಂ"

ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೈಮಿನಿಯ ಉತ್ತರ. ಎಂದರೆ ಈ ಪದಗಳಿಗೂ ಲೌಕಿಕ ಪದಗಳಿಗೂ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಆನುಪೂರ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ--ಕಾಠಕ, ಕಾಲಾಪಕ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಶಾಖಾಭೇದ ವಾಚಿಗಳು. ಬಬರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಆನುಪೂರ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೌಕಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಬರನೆಂಬೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಬಬರ ಎಂಬುದು ವಾಯುವು ಬೀಸುವಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ "ಬಬರಃ" ಎಂದರೆ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಾಯುವು ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ "ಪ್ರಾವಾಹಣಿಃ" ಎಂದರೆ "ಪ್ರವಹಣಶೀಲಃ" ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಮಗಂದಾದಿ ಪದಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂತಲೂ ಆಯಿತು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಗಳು. ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೈಮಿನಿಯು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

Babara, really rests on a similarity of sounds only. There is no reference in the passage in question to a man called Babara. Babara is an onomatopœic word. That being so, by the person who makes the sound ba-ba-ra is meant the god Vayu or the wind. The other word here, "pravahani," is also a name of Vayu so styled because he "pre-eminently travels" (prakarshena vahanasilah). Similar reasonings must be applied to other passages which appear to present a reference to non-eternal things.

We have thus got rid of each and every objection. At the sacrifice the texts are meant to be significant, and they are recited that they may convey their meaning.

But, it may be said, this thesis of yours, that the use of the recited texts at the sacrifice is a non-spiritual one, aheir purport being merely to convey their meaning, can be put by you only on probable grounds. You connot produce a proof confirming this view from Scripture. He anticipates and answers this doubt in the next sutra.

ಲಿಂಗೋಪದೇಶಶ್ಚ ತದರ್ಥವತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೫೧)

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಗ್ನೀಧ್ರಮುಪತಿಷ್ಠೇತೇತಿ ಶ್ರೂಯತೇ । ತಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಯಸ್ಯಾ ಋಚಃ ಸೇಯಮಾಗ್ನೇಯೀ । ತಯಾಗ್ನೀಧ್ರಸ್ಥಾನಮುಪತಿಷ್ಠೇತೇತಿ । ಅತ್ರ ಹ್ಯುಪಸ್ಥಾನಮುಪದಿಶದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಗ್ನೇ ನಯ (ಋ. ೧-೧೮೯-೧) ಇತ್ಯನಯೋಪತಿಷ್ಠೇತೇತಿ ಮಂತ್ರಪ್ರತೀಕಂ ಪಠಿತ್ವಾ ನೋಪದಿಶತಿ ಕಿಂತು ಆಗ್ನೇಯೀತ್ಯಲಿಂಗೇನೋಪದಿಶತಿ । ಯದಾ ತಸ್ಯಾಮೃಚ್ಯಗ್ನಿಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ ತದಾ ತಸ್ಯಾ ಋಚೋಽಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಭವತಿ । ತಥಾ ಸತ್ಯಾಗ್ನೇಯ್ಯೇತಿ ದೇವತಾವಾಚಿತದ್ಧಿತಾಂತನಿರ್ದೇಶ ಉಪಪದ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದಯಮುಪದೇಶಸ್ತನ್ಮಂತ್ರವಾಕ್ಯಮರ್ಥವದಿತಿ ಬೋಧಯತಿ । ಅತೋ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥತ್ವಾದರ್ಥಪ್ರತ್ಯಾಯನಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯೋಗಕಾಲೇ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣಂ । ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥತ್ವೇ ಲಿಂಗಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ--ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

"ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಽಗ್ನೀಧ್ರಮುಪತಿಷ್ಠೇತ" ಎಂಬುದೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯ. ಇದು ಆಗ್ನೀಧ್ರನ ವೇದಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾ" ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಎಂದು ಅರ್ಥವು. ಈ ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದ ಮಂತ್ರವು "ಅಗ್ನೇನಯ" ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನೇನಯ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಗ್ನೇಯೀ ಎಂಬ (ಅಗ್ನಿಯು ಯಾವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೇವತೆಯೋ ಆ ಮಂತ್ರ ತದ್ಧಿತಾಂತಪದ. ತದ್ಧಿತಾಂತವಾದರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ) ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು. ಆ ಮಂತ್ರವು ಅರ್ಥಯುಕ್ತವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದಲೇ, ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನುಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.—

The references to mantras by a general description show that the meaning of the texts is taken into account.

There is the brahmana text "agney yagnidhram upatishtheta." The meaning of that is as follows. A verse which has Agni for its deity is styled an Agneyi verse. With such a verse approach the agnidhrasthana. Now here the brahmana, in enjoining the approach referred to, does not take the first two or three words of a verse and say "Approach with the verse, Agne naya &c." No. It uses Agneyi as a descriptive title of such verses. Since wherever Agni is chiefly made mention of in a verse, Agni is the deity of that verse. That being so the taddhita derivative Agneyi is a grammatically correct descriptive title of such verses. Therefore this isjunction indicates that the mantra here is recognized as having a

ಊಹಃ ॥ (೧-೨-೫೨)

ಪ್ರಕೃತಾವಾಮ್ನಾತಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಕೃತೌ ಸಮವೇತಾರ್ಥತ್ವಾಯ ತದುಚಿತಪದಾಂತರಸ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪೇಣ ಪಾಠ ಊಹಃ । ಶದ್ಯಥಾ । ಅನ್ವೇನಂ ಮಾತಾ ಮನ್ಯತಾಮನು ಪಿತಾನು ಭ್ರಾತೇತಿ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಪಶುವಿಷಯೋ ಮಂತ್ರಪಾಠಃ (ಮೈ. ಸಂ. ೪-೧೩-೪) ತಸ್ಯ ಚ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಕೃತೌ ಪಶುದ್ವಯೇ ಸತ್ಯನ್ವೇನೌ ಮಾತಾ ಮನ್ಯತಾಮಿತ್ಯೂಹಃ । ಪಶುಬಹುತ್ವೇ ಸತ್ಯನ್ವೇನಾನ್ಮಾತಾ ಮನ್ಯತಾಮಿತ್ಯೂಹಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ । ಏತನ್ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮೇವಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ನ ಮಾತಾ ವರ್ಧತೇ ನ ಪಿತೇತಿ । ತತ್ರೇದಂ ಚಿಂತನೀಯಂ । ಕಿಮತ್ರ ಶರೀರವೃದ್ಧಿರ್ನಿಷಿಧ್ಯತೇ ಆಹೋ ಸ್ವಿಚ್ಛಬ್ದವೃದ್ಧಿರಿತಿ । ಏಕವಚನಾಂತಸ್ಯ ಮಾತೃಶಬ್ದಸ್ಯ ಮಾತರಾವಿತಿ ದ್ವಿವಚನಾಂತತ್ವೇನ ವಾ ಮಾತರ ಇತಿ ಬಹುವಚನಾಂತತ್ವೇನ ವಾ ಪ್ರಯೋಗಃ ಶಬ್ದವೃದ್ಧಿಃ । ತತ್ರ ನ ತಾವಚ್ಛರೀರವೃದ್ಧಿರ್ನಿಷೇದ್ಧುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಬಾಲ್ಯಕೌಮಾರಯೌವನಾದಿವಯೋಽನುಸಾರೇಣ ತದ್ವೃದ್ಧೇಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾತ್ । ಅತಃ ಶಬ್ದವೃದ್ಧಿನಿಷೇಧ ಏವ ಪರಿಶಿಷ್ಯತೇ । ಮಾತೃಶಬ್ದಪಿತೃಶಬ್ದಯೋರ್ವಿಶೇಷಾಕಾರೇಣ ವೃದ್ಧಿನಿಷೇಧಾದಿತರಸ್ಯೈನಮಿತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯಾರ್ಥಾನುಸಾರಿಣೀ ವೃದ್ಧಿಃ ಸೂಚಿತಾ ಭವತಿ । ತತ್ರ ಯದ್ಯರ್ಥೋ ನ ವಿವಕ್ಷ್ಯೇತ ತದಾ ಪಶುದ್ವಿತ್ವೇ ದ್ವಿವಚನಂ ಪಶುಬಹುತ್ವೇ ಬಹುವಚನಂ ಚ ಕಥಮೂಹ್ಯೇತ । ತಸ್ಮಾದ್ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಾ ಮಂತ್ರಾಃ । ತಸ್ಮಿನ್ನೇವಾರ್ಥೇ ಲಿಂಗಾಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಆವಶ್ಯಕಬಿದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ.

ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬದಲು ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಊಹವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಶುವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. "ಅನ್ವೇನಂ ಮಾತಾ ಮನ್ಯತಾಮನುಪಿತಾಽನುಭ್ರಾತಾ" ಎಂಬುದು. ಪಶುವಿನ

---

meaning. And since the mantras have a meaning, it is clear that the object of the recitation of the mantras at the sacrifice is to convey that meaning.

In the next sutra Jaimini furnishes a second indication from Scripture of the doctrine that the mantras at the sacrifice are used with a view to their meaning.

Uha.

By uha is meant an alteration wrought upon a text to enable it to convey a modified but kindred meaning. For example. "Anvenam ('this') mata manyatam anu pitanu bhrata"

ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಸಹೋದರ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪಶುವಿನ ಬಲಿಗೆ ಅನುಮತಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು, ಒಂದೇ ಪಶುವಿರುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ಪಶುಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ "**ಅನ್ವೇನೌ ಮಾತಾ....**" ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಪಶುಗಳಿದ್ದರೆ, "**ಅನ್ವೇನಾನ್ ಮಾತಾ....**" ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಎಂದರೆ, ಎರಡು ಪಶುಗಳಿರುವಾಗ, ಏನಂ (ಇದನ್ನು) ಎಂಬ ಏಕವಚನಾಂತ ಪದವನ್ನು "**ಏನೌ**" (ಇವೆರಡನ್ನು) ಎಂದು ದ್ವಿವಚನಾಂತವಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಪಶುಗಳಾದರೆ, "**ಏನಾನ್**" (ಇವುಗಳನ್ನು) ಎಂದು ಬಹುವಚನಾಂತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು "**ನ ಮಾತಾ ವರ್ಧತೇ ನ ಪಿತಾ**" ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಎಂದರೆ, ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಎರಡುವಿಧ. ಒಂದು—ವಯಸ್ಸಿಗನುಸಾರವಾದ ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ವಾರ್ಧಕ್ಯರೂಪವಾದ ವೃದ್ಧಿ. ಎರಡನೆಯದು—ಮಾತಾ, ಪಿತಾ ಎಂಬ ಏಕ ವಚನಾಂತಶಬ್ದಗಳು ಮಾತರೌ, ಮಾತರಃ ಅಥವಾ ಪಿತರೌ, ಪಿತರಃ ಎಂದು ದ್ವಿವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಶಬ್ದವೃದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಯೋವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಾತೃ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನಾಂತರೂಪವಾದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದು. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃ ಪಿತೃ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ಈ ವೃದ್ಧಿ ಕೂಡದೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದಿರುವ "ಏನಂ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ದ್ವಿವಚನರೂಪವನ್ನೋ, ಬಹುವಚನ ರೂಪವನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈರೀತಿ ಪದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟು.

---

is the original form of a mantra referring to the sacrifice of an animal. When there are two animals to be sacrified the form of this mantra is altered, and they say, "enau ('these two') mata manyatam." When there are more than two there is different uha and they say "enan ('these') mata manyatam."

Of this mantra there is an interpretative brahmana, "Na mata vardhate na pita," "The mother does not increase, nor the father." Here the thought mast arise, is the increase, which is in this brahmana forbidden, increase of the body, or is it increase of the word? By increase of the word of course is meant the change of the singular "matri" to the dual "matarau," or to the plural "matarah." Now it is not possible to prohibit increase of the body. For we see it increase before onr eyes, according to the change from child to girl, from girl to woman. We are left with the increase of the word. And the special prohibition against any increase of the words matri and pitri in this text is intended to indicate that the other word enam is to be increased, according to the sense, to enau or enan. But if the meaning of the mantra is not intended to be conveyed by its recitation, then where is the necessity of introducing the dual when two beasts are to be sacrificed, or the plural when more than two beasts are to be sacrificed?

In the same matter he brings forward still another indication from scripture in the next sutra.

ವಿಧಿಶಬ್ದಾಚ್ಚ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೫೩)

ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗತಃ ಶಬ್ದೋ ವಿಧಿಶಬ್ದ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಸ ಚೈವಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ಶತಂ ಹಿಮಾಃ ಶತಂ ವರ್ಷಾಣಿ ಜೀವ್ಯಾಸ್ಮೇತ್ಯೇವೈತದಾಹ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೨-೩-೪-೨೧) ಇತಿ । ತತ್ರ ಶತಂ ಹಿಮಾ ಇತ್ಯೇತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕಂ । ಅವಶಿಷ್ಟಂ ತು ತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ । ಮಂತ್ರಸ್ಯಾವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥತ್ವೇ ತು ಕಿಂ ನಾಮ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಮಂತ್ರೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯೇತ । ತಸ್ಮಾದ್ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಪ್ರಯೋಗಕಾಲೇ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಾಯೈವೋಚ್ಚಾರಯಿತವ್ಯಾಃ ॥

ತತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕೌ—

ಮಂತ್ರಾ ಉರು ಪ್ರಥಸ್ವೇತಿ ಕಿಮದೃಷ್ಟೈಕಹೇತವಃ ।
ಯಾಗೇಷೂತ ಪುರೋಡಾಶಪ್ರಥನಾದೇಶ್ಚ ಭಾಸಕಾಃ ॥
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನಾಪಿ ತದ್ಭಾನಾನ್ಮಂತ್ರಾಃ ಪುಣ್ಯೈಕಹೇತವಃ ।
ನ ತದ್ಭಾನಸ್ಯ ದೃಷ್ಟತ್ವಾದ್ದೃಷ್ಟಂ ವರಮದೃಷ್ಟತ ॥ ಇತಿ ॥

(ಜೈ. ನ್ಯಾ. ಮಾ. ೧-೨-೪)

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿರುವ) ವಿಧಿ ಶಬ್ದಗಳೂ (ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ)

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ—ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೇ ಮೊದಲನೆಯವು—ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಶಬ್ದಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. "**ಶತಂ ಹಿಮಾಃ ಶತಂ ವರ್ಷಾಣಿ ಜೀವ್ಯಾಃ ಸ್ಮೇತ್ಯೇವೈತದಾಹ**" ಎಂಬುದೊಂದು ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದವಾಕ್ಯವು. ಇದರಲ್ಲಿ "**ಶತಂ ಹಿಮಾಃ**" ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳು ಮಂತ್ರಭಾಗ. ಉಳಿದ "**ಶತಂ ವರ್ಷಾಣಿ ಜೀವ್ಯಾಃ ಸ್ಮ....**" ಮುಂತಾದವು ಆ ಪದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಭಾಗ. "**ಶತಂ ಹಿಮಾಃ**" ಎಂದರೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯವದ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟು. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

"**ತದರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾತ್**" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ "**ವಿಧಿಶಬ್ದಾಚ್ಚ**" ಎಂಬುದರವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಜೈಮಿನೀಯ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾ ವಿಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ

Because of vidhisabdas.

A clause in a brahmana explanatory of a mantra is called a vidhisabda. For example, take the brahmana "satam himah satam varshani jivyasmetyevaitad aha." Here the words "satam himah" are the pratika, or title consisting of the first two words of the mantra which is to be explained. The rest of the brahmana is the explanation of the mantra. But if the mantra is not intended to convey a meaning, why should the purport of a mantra be explained at all ?

ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ :—"**ಉರುಪ್ರಥಸ್ವ**" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಡಾಶಪ್ರಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತವೆಯೇ?

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಉತ್ತರ (ಆಪಾತತಃ ತೋರುವ ಉತ್ತರ Prima Facie Answer) ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳೂ ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಂತ್ರಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತ:—ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಫಲವಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಷ್ಟಫಲವೇ ಮೇಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಲವಲ್ಲ.

> ನನ್ವಸ್ತು ಮಂತ್ರಭಾಗಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ। ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗಸ್ಯ ತು ನ ತದ್ಯುಜ್ಯತೇ। ತಥಾ ಹಿ। ದ್ವಿವಿಧಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ। ವಿಧಿರರ್ಥವಾದಶ್ಚೇತಿ। ತಥಾ ಚಾಪಸ್ತಂಬಃ। ಕರ್ಮಚೋದನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶೇಷೋಽರ್ಥವಾದಃ (ಆ. ಪ. ೩೨-೩೩) ಇತಿ। ವಿಧಿರಪಿ ದ್ವಿವಿಧಃ। ಅಪ್ರವೃತ್ತಪ್ರವರ್ತನಮಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪನಂ ಚೇತಿ। ಆಗ್ನಾವೈಷ್ಣವಂ ಪುರೋಡಾಶಂ ನಿರ್ವಪಂತಿ ದೀಕ್ಷಣೀಯಂ। (ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೧) ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗತವಿಧಯೋಽಪ್ರವೃತ್ತಪ್ರವರ್ತಕಾಃ। ಆತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್। (ಐ. ಆ. ೨-೪-೧) ಇತ್ಯಾದಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡಗತಾ ಅಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕಾಃ। ತತ್ರ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗತಾನಾಂ ಜರ್ತಿಲಯವಾಗ್ವಾವಾ ಜುಹುಯಾದ್ಗವೀಧುಕಯವಾಗ್ವಾ ವಾ (ತೈ. ಸಂ. ೫-೪-೩-೨) ಇತ್ಯಾದಿವಿಧೀನಾಂ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ। ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಯೋಗ್ಯದ್ರವ್ಯವಿಧಾನೇನ ಸಮ್ಯಗನುಭವಸಾಧನತ್ವಾಭಾವಾತ್। ಅಯೋಗ್ಯತ್ವಂ ಚ ವಾಕ್ಯಶೇಷೇ ಸಮಾಮ್ನಾತಂ। ಅನಾಹುತಿರ್ವೈ ಜರ್ತಿಲಾಶ್ಚ ಗವೀಧು-

---

From all this it follows that the mantras at the sacrifice have a meaning which it is intended shall be conveyed, and their recitation has therefore that for its object.

This discussion is summed up in the following two verses of the Sangraha:

"Are mantras like "uru prathasva" recited at sacrifices for the spiritual benefit residing in the mere recitation; or do they declare the spreading out of the purodasa and other parts of the sacrifice to which they refer?

ಶ್ಚೇತಿ । ತತ್ರ ಹ್ಯಾರಣ್ಯತಿಲಾನಾಮಾರಣ್ಯಗೋಧೂಮಾನಾಂ ಚಾಹುತಿ-
ದ್ರವ್ಯತ್ವಂ ನಿಷಿದ್ಧಂ । ತಸ್ಮಾದ್ಬಾಧಿತೋ ಜರ್ತಿಲಾದಿವಿಧಿರಪ್ರಮಾಣಂ ।
ಏವಮೈತರೇಯತೈತ್ತಿರೀಯಾದಿಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ತತ್ತನ್ನಾದೃತ್ಯಂ ತತ್ತಥಾ
ನ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ವಾಕ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಬಹವೋ ವಿಧಯೋ ನಿಷಿದ್ಧಾಃ । ಅಪಿ
ಚೈತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಽನುದಿತಹೋಮಂ ಬಹುಧಾ ನಿಂದಿತ್ವಾ ತಸ್ಮಾ-
ದುದಿತೇ ಹೋತವ್ಯಮಿತ್ಯಸಕೃನ್ನಿಗಮಿತಂ । ತೈತ್ತಿರೀಯಾಶ್ಚ ತದ್ವೈ-
ವಾಮನಂತಿ "ಯದನುದಿತೇ ಸೂರ್ಯೇ ಪ್ರಾತರ್ಜುಹುತ್ । ಉಭಯ-
ಮೇವಾಗ್ನೇಯಗ್ಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಉದಿತೇ ಸೂರ್ಯೇ ಪ್ರಾತರ್ಜುಹೋತಿ"
(ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೧-೨-೭) ಇತಿ । ಪುನರಪಿ ತ ಏವೋದಿತಹೋಮೇ ದೋಷ-
ಮಾಮನಂತಿ—"ಯದುದಿತೇ ಸೂರ್ಯೇ ಪ್ರಾತರ್ಜುಹುಯಾತ್ । ಯ-
ಥಾತಿಥಯೇ ಪ್ರದ್ರುತಾಯ ಶೂನ್ಯಾಯಾವಸಥಾಯಾಹಾರ್ಯಗ್ಂ ಹರಂತಿ ।
ತಾದೃಗೇವ ತತ್ ।" (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೧-೨-೧೨) ಇತಿ । ತಥೈವಾತಿರಾತ್ರೇ
ಷೋಡಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತೀತಿ ವಿಧಿರ್ನಾತಿರಾತ್ರೇ ಷೋಡಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತೀತಿ
ನಿಷೇಧೇನ ಬಾಧ್ಯತೇ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿಷ್ವಪ್ಯನುಷ್ಠಾನಾನಂತರಮೇವ
ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಂ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ । ನ ಹಿ ಭೋಜನಾನಂತರಂ ತೃಪ್ತೇ-
ರನುಪಲಂಭೋಽಸ್ತಿ । ತಸ್ಮಾತ್ಕರ್ಮವಿಧಿಷು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ದುಃಸಂಪಾದಂ।

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಹಿತಾಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎರಡು ವಿಧ—ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾದ ಎಂದು. ಆಪಸ್ತಂಬಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—"**ಕರ್ಮಚೋದನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿ**" ಎಂದರೆ, ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಿಗಳು. ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಅರ್ಥವಾದ. ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೇ ಇರುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುವು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುವು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ "**ಆಗ್ನಾವೈಷ್ಣವಂ........**" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು

It has been held that since the brahmanas also declare these rites, the mantras are recited for some virtue that lies in their recitation only: not so; their declaratory power is an immediate, temporal advantage, and that comes before a secondary spiritual adyantage."

But, it will be said we admit the authority of the mantra portion of the Veda. The brahmana portion, however, cannot rightly be said to be authoritative, for the following reasons. The brahmana portion is of two kinds, called respectively vidhi and arthavada. So, for example, Apastamba says, "Some brahmanas relate to works, that is, are vidhis, precepts: and all the remaining brahmanas are of the nature of arthavada." Vidhis, too, are of two kinds, according as they enjoin the performance of something that has not been performed, or make known something that is not known. Such vidhis as, for example,

ಮೊದಲನೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು.—ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಜಮಾನನು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಸೋಮಯಾಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ದೀಕ್ಷಣಂ। ತಸ್ಯ ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ ಹೇತುಃ ಕರ್ಮವಿಶೇಷೋ ದೀಕ್ಷಣೀಯಾಶಬ್ದವಾಚ್ಯಃ
(ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯ ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೧)

ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಣೀಯಾ(ಇಷ್ಟಿ) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ದೀಕ್ಷಾವಿಧಿಯು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಆರನೆಯ ಕಾಂಡದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಇಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು (ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯಹಿಟ್ಟು) ಆಗ್ನಾವೈಷ್ಣವ ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪ್ರವೃತ್ತಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ವಿಧಿಯೆನ್ನುವರು.

ಎರಡನೆಯ ಜಾತಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. "**ಆತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್**". ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡವೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆ. ಆರಣ್ಯಕಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಎಂದು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಹೊಸವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕವಿಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ವಿಧಿಗಳು ಎರಡು ವಿಧ.

ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ "**ಜರ್ತಿಲಯವಾಗ್ವಾ....**" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಮಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಧಾನ್ಯಗಳೂ ಆಹುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುವಲ್ಲ. ಆಹುತಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವೆಂಬುದೂ ಅದೇ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಎಳ್ಳು ಗೋಧಿಗಳು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

"agnavaishnavam purodasam nirvapanti dikshaniyayam," which fall under the karma section of the Veda, enjoin the performance of something that has not been performed. While such vidhis as, for example, "atma va idam eka evagra asit," which fall under the brahma section of the Veda, reveal something which was not previously known. Now of these two kinds there can, in the first place, be no authoritativeness about such vidhis, belonging to the karma section of the Veda, as, for example, "jartilayavagva va juhuyad gavidhukayavagva va" For these vidhis enjoin the use of substances which are not suitable for use, and they cannot therefore be said to be instruments of right knowledge. That the substances in question are not suitable for use is revealed in the rest of the sentence, "anahutir vai jartilas cha-gavidhukas cha." For there the employment in the sacrifice of wheat and oil grown in the forest is

ಹೀಗೆಯೇ ಐತರೇಯ, ತೈತ್ತಿರೀಯಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ “ **ತತ್ತನ್ನಾದೃತ್ಯಂ** ” ಈತರಹದವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಾರದು, “ **ತತ್ತಥಾ ನ ಕಾರ್ಯಂ** ” ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವ ಹೋಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿ,

“ **ತಸ್ಮಾದುದಿತೇ ಹೋತವ್ಯಂ** ” ಎಂದರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. “ **ಯದನುದಿತೇ....ಜುಹೋತಿ** ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಮಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಾತರ್ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಮೇಲೆ ಹೋಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಿತಹೋಮವನ್ನು ಈರೀತಿ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. “ **ಯದುದಿತೇ ಸೂರ್ಯೇ ಪ್ರಾತರ್ಜುಹುಯಾತ್ । ಯಥಾತಿಥಯೇ ಪ್ರದ್ರುತಾಯ ಶೂನ್ಯಾಯಾವಸಥಾಯಾಹಾರ್ಯಗ್ಂ ಹರಂತಿ । ತಾದೃಗೇವ ತತ್** ” (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೧-೨೭) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮವು ವ್ಯರ್ಥ. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಮನೆಯು ಖಾಲಿಯಾದಮೇಲೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಆ ಆಹಾರವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಉದಿತಹೋಮವೂ ಸಾರ್ಥಕ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗವು ಇದೆ.

ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು (ಬ್ರಹ್ಮನು) ಅಗ್ನಿಗೆ ಹವಿಃಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲುದ್ಯುಕ್ತನಾದಾಗ ಸೂರ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನಗೇ ಹೋಮ ಪ್ರದಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನನ್ನು ತಡೆದನು. ಆಗ ಅಗ್ನಿಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಅವರವರೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮವು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದೂ ನಿರ್ಧರವಾಯಿತು. ಇದು ಲೋಕರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಪ್ಪಂದವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಾನಂತರವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾತ್ರಿಕಾಲದ ಭಾಗವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೇ ಸೇರುವುದು. ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕಾಲದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದ ವರೆಗಿನ ಕಾಲವು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದಿಂದ ಪುನಃ ಮಾರನೆಯದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವವರೆಗಿನ (ರಾತ್ರಿ) ಕಾಲವು ಅಗ್ನಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮವು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮವು ಅಗ್ನಿಗೂ ಸೇರುವುದು.

---

expressly forbidden. Therefore a vidhi which enjoins the use of such substances cannot possibly be authoritative. In the same way, in the Aitareya, Taittirya and other Brahmanas many vidhis are expressly controverted, with such words as, This and this is not to be regarded, or, This is not to be done in that way. Again, in the Aitareya Brahmana the practice of performing the homa sacrifice before the sun has risen is repeatedly censured,

ಇವಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮವು ಉದ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಅತಿರಾತ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೊಂದು ವಿಧಿಯು. ಅತಿರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂಬ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಯಾವುವೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿದವನು ಊಟಮಾಡಿದರೆ ತೃಪ್ತಿಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. "ಭೋಜನಮಾಡಿದರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ, "ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿಯಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಗಳುಂಟು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗತವಾದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಕರ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿಧಿ ವಿಭಾಗಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಗಳ ವಾದಸರಣಿ ಯನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಭಾಗಾದಿಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ—

ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಸೋಮಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತು ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಗಳೆಂದು. ಸೋಮರಸವು ಹೋಮದ್ರವ್ಯವಾದರೆ ಸೋಮಯಜ್ಞ, ಹವಿಸ್ಸು ಆದರೆ ಹವಿರ್ಯಜ್ಞವು. ಸೋಮಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ—

ಏಕಾಹ—ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯತಕ್ಕ ಯಜ್ಞ.

ಅಹೀನ—ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯತಕ್ಕವು.

ಸತ್ರ—ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವ ಯಾಗಗಳು.

ಏಕಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮ. ಇದು ಏಳು ವಿಧ. (ಸಪ್ತಸಂಸ್ಥೆಗಳು)—

೧. ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ೨. ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ೩. ಉಕ್ಥ್ಯ ೪. ಷೋಡಶಿನ್ ೫. ವಾಜಪೇಯ ೬. ಅತಿರಾತ್ರ ೭. ಅಪ್ತೋರ್ಯಾಮ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮವೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಉಳಿದ ಆರೂ ಇದರ ರೂಪಾಂತರಗಳು. ಆದುದ ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂತಲೂ ಉಳಿದ ಆರು ರೂಪಾಂತರಗಳಾದ ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಕೃತಿಯೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತೃ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಟ್ಟು ೧೨ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಾನಮಾಡುವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರಗಾನವಾದಮೇಲೂ ಹೋತೃ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಯವರಾದ ಮೈತ್ರಾವರುಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚ್ಛಂಸಿ, ಅಚ್ಛಾವಾಕ ಇವರುಗಳು

---

and it is again and again solemnly declared that this sacrifice mnst be offered after the sun has risen. But the Taittiriyas have the text, "Yad anudite surye pratar juhuyad ubhayam evagneyam syad udite surye pratar juhoti." The same school have a text in which the objection to a homa sacrifice offered after the sun has risen is thus set out, "Yad udite surye pratar juhuyad yathathitaye pradrutaya sunyayavasathayaharyam haranti tadrig eva tad."

ಒಂದೊಂದು ಶಸ್ತ್ರದಂತೆ ೧೨ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನಮಾಡುವರು. ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನ, ತೃತೀಯಸವನ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

ಸ್ತೋತ್ರಗಾನ	ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರ
ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ	
೧. ಬಹಿಷ್ಪವಮಾನಸ್ತೋತ್ರ	೧. ಆಜ್ಯಶಸ್ತ್ರ
೨. ಆಜ್ಯಸ್ತೋತ್ರಗಳು	೨. ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರ
೩. ,,	೩. ಆಜ್ಯಶಸ್ತ್ರ
೪. ,,	೪. ,,
೫. ,,	೫. ,,
ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನ	
೬. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಪವಮಾನಸ್ತೋತ್ರ	೬. ಮರುತ್ವತೀಯಶಸ್ತ್ರ
೭. ಪ್ರಸ್ಥಸ್ತೋತ್ರ	೭. ನಿಷ್ಕೈವಲ್ಯಶಸ್ತ್ರ
೮. ,,	೮. ,,
೯. ,,	೯. ,,
೧೦. ,,	೧೦. ,,
ತೃತೀಯಸವನ	
೧೧. ಆರ್ಭವಪವಮಾನಸ್ತೋತ್ರ	೧೧. ವೈಶ್ವದೇವಶಸ್ತ್ರ
೧೨. ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಸಾಮನ್	೧೨. ಆಗ್ನಿಮಾರುತಶಸ್ತ್ರ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ೧೨ ನೆಯ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸಾಮವೆಂಬ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು.

ಉಕ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ೧೨ ರ ಜೊತೆಗೆ ೩ ಉಕ್ಥಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ೩ ಉಕ್ಥ್ಯಶಸ್ತ್ರಗಳು ಇರುವವು

ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ೧೫ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ೧೬ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಾಗುವವು.

ಅತಿರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ೧೨ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತಿರಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಷೋಡಶಿಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ

In the same way, the vidhi "atiratre shodasinam grihnati" is contradicted by the vidhi "natiratre shodasinam grihnati."

Moreover, heaven and the like are said to be the reward of the jyotishtoma and other sacrifices. But nobody gets heaven immediately after performing a sacrifice, whereas the satisfaction after taking food is immediate.

ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಬಿಡಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ವಿಷಯ. ಸಾಂಖ್ಯಾಯನಶ್ರೌತ, ಆಶ್ವಲಾಯನಶ್ರೌತ, ಕೌಶೀತಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ೧೨ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಗಾನಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಧಿಸ್ತೋತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳು ನಡೆದುಬರುವುದರಿಂದಲೇ, ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅತಿರಾತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರಿರಬಹುದು.

ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ೧೫+೧ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳೂ ಅತಿರಾತ್ರದ ೧೨ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ೨೮ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಾಗುವವು. ಆದರೆ ಐತರೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಷೋಡಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ೧೫ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳೂ ಅತಿರಾತ್ರದ ೧೨ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ೩ ಸಂಧಿಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ (ಸಂಧಿಸ್ತೋತ್ರವೊಂದನ್ನೇ ಮೂರು ಎಂದು ಗಣನೆ) ಒಟ್ಟು ೩೦ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಾಗುವವು. ಈರೀತಿ ಒಂದೇ ಯಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ.

ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ, ವಾಜಪೇಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ತೋರ್ಯಾಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಅಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕೇಷು ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಿಷ್ವಪಿ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಆತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್ । (ಐ. ಆ. ೨-೪-೧) ಇತ್ಯೈತರೇಯಿಣ ಆಮನಂತಿ । ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ । (ತೈ. ಆ. ೮-೭) ಇತಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಕಾಃ । ಸೋಽಯಂ ವಿರೋಧಃ । ತಸ್ಮಾದ್ವೇದೇ ವಿಧಿಭಾಗಃ ಸರ್ವೋಽಪ್ಯಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಬ್ರೂಮಃ ॥

ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ "ಆತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್ (ಐ. ಉ. ೧-೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ "ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್" ಎಂದು ಇದೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸತ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಎಂದರೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಧಿಭಾಗವೆಲ್ಲವೂ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ, ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ವಿಧಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ—

For all these reasons you will find it difficult to prove that the vidhi portion of the Veda is authoritative.

And as for the other kind of vidhis, which reveal what was not already known, and belong to the brahma portion of the Vedas, they contradict each other and cannot, therefore, be authoritative. The Aitareyins have a text, "atma va idam eka evagra asit." The Taittiriyas have one, "asad va idam agra asit." The two are contradictory.

ಅಸ್ತ್ವೇವಂ ಜರ್ತಿಲಾದಿವಿಧೇರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತದರ್ಥಸ್ಯಾನನುಷ್ಠೇಯತ್ವಾತ್ ।
ಅನುಷ್ಠೇಯಸ್ತ್ವರ್ಥ ಉಪರಿತನೇ—"ಅಜಕ್ಷೀರೇಣ ಜುಹೋತೀತಿ
(ತೈ. ಸಂ. ೫-೪-೩-೨) ವಾಕ್ಯೇ ವಿಧೀಯತೇ । ತತ್ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಥಮತ್ರ
ಜರ್ತಿಲಾದಿಕಮನೂದ್ಯ ನಿಂದ್ಯತೇ । ಯಥಾ ಗವಾಮಶ್ವಾನಾಂ ಚ
ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಥಂ—"ಅಪಶವೋ ವಾ ಅನ್ಯೇ ಗೋಅಶ್ವೇಭ್ಯ (ತೈ. ಬ್ರಾ.
೩-೯-೧೦-೨) ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇನಾರ್ಥವಾದರೂಪೇಣಾಜಾದೀನಾಂ ಪಶುತ್ವಂ
ನಿಂದ್ಯತೇ ತದ್ವತ್ । ಏವಂ ತರ್ಹ್ಯಜಾದೇರ್ಯಥಾ ವಸ್ತುತಃ ಪಶುತ್ವ-
ಮಸ್ತಿ ತಥಾ ಜರ್ತಿಲಾದಿವಿಧಿರತ್ರ ನಿಂದ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ಕ್ವಚಿಚ್ಛಾಖಾಂತರೇ
ಭವೇದಿತಿ ಚೇತ್ ಭವತು ನಾಮ । ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಿ ತಚ್ಛಾಖಾಧ್ಯಾ-
ಯಿನಂ ಪ್ರತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ಯಥಾ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮೇ ನಿಷಿದ್ಧಮಪಿ ಪರಾನ್ನ-
ಭೋಜನಮಾಶ್ರಮಾಂತರೇಷು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ತದ್ವತ್ । ಅನೇನ ನ್ಯಾ-
ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧೌ ವಿಧಿನಿಷೇಧೌ ಪುರುಷಭೇದೇನ ವ್ಯವ-
ಸ್ಥಾಪನೀಯೌ । ಯಥಾ ಮಂತ್ರೇಷು ಪಾಠಭೇದಃ ಶಾಖಾಭೇದೇನ ವ್ಯವ-
ಸ್ಥಿತಸ್ತದ್ವತ್ । ತೈತ್ತಿರೀಯಾ ವಾಯವಃ ಸ್ಥೋಪಾಯವಃ ಸ್ಥ । (ತೈ.ಸಂ.
೧-೧-೧) ಇತಿ ಮಂತ್ರಮಾಮನಂತಿ । ವಾಜಸನೇಯಿನಸ್ತೂಪಾಯವಃ
ಸ್ಥೇತ್ಯೇತಂ ಭಾಗಂ ನಾಮನಂತಿ । (ವಾ. ಸಂ ೧-೧) ಪ್ರತ್ಯುತ ಶತಪಥ-
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ । (೧-೭-೧-೩) ಸ ಭಾಗೋಽನೂದ್ಯ ನಿರಾಕೃತಃ । ತಥಾ
ಸೂಕ್ತವಾಕಮಂತ್ರೇ ಶಾಖಾಂತರಪಾಠಂ ನಿರಾಕೃತ್ಯ ಪಾಠಾಂತರಂ ತೈತ್ತಿ-
ರೀಯಾ ಆಮನಂತಿ । ಯದ್ ಬ್ರೂಯಾತ್ಸೂಪಾವಸಾನಾ ಚ ಸ್ವಧ್ಯವ-
ಸಾನಾ ಚೇತಿ ಪ್ರಮಾಯುಕೋ ಯಜಮಾನಃ ಸ್ಯಾತ್ । (ತೈ. ಸಂ.
೨-೬-೯-೬) ಇತಿ ನಿರಾಕರಣಂ । ಸೂಪಚರಣಾ ಚ ಸ್ವಧಿಚರಣಾ ಚೇತ್ಯೇವ
ಬ್ರೂಯಾದಿತಿ (ತೈ. ಸಂ. ೨-೬-೯-೬) ಪಾಠಾಂತರೋಪದೇಶಃ । ತತ್ರಾ-
ನುಷ್ಠಾತೃಪುರುಷಭೇದೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ । ತದ್ವದ್ವಿಧಿಷು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ । ಷೋ-
ಡಶಿಗ್ರಹಣಾದಿದೂಷಣಂ ತ್ವಶ್ರುತಮೀಮಾಂಸಾವೃತ್ತಾಂತಸ್ಯ ತವೈವ ಶೋ-
ಭತೇ । ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಯಾಂ ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯಾಷ್ಟಮಪಾದೇ
ಷೋಡಶಿನೋ ಗ್ರಹಣಾಗ್ರಹಣವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರ್ಣೀತಃ । (ಪೂ. ಮೀ.
೧೦-೮-೬) ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಕಾಲಾಂತರಭಾವಿ-

From all this it is clear that the whole vidhi portion of the Veda is unauthoritative.

Our reply is as follows. We will grant that vidhis such as that about the forest grain are unauthoritative, because the action they enjoin is after all not to be performed. But the act which is to be performed is enjoined in the clause which follows, "ajakshirena juhoti." And it is to emphasise the injunction that ajakshira is to be used that jartila and the other substances are mentioned that they may be condemned. As if one speaking in

ಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮಪೂರ್ವಂ ನಿರ್ಣೀತಂ (ಪೂ. ಮೀ. ೨-೧-೫) । ತದು-ತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಪಾದೇ ಕಾರಣ-ತ್ವೇನ ಚಾಕಾಶಾದಿಷು ಯಥಾ ವ್ಯಪದಿಷ್ಟೋಕ್ತೇಃ (ವೇ.ಸೂ. ೧-೪-೧೪) ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಸೂತ್ರೇ ಜಗತ್ಕಾರಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಶ್ರುತೇರ್ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿರ್ನಿರಾ-ಕೃತಾ । ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಪಾದಾರಂಭಾಧಿಕರಣೇ ತ್ವಸ-ದ್ವ್ಯಪದೇಶಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಧರ್ಮಾಂತರೇಣ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್ ।(ವೇ. ಸೂ. ೨-೧-೧೭) ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ತೈತ್ತಿರೀಯವಾಕ್ಯಗತಸ್ಯಾಸಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯ ನ ಶೂನ್ಯ-ಪರತ್ವಂ ಕಿಂತ್ವವ್ಯಕ್ತಾವಸ್ಥಾಪರತ್ವಮಿತಿ ನಿರ್ಣೀತಂ । ತಥಾ ಜೈಮಿನಿ-ಶ್ಚೋದನಾಸೂತ್ರೇ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಂ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೌ-ತ್ಪತ್ತಿಕಸೂತ್ರೇ ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಮರ್ಥಯಾಮಾಸ (ಪೂ. ಮೀ. ೧-೧-೨-೫) ವ್ಯಾಸೋಽಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಸೂತ್ರೇ (ವೇ. ಸೂ. ೧-೧-೩) ವೇದಾಂ-ತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ, ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ । (ವೇ. ಸೂ. ೧-೧-೪) ಇತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರೈಃ ಸಮರ್ಥಯಾಮಾಸ । ತಸ್ಮಾದ-ಮೀಮಾಂಸಕಸ್ಯ ತವ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸ್ಥಾಣ್ವಂಧನ್ಯಾಯೋ ದುಷ್ಪರಿಹಾರಃ । ಅತೋ ವಿಧಿಭಾಗಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸುಸ್ಥಿತಂ ॥

ಅರ್ಥವಾದಭಾಗಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಮಹತಾ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜೈಮಿನಿಃ ಸಮರ್ಥ-ಯಾಮಾಸ।ತತ್ಸೂತ್ರಾಣಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಂತೇ । (ಪೂ. ಮೀ. ೧-೨ರಿಂದ ೧೮) ತತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು ಉದಹರಿಸಿರುವ "**ಜರ್ತಿಲಯವಾಗ್ವಾ ವಾ ಜುಹು-ಯಾತ್ ಗವೀಧುಕಯವಾಗ್ವಾ ವಾ**" ಮತ್ತು "**ಅನಾಹುತಿರ್ವೈ ಜರ್ತಿಲಾಶ್ಚ ಗವೀಧುಕಾಶ್ಚ**" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವು ಆಡಿನ ಹಾಲು ಎಂದು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ "**ಅಜಕ್ಷೀರೇಣ ಜುಹೋತಿ**" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಡಿನ ಹಾಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೋಮದ್ರವ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಮೊದಲು ಜರ್ತಿಲಗವೀಧುಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅವುಗಳು ಅಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಜರ್ತಿಲಾದಿ

---

praise of kine and of horses were to say in a figure that there were no beasts beside them, and so deny the name of beast to goats and the like.

If you say here that in accordance with this reasoning vidhis such as that about forest grain, though rejected in the passage before us, must be authoritative in some other Sakha, just as goats and the like are beasts, though in that way of speaking they are declared not to be beasts, we will accept that. But they will be authoritative only to a follower of that Sakha. The case is on all fours with eating the food of a stranger which, forbidden in one stage of life, is lawful in another. Reasoning in this way we can resolve all contradictions between precepts or vidhis and prohibitions by referring them to differences in the man.

ವಿಧಿಗಳು ಅರ್ಥವಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ **''ಅಪಶವೋ ವಾ ಅನ್ಯೇ ಗೋ ಅಶ್ವೇಭ್ಯಃ''** ಎಂಬುದೊಂದು ವಾಕ್ಯ. ಗೋವುಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪಶುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಶು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಪಶುತ್ವವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಶುತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಗಳು ಉತ್ತಮ. **"ನ ಹಿ ನಿಂದಾ ನಿಂದ್ಯಂ ನಿಂದಿತುಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ, ಅಪಿ ತು ವಿಧೇಯಂ ಸ್ತೋತುಂ"** ಎಂಬುದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ. ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಂದ್ಯವಾದುದನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದೇ ಗೋ ಅಶ್ವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಶುತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದರಂತೆಯೇ ಜರ್ತಿಲಾದಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಅಜಾಕ್ಷೀರವು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೋಮದ್ರವ್ಯ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಖಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುತ್ವವಿರಬಹುದಲ್ಲಾ, ಅದೇರೀತಿ ಜರ್ತಿಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಹೋಮದ್ರವ್ಯತ್ವವು ಬರಬಹುದೆಂದರೆ, ಬರಲಿ. ಅದು ಆ ಶಾಖೆಯನ್ನನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ **" ಪರಪಾಕರುಚಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ "** (ಯಾ. ಸ. ೧-೧೧೨) ಎಂದರೆ, ಪರಾನ್ನವನ್ನು ಭೋಜನಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. **'' ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಗ್ರಾಮಮಾಶ್ರಯೇತ್ ''** ಎಂದರೆ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯು ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ಪರಾನ್ನವೇ ಗತಿ. **" ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋ ನೈಕಮನ್ನಂ ಅದ್ಯಾದನಾಪದಿ ",** ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊರತು, ಇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟಮಾಡಬಾರದು. ಭಿಕ್ಷೆಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಅನ್ನವನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾದುದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದ ವಿಧಿ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನನುಸರಿಸುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಖಾಭೇದವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪಾಠಭೇದಗಳಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ **" ವಾಯವಸ್ಥೋಪಾಯವಸ್ಥ ದೇವೋ ವಃ "** ಎಂಬ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಇದೇ ಮಂತ್ರವು ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ **" ವಾಯವಸ್ಥ ದೇವೋ ವಃ "** ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. **'' ಉಪಾಯವಸ್ಥ ''** ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

Just as, differences in the mantras being resolved by the division into Sakhas, the Taittiriyas have the text "vayavasthopayavastha;" the Vajasneyins altogether ignore, in the same text, the part "upayavastha;" on the other hand, in the Satapathabrahmana this part is recited, but only to be rejected. In the same way the Taittiriyas, in their "suktavaka" mantra, quote the reading of another Sakha, and reject it in favour of the reading of their own. The passage in which the reading of their another Sakha is rejected is "yad bruyat supavasana cha svadhyavasana cheti pramayuko yajamana syat." And the passage in which the other reading is enjoined is "supacharana cha svadhicharana chetyeva bruyat." A contradiction like this can only be resolved by a difference in the sacrificers. And the same rule must be applied to conflicting vidhis.

ವಾದ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ "**ವಾಯುವಸ್ಥೋಪಾಯುವಸ್ಥ**" ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸೂಕ್ತವಾಕಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯವರು—"**ಯದ್ಬ್ರೂಯಾತ್ಸೂಪಾವಸಾನಾ ಚ ಸ್ವಧ್ಯವಸಾನಾ ಚೇತಿ ಪ್ರಮಾಯುಕೋ ಯಜಮಾನಃ ಸ್ಯಾತ್**" ಎಂಬ ಪಾಠ ಕೂಡದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ—"**ಸೂಪಚರಣಾ ಚ ಸ್ವಧಿಚರಣಾ ಚೇತ್ಯೇವ ಬ್ರೂಯಾತ್**" ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಪಾಠಾಂತರಕ್ಕೆ ಗತಿಯೇನು, ಎಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವವರು ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯುವರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಾಠ. ಇತರ ಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಠ ಎಂದು ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವವರನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪಾಠವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಅದೇರೀತಿ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಮಾಡುವವನನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಷೋಡಶಿಮಂತ್ರವನ್ನು ಅತಿರಾತ್ರಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೇ, ಗ್ರಹಿಸಬಾರದೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಉದಿತಾನುದಿತಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ—ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ತೋರುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ—ಅತಿರಾತ್ರಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದು ಐಚ್ಛಿಕವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದೂ ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿದೆ.

"**ಆತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್**" ಎಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು—"**ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್**" ಎಂದರೆ ಅಸತ್ ಎಂಬ ಅವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿತು ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯಪಾದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ—

"**ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚಾಕಾಶಾದಿಷು ಯಥಾ ವ್ಯಪದಿಷ್ಟೋಕ್ತೇಃ**"

ಬಾದರಾಯಣರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನನುಸರಿಸುವ ಜೈಮಿನಿ ಇಬ್ಬರೂ—ಸಮಸ್ತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಒಂದೇ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ

Your other three points as to the taking of the shodasi, the absence of reward, and the contradiction between the two passages from the Aitareya and the Taittiriya Brahmanas, would come with an ill grace from any one but you, who have not learned your Mimansa. Take them in their order. In the Purva Mimansa, the tenth adhyaya, the eighth pada it is shown that the taking of the shodasi is optional. In the first pada of the second adhyaya the doctrine of fresh spiritual merit is established with the express view of proving the reality of rewards in a future world.

ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ವಿಷಯ ; ಕಂಡುಬರುವ ವಿರೋಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಪಾತತಃ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ—ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದೂ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದುದು ಸತ್ ಎಂದು ಒಂದುಕಡೆ, ಅಸತ್ ಎಂದು ಒಂದುಕಡೆ, ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಾರೆ.

(ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಪಾಠಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ) ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿದೆ. (ವೇ. ಸೂ. ೧-೪-೧೪)

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದುವಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ **"ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್"** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ **"ಅಸತ್"** ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಾರೆ.

"ಅಸದ್ವ್ಯಪದೇಶಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಧರ್ಮಾಂತರೇಣ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್"

(ವೇ. ಸೂ. ೨-೧-೧೭)

"ಅಸತ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ, (ಆದಿಯಲ್ಲಿ) ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸತ್ ಎಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸತ್ ಅಲ್ಲದ್ದು ಎಂದರ್ಥ. ಎಂದರೆ ಈಗ ಪರಿದೃಶ್ಯ ಮಾನವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಅರ್ಥವು ಅನಂತರ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತ ವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ **"ಸತ್"** ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ **"ಅಸತ್"** ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವೇ ಹೊರತು ಶೂನ್ಯವೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲ.

The undifferentiated (ಅಸತ್) is called non-existent in contradistinction to the existent state (ಸತ್) of the universe which is found to be differentiated.

In the same way in the Uttara Mimansa, the first adhyaya, the fourth pada, the sutra "karanatvena chakasadishu yatha vyapadishtokteh" reconciles the apparent mutual contradiction of certain sruti passages on which you rely. And in the first adhikarana of the first pada of the second adhyaya the sutra "asadvyapadesan neti chen na dharmantarena vakyaseshat" shows that the word "asat" in the Taittiriya text does not mean "non-existent" but "unevolved."

In the same way Jaimini in his "chodana" sutra undertakes to prove that vidhis are authoritative in regard to religious duty, and subsequently does so accordingly in

ಎಂದರೆ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ದೋಷಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದಾಯಿತು. ಇದೇ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಜೈಮಿನಿ ಬಾದರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾರೆ.

" ಚೋದನಾಲಕ್ಷಣೋಽರ್ಥೋ ಧರ್ಮಃ " (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೨)

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯು ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧಕವಾದುದು. ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಔತ್ಪತ್ತಿಕಸೂತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

" ಔತ್ಪತ್ತಿಕಸ್ತು ಶಬ್ದಸ್ಯಾರ್ಥೇನ ಸಂಬಂಧಸ್ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮುಪದೇಶೋಽವ್ಯತಿರೇಕಶ್ಚಾರ್ಥೇಽನುಪಲಬ್ಧೇ ತತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಬಾದರಾಯಣಸ್ಯಾನಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ " (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೫)

ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯವಾದವು, ನಿತ್ಯವಾದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ನಿತ್ಯ, ಜನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ವೇದವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತವಾದುದು. ನಿತ್ಯ, ನಿರ್ದುಷ್ಟ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವೇದವೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿಯ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಮಿನಿಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ ಅನಂತರವೇ ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **" ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ "** (ವೇ. ಸೂ. ೧-೧-೩) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಬ್ರಹ್ಮಪರವೆಂದೂ, ಅವುಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿ **" ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ "** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾರೆ.

" ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ " (ವೇ. ಸೂ. ೧-೧-೩)

ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ.

" ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿಃ (ಬ್ರಹ್ಮ) "—ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ (ವೇದಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ) ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣನು ಎಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ.

" ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಯೋನಿಃ ಯಸ್ಯ "—ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಆಧಾರಗಳೋ ಅವನು.

---

his "autpattika" sutra. Vyasa, too, in his 'sastrayonitva" sutra undertakes to prove the authoritativeness of the Vedantas with regard to Brahma, and does so in his "samanvayadi" and following sutras.

Is it not tbe case that you, who are no Mimansist, will find it difficult to escape the application to yourself of the proverb about the blind man and the post ?

Therefore the authoritativeness of the vidhi portion of the Veda stands sure.

ಈ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅರ್ಥ. ಸಕಲಚರಾಚರಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದವನು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವುದೇನೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಮಾತ್ರಪ್ರಮಾಣವು ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುದು ಆವಶ್ಯಕವಾದುದು. ಅದನ್ನೇ ಬಾದರಾಯಣರು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮಪರವೆಂದರೆ, ವೇದದಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಣ್ಯದೋಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ,

" ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ " (ವೇ. ಸೂ. ೧-೧-೪)

ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ.

ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ವಾಸ್ತವವಾದುದಲ್ಲ, ಆಪಾತತಃ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮಪರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂತಹ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಟಿವೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ—

ನೈಷ ಸ್ಥಾಣೋರಪರಾಧೋ ಯದೇನಮಂಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ

(ನಿರುಕ್ತ. ನೈಘಂಟುಕಕಾಂಡ. ಪೂರ್ವಷಟ್ಕ. ೧-೫-೧)

ಎಂದರೆ, ಕುರುಡನಿಗೆ ಎದುರಿಗಿರುವ ಮೋಟುಮರವು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೋಟುಮರದ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಾಣ್ವಂಧನ್ಯಾಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ವಿಧಿಭಾಗವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವಾದ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಋಷಿಯು ಬಹುಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾರೆ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರವಿದು—

ಆಮ್ನಾಯಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥತ್ವಾದಾನರ್ಥಕ್ಯಮತದರ್ಥಾನಾಂ ತಸ್ಮಾದನಿತ್ಯಮುಚ್ಯತೇ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧)

ಆಮ್ನಾಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವಾದಕ್ರಿಯಾಪ್ರತಿಪಾದಕಾನಾಮರ್ಥವಾದಾನಾಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿವಕ್ಷಿತಃ ಸ್ವಾರ್ಥಃ। ತೇ ಚಾ-

---

With regard to the arthavada portion Jaimini is at great pains to establish its authoritativeness also. We shall expound his sutras. And first of the view that is to be controverted.

Since revelation has the sacrifice for its object everything not relating to the sacrifice is meaningless, and is called "anitya."

The object of the whole body of amnaya or revealed truth is the performance of the sacrifice. It must follow that these arthavadas, which have nothing to do with the performance

ರ್ಥವಾದಾ ಏವಮಾಮ್ನಾಯಂತೇ । ಸೋಽರೋದೀದ್ಯದರೋದೀತ್ತದ್ರು-
ದ್ರಸ್ಯರುದ್ರತ್ವಂ। (ತೈ.ಸಂ. ೧-೫-೧-೧) ಸ ಆತ್ಮನೋ ವಪಾಮುದಖಿದತ್ ।
(ತೈ.ಸಂ. ೨-೧-೧-೪) ದೇವಾ ವೈ ದೇವಯಜನಮಧ್ಯವಸಾಯ ದಿಶೋ ನ
ಪ್ರಾಜಾನನ್ । (ತೈ.ಸಂ. ೬-೧-೫-೧) ಇತಿ । ಯಸ್ಮಾದೀದೃಶಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ
ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಃ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾದಿದಂ ವಾಕ್ಯಮನಿತ್ಯಮುಚ್ಯತೇ ।
ಯದ್ಯಪ್ಯನಾದಿತ್ವಾತ್ಸ್ವರೂಪೇಣಾನಿತ್ಯತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾಪಿ ಧರ್ಮಾವಬೋ-
ಧನಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ನಿತ್ಯಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಭಾವಾದನಿತ್ಯೈಃ ಕಾವ್ಯಲಾಪೈಃ ಸಮಾನ-
ತ್ವಾದಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನನೂದಾಹೃತಾನಾಮರ್ಥವಾದಾನಾಮನು-
ಷ್ಠೆಯೇ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಭಾವೇಽಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಸ್ತು
ತತ್ರ ತ್ಯಾಯಕತ್ವೇನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಪವದಿತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯಾಶಂ-
ಕ್ಯಾನ್ಯೇಷು ಕೇಷುಚಿದರ್ಥವಾದೇಷು ಮಾನಾಂತರವಿರೋಧದರ್ಶನಾದ-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಸತಿ ತದ್ದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಸರ್ವೇಷಾಮಪ್ಯರ್ಥವಾದಾನಾಮಪ್ರಾ-
ಮಾಣ್ಯಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕರ್ಮವಾಚಕವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಮೇಲೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರುವ (ಅರ್ಥವಾದ) ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ (ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ) ಅರ್ಥವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಅನಿತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳು. ಆದರೆ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇವೆ—

(೧) " **ಸೋಽರೋದೀದ್ಯದರೋದೀತ್ತದ್ರುದ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರತ್ವಂ** "—
(ತೈ. ಸಂ. ೧-೫-೧)

ಎಂದರೆ, ಅವನು ಅತ್ತನು. ರುದ್ರನು ಅತ್ತದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರ (ಅಳುವವನು) ಆದನು.

(೨) " **ಸ ಆತ್ಮನೋ ವಪಾಮುದಖಿದತ್** "—(ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧)

ಎಂದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ವಪೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು.

(೩) " **ದೇವಾ ವೈ ದೇವಯಜನಮಧ್ಯವಸಾಯ ದಿಶೋ ನ ಪ್ರಾಜಾನನ್** "—
(ತೈ. ಸಂ. ೬-೧-೫)

ಎಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳು ದೇವಯಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರದೇ ಹೋದರು.

---

of the sacrifice, have no meaning at all of their own which they desire to convey. What we mean by arthavadas will be clear from the following examples. "So arodid yad arodit tad rudrasya rudratvam." "Sa atmano vapamud akhidat." "Deva vai devayajanam adhyavasaya diso na prajanan." Since in such sentences there is no meaning intended to be conveyed they are rightly called "anitya." With the rest of the Veda they are, it is true, without beginning, and therefore in themselves eternal (nitya.) When they are called "anitya" what is meant is that in common with poetry and ordinary talk they want the character of compulsory duty (nityakarya) and are therefore not authoritative.

ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನಿತ್ಯ. ಅನಿತ್ಯವೆಂದರೆ, ವೇದದ ಅಂಶವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅನಾದಿ, ಅನಿತ್ಯವೇನೊ ಹೌದು. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಆನುಪೂರ್ವಿ ನಿತ್ಯವಾದರೂ, ಅರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವುದು ಎಂಬ ವೇದಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿತ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳೂ, ಕಾವ್ಯಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಅನಿತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟವಿರೋಧಾಚ್ಚ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೨)

ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧೋ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಃ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟವಿರೋಧ ಇತಿ ತ್ರಿವಿಧೋ ವಿರೋಧೋಽರ್ಥವಾದೇಷೂಪಲಭ್ಯತೇ । ತಥಾ ಹಿ । ಸ್ತೇನಂ ಮನೋಽನೃತವಾದಿನೀ ವಾಗಿತ್ಯತ್ರ ಶ್ರೂಯಮಾಣಂ ಮಾನಸಂ ಚೌರ್ಯಂ ವಾಚಿಕಮನೃತವದನಂ ಚ ಪ್ರತಿಷೇಧಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ವಿರುದ್ಧಂ । ತಸ್ಮಾದ್ಧೂಮ ಏವಾಗ್ನೇರ್ದಿವಾ ದದೃಶೇ ನಾರ್ಚಿಸ್ತಸ್ಮಾದರ್ಚಿರೇವಾಗ್ನೇರ್ನಕ್ತಂ ದದೃಶೇ ನ ಧೂಮ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೧-೨) ಇತ್ಯತ್ರ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಃ । ತಥಾ ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮೋ ವಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ ಸ್ಮೋಽಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವೇ (ಮೈ. ಸಂ. ೧-೪-೧೧) ತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಃ । ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದ್ಯಮುಷ್ಮಿಂಲ್ಲೋಕೇಽಸ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ । (ತೈ. ಸಂ. ೬-೧-೧-೧) ಇತ್ಯತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟವಿರೋಧಃ । ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತೇತ್ಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೇ ಹ್ಯಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಫಲಂ ದೃಶ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದ್ವಿರೋಧಾದರ್ಥವಾದಾನಾಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ । ನನು ಸೋಽರೋದೀದಿತ್ಯಾದೀನಾಂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನತ್ವಾತ್ಸ್ತೇನಂ ಮನ ಇತ್ಯಾದೀನಾಂ ಚ ವಿರೋಧಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಽಪಿ ಫಲಪ್ರತಿಪಾದಕಾನಾಮರ್ಥವಾದಾನಾಂ ತದುಭಯವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾದಸ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಅರ್ಥವಾದಗಳು) ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದ ಭಾಗವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.

This, however, may be said. The arthavadas just cited have indeed no authority in regard of any religious duty to be done, They are however authoritative as regards their own meaning. For since they convey their meaning you cannot deny their authoritativeness. Anticipating such an objection he seeks in the next sutra to infer the non-authoritativeness of all arthavadas from the example of some which are clearly opposed to other good authorities.

Because they contradict both the shastras and the evidence of our senses.

Three kinds of contradictions are found in arthavadas, contradiction of a shastra, contradiction of what we see with our eyes, and contradiction of what we see in a shastra. For example. The arthhavada "stenam mano'nritavadini vak" tells us of theft on the part of

"**ಸೋಽರೋದೀತ್**" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಯಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಶಕ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಾದರೂ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಆಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ.

ಅರ್ಥವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ವಿರೋಧಗಳು ಇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧ—ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ದೃಷ್ಟವಿರೋಧ—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟವಿರೋಧ—ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದು ತರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

"**ಸ್ತೇನಂ ಮನಃ**" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕಳ್ಳನೆಂದೂ, ವಾಕ್ಕು ಅನೃತ ವಾದಿಯೆಂತಲೂ ಇದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕಳ್ಳತನಮಾಡಬಹುದು, ಸುಳ್ಳುಹೇಳಬಹುದು ಎಂದಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಸ್ತೇಯ, ಅನೃತ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಷೇಧಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು.

"**ತಸ್ಮಾದ್ಧೂಮ ಏವಾಗ್ನೇರ್ದಿವಾ ದದೃಶೇ । ನಾರ್ಚಿಃ । ತಸ್ಮಾದರ್ಚಿರೇವಾಗ್ನೇರ್ನಕ್ತಂ ದದೃಶೇ । ನ ಧೂಮಃ ॥**"—(ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೧-೧೨) ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಉರಿಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಗೆಯು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ.

ಅದೇರೀತಿ "**ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮೋ ವಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ ಸ್ಮೋಽಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ ॥**"—(ಮೈ. ಸಂ. ೧-೪-೧೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

"**ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ**"—ಸ್ವರ್ಗಾಪೇಕ್ಷಿಯಾದವನು ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

"**ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದ್ಯಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇಽಸ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ**"—(ತೈ. ಸಂ. ೬-೧-೧-೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಗಳು ಇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವನು ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗತರುತ್ತದೆ.

---

the mind and lying on the part of the voice. But both are contrary to the shastra. Again, the arthavada "tasmad dhuma evagner diva dadrise narchis tasmad archir evagner naktam dadrise na dhuma" is opposed to what we see with our eyes. As is also that other arthavada "na chaitad vidmo vayam brahmana va smo abrahmana va." Lastly, the arthavada "ko hi tad veda yadyamushmil loke'sti va na va" is opposed to what we see in the shastra. For in the shastra "svargakamo yajeta" mention is made of a reward in the other world. Because of such contradictions arthavadas are unauthoritative.

ಈರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಥವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ.

"ಸೋಽರೋದೀತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಗಳಾದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ. **"ಸ್ತೇನಂ ಮನಃ"** ಮುಂತಾದುವು ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಆಗಲಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಫಲಪ್ರತಿಪಾದನೆಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಥಾ ಫಲಾಭಾವಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೩)

ಯಥಾ ಮಾನಾಂತರವಿರುದ್ಧಮರ್ಥವಾದೈರುಕ್ತಂ ತಥಾ ಫಲಮಪ್ಯವಿದ್ಯಮಾನಮೇವ ತೈರುಚ್ಯತೇ । ತಥಾ ಹಿ ಗರ್ಗತ್ರಿರಾತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಶ್ರೂಯತೇ । ಶೋಭತೇಽಸ್ಯ ಮುಖಂ ಯ ಏವಂ ವೇದೇತಿ (ತಾ. ಮ. ೨೦-೧೬-೬) ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯೋರ್ವೇದಾಭಿಮರ್ಶನಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಶ್ರೂಯತೇ । ಆಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ವಾಜೀ ಜಾಯತೇ ಯ ಏವಂ ವೇದೇತಿ । ನ ಚ ವಯಂ ವೇದಿತೄಣಾಂ ತತ್ಫಲಮುಪಲಭಾಮಹೇ । ನನ್ವೈಹಿಕಫಲವಾಕ್ಯಾನಾಂ ವಿಸಂವಾದಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಽಪ್ಯಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲವಾಕ್ಯಾನಾಮಸ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಅರ್ಥವಾದಗಳು) ಹೇಳುವ ಫಲಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, (ಅಪ್ರಮಾಣ).

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಫಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಗರ್ಗತ್ರಿರಾತ್ರ ಯಜ್ಞದ ಸಂಬಂಧವಾದ **"ಶೋಭತೇಽಸ್ಯ ಮುಖಂ ಯ ಏವಂ ವೇದ"** ಎಂಬುದೊಂದು ಅರ್ಥವಾದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಈರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನ ಮುಖವು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶವಲ್ಲ. ದರ್ಶ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಮಾಸ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಆವೃತ್ತಿಮಾಡಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು **"ಆಽಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯಾಂ...."** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವರ ವಂಶದವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿ

This however may be said. Granted that arthavadas like "arodit," and others like "stenam manah," are unauthoritative, the one kind because they are useless, and the other because they are opposed to other good authorities, still arthavadas which result in some good differ from both these two first kinds, and are authoritative. He answers this doubt in the next sutra.

And because arthavadas do not result in any advantage.

We have seen that what is said in arthavadas is inconsistent with other good authorities. In the same way the rewards they promise do not exist. For Example. There

ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದೇ ಈ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ. ಆದರೆ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಫಲವಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವು.

ಶೋಭತೇಽಸ್ಯ ಮುಖಂ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ನಶ್ವರವಾದ ಫಲಗಳು. ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಫಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರರ್ಥಕವೆಂದರೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದುದೇ. ಆದರೆ ಐಹಿಕ ಫಲಗಳು ಬೇಡ; ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಎಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ಅವುಗಳಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನ್ಯಾನರ್ಥಕ್ಯಾತ್ (ಜೈ-ಸೂ. ೧-೨-೪)

ಏವಂ ಹಿ ಶ್ರೂಯತೇ । ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ । ಪಶುಬಂಧಯಾಜೀ ಸರ್ವಾಂಲ್ಲೋಕಾನಭಿಜಯತಿ । ತರತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ತರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ಯೋಽಶ್ವಮೇಧೇನ ಯಜತೇ ಯ ಉ ಚೈನಮೇವಂ ವೇದೇತಿ । ತತ್ರಾಗ್ನ್ಯಾಧೇಯಗತಯಾ ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಾಪ್ತೇರನ್ಯಾನ್ಯಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೀನ್ಯುತ್ತರಕಾಲೀನಾನ್ಯನರ್ಥಕಾನಿ ಸ್ಯುಃ । ತಥಾ ನಿರೂಢಪಶುಬಂಧಾನುಷ್ಠಾನೇನ ಸರ್ವಲೋಕಾಭಿಜಯಾಜ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದೀನಾಮಾನರ್ಥಕ್ಯಂ । ಅಧ್ಯಯನಕಾಲೀನೇನೈವಾಶ್ವಮೇಧವೇದನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿತರಣಾತ್ತದನುಷ್ಠಾನಂ ಚ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಯಾತ್।ತಸ್ಮಾದಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲವಾಕ್ಯಾನಾಮಪ್ಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ। ನನು ಮಾ ಭೂತ್ಫಲವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ । ತಥಾಪಿ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯೇಷು ವಿರೋಧಾನುಪಲಂಭಾದಸ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ— ಇತರ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಗಳು.

---

is this arthavada with regard to the Gargatriratra sacrifice, "sobhate sya mukham ya evam veda." With regard to the study of the Veda at the New and Full Moon sacrifices there is this other arthavada, "asya prajayam vaji jayate ya evam veda." But we do not see students of the Veda in possession of any such rewards.

This however may be said. Granted that arthavadas which promise rewards in this world are unauthoritative, because they are opposed to common experience. Still those which promise rewards in heaven may notwithstanding be authoritative. He answers this doubt in the next sutra.

And because all subsequent sacrifices would be useless.

There are these arthavadas. "Purnahutya sarvan kaman avapnoti." "Pasubandhayaji sarval lokan abhijayati.' "Tarati mrityum tarati papmanam tarati brahmahatyam yo

ಪಾರಲೌಕಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಫಲಗಳೂ ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಇತರ ಫಲವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಂದ.

೧ ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ।

"ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ"

(ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೮-೧೦-೫)

೨ ಪಶುಬಂಧಯಾಜೀ ಸರ್ವಾಂಲ್ಲೋಕಾನಭಿಜಯತಿ ।

"ಪಶುಬಂಧಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ".

೩ ತರತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ತರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ಯೋಽಶ್ವಮೇಧೇನ ಯಜತೇ ಯ ಉ ಚೈನಮೇವಂ ವೇದೇತಿ ।

"ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದವನೂ ಕೂಡ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಅಷ್ಟೇಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದೋಷವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ". (ತೈ. ಸಂ. ೫-೩-೧೨-೨)

ಈ ಅಗ್ನ್ಯಾಧೇಯವೆಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಗೃಹಸ್ಥನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನ್ಯಾಧೇಯಕರ್ಮದ ಅಂಗವಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ವಿವರಣೆ—ಶ್ರೌತ, ಸ್ಮಾರ್ತ, ಗೃಹ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಧಾನದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನೇಕ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರಧಾನಹೋಮಾನಂತರ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿ ಹೋಮಗಳನ್ನೂ, ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಎಂಬ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಎಂಬ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಆಹುತಿ. ಈ ಆಹುತಿಗೆ ಫಲಗಳು, ವಸ್ತ್ರ, ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಹುತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಜ್ಞವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿ ಕೊನೆಮುಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೂ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದ ಇತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

---

svamedhena yajate yau chainam evam veda." Now if the purnahuti, which is part of the agnyadheya rite, ensures the fulfilment of all desires, the other later sacrifices, the agnihotra and the rest, can serva no purpose. In the same way if the nirudhapasubandha sacrifice gains for the worshipper all world, then the jyotishtoma and other sacrifices are

ಪಶುಬಂಧಯಾಗದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳೂ ಲಭಿಸುವಾಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ವಿಶೇಷಲಾಭವಾದರೂ ಏನು?

ಅಶ್ವಮೇಧಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆಲ್ಲಿಯದು? ಎಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ,

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉಪೋದ್ಘಾತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದಾರೆ. ಈ ವಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ವೈದಿಕಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. (೧) ಶ್ರೌತಯಜ್ಞ, (೨) ಗೃಹ್ಯಯಜ್ಞ ಎಂದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಗೃಹ್ಯಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಗೃಹ್ಯಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಪಾಕಯಜ್ಞಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ನಾನಾಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗೆ **ಗೃಹ್ಯಾಗ್ನಿ** ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಪಾಕಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ. ನಾನಾವಿಧವಾದ ಪಾಕಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ **ಸಂಸ್ಥಾಃ** (ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತಭೇದಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನೋ ಏಳೇ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಕಯಜ್ಞದ ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.

ಗೋಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಂತೆ (೧-೫-೨೩)	ಗೌತಮಧರ್ಮಸೂತ್ರದಂತೆ (೧-೮-೧೦)
೧ ಸಾಯಂಪ್ರಾತರ್ಹೋಮೌ	೧ ಅಷ್ಟಕ
೨ ಸ್ಥಾಲೀಪಾಕ	೨ ಪಾರ್ವಣ
೩ ನವಯಜ್ಞ	೩ ಶ್ರಾದ್ಧ (ಮಾಸೀಶ್ರಾದ್ಧ)
೪ ಬಲಿ (ವೈಶ್ವದೇವಬಲಿ)	೪ ಶ್ರಾವಣೀ
೫ ಪಿತೃಯಜ್ಞ	೫ ಆಗ್ರಹಾಯಣೀ
೬ ಅಷ್ಟಕ	೬ ಚೈತ್ರೀ
೭ ಪಶು	೭ ಆಶ್ವಯುಜೀ

ಆಪಸ್ತಂಬಯಜ್ಞಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕರ್ತೃ, ಧೂರ್ತಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈರೀತಿ ಇವೆ—

೧. ಔಪಾಸನಹೋಮ, ೨. ವೈಶ್ವದೇವ, ೩. ಪಾರ್ವಣ, ೪. ಅಷ್ಟಕ, ೫. ಮಾಸೀಶ್ರಾದ್ಧ, ೬. ಸರ್ಪಬಲಿ, ೭. ಈಶಾನಬಲಿ (ಶೂಲಗವ).

---

useless. And if the mere knowledge of the asvamedha sacrifice acquired at the time of study delivers the soul from the guilt of slaying a brahmin, what is the use of performing that sacrifice? Therefore, it is clear that these arthavadas also which promise rewards in heaven are of no authority.

ಪಾಕಯಜ್ಞಗಳು ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೌತಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಮಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತು ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಹೋಮಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವು ಸೋಮಯಜ್ಞಗಳೆಂದೂ, ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಹವಿರ್ಯಜ್ಞವೆಂದೂ ಸಂಕೇತವು. ಸೋಮಯಜ್ಞಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ (೪೧೬ ನೆಯ ಪುಟ) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಗಳು :—ಇವೂ ಏಳು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು.

(೧) ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ (ಐ.ಬ್ರಾ.ಭಾ. ೫-೭)

೧. ಅಗ್ನ್ಯಾಧೇಯ, ೨. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ೩. ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ, ೪. ಆಗ್ರಯಣ, ೫. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ, ೬. ದಾಕ್ಷಾಯಣಯಜ್ಞ, ೭. ಕೌಂಡಪಾಯಿನಾಮಯನ ಅಥವಾ ಸೌತ್ರಾಮಣಿ.

(೨) ಧೂರ್ತಸ್ವಾಮಿಯ ಯಜ್ಞಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಕಾರ—

1 ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. 2 ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ. 3 ಆಗ್ರಯಣ. 4 ಪಿಂಡಪಿತೃಯಜ್ಞ. 5 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ. 6 ನಿರೂಢಪಶುಬಂಧ. 7 ಸೌತ್ರಾಮಣಿ.

(೩) ಗೌತಮಧರ್ಮಸೂತ್ರದಂತೆ—(೧-೮-೨೦)

1 ಅಗ್ನ್ಯಾಧೇಯ. 2 ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. 3 ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ. 4 ಆಗ್ರಯಣ. 5 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ. 6 ನಿರೂಢಪಶುಬಂಧ. 7 ಸೌತ್ರಾಮಣಿ.

(೪) ಗೋಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಂತೆ—(೧-೫-೨೩)

1 ಅಗ್ನ್ಯಾಧೇಯ. 2 ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. 3. ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ. 4 ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ. 5 ನವೇಷ್ಟಿ. 6 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ. 7 ಪಶುಬಂಧ.

ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸೇಷ್ಟಿಗಳು ; ಇವು ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ 'ಇಷ್ಟಿ' ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇತರ ಇಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇವು ಮಾದರಿಯಂತಿವೆ ಎಂದರೆ ಇತರ ಇಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿವೆ. ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ. ಈ ಇಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹವಿರ್ದ್ರವ್ಯವು ಪುರೋಡಾಶ. ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಪುರೋಡಾಶವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಪಾಲ ಎಂಬ ಮಡಕೆಯ ಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಹೋಮ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಎಂಟು ಕಪಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು (ಆಗ್ನೇಯಮಷ್ಟಾಕಪಾಲಂ) ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಹೋಮ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೋಮ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಪಾಲಗಳಲ್ಲಿ (ಅಗ್ನೀಷೋಮೀಯಮೇಕಾದಶಕಪಾಲಂ) ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಪಾಲಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

This, however, may be said. Granted that the arthavadas which speak of rewards are of no authority. Still those which convey prohibitions involve no absurdity, and may be authoritative. He answers this doubt in the next sutra.

ಈ ಇಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಋತ್ವಿಜರು ಬೇಕು.

೧. ಅಧ್ವರ್ಯು :—ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳೂ ಈತನು ಮಾಡಬೇಕಾದವು.

೨. ಹೋತೃ :—ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದು.

೩. ಬ್ರಹ್ಮ :—ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಇಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

೪. ಅಗ್ನೀತ್ (ಆಗ್ನೀಧ್ರ) :—ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಹಾಯಕ.

ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದವು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಕೆಲವು ಇವೆ.

ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 'ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನ' ಎಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ವಿವರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಹವನೀಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಿತ್ತನ್ನು (ಅರಳಿ ಅಥವಾ ಮುತ್ತುಗ) ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಕುವುದು.

ಯಜಮಾನನು ಕ್ಷೌರಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಕುಂಡಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ರತಗ್ರಹಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಕರ್ಮವಾದಮೇಲೆ, ಯಜಮಾನನನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಯಜಮಾನನು ಯಜ್ಞಶಾಲೆ (ಅಗ್ನಿಶಾಲೆ) ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಯಜಮಾನನ ಪತ್ನಿಯೂ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧಳಾಗಿ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿನ ನಡೆಯಬೇಕಾದವು. ಯಾಗವು ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವಾದಮೇಲೆ, ಋತ್ವಿಗ್ವರಣವು ನಡೆಯುವುದು. (೧) ಅನಂತರ ಕೆಲವು (ಐದು) ಉಪದೇವತೆಗಳ ತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ 'ಪ್ರಯಾಜ' ಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದುದು. (೨) ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗೆ ಒಂದೂ ಮತ್ತು ಸೋಮದೇವತೆಗೆ ಒಂದೂ ಆಜ್ಯಹೋಮವನ್ನು (ತುಪ್ಪ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (೩) ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿಗೆ ಎಂಟು ಕಪಾಲಗಳಲ್ಲೂ, ಅನಂತರ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೋಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಪಾಲಗಳಲ್ಲೂ, ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮವು. ಈ ಎರಡು ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಸೋಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಣ್ಣಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, ಆಜ್ಯಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಂಶುಯಾಗವೆಂದು ಹೆಸರು. (೪) ಅನಂತರ ಸ್ವಿಷ್ಟಿಕೃತ್ ಎಂಬ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪುರೋಡಾಶದ ಶೇಷವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು. (೫) ಕಡೆಯದಾಗಿ, 'ಅನೂಯಾಜ' ಗಳು. ಇವು ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮಗಳು.

ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ

ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಗ್ನ್ಯಾಧೇಯ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನವೆಂದರೆ, ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಶ್ರೌತಾಗ್ನಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯು ಗೃಹಸ್ಥನು ಮದುವೆ

ಯಾದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಮೇಲೆಯೇ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಆಹವನೀಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚೌಕವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಚತುರಶ್ರಾಕಾರವಾದ ಕುಂಡವು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಗೂ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಕುಂಡವು ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಗೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಕುಂಡವು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಗೂ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯು ಯಜಮಾನ (ಗೃಹಪತಿ—ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ) ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಯು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದುದು. ಆದುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕುಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲವು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆ ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾಂಗವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧ್ವರ್ಯುವು ನಿಯತವಾದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಂದು, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ (ವೇದಿಕೆಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ದೀರ್ಘ ಚತುರಶ್ರಾಕಾರವಾದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ) ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಯಜಮಾನನು ಪತ್ನೀಸಹಿತನಾಗಿ, ಸಾಯಂಕಾಲವೇ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಾಗರಣೆಯ ಉದ್ದಿಶ್ಯವು—ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಿಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಸಮಿತ್ತನ್ನು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಗ್ನಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಈ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ, ಅರಣಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇ 'ಅಗ್ನಿಮಂಥನ' ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಗ್ನಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ, ಅಶ್ವವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಸಮಿತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು, ಇತರ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವವೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಜಮಾನನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವವು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಆಹವನೀಯಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಧ್ವರ್ಯುವು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಶ್ವದ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿ, ಅನಂತರ, ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯದಿಂದ ಪುನಃ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಶ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಕಾಲ. ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಘೃತವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಕರಗಿಸಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಜುಹೂ ಎಂಬ ಮರದ ಸೌಟಿನಿಂದ ಯಜುರ್ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಯಜುರ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು ಯಜಮಾನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಆದುದರಿಂದ ಹೋಮಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಜಮಾನನು ಅಧ್ವರ್ಯುವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೋಮಕ್ಕೇ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೊನೆಯದು. ಈ ಯಜ್ಞವಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಯಜಮಾನನು ನಿಯಮಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ

ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯು ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿಯೂ ಆರದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಗೃಹಸ್ಥನೂ ಈ ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ 'ಆಹಿತಾಗ್ನಿ' (ಯಾರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆಧಾನ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾನೆಯೋ ಅವನು) ಎಂದು ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಹಿತಾಗ್ನಿಯಾದ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾವ ಶ್ರೌತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೇ ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕರ್ಮ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮತಭೇದಗಳಿವೆ. ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಿಯು ಕೊನೆಯಾಗಬಹುದು.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ

ಆಹಿತಾಗ್ನಿಗಳಾದ ಗೃಹಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವಿದು.

ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, "**ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ। ಓಂ ಸೂರ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸೂರ್ಯಸ್ಸ್ವಾಹಾ**" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವು ಹಾಲು. ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಅನಂತರ, ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಸ್ರುವ' ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು, 'ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಹವಣೀ' ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು. ಸಣ್ಣಚಮಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದುಸಲ ಹಾಲನ್ನು ದೊಡ್ಡಚಮಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಅಗ್ನಿಯು ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಯಜಮಾನನು ಪತ್ನೀಸಹಿತನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಿಂದ, ಆಹವನೀಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತ್ತನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಉರಿದುಹೋದನಂತರ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಹವಣಿಯಿಂದ ಎರಡುಸಲ ಹಾಲಿನ ಹೋಮವನ್ನು (ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲೇ) ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿಯೂ, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹೋಮ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾದುದು, ಎರಡನೆಯ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಪಠನೆ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಸ್ರುವದಿಂದ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು (ಅಗ್ನಿ) ಗೃಹಪತಿಗೂ, ಅನಂತರ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೂ ಎರಡುಸಲ ಹಾಲಿನ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇರೀತಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲೂ, ಒಂದು ಅಗ್ನಿ-ಅನ್ನಪತಿಗಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಹಾಲಿನ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನಷ್ಟೂ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಉಳಿದ ಹೋಮಶೇಷವನ್ನು ಯಜಮಾನನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬದಲು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗೆ "**ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರಗ್ನಿಸ್ಸ್ವಾಹಾ**" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇತರ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಹೋಮದಂತೆಯೇ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಹೋಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹವನವಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. (ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ ೪೧೫ ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿ.)

ಪಶುಬಂಧ ಅಥವಾ ನಿರೂಢಪಶುಬಂಧ

ಪಶುಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರೂಢಪಶುಬಂಧ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆರುಜನ ಋತ್ವಿಜರು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ—ಅಧ್ವರ್ಯು, ಹೋತೃ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಗ್ನೀತ್ (ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಹಾಯಕ), ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾತೃ (ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಸಹಾಯಕ), ಮೈತ್ರಾವರುಣ (ಹೋತೃವಿನ ಸಹಾಯಕ).

ಇಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಯ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಪಾಶುಕ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡನೆಯ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಉತ್ತರವೇದಿ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಐದು ಮೊಳ ಉದ್ದವುಳ್ಳ ಒಂದು ಗೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿ—ಇದನ್ನೇ 'ಯೂಪ' ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ—ಒಂದು ಮೊಳದಷ್ಟು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಪಶುವನ್ನು ಈ ಯೂಪ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹನ್ನೊಂದು 'ಪ್ರಯಾಜ' ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು 'ಪ್ರಯಾಜ' ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಜಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು 'ಆಪ್ರಿ' ಎಂಬ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಜಗಳಾದಕೂಡಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ. ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟರಾದ ದೇವತೆಗಳು—ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ. ಪಶುವಿನ ವಪೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಿಮಾಡಿ, ಪುರೋಡಾಶ ಮತ್ತು ವಪೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಾವರುಣನು, ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅನುವಾಕಗಳೆಂಬ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ, ಹೋತೃವು 'ಯಾಜ್ಯಾ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಅಗ್ನಿತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಿಷ್ಟಿಕೃದ್ಧೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ 'ರುದ್ರ' ನೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆ. ಅನಂತರ 'ಇಡಾಭಕ್ಷಣ'. 'ಇಡಾ' ಎಂದರೆ ಹೋಮಶೇಷ. ಇದನ್ನು ಯಜಮಾನ, ಋತ್ವಿಜರು ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಜ್ಞದ ಮುಖ್ಯಭಾಗನೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಸಣ್ಣಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಜ್ಞವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು 'ಅನೂಯಾಜ' ಗಳೆಂಬ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಧಿಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಘೃತವೇ ಹೋಮದ್ರವ್ಯ. ಹನ್ನೊಂದು ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಇವುಗಳು ಮುಗಿದಮೇಲೆ, ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಸಹಾಯಕನಾದ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾತೃವು ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಂತ್ರಪಠನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಉಪಯಾಜ' ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಉಪಯಾಜಹೋಮವು ಪಶುಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯಜಮಾನನ ಪತ್ನಿಯು 'ಪತ್ನೀಸಂಯಾಜ' ವೆಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಎಂದರೆ, ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಈಗ ಹೇಳಿರುವ ಯಜ್ಞವಿಚಾರವಾದ ವಿಷಯವು ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಭಾಗಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೫)

ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಗ್ನಿಶ್ಚೇತವ್ಯೋ ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವೀತ್ಯತ್ರಾಂತರಿಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ದಿವಶ್ಚ ಪ್ರತಿಷೇಧಭಾಗಿತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಚಯನಪ್ರಸಂಗಸ್ಯೈವಾಭಾವಾತ್। ಮಾ ಭೂತ್ತರ್ಹಿ ನಿಷೇಧಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ। ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಕಾಮಯತೇತ್ಯಾದೀನಾಂ ಪೂರ್ವಪುರುಷವೃತ್ತಾಂತಾಭಿಧಾಯಿನಾಂ ವಿರೋಧಾನುಪಲಂಭಾದಸ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಫಲವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದೋಷವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸೂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಚಯನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಭೂಮಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಆಕಾಶ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಚಯನ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಚಯನ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಚಯನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಯನ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗೆತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದೀತು?

ಇಲ್ಲಿ **ಅಗ್ನಿಚಯನದ** ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡೋಣ ಶ್ಯೇನಾ (ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ) ಕಾರವಾದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಸೋಮವನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿಯು ಪಕ್ಷಿರೂಪದಿಂದ ತಂದಳೆಂಬ ಆಧಾರದಮೇಲೆ

Because the prohibitions contained in arthavadas are out of place.

In the arthavada "na prithivyam agnis chetavyo nantarikshe na divi" there is no room for the prohibition as regards the mid-heaven or the sky. For the act forbidden to be done there, the raising an altar for the sacrificial fire, could not in any case be done in either of these two places.

ಶ್ಯೇನಾಕಾರವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಮವು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ. ಆತನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಗಡು ಸೂರ್ಯದೇವತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯು. ಈ ತಗಡಿನಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಾಕಾರ ವಾದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಗುರುತು. ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ (ಇಷ್ಟಕಾ) ಗಳನ್ನು ಪದರಪದರವಾಗಿ ಒಂದರಮೇಲೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದರಪದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ "ಸ್ವಯಮಾತೃಣ್ಣಾಃ" ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಭೂಮಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಭಾವನೆ. ಈ ಯಜ್ಞವು ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಏಕೀ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವಾದ ಅರ್ಥವಾದವು ಭೂಮಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ. "ಪ್ರವಾಹಣನ ಮಗನಾದ ಬಬರನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು" ಎಂಬೀ ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾದರೂ ಈ ಅಪ್ರಾಮಣ್ಯಶಂಕೆಯಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹನೀಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳಾವುವೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನಿತ್ಯಸಂಯೋಗಾತ್ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೬)

ಬಬರಾದಿರೂಪೇಣಾನಿತ್ಯೇನಾರ್ಥೇನ ಸಂಯೋಗೇ ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತತಃ ಪೂರ್ವಮಭಾವಾತ್ಕಾಲಿದಾಸಾದಿವಾಕ್ಯವತ್ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ । ಕಿಂ ಬಹುನಾ । ಸರ್ವಥಾಪಿ ನಾಸ್ತ್ಯೇವಾರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ಪೂರ್ವಃ ಪಕ್ಷಃ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ನಿತ್ಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.

ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಬಬರ', 'ಪ್ರವಾಹಣನ ಮಗ', 'ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವು ಮರ್ತ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ, ಈ ಮರ್ತ್ಯರಿಗನ್ವಯಿಸುವ ವಾಕ್ಯ ಗಳು ಅವರುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಳಿದಾಸ, ಭವಭೂತಿ ಮೊದಲಾದ ಕವಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪೌರುಷೇಯವಾಕ್ಯಗಳೋ ಅದೇರೀತಿ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೂ ಪೌರುಷೇಯಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

Good. Granted that these prohibitive arthavadas are non-authoritative. No such absurdity is inherent in the arthavadas which tell the deeds of men of old time, as for example, "babarah pravahanir akamayata." He answers this doubt in the next sutra.

Because of the mention made in them of non-eternal things.

In this arthavada mention is made of one Babara and other non-eternal things. The arthavada cannot therefore have existed before Babara. Therefore it must be credited with a human origin,

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಾವರೀತಿ ನೋಡಿದರೂ, ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ವಿಧಿನಾ ತ್ವೇಕ ವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥೇನ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ಯುಃ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೭)

ತುಶಬ್ದೋಽರ್ಥವಾದಾನಾಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ವಾರಯತಿ । ವಾಯುರ್ವೈ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠೇತ್ಯೇವಮಾದೀನಾಮರ್ಥವಾದಾನಾಂ ವಾಯವ್ಯಂ ಶ್ವೇತಮಾಲಭೇತ । (ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧-೧) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಿಧಿನಾ ಸಹೈಕವಾಕ್ಯತ್ವಾದಸ್ತಿ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ । ನ ಚ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥವಾದನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯೇಣ ಪದಾನ್ವಯಸಂಪೂರ್ತೇಸ್ತತ್ರಾರ್ಥವಾದಾನಾಂ ನಾಸ್ತ್ಯುಪಯೋಗ ಇತಿ ಶಂಕನೀಯಂ । ತೇ ಹ್ಯರ್ಥವಾದಾಃ ಪುರುಷಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾಕಾಂಕ್ಷತಾಂ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥತ್ವೇನೋಪಯುಕ್ತಾಃ ಸ್ಯುಃ । ಸ್ತುತ್ಯಾ ಚ ಪ್ರಲೋಭಿತಃ ಪುರುಷಸ್ತತ್ರ ಪ್ರವರ್ತತೇ । ನನ್ವರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಪ್ರಮಾದಪಠಿತತ್ವೇನೋಪೇಕ್ಷಣೀಯತ್ವಾತ್ಕಿಮನೇನೈಕವಾಕ್ಯತಾಪ್ರಯಾಸೇನೇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅರ್ಥವಾದಗಳು ವಿಧಿಗಳು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುವವು. ಎಂದರೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುವವು ಎಂದಾಗುವುದು.

ಈವರೆಗೆ ಜೈಮಿನಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಂದರೆ, ಅರ್ಥವಾದವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ "**ವಿಧಿನಾ ತ್ವೇಕವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥೇನ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ಯುಃ**" ಎಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಎರಡೂ ಸೇರಿಯೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳು; ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ "ತು" ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. "ವಾಯುರ್ವೈಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಾಃ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವು "ವಾಯವ್ಯಂ ಶ್ವೇತಮಾಲಭೇತ" ಎಂಬ ವಿಧಿ

Why prolong this? In every way it is clear that the arthavadas are of no authority. This is the view now to be controverted.

The sutras which now follow contain his conclusion,

> But the arthavadas, standing as they do in syntactical connection with the vidhis, must be construed as emphasising the vidhis.

The word 'but' indicates that the view of the non-authoritativeness of the arthavadas is about to be rejected. Since arthavadas like "vayur vai kshepishtha" are in syntactical connection with vidhis like "vayavyam svetam alabheta," they too must be authoritative guides to religious duty. Nor need we doubt and say that since the vidhis are verbally

ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದು. ವಾಯುದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಅಜವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರ್ಥವಾದವು ವಾಯುವೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ವಾಯುವಿಗೆ ಪಶುವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಇತರ ದೇವತೆಗಳಾರೂ ಅವನಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಫಲಕೊಡಲಾರರು; ಆದುದರಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಅಜವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡು ಎಂದು ಅನ್ವಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾದಮೇಲೆ, ವಾಕ್ಯದ ಒಂದುಭಾಗವಾದ ವಿಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದುಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಅರ್ಥವಾದಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದಿಶ್ಯ. ಈ ಫಲಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಪುರುಷನನ್ನು ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಲಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಗುರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದಗಳೂ ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಮಾಣವು.

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟೆಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥವಾದ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾದಪಠಿತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜೈಮಿನಿಯು ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ತುಲ್ಯಂ ಚ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಂ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೮)

ಅನಧ್ಯಾಯವರ್ಜನಾದಿನಿಯಮಪುರಃಸರಂ ಗುರುಸಂಪ್ರದಾಯಾದಧ್ಯಯನಂ ಯತ್ತತ್ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಂ । ತಚ್ಚ ವಿಧೀನಾಮರ್ಥವಾದಾನಾಂ ಸಮಾನಂ । ತಸ್ಮಾದ್ವಿಧಿವದೇತೇಷಾಮಪಿ ಪ್ರಮಾದಪಾಠೋ ನ ಭವತಿ । ನನು ಶಾಸ್ತ್ರ-ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಾಚ್ಚೇತ್ಯೇವಮರ್ಥವಾದೇಷ್ವನುಪಪತ್ತಿರುಕ್ತೇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯಾಹ

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಿಧಿಗಳಂತೆಯೇ ಅರ್ಥವಾದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಾದಿಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದಾದಿದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನಧ್ಯಯನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದಿರುವುದು ಮೊದಲಾದ ವಿಧಿಗಳು ಇರುವವಷ್ಟೆ. ಇವು ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವವು. ಇವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ

---

complete in themselves, without reference to the arthavadas, these latter cannot be of any use. The vidhis expect the action of men, and in that respect the arthavadas, which praise and emphasise the vidhis, are useful. For it is when a man hears a course of action praised that he enters upon it.

But arthavadas it may be said, may by introduced by error into the text of scripture, and should therefore be left out of sight. Why be at pains to establish that they are in syntactical connection with the vidhis? He answers this doubt in the next sutra

Right tradition is of the same weight in both cases.

By right tradition is meant study in accordance with the tradition delivered by the guru with due observance of all restraints such as holy days and the like. Now this is the

ಪ್ರಮಾದಾದಿದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಧಿಗಳೂ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾದಾದಿ ದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟವಿರೋಧದಿಂದ ಈ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದಾದಿದೋಷಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

**ಅಪ್ರಾಪ್ತಾ ಚಾನುಪಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಯೋಗೇ ಹಿ ವಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛಬ್ದಾ-
ರ್ಥಸ್ತ್ವಪ್ರಯೋಗಭೂತಸ್ತಸ್ಮಾದುಪಪದ್ಯೇತ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೯)**

ಸ್ತೇನಂ ಮನ ಇತ್ಯಾದೌ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧಾದ್ಯನುಪಪತ್ತಿರಪ್ರಾಪ್ತಾ ಪ್ರಯೋಗಸ್ಯಾನುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ಪ್ರಯೋಗೇ ಹಿ ಸ್ತೇಯಾದೀನಾಮುಚ್ಯಮಾನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚಾತ್ರ ಸ್ತೇಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ । ಕಿಂತು ಸ್ತೇಯಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏವೋಚ್ಯತೇ । ನ ಚ ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಪ್ರಯೋಗಭೂತಃ । ತಸ್ಮಾಚ್ಛಬ್ದಾರ್ಥವಚನಮಾತ್ರೇಣ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧಾಭಾವಾದಯಮರ್ಥವಾದ ಉಪಪನ್ನ ಏವ । ನನು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥೇನ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ಯುರಿತಿ ಯದುಕ್ತಂ ತದಸದ್ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಾತ್ । ವೇತಸಶಾಖಯಾ ಚಾವಕಾಭಿಶ್ಚ ವಿ ಕರ್ಷತ್ಯಾಪೋ ವೈ ಶಾಂತಾಃ । (ತೈ. ಸಂ. ೫-೪-೪-೩) ಇತ್ಯತ್ರ ವೇತಸಾವಕೇ ವಿಧೀಯೇತೇ ಆಪಶ್ಚ ಸ್ತೂಯಂತ ಇತಿ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಪರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ವಿರೋಧವಾಗಬಹುದು. ಇವು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಯೋಗಭೂತವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟು.

---

same for vidhis and for arthavadas: therefore there is as little chance of error in the next in the one case as in the other.

With regard to the suspicion thrown upon the arthavadas that they must be of no effect because they contradict both the shastras and what we see with our eyes, his answer is as follows.

No reason has arisen why we should consider them of none effect. What contradiction there is between them and right practice. But they are no parts of practice, and therefore are of effect.

No reason has arisen why the text "stenam manah," and others like it, which are opposed to the shastra, should be declared of none effect. It is not hinted that they have

" **ಸ್ತೇನಂ ಮನಃ** " ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಪ್ರಯೋಗದ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತೇಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧವಾದೀತು ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸ್ತೇಯವು ಕರ್ತವ್ಯವು ಎಂದೇನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದರೂ ಸ್ತೇಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟು.

ಒಳ್ಳೇದು, ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತವೆ, ಎಂದರೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದವು ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈರೀತಿ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಾರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವಾದ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಕ್ಯವಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವಾದ ಅರ್ಥವಾದವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಿಯು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವಾದವು ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಅರ್ಥವಾದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ—" **ವೇತಸಶಾಖಯಾ ಚಾವಕಾಭಿಶ್ಚಾಗ್ನಿಂ ವಿಕರ್ಷತ್ಯಾಪೋ ವೈ ಶಾಂತಾಃ** "-(ತೈ. ಸಂ.೫-೪-೪) ಎಂಬುದೊಂದು ವಾಕ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ—" **ವೇತಸಶಾಖಯಾ ಚಾವಕಾಭಿಶ್ಚಾಗ್ನಿ ವಿಕರ್ಷತಿ** "—ವೇತಸ ಮತ್ತು ಅವಕಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ಜೊಂಡಿನಿಂದಲೂ ಪಾಚಿಯಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವನು. ಎಂಬುದೊಂದು ವಾಕ್ಯ. " **ಆಪೋ ವೈ ಶಾಂತಾಃ** "—ನೀರುಗಳು ಶಾಂತಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವು. ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು. ಎರಡನೆಯದು ಅರ್ಥವಾದವು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊಂಡಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನೀರು ಶಾಂತಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ಇಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಲಾದೀತು? ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

---

anything to do with practice. If their themes, theft and the like, were spoken of in connection with practice then, if you like, they would be in contradiction with the shastra. But the practice of theft is not enjoined here. And the word about theft used in the text has no connection with practice. No contradictions of the shastras can lie in the mere use of a word, and therefore this arthavada is not on that account of no effect.

But it may be said that the view according to which the arthavadas serve to recommend and emphasise the vidhis must be untrue, inasmuch as in many cases the subject of the vidhi is one thing and the subject of the arthavadas another. Take the text. "vetasasakhaya chavakabhis chagnim vikarshatyapo vai santah." The subject of the vidhi is the vetasa and the avaka plants. The subject of tne arthavada is the waters. How can the arthavada emphasise the vidhi here. He answers this doubt as follows.

ಗುಣವಾದಸ್ತು (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೦)

ತುಶಬ್ದೋ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯದೋಷಂ ವಾರಯತಿ । ಗುಣವಾದೋ ಹ್ಯತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಃ । ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಕಶ್ಮೀರಾಭಿಜನೋ ದೇವದತ್ತಃ ಕಶ್ಮೀರ-ದೇಶೇಷು ಸ್ತೂಯಮಾನೇಷು ಸ್ತುತಮಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯತ ಏವಮತ್ರಾ-ಪ್ಯದ್ಭ್ಯೋ ಜಾತೇ ವೇತಸಾವಕೇ ಅಪ್ಸು ಸ್ತುತಾಸು ಸ್ತುತೇ ಏವ ಭವತಃ । ಶಾಂತಾಭ್ಯೋಽದ್ಭ್ಯೋ ಜಾತತ್ವಾದ್ವೇತಸಾವಕೇ ಸ್ವಯಮಪಿ ಶಾಂತೇ ಸತ್ಯೌ ಯಜಮಾನಸ್ಯಾಘಂ ಶಮಯತ ಇತ್ಯೇತಾದೃಶಸ್ಯ ಗುಣಸ್ಯ ವಾದೋಽತ್ರಾಭಿಪ್ರೇತಃ । ಸೋಽರೋದೀದಿತ್ಯತ್ರಾಪಿ ರಜತಸ್ಯ ಪತಿತಾ-ಶ್ರುರೂಪತ್ವಾದ್ರಜತದಾನೇ ಗೃಹೇಽಪಿ ರೋದನಪ್ರಸಂಗಾದ್ಬರ್ಹಿಷಿ ರಜತಂ ನ ದೇಯಮಿತಿ ತನ್ನಿಷೇಧೇನ ವಿಧೇಯೇನಾರ್ಥವಾದಸ್ಯೈಕವಾಕ್ಯತ್ವಂ । ತತ್ರ ರಜತದಾನಾಭಾವೇ ರೋದನಾಭಾವರೂಪೋ ಗುಣೋಽತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಃ ತೇನ ಚ ಗುಣೇನ ರಜತದಾನನಿವಾರಣರೂಪೋ ವಿಧಿಃ ಸ್ತೂಯತೇ । ಯದ್ಯಪಿ ರಜತಸ್ಯಾಶ್ರುಪ್ರಭವತ್ವಮತ್ಯಂತಮಸತ್ ತಥಾಪಿ ಯಥೋಕ್ತ-ನೀತ್ಯಾ ವಿಧೇಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪದ್ಯತೇ । ಯಃ ಪ್ರಜಾಕಾಮಃ ಪಶುಕಾಮಃ ಸ್ಯಾತ್ಸ ಏತಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಮಜಂ ತೂಪರಮಾಲಭೇತ (ತೈ.ಸಂ. ೨-೧-೧-೪) ಇತ್ಯಯಂ ವಿಧಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿವಪೋತ್ಖೇದೇನ ಸ್ತೂಯತೇ । ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರ-ಜಾಪತಿಃ ಸ್ವವಪಾಮುತ್ಖಿದ್ಯಾಗ್ನೌ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ತತೋ ಜಾತಂ ತೂಪರ-ಮಜಮಾತ್ಮಾರ್ಥಮಾಲಭ್ಯ ಪ್ರಜಾಃ ಪಶೂಂಶ್ಚ ಲಬ್ಧವಾಂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಜಾದಿ ಸಂಪಾದಕೋಽಯಂ ತೂಪರ ಇತಿ ತೂಪರಗುಣಸ್ಯ ವಾದೋಽತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಃ। ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಾಯಣೀಯಶ್ಚರುರಿತ್ಯೇಷ ವಿಧಿರ್ದಿಶೋ ನ ಪ್ರಾಜಾನನ್ನಿತ್ಯ-ನೇನ ದಿಗ್ಮೋಹೇನ ಸ್ತೂಯತೇ । ಯದಿಯಮದಿತಿರ್ದೇವತಾ ದಿಗ್ಮೋ-ಹಮಪನೀಯ ದಿಗ್ವಿಶೇಷಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ತದಾ ಬಹುವಿಧಕರ್ಮ-ಸಮುದಾಯರೂಪೇ ಸೋಮಯಾಗೇಽನುಷ್ಠಾನವಿಷಯಂ ಭ್ರಮಮಪ-ನಯತೀತಿ ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯೇವಮದಿತಿದೇವತಾಗತಸ್ಯ ಗುಣಸ್ಯ ವಾದೋಽತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಃ । ಸ್ವಕೀಯವಪೋತ್ಖೇದೋ ದೇವಯಜನಾಧ್ಯ-ವಸಾನಮಾತ್ರೇಣ ದಿಗ್ಮೋಹಶ್ಚೇತ್ಯುಭಯಮಸ್ತು ವಾ ಮಾ ವಾ । ಸರ್ವ-

---

But in such cases there is a figure of speech.

The word 'but' shows that the objection is about to be refuted. The meaning here is figurative. As in common talk if a native of Kashmir hears Kashmir praised, he considers himself praised, so here praise of the waters implies praise of the vetasa and avaka plants, which are born in the waters. The figurative meaning of this text is simply "O vetasa and avaka plants, sprung from the holy waters, and therefore yourselves holy, drive all evil from the man who sacrifices here."

ಥಾಪಿ ಸ್ತುತಿಪರತ್ವಮಭ್ಯುಪಗಚ್ಛತಾಮಸ್ಮಾಕಂ ನ ಕಿಂಚಿದ್ಧೀಯತೇ । ಶಿಖಾ ತೇ ವರ್ಧತೇ ವತ್ಸ ಗುಡೂಚೀಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪಿಬೇತ್ಯಾದಾವವಿದ್ಯಮಾನೇನಾಪ್ಯರ್ಥೇನ ಲೋಕೇ ಸ್ತುತಿದರ್ಶನಾತ್ । ಅಥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧಂ ದರ್ಶಯಿತುಂ ಯದುದಾಹೃತಂ ಸ್ತೇನಂ ಮನೋಽನೃತವಾದಿನೀ ವಾಗಿತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು (ಆದುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದೇ ಇದೆ.)

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ **ತು** (ಆದರೆ) ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಂತಹ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯವೆಂದರೆ—ವಿಧಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥವಾದವಿನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರಸಂಬಂಧವಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. **“ಲೋಕೇ ಕಶ್ಮಿರಾಭಿಜನೋ ದೇವದತ್ತಃ ಕಶ್ಮೀರದೇಶೇಷು ಸ್ತೂಯಮಾನೇಷು ಸ್ತುತಮಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯತೇ”** ಎಂದರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶವನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವದತ್ತನೆಂಬುವನೂ ತನ್ನನ್ನು (ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ) ಹೊಗಳಿದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವು ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದು. ಆದರಂತೆಯೇ ನೀರನ್ನು **ಆಪೋ ವೈ ಶಾಂತಾಃ** ಎಂದು ಹೊಗಳಿದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೇತಸಾವಕಗಳನ್ನೂ (ಜೊಂಡು ಪಾಚಿಗಳು) ಹೊಗಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಶಾಂತವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಜೊಂಡು ಪಾಚಿಗಳು ತಾವೂ ಶಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಶಮನಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಈ ಅರ್ಥವಾದದ ಉದ್ದೇಶವು.

ಅರ್ಥವಾದವು ವಿಧಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.—

ಸೋಽರೋದೀದ್ಯದರೋದೀತ್ತದ್ರುದ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರತ್ವಂ ಯದಶ್ರ್ವಶೀಯತ ತದ್ರಜತಗ್‌ಂ ಹಿರಣ್ಯಮಭವತ್ತಸ್ಮಾದ್ರಜತಗ್‌ಂ ಹಿರಣ್ಯಮದಕ್ಷಿಣ್ಯಮಶ್ರುಜಗ್‌ಂ ಹಿ ಯೋ ಬರ್ಹಿಷಿ ದದಾತಿ ಪುರಾಸ್ಯ ಸಂವತ್ಸರಾದ್ಗೃಹೇ ರುದಂತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಬರ್ಹಿಷಿ ನ ದೇಯಂ ॥ (ತೈ. ಸಂ. ೧-೫-೧)

Take as another example the arthavada "so rodit &c." The corresponding vidhi lays down that silver is not to be used for the fee of the priest at the sacrifice. The arthavada derives Rudra, the name of the god, from the word for weeping. The figurative meaning is that if silver is not given, tears will not fall. Therefore if the man for whom the priest is sacrificing pays him in silver, there will be weeping in that man's house as well as at the sacrifice. The intended emphasis added to the vidhi is simply that if there be no giving of of silver at the sacrifice, there will be no weeping at the house. And by this emphasis the vidhi is recommended. There is really no truth in the story referred to here, namely, that Rudra's tears turned into silver. But in the way shown the arthavada here does emphasise and recommend the vidhi.

ಇದರ ಅರ್ಥ—“ ಅವನು (ರುದ್ರನು) ಅತ್ತನು ಅಥವಾ ರೋದನವಮಾಡಿದನು. ರೋದನವಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಆ ರುದ್ರನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರು ಬೆಳ್ಳಿಯಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ರುದ್ರನ ಕಣ್ಣೀರುಸ್ವರೂಪವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನೂ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ರೋದನಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಯಜಮಾನನ ಬಂಧುವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತರಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ” ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ವಿಧಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದಕ್ಕೂ ಸರಿಹೋಗುವುದು. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆಹೋದರೆ ರೋದನವೂ ಇಲ್ಲದೇಹೋಗುವುದು ಎಂಬ ಗುಣವುಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಈ ಅರ್ಥವಾದದ ಉದ್ದೇಶವು. ಹೀಗೆ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ರಜತದಾನವು ಕೂಡದು ಎಂಬ ನಿಷೇಧರೂಪವಿಧಿಯನ್ನೇ ಅರ್ಥವಾದವು ಸ್ತುತಿಸುವುದು. ರಜತವು ರುದ್ರನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ವಾಸ್ತವವಲ್ಲವಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಥವಾದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯ ಸ್ತುತಿಯು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದು.

ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ—

ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವಾ ಇದಮೇಕ ಆಸೀತ್ಸೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಪಶೂನ್ತ್ಸೃಜೇಯೇತಿ ಸ ಆತ್ಮನೋ ವಪಾಮುದಕ್ಖಿದತ್ತಾಮಗ್ನೌ ಪ್ರಾಗೃಹ್ಣಾತ್ತತೋಽಜಸ್ತೂಪರಸ್ಸಮಭವತ್ತಗ್‌ಂ ಸ್ವಾಯೈ ದೇವತಾಯಾ ಆಲಭತ ತತೋ ವೈ ಸ ಪ್ರಜಾಃ ಪಶೂನಸೃಜತ ಯಃ ಪ್ರಜಾಕಾಮಃ ಪಶುಕಾಮಃ ಸ್ಯಾತ್ಸ ಏತಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಮಜಂ ತೂಪರಮಾಲಭೇತ ಪ್ರಜಾಪತಿಮೇವ ಸ್ವೇನ ಭಾಗಧೇಯೇನೋಪಧಾವತಿ ಸ ಏವಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಜಾಂ ಪಶೂನ್ಪ್ರಜನಯತಿ ||

(ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧-೪)

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ, ಪಶುಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಪೆಯನ್ನು (entrails) ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಆಡೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಆ ಆಡಿನಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ ಪಶುಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು (ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದನು). ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು (ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂತತಿಗಳನ್ನೂ) ಪಶುಗಳನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಆಡನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಆಡು ಪ್ರಜಾಪಶುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲುದು ಎಂದು ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಆಡಿನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದೂ ಈ ಅರ್ಥವಾದದ ಉದ್ದೇಶವು.

Take another example The vidhi "yah prajakamah pasukamah syat sa etam prajapatyam ajam tuparam alabheta" is recommended by the arthavada about Prajapati cutting out his own entrails. Because Prajapati cut out his own entrails, threw them on the fire, and by means of the hornless goat so obtained got men and cattle, therefore this hornless goat is good for obtaining offspring. This praise of the hornless goat is the real meaning of the arthavada,

The vidhi "adityah prayaniyas charuh" is recommended by the ignorance as to the four quarters of the heavens spoken of in the arthavada "diso na prajanan." As the divine

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ—

ದೇವಾ ವೈ ದೇವಯಜನಮಧ್ಯವಸಾಯ ದಿಶೋ ನ ಪ್ರಾಜಾನನ್ತೇಽನ್ಯೋ-ನ್ಯಮುಪಾಧಾವನ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರಜಾನಾಮ ತ್ವಯೇತಿ ತೇಽದಿತ್ಯಾಗ್ಂ ಸಮ-ಧ್ರಿಯಂತ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಜಾನಾಮೇತಿ ಸಾಽಬ್ರವೀದ್ವರಂ ವೃಣೈ ಮತ್ಪ್ರಾ-ಯಣಾ ಏವ ವೋ ಯಜ್ಞಾ ಮದುದಯನಾ ಅಸನ್ನಿತಿ ತಸ್ಮಾದಾದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಾಯಣೀಯೋ ಯಜ್ಞಾನಾಮಾದಿತ್ಯ ಉದಯನೀಯಃ ಪಂಚ ದೇವತಾ ಯಜತಿ ಪಂಚ ದಿಶೋ ದಿಶಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಯೈ ॥ (ತೈ. ಸಂ. ೬-೧-೫)

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಒಂದಾನೊಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಯಜ್ಞಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾದಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಮಾತೆಯಾದ ಅದಿತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಿತಿಯು—ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಲು ದೇವತೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ **ಪ್ರಾಯಣೀಯಃ** ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮವೂ, **ಉದಯನೀಯಃ** ಯಜ್ಞಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೋಮವೂ **ಆದಿತ್ಯಾಃ** ಎಂದರೆ ಅದಿತಿ ದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ಊರ್ಧ್ವ ಎಂಬ ಐದು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಈ ಐದು ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹೋಮಗಳು ಅದಿತಿದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನವು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಗಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಾಯಣೀಯಶ್ಚರುಃ—ಪ್ರಾಯಣೀಯ ಎಂಬುದು ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ದಿವಸ ಮಾಡುವ ಹೋಮವು. ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಕೊಡುವ ಚರುವು ಅದಿತಿದೇವಿಯುದು. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ವಿಧಿ. **ದಿಶೋ ನ ಪ್ರಾಜಾನನ್**—ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದರು—ಎಂಬುವುದು ಅರ್ಥವಾದವು. ಅದಿತಿದೇವತೆಯು ದಿಙ್ಮೋಹವನ್ನು ಕಳೆದು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಬಹುವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುದಾಯರೂಪವಾದ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವಳು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇನಿದೆ? ಎಂದು ಅದಿತಿದೇವತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಈ ಅರ್ಥವಾದದ ಉದ್ದೇಶವು. ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ-ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ತನ್ನ ವಪೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದನು; ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಯಿತು; ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವೋ

Aditi removing the darkness that is over the earth revealed the different quarters, much more will she, on the performance of that Soma sacrifice which includes all the rest remove the darkness which clings to our performance. This is the connection between vidhi and arthavada here. You will say that neither did Prajapati ever cut out his own entrails, nor was there ever that ignorance of the four quarters of the heavens on the part of the gods come to the sacrifice, How does that touch me whose doctrine is simply that these artha-

ಸುಳ್ಳೋ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತುತಿಪರವಾದ ಅರ್ಥವಾದಗಳಿವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಮಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾದರೂ ನಿಜವಾದರೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. "ಗುಡೂಚಿಯನ್ನು (ಒಂದು ಔಷಧ) ಕುಡಿ, ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು" ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸುವುದು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಷ್ಟೆ.

ಈಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ **ಸ್ತೇನಂ ಮನಃ**–ಮನಸ್ಸು ಕಳ್ಳನು ; **ಅನೃತವಾದಿನೀ ವಾಕ್**—ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರೂಪಾತ್ಪ್ರಾಯಾತ್ (ಜೈ. ಸೂ.೧-೨-೧೧)

ಹಿರಣ್ಯಂ ಹಸ್ತೇ ಭವತ್ಯಥ ಗೃಭ್ಣಾತೀತ್ಯೇತಂ ವಿಧಿಂ ಸ್ತೋತುಮಯಮರ್ಥವಾದ ಉಚ್ಯತೇ । ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಕಿಮ್ಯೃಷಿಣಾ ದೇವದತ್ತ ಏವ ಪೂಜಯಿತವ್ಯ ಇತ್ಯತ್ರ ದೇವದತ್ತಪೂಜಾಂ ಸ್ತೋತುಮೇವೌದಾಸೀನ್ಯಮೃಷಾವುಪನ್ಯಸ್ಯತೇ ನ ತು ಪೂಜ್ಯತ್ವಮೃಷೇರ್ವಾರಯಿತುಂ। ಏವಮತ್ರಾಪಿ ಹಸ್ತೇ ಹಿರಣ್ಯಗ್ರಹಣಂ ಪ್ರಶಂಸಿತುಂ ಮನಸಃ ಸ್ತೇನರೂಪತ್ವಂ ವಾಚೋಽನೃತವಾದಿತ್ವಂ ಚೋಪನ್ಯಸ್ಯತೇ । ತತ್ರ ಗುಣವಾದೇನ ಶಬ್ದಾರ್ಥೋ ಯೋಜನೀಯಃ । ಯಥಾ ಸ್ತೇನಾಃ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನರೂಪಾ ಏವಂ ಮನೋಽಪೀತಿ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನರೂಪತ್ವಮತ್ರ ಗುಣಃ । ಪ್ರಾಯೇಣ ವಾಗನೃತಂ ವಕ್ತೀತಿ ಪ್ರಾಯಿಕತ್ವಂ ತತ್ರ ಗುಣಃ । ಹಸ್ತಸ್ತು ನ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನೋ ನಾಪ್ಯನೃತಬಹುಲಃ । ಅತೋ ಹಸ್ತೇ ಹಿರಣ್ಯಧಾರಣಂ ಪ್ರಶಸ್ತಮಿತಿ ಸ್ತೂಯತೇ । ಯದಪಿ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಾಯ ಧೂಮ ಏವಾಗ್ನೇರ್ದಿವಾ ದದೃಶ ಇತ್ಯಾದಿಕಮುದಾಹೃತಂ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಾಕ್ಯಗಳ ರೂಪಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದಲೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳ ಪರೋಕ್ಷಾರ್ಥವನ್ನು (ಗೂಢಾರ್ಥ, ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ) ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ **ಸ್ತೇನಂ ಮನಃ, ಅನೃತವಾದಿನೀ ವಾಕ್** ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಸ್ತೇನಂ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾರ್ಥಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದು. **ಹಿರಣ್ಯಂ**

---

vadas are used for the purpose of recommending the vidhis? "Drink it up and your hair will grow." Do we not hear every day things that have no existence used to recommend precepts ?

Next of the example, brought forward in the course of the view to be controverted, of an arthavada opposed to the shastras, "stenam mano 'nrtavadini vak." His answer to this point is in the next sutra.

Rupat. Prayat.

This is an arthavada which is used to recommend the vidhi "hiranyam haste bhavatyatha gribhnati." As in common talk the sentence "What! Is Devadatta the only person

ಹಸ್ತೇ ಭವತ್ಯಥ ಗೃಭ್ಣಾತಿ—(ತೈ. ಸಂ. ೪-೮-೨-೩) ಎಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅರ್ಥವಾದವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. **ಕಿಮೃಷಿಣಾ ದೇವದತ್ತ ಏವ ಪೂಜಯಿತವ್ಯಃ**—ಋಷಿಯಾದರೇನು? ದೇವದತ್ತನಿಗೇ ಪೂಜೆಯು ಸಲ್ಲಬೇಕು—ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಋಷಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ಅಥವಾ ಹೀನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಋಷಿಯು ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ದೇವದತ್ತನು ಪೂಜ್ಯನು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ—ಹಿರಣ್ಯಂ ಹಸ್ತೇ ಭವತ್ಯಥ ಗೃಭ್ಣಾತಿ—ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದವು ಹೊರಟಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ **ಸ್ತೇನಂ ಮನಃ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ತಲೆ ಮರಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಗೂಢವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಶರೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಗೂಢವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಢವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಳ್ಳರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯಗುಣವಾದುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ತೇನಂ-ಎಂದು ಕಳ್ಳನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಂದರೆ ಕಳ್ಳನಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಢವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ಗುಣವಿದೆ. ಈ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ **ಸ್ತೇನಂ ಮನಃ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು **ಅನೃತವಾದಿನೀ ವಾಕ್** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗೌಣಾರ್ಥವೇ ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಯಿಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣವು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ **ಅನೃತವಾದಿನೀ ವಾಕ್** ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು **ಹಿರಣ್ಯಂ ಹಸ್ತೇ ಭವತ್ಯಥ ಗೃಭ್ಣಾತಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತಿದೆ, ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಳ್ಳನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತವು ಎಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಈ ಅರ್ಥವಾದದ ಉದ್ದೇಶ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅನೃತವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು—

> **ಅನೃತಂ ವೈ ವಾಚಾ ವದತಿ । ಅನೃತಂ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯತಿ । ಚಕ್ಷುರ್ವೈ ಸತ್ಯಂ । ಅದ್ರಾ ೩ ಗಿತ್ಯಾಹ । ಅದರ್ಶಮಿತಿ । ತತ್ಸತ್ಯಂ ॥**
>
> **(ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೪)**

ಎಂದರೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ಮಾತು ನಿಜವು ಎಂದು.

---

whom the rishi means to honour" emphasises the honour which the rishi is paying to Devadatta by the suggestion that he is slow to honour others, without however actually meaning that he is wanting in his duty there, so here the suggestion as to theft in the mind and falseness in the voice, is only meant to extol the grasping in the hand of the sacrificial fee. This is the metaphorical way in which the words are to be taken. Thieves lie concealed, and so does the mind. Therefore the mind may be called a thief. The voice often speaks falsely, and on account of this "often" we may metaphorically call the voice a liar. But

ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಎರಡು ವಿಧ—ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥ ಒಂದು. ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು-ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರುವ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌಣಾರ್ಥವೆನ್ನಬಹುದು. ದೇವದತ್ತನು ಬೆಂಕಿಯಹಾಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಹಾಗೆ. ಉರಿಯುವುದು ಎಂಬುವುದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸುವಾಗ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಹೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೋಪದಿಂದ ಎಂದು ಏನಾದರೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವು ಸಮಂಜಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವು, ಎರಡನೆಯದು ಗೌಣಾರ್ಥವು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು.

ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ದೃಷ್ಟವಿರೋಧವನ್ನು (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುದು) ಹೇಳುವ **ಧೂಮ ಏವಾಗ್ನೇರ್ದಿವಾ ದದೃಶೇ**—ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆಯು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದು-ಮುಂತಾದ ಉದಾಹರಣವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೂರಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೨)

ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಸಾಯಂ ಜುಹೋತಿ । ಸೂರ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಪ್ರಾತರಿತ್ಯೇತೌ ವಿಧೀ ಸ್ತೋತುಂ ಸ್ತೋಽರ್ಥವಾದಃ । ಯಸ್ಮಾದರ್ಚಿರ್ದಿವಾ ನ ದೃಶ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾತ್ಸೂರ್ಯ-ಮಂತ್ರ ಏವ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಃ । ಯಸ್ಮಾದ್ರಾತ್ರಾವರ್ಚಿರೇವ ದೃಶ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಮಂತ್ರೋ ರಾತ್ರೌ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯ ಇತ್ಯೇವಂ ತಯೋರ್ಮಂತ್ರಯೋಃ ಸ್ತುತಿಃ । ಧೂಮಾರ್ಚಿಷೋರದರ್ಶನೋಪನ್ಯಾ-ಸಸ್ತು ದೂರಭೂಯಸ್ತ್ವಗುಣನಿಮಿತ್ತಃ । ಭೂಯಸಿ ಹಿ ದೂರೇ ಪರ್ವ-ತಾಗ್ರೇ ವೃಕ್ಷಾದಯೋಽಪಿ ನ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಂ ದೃಶ್ಯಂತೇ । ಕಿಂ ತು ತೃಣಸಾ-ದೃಶ್ಯೇನ ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಾಭಾಸ ಏವ । ತದ್ವದತ್ರಾಪಿ । ಯದಪ್ಯನ್ಯ-ದ್ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಾಯೈವೋದಾಹೃತಂ ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮೋ ವಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ ಸ್ಮೋಽಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವೇತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ.

ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಸಾಯಂ ಜುಹೋತಿ ।
ಸೂರ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃಸೂರ್ಯಃ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಪ್ರಾತಃ ॥ (ಐ.ಬ್ರಾ. ೫-೫-೬)

---

the hand is not concealed, and it never lies. Therefore pay the priest with your hand, and not with your mind or voice. Thus here, too, the arthavada confirms the vidhi.

And as to "dhuma evagner diva dadrise," the example brought forward of an arthavada which contradicts the evidence of our senses, his answer is in the next sutra.

Because of the great distance.

The arthavada in question is used to eulogise the two vidhis "agnir jyotir jyotir agnih svaha" and 'sayam juhoti suryo jyotir jyotih suryah svaheti pratar." Because the flame is

ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಿಗಳುಂಟು. ಈ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವಾದವು ಹೊರಟಿದೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಉರಿಯು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರವನ್ನು ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹಗಲು ಸೂರ್ಯಮಂತ್ರ. ಎಂಬುದು ಈ ವಿಧಿಗಳ (ಮಂತ್ರಗಳ) ಸ್ತುತಿಯು.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಥವಾದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ, "ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯು ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊಗೆಯು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣವಾದ ಉರಿಯು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಉರಿಯು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆಯು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ—ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯು (ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ) ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಉರಿಯು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪಗಿರುವ ಹೊಗೆಯು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ. ಹೊಗೆ ಉರಿಗಳು ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬ ಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾದುದು. ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಲ್ಲೋ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ **ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ ಸ್ಮೋಽಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ**—ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೋ ಅಲ್ಲವೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು—ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟವಿರೋಧದ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧ) ಅರ್ಥವಾದವನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತ್ರ್ಯಪರಾಧಾತ್ಕರ್ತುಶ್ಚ ಪುತ್ರದರ್ಶನಾತ್ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೩)

ಪ್ರವರೇ ಪ್ರವ್ರಿಯಮಾಣೇ ಬ್ರೂಯಾದ್ದೇವಾಃ ಪಿತರ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಧೇಸ್ತಾವಕೋಽಯಮರ್ಥವಾದಃ । ಯದಿ ಯಜಮಾನೋ ದೇವಾಃ ಪಿತರ ಇತ್ಯಾದಿಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರವರಮನುಮಂತ್ರಯೇತ್ತದಾನೀಮಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭವೇದಿತ್ಯನುಮಂತ್ರಣಸ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ । ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮ ಇತ್ಯೇತದಜ್ಞಾನವಚನಂ ದುರ್ಜ್ಞಾನತ್ವಗುಣೇನ ತತ್ರ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ । ಯತ್ರ

---

not seen by day therefore the surya mantra is the only proper one to be used in the morning. And because at night the flame only is visible therefore at night the agni mantra should be used. And the surya mantra by day. In this way the arthavada emphasises the two vidhis. And when it is said that the flame of a fire is not seen by day and the smoke is not seen by night. we must assume that the great distance is in each case the cause. For with distance even trees on the top of a hill are not seen distinctly, but look like grass It is so here.

As to the other example of an arthavada contradicting the evidence of our senses, "na chaitad vidmo vayam brahmana va smo 'abrahmana va," his answer in the next sutra.

When the woman has erred, the man before us may be the son of her lover.

The arthavada in question is in eulogy of the vidhi "pravare pravriyamane bruyad devah pitarah." If he for whom the sacrifice is about to be performed, recites the lineage

ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಅಪರಾಧೋ ಭವತಿ ತತ್ರ ಕರ್ತುರುತ್ಪಾದಯಿತುರ್ಜಾರಸ್ಯಾಪಿ ಪುತ್ರೋ ದೃಶ್ಯತೇ । ಅತಃ ಪತ್ಯುಪಪತ್ಯೋರುಭಯೋಃ ಪುತ್ರದರ್ಶನಾತ್ಸ್ವಕೀಯಜನ್ಮ ಕೀದೃಶಮಿತಿ ದುರ್ಜ್ಞಾನಂ । ಅನೇನಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಪ್ರಯುಕ್ತತ್ವಾನ್ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಃ । ನ ಹಿ ತತ್ರ ದೃಶ್ಯಮಾನಂ ಸ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಮಪವದಿತುಂ ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮ ಇತ್ಯುಪನ್ಯಸ್ತಂ । ಯದಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯದರ್ಶನವಿರೋಧಾಯೋದಾಹೃತಂ ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದ್ಯಮುಷ್ಮಿಂಲ್ಲೋಕೇಽಸ್ತಿ ವಾ ನ ವೇತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಸ್ತ್ರೀಯು ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಜಾರನ ಪುತ್ರನಾಗಿರಬಹುದು. (ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪುತ್ರನ ಜಾತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ).

ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ—**ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮೋ ವಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ ಸ್ಮೋಽಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಾ** (ಮೈ. ಸಂ. ೧-೪-೧೧) ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಯಜ್ಞಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡಲು ಕಾರಣವೇನಿದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಾನು ಇಂತಹ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಶಯ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದು ದೃಷ್ಟವಿರೋಧವಲ್ಲವೇ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧ) ಎಂದರೆ—"ಸ್ತ್ರ್ಯಪರಾಧಾತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಪುತ್ರನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು? ತಾಯಿಗೇ, ಅಥವಾ ತಂದೆಗೇ ಎಂದರೆ, ಪುತ್ರನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆಗೇ ಸೇರಬೇಕು, ತಾಯಿಗಲ್ಲ. ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಪುತ್ರನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ತಂದೆಯು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನೋ ಪುತ್ರನೂ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವೂ ಆಗಿರುವುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮುಂತಾದ ಅಪರಾಧಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಪುತ್ರನು ಜಾರನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಆಗ ಆ ಪುತ್ರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗನೆಂದು ವ್ಯವಹಾರವಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಜಾರನ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವನು. ಜಾರನ ಜಾತಿಯೇ ಅವನ ಜಾತಿಯು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುವುದು ಅಪರೂಪವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ—ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಶಯಬರಲು ಕಾರಣವಿರುವುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧವೆಂದು ಹೇಳುವರು.

---

of the priest with the mantra "devah pitarah," though no brahmin, the priest becomes a brahmin. This is the eulogy of the act. And the sentence "na chaitad vidmah" &c., does not so much mean that the thing is not known, as that it is difficult to know it. Where the woman has erred the man before us will be the son of the man who made, or begot him, that is, of her paramour. Therefore, no man, properly speaking, can say whether he is the son of his mother's husband or of some lover of hers. If we take it in this way there is no opposition to the evidence of our senses. The sentence "na chaitad vidmah" is not intended o throw any doubt on the patent fact that the priest is a brahmin.

ಪ್ರವರೇ ಪ್ರವ್ರಿಯಮಾಣೇ ಬ್ರೂಯಾದ್ದೇವಾಃ ಪಿತರಃ (ವೈ. ಸಂ. ೧-೪-೧೧)—ಪ್ರವರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ **ದೇವಾಃ ಪಿತರಃ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು. ಯಜಮಾನನು **ದೇವಾಃ ಪಿತರಃ** (ದೇವತೆಗಳೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗಳು) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರವರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲದವನೂ) ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುವನು ಎಂದು ಅನುಮಂತ್ರಣದ ಸ್ತುತಿಯು. **ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮಃ** (ನಾವು ಅರಿಯೆವು) ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾನವಚನವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಪರಾಧವಿರುವೆಡೆ ಜಾರನಿಂದ ಮಗನಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಆ ಪುತ್ರನು ಪತಿ ಉಪಪತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಗನಾಗುವುದರಿಂದ ತಾನು ಯಾರ ಮಗನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ. **ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮಃ** ಎಂಬ ವಚನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧ ವಿಚಾರವಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ **ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದ್ಯಮುಷ್ಮಿಂಲ್ಲೋಕೇಽಸ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಆಕಾಲಿಕೇಪ್ಸಾ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೪)

ದೀಕ್ಷಿತೀಕಾಶಾನ್ಕರೋತೀತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಂಶಸ್ಯ ದ್ವಾರವಿಧಿಃ । ತಸ್ಯ ಶೇಷೋಽಯಂ ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದೇತಿ । ಧೂಮಾದ್ಯುಪದ್ರವಪರಿಹಾರೇಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಫಲೇನ ದ್ವಾರವಿಧಿಃ ಸ್ತೂಯತೇ । ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪಂ ತು ಫಲಮಾಕಾಲಿಕಂ । ಅಕಾಲೇ ಭವಮಾಕಾಲಿಕಂ । ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟಕಾಲೀನಂ ನ ತ್ವಿದಾನೀಂತನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತಸ್ಯೇಪ್ಸಾ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಿಚ್ಛಾ । ಸಾ ಚ ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದೇತ್ಯನಿಶ್ಚಯೋಪನ್ಯಾಸೇ ಕಾರಣಂ । ಯಥಾ ಭಾವಿಕಾಲೀನಃ ಪೌತ್ರಪ್ರಪೌತ್ರಾದಿವೃತ್ತಾಂತೋ ನಿಶ್ಚೇತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ । ತದ್ವತ್ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭಾವಿಕಾಲೀನೇತಿ ಗುಣಯೋಗಾದನಿಶ್ಚಯೋಪನ್ಯಾಸಃ । ಧೂಮಾದಿಪರಿಹಾರಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾನ್ನಿಶ್ಚಿತ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ । ಯದಪ್ಯನ್ಯದ್ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಾಯೋದಾಹೃತಂ ಶೋಭತೇಽಸ್ಯ ಮುಖಂ ಯ ಏವಂ ವೇದೇತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಭವಿಷ್ಯತ್ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯು—**ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದ್ಯಮುಷ್ಮಿಂಲ್ಲೋಕೇಽಸ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ** (ಈ ಲೋಕವಲ್ಲದೆ **ಸ್ವ**ರ್ಗಾದಿ) ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.

And as to the other example of an arthavada which is supposed to contradict the evidence of our senses, "ko hi tad veda yadyamushmil loke 'sti va na va" his answer to that is in the next sutra.

There is desire to obtain a future reward.

"Dikshvatikasan karoti" is the so-called "dvara" vidhi of the pole on the east at the sacrifice. The arthavada now in question is the complement of that vidhi. In it the dvara

ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿವೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ **ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ** ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟವಿರೋಧಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಿದು—ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯು ಸೂಚಿಸುವ **ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಸೋಮಯಾಗದ ಪ್ರಾಚೀನವಂಶಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತೀಕಾಶವೆಂಬ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ **ದಿಕ್ಷ್ವತೀಕಾಶಾನ್ ಕರೋತಿ** (ತೈ. ಸಂ. ೬-೧-೧) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತೀಕಾಶವೆಂದರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಹೊಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾರ (ಕಿಟಕಿ) ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಾದಿದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ದ್ವಾರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಹೋಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಧೂಮಾದ್ಯುಪದ್ರವಪರಿಹಾರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲವು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಮಂತ್ರವು ವಿವರಿಸುವುದು. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಮುಂದೆ (ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ಫಲವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಆಗಿದೆ. **ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ** ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ಆಕಾಲಿಕಾ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ **ಅಕಾಲೇ ಭವಮಾಕಾಲಿಕಂ** ಎಂದರೆ (ಈ ಕಾಲವಲ್ಲದ) ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಬೇರೆ ಕಾಲವೆಂದರೆ ವರ್ತಮಾನಕಾಲವಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲವೆಂದರ್ಥವು. ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಫಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಳಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂದೆ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ಫಲವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದು "**ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ**" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ವಾಕ್ಯವಿರುವ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ "**ಅಂತರ್ಹಿತೋ ಹಿ ದೇವಲೋಕೋ ಮನುಷ್ಯಲೋಕಾತ್**" ದೇವಲೋಕವು ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಹಿತವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ದೇವಲೋಕಮನುಷ್ಯಲೋಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಓತಪ್ರೋತಗಳಾಗಿರುವವು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವಲೋಕಾದಿಗಳು ಇರುವವು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವು.

ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಾರ್ಥವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ "ಶೋಭತೇಽಸ್ಯ ಮುಖಂ ಯ ಏವಂ ವೇದ" (ತಾ. ಮ. ಬ್ರಾ. ೨೦-೧೬-೬) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ—

---

vidhi is praised for the immediate visible fruit of the prevention of smoke and other hindrances to the sacrifice. The secondary deferred fruit is the obtainment of paradise. "Akalikam, akale bhavam," at some future time, not now. Desire of it means desire to obtain it. That desire is his reason why ignorance is hinted at in the words "ko hi tad veda &c." As no man can look into the future and see what shall become of his children

ವಿದ್ಯಾಪ್ರಶಂಸಾ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೫)

ಸೋऽಯಂ ಗರ್ಗತ್ರಿರಾತ್ರವಿಧೇಃ ಶೇಷಃ । ತದ್ವಿಷಯಂ ವೇದನಮಪಿ ಮುಖಶೋಭಾಹೇತುಃ ಕಿಮುತಾನುಷ್ಠಾನಮಿತಿ ಸ್ತೂಯತೇ । ಯಥಾ ಕರ್ಣಾಭರಣಾದಿನಾ ಮುಖಂ ಶೋಭಿತಂ ಭವತ್ಯೇವಂ ವೇದಿತುರುತ್ಸಾಹೇ- ನೈವ ವಿಕಸಿತಂ ವದನಂ ಶೋಭಿತಮಿವ ಶಿಷ್ಯೈರುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯತೇ । ಅತಃ ಶೋಭಾಸಾದೃಶ್ಯಗುಣಯೋಗಾತ್ ಶೋಭತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಯದಪ್ಯನ್ಯ- ದ್ವಿರೋಧಾಯೋದಾಹೃತಮಾಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ವಾಜೀ ಜಾಯತೇ ಯ ಏವಂ ವೇದೇತಿ ಸೋऽಪಿ ವೇದಾನುಮಂತ್ರಣವಿಧೇಃ ಶೇಷಃ । ಅತ್ರಾಪಿ ಕೈಮುತಿಕನ್ಯಾಯೇನ ಸ್ತುತಿಃ ಪೂರ್ವವದ್ಯೋಜನೀಯಾ । ವೇದಿತುಃ ಪುತ್ರಃ ಪಿತೃಶಿಕ್ಷಯಾ ಸ್ವಯಮಪಿ ವಿದ್ವಾನ್ಭವತಿ । ತತಃ ಪ್ರತಿಗ್ರಹೇಣಾನ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ತಸ್ಮಾದೀದೃಶಂ ಗುಣಮಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ವಾಜೀ ಜಾಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ । ಯದಪ್ಯನ್ಯಾನರ್ಥಕ್ಯಾಯೋದಾಹೃತಂ ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತೀತಿ ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಇದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು (ಜ್ಞಾನವನ್ನು) ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು.

"ಶೋಭತೇऽಸ್ಯ ಮುಖಂ ಯ ಏವಂ ವೇದ" (ತಾ. ಮ. ಬ್ರಾ. ೨೦-೧೬-೬)—ಅವನ ಮುಖವು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದವು ಗರ್ಗರಾತ್ರವಿಧಿಯ ಶೇಷವು. ಗರ್ಗರಾತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಳೆಯುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯುಂಟಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು. ಕುಂಡಲಾದಿ ಕರ್ಣಾಭರಣಗಳಿಂದ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುವುದೋ ಹಾಗೆ ಗರ್ಗರಾತ್ರವಿಧಿ ಮೊದಲಾದ ವೇದಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. ವಿದ್ಯಾವಿನಯಾದಿಗುಣಸಂಪನ್ನನಾದ ಪುರುಷನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೂ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ದಡ್ಡನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಪ್ಪುಕಳೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗದಿರದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವಿದ್ಯಾಪರಿಣತನ ಮುಖವರ್ಚಸ್ಸು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ

---

and of his children's children, so here the suggestion of ignorance merely means that the obtainment of paradise is a thing in the future, while the prevention of smoke and other hindrances to the sacrifice is a visible and therefore certain good.

As to the other example of an arthavada which contradicts the evidence of our senses, "sobhate 'sya mukham ya evam veda," his answer to that is in the next sutra.

Praise of knowledge.

This arthavada is the complement of the vidhi about the Gargatriratra sacrifice. The mere knowledge of that sacrifice brings a glory on his face: how much more the performance? Such is the eulogy here. As a face shiness with an earring, or other such ornament, so the face of him who knows this sacrifice expands with pleasure, and seems to the pupils

ತಿಳಿಯುವುದು. ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿಯೂ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖವು ಶೋಭಿಸುವುದೆಂದು ಶೋಭಾ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶೋಭಾ ಎಂಬುದು ಆಭರಣ ಧಾರಣ, ವಿದ್ಯಾಲಾಭ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು.

ಇನ್ನು ವಿರೋಧಾರ್ಥಸೂಚನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ—"**ಆಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ವಾಜೀ ಜಾಯತೇ ಯ ಏವಂ ವೇದ**"—ಇವನ ಪುತ್ರನಿಗೆ (ಸಂತತಿಗೆ) ಅನ್ನವು ಲಭಿಸುವುದು—ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವು ವೇದಾನುಮಂತ್ರಣವಿಧಿಯ ಶೇಷವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸಮಂಜಸಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವೇದಪಾರಂಗತನಾದವನ ಪುತ್ರನು ತಂದೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಾನೂ ವಿದ್ವಾಂಸನೇ ಆಗುವನು. ಆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿಂದ ಅವನು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ತ್ವಿಜ್ಯ (ಪೌರೋಹಿತ್ಯ) ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ವಿಪುಲವಾದ ಧನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಾದಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಯುಕ್ತಸಾಧನಸಂಪತ್ತುಗಳು ಲಭಿಸುವವು ಎಂದು—**ಆಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯಾಂ ವಾಜೀ ಜಾಯತೇ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ವಿಧವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ವಿಧಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುವುದು.

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ **ಕೈಮುತಿಕನ್ಯಾಯ**ವೆಂದರೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. **ಕಿಂ ಉತ ತಸ್ಯ ಭಾವಃ** ಎಂದು ಈ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು. ಇದರ ಅರ್ಥವು—ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು (How much more or how much less) ಎಂದಾಗುವುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸೋಣ. " ಯೌವನಂ ಧನಸಂಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಭುತ್ವಮವಿವೇಕಿತಾ । ಏಕೈಕಮಪ್ಯನರ್ಥಾಯ ಕಿಮು ಯತ್ರ ಚತುಷ್ಟಯಂ ॥ ಸರ್ವಾವಿನಯಾನಾಮೇಕೈಕಮಪ್ಯೇಷಾಮಾಯತನಂ ಕಿಮುತ ಸಮವಾಯಃ ॥"—ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯೌವನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ, ವಿವೇಚನಾಶಕ್ತಿ ಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿವೆಯೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೌವನಮದದಿಂದ ಪುರುಷನು ಪರಸ್ತ್ರೀಸಂಗ ಮೊದಲಾದ ನೀಚಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ವಿಷಯಾದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಙ್ಮುಖತೆಯೂ, ತನಗಿಂತ ದರಿದ್ರರಾದವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವವು. ಅಧಿಕಾರಗರ್ವದಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮೊದಲಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವನು. ಅವಿವೇಕಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಈರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗುಣವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗಿರುವುದು. ನಾಲ್ಕು

---

as it were to shine. "Shines" is said metaphorically. It looks as if it were shining is the meaning.

So too with the other example of an arthavada that seems to contradict the evidence of our senses, "asya prajayam vaji joyate ya evam veda." This arthavada is the complement of the vidhi about reciting the Veda. Here, too, we have the *a fortiori* construction, as in the previous case. The son of him that knows the Veda will, by his father's instruction, know it too. Then he will be entitled to receive presents, and will so obtain food. It is in some such metaphorical acceptation that the words "vaji jayate" are used.

ದುರ್ಗುಣಗಳೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆಯೆಂದಮೇಲೆ **ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇನು ?** ಎಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥವು. ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದು.

ಈಗ "ಅನ್ಯಾನರ್ಥಕ್ಯಾತ್" ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ "ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ'' ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತಾಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವನು—ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರು—

ಸರ್ವತ್ವಮಾಧಿಕಾರಿಕಂ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೬)

ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಂ ಜುಹುಯಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ವಿಧೇಃ ಶೇಷೋಽಯಂ । ಸರ್ವಕಾಮಾವಾಪ್ತಿಹೇತುತ್ವಾತ್ಪ್ರಶಸ್ತೇಯಮಾಹುತಿರಿತಿ ಸ್ತೂಯತೇ । ಯಥಾ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಭೋಜಯಿತವ್ಯಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ವಂ ಸ್ವಗೃಹಗತಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿಷಯಂ । ಏವಂ ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಕರ್ಮಸಾಂಗತ್ವೇ ಯತ್ಫಲಂ ತಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಾರೇ ಪ್ರಸ್ತಾವೇ ಸಂಭಾವಿತಂ ತದ್ವಿಷಯಮೇವ ಸರ್ವತ್ವಂ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ । ಪೂರ್ಣಾಹುತೇರಭಾವೇ ಸತ್ಯಾಧಾನರೂಪಂ ಕರ್ಮಾಂಗವಿಕಲಂ ಭವತಿ । ತಚ್ಚ ವೈಕಲ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಸಮಾಧೀಯತ ಇತ್ಯೇಕಃ ಕಾಮಃ । ತಸ್ಮಿನ್ಸಮಾಹಿತೇ ಸತ್ಯಾಹವನೀಯಾದ್ಯಗ್ನಯೋಽಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮಸು ಯೋಗ್ಯಾ ಭವಂತೀತ್ಯಯಮನ್ಯಃ ಕಾಮಃ । ತೈಶ್ಚ ಕರ್ಮಭಿಸ್ತತ್ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತ ಇತಿ ಕಾಮಾಂತರಂ । ಈದೃಶೀ ಸರ್ವಕಾಮಾವಾಪ್ತಿರಾಹುತ್ಯಂತರೇಷ್ವಪಿ ವಿದ್ಯತ ಇತಿ ಚೇತ್ । ವಿದ್ಯತಾಂ ನಾಮ । ಕಿಂ ನಶ್ಛಿನ್ನಂ । ನ ಖಲ್ವೇತಾವತಾ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಸ್ತುತೇಃ ಕಾಚಿದ್ಧಾನಿರಸ್ತಿ । ನನು ಪೂರ್ಣಾಹುತೇರಂಗಭಾವತ್ವಾತ್ತದೀಯಫಲಶ್ರುತೇರರ್ಥವಾದತ್ವೇನ ಸ್ತಾವಕತ್ವಂ ಭವತು । ದ್ರವ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ಮಸು ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್ಫಲಶ್ರುತಿರರ್ಥವಾದಃ (ಪೂ. ಮೀ. ೪-೩-೧) ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ನಿರ್ಣೀತತ್ವಾತ್ । ಪಶುಬಂಧವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತು ಕರ್ಮವಿಧಾಯಕತ್ವಾತ್ಸರ್ವಲೋಕಾಭಿಜಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಫಲತ್ವಾದನ್ಯಾನರ್ಥಕ್ಯಂ ದುರ್ವಾರಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ) ಸರ್ವ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲು

As to the contention that the arthavada "purnahutya sarvan kaman avapnoti," if it be taken to be authoritative, would make all other sacrifices out to be useless, his answer to that is in the next sutra.

The word "all" here is a relative term.

This arthavada is the complement of the vidhi "purnahutim juhuyat." The eulogy here is that this oblation is praised and declared to be the means of the obtainment of all desires But as when one says, Let all the brahmins be fed, he means not all brahmins,

ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುವುದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು.

"ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ"—ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಿಂದ ಸಕಲೇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವನು—ಎಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವು, "ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಂ ಜುಹುಯಾತ್"—ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಶೇಷವು. ಎಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯು ಒಂದು ಕರ್ಮದ (ಆಧಾನದ) ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಂಗವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಹೋಮಮಾಡುವುದರಿಂದ, (ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ). ಯಜಮಾನನು ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮುಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುವನೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಗಮನಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಈದಿನ ಆಕ್ಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನಮಾಡಬೇಕೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಂದರ್ಥವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಭೋಜನಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಭೋಜನಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಧಾನ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ (ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬಹುದಾದ ಕಾಮುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಹೋಮದಿಂದ ಹೊಂದಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥವು. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಹೋಮಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಧಾನರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಲೋಪವುಂಟಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಲೋಪವು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಈರೀತಿ ಕರ್ಮಲೋಪಪರಿಹಾರವೇ ಒಂದನೆಯ ಫಲವು. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಹೋಮಮಾಡಿ ಆಧಾನಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹವನೀಯಾದಿ ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೇ ಎರಡನೆಯ ಫಲವು. ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲವು. ಈ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುವವು ಎಂಬುದು ಇತರ ಆಹುತಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಇರಲಿ. ನಮಗೇನು ನಷ್ಟ? ಈ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಗಳುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಯೇನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ.

---

but all the brahmins in his houso, so here the word "all" must be taken to refer only to the fruit which accrues when the particular rite in question is completed by the performance of the purnahuti part of it. For if the purnahuti were wanting the adhana rite would be maimed. Thus by the purnahuti this maimed condition of the rite is averted. This is one of the desires which it secures. Another desire secured for us by the purnahuti is that, the maimed condition of the rite being averted, the ahavaniya and other fires become fit for use at the agnihotra and other sacrifices. Yet another desire is that by these rites thus rendered possible, such and such fruits are obtained. Perhaps yon will say that if this is all that is meant by asserting that the purnahuti procures for the worshipper all desires the same is true of other oblations than the purnahuti. Good. How are we touched ? That does not detract from the eulogy of the purnahuti here.

This, however. may be said. The purnahuti is part of a larger rite, and mention made of a reward for it may be in this way explained as a case of an arthavada merely

ಒಳ್ಳೇದು, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯು ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಅಂಗವು. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದತ್ವವು ಬಂದು ಅದೇ ಸ್ತೋತ್ರಪರವಾಗಲಿ. ದ್ರವ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಫಲಶ್ರುತಿಯು ಅರ್ಥವಾದವೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,—**ಪಶುಬಂಧಯಾಜೀ ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನಭಿಜಯತಿ**"—ಪಶುಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವಲೋಕಾಭಿಜಯವೆಂಬ ಮುಖ್ಯಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದಕ್ಕೆ ಆನರ್ಥಕ್ಯ (ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ವುಂಟಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮನಿಷ್ಪತ್ತೇಸ್ತೇಷಾಂ ಲೋಕವತ್ಪರಿಮಾಣತಃ ಸಾರತೋ ವಾ ಫಲವಿಶೇಷಃ ಸ್ಯಾತ್ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೭)

ಪೃಥಿವ್ಯಂತರಿಕ್ಷದ್ಯುಲೋಕೇಷ್ವನ್ಯತಮಲೋಕಾಭಿಜಯರೂಪಂ ಫಲಂ ಪಶುಬಂಧಕರ್ಮಣಾ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯತೇ । ತೇಷಾಂ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಂ ಫಲಾನಾಂ ಕರ್ಮಾಂತರೇಣ ಪರಿಮಾಣಾಧಿಕ್ಯಂ ಸಾರತ್ವಂ ವಾ ಸಂಪದ್ಯತೇ । ತತಃ ಫಲವಿಶೇಷಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ನಾಸ್ತ್ಯಾನರ್ಥಕ್ಯಂ । ಲೋಕವದಿತ್ಯುಕ್ತಾರ್ಥೇ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ। ಯಥಾ ಲೋಕೇ ನಿಷ್ಕೇಣ ಖಾರೀಪರಿಮಿತಾನ್ವ್ರೀಹೀನ್ನಿಕ್ರೀಯ ನಿಷ್ಕಾಂತರೇಣ ಪುನಃ ಕ್ರಯೇ ಸತಿ ಪರಿಮಾಣಾಧಿಕ್ಯಂ ಭವತಿ । ಯಥಾ ವಾ ನಿಷ್ಕೇಣ ವಸ್ತ್ರಮಾತ್ರಂ ಲಭ್ಯತೇ ನಿಷ್ಕದ್ವಯೇನ ತು ಸಾರಭೂತಂ ದುಕೂಲಂ । ತಥಾ ಭೋಗಾಧಿಕ್ಯಂ ಭೋಗಸಾರತ್ವಂ ವಾ ಕರ್ಮಾಂತರೇಣ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ । ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಯಾ ಅಪಿ ಮಾನಸ್ಯಾಃ ಸ್ವಲ್ಪಾಯಾ ವೇದನಮಾತ್ರೇಣ ತರಣಂ ಕಾಯಿಕ್ಯಾಸ್ತು ಮಹತ್ಯಾ ಅಶ್ವಮೇಧೇನೇತಿ ನಾಸ್ತ್ಯನ್ಯಾನರ್ಥಕಂ। ಯೋಽಪಿ ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವೀತ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಪ್ರತಿಷೇಧ ಉದಾಹೃತಸ್ತಥಾ ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಿತ್ಯನಿತ್ಯಸಂಯೋಗ ಉದಾಹೃತಸ್ತತ್ರೋಭಯತ್ರೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

---

eulogising a vidhi. Such an interpretation is expressly established in the surta "dravya-sanskarakarmasu pararthatvat phalasrutir arthavada." But the arthavada about the binding of the sacrificial animal enjoins an act. And the winning of all worlds promised in that arthavada is a final reward and not the first of a series, as in the case of the purnahuti. You will therefore find it difficult to escape the conclusion here. that if this arthavada be held to be authoritative, it demonstrates the uselessness of all succeeding sacrifices. His answer to this is in the next sutra.

Each rite must needs have its reward. Distinctive rewards must therefore, as in daily life, refer to increase in quantity or in quality.

Victory over one or other of the three classes of worlds, terrestrial, celestial, and those in mid-heaven, is the fruit obtained by him who performs the pasubandha rite. The worshipper who goes on to perform other rites will obtain increase of reward either in bulk

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳೂ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗುವವು. ಎಂದರೆ ಫಲಗಳು, ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗುಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗುವವು.—ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ.

ಪಶುಬಂಧಯಾಗದಿಂದ ಪೃಥಿವೀ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಯಜಮಾನನು ಪಡೆಯುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಇತರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಧವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಶುಬಂಧಯಾಗಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಎಂದರೆ—ಇತರ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಪಶುಬಂಧದಿಂದಲೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಗಳು ಲಭಿಸುವವು. ಆದರೆ ಇತರ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಫಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನಾಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಭೂತವಾದ ಫಲವನ್ನಾಗಲಿ ಈ ಪಶುಬಂಧಯಾಗದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ನಿಷ್ಕದಿಂದ (ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ವರಹ) ಒಂದು ಖಾರಿ (ಅಳತೆ, ಪರಿಮಾಣ) ಯಷ್ಟು ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡು ನಿಷ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಖಾರೀ(ಖಂಡುಗ) ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಷ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನೂಲಿನ ವಸ್ತ್ರವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಎರಡು ನಿಷ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ರೇಷ್ಮೆಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ—ಫಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಾಧಿಕ್ಯವಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ—ಫಲದಲ್ಲಿ ಗುಣಾಧಿಕ್ಯವಿದೆ. ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು (ನೂಲಿನ) ವಸ್ತ್ರ-ಎರಡು ನಿಷ್ಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರ. ಪಟ್ಟೇ ವಸ್ತ್ರವು ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೂಲಿನ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಒಬ್ಬನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಉತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕದೆ, ಕಳೆಯನ್ನು ಕೀಳದೆ ಉದಾಸೀನದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಪಶುಪಕ್ಷಿಮೃಗಾದಿಗಳ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಕುಯ್ಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡಿದ ರೈತನಿಗೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೈತನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧಾನ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟ

---

or in quality. So there is increase of reward, and it is not true that further and later sacrifices must be useless. The words "as in daily life" introduce a simile. As in daily life you may buy a khari of rice for one nishka, and then giving another nishka get more rice. Or, as one nishka will get you cotton clothes, while for two you may get silk. Here you have increase in bulk and increase in quality respectively. In the same way it must be recognised that additional sacrifices will procure for the worshipper increased or higher enjoyments. Knowledge of the Veda will deliver a man from the comparatively small sin of killing a brahmin in his heart. He who has actually killed a brahmin must perform the asvamedha sacrifice. So there is not this fault of the uselessness of other sacrifices.

As to the two arthavadas "yo 'pi nantarikshe na divi" and "babarah pravahanih," brought forward as instances respectively of a prohibitive text that is out of place, and of a text that deals with non-eternal things, his answer is in the next sutra.

ವಾಗಿಯೂ ಧಾನ್ಯಲಾಭವಾಗುವುದು. ಇದು ಅವರವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುವುದು. ಕರ್ಮಗಳ (ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ) ಫಲವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಒಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಫಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಲದ ಗುಣದಲ್ಲಿ (ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ) ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಭೋಗಾಧಿಕ್ಯವಾದರೂ ಭೋಗಸಾರವಾದರೂ ಕರ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಪಾಪವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ (ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಯುಕ್ತನಾಗಿ) ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು. ಕಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಳೆಯುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಆನರ್ಥಕ್ಯದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ—

"ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ" ಎಂಬ ಅಪ್ರಸಕ್ತಪ್ರತಿಷೇಧವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ **"ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿಃ"** ಎಂಬ ಅನಿತ್ಯವಸ್ತುಸಂಯೋಗವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತ್ಯಯೋರ್ಯಥೋಕ್ತಂ ॥ (೧-೨-೧೮)

ಅಂತ್ಯಯೋರುದಾಹರಣಯೋರುತ್ತರಂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಮೇವ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ । ಅಂತರಿಕ್ಷಾದೌ ಚಯನನಿಂದಾರೂಪೋಽರ್ಥವಾದೋ ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧಾಯ ಚೇತವ್ಯಮಿತ್ಯಸ್ಯ ವಿಧೇಃ ಶೇಷಃ । ಅತೋಽತ್ರ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥೇನ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ಯುರಿತ್ಯುಕ್ತಮೇವೋತ್ತರಂ । ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಚಯನಪ್ರಸಕ್ತ್ಯಭಾವಾತ್ತನ್ನಿಂದಾ ನಿತ್ಯಾನುವಾದೋಽಸ್ತು । ತೇನಾಪಿ ವಿಧಿಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾನುವಾದಿನಾ ವಾಯೋಃ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠತ್ವೇನ ಪಶುವಿಧೇಃ ಸ್ತುತತ್ವಾತ್ । ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಕಾಮಯತೇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಬಬರನಾಮಕಃ ಕಶ್ಚಿದನಿತ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ಮನುಷ್ಯೋ ನ ವಿವಕ್ಷಿತಃ । ಕಿಂ ತು ಬಬರಧ್ವನಿಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ವಹನಶೀಲೋ ವಾಯುರ್ವ್ಯವಹಾರದಶಾಯಾಂ ನಿತ್ಯ ಏವಾರ್ಥೋ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯೇತದುತ್ತರಂ ಪ್ರಥಮಪಾದಸ್ಯಾಂತಿಮಾಧಿಕರಣೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ । ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಭಾವಿತದೋಷಾಣಾಂ ಪರಿ-

---

My answer to your two last cases has been already given.

For his answer to the two last cases brought forward you must consult what he has already said. The first of the two arthavadas here, in which it is said that the altar for Agni must not be built in earth, air or sky, is the complement of the vidhi "hiranyam nidhaya chetavyam." So the answer already given, that such arthavadas are laudatory of the vidhis of which they are the complements, applies here. You will say that since the altar could by no possibility be built in the sky, the prohibition against such building is out of place. Be it so. But even by such an arthavada a vidhi may be lauded as in the case where the pasu vidhi is emphasised by an arthavada which makes mention of the swiftness of Vayu and so repeats what is well known to be a constant attribute of the god.

ಹ್ಯತತ್ವಾದರ್ಥವಾದಾನಾಮಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ॥

ತತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕಾಃ ।

ವಾಯುರ್ವಾ ಇತ್ಯೇವಮಾದೇರರ್ಥವಾದಸ್ಯ ಮಾನತಾ ।
ನ ವಿಧೇಯೋಽಸ್ತಿ ಧರ್ಮೇ ಕಿಂ ಕಿಂ ವಾಸೌ ತತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ ॥
ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದಶಬ್ದಾನಾಂ ಮಿಥೋಽಪೇಕ್ಷಾಪರಿಕ್ಷಯಾತ್ ।
ನಾಸ್ತ್ಯೇಕವಾಕ್ಯತಾ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಂಭವೇತ್ಕುತಃ ॥
ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದೌ ಸಾಕಾಂಕ್ಷೌ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಪುರುಷಾರ್ಥಯೋಃ ।
ತೇನೈಕವಾಕ್ಯತಾ ತಸ್ಮಾದ್ವಾದಾನಾಂ ಧರ್ಮಮಾನತೇತಿ ॥

(ಜೈ. ನ್ಯಾ. ೧-೨-೧)

ತದೇವಂ ವೇದೇ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಮಂತ್ರವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದ-ಭಾಗಾನಾಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕಾರಣಾಭಾವಾದ್ಬೋಧಕಾನಾಂ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾ-ಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಾಂಗೀಕಾರಾತ್ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯಾಪಿ ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಂ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ--**ಅಭಾಗಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಚ** (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೫) ಮತ್ತು **ಅನಿತ್ಯಸಂಯೋಗಾತ್** (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೬) ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಎಂದರೆ 438 ಮತ್ತು 439ನೇ ಪೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. **ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಗ್ನಿಶ್ಚೇತವ್ಯೋ ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ** (ತೈ. ಸಂ. ೫-೨-೧೨-೨) – ಭೂಮ್ಯಂತರಿಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಚಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವು–**ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧಾಯ ಚೇತವ್ಯಂ** (ತೈ. ಸಂ. ೫-೨-೭-೧) ಚಿನ್ನದ ತಗಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಚನಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು – ಎಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಶೇಷವು. ಆದುದರಿಂದ **ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥತ್ವೇನ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ಯುಃ** – ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವು – ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಚಯನಮಾಡುವುದು ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥವಾದವು ನಿಂದೆಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ನಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸ್ತುತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಂದಾರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವು ಎಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದು. ಒಂದಾವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧನಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಇಲ್ಲಿ **ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧಾಯ ಚೇತವ್ಯಂ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ

In the second arthavada here "babarah pravahanir akamayata" in tho same way there is no reference to a man, not eternal, called Babara. The reference is to the wind, that makes a noise ba-ba-ra, and is pre-eminently a traveller. His answer for these two last cases has already been given in the last adhikarana of the first pada.

Thus all the objections put forward have been removed, and the authority of the arthavada portion of the vada has been established.

ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದತಗಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಮೇಲೆಯೇ ಅಗ್ನಿಚಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ **ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ** – ಭೂಮಿಯಮೇಲೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಚಯನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು (ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು) ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವರು. ವಿಧಿವಾಕ್ಯವಾದ **ಹಿರಣ್ಯಂ ನಿಧ್ಯಾಯ ಚೇತವ್ಯಂ** ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾದವಾದ **ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ನಾಂತರಿಕ್ಷೇ ನ ದಿವಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ; ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯವು ವಿಧಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯವಾಗುವುದು.

ಇನ್ನು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ **ವಾಯುರ್ವೈ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಾ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವುದು - ಎಂಬ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದು. ಇದೂ ಪಶುವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಶೇಷವು. ಆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ಈ **ವಾಯುರ್ವೈ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಾ** ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುವುದು. ಈ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ **ಅಭಾಗಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಚ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವು.

ಈಗ **ಅನಿತ್ಯಸಂಯೋಗಾತ್** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. **ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಕಾಮಯತ** ಎಂಬ ಉದಾಹರಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ--ಪ್ರವಾಹಣನ ಮಗನಾದ ಬಬರನೆಂಬುವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು--ಎಂಬ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ **ಬಬರಃ=ಬ-ಬ-ರ ಇತಿ ಧ್ವನಿಯುಕ್ತಃ । ಪ್ರಾವಾಹಣಿಃ-ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಪ್ರವಹನಶೀಲಃ** – ಎಂದರೆ ಬಬರ ಎಂದು ಧ್ವನಿಮಾಡುತ್ತಾ ಭರ್ರನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರದ ಪ್ರಥಮಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರಮಾಡಿ, ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟು.

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿನ್ಯಾಯಮಾಲಾ ವಿಸ್ತರದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯು ಈರೀತಿ ಇದೆ—

The foregoing discussion is thus summed up in the Sangraha,

"Has the arthavada 'vayur va &c.,' no authority in the matter of religion, or is it too authoritative in that respect?

"Some say that as the vidhi and the arthavada are quite independent of each other, the arthavada is not part of one sentence with the vidhi, and has therefore no authority in the matter of religion.

ಕಾಮ್ಯಪಶುಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುವವು—(೧) **ವಾಯವ್ಯಗ್ಂ ಶ್ವೇತ-ಮಾಲಭೇತ ಭೂತಿಕಾಮಃ**—ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ವಾಯದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಬಳೀ ಅಜವನ್ನು ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು–ಇದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯ. (೨) **ವಾಯುರ್ವೈ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಾ ದೇವತಾ ವಾಯುಮೇವ ಸ್ವೇನ ಭಾಗಧೇಯೋನೋಪಧಾವತಿ ಸ ಏವೈನಂ ಭೂತಿಂ ಗಮಯತಿ** || ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ವಾಯುದೇವನು ತನ್ನ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು – ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ **ವಾಯವ್ಯಂ** ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವವು. ಅದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುವು. ಹೀಗೆ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ? ವಿಧಿಯೂ ಅರ್ಥವಾದವೂ ಬೇರೆಬೇರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾದವು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿದು – ವಿಧಿಯೂ ಅರ್ಥವಾದವೂ ಸಾಕಾಂಕ್ಷಗಳು. ಎಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಸಹಾಯವು ಬೇಕು. ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು ಪುರುಷನನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು. ಅರ್ಥವಾದವು ಆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ವಾಯುದೇವತೆಗೆ ಬಿಳಿಯ ಅಜವನ್ನು ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರೀತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ? ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲವೇನು ? ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪುರುಷನು ಯೋಚಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯವು – ವಾಯುವಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಅಜವನ್ನು ಹೋಮಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು - ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಈರೀತಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ, ಆ ವಿಧಿಯ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವಂತೆ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಧರ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದೇ ಇದೆ.

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಈರೀತಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು—

ವೇದೋಕ್ತಹೇತ್ವಪೇಕ್ಷತ್ವಾನ್ನ ವಿಧೇರ್ಮಾನತೇತಿ ಚೇತ್ ।
ಸತ್ಯನ್ವಯೇ ಸ್ತುತಿದ್ವಾರಾ ನಾಪೇಕ್ಷೇತಿ ಗುರುರ್ಜಗೌ ॥

ಯತೋ ವಾಯುಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ಫಲಪ್ರದಃ । ಅತೋ ವಾಯವ್ಯಮಾಲಭೇತ—ವಾಯುವು ಬೇಗನೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನುದ್ದೇಶಿ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು—ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ

"But the right view is that since the vidhi needs the eulogy it finds in the arthavada, and the arthavada needs the human act which it finds in the vidhi, the two are parts of one sentence, and the arthavada is therefore authoritative as regards religious duty."

ರುವಂತೆ ಬೇಗ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯದ ಸಹಾಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದಾಯಿತು. ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ – ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು—ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ರಾಜನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆದರಿಂದ ಬಹುಮಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಗಮಪ್ರಮಾಣವಾದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೇಕೆಂದಾಯಿತು. ಆದರೆ ವೇದವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಲಪ್ರದನಾದ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದು. **ಪ್ರಶಸ್ತಂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠೇಯಂ** ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧ್ಯರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವು ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮಕಾಂಡಜ್ಞಾನಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಕ್ರಿಯಾಪರವಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಕರ್ಮಕಾಂಡಮಾತ್ರ ಮೀಮಾಂಸಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಂತ್ರ, ವಿಧಿ, ಅರ್ಥವಾದವೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು. ಇದು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರ, ವಿಧಿ, ಅರ್ಥವಾದ ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ವೇದಸ್ಯ ಪೌರುಷೇಯತ್ವನಿರಸನಪುರಸ್ಸರಮಪೌರುಷೇಯತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ॥

ನನ್ವೇವಮಪಿ ವೇದಸ್ಯ ಪೌರುಷೇಯತ್ವೇನ ವಿಪ್ರಲಂಭಕವಾಕ್ಯವದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ಚ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷತ್ವೇನ ಜೈಮಿನಿಃ ಸೂತ್ರಯಾಮಾಸ । (ಪೂ.ಮೀ. ೧-೧-೨೭ ರಿಂದ ೩೨)

ವೇದಾಂಶ್ಚೈಕೇ ಸಂನಿಕರ್ಷಂ ಪುರುಷಾಖ್ಯಾ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೨೭)

ಏಕೇ ವಾದಿನೋ ವೇದಾನ್ಪ್ರತಿ ಸಂನಿಕರ್ಷಂ ಮನ್ಯಂತೇ । ಕಾಲಿದಾಸಾದಿಭಿರ್ನಿರ್ಮಿತಾನಾಂ ರಘುವಂಶಾದಿಗ್ರಂಥಾನಾಂ ಸಮುಚ್ಚಯೋರ್ಥಶ್ಚಕಾರಃ।

We have thus shown that the reasons alleged against the authoritativeness of the Veda in its three parts of mantra, vidhi and arthavada have no existence, and we have accepted the reasons for such authoritativeness. The authority of the whole Veda therefore stands sure.

But even granting this, may it not be that the Veda, on account of its human authorship, may be unauthoritative like the speech of one who utters a fallacy? The human authorship of the Veda is set out in sutras by Jaimini, speaking as the holder of the view that is to be controverted, as follows.

ತೇ ಹ್ಯತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತತಯಾ ಸಮುಚ್ಚೀಯಂತೇ । ಯಥಾ ರಘುವಂಶಾದಯ ಇದಾನೀಂತನಾಸ್ತಥಾ ವೇದಾ ಅಪಿ । ನ ತು ವೇದಾ ಅನಾದಯಃ । ಅತ ಏವ ವೇದಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಪುರುಷಾ ಆಖ್ಯಾಯಂತೇ । ವೈಯಾಸಿಕಂ ಭಾರತಂ, ವಾಲ್ಮೀಕೀಯಂ ರಾಮಾಯಣಮಿತ್ಯತ್ರ ಯಥಾ ಭಾರತಾದಿಕರ್ತೃತ್ವೇನ ವ್ಯಾಸಾದಯ ಆಖ್ಯಾಯಂತೇ ತಥಾ ಕಾಠಕಂ ಕೌಥುಮಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಮಿತ್ಯೇವಂ ತತ್ತದ್ವೇದಶಾಖಾಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಕಠಾದೀನಾಮಾಖ್ಯಾತತ್ವಾದ್ವೇದಾಃ ಪೌರುಷೇಯಾಃ । ನನು ನಿತ್ಯಾನಾಮೇವ ಸತಾಂ ವೇದಾನಾಮುಪಾಧ್ಯಾಯವತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕತ್ವೇನ ಕಾಠಕಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ಯುಕ್ತ್ಯಂತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಒಳ್ಳೇದು, ವೇದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಅದು ಪೌರುಷೇಯ (ಪುರುಷಕೃತ) ವಾದುದರಿಂದ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರದ ಪ್ರಥಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ—

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಕೆಲವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾದುವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ವೇದದ ಭಾಗಗಳ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಈಗ ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಕೃತಿಗಳೆಂದು ಎಂದರೆ ಈಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕಾಳಿದಾಸಾದಿ ಕವಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ರಘುವಂಶಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈಚಿನ ಕೃತಿಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ವೇದಗಳೂ ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ಚ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ರಘುವಂಶಾಧಿಗ್ರಂಥಗಳಂತೆಯೇ ವೇದಗಳೂ ಪುರುಷಕೃತಿಗಳೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉದಹರಿಸಿರುವ ರಘುವಂಶಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ವೇದಗಳೂ ಪುರುಷರಚಿತವಾದವು. ಅವು

Of the Vedas, too, some predicate nearness to us in time. There is mention of the men who composed them.

Some disputants predicate nearness of the Vedas. The word 'too' in the sutra links the Vedas to books like the Raghuvansa, the works of Kalidasa and the like. For they are in this sentence brought together with the Vedas by way of comparison. As books like the Raghuvansa belong to our own time, so, too, the Vedas. They are not without beginning. And that is why we find men mentioned as the authors of them. In the familiar designations of these books—the Vaiyasika Bharata, the Valmikiya Ramayana, and the like—Vyasa and other writers are clearly indicated as the authors of these books Just so it is with the titles—the Kathaka, the Kauthama, the Taittiriya. These titles indicate Katha and other writers as the authors of various Sakhas of the Vedas, and the Vedas are therefore of human origin.

ಅನಾದಿಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಎಂದು ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವೇದಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—**ವೈಯಾಸಿಕಂ ಭಾರತಂ** (ವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಭಾರತ.) **ವಾಲ್ಮೀಕೀಯಂ ರಾಮಾಯಣಂ**—(ವಾಲ್ಮೀಕಿಮಹರ್ಷಿ ಕೃತ ರಾಮಾಯಣವು) ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಭಾರತಾದಿಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತೃಗಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಕಾಠಕಂ ಕೌಥುಮಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಂ ಪೈಪ್ಪಲಾದಂ ಮೊದಲಾದ ವೇದಸಂಬಂಧನಾದ ಹೆಸರುಗಳೂ **ಕಠ, ಕುಥುಮ, ತಿತ್ತಿರಿ, ಪಿಪ್ಪಲಾದ** ಎಂಬ ಪುರುಷರಿಂದ ವೇದಗಳು ರಚಿತವಾದವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಠಾದಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾಠಕಾದಿಶಾಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಪುರುಷಕೃತಗಳು ಎಂದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾದವು. (ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.)

ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಈರೀತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು—ಕಠ ಮುಂತಾದವರು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪಾಠಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಎಂದರೆ ಕಠಾದಿ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೇದವು ಪುರುಷಕೃತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನಿತ್ಯದರ್ಶನಾಚ್ಚ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೨೮)

ಅನಿತ್ಯಾ ಜನನಮರಣವಂತೋ ಬಬರಾದಯೋ ವೇದೇ ಶ್ರೂಯಂತೇ । ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಕಾಮಯತ । (ತೈ. ಸಂ. ೭-೧-೧೦-೨) ಕುಸುರುಬಿಂದ ಔದ್ದಾಲಕಿರಕಾಮಯತ (ತೈ. ಸಂ. ೭-೨-೨-೧) । ಇತಿ । ತಥಾ ಸತಿ ಬಬರಾದಿಭ್ಯಃ ಪೂರ್ವಮಭಾವಾದನಿತ್ಯಾ ವೇದಾಃ । ವಿಮತಂ ವೇದವಾಕ್ಯಂ ಪೌರುಷೇಯವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ಕಾಲಿದಾಸಾದಿವಾಕ್ಯವದಿತ್ಯಾದ್ಯನುಮಾನಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಶ್ಚಕಾರಃ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ವೇದಗಳೂ ಅನಿತ್ಯಗಳು, ಎಂದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾದವು. (ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.)

In the next sutra, bethinking that it may be said that the Vedas are eternal, and that these titles merely mean that Katha and others like teachers were busy in handing down the traditional knowledge of the Vedas, he puts forward another argument in favour of their human origin.

Also because we see mention made of things that are not eternal.

People like Babara, who were not eternal, but were born and have died, are spoken of in the Veda. "Babarah pravahanir akamayata kusurubinda auddalikir akamayata." That being so the Vedas, which cannot be placed prior to Babara and others mentioned in them, are not without beginning. The word 'also' in the sutra links this argument to such other

ವೇದದಲ್ಲಿ—" **ಬಬರಃ ಪ್ರಾವಾಹಣಿರಕಾಮಯತ ‖ ತೈ. ಸಂ. ೭-೧-೧೦-೨ ‖** " (ಪ್ರವಾಹಣನ ಮಗನಾದ ಬಬರನೆಂಬುವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು.) ಮತ್ತೂ " **ಕುಸುರುಬಿಂದ ಔದ್ದಾಲಕಿರಕಾಮಯತ ‖ ತೈ. ಸಂ. ೭-೨-೨-೧ ‖** " (ಉದ್ದಾಲಕನ ಮಗನಾದ ಕುಸುರುಬಿಂದನೆಂಬುವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು.) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಬರ ಮತ್ತು ಕುಸುರುಬಿಂದ ಎಂಬುವರು ಮನುಷ್ಯರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜನನಮರಣಾದಿಗಳುಂಟು. ಜನನಮರಣಾದಿಗಳಿದ್ದಮೇಲೆ ಅವರು ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆನಿಸುವರು. ಇಂತಹ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಬರಾದಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಆ ಪುರುಷರ ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಅನಿತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸಾದಿ ಕವಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಪುರುಷರಚಿತವಾದವು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚ (ಮತ್ತೂ) ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಪೌರುಷೇಯವೆಂಬ ವಾದವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ವೇದಾನಿತ್ಯವೆಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದು.

ಈ ರೀತಿ ವೇದವು ಪುರುಷರಚಿತವು ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಈಗ ವೇದವು ಪುರುಷರಚಿತವಾದುದಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯವು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವರು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ‖

ಉಕ್ತಂ ತು ಶಬ್ದಪೂರ್ವತ್ವಂ ‖ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೨೯)

ತುಶಬ್ದೋ ವೇದಾನಾಮನಿತ್ಯತ್ವಂ ವಾರಯತಿ । ಶಬ್ದಸ್ಯ ವೇದರೂಪಸ್ಯ ಕಠಾದಿಪುರುಷೇಭ್ಯಃ ಪೂರ್ವತ್ವಮನಾದಿತ್ವಂ ಪ್ರಾಚೀನೈರೇವ ಸೂತ್ರೈರುಕ್ತಂ। ಔತ್ಪತ್ತಿಕಸ್ತು ಶಬ್ದಸ್ಯಾರ್ಥೇನ ಸಂಬಂಧಃ । (ಪೂ.ಮೀ. ೧-೧-೫) ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಸೂತ್ರೆ ಔತ್ಪತ್ತಿಕಶಬ್ದೇನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವೇದಾನಾಂ ತದರ್ಥಾನಾಂ ತದುಭಯಸಂಬಂಧಾನಾಂ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೋತ್ತರಾಭ್ಯಾಂ ಶಬ್ದಾಧಿಕರಣವಾಕ್ಯಾಧಿಕರಣಾಭ್ಯಾಮುಪಪಾದಿತತ್ವಾತ್ಕಾ ತರ್ಹಿ ಕಾಠಕಾದ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾ ಗತಿರಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತನಾತ್ಸೇಯಮುಪಪದ್ಯತ ಇತ್ಯುತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ‖

---

arguments as, for example, that the Vedas in dispute being a collection of sentences like those which go to make up a poem, say of Kalidasa's, must be of human origin.

He now sets out the true view.

But the priority of sound has already been declared.

The word 'but' in the sutra indicates that the view that the Vedas are not eternal is about to be rejected. That the sound which goes to make up the Vedas existed before men

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಶಬ್ದಗಳು (ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಸಹ) ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ತು** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವೇದಗಳು ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದರೂಪವಾದ ಶಬ್ದವು ಕಠಾದಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿತು. ಅದು ಅನಾದಿ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಎಂದರೆ—"**ಕರ್ಮೈಕೇ ತತ್ರ ದರ್ಶನಾತ್**" (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೬.) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲುಮಾಡಿ "**ಲಿಂಗದರ್ಶನಾಚ್ಚ**" (೧-೧-೨೩) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರಿವಿಗೆ ಇರುವ ೧೮ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಈ ೧೮ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಇವು ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರದ ೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಾಚಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರಂಥವಿಸ್ತರಭಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.)

ಔತ್ಪತ್ತಿಕಸ್ತು ಶಬ್ದಸ್ಯಾರ್ಥೇನ ಸಂಬಂಧಃ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧,೫) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಔತ್ಪತ್ತಿಕ (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ನಿತ್ಯ) ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತ್ವವುಂಟು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರಮುಂದೆಬರುವ ಶಬ್ದಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾಧಿಕರಣಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ೧೮ ಸೂತ್ರಗಳೇ ಶಬ್ದಾಧಿಕರಣ. ಅದರ ಮುಂದಿರುವ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಧಿಕರಣವೇ ವಾಕ್ಯಾಧಿಕರಣ. ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.)

ವೇದಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕಾಠಕ, ತೈತ್ತಿರೀಯ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದರೆ ವೇದಪ್ರವಚನವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಠಾದಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದವರು ಎಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಆಯಾ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವರು.

ಆಖ್ಯಾಪ್ರವಚನಾತ್ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೩೦)

ಅಸ್ತ್ವಿಯಮಾಖ್ಯಾಯಾ ಗತಿಃ । ತತಃ ಪರಂ ಬಬರಾದ್ಯನಿತ್ಯದರ್ಶನಂ ಯದುಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ಕಿಮುತ್ತರಮಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

---

like Katha, that, in other words, it is without beginning, has been declared already in foregoing sutras. In the sutra "autpattikas tu sabdasyarthena sambandhah," by the word "autpattika" he pledges himself to prove the eternal nature of all words, that is of the Vedas as well as of the meanings of the words, and of the connection between the words and their meanings. And this he duly accomplishes in the sabda and vakya sections which follow.

What account then can be given of titles such as the Kathaka? He anticipates this question and answers it in the following sutra, in which the titles are acconnted for as referring to the activity of these men in handing down the traditional knowledge of the Veda.

Mention of men is made on account of their teaching.

Well, accepting this account of these names, what of the point that follows, that we see mention made in the Vedas of people like Babara who cannot have been eternal? What answer is there to that? He anticipates this question and answers it in the following sutra.

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವೇದದ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದರೆ, ವೇದದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಂತೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಠಕಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಠಕಶಾಖೆಯೆಂದರೆ ಆ ಶಾಖೆಯು ಕಠನೆಂಬ ಪುರುಷನಿಂದ ರಚಿತವಾದುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಂತೆ ಎಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಪುರುಷರಿರುವಷ್ಟೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಕಠನೆಂಬುವನೂ ಒಬ್ಬನು. ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಇದರಂತೆಯೇ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.

ಒಳ್ಳೇದು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಬಬರ ಎಂಬ ಅನಿತ್ಯಗಳಾದ ಪುರುಷವಾಚಕಶಬ್ದಗಳಿವೆಯಲ್ಲಾ, ಅವುಗಳ ಗತಿಯೇನು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪರಂ ತು ಶ್ರುತಿಸಾಮಾನ್ಯಮಾತ್ರಂ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೩೧)

ಯತ್ಪರಂ ಬಬರಾದಿಕಂ ತಚ್ಛಬ್ದಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ನ ತು ಮನುಷ್ಯೋ ಬಬರನಾಮಕೋಽತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಃ । ಬಬರಧ್ವನಿಯುಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರವಹಣಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ವಾಯೋರತ್ರ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ನನು ವೇದೇ ಕ್ವಚಿದೇವಂ ಶ್ರೂಯತೇ । ವನಸ್ಪತಯಃ ಸತ್ರಮಾಸತ ಸರ್ಪಾಃ ಸತ್ರಮಾಸತೇತಿ । ತತ್ರ ವನಸ್ಪತೀನಾಮಚೇತನತ್ವಾತ್ಸರ್ಪಾಣಾಂ ಚೇತನತ್ವೇಽಪಿ ವಿದ್ಯಾರಹಿತತ್ವಾನ್ನ ತದನುಷ್ಠಾನಂ ಸಂಭವತಿ । ಅತೋ ಜರದ್ಗವೋ ಗಾಯತಿ ಮದ್ರಕಾಣೀತ್ಯಾದ್ಯುನ್ಮತ್ತಬಾಲವಾಕ್ಯಸದೃಶತ್ವಾತ್ಕೇನಚಿತ್ಕೃತೋ ವೇದ ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋತ್ತರಂ ಸೂತ್ರಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳಂತೆ ತೋರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವು ಯಾವ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

And the other point is only a case of identity of sound.

What follows about Babara and such other words is only a case of identity of sound. There is no idea ih the text in question of referring to a man called Babara. For we can refer the passage to the wind, who has a sound like ba-ba-ra, and whose nature it is to go forwar is (pravahana).

But do we not find in the Veda texts like these, "The trees performed the sacrifice: the serpents performed the sacrifice." Trees are senseless things; and serpents, though they have sense, are destitute of knowledge. That either one or the other should take part in a sacrifice is impossible. Therefore since the Veda in such cases resembles such idle talk of a madman or a child, as, for example, "jaradgavo gayati madrakani," it must have been composed by some man. He anticipates and answers this doubt in the following sutra.

ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಬರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಪುರುಷವಾಚಕವಾದ ಅಂಕಿತನಾಮವಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದಮಾತ್ರ. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ-ಬ-ರ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಭರ್ರನೆ ಬೀಸುವ (ಗಾಳಿ) ಎಂದರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಬಬರ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹೆಸರಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಡೆ—"**ವನಸ್ಪತಯಃ ಸತ್ರಮಾಸತ**" (ಓಷಧಿವನಸ್ಪತಿಗಳು ಯಜ್ಞಮಾಡಿದವು.) ಮತ್ತು—"**ಸರ್ಪಾಃ ಸತ್ರಮಾಸತ**" (ಸರ್ಪಗಳು ಯಜ್ಞಮಾಡಿದವು.) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುವವು. ಇಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಅಚೇತನವಸ್ತುಗಳಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಚೇತನವಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಮುಂತಾದ ಜ್ಞಾನಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವುಗಳು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಭವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಹುಚ್ಚರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥರಹಿತವಾದ—"ಜರದ್ಗವಃ ಕಂಬಲಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿ ಸ್ಥಿತೋ ಗಾಯತಿ ಮದ್ರಕಾಣಿ । ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಪೃಚ್ಛತಿ ಪುತ್ರಕಾಮಾ ರಾಜನ್ ರುಮಾಯಾಂ ಲಶುನಸ್ಯ ಕೋಽರ್ಘಃ ॥" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಇರುವ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ (ವಿವೇಕರಹಿತನಾದ) ಪುರುಷನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಕೃತೇ ಚಾವಿನಿಯೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ಕರ್ಮಣಃ ಸಮತ್ವಾತ್(ಜೈ.ಸೂ. ೧-೧-೩೨)

ಯದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿವಾಕ್ಯಂ ಕೇನಚಿತ್ಪುರುಷೇಣ ಕ್ರಿಯೇತ ತದಾನೀಂ ಕೃತೇ ತಸ್ಮಿನ್ವಾಕ್ಯೇ ಸ್ವರ್ಗಸಾಧನತ್ವೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಭಾವಸ್ಯ ಪುರುಷೇಣ ಜ್ಞಾತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ಶ್ರೂಯತೇ ತು ವಿನಿಯೋಗಃ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತೇತಿ । ನ ಚೈತದುನ್ಮತ್ತವಾಕ್ಯಸದೃಶಂ ಲೌಕಿಕವಿಧಿವಾಕ್ಯವದ್ಭಾವ್ಯಕರಣೇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾರೂಪೈಸ್ತ್ರಿಭಿರಂಶೈರುಪೇತಾಯಾ ಭಾವನಾಯಾ ಅವಗಮಾತ್। ಲೋಕೇ ಹಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇದಿತಿವಿಧೌ ಕಿಂ ಕೇನ ಕಥಮಿತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಂ ತೃಪ್ತಿಮುದ್ದಿಶ್ಯೌದನೇನ ದ್ರವ್ಯೇಣ ಶಾಕಸೂಪಾದಿಪರಿವೇಷಣಪ್ರಕಾರೇಣೇತಿ ಯಥೋಚ್ಯತೇ ತಥಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮವಿಧಾವಪಿ ಸ್ವರ್ಗಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಸೋಮೇನ ದ್ರವ್ಯೇಣ ದೀಕ್ಷಣೀಯಾದ್ಯಂಗೋಪಕಾರಪ್ರಕಾರೇಣೇತ್ಯುಕ್ತೇ ಕಥಮುನ್ಮತ್ತವಾಕ್ಯಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ । ವನಸ್ಪತ್ಯಾದಿಸತ್ರವಾಕ್ಯಮಪಿ ನ ತತ್ಸದೃಶಂ ತಸ್ಯ ಸತ್ರಕರ್ಮಣೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿನಾ ಸಮತ್ವಾತ್ । ಯತ್ಪರೋ ಹಿ

If it were made by a man there would be no mention of the use of the rite. Also, from its identity with the rite.

If the sentences about the jyotishtoma and other rites were made by a man, then the composition of the sentences about the jyotishtoma would not have been followed by the assertion that that rite wins heaven. For no man could have seen that these two things stood to each other as cause and effect. But the Veda does contain such an assertion. "Let

ಶಬ್ದಃ ಸ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತಿ ನ್ಯಾಯವಿದ ಆಹುಃ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಿಧಾಯಕತ್ವಾದನುಷ್ಠಾನೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ । ವನಸ್ಪತ್ಯಾದಿಸತ್ರವಾಕ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥವಾದತ್ವಾತ್ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ।ಸಾ ಚಾವಿದ್ಯಮಾನೇನಾಪಿ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಅಚೇತನಾ ಅವಿದ್ವಾಂಸೋಽಪಿ ಸತ್ರಮನುಷ್ಠಿತವಂತಃ । ಕಿಂ ಪುನಶ್ಚೇತನಾ ವಿದ್ವಾಂಸೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಇತಿ ಸತ್ರಸ್ತುತಿಃ । ಚಕಾರಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋಕ್ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯತ್ವಹೇತೋಃ ಕರ್ತ್ರನುಪಲಂಭೇನ ಪರಾಹತಿಂ ಸಮುಚ್ಚಿನೋತಿ ॥ ತಸ್ಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ವೇದಸ್ಯ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ।

ಅತ್ರೈತೌ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕೌ ।

ಪೌರುಷೇಯಂ ನ ವಾ ವೇದವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ಪೌರುಷೇಯತಾ ।
ಕಾಠಕಾದಿಸಮಾಖ್ಯಾನಾದ್ವಾಕ್ಯತ್ವಾಚ್ಚಾನ್ಯವಾಕ್ಯವತ್ ॥
ಸಮಾಖ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಚನಾದ್ವಾಕ್ಯತ್ವಂ ತು ಪರಾಹತಂ ।
ತತ್ಕರ್ತ್ರನುಪಲಂಭೇನ ಸ್ಯಾತ್ತತೋಽಪೌರುಷೇಯತೇತಿ ॥

(ಜೈ ನ್ಯಾ. ೧-೧-೮)

ನನು ಭಗವತಾ ಬಾದರಾಯಣೇನ ವೇದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಸೂತ್ರಿತಂ । ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾದಿತಿ (ವೇ. ಸೂ. ೧-೧-೩) । ಋಗ್ವೇದಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಕಾರಣತ್ವಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಮಿತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ । ಬಾಢಂ । ನೈತಾವತಾ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ ಭವತಿ । ಮನುಷ್ಯನಿರ್ಮಿತತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ಈದೃಶಮಪೌರುಷೇಯತ್ವಮಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಶಾಯಾಮಾಕಾಶಾದಿವನ್ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಬಾದರಾಯಣೇನೈವ ದೇವತಾಧಿಕರಣೇ ಸೂತ್ರಿತಂ । ಅತ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ । (ವೇ. ಸೂ. ೧-೩-೨೯) ಇತಿ । ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀ ಚಾತ್ರ ಭವತಃ । ವಾಚಾ ವಿರೂಪ ನಿತ್ಯಯಾ । (ಋ. ಸಂ. ೮-೭೫-೬) ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ । ಅನಾದಿನಿಧನಾ ನಿತ್ಯಾ ವಾಗುತ್ಸೃಷ್ಟಾ ಸ್ವಯಂಭುವೇತಿ ಸ್ಮೃತಿಃ । ತಸ್ಮಾತ್ಕರ್ತೃದೋಷಶಂಕಾಯಾ ಅನುದಯಾನ್ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಂ ॥

---

him who desires heaven sacrifice by the jyotishtoma rite." Nor can this be said to be like the speech of a madman. For the rite enjoined here is understood, as in the case of precepts in daily life, to be provided with the three factors, the thing te be gained, the instrument and the method. As in daily life if you say, Feed the brahmans, the questions at once arise why, with what, and how ? And the answers are given, "that they may be satisfied," "with rice" and "with accompaniments such as vegetables, broth, and the like." So with the command to perform the jyotishtoma rite. Its end is heaven. The soma is the instrument used, and the introductory and other subsidiary portions of the ritual must be observed. How can this be said to be like the talk of a madman ?

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ವನಸ್ಪತಯಃ ಸತ್ರಮಾಸತ=ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಯಜ್ಞಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಮೊದಲಾದ) ಅನೇಕ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಕ್ಯಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳು ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ವಿಶದಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು.

ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದುಚಿತ ವೆನಿಸುವುದು. "**ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ**"—ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು-ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ರಚಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ,-ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾವ ಪುರುಷನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಯಾಗದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ಲಭಿಸುವುದು ಎಂಬ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದು. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಫಲವೇ ದೊರಕುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಫಲವು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಉನ್ಮತ್ತವಾಕ್ಯವಾಗಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಾದವನು ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಗಳಂತಿವೆ. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ-ಭಾವ್ಯ (ಫಲ), ಕರಣ (ಸಾಧನದ್ರವ್ಯ), ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾ (ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು) ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫಲವೇನು? ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು) ತಲೆದೋರುವವು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವು—ತೃಪ್ತಿ, ಸಾಧನದ್ರವ್ಯವು—ಅನ್ನ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ—ಶಾಕಸೂಪಾದಿ ಪಕ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿರುವವು. ಅದರಂತೆಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ದೇಶವು—ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸಾಧನದ್ರವ್ಯ—ಸೋಮರಸ, ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ—ದೀಕ್ಷಣೀಯಾದ್ಯಂಗೋಪಾಂಗಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳೂ ಇರುವವು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆತಾನೇ ಉನ್ಮತ್ತವಾಕ್ಯವಾದೀತು?

ಆದರೆ "**ವನಸ್ಪತಯಃ ಸತ್ರಮಾಸತ**" ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಸಮಾಧಾನವು ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ನಿಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪ

Neither are passages like that about the sacrifices performed by trees open to that charge. Logicians say that the meaning to be assigned to an expression must vary with the purport or context. Now the passage about the jyotishtoma is preceptive, and its purport is the performance of the rite. The passage about the sacrifice performed by the serpents is of the character of an arthavada, and its purport is eulogy of the rite. Such a eulogy can be made by means even of a thing that has no existence. If senseless trees and unlearned serpents perform a sacrifice, how much more should sentient and learned brahmins do so? In this way the sacrifice is eulogised.

ಲಾದೀತು? ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವಾಪರಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರಿದ ಅರ್ಥವೂ ಸರಿಹೋಗುವುದು. ವನಸ್ಪತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸತ್ರ ಕರ್ಮವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿವಾಕ್ಯಗಳೊಡನೆ ಸಮವಾದುದರಿಂದ ಅವು ಉನ್ಮತ್ತವಾಕ್ಯಸದೃಶವಲ್ಲ. ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವು ಸಂದರ್ಭವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಜ್ಞರು (ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವರು) ಹೇಳುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಉದ್ದೇಶವು. ವನಸ್ಪತ್ಯಾದಿಸತ್ರವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವಾದಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯೇ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವು. ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇರುವ (ಸಂಭವ ವಾದ) ವಿಚಾರವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲದವಾದರೂ (ಅಸಂಭವವಾದ) ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಾ ಸಂಭವಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಶಂಸೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಚೇತನಗಳೂ ಜ್ಞಾನರಹಿತಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸತ್ರಯಾಗ ವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದವು ಎಂದಮೇಲೆ ಚೇತನರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾಗಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇನು, ಎಂದು ಸತ್ರಯಾಗದ ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವು.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ಚ** ಎಂಬ ಪದವು—ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, "ಇತರ ಗ್ರಂಥವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೂ ಪುರುಷಕೃತವಾದವು" ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೋಕ್ತಿಯನ್ನು ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವು ಇಲ್ಲವಾದಕಾರಣ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವು (ವೇದವು ಪುರುಷರಚಿತವಾದುದು ಎಂಬ ವಾದವು) ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವು—

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ವೇದವು ಪೌರುಷೇಯವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಪೌರುಷೇಯವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕರ್ತೃವಿನ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. "ವೈಯಾಸಿಕಂ ಭಾರತಂ" ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ರಚಿಸಿದನು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಠಕಶಾಖಾ, ಕೌಥುಮಶಾಖಾ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕಠ ನೆಂಬುವನು ರಚಿಸಿದ ಶಾಖೆ, ಕುಥುಮನು ರಚಿಸಿದ ಶಾಖೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರವೇನಿರುವುದು? ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು.

ಸಿದ್ಧಾಂತ—ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಾಠಕ, ಕೌಥುಮ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪುರುಷರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವ ಪುರುಷರಿಂದಲೂ ರಚಿತವಾದವಲ್ಲ. ಆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾ ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದು

The word 'and' in the sutra links to this argument a previous one in which the view, laid down as part of the purvapaksha, that the Vedas must have had an author, because they are made up of sentences as other books are, is refuted by the fact that they have never been assigned to any author.

From all this it follows that the Vedas are not of human authorship.

The following verses of the Sangraha relate to this matter:

ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಕವಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ರಘುವಂಶಾದಿಗ್ರಂಥಗಳ ಸರ್ಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ–“ ಇತಿ ಕಾಳಿದಾಸಕೃತೌ–ಕಾಳಿದಾಸನಿಂದ ರಚಿತವಾದ ” ಎಂಬ ಕರ್ತೃನಾಮಾಂಕಿತವಿರುವಂತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತೃ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಪುರುಷ ರಚಿತವಾದುವಲ್ಲ, ಅಪೌರುಷೇಯಗಳು.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ತಲೆದೋರುವುದು–ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು “ **ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್** ” (ವೇ. ಸೂ. ೧-೧-೩) ಎಂಬ ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ–ವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರಚಿತವಾದುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇದೇ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು. ಇದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಪುರುಷಕರ್ತೃತ್ವವು ಬಂದಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ವೇದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌರುಷೇಯವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪುರುಷರು ರಚಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯವು. ಇಂತಹ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ–“ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ವೇದಗಳೂ ನಿತ್ಯವು ” ಎಂಬುದನ್ನು “ **ಅತ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ।** ” (ವೇ. ಸೂ. ೧-೨-೨೯) ಎಂಬ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡುತ್ತವೆ–“ **ವಾಚಾ ವಿರೂಪನಿತ್ಯಯಾ** ” (ಋ. ಸಂ. ೮-೭೫-೬) ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು. “ **ಅನಾದಿನಿಧನಾ ನಿತ್ಯಾ ವಾಗುತ್ಸೃಷ್ಟಾ ಸ್ವಯಂಭುವಾ । ಆದೌ ವೇದಮಯೀ ದಿವ್ಯಾ ಯತಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರವೃತ್ತಯಃ ॥** ” (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ. ೧-೩-೮೨) ಎಂಬುದು ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯವು. ಇದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃದೋಷವಿರಬಹುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

> "Is the Veda of human origin? Yes, since it is known by titles such as Kathaka, and since it is made up of sentences that have the same nature as other sentences
>
> "No: these titles refer to men who taught the Veda, not composed it. And that other argument has already been refuted by the fact that no author's name is mentioned."

Here a doubt arises. Has not the holy Badarayana laid it down that the Veda is the work of Brahma? "Sastrayonitvat." The meaning of which sutra is that Brahma is omniscient, because he made the Rigveda and all the other shastras. Granted. But this does not extend to proving the human origin of the Veda. It was not made by a man. The same Badarayana has this non-human origin in view when he lays it down, in the devata section, that for all who have not obtained final release, the Veda is eternal like, for example, the sky. "Ata eva cha nityatvam."

Both sruti and smriti can be cited here. The sruti is "vacha virupa nityaya" The smriti, "anadinidhana nitya vag utsrishta svayambhuva."

Therefore the possibility of a mistake on the part of the author or authors does not arise, and the authority of the Veda, both mantra and brahmana, is subject to no dispute.

॥ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋಃ ಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯಃ ॥

ನನು ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕತ್ವಂ ವೇದಸ್ಯ ನ ಯುಕ್ತಂ । ತಯೋಃ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ನಿರ್ಣೇತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ನೈವಂ । ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಸಪ್ತಮಾಷ್ಟಮಯೋರಧಿಕರಣಯೋರ್ನಿರ್ಣೀತತ್ವಾತ್ । ಸಪ್ತಮಾಧಿಕರಣಮಾರಚಯತಿ—

ಅಹೇ ಬುಧ್ನಿಯ ಮಂತ್ರಂ ಮ ಇತಿ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ।
ನಾಸ್ತ್ಯಸ್ತಿ ವಾಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯೇತದವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾದೇರವಾರಣಾತ್ ॥
ಯಾಜ್ಞಿಕಾನಾಂ ಸಮಾಖ್ಯಾನಂ ಲಕ್ಷಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ।
ತೇಽನುಷ್ಠಾನಸ್ಮಾರಕಾದೌ ಮಂತ್ರಶಬ್ದಂ ಪ್ರಯುಂಜತೇ ॥
(ಜೈ. ನ್ಯಾ. ೨-೧-೭) ॥

ಆಧಾನ ಇದಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ಅಹೇ ಬುಧ್ನಿಯ ಮಂತ್ರಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೨-೧-೨೬) । ಇತಿ । ತತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ನಾಸ್ತಿ । ಅವ್ಯಾಪ್ತ್ಯತಿವ್ಯಾಪ್ತ್ಯೋರ್ವಾರಯಿತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್। ವಿಹಿತಾರ್ಥಾಭಿಧಾಯಕೋ ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ವಸಂತಾಯ ಕಪಿಂಜಲಾನಾಲಭತೇ (ವಾ.ಸಂ. ೨೪ ೨೦) ಇತ್ಯಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಧಿರೂಪತ್ವಾದವ್ಯಾಪ್ತಿಃ। ಮನನಹೇತುರ್ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಽತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಃ । ಏವಮಸಿಪದಾಂತೋ ಮಂತ್ರ ಉತ್ತಮಪುರುಷಾಂತೋ ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಮವ್ಯಾಪ್ತಿರಿತಿ ಚೇತ್ ನೈವಂ । ಯಾಜ್ಞಿಕಸಮಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ನಿರ್ದೋಷಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ । ತಚ್ಚ ಸಮಾಖ್ಯಾನಮನುಷ್ಠಾನಸ್ಮಾರಕಾದೀನಾಂ ಮಂತ್ರತ್ವಂ ಗಮಯತಿ । ಉರು ಪ್ರಥಸ್ವೇತ್ಯಾದಯೋಽನುಷ್ಠಾನಸ್ಮಾರಕಾಃ । ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಮಿತ್ಯಾದಯಃ ಸ್ತುತಿರೂಪಾಃ । ಇಷೇ ತ್ವೇತ್ಯಾದಯಸ್ತ್ವಾಂತಾಃ । ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯ ಇತ್ಯಾದಯ ಆಮಂತ್ರಣೋಪೇತಾಃ । ಅಗ್ನೀದಗ್ನೀನ್ವಿಹರೇತ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರೈಷರೂಪಾಃ । ಅಧಃ ಸ್ವಿದಾಸೀ೩ ದುಪರಿ ಸ್ವಿದಾಸೀ೩ ದಿತ್ಯಾದಯೋ ವಿಚಾರರೂಪಾಃ । ಅಂಬೇ ಅಂಬಾಲ್ಯಂಬಿಕೇ ನ ಮಾ ನಯತಿ ಕಶ್ಚನ (ತೈ. ಸಂ. ೭-೪-೧೯-೧) । ಇತ್ಯಾದಯಃ ಪರಿದೇವ-

But it may be said the definition of the Veda, according to which it is the sum of the mantras and the brahmanas, is not a good definition, because no one can say what constitutes a mantra and what a brahmana. Not so. The nature of both has been clearly determined in the seventh and eighth adhikaranas of the first pada of the second adhyaya.

The seventh adhikarana is thus given in the Sangraha.

"With reference to the text 'ahe budhniya mantram me &c.,' is there such a definition? There is no such definition, because you cannot frame one which shall not include either too much or too little.

"Yes: there is a definition, and it is free from fault. What the priests

ನರೂಪಾಃ। ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಪರಮಂತಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ (ತೈ.ಸಂ. ೭-೪-೧೮-೨) ಇತ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರಶ್ನರೂಪಾಃ । ವೇದಿಮಾಹುಃ ಪರಮಂತಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ । (ತೈ.ಸಂ. ೭-೪-೧೮-೨) ಇತ್ಯಾದಯ ಉತ್ತರರೂಪಾಃ । ಏವಮನ್ಯದಪ್ಯುದಾಹಾರ್ಯಂ । ಈದೃಶೇಷ್ವತ್ಯಂತವಿಜಾತೀಯೇಷು ಸಮಾಖ್ಯಾನಮಂತರೇಣ ನಾನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದನುಗತೋ ಧರ್ಮೋऽಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣತ್ವಮುಚ್ಯೇತ । ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಚೋಪಯೋಗಃ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯೈರ್ದರ್ಶಿತಃ । ಋಷಯೋऽಪಿ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ನಾಂತಂ ಯಾಂತಿ ಪೃಥಕ್ತ್ವಶಃ । ಲಕ್ಷಣೇನ ತು ಸಿದ್ಧಾನಾಮಂತಂ ಯಾಂತಿ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಇತಿ । ತಸ್ಮಾದಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಮಂತ್ರೋऽಯಮಿತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾನಂ ಲಕ್ಷಣಂ ॥

ಇದುವರೆಗೂ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವೇದವೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವಾದ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವೇದವು ಮಂತ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಪಾರವಾದ ವೇದರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಂತ್ರ, ಯಾವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಿದು-ಹಾಗಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಮಂತ್ರನಿರ್ವಚನಾಧಿಕರಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿರ್ವಚನಾಧಿಕರಣ) ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳನೆಯ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವಿದು—

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—**ಅಹೇ ಬುಧ್ನಿಯ ಮಂತ್ರಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಸಂಭವ ಎಂಬ ಮೂರು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿರುವುದಷ್ಟೆ. (364 ನೇ ಪೇಜು ನೋಡಿ) ಈ ದೋಷತ್ರಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇದು ಮಂತ್ರವಲ್ಲ.

---

call a mantra is a mantra. They use the term explicitly in directing the performance of the sacrifice.

"At the adhana rite this text is used 'ahe budhniya mantram me gopaya.' Now there is no definition of what it is that makes a mantra. Because it is impossible to frame a definition which shall not be either too wide or too narrow If we say that a mantra is that which refers to a thing enjoined, we shall exclude the mantra 'vasantaya kapinjalan alabhate, which is itself in form an injunction or vidhi. If we give an etymological translation. and say that mantra comes from manana (thinking) that would include the brahmanas If we say that it ends in the second person, that will exclude all that end in the first person, and ***vice versa.***

"Not so. It is a good definition to say that whatever the sacrificing priest calls a

ಸಿದ್ಧಾಂತ—ಯಜ್ಞಮಾಡುವಾಗ ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುವರೋ ಅದೇ ಮಂತ್ರವು. ಅದರ ಲಕ್ಷಣವು ದೋಷವರ್ಜಿತವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣವು ದೋಷವರ್ಜಿತವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಧಾನಕರ್ಮದಲ್ಲಿ—(ಆಧಾನಕರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. 431 ನೇ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡಿ) **"ಅಹೇ ಬುಧ್ನಿಯ ಮಂತ್ರಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ"** (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೨-೧-೨೬) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರವು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣವು ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳೆಂಬ ದೋಷವರ್ಜಿತಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಂತ್ರವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ-**"ವಸಂತಾಯ ಕಪಿಂಜಲಾನಾಲಭತೇ"** (ವಾ. ಸಂ. ೨೪-೨೦) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಹೊಸವಿಷಯವನ್ನು ವಿಧಿಯಂತೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಂತ್ರವಾಗದೇ ಹೋಗುವುದು. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಂತ್ರವು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ **ವಸಂತಾಯ ಕಪಿಂಜಲಾನಾಲಭತೇ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ವಿಧಿರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿದೋಷವು ಬರುವುದು. ಮನನ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ (ಮನನ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಯೋಚಿಸುವುದು) ಮಂತ್ರಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಅಸಿಪದಾಂತಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು. ಉತ್ತಮಪುರುಷಾಂತಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ದೋಷವುಂಟಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.)

ಸಮಾಧಾನ—ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಂತ್ರವೆನ್ನುವರೋ ಅದೇ ಮಂತ್ರವು. ಅವರು ಹೇಳುವುದು ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ಆ ಲಕ್ಷಣವೊಂದೇ ಯಾಗಪ್ರಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಂತ್ರವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—

ಉರುಪ್ರಥಸ್ವ—(ತೈ. ಸಂ. ೬-೨-೭-೩) ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುವು.

---

mantra is such. This denomination alone it is which indicates that texts used in directing the sacrifice and others are mantras. 'Uru prathasva' and similar texts direct the sacrifice 'Agnim ile purohitam' and other similar texts are in praise of the gods. 'Ishe tva' and the texts which follow end in the word 'tva.' 'Agna a yahi vitaye' and texts like it are invocations. Such texts as 'agnid agnin vihara' are directory. Such texts as 'adhah svid asid upari svid asit' are philosophical hymns. Such texts as 'ambe ambike ambalike na ma nayati kaschana' are lamentations. Such texts as 'prichchhami tva param antam prithivyah' are questions And so on with others. Since the mantras are so various in kind, except denomination there is no common quality which will serve for a definition. But the need of some definition has been shown by old teachers.

ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ—(ಋ. ಸಂ. ೧-೧-೧) ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದವು.

ಇಷೇ ತ್ವಾ—(ವಾ. ಸಂ. ೧-೧) ಮೊದಲಾದವು ತ್ವಾಂತಗಳು ಎಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಾ ಎಂಬ ಪದವುಳ್ಳವು.

ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ—(ಸಾ. ಸಂ. ೧-೧) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಮಂತ್ರಣಗಳು ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ (ಬರುವಂತೆ) ಕರೆಯುವ ಮಂತ್ರಗಳು.

ಅಗ್ನೀದಗ್ನೀನ್ ವಿಹರ—(ತೈ. ಸಂ. ೬-೩-೧-೨) ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರೈಷ (ಆಜ್ಞೆ) ರೂಪಮಂತ್ರಗಳು.

ಅಧಃಸ್ವಿದಾಸೀ೩ ದುಪರಿಸ್ವಿದಾಸೀ೩ ತ್—(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೨೯-೫) ಮೊದಲಾದವು ವಿಚಾರಪರವಾದ ಎಂದರೆ ತತ್ವಾರ್ಥ ಬೋಧಕಗಳಾದ ಮಂತ್ರಗಳು.

ಅಂಬೇ ಅಂಬಾಲ್ಯಂಬಿಕೇ ನ ಮಾ ನಯತಿ ಕಶ್ಚನ (ತೈ. ಸಂ. ೭-೪-೧೯-೧) ಮೊದಲಾದವು ಪರಿವೇದನ ಎಂದರೆ ಶೋಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು.

ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಪರಮಂತಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ—(ತೈ. ಸಂ. ೭-೪-೧೮-೨) ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರಶ್ನರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು.

ವೇದಿಮಾಹುಃ ಪರಮಂತಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ—(ತೈ. ಸಂ. ೭-೪-೧೮-೨) ಮೊದಲಾದವು ಉತ್ತರರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು.

ಇದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜಾತೀಯಗಳಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳೆನ್ನಲು ಸಮಾಖ್ಯಾನವನ್ನು (ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಮಂತ್ರವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವರೋ ಅದು ಸಮಾಖ್ಯಾನ) ಬಿಟ್ಟು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧನವಾದ ಲಕ್ಷಣಸ್ವರೂಪವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಿದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಋಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭೋಪಾಯ. ಆ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನುಸರಿಸುವರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆದುದರಿಂದ ಅಭಿಯುಕ್ತರು (ಶಿಷ್ಟರು, ಪ್ರಾಜ್ಞರು, ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾತೃಗಳು) "ಇದು ಮಂತ್ರ" ಎಂದರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ಮಂತ್ರವು, ಅವರ ಮಾತೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ಸಮಾಖ್ಯಾನವೇ ಎಂದರೆ ಅವರ ಮಾತೇ ಲಕ್ಷಣವು.

'Even the rishis could not come to the end of things taken one by one: it is only when things are comprehended under a definition that learned men can master them.'

"So the denomination of the mantras, as they are used, in the words, This is a mantra, is the definition."

ಅಷ್ಟಮಾಧಿಕರಣಮಾರಚಯತಿ—

ನಾಸ್ತ್ಯೇತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತ್ಯತ್ರ ಲಕ್ಷಣಂ ವಿದ್ಯತೇಽಥವಾ ।
ನಾಸ್ತೀಯಂತೋ ವೇದಭಾಗಾ ಇತಿ ಕ್ಲೃಪ್ತೇರಭಾವತಃ ॥
ಮಂತ್ರಶ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚೇತಿ ದ್ವೌ ಭಾಗೌ ತೇನ ಮಂತ್ರತಃ ।
ಅನ್ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿತ್ಯೇತದ್ಭವೇದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲಕ್ಷಣಂ ॥
(ಜೈ. ನ್ಯಾ. ೨-೧-೮) ॥

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯೇಷ್ವಿದಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ಏತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಯೇವ ಪಂಚ-ಹವೀಗ್ಂಷಿ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೬-೧-೧) । ಇತಿ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ನಾಸ್ತಿ । ಕುತಃ । ವೇದಭಾಗಾನಾಮಿಯತ್ತಾನವಧಾರಣೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಭಾಗೇಷ್ವನ್ಯಭಾಗೇಷು ಚ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯಾವ್ಯಾಪ್ತ್ಯತಿವ್ಯಾಪ್ತ್ಯೋಃ ಶೋಧಯಿತು-ಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ಪೂರ್ವೋಕ್ತೋ ಮಂತ್ರಭಾಗ ಏಕಃ । ಭಾಗಾಂತರಾಣಿ ಚ ಕಾನಿಚಿತ್ಪೂರ್ವೈರುದಾಹುರ್ತುಂ ಸಂಗೃಹೀತಾನಿ । ಹೇತುರ್ನಿರ್ವಚನಂ ನಿಂದಾ ಪ್ರಶಂಸಾ ಸಂಶಯೋ ವಿಧಿಃ । ಪರಕ್ರಿಯಾ ಪುರಾಕಲ್ಪೋ ವ್ಯವ-ಧಾರಣಕಲ್ಪನೇತಿ । ತೇನ ಹ್ಯನ್ನಂ ಕ್ರಿಯತ ಇತಿ ಹೇತುಃ । ತದ್ದಧ್ನೋ ದಧಿತ್ವಂ । (ತೈ. ಸಂ. ೨-೫-೩-೪) ಇತಿ ನಿರ್ವಚನಂ । ಅಮೇಧ್ಯಾ ವೈ ಮಾಷಾಃ (ತೈ. ಸಂ. ೫-೧-೮-೧) । ಇತಿ ನಿಂದಾ । ವಾಯುರ್ವೈ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಾ ದೇವತಾ (ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧-೧) । ಇತಿ ಪ್ರಶಂಸಾ । ತದ್ವ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಜ್ಜುಹ-ವಾನೀ೩ ಮಾ ಹೌಷಾ೩ ಮಿತಿ । (ತೈ. ಸಂ. ೬-೫-೯-೧) ಸಂಶಯಃ । ಯಜಮಾನೇನ ಸಂಮಿತೌದುಂಬರೀ ಭವತಿ (ತೈ. ಸಂ. ೬-೨-೧೦-೩) । ಇತಿ ವಿಧಿಃ । ಮಾಷಾನೇವ ಮಹ್ಯಂ ಪಚಂತೀತಿ ಪರಕೃತಿಃ । ಪುರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಅಭೈಷುರಿತಿ ಪುರಾಕಲ್ಪಃ । ಯಾವತೋಽಶ್ವಾನ್ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀ-ಯಾತ್ತಾವತೋ ವಾರುಣಾಞ್ಚತುಷ್ಕಪಾಲಾನ್ನಿರ್ವಪೇದಿತಿ । (ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೧೨-೧) ವಿಶೇಷಾವಧಾರಣಕಲ್ಪನಾ । ಏವಮನ್ಯದಪ್ಯುದಾಹಾರ್ಯಂ । ನ ಚ ಹೇತ್ವಾದೀನಾಮನ್ಯತಮಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿತಿ ಲಕ್ಷಣಂ । ಮಂತ್ರೇ-ಷ್ವಪಿ ಹೇತ್ವಾದಿಸದ್ಭಾವಾತ್ । ಇಂದವೋ ವಾಮುಶಂತಿ ಹಿ (ಋ. ಸಂ. ೧-೨-೪) ಇತಿ ಹೇತುಃ । ಉದಾನಿಷುರ್ಮಹೀರಿತಿ ತಸ್ಮಾದುದಕಮುಚ್ಯತೇ

The eighth adhikarana is thus given in the Sangraha.

"With reference to the text 'etad brahmana' &c., is there no definition of what is a brahmana, or is there such a definition? There is not, because no one has shewn how much of the Veda is mantra, and how much is brahmana.

"There is. For the Veda is divided into mantra and brahmana: therefore whatever in the Veda is not a mantra is a brahmana, that is the definition of a brahmana.

"In the chaturmasya ritual the text is used 'etad brahmananyeva pancha havinshi.' Now there is no definition of what is a brahmana. Why? Because, there being no limit to

(ಅಥ. ಸಂ. ೩-೧೩-೪) ಇತಿ ನಿರ್ವಚನಂ।ಮೋಘಮನ್ನಂ ವಿಂದತೇ ಅಪ್ರ-
ಚೇತಾಃ । (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೧೭-೬) ಇತಿ ನಿಂದಾ । ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ
ದಿವಃ ಕಕುತ್ । (ಋ. ಸಂ. ೮-೪೪-೧೬) ಇತಿ ಪ್ರಶಂಸಾ । ಅಧಃ
ಸ್ವಿದಾಸೀ೩ ದುಪರಿ ಸ್ವಿದಾಸೀ೩ತ್ (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೨೯-೫) ।ಇತಿ ಸಂ-
ಶಯಃ ವಸಂತಾಯ ಕಪಿಂಜಲಾನಾಲಭತೆ ಇತಿ ವಿಧಿಃ । ಸಹಸ್ರಮಯುತಾ
ದದತ್ (ಋ. ಸಂ. ೮-೨೧-೧೮) । ಇತಿ ಪರಕೃತಿಃ । ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞ-
ಮಯಜಂತ ದೇವಾಃ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೬೪-೫೦) । ಇತಿ ಪುರಾಕಲ್ಪಃ। ಇತಿ
ಕರಣಬಹುಲಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಇತ್ಯದದಾ ಇತ್ಯಯಜಥಾ ಇತ್ಯ-
ಪಚ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗಾಯೇದಿತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಗಾತವ್ಯೇ ಮಂ-
ತ್ರೇಽತಿವ್ಯಾಪ್ತೇಃ । ಇತ್ಯಾಹೇತ್ಯನೇನ ವಾಕ್ಯೇನೋಪನಿಬದ್ಧಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-
ಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ರಾಜಾ ಚಿದ್ಯಂ ಭಗಂ ಭಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ (ಋ. ಸಂ. ೭-೪೧-೨)
ಯೋ ಮಾಯಾತುಂ ಯಾತುಧಾನೇತ್ಯಾಹ ಯೋ ವಾ ರಕ್ಷಾಃ ಶುಚಿರಸ್ಮೀ-
ತ್ಯಾಹ (ಋ.ಸಂ. ೭-೧೦೪-೧೬)। ಇತ್ಯನಯೋರ್ಮಂತ್ರಯೋರತಿವ್ಯಾಪ್ತೇಃ
ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾರೂಪಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಯಮಯಮೀಸಂವಾದ-
ಸೂಕ್ತಾದಾವತಿವ್ಯಾಪ್ತೇಃ । ತಸ್ಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮಿತಿ
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಬ್ರೂಮಃ । ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪೌ ದ್ವಾವೇವ ವೇದಭಾಗಾ-
ವಿತ್ಯಂಗೀಕಾರಾನ್ಮಂತ್ರಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಪೂರ್ವಮಭಿಹಿತತ್ವಾದವಶಿಷ್ಟೋ ವೇದ-
ಭಾಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಿತ್ಯೇತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ತದೇತಲ್ಲಕ್ಷಣದ್ವಯಂ
ಜೈಮಿನಿಃ ಸೂತ್ರಯಾಮಾಸ । ತಚ್ಚೋದಕೇಷು ಮಂತ್ರಾಖ್ಯಾ । ಶೇಷೇ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಃ (ಪೂ. ಮೀ. ೨-೧-೩೨, ೩೩) । ಇತಿ । ತಚ್ಚೋದಕೇಷು
ತದಭಿಧಾಯಕೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಮಂತ್ರ ಇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ-
ವಿದ್ಭಿರ್ವ್ಯವಹ್ರಿಯತೇ । ಮಂತ್ರಾನಧೀಮಹ ಇತಿ । ಮಂತ್ರವ್ಯತಿರಿಕ್ತ-
ಭಾಗೇ ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಸ್ತೈರ್ವ್ಯವಹೃತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ॥

---

the divisions of the Veda, any definition which should seek to discriminate between the brahmana parts and the other parts would either be too narrow or too wide. The mantra part, of which we have already spoken, is one. The remaining parts have been thus summed up by ancient teachers:

> 'hetur nirvachanam ninda prasansa sansayo vidhih,
> parakriya purakalpo vyavadharanakalpana.'

'Tena hyannam kriyate' is a hetu. 'Tad dadhno dadhitvam' is a nirvachanam. 'Amedhya vai mashah' is a ninda. 'Vayur vai kshepishtha' is prasansa. 'Tad vyachikitsaj juhavani ma haushan' is a sansaya 'Yajamanena sammitandumbhari bhavati' is a vidhi. 'Mashan eva mahyam pachanti' is a parakriti. 'Pura brahmana abhaishuh' is a purakalpa. 'Yavato s'van pratigrihniyat tavato varunanschatushkapalan nirvapet' is a viseshavadharanakalpana. Other examples could be given.

ಇದುವರೆಗೆ ಏಳನೆಯದಾದ ಮಂತ್ರನಿರ್ವಚನಾಧಿಕರಣವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಈಗ ಎಂಟನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿರ್ವಚನಾಧಿಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು. ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವಿದು—

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—"**ಏತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಯೇವ ಪಂಚ ಹವೀಂಷಿ**" ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದ್ವಯಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವು ಯಾವುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಭಾಗವು, ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವು ಎಂದು ನಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವ್ಯಾಪ್ತ್ಯತಿವ್ಯಾಪ್ತಿದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ—ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಭಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುವುವೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಷ್ಟೆ. ಇದುವರೆಗೆ (ಹಿಂದೆ) ಮಂತ್ರಭಾಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿಯಾಯಿತು. ಮಂತ್ರವಲ್ಲದ ಉಳಿದ ವೇದಭಾಗವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವೆಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ—"**ಏತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಯೇವ ಪಂಚ ಹವೀಂಷಿ**" (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೭-೧-೧) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರ, ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವ್ಯಾಪ್ತ್ಯತಿವ್ಯಾಪ್ತಿದೋಷಗಳೇ ಸಂಭವಿಸುವವು. (ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು).

ಸಿದ್ಧಾಂತ—ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಲ್ಲದ ಭಾಗವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕರ್ತೃಗಳೂ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರೂ ಯಾವುದನ್ನು ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುವರೋ ಅದು ಮಂತ್ರವು ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂತ್ರವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ವೇದದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಶಿಷ್ಟರಿಂದ ಪರಿಗೃಹೀತವಾದರೂ ಅದು ಮಂತ್ರವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರವೆನಿಸುವುದು. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪದವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಕ್ರಮವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಅದೂ ಮಂತ್ರವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ—"**ಆಮ್ನಾತೇಷ್ವಮಂತ್ರತ್ವಮಾಮ್ನಾತೇಷು ಹಿ ವಿಭಾಗಃ**" (ಜೈ.ಸೂ. ೨-೧-೩೪) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಮಂತ್ರವು. ವೇದದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ—**ಶೇಷೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಃ** (ಜೈ.ಸೂ. ೨-೧-೩೩) ಎಂದು ಸೂತ್ರವಿರುವುದು.

"It will not do to say that to define a brahmana we have only to say that it must be one or other of these things just enumerated. For all these classes are found in the mantras too. 'Indavo vam usanti hi' is a hetu. 'Udanishur mahir iti tasmad udakam uchyate' is a nirvachanam. 'Mogham annam vindate aprachetah' is a ninda. 'Agnir murdha divah kakut' is a prasansa. 'Adhah svid asid upari svid asit' is a sansaya 'Vasantaya kapinjalan alabhate' is a vidhi. 'Sahasram ayuta dadat' is a parakriti. 'Yajnena yajnam ayajanta devah' is a purakalpa.

ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವು ಯಾವುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು—ಹೇತು (ಕಾರಣ), ನಿರ್ವಚನ (ವಿಷಯಸಮರ್ಥನೆ), ನಿಂದಾ (ದೋಷಾರೋಪಣೆ), ಪ್ರಶಂಸಾ (ಸ್ತುತಿ), ಸಂಶಯ (ಅನುಮಾನ), ವಿಧಿ (ಆಜ್ಞೆ), ಪರಕ್ರಿಯಾ (ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು), ಪುರಾಕಲ್ಪ (ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ), ವ್ಯವಧಾರಣಕಲ್ಪನಾ (ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ಎಂದು ವಿಷಯನಿರೂಪಣೆ) ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ—

ಹೇತುಃ—ತೇನ ಹ್ಯನ್ನಂ ಕ್ರಿಯತೇ । (ಶ. ಬ್ರಾ. ೨-೫-೨-೨೩)
ನಿರ್ವಚನಂ—ತದ್ದಧ್ನೋ ದಧಿತ್ವಂ । (ತೈ. ಸಂ. ೨-೫-೩-೪)
ನಿಂದಾ—ಅಮೇಧ್ಯಾ ವೈ ಮಾಷಾಃ । (ತೈ. ಸಂ. ೫-೧-೮-೧)
ಪ್ರಶಂಸಾ—ವಾಯುರ್ವೈ ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಾ ದೇವತಾ । (ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧-೧)
ಸಂಶಯಃ—ತದ್ವ್ಯಚಿಕಿತ್ಸತ್ । ಜುಹವಾನೀ ೩ ಮಾ ಹೌಷಾ ೩ ಮಿತಿ । (ತೈ. ಸಂ. ೬-೫-೯-೧)
ವಿಧಿಃ—ಯಜಮಾನೇನ ಸಂಮಿತೌದುಂಬರೀ ಭವತಿ । (ತೈ. ಸಂ. ೬-೨-೧೦-೩)
ಪರಕೃತಿಃ—ಮಾಷಾನೇವ ಮಹ್ಯಂ ಪಚಂತಿ ।
ಪುರಾಕಲ್ಪಃ—ಪುರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಅಭೈಷುಃ । (ತೈ. ಸಂ. ೧-೫-೭-೫)
ವ್ಯವಧಾರಣಕಲ್ಪನಾ—ಯಾವತೋಽಶ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ತಾವತೋ ವಾರುಣಾಂಶ್ಚತುಷ್ಕ-ಪಾಲಾನ್ನಿರ್ವಪೇತ್ (ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೧೨-೧)

ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುನಿರ್ವಚನಾದಿಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಮಂತ್ರಭಾಗವಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹೇತುನಿರ್ವಚನಾದಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಂತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹೇತುನಿರ್ವಚನಾದಿವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇವೆ—

ಹೇತುಃ—ಇಂದವೋ ವಾಮುಶಂತಿ ಹಿ । (ಋ. ಸಂ. ೧-೨-೪)
ನಿರ್ವಚನಂ—ಉದಾನಿಷುರ್ಮಹೀರಿತಿ ತಸ್ಮಾದುದಕಮುಚ್ಯತೇ । (ಅಥ. ಸಂ. ೩-೧೩-೪)
ನಿಂದಾ—ಮೋಘಮನ್ನಂ ವಿಂದತೇ ಅಪ್ರಚೇತಾಃ ॥ (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೧೭-೬)
ಪ್ರಶಂಸಾ—ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾ ದಿವಃ ಕಕುತ್ । (ಋ. ಸಂ. ೮-೪೪-೧೬)
ಸಂಶಯಃ—ಅಧಃಸ್ವಿದಾಸೀ ೩ ದುಪರಿಸ್ವಿದಾಸೀ ೩ ತ್ (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೨೯-೫)

"Does the frequent occurrence of the word 'iti' constitute a brahmana? No. For that definition would include the mantra which, according to the text 'ityadada ityajatha ityapacha iti brahmana gayet,' has to be sung by the brahmin.

"Is what ends in 'ityaha' a brahmana? No. For that definition would include the two mantras 'raja chid yam bhagam bhakshityaha' and 'yo va rakshah suchir asmityaha.'

"May a brahmana be defined as an akhyayika or story. No. For that definition would include hymns like that in which the conversation between Yama and Yami is related'

ವಿಧಿಃ—ವಸಂತಾಯ ಕಪಿಂಜಲಾನಾಲಭತ । (ವಾ. ಸಂ. ೨೪-೨೦)
ಪರಕೃತಿಃ—ಸಹಸ್ರಮಯುತಾ ದದತ್ । (ಋ. ಸಂ. ೮-೨೧-೧೮)
ಪುರಾಕಲ್ಪಃ—ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾಃ । (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೯೦-೧೬)

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಹೋಗಲಿ. ಇತಿಕರಣಬಹುಲತ್ವವು, ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತಿ ಇತಿ ಎಂದು ಇತಿಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಂದು ಹೇಳೋಣವೇ, ಎಂದರೆ ಅದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ—**ಇತ್ಯಾದದಾ, ಇತ್ಯಯಜಥಾ, ಇತ್ಯಪಚೆ** ಮೊದಲಾದ ಇತಿಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷವು ಬರುವುದು.

ಅದೂ ಹೋಗಲಿ, ಇತ್ಯಾಹ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,—"**ರಾಜಾ ಚಿದ್ಯಂ ಭಗಂ ಭಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ**" (ಋ. ಸಂ. ೭-೪೧-೨) ಮತ್ತು—"**ಯೋ ವಾ ರಕ್ಷಾಃ ಶುಚಿರಸ್ಮೀತ್ಯಾಹ**" (ಋ. ಸಂ. ೭-೧೦೪-೧೬) ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ **ಇತ್ಯಾಹ** ಎಂಬ ಪದಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷವು ಬಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಇದೂ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ.

ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾರೂಪವಾದ ಎಂದರೆ ಕಥಾರೂಪವಾದ ವಿವರಣೆ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆನ್ನೋಣವೇ ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದದ ೧೦-೧೦ ನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಮಯಮಿಯರ ಸಂವಾದವು ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿದೋಷವಿದ್ದೇ ಇರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು (ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.)

ಸಮಾಧಾನ—ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಎರಡೇ ಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವಾದ ಮಂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರವಲ್ಲದ ಉಳಿದ ವೇದಭಾಗವೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಚ್ಚೋದಕೇಷು ಮಂತ್ರಾಖ್ಯಾ । (ಜೈ. ಸೂ. ೩-೧-೩೨) ಮತ್ತು ಶೇಷೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದಃ । (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೩೩) ಎಂಬ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಧಾಯಕವಾಕ್ಯಗಳುಂಟು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧಾಯಕ ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಧಾಯಕವಾಕ್ಯವೆಂದೂ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರದ ಶಾಬರ

"Then there is no definition of what a brahmana is? There is, and we give it. We have seen reason to hold that the Veda is divided into these two parts, mantra and brahmana. And we have laid down how the mantra part is to be known. Well, whatever is not mantra, that is our definition of a brahmana."

This very definition is given by Jaimini in the two sutras 'tach chodakeshu mantrakhya' and 'seshe brahmanasabdha.' That is to say, In this Veda there are certain exhortatory sentences to which the name mantra part is given by those who know tradition. We study the 'mantras' they say. The rest of the Veda they call brahmana.

ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೨-೧-೬) ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಶಿಷ್ಟರು ಈ ಅಭಿದಾಯಕವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ—**ಮಂತ್ರಾನಧೀಮಹೇ**—ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಿಷ್ಟರು ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುವ ವೇದಭಾಗವೆಲ್ಲವೂ ಮಂತ್ರವು. ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರವಲ್ಲದ ಇತರ ವೇದಭಾಗವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಎಂದು ವ್ಯವಹಾರವು.

> **ನನು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಪ್ರಕರಣೇ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾ ಇತಿಹಾಸಾದಯೋ ಭಾಗಾ ಆಮ್ನಾಯಂತೇ । ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನೀತಿಹಾಸಾನ್ಪುರಾಣಾನಿ ಕಲ್ಪಾನ್ ಗಾಥಾ ನಾರಾಶಂಸೀಃ (ತೈ. ಆ. ೨-೯) ಇತಿ । ನೈವಂ । ವಿಪ್ರಪರಿವ್ರಾಜಕನ್ಯಾಯೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ್ಯವಾಂತರಭೇದಾನಾಮೇವೇತಿಹಾಸಾದೀನಾಂ ಪೃಥಗಭಿಧಾನಾತ್ । ದೇವಾಸುರಾಃ ಸಂಯತ್ತಾ ಆಸನ್ (ತೈ ಸಂ. ೫-೩-೧೧-೧) ಇತ್ಯಾದಯ ಇತಿಹಾಸಾಃ । ಇದಂ ವಾ ಅಗ್ರೇ ನೈವ ಕಿಂಚನಾಸೀತ್ । (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೨-೯-೧) ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಾಗವಸ್ಥಾಮುಪಕ್ರಮ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರತಿಪಾದಿಕಂ ವಾಕ್ಯಜಾತಂ ಪುರಾಣಂ । ಕಲ್ಪಸ್ತ್ವಾರುಣಕೇತುಕಚಯನಪ್ರಕರಣೇ ಸಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ಇತಿ ಮಂತ್ರಾಃ ಕಲ್ಪೋಽತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಯದಿ ಬಲಿಂ ಹರೇತ್ (ತೈ.ಆ.೧-೩೧-೨) ಇತಿ । ಅಗ್ನಿಚಯನೇ ಯಮಗಾಥಾಭಿಃ ಪರಿ ಗಾಯತಿ (ತೈ. ಸಂ. ೫-೧-೮-೨) ಇತಿ ವಿಹಿತಾ ಮಂತ್ರವಿಶೇಷಾ ಗಾಥಾಃ । ಮನುಷ್ಯವೃತ್ತಾಂತಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾ ಋಚೋ ನಾರಾಶಂಸ್ಯಃ । ತಸ್ಮಾನ್ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವ್ಯತಿರಿಕ್ತಭಾಗಾಭಾವಾನ್ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಲಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ತದುಭಯಾತ್ಮಕತ್ವಂ ವೇದಸ್ಯ ಸುಸ್ಥಿತಂ ॥**

ಹಾಗಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೆರಡೂ ಅಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಭಾಗಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. "**ಯದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನೀತಿಹಾಸಾನ್ ಪುರಾಣಾನಿ ಕಲ್ಪಾನ್ ಗಾಥಾ ನಾರಾಶಂಸೀಃ (ತೈ ಆ. ೨-೯)**"—ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಕಲ್ಪಗಳು, ಗಾಥೆಗಳು, ನಾರಾಶಂಸೀ ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಎಂಬ ಇಷ್ಟುವಿಧ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲದ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿಪ್ರಪರಿವ್ರಾಜಕ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಈ ಇತಿಹಾಸಾದಿಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅವಾಂತರಭೇದಗಳು (Sub-divisions). ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಭಾಗಗಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಪರಿವ್ರಾಜಕನ್ಯಾಯವೆಂದರೆ–ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಊಟವಾಗಲಿ,

---

But is it not the case that in the Brahmayajna chapter parts of Scripture are referred to, such as itihasas and the like, which are neither mantras nor brahmanas? "Yad brahmananitihasapuranani kalpan gatha narasansih." Not so. We have here simply a separate mention under distinctive names of different kinds of brahmanas? As when one says "Feed the brahmins in the verandah, but take the parivrajakas inside," no one supposes that the parivrajakas are not brahmins. Such texts as, for example, for example, 'devasurah

ಪರಿವ್ರಾಜಕರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಊಟವಾಗಲಿ ಎಂದರೆ ಪರಿವ್ರಾಜಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅವರದು ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನಪಡೆದ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಗುಂಪು (ಆಶ್ರಮವಿಶೇಷ.) ಆದುದರಿಂದ ಪರಿವ್ರಾಜಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾಂತರಭೇದಮಾತ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿರುವ ಅವಾಂತರಭೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರುವಂತೆ ವೇದದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಕಲ್ಪ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅವಾಂತರಭೇದ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರುವವು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವೆವು—

ದೇವಾಸುರಾಃ ಸಂಯತ್ತಾ ಆಸನ್ । (ತೈ. ಸಂ. ೫-೩-೧೧-೧) ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಇದಂ ವಾ ಅಗ್ರೇ ನೈವ ಕಿಂಚನಾಸೀತ್ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೨-೯-೧) ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ, ಸೃಷ್ಟಿವಿಷಯವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯು.

ಇತಿ ಮಂತ್ರಾಃ । ಕಲ್ಪೋಽತ ಊರ್ಧ್ವಂ । ಯದಿ ಬಲಿಗ್ಂ ಹರೇತ್ । (ತೈ. ಆ. ೧-೩೨-೨)

ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಆರುಣಕೇತುಕಚಯನಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವವು. ಇವು ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉದಾ ಹರಣೆಗಳು.

ಅಗ್ನಿಚಯನೇ—**ಯಮಗಾಥಾಭಿಃ ಪರಿಗಾಯತಿ**—(ತೈ. ಸಂ. ೫-೧-೮-೨) ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಗಾಥೆಗಳು.

ಮನುಷ್ಯವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಮಾಡುವ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ **ನಾರಾಶಂಸಿಗಳೆಂದು** ಹೆಸರು. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಇತಿಹಾಸಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗದ ಅವಾಂತರಭೇದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಭಾಗ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗ ಎಂಬ ಎರಡೇ ಭಾಗಗಳಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರು ವುದೇ ವೇದವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು.

---

samyatta asan,' are itihasas. 'Idam va agre naiva kimchidasit' and the whole of the passage which follows, treating of the former state of the world, and telling the story of creation, is a purana. What 'kalpa' means is told in the Arunakesukachayana chapter. The mantras 'iti mantrah,' 'kalpo 'ta urdhvam' and 'yadi balim haret,' prescribed in the Agnichayana chapter by the text 'yamagathabhih parigayati,' are gathas. Verses that tell of the deeds of men of old time are narasansis. There are therefore besides mantra and brahmana no other parts of the Veda. And we have shown how these two are to be severally defined. That definition of the Veda itself then, according to which it is the sum of the mantras and the brahmanas, is established.

ಲಕ್ಷಣಪೂರ್ವಕಂ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ತ್ರೈವಿಧ್ಯವಿಚಾರಃ

ಮಂತ್ರಾವಾಂತರವಿಶೇಷಶ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪಾದ ಇತ್ಥಂ ವಿಚಾರಿತಃ (ಜೈ. ನ್ಯಾ. ೨-೧-೧೦)

ನರ್ಕ್ಸಾಮಯಜುಷಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸಾಂಕರ್ಯಾದಿತಿ ಶಂಕಿತೇ ।
ಪಾದಶ್ಚ ಗೀತಿಃ ಪ್ರಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾಠ ಇತ್ಯಸ್ಯಸಂಕರಃ ॥

ಇದಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ಅಹೇ ಬುಧ್ನಿಯ ಮಂತ್ರಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ಯಮೃಷಯಸ್ತ್ರೈವಿದಾ ವಿದುಃ । ಋಚಃ ಸಾಮಾನಿ ಯಜೂಗ್ಂಷೀತಿ । ತ್ರೀನ್ವೇದಾನ್ವಿದಂತೀತಿ ತ್ರಿವಿದಃ । ತ್ರಿವಿದಾಂ ಸಂಬಂಧಿನೋಽಧ್ಯೇತಾರಸ್ತ್ರೈವಿದಾಃ । ತೇ ಚ ಯಂ ಮಂತ್ರಭಾಗಮೃಗಾದಿರೂಪೇಣ ತ್ರಿವಿಧಮಾಹುಸ್ತಂ ಗೋಪಾಯೇತಿ ಯೋಜನಾ । ತತ್ರ ತ್ರಿವಿಧಾನಾಮೃಕ್ಸಾಮಯಜುಷಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಲಕ್ಷಣಂ ನಾಸ್ತಿ । ಕುತಃ । ಸಾಂಕರ್ಯಸ್ಯ ದುಷ್ಪರಿಹರತ್ವಾತ್ । ಅಧ್ಯಾಪಕಪ್ರಸಿದ್ಧೇಷ್ವೃಗ್ವೇದಾದಿಷು ಪಠಿತೋ ಮಂತ್ರ ಇತಿ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ । ತಚ್ಚ ಸಂಕೀರ್ಣಂ । ದೇವೋ ವಃ ಸವಿತೋತ್ಪುನಾತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ । (ತೈ.ಸಂ. ೧-೧-೫-೧) । ಇತ್ಯಯಂ ಮಂತ್ರೋ ಯಜುರ್ವೇದೇ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನೋ ಯಜುಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪಠಿತಃ । ನ ಚ ತಸ್ಯ ಯಜುಷ್ಟ್ವಮಸ್ತಿ ತದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಾವಿತ್ರ್ಯರ್ಚಾ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೨-೫-೩) ಇತ್ಯೃಕ್ತ್ವೇನ ವ್ಯವಹೃತತ್ವಾತ್ । ಏತತ್ಸಾಮ ಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೇ (ತೈ. ಆ. ೯-೧೦-೫) ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಕಿಂಚಿತ್ಸಾಮ ಯಜುರ್ವೇದೇ ಗೀತಂ । ಅಕ್ಷಿತಮಸ್ಯಚ್ಯುತಮಸಿ ಪ್ರಾಣಸಂಶಿತಮಸಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೩-೧೭-೬) ಇತಿ ತ್ರೀಣಿ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮವೇದೇ ಸಮಾಮ್ನಾತಾನಿ । ತಥಾ ಗೀಯಮಾನಸ್ಯ ಸಾಮ್ನ ಆಶ್ರಯಭೂತಾ ಋಚಃ ಸಾಮವೇದೇ ಸಮಾಮ್ನಾಯಂತೇ । ತಸ್ಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಪಾದಾದೀನಾಮಸಂಕೀರ್ಣಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ । ಪಾದೇನಾರ್ಥೇನ ಚೋಪೇತಾ ವೃತ್ತಬದ್ಧಾ ಮಂತ್ರಾ ಋಚಃ ।

The differences between the three kinds of mantras are considered in the same pada as follows:—

> "Some say that on account of the way in which they are mixed up there is no characteristic mark of rik, sama and yajur verses: but there is really no confusion, because we have the pada, the giti and the prasliahtapatha by means of which we can discriminate the three."

There is the text "ahe budhniya mantram me gopaya yam rishayas traivida viduh richah samani yajunshi." By 'trivid' is meant a man who knows the three vedas. Pupils of such an one called traividas. "The threefold mantra portion of the Veda which they recite—protect it," that is the construction here.

ಗೀತರೂಪಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಸಾಮಾನಿ । ವೃತ್ತಗೀತಿವರ್ಜಿತತ್ವೇನ ಪ್ರಶ್ಲಿಷ್ಟಪಠಿತಾ ಮಂತ್ರಾ ಯಜೂಂಷೀತ್ಯುಕ್ತೇ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಸಂಕರಃ । ತದೇತತ್ತ್ರೈವಿಧ್ಯಂ ಜೈಮಿನಿನಾ ಸೂತ್ರತ್ರಯೇಣ ಲಕ್ಷಿತಂ । ತೇಷಾಮೃಗ್ಯತ್ರಾರ್ಥವಶೇನ ಪಾದವ್ಯವಸ್ಥಾ । ಗೀತಿಷು ಸಾಮಾಖ್ಯಾ । ಶೇಷೇ ಯಜುಃಶಬ್ದಃ (ಪೂ. ಮೀ. ೨-೧-೩೫ ರಿಂದ ೩೭) ಇತಿ । ಏತಮೇವ ಮಂತ್ರಾವಾಂತರವಿಶೇಷಮುಪಜೀವ್ಯ ವೇದಾನಾಮೃಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದ ಇತಿ ತ್ರೈವಿಧ್ಯಂ ಸಂಪನ್ನಂ ॥

ವೇದಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದ ಎಂಬ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರವಿಶೇಷಗಳಿರುವವಷ್ಟೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರವು ಯಾವುದು, ಯಜುರ್ವೇದವಾವುದು, ಸಾಮವೇದವಾವುದು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದರೆ, ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನದ ಅದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದವೆಂದು ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರವು ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಆಯಾ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಏಕಪದಾ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪಾದವೂ, ದ್ವಿಪದಾ ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಪಾದಗಳೂ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಮೂರು ಪಾದಗಳೂ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಜಗತೀ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳೂ ; ಪಂಕ್ತಿ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಐದು ಪಾದಗಳೂ ಇವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ. ಗೀತಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಗಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮವೆಂದು ಹೆಸರು. ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಗದ್ಯರೂಪವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಜುಸ್ಸೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಈರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಸಾಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು—**ಅಹೇ ಬುಧ್ನಿಯ ಮಂತ್ರಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ । ಯಮೃಷಯಸ್ತ್ರೈವಿದಾ ವಿದುಃ । ಋಚಃ ಸಾಮಾನಿ ಯಜೂಂಷಿ ॥** (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೨-೧) ಎಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ತ್ರಿವಿದರೆಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವವರು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದವರು ತ್ರೈವಿದರೆನಿಸುವರು. ಇಂತಹ ತ್ರೈವಿದರು ಋಗಾದಿಭೇದಗಳಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಮಂತ್ರಭಾಗವನ್ನು ಗೋಪಾಯ=ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಿಯನೆಂಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮಂತ್ರಾರ್ಥವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಋಕ್ಕು, ಯಜುಸ್ಸು, ಸಾಮಗಳೆಂಬ ಮೂರುವಿಧ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ. ಏಕಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ವೇದದಲ್ಲಿ

Now it is said here that thero is no characteristic mark peculiar to each of the three Vedas in their mantra portion, Rig Sama and Yajur. Why? Because of the difficulty of avoiding confusion. The only satisfactory mark would be that the teacher, to whom all three are familiar should say,. This mantra is part of the Rig or Sama or Yajur Veda as the case might be. But there the confusion comes in. The mantra devo vah savitotpunatvachchhidrena pavitrena vasoh suryasya rasmibhih occurs in the Yajur Veda, and is recited with the other texts there. But it is not a Yajur text. Because iu the brahmana of that Veda it is spoken of as a text of the Rig Veda 'Savitryarcha.' In the same way a Sama text is

ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರತುಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಋಗ್ವೇದವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಅವರು ಋಗ್ವೇದವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದವೂ, ಯಜುರ್ವೇದ ಋಗ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದಮಂತ್ರವೂ ಸೇರಿಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಸಾಂಕರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವು ಇಂತಹ ವೇದಕ್ಕೇ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ದುಸ್ತರವು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—" **ದೇವೋ ವಃ ಸವಿತೋತ್ಪುನಾತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋಸ್ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ।** (ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೫-೧) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಯಜುರ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದಮಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವು ಯಜುರ್ವೇದಮಂತ್ರವಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದದ ಋಕ್ಕು ಎಂದು (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೨-೫-೩) ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ **ಸಾವಿತ್ರ್ಯರ್ಚಾ** ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕರೆದಿದಾರೆ. **ಸಾವಿತ್ರ್ಯರ್ಚಾ** ಎಂದರೆ ಸವಿತೃದೇವತಾಕವಾದ ಋಕ್ಕಿನಿಂದ ಎಂದರ್ಥವು. ಇಂತಹ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಋಕ್ಕು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (ತೈ.ಆ. ೯-೧೦-೫) **ಏತತ್ಸಾಮ ಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೇ** ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕೆಲವು ಸಾಮವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪಠಿತವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು **ಅಕ್ಷಿತಮಸಿ, ಅಚ್ಯುತಮಸಿ, ಪ್ರಾಣಶಂಸಿತಮಸಿ** ಎಂಬ ಮೂರು ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ (ಛಾ. ಉ. ೩-೧೭-೬) ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಮವೇದವೆಂದು ಗಾನಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಹುಭಾಗವೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮವೇದಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಗಾನಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಸಾಂಕರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಪಾದಗಳೂ, ಅರ್ಧಋಕ್ಕುಗಳು, ವೃತ್ತಗಳು ಮೊದಲಾದ ಛಂದೋನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಋಗ್ವೇದದ ಋಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಗಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಸಾಮವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಛಂದೋಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಗಾನಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಗದ್ಯರೂಪವಾದ ಇತರ ಮಂತ್ರಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂತ್ರಸಾಂಕರ್ಯವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

---

sung in the Yajur Veda with the prelude 'etat sama gayannaste.' The Sama Veda contains three Yajur texts 'akshitam asi' 'achyutam asi' and 'pranasansitam asi.' The verses of the Rig Veda, too, are the basis on which the chanted Sama Veda rests. Therefore there is no mark by which we can discriminate between these three. Not so. The three marks mentioned in the verse pada, giti and praslishtapathah avert all confusion. Mantra in metre that are divided into padas and half verses, are riks. Mantras in the form of song are samans. Mantras that are neither metrical nor adopted for singing, but are in plain prose, are Yajur texts. Thus there is no confusion.

This threefold character of the mantras is set out by Jaimini in the three sutras 'tesham rig yatrarthavasena padavyavastha,' 'gitishu samakhya' and 'seshe yajuhsabdh.' And it is on this difference between the three kinds of mantras that the distinction between the three Vedas—Rig, Sama and Yajur—rests.

ಈವಿಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣತ್ರಯವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯು–ತೇಷಾಮೃಗ್ಯತ್ರಾರ್ಥವಶೇನ ಪಾದವ್ಯವಸ್ಥಾ। (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೩೫), ಗೀತಿಷು ಸಾಮಾಖ್ಯಾ। (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೩೬), ಶೇಷೇ ಯಜುಃಶಬ್ದಃ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೩೭) ಎಂಬ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಧವಾದ ಅವಾಂತರಭೇದಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದವೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ವಿಭಜನಕ್ರಮವನ್ನು ತ್ರೈವಿಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಾಯಿತು.

ಫಲಚಿಂತನಪೂರ್ವಕಂ ವೇದಾಧ್ಯಯನಸ್ಯೇತಿಕರ್ತವ್ಯತಯಾ ನಿರ್ದೇಶಃ

ತೇಷಾಂ ಚ ವೇದಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮನ್ಯತಮಸ್ಯ ವಾ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞಾನುಸಾರೇಣಾಧ್ಯಯನಮುಪನೀತೇನ ಕರ್ತವ್ಯಂ।ತಥಾ ಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಸ್ಮರತಿ। ವೇದಾನಧೀತ್ಯ ವೇದೌ ವಾ ವೇದಂ ವಾಪಿ ಯಥಾಕ್ರಮಮಿತಿ। ಏಕವೇದಪಕ್ಷೇ ಪಿತೃಪಿತಾಮಹಾದಿಪರಂಪರಾಪ್ರಾಪ್ತ ಏವ ವೇದೋಽಧ್ಯೇತವ್ಯ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಧ್ಯೇತವ್ಯ ಇತಿ ಸ್ವಶಬ್ದ ಆಮ್ನಾತಃ। ತಚ್ಚಾಧ್ಯಯನಂ ನ ಕಾಮ್ಯಂ ಕಿಂ ತು ನಿತ್ಯಂ। ಅತ ಏವ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನುಶಾಸನೇ ಸೂತ್ರಿತಂ॥

ವೇದಸ್ಯಾಧ್ಯಯನಂ ನಿತ್ಯಮನಧ್ಯಯನೇ ಪಾತಾದಿತಿ। ಪಾತಿತ್ಯಂ ಚೈವಮಾಮ್ನಾಯತೇ। ಅಪಹತಪಾಪ್ಮಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ದೇವಪವಿತ್ರಂ ವಾ ಏತತ್। ತಂ ಯೋಽನೂತ್ಸೃಜತ್ಯಭಾಗೋ ವಾಚಿ ಭವತ್ಯಭಾಗೋ ನಾಕೇ। ತದೇಷಾಭ್ಯುಕ್ತಾ। ಯಸ್ತಿತ್ಯಾಜ ಸಖಿವಿದಂ ಸಖಾಯಂ ನ ತಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಪಿ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ। ಯದೀಂ ಶೃಣೋತ್ಯಲಕಂ ಶೃಣೋತಿ ನ ಹಿ ಪ್ರವೇದ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಪಂಥಾಮಿತಿ (ತೈ. ಆ. ೧-೩-೩)। ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಧ್ಯೇತವ್ಯಃ ಇತಿ। ಅಧ್ಯೇತಾರಂ ಪುರುಷಂ ತದೀಯಪ್ರಯಾಸಾಭಿಜ್ಞಾನೇನ ಸಖಿವತ್ಪಾಲಯತೀತಿ ಸಖಿವಿದ್ವೇದಃ। ಬಹುದ್ರವ್ಯಪ್ರಯಾಸಸಾಧ್ಯಕ್ರತುಫಲಸ್ಯಾಧ್ಯಯನಮಾತ್ರೇಣ ಸಂಪಾದನಂ ತತ್ಪಾಲನಂ। ತದಸ್ಯಾಮ್ನಾಯತೇ। ಯಂ ಯಂ ಕ್ರತುಮಧೀತೇ ತೇನ ತೇನಾಸ್ಯೇಷ್ಟಂ ಭವತ್ಯಗ್ನೇರ್ವಾಯೋರಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ। (ತೈ. ಆ. ೨-೧೫) ಇತಿ। ಯದ್ಯಪ್ಯೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಫಲಂ

The study of these Vedas, all of them or any one of them according to the measure of the student's intelligence, is incumbent on every one who has put on the sacred thread. Listen to what the hely Yajnavalkyasays, 'Learning the Vedas, or any two of them, or any one.' In the case where one Veda only is studied, it should be that handed down from father to son as the Veda of the family. This is what is meant by the word 'own' in this text of Scripture. 'A man should study his own Veda.' And this study is imperative, not optional. This is what is meant in the sutra of the Purusharthanusasana.—

ತಥಾಪಿ ಗ್ರಹಣಾರ್ಥಾಧ್ಯಯನಮಂತರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾಸಂಭವಾತ್ ತದೀಯಫಲಮಪಿ ಸಂಪದ್ಯತೇ । ಈದೃಶಂ ಸಖಿವಿದಂ ವೇದರೂಪಂ ಸಖಾಯಂ ಯಃ ಪುಮಾನಧ್ಯಯನಮಕೃತ್ವಾ ಪರಿತ್ಯಜತಿ ತಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಪಿ ಭಾಗ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ । ಫಲೇ ಭಾಗ್ಯಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಂ । ಸಕಲದೇವತಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಸ್ಯ ಚ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ವೇದಮನುಚ್ಚಾರ್ಯ ಪರನಿಂದಾನೃತಕಲಹಹೇತುಂ ಲೌಕಿಕೀಂ ವಾರ್ತಾಂ ಸರ್ವತ್ರೋಚ್ಚಾರಯತಃ ಸ್ಪಷ್ಟ ಏವ ವಾಚಿ ಭಾಗ್ಯಾಭಾವಃ । ಅತ ಏವಾಮ್ನಾಯತೇ । ನಾನುಧ್ಯಾಯಾದ್ಬಹೂಞ್ಛಬ್ದಾನ್ವಾಚೋ ವಿಗ್ಲಾಪನಂ ಹಿ ತದಿತಿ । (ಶತ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೭-೨-೨೩) ಯದ್ಯಪ್ಯಸೌ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಂ ಶೃಣೋತಿ ತಥಾಪಿ ನಿರರ್ಥಕಮೇವ ತಚ್ಛ್ರವಣಂ । ತೇನ ಸುಕೃತಮಾರ್ಗಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಸ್ಮೃತಿರಪಿ । ಯೋಽನಧೀತ್ಯ ದ್ವಿಜೋ ವೇದಾನನ್ಯತ್ರ ಕುರುತೇ ಶ್ರಮಂ । ಸ ಜೀವನ್ನೇವ ಶೂದ್ರತ್ವಮಾಶುಗಚ್ಛತಿ ಸಾನ್ವಯಃ । (ಮ. ಸ್ಮೃ. ೨-೧೬೮) ಇತಿ । ಏವಮನ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಬಹೂನಿ ವಚನಾನ್ಯತ್ರೋದಾಹರ್ತವ್ಯಾನಿ ॥

ಉಪನಯನಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದ ದ್ವಿಜನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇದವನ್ನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು-ಉಪನೀತನಾದ ದ್ವಿಜನು ಮೂರು ವೇದಗಳನ್ನೂ, ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ವೇದಗಳನ್ನೂ, ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇದವನ್ನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು-ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಪಿತೃಪಿತಾಮಹಾದಿಗಳಿಂದ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಸ್ವಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಯನವೆಂದರ್ಥ. ಈ ಸ್ವಶಾಖಾಧ್ಯಯನವು ಕಾಮ್ಯವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವು. ಎಂದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇಷ್ಟಬಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ವಿಜನಾದವನು ಸ್ವಶಾಖಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ದ್ವಿಜತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನುಶಾಸನವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವಿದೆ—

The study of the Veda is imperative, because if you do not study it you will become an outcast.

This outlawry is thus referred to in Scripture. 'The study of' one's own Veda delivers from sin. It purifies the gods. He who abandons that study has no lot or part in Speech, has no lot or part in Heaven. As it has been said:

"He who abandons his friend who loves him, he has no lot or part in Speech: what he hears he hears amiss; he does not know the path of virtue.

"Therefore one should study one's own Veda."

ವೇದಸ್ಯಾಧ್ಯಯನಂ ನಿತ್ಯಮನಧ್ಯಯನೇ ಪಾತಾದಿತಿ ||

ವೇದಾಧ್ಯಯನವು ದ್ವಿಜನಾದವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವು, ಎಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವು. ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸ್ವಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಪತಿತನಾಗುವನು. ಪಾತಿತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು—

ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದವನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಅಧ್ಯಯನವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದಿದ್ದವನು ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು (ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವಿಲ್ಲದೆ) ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಅಧ್ಯಯನ ವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟವನು ಪಂಡಿತನೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳು ಅವನ ವಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವೂ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು—

ಯಸ್ತಿತ್ಯಾಜ ಸಖಿವಿದಂ ಸಖಾಯಂ ನ ತಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಪಿ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ ।
ಯದೀಂ ಶೃಣೋತ್ಯಲಕಂ ಶೃಣೋತಿ ನ ಹಿ ಪ್ರವೇದ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಪಂಥಾಂ || ಇತಿ

(ತೈ. ಆ. ೧-೩-೩)

ತನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಂತಿರುವ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟವನು ವಾಗ್ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾಗುವನು. ಅವನು ಹೇಳುವುದೂ ಕೇಳುವುದೂ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುತಪ್ಪೇ.

ಅವನು ಸದ್ಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅರಿಯನು. (ತೈ. ಆ. ೨-೧೫) ಆದುದರಿಂದ ದ್ವಿಜನು ತನ್ನ ಸ್ವಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ **ಸಖಿವಿತ್** ಎಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವ ಪುರುಷನನ್ನು ಅವನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಈ ವೇದವು ಎಂದರ್ಥವು. ಬಹುದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಿ ಬಹುಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ವೇದಾ ಧ್ಯಯನಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಪಾಲನವೆನ್ನುವರು. ಇದನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ—**ಯಂ ಯಂ ಕ್ರತುಮಧೀತೇ ತೇನ ತೇನಾಸ್ಯೇಷ್ಟಂ ಭವತ್ಯಗ್ನೇರ್ವಾಯೋರಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ । (ತೈ. ಆ. ೨-೧೫)** ಎಂದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರತು (ಭಾಗ) ವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವನೋ ಅದರಿಂದ ಆಯಾ ಯಾಗಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಯುಜ್ಯಪದವಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು-ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

The meaning of the term 'sachivid' here, as applied to the Veda, is that the Veda, grateful for the efforts spent upon it, protects like a friend the man who studies it. By 'protects him' is meant that the Veda, by the mere study of it, procures for such an one the rewards that other men must buy by costly sacrifices. As it is said in Scripture, Read this and this sacrifice, and they will be your sacrifices offered, and you shall win the fellowship of Agni, Vayv, Aditya. It is true that the text I have cited refers to that recitation of the Veda which is the accepted sacrifice of the heart. But as learning the Veda is a condition prior to that recitation, the rewards spoken of belong to this study of the Veda also. Now he who turns his back upon such a friend as this Veda is, and ceases to

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು—ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಮಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಅಂತಹ ವೇದಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಫಲವುಂಟು-ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ವೇದಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಕಲಿತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗ್ರಹಣಾರ್ಥಾಧ್ಯಯನವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗ್ರಹಣಾರ್ಥಾಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವೂ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು. ಆದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣಾರ್ಥಾಧ್ಯಯನ ದಿಂದಲೂ ಫಲವುಂಟೇ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಖಿವಿತ್-ವೇದವೆಂಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಯಾವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ ವಾಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗ್ಯ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ವಿಲ್ಲವಾಗುವುದು ವಾಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿಯದು? ಸಕಲದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವೇದವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡದೆ, ಪರನಿಂದೆ, ಅನೃತ, ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದ ಕಾಡುಹರಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ವಾಗ್ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ-**ನಾನುಧ್ಯಾಯಾದ್ಬಹೂಞ್ಛಬ್ದಾನ್ವಾಚೋ ವಿಗ್ಲಾಪನಂ ಹಿ ತದಿತಿ । (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೭-೨-೨೩)** ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಮಾತನ್ನಾಡಬಾರದು. ಆಡಿದರೆ ವಾಕ್ಕಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಎಂದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಧಕವುಂಟು. ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹರಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನೃತಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದವಾಗ ಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಮಿತಭಾಷಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಜ್ಜನರು ಹೇಳುವರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಠನವೂ ಶ್ರವಣವೂ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಥಕವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಏಕಂದರೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಪಠನಾದಿಗಳಿಂದ ಸುಕೃತಮಾರ್ಗದ ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೂ (ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ) ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಹೇಳುವುದು—

ಯೋಽನಧೀತ್ಯ ದ್ವಿಜೋ ವೇದಾನನ್ಯತ್ರ ಕುರುತೇ ಶ್ರಮಂ ।
ಸ ಜೀವನ್ನೇವ ಶೂದ್ರತ್ವಮಾಶು ಗಚ್ಛತಿ ಸಾನ್ವಯಃ ॥

(ಮನು-ಸ್ಮೃತಿ. ೨-೧೬೮)

ಎಂದರೆ, ದ್ವಿಜನಾದವನು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದರೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಶೂದ್ರತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

---

study it, he has no lot or part in Speech. Much less has he lot or part in the reward. The man who never repeats the Veda, which tells us of all the gods, and of holiness, and of the Spirit that is over all, but in whose mouth continually is daily talk, the mother of evil speaking, falsehood and strife—how should such an one be said to have lot or part in Speech? As saith the Scripture:

"Let not a man go over many words for that is a weariness to Speech."

Such an one may listen to poems and plays, but in so doing, he listens to nothing worth hearing, because he knows not the path of duty.

I have quoted the Sruti. Hear also a smriti:

"The brahman, &c., who does not study the Vedas, but spends his strength on other things, becomes at once a sudra even in this life, with all his house."

And many other similiar texts might be cited.

ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಶೂದ್ರತ್ವವೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟುಬೇಕಾದರೂ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು.

ನಿತ್ಯಕರ್ಮವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ. ನಿತ್ಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಎಂದು. ನಿತ್ಯಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮವು. ಅದು ಐಚ್ಛಿಕವಲ್ಲ (not optional). ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳು ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳು. **“ ಅಹರಹಸ್ಸಂಧ್ಯಾ-ಮುಪಾಸೀತ ”**–ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯವಿರುವುದು. ಇಂತಹ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಪತಿತನಾಗುವನು. ನೈಮಿತ್ತಿಕಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಎಂದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ವಿವಾಹಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಅಂತ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮುಂತಾದವು ನೈಮಿತ್ತಿಕಕರ್ಮಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮದಂತೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳಂತೆ ಇವೂ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳೇ. ನೈಮಿತ್ತಿಕಕರ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವೆಂದರೆ–ಕಾಮ ಎಂದರೆ ತಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟ್ಟ ಫಲಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ. ವ್ರತಾದಿಗಳು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಮುಂತಾದವು. ಇಂತಹ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಫಲವುಂಟೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುವವು. ಆ ಫಲಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದ ಬಹುದು. ಈ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನು ಮಾತ್ರ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ.

ನನ್ವಧೀತೇ ವೇದೇ ಪಶ್ಚಾದಧ್ಯಯನವಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಂ । ಜ್ಞಾನೇ ಸತಿ ಪಶ್ಚಾದಧ್ಯಯನಪ್ರವೃತ್ತಿರಿತ್ಯನ್ಯೋಽನ್ಯಾಶ್ರಯ ಇತಿ ಚೇತ್ ಬಾಢಂ । ಅತ ಏವ ಗುರುಮತಾನುಸಾರಿಣ ಆಚಾರ್ಯಕರ್ತೃಕಾಧ್ಯಾಪನೇನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಮಾಣವಕಾಧ್ಯಯನಸ್ಯ ಮಹತಾ ಪ್ರಯಾಸೇನ ಸಂಪಾದ-ಯಂತಿ । ಮತಾಂತರಾನುಸಾರಿಣಸ್ತು ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾದಯೋಽಧ್ಯಯನಾ-ತ್ಪ್ರಾಗೇವ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿವಿಧಿಜ್ಞಾನವತ್ಪಿತ್ರಾದಿಭ್ಯೋಽಧ್ಯಯನವಿಧಿ-ಜ್ಞಾನಂ ವರ್ಣಯಂತಿ । ಯದ್ಯಧ್ಯಾಪನವಿಧಿಪ್ರಯುಕ್ತಿರ್ಯದಿ ವಾ ಸ್ವವಿಧಿಪ್ರಯುಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಥಾಪ್ಯುಪನೀತೈರಧ್ಯೇತವ್ಯ ಏವ ವೇದಃ । ತಸ್ಯ ಚಾಧ್ಯಯನಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥತ್ವಮಕ್ಷರಗ್ರಹಣಾಂತತ್ವಂ ಚ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನು-ಶಾಸನೇ ಸೂತ್ರಿತಂ । ತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರಿಂ ಚೋದಾಹರಾಮಃ । ಅಧ್ಯಯನಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥತ್ವಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯತಿ ॥

Here a doubt arises. Does this study of the Veda precede or follow knowledge of that precept which is in the Veda, and according to which a man should study his own Veda? Do you study and so learn the precept? Or do you know the precept and therefore study? The difficulty may be admitted. On it is based the difference between those who follow Prabhakara, and those, such as Prakasatma, who follow the different doctrine of Kumarila-

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ತಲೆದೋರುವುದು. ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ. ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು (ವಿಧಿತಿಳಿಯದೆ) ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕೇ, ಎಂಬುದೇ ಸಂಶಯ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯದೋಷವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ–ಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚು ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ–ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ. ಈ ಸಂಶಯವು ಸಕಾರಣವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಮತವನ್ನನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವರು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬಹುಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವರು. ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಮೊದಲಾದ ಮತ್ತೆಕೆಲವರು ತಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಬೇರೆ ಮತದ ರೀತಿಯಂತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು–ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ತಂದೆ ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಷ್ಟೆ. ಆದರಂತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯು ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರವೇ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಂದೆ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು–ಎಂದು. ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಉಪನಯನಸಂಸ್ಕಾರಹೊಂದಿದವನು ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಿರ್ವಿವಾದ ವಿಷಯ.

ಮೀಮಾಂಸಕರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾರೆ. ಕುಮಾರಿಲ ಮತಕ್ಕೆ ಭಾಟ್ಟಮತವೆಂದೂ ಪ್ರಭಾಕರಮತಕ್ಕೆ ಗುರುಮತವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗುರುಮತವನ್ನನುಸರಿಸುವವರು ಎಂದರೆ ಪ್ರಭಾಕರಮತವನ್ನನುಸರಿಸುವವರು ಎಂದರ್ಥವು.

---

bhatta. The one party is at great trouble to show that the boy begins to learn the Veda because his teacher begins to teach him. The other school hold that, just as the boy learns from his father or guardian Vedic precepts such as that with regard to the evening worship, before he has begun to study the Veda itself, so he learns the precept 'a man should study his own Veda,' and in accordance with this precept begins to learn the Veda. Such is the difference of opinion. But whether the text in which the teacher is enjoined to teach, or the text in which the boy is enjoined to learn, be the initial cause of the study of the Veda, at all events it must be admitted that that study is incumbent on all who are not sudras. And the object of this study is an immediate temporal one, going no further than the mastery over the syllables the student learns. This is a point which is discussed in the Purusharthanusasana, from which I extract the following sutras with the commentaries upon them. The author means to establish the view that the object of the enjoined study of the Veda is to learn the Veda, and nothing else. But first he sets out the opposite view which he intends to controvert.

ಉಪನೀತರಾದವರು ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಾಂತಗ್ರಹಣವು ಎಂದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುವುದೇ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನಫಲವೆಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥಾನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅದರ ಮೇಲಿನ ವೃತ್ತಿ (ವಿವರಣೆ) ಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವುಂಟೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು (ಆಕ್ಷೇಪ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಅದೃಷ್ಟಾರ್ಥಾ ತ್ವಧೀತಿರ್ವಿಹಿತತ್ವಾದಿತಿ ॥ ೧ ॥

ದೃಷ್ಟಫಲಸಾಧನೇ ಭೋಜನಾದೌ ವಿಧ್ಯದರ್ಶನಾದ್ವಿಹಿತಮಧ್ಯಯನಮದೃಷ್ಟಾರ್ಥಮವಗಂತವ್ಯಂ । ಅದೃಷ್ಟವಿಶೇಷೋ ನ ಶ್ರುತ ಇತಿ ಚೇತ್ತತ್ರಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಊಟಮಾಡುವುದು, ಪಾನಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಫಲವು ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಫಲವು ಉಂಟಾಗುವುದಷ್ಟೆ. ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟಫಲವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭೋಜನಾದಿಗಳಂತೆ ವಿಧಿಮೂಲಕ ನಿರ್ಬಂಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಫಲವಿಲ್ಲದಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವೂ ಇರಲಾರದು. ಆರೀತಿ ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿಶೇಷವಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಘೃತಕುಲ್ಯಾದ್ಯತಿದೇಶಃ ಸ್ವರ್ಗಕಲ್ಪನಂ ವೇತಿ ॥ ೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಜಪಾಧ್ಯಯನಾರ್ಥವಾದಂ ನಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನೇಽತಿದಿಶ್ಯ ತತ್ರತ್ಯಂ ಘೃತಕುಲ್ಯಾದಿಕಂ ರಾತ್ರಿಸತ್ರನ್ಯಾಯೇನ ಫಲತ್ವೇನ ಕಲ್ಪನೀಯಂ । ಯೋ

The study of the Veda must have some unseen spiritual object, because that study is matter of positive injunction.

Eating and the like are actions which result in immediate temporal benefit. Now the Scriptures lay no commands upon us to eat and drink. They do command us to learn the Veda. It must be that we are to understand that the mere act of studying the Veda has some spiritual mystical efficacy.

You will say, But Scripture nowhere hints at any spiritual reward attendant on the study of the Veda The answer to that is in the next sutra.

Extend to this case the promise of rivers of butter and the like; or understand heaven to be the reward.

In the arthavada respecting that recitation of the Veda which forms the spiritual

ತ್ವರ್ಥವಾದಾತಿದೇಶಂ ನೇಚ್ಛಂತಿ ತೈರ್ವಿಶ್ವಜಿನ್ನ್ಯಾಯೇನ ಸ್ವರ್ಗಃ ಕಲ್ಪ-ನೀಯಃ । ದೃಷ್ಟಫಲಯೋಃ ಸಂಸ್ಕಾರಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೋಃ ಸಂಭವೇ ಕಥ-ಮದೃಷ್ಟಕಲ್ಪನೇತ್ಯತ ಆಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಮೊದಲಾದ ಸುಖಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ಜಪ, ಅಧ್ಯಯನ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ (ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವಾದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ) ಅನೇಕವಿಧವಾದ ಫಲಗಳಿವೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ನಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತುಪ್ಪದಕಾಲುವೆ ಮೊದಲಾದ ಸುಖಸಾಧನಗಳು (ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ) ಲಭಿಸುವುವೆಂದು ರಾತ್ರಿಸತ್ರನ್ಯಾಯದಿಂದ ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಸತ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಫಲವುಂಟೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಥರ್ವಾದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥವಾದವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಘೃತಕುಲ್ಯಾದಿ (ತುಪ್ಪದಕಾಲುವೆ ಮೊದಲಾದ) ಫಲವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈರೀತಿ ಊಹಿಸಿ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ನಂಬಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವವರು ವಿಶ್ವಜಿನ್ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಫಲವುಂಟೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಎಂಬ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಫಲವೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಫಲವೆಂದು ಯಾಜ್ಞಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವರು. ಹೀಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರ ಮತದಂತೆ ಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶ್ವಜಿನ್ನ್ಯಾಯವು. ಈ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲವುಂಟೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ರಾತ್ರಿಸತ್ರಫಲವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೂರನೆಯಪಾದ ೧೭-೧೯ ಸೂತ್ರಗಳು ಈರೀತಿ ಇರುವವು—

ಕ್ರತೌ ಫಲಾರ್ಥವಾದಮಂಗವತ್ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಃ ॥ ೧೭ ॥
ಫಲಮಾತ್ರೇಯೋ ನಿರ್ದೇಶಾದಶ್ರುತೌ ಹ್ಯನುಮಾನಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ೧೮ ॥
ಅಂಗೇಷು ಸ್ತುತಿಃ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ॥ ೧೯ ॥

ಈ ರಾತ್ರಿಸತ್ರ್ಯನಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾವಿಸ್ತರದ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗಿದೆ—

ಸ್ವರ್ಗಾಯ ವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ರಾತ್ರಿಸತ್ರಮಿಹಾದಿಮಃ ।
ಪೂರ್ವವತ್ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಶ್ರುತಾ ತೇನಾಶ್ರುತಾದ್ವರಂ ॥

ರಾತ್ರಿಸತ್ರವಿಧೇಃ ಫಲಂ ನ ಶ್ರುತಂ । ಪರಂ ತ್ವಸ್ಯ ಸ್ತಾವಕೇಽರ್ಥವಾದೇ ಫಲಂ ಶ್ರೂಯತೇ—"ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠಂತಿ ಹ ವಾ ಏತೇ, ಯ ಏತಾ ರಾತ್ರೀರುಪಯಂತಿ" ಮತ್ತು "ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿನೋಽನ್ನಾದಾ ಭವಂತಿ, ಯ

---

sacrifice, rivers of butter and the like are held out as rewards. You muse extend that arthavada to the present case, that of the study of the Veda which is incumbent on every member of the three higher classes, and so, by an extension of an arthavada similar to that

ಏತಾ ಉಪಯಂತಿ "–(ತಾಂಡ್ಯ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ೨೩-೧೪-೧೭). ಅಸ್ಯ ರಾತ್ರಿಸತ್ರವಿಧೇಃ ಸ್ತಾವಕೇಽರ್ಥವಾದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಾ । ಸಾ ಚಾಸ್ಮಿನ್ವಾಕ್ಯೇಽತ್ಯಂತಮಶ್ರುತತ್ವಾತ್ಸ್ವರ್ಗಾತ್ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನಾ । ತಸ್ಮಾತ್ "ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಾಮೋ ರಾತ್ರಿಸತ್ರಂ ಕುರ್ಯಾತ್" ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೈವ ಫಲತ್ವೇನ ಕಲ್ಪನೀಯಾ ॥

ವಿಶ್ವಜಿನ್ನ್ಯಾಯವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೂರನೆಯಪಾದ ೧೦-೧೨ ಸೂತ್ರಗಳು ಇರುವವು—

ಚೋದನಾಯಾಂ ಫಲಶ್ರುತೇಃ ಕರ್ಮಮಾತ್ರಂ ವಿಧೀಯೇತ, ನ ಹ್ಯಶಬ್ದಂ ಪ್ರತೀಯತೇ ॥ ೧೦ ॥

ಅಪಿ ವಾಮ್ನಾನಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚ್ಚೋದನಾರ್ಥೇನ ಗಮ್ಯತೇ, ಅರ್ಥಾನಾಂ ಹ್ಯರ್ಥವತ್ತ್ವೇನ ವಚನಾನಿ ಪ್ರತೀಯಂತೇ, ಅರ್ಥತೋ ಹ್ಯಸಮರ್ಥಾನಾಮಾನಂತರ್ಯೇಽಪ್ಯಸಂಬಂಧಃ, ತಸ್ಮಾಚ್ಛ್ರುತ್ಯೇಕದೇಶಃ ॥ ೧೧ ॥

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಗುಣಾರ್ಥವತ್ ॥ ೧೨ ॥

ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾವಿಸ್ತರವಿವರಣವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ—

ನೈವಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಜಿದ್ಯಾಗೇ ಫಲಮಸ್ತ್ಯುತ ನಾಶ್ರುತೇಃ ।
ಭಾವ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾದ್ವಿಧೇಃ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ಫಲಂ ಪುಂಸಃ ಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ॥

ಇದಮಾಮ್ನಾಯತೇ—"ವಿಶ್ವಜಿತಾ ಯಜೇತ" ಇತಿ । ತತ್ರ ಫಲಸ್ಯಾಶ್ರುತತ್ವಾನ್ನಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಜಿದ್ಯಾಗೇ ಫಲಮಿತಿ ಚೇತ್ । ನೈವಂ । ಫಲಸ್ಯ ಕಲ್ಪನೀಯತ್ವಾತ್ । ಯತೋ ಭಾವನಾ ಭಾವ್ಯಮಪೇಕ್ಷತೇ । ವಿಶ್ವಜಿನ್ನಾಮ್ನಾ ಯಾಗೇನ ಕಿಂ ಕುರ್ಯಾದಿತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಾಯಾ ಅನಿವೃತ್ತೇಃ । ಅತೋ ವಾಕ್ಯಪೂರಣಾಯ ಕಿಂಚಿತ್ಫಲಮವಶ್ಯಮಧ್ಯಾಹರ್ತವ್ಯಂ । ಅಧ್ಯಾಹೃತೇ ಚ ತತ್ಕಾಮಿನಃ ಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾ ಯಾಗಾನುಷ್ಠಾನಂ ಸಿಧ್ಯತಿ । ಅನ್ಯಥಾ ನಿರಧಿಕಾರತ್ವಾದನುಷ್ಠಾನೇ ವಿಧಿರ್ನಿರರ್ಥಕಃ ಸ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಮಾತ್ಫಲಂ ಕಲ್ಪನೀಯಂ । ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ದುಃಖಮಿಶ್ರಿತತ್ವಾಭಾವಾನ್ನಿರತಿಶಯಸುಖತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವಪುರುಷಾಣಾಮಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ಸ್ವರ್ಗ ಏವ ವಿಶ್ವಜಿತಃ ಫಲಂ ॥

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶವೆಂಬ ಪದವಿರುವುದು. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಎಂದು ಎರಡುವಿಧಗಳಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮವನ್ನೇ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಕೃತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಉದಾಹರಣೆ—ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗಗಳು

---

employed in the case of a sacrifice performed by night, conceive of these rivers of butter and the like as the rewards held out here. Those who are unable to accept such an extension of the arthavada in questien may understand heaven to be the reward held out, as in the case of the Visvajit sacrifice.

But this is a case where certain immediate temporal results—namely, ceremonial perfection and a mastery of the text—are possible: how can you say that a spiritual result, which is not expressed, must be supplied? To this he says—

ಪ್ರಕೃತಿ. ಅವುಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸೋಮಯಾಗಾದಿಗಳು ವಿಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ **ಅತಿದೇಶ**ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಗೆ ಫಲವು ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಯನಾದಿಗಳಿಗೂ ಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಮಾಡುವುದು ಅತಿದೇಶವೆನಿಸುವುದು.

ಅಧ್ಯಯನಫಲವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅಕ್ಷರಗ್ರಹಣರೂಪವಾದ (ಅಧ್ಯಯನದ ಕಂಠಪಾಠ) ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ದೃಷ್ಟ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ) ಫಲಗಳಿರಲಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟ (ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲ) ಫಲವನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಯುಕ್ತೇ ಸಂಸ್ಕಾರಪ್ರಾಪ್ತೀ ಇತಿ ॥ ೩ ॥

ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಕ್ವಚಿತ್ಕ್ರತೌ ವಿನಿಯೋಗಾದರ್ಶನಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಸ್ವಯಮಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಾಚ್ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ। ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರಾಪ್ತಿರರ್ಥಪ್ರಮಿತಿಹೇತುತಯಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ವಿಷನಿರ್ಹರಣಾದಿಕಾರ್ಯವಿನಿಯುಕ್ತಮಂತ್ರವದಧ್ಯಯನಾಂಗತಯಾ ವಿನಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿವಾಕ್ಯಾನಾಂ ನ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಸಂಸ್ಕಾರವೂ, ಅಕ್ಷರಗ್ರಹಣರೂಪವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ (ಯೋಗ್ಯವಾದ) ಫಲಗಳಲ್ಲ.

ಸಂಸ್ಕಾರಸಂಪನ್ನವಾದ ಅಧ್ಯಯನಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಯಾಗವು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಫಲವಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷರಗ್ರಹಣಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ (ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡುವುದು) ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೂ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದೇ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ವಿಷನಿರ್ಹರಣಾದಿಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು

Ceremonial perfection and a mastery of the text are not oppropriate rewards.

For it is nowhere said that a ceremonially perfect text is to be used at such and such a sacrifice, but only a text; while, as for the mastery of the text, that is not in itself an object of human desire at all, and so cannot be the reward which is contemplated by the injunction to study the Veda.

But, it may be said, the mastery of the text of the Veda, though not in itself an object of human desire, is the cause of our apprehending the meaning, and in that way becomes an object of human desire. Against this he urges the plea that the Vedic texts about the jyotishtoma and other sacrifices, being, as they are, used merely as part of this prescribed study of the text of the Veda, are not authoritative as regards their meaning any more than are the mantras which are used for expelling the poison of serpents and the like.

ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗಲೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾದಿಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗಲೂ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದೇ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾದ ಫಲಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಫಲವೆಲ್ಲಿಯದು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ಯಾಂಗಂ ನಾರ್ಥಪ್ರಮಾಪಕಮಿತಿ ॥ ೪ ॥

ಅಧ್ಯಯನವಿಧಾಯಕಂ ತು ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ವವಿಹಿತಾಧ್ಯಯನಸ್ಯೈವಾಂಗಮಿತಿ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮಾಡುವವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಸಮರ್ಥವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಯನವಿಧಾಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯವು ವೇದದ ಒಂದು ಅಂಗ (Part) ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ವೇದದ ಅಂಗವೇ ಆಗಿರುವುದು ಇತರ ಗ್ರಂಥದ ಅಂಗವಲ್ಲ ಅದು ಇತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳದೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಿರುವುದು.

ಅಧ್ಯಯನವಾಕ್ಯಮನನ್ಯಾಂಗಮಿತಿ ॥ ೫ ॥

ನನ್ವೇವಮದೃಷ್ಟಾರ್ಥತ್ವೇ ಕರ್ಮಕಾರಕಭೂತಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗತಫಲಾಭಾವಾದಧ್ಯೇತವ್ಯ ಇತಿ ಕರ್ಮವಾಚೀ ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿರುಧ್ಯೇತೇತ್ಯತ ಆಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅಧ್ಯಯನವಾಕ್ಯವು ವೇದವಾಕ್ಯದ ಅಂಗವು, ಬೇರೊಂದು ಗ್ರಂಥದ ಅಂಗವಲ್ಲ.

" **ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಧ್ಯೇತ್ಯವ್ಯಃ** '' ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬೇರಾವ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವೂ ಅಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ

What is part of something else is not authoritative as regards its meaning.

If you retort that in that case this very text which enjoins the study of the Veda, will lose all its authority, he rejoins that that text is part of the study which it itself enjons, and of nothing else, and that it therefore is authoritative as regards its meaning.

The text about the study of the Veda is not part of some other third thing.

Well, let us concede that the purpose of the study of the Veda is a spiritual one: there remains a grammatical difficulty. The affix 'tavya' in the word 'adhyetavyah' denotes the object: and the result of the action should accordingly be connected with the object, and not with the agent. But we do not see that any spiritual reward accrues to the Veda itself, which is the object of the act of studying. To this the opponent replies—

ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ಬರುವುದು. **ಅಧ್ಯೇತವ್ಯಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ **ತವ್ಯ** ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕರ್ಮಕಾರಕಭೂತವಾದುದು ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಏನನ್ನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುವುದು. ವೇದವನ್ನು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು. ವೇದವನ್ನು ಎಂಬ ಕರ್ಮಪದವು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬರುವ ಫಲವು ವೇದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಫಲವು ಬರುವುದೆಂದು ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಫಲವು, ವೇದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—

ಸಕ್ತುವತ್ಕರಣಪರಿಣಾಮ ಇತಿ ॥ ೬ ॥

ಸಕ್ತೂಞ್ಜುಹೋತೀತ್ಯತ್ರ ಕರ್ಮತ್ವೇನ ಪ್ರಧಾನಭೂತಾನ್ಸಕ್ತೂನುದ್ದಿಶ್ಯ ಹೋಮಸಂಸ್ಕಾರವಿಧಾನೇ ಪ್ರತೀಯಮಾನೇಽಪಿ ಹೋಮಸಂಸ್ಕೃತಾನಾಂ ಭಸ್ಮೀಭೂತಾನಾಂ ಸಕ್ತೂನಾಮನ್ಯತ್ರ ವಿನಿಯೋಗಾಭಾವಾತ್ಕರ್ಮಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಹಿತ್ವಾ ಸಕ್ತುಭಿರ್ಜುಹೋತೀತಿ ಕರಣಪರಿಣಾಮಃ ಕೃತಃ । ಏವಮತ್ರಾಪಿ ಕರ್ಮಗತಯೋಃ ಸಂಸ್ಕಾರಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೋರಸಂಭವಾತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೇನಾಧೀಯೀತೇತಿ ವಾಕ್ಯಪರಿಣಾಮಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ । ಇದಾನೀಂ ದೃಷ್ಟಫಲೇ ಸತ್ಯದೃಷ್ಟಫಲಂ ನ ಕಲ್ಪ್ಯಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಸಕ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕರಣವೆಂದುಕೊಂಡರಾಯಿತು.

"**ಸಕ್ತೂನ್ ಜುಹೋತಿ**"–ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ಸಕ್ತೂನ್** ಎಂದು ಕರ್ಮ (ಕಾರಕ) ಪದವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಕ್ತುವು ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ (ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ) ಪ್ರಧಾನಭೂತ (ಮುಖ್ಯ) ವಾಯಿತು. ಎಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹಿಟ್ಟೇ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಯಿತು. ಹೋಮಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಈರೀತಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ **ಸಕ್ತೂನ್**–ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು **ಸಕ್ತುಭಿಃ**–ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಂದು ತೃತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂದರೆ, **ಸಕ್ತುಭಿರ್ಜುಹೋತಿ**–ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾನೆ

You must take the object to stand for the instrument here as in the case of the grain used at the sacrifice.

Take the sentence 'saktun juhoti.' Here the matter in hand is the ceremonial perfection to be acquired by means of the Homa offering. But there is no further use for grain made ceremonially perfect at the Homa sacrifice; it is reduced to ashes. The accusative here then must be made to give up its primary reference, and be taken as standing for the instrumental. 'Saktun juhoti,' 'he offers grain,' stands for 'saktubhir juhoti,' 'he makes his offering with grain.' So here the rewards you suggest, ceremonial perfection and a

ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ಸಕ್ತುಭಿಃ**-ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. **ಜುಹೋತಿ** ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾನಬರುವುದು ಎಂದರೆ ಕರಣಪರಿಣಾಮವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ-**ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಧ್ಯೇತವ್ಯಃ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಫಲಗಳು ಅಸಂಭವಗಳಾಗುವವು. ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು. ಆದುದರಿಂದ "**ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೇನಾಧೀಯಿತ**" ವೇದಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು-ಎಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾರಕವಾದರೆ (ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಧ್ಯೇತವ್ಯಃ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಕಾರಕವು) ಅದರ ವಿನಿಯೋಗವು ಬೇರೆ; ಕರಣಕಾರಕವಾದರೆ (ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೇನಾಧೀಯಿತ ಎಂಬುದು ಕರಣಕಾರಕವು) ಅದರ ವಿನಿಯೋಗವು ಬೇರೆ. ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ಇರುವುದು. ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಈಗ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಫಲವಿರಲಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದೃಷ್ಟೇ ತು ನಾದೃಷ್ಟಮಿತಿ || ೭ ||
ಕಿಂ ತದ್ದೃಷ್ಟಫಲಮಿತಿ ತದಾಹ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ದೃಷ್ಟಫಲವಿರಲಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಫಲವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೃಷ್ಟೌ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಂಸ್ಕಾರಾವಿತಿ || ೮ ||
ಅಕ್ಷರಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಪರಂಪರಯಾ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಮಾಹ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಪ್ರಾಪ್ತಿ (ಅಕ್ಷರಗ್ರಹಣ) ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇ ದೃಷ್ಟಫಲಗಳು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಅಕ್ಷರಗ್ರಹಣರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು (ಎಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು) ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವುದು.

---

mastery of the text, accuring to the object of the sentence, are out of the question. We must therefore invert the construction and take 'svadhyaya adhyetavyah,' 'one's own Veda should be studied' to be used in the meaning 'svadhyayena adhiyita.' 'one should study by means of one's own Veda.'

He now establishes his own view, namely, that a seen temporal reward attends this study of the Veda, and that therefore an unseen spiritual reward, which is not expressed, is not to be supplied.

Where there is a visible reward you must not supply an invisible one.

What is this visible reward of the study of the Veda? He tells you:

The visible rewards are the mastery of the text and ceremonial perfection.

With regard to the first of these, the mastery of the text of the Veda, he further declares that it is, mediately, an object of human desire.

ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾರ್ಥಬೋಧ ಇತಿ ॥ ೯ ॥

ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ನ ಚ ಭೋಜನಾದಿವದನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಸಿದ್ಧತ್ವಾ ದ್ವಿಧಿರ್ವೈಯರ್ಥ್ಯಮಿತಿ ಶಂಕನೀಯಂ ॥ ಅವಘಾತಾದಿವನ್ನಿಯಮಾದೃಷ್ಟಾಯ ವಿಧ್ಯುಪಪತ್ತೇರಿತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ (ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ) ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ಅರ್ಥಬೋಧ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ (ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಎಂದಾಗುವುದು. ಆ ಪದದ ಮುಂದೆ **ಜಾಯತೇ** ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು.

ಭೋಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟಫಲವಿದ್ದಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ ? ಭೋಜನಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷುದ್ಬಾಧೆಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾವ ವಿಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭೋಜನಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ, ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಭೋಜನ ಸಾದೃಶ್ಯವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮದಂತೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ? ಇಂತಹ ಫಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕಾಣುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ, ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ? ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಧಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಯು ಅವಶ್ಯಕವು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಆಶೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಧಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಅವಘಾತಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಟ್ಟುವುದೂ ಅದೃಷ್ಟಫಲವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಕುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಘಾತಮಂತ್ರ

By mastering the text knowledge of the meaning.

Supply "is produced."

You will perhaps say, why should it not be with studying the Veda as it is with eating food. We eat food because we know that if we eat, we shall be satisfied, and if we do not eat, we shall be hungry. So with the Veda. Why not say that we study it because only so can we understand it, and, understanding it, perform the sacrifices commanded, and reap the reward? Why insist on the study of the Veda being in itself matter of Scriptural injunction? In answer to this he shows that the injunction referred to looks to the spiritual reward which accrues from the thing being done in the way prescribed, and in no other. As in the case of tne rice for the sacrifice, which must be pounded in a mortar and not husked in any other way.

ದಿಂದ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕಿಯು ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆರೀತಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಅದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಮಾಡುವುದೇ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲದಲ್ಲಿ **ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕ**ವೆಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಇದ್ದರೆ ಅದೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ **ಅನ್ವಯ**. ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು **ವ್ಯತಿರೇಕವು**. ಈ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಈರೀತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು—ವಿಧಿಯು ಇದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿರುವಾಗ ದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಭೋಜನಾದಿದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಘಾತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಧಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಎಂದು.

ವಿಧಿರ್ನಿಯಮ್ಯತ್ವಾ ಇತಿ ॥ ೧೦ ॥

ಯತ್ತೂಕ್ತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಾದರ್ಶನಾನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತಿ ತತ್ರಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ —ವಿಧಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ—

ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಒಂದೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತವಾದ ಮಂತ್ರಪಠನವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದೂ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸ್ಕಾರಸಿದ್ಧಿಃ ಕ್ರತ್ವಧ್ಯಯನವಿಧಿದ್ವಯೋಪಾದಾನಾದಿತಿ ॥ ೧೧ ॥

ಕ್ರತುವಿಧಯೋ ಹಿ ವಿಷಯಾವಬೋಧಮಪೇಕ್ಷಮಾಣಾಸ್ತದವಬೋಧೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ವಿನಿಯುಂಜತೇ । ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಶ್ಚ ಲಿಖಿತಪಾಠಾದಿವ್ಯಾವೃತ್ತ್ಯಾಧ್ಯಯನಸಂಸ್ಕೃತತ್ವಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಗಮಯತಿ । ಅತ ಉಭಯೋಪಾದಾನಾತ್ತತ್ಸಿದ್ಧಿಃ । ನನು ಸಂಸ್ಕಾರೋ ನಾಮಾದೃಷ್ಟಾತಿ-

---

Because the injunction must needs have fulfilment.

As for the objection taken to ceremonial perfection as one visible immediate result of the Veda, namely, that a ceremonially perfect text is nowhere called for in the ritual, but only this or that text, his answer is in the next sutra.

Ceremonial perfection is established as one visible immediate result of the study of the Veda by reading together the injunctions about sacrifice, and this one which enjoins the study of Scripture.

The injunctions about sacrifices are not complete without knowledge of the circymstances of each, such as the particular fruit to be gained by each, and the like. For this knowledge they refer to the sacred text On the other hand, the injunction to learn that

ಶಯಃ । ಸ ಚ ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗತಃ । ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಸ್ವಪದೋ-ಪಾತ್ತಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥಭೂತಾಧ್ಯಯನೋಪರಕ್ತಾಪೂರ್ವಾಭಿಧಾನಾತ್ । ತತಃ ಕಥಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತತ್ವಮಿತಿ ತತ್ರಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನೂ, ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಯನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಸಿದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಫಲವು.

ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳ ಫಲವೇನು ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕವು, ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಲಿಖಿತಪಾಠದಿಂದ ಎಂದರೆ ಲಿಖಿತಪುಸ್ತಕಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೂಡದು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಶ್ರುತವಾಗಿ ಬಂದ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರತುವಿಧಿ ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೊಂದುಂಟು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂಬುದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಫಲವು. ಈ ಫಲವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕರ್ತೃವಿಗೇ ಹೊರತು ಕಲಿತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಲ್ಲ. ಏಕಂದರೆ, **ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯವು** ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವುಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ **ಅಪೂರ್ವ**ವುಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವವು ಕರ್ತೃವಿಗೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ. (ಅಪೂರ್ವವೆಂದರೆ-ಅದೃಷ್ಟಫಲವಿಶೇಷವು ಎಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಅರ್ಥಾನುವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಜೈಮಿನಿನ್ಯಾಯಮಾಲಾವಿಸ್ತರದ ಅ. ೨. ಪಾ. ೧. ಸೂ. ೧ ರಿಂದ ೫ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು) ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರವುಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತವ್ಯಃ ಕರ್ಮಗಾದೃಷ್ಟವಾಚೀತಿ ॥ ೧೨ ॥

ಅತ್ರ ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಭಿಧಾಯಿತಯಾ ಕರ್ಮಕಾರಕಸ್ಯ ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯ-ಯಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥಾದಧ್ಯಯನಾದಪಿ ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನತ್ವಾತ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ-

---

ext by repetition, expressly excluding, as it does, such other methods as reading from a written text, clearly indicates that a certain ceremonial perfection must attach to the text which the student must know if he is to fully understand the application &c. of the sacrifices. Take the two sets of injunctions together, and it becomes clear that the Scripture, which every man born again is bound to possess, must be a ceremonially perfect Scripture.

But ceremonial perfection is peculiarly a spiritual reward. And it does not accrue to the thing studied but to the man studying. For the suffix 'tavya' ('should be') denotes the spiritual merit of some act, which is then more closely defined by the root to which it is attached ('studied'). That being so, how can there be this ceremonial perfection of the text you speak of? He answers in the next sutra.

"Tavya" denotes spiritual merit attaching to the object of the sentence."

The affix 'tavya' denotes the object studied as well as the act of studying, and the former is the nearer meaning, and accordingly the affix denotes here a spiritual result attaching to the Veda itself.

ಗತಮೇವಾಪೂರ್ವಂ ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಕ್ತಿ । ಅಪೂರ್ವಸ್ಯ ಧಾತ್ವರ್ಥಜ-
ನ್ಯತ್ವನಿಯಮೋऽಪಿ ತದುಪರಕ್ತತ್ವಾನಿಯಮಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ಯಚ್ಚೋಕ್ತ
ಮನ್ಯಾಂಗಂ ನಾರ್ಥಪ್ರಮಾಪಕಮಿತಿ ತದಸತ್ । ಯತೋ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ
ಸ್ವತಂತ್ರಾದೃಷ್ಟಶೇಷಾಣಾಂ ತಥಾತ್ವಂ ಯುಜ್ಯತೇ। ಇಹ ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾ-
ಶ್ರಿತಮದೃಷ್ಟಂ । ತಸ್ಯ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗತಾಕ್ಷರಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾವ-
ಬೋಧೇ ಫಲೇ ಸತಿ ಫಲಾಂತರಕಲ್ಪನಾಯೋಗಾತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯೋಪ-
ಬೃಂಹಕಮೇವಾದೃಷ್ಟಂ ನ ತು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮಿತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಅದೃಷ್ಟ (ಅಪೂರ್ವ) ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯವು ಕರ್ಮವನ್ನೂ, ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವ ಕರ್ತೃವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಅದರ ಅರ್ಥವು ಕರ್ಮದ ಕಡೆಗೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರತ್ಯಯವು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಕರ್ತೃಗತವಾದ ಅಪೂರ್ವವನ್ನಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವವು ಧಾತುವಿನಿಂದಲೂ ಸೂಚಿತವಾಗಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಧಾತುವಿನಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ತವ್ಯಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಆಗಬಹುದು. ಆ ತವ್ಯವು ಸೂಚಿಸುವ ಅಪೂರ್ವವು ಕರ್ತೃಗತವಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗತವು ಎಂದು ಭಾವವು.

ಅನ್ಯಾಂಗವಾದುದು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಪೂರ್ವ ವಿಶೇಷವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯೆನ್ನಲು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವವು ವೇದವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದು. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೆಂಬ ಫಲವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಫಲಾಂತರವಾದ ಅಪೂರ್ವವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡುವುದೇ ಹೊರತು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

As to the objection that what is part of something else is not authoritative as regards its own meaning that does not apply here Mantras whose spiritual reward follows immediately on their utterance are properly enough described so. Their meaning is of no importance. But here the spiritual reward attaching to this injunction as a text of Scriptuee is linked to the study which it enjoins. That study has itself an immediate visible result in the shape of the understanding of the meaning,—an understanding which flows out of the words. But when a result is present it is against the general principle to supply one. The spiritual benefit therefore must be held to further, not prevent, that understanding of Scripture which is the direct result of the study here enjoined. This is the meaning of the next sutra.

ಸ್ವತಂತ್ರಾದೃಷ್ಟಾಶೇಷತ್ವಾನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರಮಾ ಪ್ರತಿಬಧ್ಯತೆ ಇತಿ ||೧೩||
ಸಕ್ತುನ್ಯಾಯೇನ ಕರ್ಮಕಾರಕಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇ ಪರಿತ್ಯಕ್ತೇ ಸ್ವತಂತ್ರಾದೃಷ್ಟ-
ಮೇವಾತ್ರಾಪಿ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡಿದಕೂಡಲೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವು (ಅಪೂರ್ವವು) ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ವೇದವು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಸಕ್ತುನ್ಯಾಯದಂತೆ ಕರ್ಮಕಾರಕಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರಣಕಾರಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಅದೃಷ್ಟವು ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಯಥಾಶ್ರುತೋಪಪತ್ತೇರ್ನ ಸಕ್ತುನ್ಯಾಯ ಇತಿ || ೧೪ ||
ಸಕ್ತುಷು ಗತ್ಯಭಾವಾಚ್ಛ್ರುತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಾಶ್ರುತಂ ಕಲ್ಪ್ಯತಾಂ ನಾಮ |
ನೇಹ ತದ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ||
ಇತ್ಥಮಧ್ಯಯನವಿಧೇರ್ದೃಷ್ಟಾರ್ಥತ್ವಂ ಪ್ರಸಾಧ್ಯಾರ್ಥಾವಬೋಧಪರ್ಯಂ-
ತತಾಂ ನಿರಾಕರ್ತುಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯತಿ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ತುನ್ಯಾಯದಂತೆ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು (ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

ಸಕ್ತೂನ್ ಜುಹೋತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಗೆ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವೊಂದುಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ವಿಧಿಯ ಅರ್ಥವು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷರೂಪವಾಗಿ (ಎಂದರೆ ವಿಧಿಗೆ ಆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ) ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ—

The spiritual benefit does not in this case accrue immediately on the utterance of the text, and there is therefore not that bar to the communicatian of the meaning being accepted as one immediate visible result of the study of the text of Scripture.

As to the argument that this is a case of a text whose spiritual benefit is immediately connected with it, because the suffix 'tavya' in the word 'adhyetavyah' gives up its natural reference to the object, as 'saktun' does in the sentence 'saktun juhoti,' his answer is in the next sutra.

The natural meaning gives a good sense, and there is therefore no occasion to force the construction as in the sentence referred to.

In that sentence there is no other remedy but to abandon the natural construction. It is not so here.

ನೈಥಮರ್ಥನಿರ್ಣಯಂ ಭಟ್ಟಗುರೂ ವಿಧೇಃ ಪುಮರ್ಥಾವಸಾನಾದಿತಿ ||೧||
ಸರ್ವತ್ರ ವಿಧೇಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರ್ಯವಸಾಯಿತ್ವನಿಯಮಾದತ್ರಾಪಿ ಪುರು-
ಷಾರ್ಥಭೂತಂ ಫಲವದರ್ಥನಿಶ್ಚಯಮಧ್ಯಯನವಿಧಿಪ್ರಯುಕ್ತಂ ಭಟ್ಟ
ಗುರೂ ಮನ್ಯೇತೇ । ನನು ಸಕೃದಧ್ಯಯನಾದಾವೃತ್ತಿಸಹಿತಾದ್ವಾರ್ಥ-
ನಿಶ್ಚಯೋ ನೋಪಲಭ್ಯತ ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ । ತಥಾ ಸತಿ ತತ್ಸಿದ್ಧಯೇ ಸೋಽ-
ಧ್ಯಯನವಿಧಿರರ್ಥನಿಶ್ಚಯಹೇತುಂ ವಿಚಾರಂ ಕಲ್ಪಯಿಷ್ಯತೀತ್ಯಾಹ ||

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಪುರುಷನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಧಿಯು ಹೊರಟಿರುವುದು. ಅದೇ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದೇ ವಿಧಿಯ ಅಂತ್ಯೋದ್ದೇಶ, ಅದೇ ವಿಧಿಯು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಿವರಣೆಯು ಎಂದು ಭಟ್ಟ (ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟ) ಮತ್ತು ಗುರು (ಪ್ರಭಾಕರಗುರು) ಇವರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಿಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಂದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು—ವೇದವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಫಲದಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಸಹ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರೂ, ಪ್ರಭಾಕರಗುರುವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

ವೇದಾಧ್ಯಯನವೆಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಒಂದಾವರ್ತಿ ಪಠಿಸುವುದೂ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕಾವೃತ್ತಿ ಪಠಿಸಿ ಗಂಠಗತಮಾಡುವುದೂ ಆಗಿರುವುದು. ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಗೆ ಈರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು-ವೇದವನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಶ್ರವಣಮಾಡಿ, ಅನೇಕಾವೃತ್ತಿ ಪಠನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಠಗತಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಭೂತಗಳಾದ ಮೀಮಾಂಸಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಧಿಯು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

Having thus proved that the study of the text of the Veda has an immediate, visible result in view, namely, the mastsry by the pupil of that text, he now goes on to confute the idea that the authority of the Scripture injunction, in virtue of which the student enters upon the study of the text, extends to the interpretation thereof. And first he sets out the view to be controverted.

Both the Bhatt and the Guru hold that the determination of the meaning is contemplated by this injunction of Scripture for the reason that all such injunctions must stretch up to some object of human desire.

Kumarilabhatta and Prabhakaraguru agree in thinking that, inasmuch as each and every injunction of Scripture must extend to some object of human desire, the determination

ಸ ವಿಚಾರಮಾಕ್ಷಿಪೇದಿತಿ ॥ ೨ ॥

ನನು ಸ್ವವಿಧೇಯತದುಪಕಾರಿಣೋರೇವ ವಿಧಿಃ ಪ್ರಯೋಜಕ ಇತಿ ಸರ್ವತ್ರ ನಿಯಮಃ । ತಥಾ ಸತ್ಯೇತಾದೃಶಂ ಕಥಮತ್ರಾಧ್ಯಯನವಿಧಿರಾಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯತೀತ್ಯತ ಆಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಿಧಿಯು, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ (ಮೀಮಾಂಸಾ) ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು.

ವಿಧಿಯೆಂದರೆ, ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು. ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಧಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥವಾದ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವೇದವಲ್ಲ. ಅದರ ಅಂಗವೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವಿಧೇಯಾನುಪಕಾರ್ಯಾಕ್ಷೇಪೋಽವಘಾತಾವೃತ್ತಿವದಿತಿ ॥ ೩ ॥

ವ್ರೀಹೀನವಹಂತೀತ್ಯತ್ರಾವಘಾತಮಾತ್ರಂ ವಿಧೇಯಂ ನ ತು ತದಾವೃತ್ತಿಃ । ತಸ್ಯಾ ಅಧಾತ್ವರ್ಥತ್ವಾತ್ । ನಾಪಿ ಸಾ ವಿಧೇಯೋಪಕಾರಿಣೀ । ಅಂತರೇಣಾವೃತ್ತಿಂ ಸಕೃನ್ಮುಸಲಘಾತಮಾತ್ರಾದವಘಾತಕಸಿದ್ಧೇಃ । ತಥಾಪಿ

---

of the meaning of the Veda, to which, and not to the text, the fruit of the blessings to be obtained by performing the sacrifices commanded there is attached, must be held to be contemplated by the injunction to study the text.

But, it will be said, the mere going over the text of Scripture, whether once or oftentimes, need not result in a knowledge of the meaning. They grant that, and hold therefore that the injunction to study the text must, that it may be fulfilled, be held to include a study of the Mimansa shastra, by which the meaning of the Veda is determined.

Let the injunction include the Mimansa.

But is it not a universal restriction that an injunction of Scripture can be taken as inciting to only what it expressly enjoins, or what is immediately subservient thereto. And if that be so, how can you say that the injunction to study the text of the Veda includes the study of the Mimansa shastra, which is neither the one nor the other?

An injunction may include something which is neither expressly enjoined nor subservient to what is expressly enjoined, as, for example the repetition of the act of striking the rice.

The text 'vrihin avahanti' enjoins striking the rice with a pestle, but not the repetition of that act. For that is no part of the meaning of the root. Nor can the repetition of the act be described as subservient to the thing expressly enjoined. For without any such repetition the striking of the rice, which is all that is expressly enjoined, can be accomplished by a single blow of the pestle. Nevertheless, since the rice cannet be husked—the result

ತಂಡುಲನಿಷ್ಪತ್ತಿಫಲಸಿದ್ಧಯೇ ಸ ವಿಧಿರಾವೃತ್ತಿಂ ಯದ್ವದಾಚಿಕ್ಷೇಪ ತದ್ವತ್ಪ್ರಕೃತೇऽಪ್ಯವಗಂತವ್ಯಂ। ನನು ವೇದಮಾತ್ರಾಧ್ಯಾಯಿನೋऽರ್ಥಾವಬೋಧಾನುದಯೇऽಪಿ ವ್ಯಾಕರಣಾದ್ಯಂಗಸಹಿತವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನಸ್ತದುದಯಸದ್ಭಾವಾತ್ತಂ ಪ್ರತಿ ವ್ಯರ್ಥಂ ವಿಚಾರಂ ವಿಧಿರ್ನ ಕಲ್ಪಯೇದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯಾರ್ಥಗತವಿರೋಧಪರಿಹಾರಾಯಾಪೇಕ್ಷಿತ ಏವ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ವಿಧಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅವಘಾತವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ. (ಎಂದರೆ ಅವಘಾತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅವಘಾತಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯು ಬೇರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಅವಘಾತಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯ ಅರ್ಥವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆದರಂತೆಯೇ)

ವ್ರೀಹೀನವಹಂತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತವನ್ನು ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಭತ್ತವನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಪದೇಪದೆ ಕುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೊರಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವಘಾತಕ್ಕೂ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಏನೂ ಉಪಕಾರವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇಸಲ ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿದರೂ ಅವಘಾತವಾದಂತಾಯಿತು. ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಅದಲ್ಲ. ಭತ್ತವು ಅಕ್ಕಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಪದೇಪದೆ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದೇ ವಿಧಿಯ ಅಂತರಾರ್ಥವು. ಆದರಂತೆಯೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ-ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿತಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಲಾಗದು. ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು. ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ವ್ರೀಹ್ಯವಘಾತನ್ಯಾಯದಂತೆ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯ ಭಾವಾರ್ಥವು.

ಆದರೆ ವೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತವನಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಷಡಂಗಸಹಿತವಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ವೇದದ ಅರ್ಥವು ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅಂಥಹವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರ (ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ) ದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ, ಅರ್ಥವಾದ

---

required—without such repeated striking, the injunction includes that repetition. It is the same in the case before us.

But, it may be said, granted that the mere study of the text of the Veda need not result in a knowledge of the meaning. Yet, if a man read not only the Veda itself, but Grammar and the other Angas, he will understand the meaning. The Mimansa is useless for such an one, and the injunction must not be said therefore to cotemplate the Mimansa. To this he replies that even then the Mimansa shastra is needed to solve doubt that may arise with regard to the meaning.

ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂಗಾಧ್ಯಯನಾತ್ತೆದ್ಭಾವೇ ವಿಚಾರೋ ವಿರೋಧಾಪನುದಿತಿ ॥ ೪ ॥
ಸಿದ್ಧಾಂತಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಷಡಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನವಾಡಿದವನಿಗೆ ವೇದದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾದರೂ ಆ ಅರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುಬಹುದಾದ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೇಕೇಬೇಕು.

ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಪ್ತೇಸ್ತು ಗವಾದಿವತ್ಪುಮರ್ಥತ್ವಾದ್ವಿಧಿಸ್ತದಂತ ಇತಿ ॥ ೫ ॥
ಯಥಾ ಫಲಭೂತಸ್ಯ ಕ್ಷೀರಾದೇರ್ಹೇತವೋ ಗವಾದಯೋಽಪಿ ಪುರುಷೈರರ್ಥ್ಯಂತೇ । ತಥಾ ಫಲವದರ್ಥಾವಬೋಧಹೇತೋರಕ್ಷರಪ್ರಾಪ್ತೇರಪಿ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಾದಧ್ಯಯನವಿಧಿರಕ್ಷರಪ್ರಾಪ್ತ್ಯವಸಾನೋಽವಗಂತವ್ಯಃ । ನನ್ವಕ್ಷರಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಂ ಫಲವದರ್ಥಾವಬೋಧಪ್ರಯುಕ್ತಂ ಚೇತ್ತರ್ಹಿ ತದ್ಬೋಧಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವಾದ್ಬೋಧಾಂತ ಏವ ವಿಧಿಃ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಹಸು ವೊದಲಾದವನ್ನು ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಅವುಗಳಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಹಾಲು, ವೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ವೇದದ ಅರ್ಥಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶವು. ವಿಧಿಯು ಅದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವುದು.

Granted that knowledge of the meaning may result from the study of the Veda with its Angas, the Mimansa removes doubts as to the meaning.

And now he establishes the true doctrine.

The mastery of the text is an object of human desire as, for example, cows are, and the injunction to study the text therefore goes no further than that.

Milk is the thing desired, and for its sake cows which give milk are also sought after by men. And so with other things of the same kind. Here the final object of desire is, it is true, attached to the knowledge of the meaning of the Veda, by which we are enabled to perform sacrifices and the like rightly. But the mastery of the text is a cause of this knowledge of the meaning, and is therefore itself an object of human desire. We must accordingly conclude that the injunction to study the text of the Veda ends with this mastery of the text.

ಮನುಷ್ಯನು ಹಸುವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದರ ಹಾಲಿಗಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೂ ಅವುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ. ವೇದಾಧ್ಯಯನವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ. ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದರ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವು-ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದೂ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಇಂತಹ ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವು ಮುಗಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ-ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡುವುದೂ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನೆಯೇ. ಅದರಿಂದಲೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲವುಂಟು. ಆದರೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಅಂಗಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶಸಾಧನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ವೇದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಫಲವದ್ಬೋಧಾಂತತ್ವೇಽಧ್ಯಯನಾಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಮಿತಿ ॥ ೬ ॥

ಬೋಧಸ್ಯ ಹಿ ಫಲಂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂ । ತಥಾ ಸತಿ ಯಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದೇರ್ಯಸ್ಮಿನ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಸವಾದಾವಧಿಕಾರಸ್ತಸ್ಯ ತದ್ವಾಕ್ಯಮಾತ್ರಾಧ್ಯಯನಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ತು ರಾಜಸೂಯಾದಿವಾಕ್ಯಾಧ್ಯಯನಂ । ತತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾದಿಫಲಾಭಾವಾತ್ । ಸ್ವಪಕ್ಷೇ ತು ನಾಯಂ ದೋಷ ಇತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ)

But, it may be said, if the mastery of the text is in this way an object of human desire, only inasmuch as it subserves that knowledge of the meaning to which the real fruit is attached then that knowledge is a chief object of desire, and the mastery of the text, as an object of desire, must be held to be subordinate to it. Why, then, should not the injunction be stretched so far? To this he says—

If the injunction is taken to extend to the fruit-bearing knowledge, the Veda would never be read as a whole.

For what is the fruit of the knowledge of the meaning? It is the performance of the sacrifice. That being so, the brahmin whose business it might be to perform the Brihaspatisava rite, let us say, would study the texts for, that rite only. He would not study the text for, let us say, the Rajasuya sacrifice. For beginning, carrying on, and concluding that sacrifice would mean no reward to him. And so with others.

He shows that his own view is not exposed to this objection.

ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸವವೆಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಯಾಗಗಳ ಮಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಸೂಯಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದಲ್ಲದೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸವ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜಸೂಯಯಾಗವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ರಾಜನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ರಾಜಸೂಯಯಾಗದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣಾಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೃತ್ಸ್ನಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಜಪಾರ್ಥೇತಿ ॥ ೭ ॥

ನ ಚಾಬೋಧಕತ್ವೇಽರ್ಥಾವಬೋಧ ಏವ ನ ಸಿಧ್ಯೇದಿತಿ ಶಂಕನೀಯಂ । ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಮೇಯಬೋಧಕತ್ವಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ । ಲೌಕಿಕಾಪ್ತವಾಕ್ಯಾನಾಮಂತರೇಣೈವ ವಿಧಿಂ ಬೋಧಕತ್ವದರ್ಶನಾದಿತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದು ಜಪಕ್ಕಾಗಿ. ಜಪದಿಂದ (ಪಾರಾಯಣದಿಂದ) ಅದೃಷ್ಟಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು.

ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು (ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದನ್ನು) ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಎಂದರೆ ವಿಧಿಯು (ಅಥವಾ ಅದರ ಶಬ್ದಗಳು) ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದುದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಗಣ್ಯರಾದವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದೇ ಇದೆ.

ಲೋಕವನ್ನ್ಯೈಜೋ ಬೋಧ ಇತಿ ॥ ೮ ॥

ನನು ಬೋಧಸ್ಯ ವಿಧಿಫಲತ್ವೇ ಬೋಧಕಾಮಮುದ್ದಿಶ್ಯ ವಿಧಾತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ಸ್ವಲಭೋಽಧಿಕಾರೀ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕಾಮ

The mastery of the whole text of the Veda is required for that recitation of the whole in which the spiritual sacrifice consists.

Nor need you doubt and say that if the injunction be not taken to extend to the knowledge of the meaning, such knowledge will not be obtained at all. It is the nature of words establishing a doctrine to inform us with regard to that which is to be established, and so we see in every-day life the words of weighty men instructing us without any injunction of Scripture to that effect. It is so here, he says.

The text instructs of its own accord as in the case of every-day talk.

The next objection that occurs to him is this. If we take the reward contemplated by the injunction to lie in a knowledge of the meaning, then the injunction applies to every

ಉಪನೀತಾಷ್ಟವರ್ಷಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽತ್ರಾಧಿಕಾರೀ ಸುಲಭ ಏವೇತಿ ಪರಿ-
ಹಾರಂ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಾದುಪೇಕ್ಷ್ಯ ಬೋಧಸ್ಯ ಕಾಮ್ಯತ್ವಂ ದೂಷಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ವಿಧಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಮಾತ್ರವಾದರೆ ಆ ವಿಧಿಯು, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನಿದೆ? ಆದುದರಿಂದ ವಿಧಿಯ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಉಪನೀತನಾದ ಎಂಟುವರ್ಷದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಾಲಕನು ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಂತಹ ಬಾಲಕನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ವಿಧಿಯು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಆಕ್ಷೇಪಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಸೋಽಕಾಮ್ಯಃ ಪ್ರಾಗ್ಬೋಧ್ಯ ಭಾನಾಭಾನಯೋರಿತಿ ॥ ೯ ॥
ಬೋಧ್ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಲಕ್ಷಣವೇದಾರ್ಥಸ್ಯಾಧ್ಯಯನಾತ್ಪ್ರಾಕ್ ಸಂಧ್ಯೋ-
ಪಾಸನಾದಿವತ್ಪಿತ್ರಾದ್ಯುಪದೇಶತ ಏವ ಭಾನೇ ಸಿದ್ಧತ್ವಾದೇವ ಸೋಽ-
ರ್ಥಬೋಧೋ ನ ಕಾಮ್ಯಃ । ಅಭಾನೇ ಕಾಮಯಿತುಮಶಕ್ಯಃ । ಜ್ಞಾತ
ಏವ ವಿಷಯೇ ಕಾಮನಾನಿಯಮಾತ್ । ನನು ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಜ್ಞಾತೇ

---

man who desires to know that meaning, and is not liable to non-fulfilment on account of the absence of any one qualified to fulfil it (for he who desires to know the meaning is *ipso facto* so qualified). He might have pointed out that on the other view, that in which the mastery of the text is held to be the reward contemplated by the injunction, there is as little difficulty, since every brahmin boy, eight years old, who has been invested with the sacred thread, desires this mastery of the text, and is therefore *ipso facto* duly qualified to carry out the injunction. But that is such an obvious retort that he passes it by, and prefers to take the objection that this desire to know the meaning relied on by his opponent does not exist.

The meaning to be learned was either already known or not before the study of the text which is enjoined. In either case it cannot be an object of desire.

If the meaning of Vedic passages about the agnihotra and other sacrficies be already known from parental instructian as is the case with the knowledge of the evening rite and the like, then, as the knowledge is there already, it cannot be an object of desire. If it be not known, it cannot be desired. Desire is limited to an object which is known.

ಪಶೇಷತೋ ಬುಭುತ್ಸಾ ಸಂಭವತಿ । ಯದ್ವಾ ವಿಶೇಷತೋಽಪಿ ಪಿತ್ರಾದ್ಯು-
ಪದೇಶಾವಗತೇ ಸತ್ಯುಪದೇಶಿಕಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿರ್ಣಯಾಯ
ಪುನರ್ಬೋಧಕಾಮನಾ ಯುಕ್ತೈವೇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೈವಮುಪ್ಯರ್ಥಾವಬೋಧ-
ಮುದ್ದಿಶ್ಯಾಧ್ಯಯನವಿಧಾನಂ ನ ಸಂಭವತೀತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅರ್ಥವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಲಿತಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಅರ್ಥವು ತಿಳಿದಿದ್ದಮೇಲೆ ವಿಧಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ತನಗೆ ಏನೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಹುಟ್ಟುವುದು ಅಸಂಭವ.

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಬೆಯೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂದೆ ಮುಂತಾದವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಆ ವಿಷಯವು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಮಾಣವೇ, ಅಲ್ಲವೇ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಧುವೇ, ಅಲ್ಲವೇ? ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಅಸಂಭವವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ದೇಶಾಯೋಗಾದಿತಿ ॥ ೧೦ ॥

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಾನಾಂ ನ ತಾವದೇಕಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಶೇಷಾಕಾರೇ-
ಣೋದ್ದೇಶಃ ಸಂಭವತಿ । ಅನಂತತ್ವಾತ್ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರೇಣೋದ್ದೇಶೇ
ಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ವಿಧಿಫಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನ ತು ಜ್ಞಾನವಿಶೇಷಃ । ತತೋ

You will perhaps say that a thing may be known in a general way, and yet there be the desire to know it more particularly. Or that even with regard to a matter which is known in all its particulars, but our knowledge of which is due to the instruction of our parents, guardians and the like, there may yet be a desire to know it authoritatively. Even so he holds that any reference of this injunction to a knowledge of the meaning is impossible.

Because the reference is unsuitable.

The reference could not include the knowledge of each and every sacrifice such as the agnihotra. For they are endless, and if the refereuce were made general, the reward of the injunction would have to be made general also. It could not lie in a particular kind of knowledge. Therefore such a reference is unsuitable.

ನೋದ್ದೇಶೋ ಯುಕ್ತಃ । ನನ್ವರ್ಥಾವಬೋಧಮುದ್ದಿಶ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಾ-
ಭಾವೇ ವೇದಸ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯೋಪಕ್ರ-
ಮಾದಿಲಿಂಗಗಮ್ಯಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಶಬ್ದಬಲಾದೇವ ಸಿಧ್ಯತೀತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಉದ್ದೇಶವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಯಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಯಾಗಗಳೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಗಳೂ (ವಿವರಣೆಗಳೂ) ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನವಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದರೆ ವಿಧಿಯು ಹೇಳುವ ಫಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ-ವಿಧಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಧಿಯು ಇಂತಹ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು (ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದು) ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ಅಧ್ಯಯನಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯೇ ತಿಳಿಯಲವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಿಧಿಯು ತಿಳಿಯ ದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಸಕ್ತಿಹುಟ್ಟುವುದು ? ಎಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಉಪಕ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಶಬ್ದಬಲದಿಂದ ಲಭಿಸುವುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ॥ ೧೧ ॥
ತರ್ಹ್ಯರ್ಥಜ್ಞಾನಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣಂ ಲೋಕೇ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ
ಚೇನ್ನ । ಪುರುಷಸಂಬಂಧಕೃತದೋಷಾಖ್ಯಪ್ರತಿಬಂಧಪರಿಹಾರಾರ್ಥತ್ವಾ-
ದಿತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಶಬ್ದಬಲದಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು (ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವುದು) ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನವು ವ್ಯರ್ಥ

But here a doubt arises. If there be no recitation of the Veda with a reference to the meaning, how shall its purport be known ? As to this, he points out that the purport is to be established by the force of the words.

The purport from the words (Reading by conjecture.)

If you conjecture the meaning of the Veda without studying it, then to learn the text of the Veda with the in tention of knowing its meaning would be useless in this world. But it is not so. Learning the text of the Veda is not enough, but to know its meaning is also necessary, because such doubts as the Vedas are composed by men and the like will vanish with the help of Mimamsa Sastra.

ವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಬೇಡ, ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಯೊಂದೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷಸಂಬಂಧವಾದ (ಎಂದರೆ ವೇದವು ಪುರುಷ ಕೃತವಾದುದು, ಅನಿತ್ಯವಾದುದು ಮುಂತಾದ) ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗುವುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶನಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಹುಟ್ಟಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು.

ಉದ್ದಿಶ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಂ ದೋಷಘ್ನಂ ಲೋಕ ಇತಿ ॥ ೧೨ ॥
ನನ್ವಧ್ಯಯನವಿಧೇರ್ಬೋಧಾಂತತ್ವಾಭಾವೇ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಪ್ರವರ್ತೇತ ಪ್ರಯೋಜಕಾಭಾವಾದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ--ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು (ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು) ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು.

ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಯು ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ವೇದಾರ್ಥವಿಮರ್ಶನೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂದರೆ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಹಾಯಕವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಚಾರ ಉತ್ತರವಿಧಿಪ್ರಯೋಕ್ತ ಉಪಪದ್ಯತ ಇತಿ ॥ ೧೩ ॥
ಕ್ರತುಬೋಧವಿಧಯಃ ಸಾಂಗವೇದಾಧ್ಯಯನಾಪಾತಪ್ರತಿಪನ್ನಾಃ । ವಿರೋಧಪರಿಹಾರೇಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ನಿರ್ಣಯಜ್ಞಾನಮಂತರೇಣಾನುಷ್ಠಾಪಯಿತುಮಶಕ್ನುವಂತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನಿರ್ಣಯಾಯ ಕ್ರತುವಿಚಾರಂ ಪ್ರಯೋಜಯಂತಿ । ಶ್ರವಣವಿಧಿಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರಂ ವಿಧತ್ತೇ । ಏವಂ ಚ ಸತಿ ಶ್ರವಣವಿಧೇಃ ಸ್ವವಿಧೇಯಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ ಕ್ರತುವಿಧೀನಾಂ ಚ ವಿಧೇ-

---

If one repeats Veda with the intention to learn the text and to know its meaning, such repetition will remove one's sins in this world.

But if the injunction to learn the text of the Veda does not extend to a knowledge of the meaning there will be no scope for the Mimansa shastra, since there will be nothing to spur a man on to that. Not so.

The Mimansa has the place because it rests on later injunctions.

The injunctions which teach the various sacrifices meet us as we study the Veda with its Angas. But without decisive knowledge founded on a removal of all the difficulties which present themselves, these injunctions cannot be carried out. They therefore imply a careful consideration of sacrifices (the Purva Mimansa) for the resolution of doubts with

ಯೋಪಕಾರಿಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಮಿತ್ಯುಪಪದ್ಯತೇತರಾಂ । ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿ-ಪ್ರಯುಕ್ತಿಪಕ್ಷೇ ತು ತದ್ವಿಧೇಃ ಕ್ರತುದ್ವಾರಾ ಸ್ವರ್ಗಸಿದ್ಧಿಪರ್ಯಂತತ್ವಾ-ತ್ಕ್ರತ್ವನುಷ್ಠಾನಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತೌ ಕ್ರತುವಿಧಿರ್ವೈಯರ್ಥ್ಯಮಾಪದ್ಯೇತ । ನನ್ವಧ್ಯಯನವಿಧೇಸ್ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಮಾತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತೌ ವಿಚಾರಸ್ಯಾಪಿ ತಲ್ಲಭ್ಯೇತ ನಾನ್ಯಥೇತಿ ಚೇತ್ । ಕ್ರತುವಿಚಾರಸ್ಯ ತ್ರೈವ-ರ್ಣಿಕಮಾತ್ರೇಽಪಿ ನಿತ್ಯತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಕಿಂ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರಸ್ಯ । ತತ್ರಾ-ದ್ಯೋಽಸ್ಮನ್ಮತೇಽಪಿ ಸಮ ಇತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ--ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದಾಗುವುದು.

ಕ್ರತುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ವಿಧಿಗಳು, ವೇದಗಳನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವವು. ಆದರೆ ಆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ವೇದದ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧ ವನ್ನೂ, ಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಹೊರತು ಕ್ರತುಗಳನ್ನು (ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು) ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರತುಜ್ಞಾನನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಈ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ ಬಹುದಾದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ (ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೇ) ಸಾಧ್ಯವಾಗು ವುದು. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯವು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರವಣವಿಧಿಯು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲುದು. ಆದರೆ ಕ್ರತುವಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿಧಿಯು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ವಿರೋಧಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ–ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಅರ್ಥವೇ ಸಾಕು. ಕ್ರತುವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೇದಾರ್ಥದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ವಿಧಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕೇಬೇಕು.

---

regard to them. The injunction to hear expressly commands an investigation of Brahma (the Uttara Mimansa). Things being so, you must see that it is only right that the injunction to hear should incite a man to what is in it expressly enjoined, and the injunctions as to sacrifices incite him to what is subservient to that which is expressly enjoined in them. But your view would make the injunction as to sacrifice of no effect. For if the injunction to study the Veda extends to the sense of the words, then through the sense the injunction will run up to the peformance of the sacrifice, and the performance of the sacrifice being thus obtained from this injunction, the specific injunction to perform the sacrifice is superfluous and useless.

ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವೂ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಆ ವಿಧಿಯು, ಕ್ರತುವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಕ್ರತುವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಕ್ರತುವಿಧಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು.

ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಯು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ) ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಾದರೆ ಅದು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದಾಗುವುದು. ಹೀಗಾದರೆ, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಕ್ರತುವಿಚಾರಕ್ಕೆ (ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ) ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಉಂಟೇ ಎಂದರೆ, ಆದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ–ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ರತುವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರ) ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಕ್ರತ್ವನುಷ್ಠಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು.

ಅತೋ ನಿತ್ಯಃ ಕ್ರತುವಿಚಾರಸ್ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಮಾತ್ರಸ್ಯೇತಿ ॥ ೧೪ ॥
ಯತೋಽಕರಣೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಶ್ರವಣಾತ್ಕ್ರತವಸ್ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾನಾಂ ನಿತ್ಯಾ ಅತ
ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ದ್ವಿತೀಯೋಽನಿಷ್ಟ ಇತ್ಯಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ––ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರತುವಿಚಾರವು (ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳ ವಿಚಾರವು) ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮವು.

ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಕ್ರತುವಿಚಾರವು ನಿತ್ಯವು ಎಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದುದು. ಬಿಡುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಎಂದರೆ ಪಾಪವು ಬರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ "ಕ್ರತುವಿಚಾರವು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂಬುದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ––

You will perhaps say that the injunction to study the Veda is binding on the three higher classes and on them alone, and that it is only by basing the obligation to consider the meaning on that injunction that we can obtain for that duty an exactly similar compulsion and restriction Do you want such for the investigation into sacrifices or for the investigation into Brahma? If the first, it is as much a matter of established doctrine with us as with you.

Therefore this investigation into sacrifices is compulsory, but only in the case of the three higher classes.

"Therefore" because the evils attendant on a neglect to study the Veda have been set out.

But if you mean the second, we reject that altogether.

ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರಃ ಪುನಃ ಪರಮಹಂಸಸ್ಯೈವೇತಿ ॥ ೧೫ ॥
ನಿತ್ಯ ಇತ್ಯನುಷಂಗ ಇತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವು ಕೇವಲ ಪರಮಹಂಸನಿಗೆ (ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ) ಮಾತ್ರ.

ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವು ನಿತ್ಯವು ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವು. ಬ್ರಹ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸದಾ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರಲೇಬೇಕು.

ಮಂತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಅವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಸ್ಯ ನಿಂದಾ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾ ಚ

ನನೂಕ್ತನಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನಸ್ಯಾಕ್ಷರಗ್ರಹಣಾಂತತ್ವೇಽರ್ಥಜ್ಞಾನಮವಿಹಿತಂ ಸ್ಯಾತ್ ನ್ಮೈವಂ । ವಾಕ್ಯಾಂತರೇಣ ತದ್ವಿಧಾನಾತ್ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ನಿಷ್ಕಾರಣೋ ಧರ್ಮಃ ಷಡಂಗೋ ವೇದೋಽಧ್ಯೇಯೋ ಜ್ಞೇಯಶ್ಚೇತಿ ತದ್ವಿಧಿಃ । ತತ್ರ ನಿಷ್ಕಾರಣಶಬ್ದೇನಾಧ್ಯಯನಜ್ಞಾನಯೋಃ ಕಾಮ್ಯತ್ವಂ ನಿವಾರ್ಯತೇ । ಅರ್ಥಜ್ಞಾನೇ ಪುರುಷಪ್ರವೃತ್ತಿಕರಂ ವಚನದ್ವಯಂ ಶಾಖಾಂತರಗತಂ ನಿರುಕ್ತಕಾರೋ ಯಾಸ್ಕ ಏವಮುದಾಜಹಾರ । ಅಥಾಪಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಶಂಸಾ ಭವತ್ಯಜ್ಞಾನನಿಂದಾ ಚ ॥

ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು—ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಅಕ್ಷರಗ್ರಹಣಾಂತದವರೆಗೆ (ಕಂಠಪಾಠ ಮಾತ್ರ) ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ--"**ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ನಿಷ್ಕಾರಣೋ ಧರ್ಮಃ ಷಡಂಗೋ ವೇದೋಽಧ್ಯೇಯೋ ಜ್ಞೇಯಶ್ಚೇತಿ**" (ಪತಂಜಲಿಯ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ-ಪಸ್ಪಶಾಹ್ನಿಕ)—ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವೇದವನ್ನು ಷಡಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ವಿಧಿವಿಹಿತವು, ಎಂದಿರುವುದು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ **ನಿಷ್ಕಾರಣ**ವೆಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನವೂ ಅದರ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವೂ ಐಚ್ಛಿಕವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಸಹಿತವಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ

The investigation into Brahma is for the Sannyasi alone.

In his task.

The injunction to study the Veda, therefore, goes no further than the letter of Scripture. But you are not to suppose that a knowledge of the meaning is not also enjoined. It is, but in another text. "A brahmin must be able to repeat and must understand the meaning of disinterested virtue in the shape of the Veda with its six Angas." By the word "disinterested" the idea that the one or other duty is matter of desire (so that there might be brahmins who wish them, and are therefore qualified) is barred.

There are two texts from another Sakha inciting men to a study of the meaning of the Veda which Yaska, the author of the Nirukta, cites as follows: "Here follows the praise of knowledge and the censure of ignorance :—

ವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮದಂತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಾರ್ಥಜ್ಞಾನಗಳು ಕಾಮ್ಯವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವು. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ನಿರುಕ್ತಕಾರರಾದ ಯಾಸ್ಕರು ಶಾಖಾಂತರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಶಂಸಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನನಿಂದಾ ಇವೆರಡೂ ಇವೆ.

ಸ್ಥಾಣುರಯಂ ಭಾರಹಾರಃ ಕಿಲಾಭೂದಧೀತ್ಯ ವೇದಂ ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಯೋಽರ್ಥಂ ॥
ಯೋಽರ್ಥಜ್ಞ ಇತ್ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ ನಾಕಮೇತಿ ಜ್ಞಾನವಿಧೂತಪಾಪ್ಮಾ ॥
ಯದ್ಗೃಹೀತಮವಿಜ್ಞಾತಂ ನಿಗದೇನೈವ ಶಬ್ದ್ಯತೇ ॥
ಅನಗ್ನಾವಿವ ಶುಷ್ಕೈಂಧೋ ನ ತಜ್ಜ್ವಲತಿ ಕರ್ಹಿ ಚಿದಿತಿ (ನಿ. ೧-೧೮)

ಅಸ್ಮಿನ್ಮಂತ್ರದ್ವಯೇ ಯೋಽರ್ಥಜ್ಞ ಇತ್ಯನೇನೈವಾರ್ಧೇನ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ । ಇತರೇಣಾರ್ಧತ್ರಯೇಣ ಜ್ಞಾನರಾಹಿತ್ಯಂ ನಿಂದ್ಯತೇ । ಯೋ ವೇದಾರ್ಥಂ ಜಾನಾತಿ ಸೋಽಯಮಿಹ ಲೋಕೇ ಸಕಲಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ತಥಾ ತೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಪಾಪಕ್ಷಯೇ ಸತಿ ಮೃತಃ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ತದೇತದೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಚ ಜ್ಞಾನಫಲಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಾ ಮಂತ್ರೋದಾಹರಣೇನ ತದೀಯತಾತ್ಪರ್ಯಾಭಿಧಾಯಿಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಚ ಸ್ಪಷ್ಟೀಚಕ್ರುಃ । ತದೇಷಾಭ್ಯುಕ್ತಾ । ಯೇ ಅರ್ವಾಚಿತ ವಾ ಪುರಾಣೇ ವೇದಂ ವಿದ್ವಾಂಸಮಭಿತೋ ವದಂತ್ಯಾದಿತ್ಯಮೇವ ತೇ ಪರಿವದಂತಿ । ಸರ್ವೇ ಅಗ್ನಿಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತೃತೀಯಂ ಚ ಹಂಸಮಿತಿ । ಯಾವತೀರ್ವೈ ದೇವತಾಸ್ತಾಃ ಸರ್ವಾ ವೇದವಿದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಸಂತಿ । ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದವಿದ್ಭ್ಯೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾನ್ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇದೇತಾ ಏವ ದೇವತಾಃ ಪ್ರೀಣಾತಿ (ತೈ. ಆ. ೨-೧೫) । ಇತಿ ।

'He is a mere post holding up a weight who learns the Veda but does not understand the interpretation thereof: he who knows the meaning of the Veda wins every good thing; his sins are destroyed by that knowledge, and he goes to heaven.

'The Veda learnt and recited but not understood is dry fuel thrown upon ashes; it will never blaze up."

These two mantras make four half mantras Of these the half mantra "yo arthajna' &c.," eulogises the knowledge of the meaning of the Veda. In the other three half mantras the want of that knowledge is blamed. He who knows the meaning of the Veda obtains in this world all good things. And when he dies, his sins having been destroyed by that knowledge, he wins to heaven. The Taittiriyas quote a mantra and an interpretative brahmana, which clearly teach this doctrine of the rewards in both worlds accruing to a

ವೇದಂ ವಿದ್ವಾನರ್ಥಾಭಿಜ್ಞಃ ಪುರುಷಃ । ಸ ಚ ದ್ವಿವಿಧಃ । ಅರ್ವಾಚೀನ-
ಕಾಲೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನಶ್ಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಕುಶಲಃ ಕಶ್ಚಿದುಪಾಧ್ಯಾಯಃ
ಪುರಾತನಕಾಲೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ವ್ಯಾಸಾದಿಶ್ಚ । ತಮೇತಮುಭಯವಿಧಂ
ವಿದ್ವಾಂಸಂ ವಿದ್ಯಾಮದಧನಮದಕುಲಮದೋಪೇತಾಃ ಪಂಡಿತಂಮನ್ಯಾ
ಯೇ ಪುರುಷಾ ಅಭಿತೋ ವಿದ್ಯಾದಿಷು ದೂಷಯಂತಿ ತೇ ಸರ್ವೇಽಪ್ಯಾ-
ದಿತ್ಯಮೇವ ಪ್ರಥಮಂ ಸರ್ವತೋ ದೂಷಯಂತಿ । ಆದಿತ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯಾ
ದ್ವಿತೀಯಮಗ್ನಿಂ ದೂಷಯಂತಿ । ತದುಭಯಾಪೇಕ್ಷಯಾ ತೃತೀಯಂ
ಹಂಸಂ ದೂಷಯಂತಿ । ಹಂತಿ ಸದಾ ಗಚ್ಛತೀತಿ ಹಂಸೋ ವಾಯುಃ ।
ಅಗ್ನ್ಯಾದಿರೂಪತ್ವಂ ಚ ವೇದವಿದ ಆಮ್ನಾತಂ । ಅಗ್ನೇರ್ವಾಯೋರಾದಿ-
ತ್ಯಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತೀತಿ । ನ ಕೇವಲಮೇತದ್ದೇವತಾತ್ರಯಂ ಕಿಂತು
ಸರ್ವಾ ಅಪಿ ದೇವತಾ ವೇದವಿದಿ ವಸಂತಿ । ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ವೇದ-
ವಿದೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ವಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾನ್ನ ತು ತಸ್ಮಿ-
ನ್ವಿದ್ಯಮಾನಮಪಿ ದೋಷಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್ । ಏವಂ ಸತಿ ತತ್ತನ್ಮಂತ್ರಾ-
ರ್ಥಭೂತಾಃ ಸರ್ವಾ ಅಪಿ ದೇವತಾ ವೇದಾರ್ಥವಿದಾ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣತಯಾ
ತದೀಯಹೃದಯೇಽವಸ್ಥಿತಾ ಅಯಂ ನಮಸ್ಕರ್ತಾ ತೋಷಯತಿ । ನ
ಚೈತದಧ್ಯಯನಸ್ಯೈವ ಫಲಮಿತಿ ಶಂಕನೀಯಂ । ವಿದ್ವಾಂಸಮಿತ್ಯಾಮ್ನಾ-
ತತ್ವಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ವೇದಮಧೀಯಾನಮಿತ್ಯಾಮ್ನಾಯೇತ । ತಸ್ಮಾ-
ತ್ಸರ್ವದೇವತಾಬುದ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಭಿಃ ಪೂಜ್ಯಸ್ಯ ವೇದಾರ್ಥವಿದೋ ಲೋಕ-
ದ್ವಯೇಽಪಿ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿರುಪಪದ್ಯತೇ । ಯಸ್ತು ವೇದಮಧೀತ್ಯಾ-
ಪ್ಯರ್ಥಂ ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಸೋಽಯಂ ಪುಮಾನ್ಭಾರಮೇವ ಹರತಿ
ಧಾರಯತಿ । ಸ್ಥಾಣುರಿತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ । ಛಿನ್ನಶಾಖಂ ಶುಷ್ಕಂ ವೃಕ್ಷ-
ಮೂಲಂ ಸ್ಥಾಣುಶಬ್ದೇನೋಚ್ಯತೇ । ಸ ಚ ಯಥೇಂಧನಾರ್ಥಮೇವೋ-
ಪಯುಜ್ಯತೇ ನ ತು ಪುಷ್ಪಫಲಾರ್ಥಂ । ತಥಾ ಕೇವಲಪಾಠಕಸ್ಯ
ವ್ರಾತ್ಯತ್ವಂ ನ ಭವತೀತ್ಯೇತಾವದೇವ । ನ ಹ್ಯನುಷ್ಠಾನಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲ-
ಸಿದ್ಧಿರ್ನಾಸ್ತಿ । ಕಿಲೇತ್ಯನೇನ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ದ್ಯೋತ್ಯತೇ । ಲೋಕೇಽಪಿ
ಪಾಠಕಸ್ಯ ಯಾವತೀ ಧನಾದಿಪೂಜಾ ತತೋಽಪ್ಯಧಿಕಾ ವಿದುಷಿ ದೃಶ್ಯತೇ ।

---

man who knows the meaning of the Veda. The mantra is as follows:—"Ye arvan uta va purane vedam vidvansam abhito vadantyadityam eva te parivadanti sarve 'gnim dvitiyam tritiyam cha hansam." This is explained as follows:—All the gods that are dwell in the brahmin who knows the Veda. Therefore a man should do daily honors to brahmins who know the Veda, and speak no harsh word to them. Thus shall he please all the gods.

By knowing the Veda here is meant versed in the meaning of the Veda. Two classes of persons may be meant. The knower of the Veda may be a teacher of modern times well versed in all fourteen sciences: or he may be one of the men of old such as, for example,

ಕಿಂ ಚ ಯದ್ವೇದವಾಕ್ಯಮಾಚಾರ್ಯಾದ್ಗೃಹೀತಮರ್ಥಜ್ಞಾನರಹಿತಂ ಪಾಠರೂಪೇಣೈವ ಪುನಃ ಪುನರುಚ್ಚಾರ್ಯತೇ ತತ್ಕದಾಚಿದಪಿ ನ ಜ್ವಲತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ನ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ । ಯಥಾಗ್ನಿರಹಿತಪ್ರದೇಶೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಶುಷ್ಕ-ಕಾಷ್ಠಂ ನ ಜ್ವಲತಿ ತದ್ವತ್ । ತಥಾ ಸತಿ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವೇದತ್ವಮೇವ ಮುಖ್ಯಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಅಲೌಕಿಕಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಽಪಾಯಂ ವೇತ್ತ್ಯನೇ-ನೇತಿ ವೇದಶಬ್ದನಿರ್ವಚನಂ । ತಥಾ ಚೋಕ್ತಂ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣಾನುಮಿತ್ಯಾ ವಾ ಯಸ್ತೂಪಾಯೋ ನ ಬುಧ್ಯತೇ । ಏತಂ ವಿದಂತಿ ವೇದೇನ ತಸ್ಮಾ-ದ್ವೇದಸ್ಯ ವೇದತೇತಿ । ಅತೋ ಮುಖ್ಯವೇದತ್ವಸಿದ್ಧಯೇ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಏವ ತದರ್ಥಃ ॥ ಕಿಂಚಾತ್ರ ಯಾಸ್ಕೇನ ಕಾಚಿದನ್ಯಾಪ್ಯೃಗುದಾಹೃತಾ । (ನಿ. ೧-೧೯) ॥

ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಕಂಭವಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾವನು ತಾನು ಓದಿದ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವನೋ ಅವನ್ನು ಸಮಸ್ತಮಂಗಳವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವನು. ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು.

ವೇದವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಹೋಗಿ ಬೂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಶಿಯಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಣಗಿದ ಸೌದೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೀಸಿದರೂ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯದಿರುವಂತೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ವೇದಪಾಠವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ **ಯೋಽರ್ಥಜ್ಞ** ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುವುದು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಪಂಕ್ತಿಗಳೂ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕಲಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಪಡೆಯುವನು. ಮತ್ತು ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಈ ಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನಫಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರವನ್ನೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವರು.--

ತದೇಷಾಭ್ಯುಕ್ತಾ । ಯೇ ಅರ್ವಾಚುತ ವಾ ಪುರಾಣೇ ವೇದಂ ವಿದ್ವಾಂಸಮ-ಭಿತೋ ವದಂತ್ಯಾದಿತ್ಯಮೇವ ತೇ ಪರಿವದಂತಿ । ಸರ್ವೇ ಅಗ್ನಿಂ ದ್ವಿತೀ-ಯಂ ತೃತೀಯಂ ಚ ಹಂಸಮಿತಿ ॥

Vyasa. The men who, drunk with the pride of their learning, or their wealth, or their high birth, and believing themselves to be wise, revile a knower of the Veda of either kind, revile, firstly Aditya, and after Aditya, Agni, and after Agni, Hansa. Hansa here is a name of Vayu, so called because he is always in motion (hanti)

That he who knows the Veda bears the form of Agni, Vayu and Aditya is revealed in a text of Scripture. "He has fellowship, it is said, with Agni, Vayu and Aditya." But

ಯಾವತೀರ್ವೈ ದೇವತಾಸ್ತಾಃ ಸರ್ವಾ ವೇದವಿದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಸಂತಿ। ತಸ್ಮಾ-
ದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದವಿದ್ಭ್ಯೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾನ್ನಾಶ್ಲೀ-
ಲಂ ಕೀರ್ತಯೇ ದೇತಾ ಏವ ದೇವತಾಃ ಪ್ರೀಣಾತಿ । ಇತಿ ॥

(ತೈ- ಆ. ೨-೧೫)

ಇದರ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿರುವುದು—ಯಾರು ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಕಾಲದ ವೇದವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವರೋ ಅವರು ಆದಿತ್ಯ (ಸೂರ್ಯ) ನನ್ನೇ ನಿಂದಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೂ ವಾಯುವನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಿದಂತಾಗುವುದು.

ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ ವಾಸಿಸುವರು (ನೆಲಸಿರುವರು). ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುದನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುವರು.

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ **ವೇದವಿದಿ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥವು. ಎಂದರೆ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಿದ್ವಾಂಸನೆಂದರ್ಥವು. ಇಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು—ಎಂದರೆ ಚತುರ್ದಶ (ಹದಿನಾಲ್ಕು) ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಶಲನಾದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲಾದ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರಾದ ವ್ಯಾಸಾದಿಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಂದು. ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು. ಆದರೂ ಇಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು, ದುರಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಬರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಮದ (ತಾನೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಶಲನೆಂಬ ಗರ್ವ) ಧನಮದ (ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಿರುವುದೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ) ಕುಲಮದ (ತಾನು ಉತ್ತಮಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನೆಂಬ ದುರಭಿಮಾನ) ಇವುಗಳಿಂದ ಗರ್ವಿತರಾಗಿ ತಾವೇ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ವಿಧ ಎಂದರೆ ನೂತನ ಪುರಾತನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಮನಸ್ಸುಬಂದಂತೆ (ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೇನು ತಿಳಿಯುವುದು, ನಮಗಿರುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ) ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ

---

not these three gods only, all the others too, dwell in the man who knows the Veda. Therefore every day a man should do honour to such brahmins knowing the Veda as he sees before him, or has cause to remember. Should he even see a fault in them, he must not proclaim that abroad. By such reverence he will propitiate all the gods, who are nothing but these very meanings of the mantras present in the heart of him who knows and remembers them. Let it not be supposed that this result, that of propitiating all the gods, might attach to the mere study of the words of the Veda. Not 'student of the words,' but 'knower of the Veda' is what Scripture means. Otherwise the expression would have been 'vedam adhiyanam., He who knows the meaning of the Veda, then, is to be held in honour by all living beings, who are to see in him an incarnation of all the gods. So it is rightly said that such a one is blessed both for this life and for that to come.

ದೂಷಿಸುವರು. ಈ ರೀತಿ ದೂಷಣೆಮಾಡುವವರು ಮೊದಲು ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ಬಳಿಕ ಆದಿತ್ಯಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಹಂಸ ಎಂದರೆ ವಾಯುವನ್ನೂ ದೂಷಿಸಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುವಿಗೆ ಹಂಸವೆಂದೂ ಹೆಸರು.

ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರೆ ಆದಿತ್ಯಾಗ್ನಿವಾಯುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂಷಿಸಿದಂತಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿರೂಪಗಳುಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ--**ಅಗ್ನೇರ್ವಾಯೋರಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತೀತಿ**--ಎಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಸಂಪನ್ನನಾದವನು ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆದಿತ್ಯ ಇವರುಗಳ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು (ಐಕ್ಯ) ಹೊಂದುವನು ಎಂದು. ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ವೇದವನ್ನು ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವರು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞನು ಸಕಲದೇವತಾಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಸಂಪನ್ನರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದರ್ಶನಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾದರೂ ಸ್ಮರಣೆಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆಡವಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥವೇತ್ತೃಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಈತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುವರು. ಇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನು ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲವನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡಿರುವ ಮಾತು ಇದು. ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡಿರುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೇವಲಾಧ್ಯಯನಸಂಪನ್ನನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ **ವಿದ್ವಾಂಸಂ** (ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದವನು) ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ **ವೇದಮಧೀಯಾನಂ** (ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದವನು) ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಸಮಸ್ತದೇವತಾಸ್ವರೂಪನು ಎಂಬ ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರು. ಇಂತಹ ವೇದಾರ್ಥವೇತ್ತೃವಿಗೆ ಇಹಪರಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟು ಎಂದಾಗುವುದು.

ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ ಪುರುಷನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತವನೇ ಎನ್ನಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೋಟುಮರವೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವು. ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಡಿದು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮರದ ಬುಡವನ್ನು **ಸ್ಥಾಣು** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇನಿದ್ದರೂ ಸೌದೆಗಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ (ವೇದಾರ್ಥ

But the man who learns the Veda, and does not understand the interpretation thereof, merely carries a load. 'Like a post' in the text is a simile. Post means the dry branchless stump of a tree. As that is fit only to be burned as fuel, and will never again bear flower and fruits; so he who merely recites the Veda will not, indeed, be outcasted, but that is all. The performance of the sacrifice, and heaven its fruit are not for him.

The word 'kila' in the text indicates that what is said is matter of common knowledge. Even here we see that the brahmin versed in the meaning of the Veda gets greater honour in the shape of gifts and the like than the mere reciter.

ವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ) ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ಪತಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಫಲ. ಹೆಚ್ಚು ಫಲವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವನಿಗೆ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂಲದಲ್ಲಿ **ಕಿಲ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಠಕನಿಗೆ (ಅರ್ಥರಹಿತವೇದಪಾಠಕನಿಗೆ) ದೊರೆಯುವ ಧನಾದಿಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಪಾಠಕನಿಗೆ ವೇದದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಠಕನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಎಸೆದ ಸೌದೆಯು ಎಷ್ಟು ಒಣಗಿದ್ದರೂ ಉರಿಯುವುದೇ ? ಅದರಂತೆ ಪಾಠಕನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ವಾಕ್ಯವು ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮಹತ್ತ್ವವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವಫಲವುಂಟಾಗುವುದು. ವೇದವೆಂದರೇನು ? ವೇದಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು ? ಅದನ್ನು ವೇದವೆಂದು ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಂದರೆ, ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಎಂದರೆ ಪರಲೋಕಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧನೆಮಾಡುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ವೇದವೆಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ವೇದಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಮತ್ತು ವೇದಶಬ್ದಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು—

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣಾನುಮಿತ್ಯಾ ವಾ ಯಸ್ತೂಪಾಯೋ ನ ಬುಧ್ಯತೇ ।
ಏತಂ ವಿದಂತಿ ವೇದೇನ ತಸ್ಮಾದ್ವೇದಸ್ಯ ವೇದತೇತಿ ॥

ಎಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದಲಾಗಲಿ, ಊಹಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನೋಪಾಯವನ್ನು ವೇದವು ತನ್ನ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ (ವೇದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ) ವೇದವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದತ್ತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕಮಹರ್ಷಿಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ನಿರುಕ್ತ. ೧-೧೯).—

Lastly, a Vedic text got from the teacher, but not along with a knowledge of its meaning, however often it may be recited, will never blaze up, or, in other words, illustrate its own meaning, any more than a dry log, thrown where no fire is, will blaze up. That being so, such a text cannot so much as be said to be Veda in the true and proper sense. Why is Veda called Veda ? Because by it one knows (vetti) a spiritual means of obtaining an object of human desire.

As it has been said—

"A means which is not learned by perception or inference is learned from the Veda : and that is why the Veda is so called."

Therefore, if the Veda is to keep its character of being Veda in the true and proper sense of the word, its meaning must be apprehended.

There is a verse of the Rig Veda, which Yaska cites on this subject :

ಉತ ತ್ವಃ ಪಶ್ಯನ್ನ ದದರ್ಶ ವಾಚಮುತ ತ್ವಃ ಶೃಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋ-
ತ್ಯೇನಾಂ । ಉತೋ ತ್ವಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿ ಸಸ್ರೇ ಜಾಯೇವ ಪತ್ಯ
ಉಶತೀ ಸುವಾಸಾ ಇತಿ ॥(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೭೧-೪)

ತತ್ರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸ ಏವ ದರ್ಶಯತಿ । ಅಪ್ಯೇಕಃ ಪಶ್ಯನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ ವಾಚಮಪಿ ಚ ಶೃಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋತ್ಯೇನಾಮಿತ್ಯವಿದ್ವಾಂಸಮಾಹಾರ್ಧಮಿತಿ । ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಯಃ ಪುಮಾನರ್ಥಂ ನ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧೇನ ಮಂತ್ರೋ ಬ್ರೂತೇ । ಏಕಃ ಪುರುಷಃ ಪಾಠಮಾತ್ರಪರ್ಯವಸಿತೋ ವೇದರೂಪಾಂ ವಾಚಂ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಶ್ಯತಿ । ಏಕವಚನಬಹುವಚನಾದಿವಿವೇಕಾಭಾವೇ ಪಾಠಶುದ್ಧೇರಪಿ ಕರ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ವಾಯುಮೇವ ಸ್ವೇನ ಭಾಗಧೇಯೇನೋಪ ಧಾವತಿ ಸ ಏವೈನಂ ಭೂತಿಂ ಗಮಯತಿ । (ತೈ.ಸಂ. ೨-೧-೧-೧) । ಆದಿತ್ಯಾನೇವ ಸ್ವೇನ ಭಾಗಧೇಯೇನೋಪ ಧಾವತಿ ತ ಏವೈನಂ ಭೂತಿಂ ಗಮಯಂತೀತ್ಯಾದಾವವ್ಯುತ್ಪನ್ನಃ ಕಥಂ ಪಾಠಂ ನಿಶ್ಚಿನುಯಾತ್ । ಅನ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದರ್ಥಜ್ಞಾನಾಯ ವ್ಯಾಕರಣಾದ್ಯಂಗಾನಿ ಶೃಣ್ವನ್ನಪಿ ಮೀಮಾಂಸಾರಾಹಿತ್ಯಾದೇನಾಂ ವೇದರೂಪಾಂ ವಾಚಂ ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಶೃಣೋತಿ । ಯಾವತೋಽಶ್ವಾನ್ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ತಾವತೋ ವಾರುಣಾಞ್ಚತುಷ್ಕಪಾಲಾನ್ನಿರ್ವಪೇತ್ । (ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೧೨-೧) । ಇತ್ಯತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರತಿಗೃಹೀತುರಿಷ್ಟಿಃ ಪ್ರತೀಯತೇ । ಮೀಮಾಂಸಾಯಾಂ ತು ನ್ಯಾಯೇನ ದಾತುರಿತಿ ನಿರ್ಣೀತಂ । (ಪೂ.ಮೀ. ೩-೪-೩೦) ತಸ್ಮಾದುಭಯವಿಧಮಪ್ಯವಿದ್ವಾಂಸಂ ಪ್ರತ್ಯೇವಮಾಹೇತಿ । ತೃತೀಯಪಾದತಾತ್ಪರ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ । ಅಪ್ಯೇಕಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿಸಸ್ರ ಇತಿ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿವೃಣುತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶನಮರ್ಥಸ್ಯಾಹಾನಯಾ ವಾಚೇತಿ । ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಅಪಿಶಬ್ದಪರ್ಯಾಯ ಉತೋಶಬ್ದಃ । ಸ ಚ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನಭಿಜ್ಞವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾಯಾತ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ನಿಪಾತಾನಾಮನೇಕಾರ್ಥತ್ವಾತ್ । ಯಃ ಪುಮಾನ್ವ್ಯಾಕರಣಾದ್ಯಂಗೈಃ ಸ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ಮೀಮಾಂಸಯಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಚ ಬೋಧ-

---

uta tvah pasyan na dadarsa vacham
uta tvah srinvan na srinotyenam |
uto tvasmai tanvam vi sasre
jayeva patya usati suvasah ||

Yaska gives the purport of the first two lines here as follows:—"The first half of this verse speaks of the ignorant man as one who, seeing Speech, does not see her, and hearing her, does not hear her," The meaning is this: The text in its first half speaks of the man who does not apprehend the meaning of the Veda. One man, complete in his knowledge of the words only, sees Speech in the form of the Veda. but does not see her properly. For, where there has been no consideration given to grammatical questions, such as the

ಯಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ತಸ್ಮಾ ಏಕಸ್ಮೈ ವೇದಃ ಸ್ವಕೀಯಾಂ ತನುಂ ವಿಸಸ್ರೇ। ಸ್ವಮಿತ್ಯಾದಿಕಂ ಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ । ಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯಾದಿಕಂ ತಾತ್ಪರ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ । ವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಕ್ಷಮಂ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಮನಯಾ ತೃತೀಯಪಾದರೂಪಯಾ ವಾಚಾ ಮಂತ್ರ ಆಹೇತಿ । ಚತುರ್ಥಪಾದತಾತ್ಪರ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ । ಉಪಮೋತ್ತಮಯಾ ವಾಚಾ ಜಾಯೇವ ಪತ್ಯೇ ಕಾಮಯಮಾನಾ ಸುವಾಸಾ ಋತುಕಾಲೇಷು ಸುವಾಸಾಃ ಕಲ್ಯಾಣವಾಸಾಃ ಕಾಮಯಮಾನಾ ಋತುಕಾಲೇಷು ಯಥಾ ಸ ಏನಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಶೃಣೋತೀತ್ಯರ್ಥಜ್ಞಪ್ರಶಂಸೇತಿ । ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಉತ್ತಮಯಾ ಚತುರ್ಥಪಾದರೂಪಯಾ ವಾಚಾ ತೃತೀಯಪಾದಾರ್ಥಸ್ಯೋಪಮೋಚ್ಯತೇ ಉಶತೀತ್ಯೇತಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕಾಮಯಮಾನೇತಿ । ಯದ್ಯಪ್ಯಹ್ನಿ ಗೃಹಕೃತ್ಯವೇಲಾಯಾಂ ಮಲಿನವಾಸಾಸ್ತಥಾಪಿ ಸಂಭೋಗಕಾಲೇಷು ಕಲ್ಯಾಣವಾಸಾ ಭವತಿ । ತತ್ರ ಹೇತುಃ । ಕಾಮಯಮಾನಾ ಋತುಕಾಲೇಷ್ವಿತಿ । ಯಥಾ ಸ ಪತಿರೇನಾಂ ಜಾಯಾಂ ಸಾಕಲ್ಯೇನಾದರಯುಕ್ತಃ ಪಶ್ಯತಿ ಕಿಂಚ ತಯೋಕ್ತಮರ್ಥಂ ಹಿತಬುದ್ಧ್ಯಾ ಶೃಣೋತಿ ತಥಾಯಂ ಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಪರಿಶೀಲನೋಪೇತಃ ಪುರುಷೋ ವೇದಾರ್ಥರಹಸ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಶ್ಯತಿ । ವೇದೋಕ್ತಂ ಚ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮರ್ಥಂ ಹಿತಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸ್ವೀಕರೋತಿ । ಸೇಯಮುಕ್ತಾ ವೇದಾರ್ಥಾಭಿಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸೇತಿ ॥ ಪುನರಪ್ಯೃಗಂತರಂ ಯಾಸ್ಕ ಉದಾಜಹಾರ । ತಸ್ಯೋತ್ತರಾ ಭೂಯಸೇ ನಿರ್ವಚನಾಯ ॥

ಈ ಋಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ (೧ ಮತ್ತು ೨ನೆಯ ಪಾದಗಳ) ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ— ಒಬ್ಬನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ನೋಡದಂತೆ ಇರುವನು. ಎಂದರೆ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲದವನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಇದರ ಅರ್ಥವಿದು--ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯದ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಂತ್ರದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ--ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ (ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾತ್ರ) ಮಾಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಾರನು. ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥರೂಪವಾದ

---

difference between the singular and the plural, you cannot have even a correct recitation of the words. He who has not learned to substitute 'te' for 'sa' and 'gamayanti' for 'gamayati,' when the sentence 'adityan eva &c ,' takes the place of the sentence 'vayum eva &c.,' how can he give even a correct text? A second man, with a view to apprehend the meaning of the Veda, has heard, indeed, Grammar and the other Angas, but he too, not having studied the Mimansa, does not properly hear Speech in her form as Veda. Take, for example, text "Yavato 'svan pratigrihniyat tavato varunans chatushkapolan nirvapet." Here Grammar by itself goes to show that it is the man who accepts a gift of horses who has to make atonement. But in the Mimansa it is proved that it is the giver who must do so.

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನು. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ಅವನು ಪಠಿಸುವ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಏಕವಚನವಾವುದು, ಬಹುವಚನವಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತನಾಗುವನು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ--

ವಾಯುಮೇವ ಸ್ವೇನ ಭಾಗಧೇಯೇನೋಪಧಾವತಿ ಸ ಏವೈನಂ ಭೂತಿಂ ಗಮಯತಿ ।
(ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧-೧)

ಆದಿತ್ಯಾನೇವ ಸ್ವೇನ ಭಾಗಧೇಯೋನೋಪಧಾವತಿ ತ ಏವೈನಂ ಭೂತಿಂ ಗಮಯಂತಿ ।
(ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೧-೧)

ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ **ಗಮಯತಿ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ **ಗಮಯಂತಿ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ಗಮಯಂತಿ** ಎಂದೂ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ಗಮಯತಿ** ಎಂದೂ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥವಾಗುವುದು. ವೇದಾಂಗವಾದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ಸಃ** ಎಂಬ ಕರ್ತೃಪದವು ಏಕವಚನವಾದುದರಿಂದ **ಗಮಯತಿ** ಎಂಬ ಏಕವಚನ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ತೇ** ಎಂಬ ಬಹುವಚನ ಕರ್ತೃಪದವು **ಗಮಯಂತಿ** ಎಂಬ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಶಯಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪುರುಷನು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹೊರಟರೂ ಅವನಿಗೂ ಅನೇಕಸಂಶಯಗಳು ತಲೆದೋರುವವು. ಹೇಗೆಂದರೆ —

ಯಾವತೋಽಶ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ತಾವತೋ ವಾರುಣಾಞ್ಚತುಷ್ಕಪಾಲಾನ್ನಿರ್ವಪೇತ್
(ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೧೨-೧)

ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಕ್ರಿಯಾದಿಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಕರಣನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣಶುದ್ಧವಾದ ಪದಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಇದು **ಪ್ರತಿಗ್ರಹಮಾಡಿದವನು** (ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನು) ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟಿ (ಹೋಮ) ಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನ್ಯಾಯಬಲದಿಂದ (ಜೈ. ಸೂ. ೩-೪-೩೦) ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ಇಷ್ಟಿಯನ್ನು **ದಾನಮಾಡುವವನು** ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ

Therefore the first half of the verse speaks of these two classes of ignorant people.

The purport of the third line is thus given by Yaska. "But to another she unfolds her body, that is, reveals herself. In this clause the verse speaks of knowledge or the revelation of the meaning." The meaning of this is as follows:—The 'api' of Yaska is a synonym for the 'uto' of the text. Particles have various meanings, and 'uto' here is used in the sense of 'but' to distinguish the next case from that of the two ignorant men already referred to. The man who has gone about to correctly apprehend the meaning of its indi-

ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. **ಶೃಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋತಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಮಂತ್ರದ ಈ ಎರಡು ಪಾದಗಳೂ ಎಂದರೆ **ಉತ ತ್ವಃ ಪಶ್ಯನ್ನ ದದರ್ಶ ವಾಚಂ** ಮತ್ತು **ಉತ ತ್ವಃ ಶೃಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋತ್ಯೇನಾಂ** ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾದಗಳೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನರಿಯದ ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲದ ಪುರುಷನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು.

ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ಅರ್ಥವಿದು—**ಉತೋ ತ್ವಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿ ಸಸ್ರೇ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ವಿವರಣೆಯೇನಂದರೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು (ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ವೇದವು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಲ್ಲಿ **ಉತ** ಶಬ್ದವು ಅಪಿ (ಮತ್ತೂ) ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉತೋ (ಅಪಿ=ಮತ್ತೂ) ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಕರಣಮೀಮಾಂಸಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನರಿಯದ ಅನಭಿಜ್ಞನಲ್ಲದೆ **ಇನ್ನೊಬ್ಬನು** ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣಮೀಮಾಂಸಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣೀತನಾದವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಯಾವನು ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮೀಮಾಂಸಾಬಲದಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೂ ಶೋಧನೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವನೋ ಅಂತಹವನಿಗೆ ವೇದವು ತನ್ನ ತನುವನ್ನು ಎಂದರೆ ಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೂ ಜ್ಞಾನತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನೂ (ವೇದಾರ್ಥವನ್ನೂ) ತೋರಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂ ಎಂದರೆ ಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದೂ, ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದೂ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಾಕರಣಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೊರಟ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ (ಉದಾಹರಣೆ) ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದವಾದ **ಜಾಯೇವ ಪತ್ಯ ಉಶತೀ ಸುವಾಸಾಃ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಪತಿಯಸಂಗವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪತ್ನಿಯು ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ—ಎಂದರ್ಥವು. ಇದು ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಮಾತು. ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞನು ಆ ವಾಕ್ಕನ್ನು ಕಾಣುವನು ಎಂದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದವನು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ

---

vidual words by the help of Grammar and the other Angas, and their purport taken as a whole by the help of the Mimansa, to him alone the Veda unfolds her form. The clause 'svam,' &c., in Yaska explains the meaning of the individual words in the text. The clause 'jnanam, &c.,' explains the purport. In this clause, that is, the third line here, the text speaks of that right knowledge which is able to throw light on the meaning of the Veda.

The purport of the fourth line is thus given by Yaska. "A simile is given in the last line. As a wife (reveals herself) to the husband of her desire, clothed in fair raiment after her flowers. By fair raiment is meant auspicious raiment. He is the husband of her

ವಿದು—ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿಶದಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಪತ್ನೀಸಂಬಂಧವಾದ ಉಪಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ **ಉಶತೀ** ಎಂದರೆ ಪತಿಯನ್ನು (ಪತಿಯ ಸಮಾಗಮವನ್ನು) ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವಳು ಎಂದರ್ಥ. ಹಗಲುಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾದವಳು ಗೃಹಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ) ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಉಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತ್ರವು ಮಲಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪತಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಯು ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತಿಯಸಂಗವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪತಿಯ ಸಮೀಪವನ್ನು ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ವಸ್ತ್ರಾದ್ಯಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಮನೋಹರಳಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡುವನು. ಅವಳು ಆಡುವ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳುವನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಹದಿನಾಲ್ಕುವಿದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣತನಾದ ಪುರುಷನು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮರೂಪವೂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೂ (ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೂ) ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲನು. ಇದೇ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದು ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥಾಭಿಜ್ಞನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತೂ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ ತ್ವಂ ಸಖ್ಯೇ ಸ್ಥಿರಪೀತಮಾಹುರ್ನೈನಂ ಹಿನ್ವಂತ್ಯಪಿ ವಾಜಿನೇಷು ।
ಅಧೇನ್ವಾ ಚರತಿ ಮಾಯಯೈಷ ವಾಚಂ ಶಶ್ರುವಾঁ ಅಫಲಾಮ-
ಪುಷ್ಪಾಮಿತಿ । (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೭೧-೫)

ಅಯಮರ್ಥಃ ಪೂರ್ವೋದಾಹೃತಾಯಾ ಉತ ತ್ವಃ ಪಶ್ಯನ್ನಿತ್ಯಾದಿಕಾಯಾ ಋಚೋಽನಂತರಮೇವಾಮ್ನಾತಾ ಕಾಚಿದೃಕ್ ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ-ಮಂತ್ರಾರ್ಥಸ್ಯ ಭೂಯಸೇ ನಿರ್ವಚನಾಯ ಸಂಪದ್ಯತೇ । ತಮರ್ಥಮತಿ-

---

desire on account of the season. As he looks at her and listens to her—this is the eulogy of the meaning." The meaning of this is as follows:—The last, that is, the fourth line, illustrates the meaning of the third line by a simile. The word 'kamayamana' explains the 'usati' of the text. Through the day, busy with the work of the house, she may have been in a dirty dress, but when night comes she makes herself neat. Why? "Her desire is to him on account of the season." As the husband gazes eagerly on such a wife and listens kindly to the meaning of what she says, so this man, versed in all the fourteen sciences, has full vision of the secret of the meaning of the Veda, and lovingly takes to himself the twofold meaning, dharma and brahma, which the Veda teaches. This is the eulogy of him who knows the meaning of the Veda,

Yaska quotes another text saying, "The text that follows explains this further:

Uta tvam sakhye sthirapitam ahur
Nainam hinvantyape vajineshu |
Adhenva charati mayayaisha vacham
Susruvam aphalam apushpam ||"

ಶಯೇನ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ ಪ್ರಭವತಿ । ಕಥಮಿತಿ ಚೇತ್ ತದುಚ್ಯತೇ ।
ಅಪಿ ಚೈಕಂ ಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಕುಶಲಂ ಪುರುಷಂ ವೇದರೂಪಾಯಾ
ವಾಚಃ ಸಖ್ಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಥೈರ್ಯೇಣ ವೇದೋಕ್ತಾರ್ಥಾಮೃತಪಾನ-
ಯುಕ್ತಮಾಹುಃ । ಅಭಿಜ್ಞಾಃ ಕಥಯಂತಿ । ಸಖಿವಿದಂ ಸಖಾಯಮಿತಿ
ಮಂತ್ರೇ ವೇದಸ್ಯ ಸಖಿತ್ವಮುದಾಹೃತಂ । ಯದ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ
ದೇವಾನಾಂ ಸಖ್ಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾತಿಶಯೇನ ಪೀತಾಮೃತಮಾಹುಃ । ವಾಚಾ-
ಮಿನಾ ಈಶ್ವರಾಃ ಸಭಾಸು ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ವಾ ವಾಜಿನಾಃ । ತೇಷು ಮಧ್ಯೇಽ-
ಪ್ಯೇನಂ ವೇದಾರ್ಥಕುಶಲಂ ಚೋದಯಿತುಂ ನ ಹಿನ್ವಂತಿ । ನ ಕೇಽಪಿ
ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ । ತೇನ ಸಹ ವಿವಿದಿತುಮಸಮರ್ಥತ್ವಾತ್ । ಯಸ್ತ್ವನ್ಯಃ
ಪಾಠಮಾತ್ರಪರಃ ಪುಷ್ಪಫಲರಹಿತಾಂ ವಾಚಂ ಶುಶ್ರುವಾನ್ಭವತಿ । ಪೂರ್ವ
ಕಾಂಡೋಕ್ತಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ । ಉತ್ತರಕಾಂಡೋಕ್ತಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜ್ಞಾನಂ ಫಲಂ। ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಸ್ಯೋತ್ಪಾದ-
ಕಂ ತಥಾ ವೇದಾನುವಚನಾದಿಧರ್ಮಜ್ಞಾನಮನುಷ್ಠಾನದ್ವಾರಾ ಫಲಾತ್ಮಕ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾಂ ಜನಯತಿ । ತಮೇಕಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾ-
ಹ್ಮಣಾ ವಿವಿದಿಷಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾನಾಶಕೇನ (ಬೃ. ಉ.
೪-೪-೨೨) ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ । ಯಥಾ ಚ ಫಲಂ ತೃಪ್ತಿಹೇತುಸ್ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ-
ಜ್ಞಾನಂ ಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಹೇತುಃ । ಯತ್ಪೂರ್ಣಾನಂದೈಕಬೋಧಸ್ತದ್ಬ್ರ-
ಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಭವತೀತಿ ಶ್ರುತೇಃ । ತಾದೃಶಪುಷ್ಪ-
ಫಲರಹಿತವೇದಪಾಠಕಃ ಸ ಏಷ ಪುಮಾನಧೇನ್ವಾ ಮಾಯಯಾ ಸಹ
ಚರತಿ । ನವಪ್ರಸೂತಿಕಾ ಕ್ಷೀರದೋಗ್ಧ್ರೀ ಗೌಃ ಪ್ರೀತಿಹೇತುತ್ವಾದ್ಧಿನೋ-
ತೀತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಾ ಧೇನುರಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಪಾಠಮಾತ್ರಪರಂ ಪ್ರತಿ ವೇದ-
ರೂಪಾ ವಾಗ್ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಕ್ಷೀರಂ ನ ದೋಗ್ಧೀತ್ಯಧೇನುಃ ।
ಅತ ಏವಾಸೌ ಮಾಯಾ ಕಪಟರೂಪಾ । ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕನಿರ್ಮಿತಗೋ-
ಸದೃಶರೂಪತ್ವಾತ್ । ತಯಾ ಮಾಯಯಾ ಸಹ ಚರನ್ನಯಂ ಪರಮ-
ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ನ ಲಭತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಇತ್ಥಂ ಯಾಸ್ಕೇನ ಜ್ಞಾನಸ್ತುತ್ಯ-
ಜ್ಞಾನನಿಂದೋದಾಹರಣಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಿತತ್ವಾದ್ಯಚ್ಛ್ರೂಯತೇ ತದ್ವಿ-
ಧೀಯತ ಇತಿ ನ್ಯಾಯೇನಾಧ್ಯಯನವದರ್ಥಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ವಿಧಿರಭ್ಯುಪ-
ಗಂತವ್ಯಃ ॥

The meaning is this. The verse of Scripture which immediately follows the verse 'uta tvah pasyan,' &c., serves to explain further the meaning of that verse, that is, it is able to set out that meaning very clearly. How? We shall show. And of him, that is, of the man versed in the fourteen sciences, they say that standing firmly in the friendship of the Word, he has drunk of the nectar of the meaning of the Veda. They who know are they who say so. And they refer to that friendship of the Veda spoken of in the text "Sachividam

ಈ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವಿದು—ಹಿಂದೆ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿದ **ಉತ ತ್ವಃ ಪಶ್ಯನ್** ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಈ ಋಕ್ಕೂ ಸಹ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದು. ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವ ಋಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶದಪಡಿಸುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ವೇದದ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದೂ, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವೆಂಬ ಅಮೃತಪಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದೂ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವರು. ತಿಳಿದವರು ಎಂದರೆ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಶಲರಾದವರು ಎಂದು. **ಯಸ್ತಿತ್ಯಾಜ ಸಖಿವಿದಂ ಸಖಾಯಂ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದಾಗ **ಸಖಿವಿದಂ, ಸಖಾಯಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದೇವೆ. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ವೇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದು ಮಂತ್ರವು ಹೇಳುವುದು. ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ **ಸಖ್ಯೇ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವು, ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥಾಭಿಜ್ಞನು ವೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಇಂತಹ ವೇದಾರ್ಥಕುಶಲನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವೇದಾರ್ಥವೆಂಬ ಅಮೃತಪಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ **ಸಖ್ಯೇ ಸ್ಥಿರಪೀತಮಾಹುಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುವನು ಎಂದಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು—ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ **ವಾಜಿನೇಷು** ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು ಈರೀತಿ ಇದೆ. **ವಾಚಾಂ+ಇನಾಃ=ವಾಜಿನಾಃ** ವಾಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯರಾದವರು, ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥಕುಶಲನಾದವನನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಮರ್ಥರು. ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥಕುಶಲನಾದವನ ಕೂಡ ಎಂತಹ ವಾಕ್ಚತುರನೂ ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲಾರನು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯು—ಒಂದೆರಡನೆಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿದವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತವನು

sakhayam, &c." Or the meaning may be that such an one is here described as drinking abundance of ntctar in heaven in the enjoyment there of the friendship of the Vedas. By the word 'vajinah' in the text is meant lords of words (vacham inah) or those who are eloquent in the assemblies. The man versed in the meaning of the Vedas sits among them, but they cannot touch him. Becanse they cannot contend with him in argument. But that other, engaged in the study of the recited text alone, is a hearer of the Word stripped of its flower and its fruit. The flower of Scripture is the knowledge of the religious duty which is expounded in the prior section of the Veda. Its fruit is the knowledge of brahma, which is taught in the latter section. As in nature we see that the fiower produces the fruit, so the religious duties, such as that of learning the Veda, beget, through the instrumentality of the fulfilment of these duties, the desire for that knowledge of brahma, which is the fruit.

ಪುಷ್ಪಫಲರಹಿತವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವನು. ಎಂದರೆ ಪುಷ್ಪಫಲಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ವೇದಾಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಯೋಜನರಹಿತವಾಗಿರುವುದು. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುಷ್ಪಫಲಶಬ್ದಗಳ ಉಪಮಾನವು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುವುದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವೆಂಬದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪುಷ್ಪವು. ಎರಡನೆಯದಾದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಫಲವು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಫಲವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕರ್ಮಕಾಂಡೋಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಕಾಂಡೋಕ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಫಲಗಳುಂಟಾಗುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ವೇದಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲು ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಾನಂತರ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—"**ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಿವಿದಿಷಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾನಾಶಕೇನ**"-(ಬೃ. ಉ. ೪-೪-೨೨)—ಇಂತಹವನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಾಪನಾಶಕವಾದ ಯಜ್ಞದಾನತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೂ ವೇದಾನುವಚನಗಳಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸುವರು. ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದವನು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುವನು ಮತ್ತು "**ಯತ್ಪೂರ್ಣಾನಂದೈಕಬೋಧಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಭವತೀತಿ ಶ್ರುತೇಃ**"—ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದವೊಂದೇ ಅರಿವಾಗಿರುವುದೋ ಎಂದರೆ ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಪೂರ್ಣಾನಂದವೇ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೋ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾನು, ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುವನು. ಇಂತಹ ಪುಷ್ಪಫಲರಹಿತವಾದ ಎಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಬರಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವ ಪುರುಷನು ಮಾಯಾರೂಪವಾದ ಅಧೇನುವಿನೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುವವನಂತಿರುವನು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕರುಹಾಕಿ ಹಾಲುಕರೆಯುವ ಹಸುವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ (ಧಿನೋತೀತಿ ಧೇನುಃ) ಧೇನು ಎನ್ನುವರು. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ವೇದವು (ಅಥವಾ ವೇದವಾಕ್ಯವು) ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ (ಅವನಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ) ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದವು ಅಧೇನುವೆನಿಸುವುದು.

Witness the text "tam etam vedanuvachanena brahmana vividishanti yajnena danena tapasa nasakena." And as fruit is the cause of satisfaction, so the knowledge of brahma is the fulfilmet of all desires. As it is said in Scripture "yat purnanandaikabodhas tad brahmaham asmiti kritakrityo bhavati."

This very man, recitor of a Veda stripped of such flower and fruit, walks with an illusion, that seems a cow, but is no cow. A cow that has just given birth to a calf, and is therefore in milk, is called 'dhenu,' because it is the cause of excitement on account of the pleasure it gives. That is the etymoloky of the word. Now the Word, in the shape of the Veda, to him who recites it merely yields no such milk as the knowledge of religious duty and Brahma It is no cow, but a deceptive illusion. It is like the image made by magicians that wears the shape of a cow, but is no cow. Walking with this illusion the man referred to does not obtain the chief end of man.

ಅದರಿಂದಲೇ ಅದು ಮಾಯಾ ಎಂದರೆ ಕಪಟರೂಪವು. ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಾಯಾರೂಪವುಳ್ಳ ಧೇನುವು. ಅಂತಹ ಮಾಯಾಧೇನುವಿನಿಂದ ಹಾಲು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಬರಿಯ ವೇದಪಾಠದಿಂದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾಸ್ಕರಿಂದ ಜ್ಞಾನಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನನಿಂದಾ ಇವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೊಗಳುವರೋ ಜನರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಯಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನವೆಂದರೆ,- ವೇದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಿಂಚ ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟಿಕಾಂಡೇ ಪ್ರತೀಷ್ಟಿಫಲವಾಕ್ಯಂ ಯಾಗತದ್ವೇದನಯೋಃ ಸಮಾನಮೇವಾಮ್ನಾಯತೇ । ಯಥಾ ಹ ವಾ ಅಗ್ನಿರ್ದೇವಾನಾಮನ್ನಾದ ಏವಂ ಹ ವಾ ಏಷ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಭವತಿ ಯ ಏತೇನ ಹವಿಷಾ ಯಜತೇ ಯ ಉ ಚೈನದೇವಂ ವೇದ । (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೧-೪-೧) ಇತಿ । ಅತೋ ಯಾಗವತ್ಫಲಾಯ ಸ್ವವೇದನಮಪಿ ವಿಧೀಯತೇ । ಅನೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ವೇದನವಿಧಯೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಃ । ನನು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಶಂಸಾ । (ಪೂ. ಮೀ. ೧-೨-೧೫) । ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ವೇದನಫಲಾನಾಂ ಪ್ರಶಂಸಾರೂಪತ್ವಂ ಜೈಮಿನಿನಾ ಸೂತ್ರಿತಮಿತಿ ಚೇತ್ ಅಸ್ತು ನಾಮ । ವಿದ್ಯಮಾನೇನಾಪಿ ಫಲೇನ ಪ್ರಶಂಸಿತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ದರ್ಶಯಾಗಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗಸ್ಯ ಚಾತಿಪಾತೇ ಸತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪಾಂ ವೈಶ್ವಾನರೇಷ್ಟಿಂ ವಿಧಾತುಂ ವಿದ್ಯಮಾನೇನೈವ ಸ್ವರ್ಗಫಲೇನ ಸ್ತುತಿಃ ಕ್ರಿಯತೇ । ಸುವರ್ಗಾಯ ಹಿ ಲೋಕಾಯ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾವಿಜ್ಯೇತೇ । (ತೈ. ಸಂ. ೨-೨-೫-೪) ಇತಿ । ಏತಚ್ಚಾಚಾರ್ಯೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಫಲವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥೇಽಪಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ದರ್ಶಯಿತುಮುದಾಹೃತಂ । ಇಚ್ಛಾಪ್ಯನ್ಯೈರ್ವಾರ್ಥವಾದತ್ವಂ ವಚಸೋಽನ್ಯಪರತ್ವತಃ । ಯಥಾವಸ್ತ್ವಭಿಧಾಯಿತ್ವಾನ್ನ ತ್ವಭೂತಾರ್ಥವಾದತಾ ॥ ಇಜ್ಯೇತೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾಯ ದರ್ಶಾದರ್ಶೌ ಯಥಾ ತಥಾ । ನ ತ್ವಭೂತಾರ್ಥವಾದತ್ವಂ

From the way in which Yaska developes the meaning of this text quoted in praise of knowledge of the meaning of the Veda and in censure of ignorance of that, and inasmuch as what is praised must be taken to be enjoined, we are te conclude that knowing the meaning as much as learning the words is matter of positive injunction.

Moreover, in the Nakshatreshti chapter each utterance with regard to the fruit of a sacrifice asserts with the authority of Scripture that the fruit of the sacrifice and of the knowledge of it are one and the same. "Yatha ha va agnir devanam annadah, evam ha va esha manushyanam bhavati, ya etena havisha yajaie ya u chainad evam veda." For this reason, too, it is clear, the knowledge of a sacrifice is as much matter of injunction with a

ಪಾಪಶ್ಲೋಕಾ ಶ್ರುತಿರ್ಯಥೇತಿ ॥ ನ ಚ ವೇದನಮಾತ್ರೇಣ ಫಲಸಿದ್ಧಾ-
ವನುಷ್ಠಾನವೈಯರ್ಥ್ಯಮಿತಿ ಶಂಕನೀಯಂ । ಫಲಭೂಯಸ್ತ್ವೇನ ಪರಿ-
ಹೃತತ್ವಾತ್ । ಉದಾಹೃತಂ ಚಾತ್ರ ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರಂ । ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮ-
ನಿಷ್ಪತ್ತೇಸ್ತೇಷಾಂ ಲೋಕವತ್ಪರಿಮಾಣತಃ ಸಾರತೋ ವಾ ಫಲವಿಶೇಷಃ
ಸ್ಯಾತ್ (ಪೂ.ಮೀ. ೧-೨-೧೭) ಇತಿ । ಏತಚ್ಚಾಸ್ಮಾಭಿಸ್ತರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ
ಯೋಽಶ್ವಮೇಧೇನ ಯಜತೇ ಯ ಉ ಚೈನಮೇವಂ ವೇದೇತ್ಯುದಾ-
ಹರಣೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ । ಛಂದೋಗಾಶ್ಚ ಕೇವಲಾದನುಷ್ಠಾನಾದ್ವಿದ್ಯಾ-
ಸಹಿತೇಽನುಷ್ಠಾನೇ ಫಲಾತಿಶಯಮಾಮನಂತಿ । ತೇನೋಭೌ ಕುರುತೋ
ಯಶ್ಚೈತದೇವಂ ವೇದ ಯಶ್ಚ ನ ವೇದ । ನಾನಾ ತು ವಿದ್ಯಾ ಚಾವಿದ್ಯಾ
ಚ । ಯದೇವ ವಿದ್ಯಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪನಿಷದಾ ತದೇವ
ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತೀತಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೧-೧-೧೦) ಯದ್ಯಪ್ಯಂಗಾವ
ಬದ್ಧೋಪಾಸ್ತಿರತ್ರ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದೇನ ವಿವಕ್ಷಿತಾ ತಥಾಪಿ ನ್ಯಾಯಃ ಸರ್ವಾ-
ಸ್ವಪಿ ವಿದ್ಯಾಸು ಸಮಾನಃ ॥

ಇದಲ್ಲದೆ ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಷ್ಟಿಫಲವಾಕ್ಯವೂ, ಯಾಗವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಫಲಾರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—"**ಯಥಾ ಹ ವಾ ಅಗ್ನಿರ್ದೇವಾನಾಮ-ನ್ನಾದಃ । ಏವಗ್ಂ ಹ ವಾ ಏಷ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಭವತಿ । ಯ ಏತೇನ ಹವಿಷಾ ಯಜತೇ । ಯ ಉ ಚೈನದೇವಂ ವೇದ ॥**"—(ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೧-೪-೧) ಇತಿ—"ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಭಕ್ಷಿಸುವನೋ (ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ಭಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳುವರು) ಹಾಗೆಯೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವನು ಎಂದರೆ ಆಹಾರಾದಿಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೊರೆಯುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಈ ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಮಮಾಡುವನೋ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವನೋ ಅವನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯನೆನಿಸುವನು" ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಯಾಗಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಫಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವುದು. ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಿಯೂ, ಮಂತ್ರಾರ್ಥವೂ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಮಂತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. ಈ ವಿಧವಾದ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದನವಿಧಿಗಳು ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.

---

view to the fruit thereof as the sacrifice itself is. A similar train of reasoning will show that all the Brahmanas contain precepts enjoining a knowledge of the sacrifice.

Here a doubt arises. Has not Jaimini, in the 'Vidyaprasansa' sutra expressly ruled that the rewards assigned to the knowledge of the Veda are of the nature of eulogy? What of that? The language of eulogy may employ a reward which actually exists as well as one which does not. For example, in the precept with regard to the propitiatory sacrifice necessary when a mistake has been made in the course of the performance of the New and

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ತಲೆದೋರುವುದು. ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯು "ವಿದ್ಯಾಪ್ರಶಂಸಾ" (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೫) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫಲವು ಪ್ರಶಂಸಾರೂಪವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಆದರೇನು? ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಅದೃಷ್ಟ (ಅಥವಾ ಹೇಳಿಲ್ಲದ) ಫಲವನ್ನಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಫಲವನ್ನೂ ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಫಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ದರ್ಶ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅತಿಪಾತ ಎಂದರೆ ಲೋಪದೋಷಗಳುಂಟಾದರೆ ಪ್ರಾಯಃಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರೇಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗರೂಪವಾದ ಫಲವುಂಟು ಎಂದು ಸ್ತುತಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "**ಸುವರ್ಗಾಯ ಹಿ ಲೋಕಾಯ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾವಿಜ್ಯೇತೇ**" (ತೈ. ಸಂ. ೨-೨-೫-೪) ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಡುವವು-ಎಂಬ ವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗಗಳ ಫಲರೂಪವಾದ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಫಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕರಾದ) ಆಚಾರ್ಯರು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವರು—

ಇಚ್ಛಾಮ್ಯೇವಾರ್ಥವಾದತ್ವಂ ವಚಸೋಽನ್ಯಪರತ್ವತಃ ।
ಯಥಾವಸ್ತ್ವಭಿಧಾಯಿತ್ವಾನ್ನ ತ್ವಭೂತಾರ್ಥವಾದತಾ ॥
ಇಜ್ಯೇತೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾಯ ದರ್ಶಾದರ್ಶೌ ಯಥಾ ತಥಾ ।
ನ ತ್ವಭೂತಾರ್ಥವಾದತ್ವಂ ಪಾಪಶ್ಲೋಕಾ ಶ್ರುತಿರ್ಯಥೇತಿ ॥

ಮಂತ್ರಾರ್ಥದಿಂದ ಯಾಗಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯೂ ಆಗುವುದು ಎಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಲ್ಲಾ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಗಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರವು ಹೀಗಿದೆ—

ಫಲಸ್ಯ ಕರ್ಮನಿಷ್ಪತ್ತೇಸ್ತೇಷಾಂ ಲೋಕವತ್ಪರಿಮಾಣತಃ ಸಾರತೋ ವಾ ಫಲವಿಶೇಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ಇತಿ (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೨-೧೭)

Full Moon sacrifices the reward promised, namely heaven, does exist. "Suvargaya hi lokaya darsaparnamasav ijyete."

Lastly, let me give two verses which are cited by the Teacher in illustration of the doctrine that the text about the reward assigned to a knowledge of brahma is significant.

Ichchhamyevarthavadatvam vachaso 'nyaparatvatah
Yathavastvabhidhayetvanna tvabhutarthavadata |
Ijyete svargalokaya darsadarsau yathatatha
Na tvabhutarthavadatvam papasloka srutiryatha ||

Nor need you doubt and say that if the fruit of a sacrifice accrues from the mere knowledge of it, the performance becomes a useless farce. That difficulty is removed by the consideration that rewards may vary in quantity or quality. They cite on this point a sutra of Jaimini's.

ಎಂದರೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳೂ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗುವವು. ಎಂದರೆ, ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗುಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗುವವು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ.

ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು—"ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದವನೂ, ಮಾಡಿದವನೂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಪಾಪವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು" ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೇವೆ (460 ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.)

ಛಂದೋಗರು ಎಂದರೆ ಸಾಮವೇದಿಗಳು—ಕೇವಲ (ಅರ್ಥತಿಳಿಯದ) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿದ್ಯಾಸಹಿತವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುಫಲವು ಬರುವುದು, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. **"ತೇನೋಭೌ ಕುರುತೋ ಯಶ್ಚೈತದೇವಂ ವೇದ ಯಶ್ಚ ನ ವೇದ । ನಾನಾ ತು ವಿದ್ಯಾ ಚಾವಿದ್ಯಾ ಚ । ಯದೇವ ವಿದ್ಯಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪನಿಷದಾ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ॥"** (ಛಾ. ಉ. ೧-೧-೧೦) ಎಂದರೆ. ತಿಳಿದವನು, ತಿಳಿಯದವನು ಇಬ್ಬರೂ ಕರ್ಮಮಾಡುವರು. ವಿದ್ಯಾ (ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಜ್ಞಾನ) ಅವಿದ್ಯಾ (ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು) ಇವು ಎರಡೂ ನಾನಾರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದಲೂ (ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂತರಾರ್ಥಜ್ಞಾನ) ಮಾಡುವನೋ ಅದು ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುಫಲದಾಯಕವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದದಿಂದ, ವೇದಾಂಗಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದೇ ನ್ಯಾಯವು.

ಕುತಸ್ತ್ವನ್ಯೈತಾವತೀ ವೇದನೇ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಚೇತ್ । ಕುತೋ ವಾ ತವೈತಾವಾನ್ಪ್ರದ್ವೇಷಃ । ಪ್ರಶಂಸಾ ತ್ವಸ್ಮಾಭಿರ್ಭೂಯಸೀ ದರ್ಶಿತಾ । ನಿಂದಾಂ ತು ನ ಕ್ವಾಪ್ಯುಪಲಭಾಮಹೇ । ಕಿಂತು ಕರ್ಮಜನ್ಯಮಪೂರ್ವಂ ಯಥಾ ಮರಣಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಜೀವೇನ ಸಹ ಗಚ್ಛತಿ ತಥಾ ವಿದ್ಯಾಜನ್ಯಮಪ್ಯಪೂರ್ವಂ ಗಚ್ಛತಿ । ತಥಾ ಚ ವಾಜಸನೇಯಿನ ಆಮನಂತಿ । ತಂ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣೀ

Each rite must needs have its reward. Distinctive rewards must therefore, as in daily life, refer to increase in quantity or in quality.

We have already explained this sutra and illustrated it by the text "tarati brahmahatyam yo 'svamedhena yajate ya a chainam evam veda."

The Chandogas have a text in which the performance of a sacrifice accompanied by knowledge is expressly preferred to a sacrifice performed without knowledge. "Tenobhau kuruto yas chaitad evam veda yas cha na veda nana tu vidya chavidya cha yad eva vidyaya karoti sradhayopanishada tad eva viryavattaram bhavati." It is true that the injunction here has special reference to a knowledge of the Angas of the Veda. But the same thing holds good by analogy of all the other parts of a knowledge of the Veda.

Do you ask why I am so devoted to a knowledge of the Veda? Why do you hate that knowledge as you do? I have shown you how often and greatly it is eulogised. And nowhere do we see it condemned. But just as the merit got by good works goes after death

ಸಮನ್ವಾರಭೇತೇ ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಚ (ಶತ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೭-೨-೩) ಇತಿ । ತಸ್ಮಾದಧ್ಯಯನವದರ್ಥಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ವಿಹಿತತ್ವಾದರ್ಥಜ್ಞಾನಾಯ ವೇದೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವ್ಯಃ ॥

ಆಯಿತು. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ? ಅದರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೂ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಾದರೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೇಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದೇ? ಎಂದರೆ ನಾವು ಈರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು—ನಾವೇನೋ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿಟ್ಟದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ? ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ, ನಾವೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಸಿದೇವೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಂದೆಮಾಡಿರುವುದೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಶುಭಾಶುಭಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ಮರಣಾನಂತರ ಅವನ (ಜೀವನ) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವಂತೆ ಅಪೂರ್ವವೂ ಕೂಡ (ವೇದಾರ್ಥಜನ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲವೂ ಕೂಡ) ಜೀವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವುದು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಿಗಳು (ಶುಕ್ಲಯಜುಶ್ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—"**ತಂ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣೀ ಸಮನ್ವಾರಭೇತೇ ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಚ**" (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೭-೨-೩) ಇತಿ—ಎಂದರೆ ಅವನನ್ನು (ಪುರುಷನನ್ನು) ವಿದ್ಯೆಯೂ, ಕರ್ಮವೂ, ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು, ಎಂದರೆ ಮರಣಾನಂತರ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದಂತೆಯೇ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವೂ ವಿಧಿವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗಲೆಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ವೇದಸ್ಯ ವಿಷಯಪ್ರಯೋಜನಾದ್ಯನುಬಂಧಚತುಷ್ಟಯಸ್ಯ ನಿರೂಪಣಂ ॥

ವಿಷಯಪ್ರಯೋಜನಸಂಬಂಧಾಧಿಕಾರಿಜ್ಞಾನಮಂತರೇಣ ಶ್ರೋತೃಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಭಾವಾದ್ವಿಷಯಾದಯೋ ನಿರೂಪ್ಯಂತೇ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯೋ ವೇದೋ ವಿಷಯಃ । ತದರ್ಥಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಭಾವಃ ಸಂಬಂಧಃ । ಜ್ಞಾನಾರ್ಥೀ ಚಾಧಿಕಾರೀ । ಯದ್ಯಪ್ಯೇತಾವತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತಥಾಪಿ ವೇದಸ್ಯ ವಿಷಯಾದ್ಯಭಾವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮವಿಷಯಾದಿಕಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಅತೋ ವೇದಸ್ಯ ಚತುಷ್ಟಯಮುಚ್ಯತೇ । ವೇದೇ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಂಡಯೋಃ ಕ್ರಮೇಣ ಧರ್ಮ-

---

with the soul, so, and in no other way, the merit got by knowledge accompanies the dead man. As it is said in the Scripture of the Vajasaneyins, "tam vidyakarmani samanvarabhete purvaprajna cha."

Therefore, as it is clear that a knowledge of the meaning of the Veda is as much matter of positive injunction as is the study of its text, we are now in that view about to expound the Veda.

Before listeners can be expected to engage in the study of any work, they must be told what its subject-matter is, of what use it is, what are its relations, and whom it concerns. These four heads are therefore next given. The subject of this commentary is the

ಬ್ರಹ್ಮಣೀ ವಿಷಯಃ । ತಯೋರನನ್ಯಲಭ್ಯತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಚ ಪುರುಷಾ-
ರ್ಥಾನುಶಾಸನೇ ಸೂತ್ರಿತಂ । ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಣೀ ವೇದೈಕವೇದ್ಯೇ ಇತಿ ।
ಜೈಮಿನೀಯೇ ಚ ದ್ವಿತೀಯಸೂತ್ರೇ ಚೋದನೈವ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ।
ಚೋದನಾ ಪ್ರಮಾಣಮೇವೇತಿ ನಿಯಮದ್ವಯಂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ಭಿರಭಿ-
ಹಿತಂ। ಚೋದನೈವೇತ್ಯಮುಮರ್ಥಮುಪಪಾದಯಿತುಂ ಚತುರ್ಥಸೂತ್ರೇ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತ್ವಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತಂ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮನಿಮಿತ್ತಂ ವಿದ್ಯ-
ಮಾನೋಪಲಂಭನತ್ವಾತ್ । (ಪೂ. ಮೀ. ೧-೧-೪) ಇತಿ । ಅನುಷ್ಠಾನಾ-
ದೂರ್ಧ್ವಮುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪೂರ್ವಮವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಾನ್ನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಗ್ಯತಾಸ್ತಿ । ಉತ್ತರಕಾಲೇಽಪಿ ರೂಪಾದಿರಾಹಿತ್ಯಾನ್ನೇಂದ್ರಿ-
ಯೈರವಗಮ್ಯತೇ । ಅತ ಏವಾದೃಷ್ಟಮಿತಿ ಸರ್ವೈರಭಿಧೀಯತೇ । ಲಿಂಗ-
ರಾಹಿತ್ಯಾನ್ನಾನುಮಾನವಿಷಯತ್ವಮಪ್ಯಸ್ತಿ । ಸುಖದುಃಖೇ ಧರ್ಮಾ-
ಧರ್ಮಯೋರ್ಲಿಂಗಮಿತಿ ಚೇತ್ ಬಾಢಂ। ಅಯಮಪಿ ಲಿಂಗಲಿಂಗಿಭಾವೋ
ವೇದೇನೈವ ಗಮ್ಯತೇ । ತತಶ್ಚೋದನೈವ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಮಾಣಂ । ವೈಯಾ-
ಸಿಕಸ್ಯ ತೃತೀಯಸೂತ್ರಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯವರ್ಣಕೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಿದ್ಧವಸ್ತು-
ನೋಽಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕವಿಷಯತ್ವಂ ಭಾಷ್ಯಕೃದ್ಭಿರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ । ಶಾಸ್ತ್ರಾ-
ದೇವ ಪ್ರಮಾಣಾಜ್ಜಗತೋ ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಮ್ಯತ ಇತ್ಯಭಿ-
ಪ್ರಾಯ ಇತಿ । ಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಭವತಿ । ನಾವೇದವಿನ್ಮನುತೇ ತಂ ಬೃಹಂತಮಿತಿ ।
ತತ್ರೋಪಪತ್ತಿಃ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯೈರೇವಮುದೀರಿತಾ । ರೂಪಲಿಂಗಾದಿರಾ-
ಹಿತ್ಯಾನ್ನ ಮಾನಾಂತರಯೋಗ್ಯತೇತಿ । ತಸ್ಮಾದನನ್ಯಲಭ್ಯತ್ವಾದಸ್ತಿ
ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ವೇದವಿಷಯತ್ವಂ । ತದುಭಯಜ್ಞಾನಂ ವೇದಸ್ಯ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯೋಜನಂ । ನ ಚ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುಮತೀ
ರಾಜಾಸೌ ಗಚ್ಛತೀತ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನವದಪುರುಷಾರ್ಥಪರ್ಯವಸಾಯಿತ್ವಂ
ಶಂಕನೀಯಂ । ಧರ್ಮಪ್ರಯುಕ್ತಸ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ತೂಯಮಾನ-
ತ್ವಾತ್ । ಧರ್ಮೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲೋಕೇ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಂ
ಪ್ರಜಾ ಉಪಸರ್ಪಂತಿ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮಪನುದತಿ ಧರ್ಮೇ ಸರ್ವಂ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ (ತೈ. ಆ. ೧೦-೬೩-೭)
ಇತಿ । ಉದ್ದಂಡಸ್ಯ ರಾಜ್ಞೋ ನಿಯಾಮಕತ್ವಾದ್ವಿವದಮಾನಯೋಃ

Veda, which is to be commented on. Its use is to make the meaning of that Veda plain. Its relation is that of a commentary to the work which is to be commented on. And they who desire such knowledge are they whom it concerns.

This is all it is usual to give under this head. But if the Veda, as distinguished from the commentary on the Veda which is our undertaking, were without subject, use, &c. the commentary, too, would want these in the second and higher degree. Therefore I shall state the four with regard to the Veda also.

ಪುರುಷಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ದುರ್ಬಲಸ್ಯಾಪಿ ರಾಜಸಾಹಾಯ್ಯವಜ್ಜಯಹೇತುತ್ವಾಚ್ಚ ಧರ್ಮಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ। ತಥಾ ಚ ವಾಜಸನೇಯಿನಃ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕರಣೇ ಸಮಾಮನಂತಿ । ತಚ್ಛ್ರೇಯೋ ರೂಪಮತ್ಯಸೃಜತ ಧರ್ಮಂ ತದೇತತ್ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಂ ಯದ್ಧರ್ಮಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮಾತ್ಪರಂ ನಾಸ್ತ್ಯಥೋಽಬಲೀಯಾನ್ಬಲೀಯಾಂಸಮಾಶಂಸತೇ ಧರ್ಮೇಣ ಯಥಾ ರಾಜ್ಞೈವಂ (ಶತ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೪-೨-೨೬) ಇತಿ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ । (ತೈ. ಆ. ೮-೧) ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ । ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್ । (ಛಾಂ. ಉ. ೭-೧-೩) ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಷು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ । ತದುಭಯಜ್ಞಾನಾರ್ಥೀ ವೇದೇಽಧಿಕಾರೀ । ಸ ಚ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಃ ಪುರುಷಃ । ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಯೋಸ್ತು ಸತ್ಯಾಮಪಿ ಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷಾಯಾಮುಪನಯನಾಭಾವೇನಾಧ್ಯಯನರಾಹಿತ್ಯಾದ್ವೇದೇಽಧಿಕಾರಃ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಃ । ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ತು ಪುರಾಣಾದಿಮುಖೇನೋತ್ಪದ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾತ್ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಪುರುಷಾಣಾಂ ವೇದಮುಖೇನಾರ್ಥಜ್ಞಾನೇಽಧಿಕಾರಃ । ಸಂಬಂಧಸ್ತು ವೇದಸ್ಯ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಭಾವಃ । ತದೀಯಜ್ಞಾನೇನ ಸಹ ಜನ್ಯಜನಕಭಾವಃ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಪುರುಷೈಃ ಸಹೋಪಕಾರ್ಯೋಪಕಾರಕಭಾವಃ । ತದೇವಂ ವಿಷಯಾದ್ಯನುಬಂಧಚತುಷ್ಟಯಮವಗಮ್ಯ ಸಮಾಹಿತಧಿಯಃ ಶ್ರೋತಾರೋ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಪ್ರವರ್ತಂತಾಂ ॥

ಇದುವರಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೂ ಹೇಳಿ ವೇದದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದಮೇಲೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರುವುದು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗ್ರಂಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮುಖ್ಯವಿಷಯ, ಗ್ರಂಥಪಠನದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ, ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು, ಎಂದರೆ ಎಂತಹ ಪುರುಷನು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು.

Dharma and brahma, in that order, are the subjec-matter respectively of the two sections into which the whole Veda is divided. Why? Because these two cannot be obtained from any other source. As it is laid down in the Purusharthanusasana, "Dharma and brahma are to be learned from the Veda only." Those who know tradition cite also here the second sutra of Jaimini with its twofold restriction. "The Veda is the only authority for dharma: the Veda is that authority and nothing else." To establish the former of these propositions Jaimini in his fourth sutra shows that dharma is not cognizable by our senses.

ಇವುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಗುಣಗಳಿರುವವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ವೇದವೇ ವಿಷಯವು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವು. ವೇದವು ಮೂಲವು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅದರ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯು. ಇದೇ ವೇದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ಸಂಬಂಧವು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಪುರುಷನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು. ಈ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾದರೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ವಿಷಯವು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು, ಎಂದು ಸಂಶಯಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಚತುಷ್ಟಯಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಿಭಾಗಗಳಿರುವವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾಗಾನುಷ್ಠಾನಾದಿಕರ್ಮವಿಧಾನವೂ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡುವಿಧವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವೇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿರೂಪಣೆಯೇ ವಿಷಯವು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮನಿರೂಪಣೆಯು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನುಶಾಸನವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ–**"ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಣೀ ವೇದೈಕವಿದ್ಯೇ"**–ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳು ವೇದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂತ್ರವಿರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿರುವ **"ಚೋದನೈವ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಮಾಣಂ । ಚೋದನಾ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ"** ಎಂಬ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವರು. ಮತ್ತು **ಚೋದನೈವ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಧರ್ಮವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು **ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮನಿಮಿತ್ತಂ ವಿದ್ಯಮಾನೋಪಲಂಭನತ್ವಾತ್** (ಜೈ. ಸೂ. ೧-೧-೪) ಎಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು.

ಧರ್ಮವೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮವು. ಇದು ಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದರೆ ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ವೇದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಬೇರೆ

"Perception is not a cause there because perception deals with things that are, not with with things that are to be." Dharma will arise after the sacrifice producing it has been performed: it does not exist before, and perception is therefore useless here. Nor even afterwards can dharma be apprehended by the senses Because it is destitute of form, &c. That is the reason why it is commonly called 'adrishta,' that which is unseen. Nor is the second source of knowledge, inference, avaible here. Why? On account of the absence of characteristic marks. You will perhaps say that joy and sorrow are such characteristic marks for dharma and adharma. True. But they are given as such in the Veda itself. Therefore the Veda is the only authority for religious duty.

ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಂಬಲೇಬೇಕು.

ಧರ್ಮವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರದು. ಧರ್ಮವು ಅನುಷ್ಠಾನವಾದಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದಿಗಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟವೆನ್ನುವರು. ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಧನವೂ (ಚಿಹ್ನೆ, ಗುರುತು) ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇದು ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಫಲಗಳಾದ ಸುಖದುಃಖಗಳೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗವಾಗಲಿ ಎಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗೆಂದು ವೇದವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚೋದನೆಯೊಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು.

ಧರ್ಮಮಾಡಿದವನು ಸುಖಿಯಾಗಿರುವನು, ಅಧರ್ಮಮಾಡಿದವನು ದುಃಖಿಯಾಗಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಸುಖಿಯಾಗಿರುವವನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಇವನು ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಮಾಡಿರುವನೆಂದೂ, ದುಃಖಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇವನು ಅಧರ್ಮಮಾಡಿರುವನೆಂದೂ (ಊಹಿಸಿ) ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸುಖದುಃಖಗಳೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯು ರಚಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರ) ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯವರ್ಣಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಾದ (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ) ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ (ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ) ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುವುದು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು. ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು—**"ನಾವೇದವಿನ್ಮನುತೇ ತಂ ಬೃಹಂತಮಿತಿ"** (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೧೨-೯-೭) ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರನು ಎಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ರೂಪಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದೂ ಧರ್ಮದಂತೆಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

That brahma, although differing from dharma, inasmuch as it is something already in existence, can be known only from the shastra is taught in the second section of the third sutra of the Uttara Mimansa. As the commentator explains: "The meaning is that the shastra is the only authority for the truth that brahma is the cause of the birth, life, and death of the world." We can quote a text of Scripture, too, "Navedavin manute tam brihantam." Previous teachers have shown that this text has its application in the doctrine which we are considering. The other kinds of evidence, perception and inference, are of no use here. For brahma is without either form or characteristic marks.

Therefore, since they cannot be obtained from any other source, dharma and brahma are the subject-matter of the Veda.

ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಎಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವು ವೇದದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳು. ಅವೆರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವುದೇ ವೇದದಿಂದ ಆಗುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯೋಜನವು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ—ವಸುಮತೀ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು ; ಈ ರಾಜನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವನು ಎಂದು ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಹಾಗಾಯಿತು ? ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಾರ್ಥ-ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳುಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವುದು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ—

ಧರ್ಮೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲೋಕೇ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಜಾ ಉಪಸ-
ರ್ಪಂತಿ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮಪನುದತಿ ಧರ್ಮೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತಸ್ಮಾ-
ದ್ಧರ್ಮಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ ॥

(ತೈ. ಉ. ೬೩-೭)

ಎಂದರೆ—ಧರ್ಮವು ಈ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದವನನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು (ಜನರು) ಅನುಸರಿಸುವರು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚೇನು ? ಎಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಹೇಳುವರು " ಎಂದು. ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆಂದು ಆಯುಧವನ್ನೆತ್ತಿದ ರಾಜನನ್ನು ಧರ್ಮವು ತಡೆಯಬಲ್ಲುದು. ಇಬ್ಬರು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಪರನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವನಿಗೆ ರಾಜಸಹಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲುದು. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವದು.

And knowledge of dharma and brahma is the immediate use of the Veda. Nor need we doubt lest such knowledge,—like that, for example, that the earth has seven continents, or that a certain king is going some where,—has no relation to any end of man. Dharma is eulogised as productive of objects of human desire in the following passage: "Dharma is the support of the whole world: throughout the world people flock to him who has most dharma. A man puts away his sin by means of his dharma, everything rests upon dharma. Therefore they call dharma man's highest good." Dharma restrain a king in act to strike, and to the weaker of two disputants brings victory as from a king's help: truly it is an object of desire to men. As it is said in the Scripture of the Vajasaneyins, in the Srishti chapter, "tachchhreyorupam atyasrijata dharmam tad etat kshatrasya kshatram yad dharmas tasmad dharmat param nastyato abaliyan baliyansam asansate dharmena yathaiva rajnaivam."

That knowledge of brahma conduces to man's desire is the theme of many texts of Scripture. "Brahmavid apnoti param brahma veda brahmaiva bhavati tarati sokam atmavid, &c."

ವಾಜಸನೇಯಿಗಳೂ ಕೂಡ (ಶುಕ್ಲಯಜುಶ್ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು) ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ-

ತಚ್ಛ್ರೇಯೋ ರೂಪಮತ್ಯಸೃಜತ ಧರ್ಮಂ ತದೇತತ್ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಂ
ಯದ್ಧರ್ಮಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮಾತ್ಪರಂ ನಾಸ್ತ್ಯಥೋಽಬಲೀಯಾನ್ಬಲೀಯಾಂಸ-
ಮಾಶಂಸತೇ ಧರ್ಮೇಣ ಯಥಾ ರಾಜ್ಞೈವಂ ॥ ಇತಿ ॥

(ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೪-೨-೨೬)

ಎಂದರೆ,—ಅನಂತರ ಶ್ರೇಯೋರೂಪವನ್ನು (ಧರ್ಮವನ್ನು) ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದನು. ಅದೇ ಧರ್ಮವು. ಅದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವು. ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಅಬಲರಾದರೂ ಬಲಯುಕ್ತರಾಗುವರು, ಎಂದು. ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು—**ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ** (ತೈ. ಉ. ೨-೧)-ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ—**ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ । ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್** (ಛಾ. ಉ. ೭-೧-೩)-ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುವನು (ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗಿ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು.) ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಶೋಕವನ್ನು ದಾಟುವನು ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವನು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಯು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರೆಂಬ ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಬೇಕು. ದ್ವಿಜರಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪುರುಷರ ವಿಚಾರವಾಯಿತು. ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಯನಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧವು. ಎಂದರೆ ಅವರು ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅವರು ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರೆಂಬ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು.

He who desires both kinds of knowledge is he who should study the Veda. He must be a man of one of the three higher castes. The woman and the sudra, it is true, need that knowledge; but they have not been invested with the sacred thread: they have not gone over the Veda as a scholar with his guru does. That they should meddle with the Veda is therefore expressly forbidden. They must be taught dharma and brahma by means of the puranas and the like. Therefore, the scope of the Veda lies in the knowledge of its meaning communicated to men of the three higher classes.

Lastly of its relations. To dharma and brahma it stands in the relation of that which teaches to the doctrine which is taught. To the knowledge of its own meaning it stands in the relation of that which produces to that which is produced. To men of the three higher castes it stands in the relation of that which benefits to that which is benefited. Thus have I stated to those who are about to listen to me the four things commonly required

ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸೋಣ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವೇದವು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆಂದೂ (ಮೂಲಗ್ರಂಥ) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳೆಂದೂ (ಅರ್ಥವಿವರಣೆ) ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವೂ, ವೇದೋಕ್ತಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಭಾವದಿಂದ ಇರುವವು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಜನ್ಯವಾಗಿಯೂ (ಮೂಲ) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಜನಕವಾಗಿಯೂ (ಆದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು) ಇರುವವು. ಎಂದರೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಜನಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮವೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಪರಸ್ಪರ ಜನ್ಯಜನಕಭಾವದಿಂದ ಇರುವವು. ಇನ್ನು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರಿಗೂ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಉಪಕಾರ್ಯೋಪಕಾರಕಭಾವವು. ಎಂದರೆ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರು ಉಪಕಾರ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಾದವರು, ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳು ಉಪಕಾರಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವುಗಳು. ಒಬ್ಬರು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಆದುದರಿಂದ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರಿಗೂ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಉಪಕಾರ್ಯೋಪಕಾರಕಭಾವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಈರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಾನುಬಂಧಚತುಷ್ಟಯವನ್ನು ಎಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ, ಪ್ರಯೋಜನ, ಸಂಬಂಧ, ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ವೇದಾರ್ಥಾಭಿಲಾಷಿಗಳು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಅಪರವಿದ್ಯಾರೂಪಾಣಾಂ ವೇದಸ್ಯ ಷಡಂಗಾನಾಂ ಸಮುದ್ದೇಶಃ ॥

ಅತಿಗಂಭೀರಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯಾರ್ಥಮವಬೋಧಯಿತುಂ ಶಿಕ್ಷಾದೀನಿ ಷಡಂಗಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ । ಅತ ಏವ ತೇಷಾಮಪರವಿದ್ಯಾರೂಪತ್ವಂ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷದ್ಯಾಥರ್ವಣಿಕಾ ಆಮನಂತಿ । ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಇತಿ ಹ ಸ್ಮ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವದಂತಿ ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ । ತತ್ರಾಪರಾ ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽಥರ್ವವೇದಃ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪೋ ವ್ಯಾಕರಣಂ ನಿರುಕ್ತಂ ಛಂದೋ ಜ್ಯೋತಿಷಮಿತಿ । ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ (ಮು. ಉ. ೧-೧-೪) ಇತಿ । ಸಾಧನಭೂತಧರ್ಮಜ್ಞಾನಹೇತುತ್ವಾತ್ಷಡಂಗಸಹಿತಾನಾಂ ಕರ್ಮಕಾಂಡಾನಾಮಪರವಿದ್ಯಾತ್ವಂ । ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಭೂತಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಹೇತುತ್ವಾದುಪನಿಷದಾಂ ಪರವಿದ್ಯಾತ್ವಂ ॥

---

before entering on study: let them now with attentive minds listen to my interpretation of the Veda.

The Veda is obscure, but it is the object of the Siksha and the other Angas to expound its meaning. That is why these Angas are included by the Atharvanikas in a sacred text to be found in their Mundukopanishad, under the term 'lower knowledge.' 'Verily, say those who know brahma, there be two kinds of knowledge to be known. The higher and the lower. This latter includes the Rig Veda, the Yajur Veda, the Sama Veda, the Atharva Veda, Siksha, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chhandas and Jyotisha. But it is the higher

ಅತಿಗಂಭೀರವಾದ ಎಂದರೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಲೂ ಗಹನವಾದ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನೊಳಗೊಂಡೂ ಇರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ಮೊದಲಾದ (ವೇದದ) ಷಡಂಗಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಥರ್ವಣವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾವ್ಯಾಕರಣಾದಿಷಡಂಗಸಹಿತವೇದಗಳಿಗೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳುವರು—

"ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಇತಿ ಹ ಸ್ಮ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವದಂತಿ ಪರಾ ಚೈವಾಪರಾ ಚ । ತತ್ರಾಪರಾ ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽಥರ್ವವೇದಃ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪೋ ವ್ಯಾಕರಣಂ ನಿರುಕ್ತಂ ಛಂದೋ ಜ್ಯೋತಿಷಮಿತಿ । ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ" ಇತಿ

(ಮು. ಉ. ೧-೧-೪)

ಎಂದರೆ,—ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು—ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಪರಾ ಮತ್ತು ಅಪರಾ ಎಂದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರುಕ್ತ, ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಪರಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಾಶರಹಿತವೂ ಅನಾದಿಯೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಷಡಂಗಸಹಿತವಾದ ವೇದಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪರಾವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುವುದು. ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತವಾದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು.

ವೇದಾಂಗಭೂತಾಯಾಃ ಶಿಕ್ಷಾಯಾ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಯೋಜನಪುರಸ್ಸರಂ ಸಮ್ಯಙ್ನಿರೂಪಣಂ

ವರ್ಣಸ್ವರಾದ್ಯುಚ್ಚಾರಣಪ್ರಕಾರೋ ಯತ್ರೋಪದಿಶ್ಯತೇ ಸಾ ಶಿಕ್ಷಾ । ತಥಾ ಚ ತೈತ್ತಿರೀಯಾ ಉಪನಿಷದಾರಂಭೇ ಸಮಾಮನಂತಿ । ಶೀಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ । ವರ್ಣಃ ಸ್ವರೋ ಮಾತ್ರಾ ಬಲಂ ಸಾಮ ಸಂತಾನ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯಃ (ತೈ. ಆ. ೭-೨) ಇತಿ । ವರ್ಣೋಽಕಾರಾದಿಃ । ಸ ಚಾಂಗಭೂತಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥೇ ಸ್ಪಷ್ಟಮುದೀರಿತಃ । ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಶ್ಚತುಃಷಷ್ಟಿರ್ವಾ

---

knowledge by which the Eternal is apprehended." Dharma or religious duty is a mere instrument, and the karma section of the Veda, along with the Angas, which communicate knowledge of dharma. are rightly styled the lower knowledge. Brahma is man's chief end, and the Upanishads, which are the source of our knowledge of brahma, are the higher knowledge.

Siksha is that wherein is taught the method of pronouncing letters, accents, &c. As it is said in a sacred text of the Taittiriyas which occurs at the beginning of their Upanishad. "We shall now explain Siksha. The letter. the accent, the quantity, the force, uniform delivery, joining—these are the six themes of the Siksha chapter.

ವರ್ಣಾಃ ಸಂಭವತೋ ಮತಾಃ । ಪ್ರಾಕೃತೇ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಚಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಸ್ವಯಂಭುವಾ (ಶಿ. ೩) ಇತ್ಯಾದಿನಾ । ಸ್ವರ ಉದಾತ್ತಾದಿಃ । ಸೋಽಪಿ ತತ್ರೋಕ್ತಃ । ಉದಾತ್ತಶ್ಚಾನುದಾತ್ತಶ್ಚ ಸ್ವರಿತಶ್ಚ ಸ್ವರಾಸ್ತ್ರಯಃ (ಶಿ. ೧೧) ಇತಿ । ಮಾತ್ರಾ ಹ್ರಸ್ವಾದಿಃ । ಸಾಪಿ ತತ್ರೋಕ್ತಾ । ಹ್ರಸ್ವೋ ದೀರ್ಘಃ ಪ್ಲುತ ಇತಿ ಕಾಲತೋ ನಿಯಮಾ ಅಚಿ (ಶಿ. ೧೧) ಇತಿ । ಬಲಂ ಸ್ಥಾನಪ್ರಯತ್ನೌ । ತತ್ರಾಷ್ಟೌ ಸ್ಥಾನಾನಿ ವರ್ಣನಾಂ (ಶಿಕ್ಷಾ. ೧೩) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸ್ಥಾನಮುಕ್ತಂ । ಅಚೋಽಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಯಣಸ್ತ್ವೀಷದಿತ್ಯಾದಿನಾ (ಶಿ. ೩೮) ಪ್ರಯತ್ನ ಉಕ್ತಃ । ಸಾಮಶಬ್ದೇನ ಸಾಮ್ಯಮುಕ್ತಂ । ಅತಿದ್ರುತಾತಿವಿಲಂಬಿತಗೀತ್ಯಾದಿದೋಷರಾಹಿತ್ಯೇನ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿಗುಣಯುಕ್ತತ್ವೇನೋಚ್ಚಾರಣಂ ಸಾಮ್ಯಂ । ಗೀತೀ ಶೀಘ್ರೀ ಶಿರಃ ಕಂಪೀತ್ಯಾದಿನಾ (ಶಿ. ೩೨) ಉಪಾಂಶು ದಷ್ಟಂ ತ್ವರಿತಮಿತ್ಯಾದಿನಾ ಚ (ಶಿ. ೩೫) ದೋಷಾ ಉಕ್ತಾಃ । ಮಾಧುರ್ಯಮಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿರಿತ್ಯಾದಿನಾ (ಶಿ. ೩೩) ಗುಣಾ ಉಕ್ತಾಃ । ಸಂತಾನಃ ಸಂಹಿತಾ । ವಾಯವಾ ಯಾಹೀತ್ಯತ್ರಾವಾದೇಶಃ । ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಆಗತಮಿತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಭಾವಃ । ಏತಚ್ಚ ವ್ಯಾಕರಣೇಽಭಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಛಿಕ್ಷಾಯಾಮುಪೇಕ್ಷಿತಂ । ಶಿಕ್ಷ್ಯಮಾಣವರ್ಣಾದಿವೈಕಲ್ಯೇ ಬಾಧಸ್ತತ್ರೋದಾಹೃತಃ । ಮಂತ್ರೋ ಹೀನಃ ಸ್ವರತೋ ವರ್ಣತೋ ವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ನ ತಮರ್ಥಮಾಹ । ಸ ವಾಗ್ವಜ್ರೋ ಯಜಮಾನಂ ಹಿನಸ್ತಿ ಯಥೇಂದ್ರಶತ್ರುಃ ಸ್ವರತೋಽಪರಾಧಾತ್ । (ಶಿ. ೫೨) ಇತಿ । ಇಂದ್ರಶತ್ರುರ್ವರ್ಧಸ್ವ (ತೈ. ಸಂ. ೨-೪-೧೨-೧) ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಮಂತ್ರೆ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಶತ್ರುರ್ಘಾತಕ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ವಿವಕ್ಷಿತೇಽರ್ಥೇ ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸೇ ಸಮಾಸಸ್ಯ (ಪಾ. ೬-೧-೨೨೩) । ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ತತ್ಪುರುಷತ್ವಾದಂತೋದಾತ್ತೇನ ಭವಿತವ್ಯಂ । ಆದ್ಯುದಾತ್ತಸ್ತು ಪ್ರಯುಕ್ತಃ । ತಥಾ ಸತಿ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವೇನ ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಾದಿಂದ್ರೋ ಘಾತಕೋ ಯಸ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ ಸಂಪನ್ನಃ । ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ವರವರ್ಣಾದ್ಯಪರಾಧಪರಿಹಾರಾಯ ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥೋಽಪೇಕ್ಷಿತಃ ॥

'Letter' here means a and the other letters of the alphabet. The doctrine of the alphabet is clearly laid down in the work on Siksha, which is one of the Angas,

By 'accent' is meant the udatta and other accents. The doctrine of the accents is given there too.

"Udatta, anudatta and svarita are the three accents."

'Quantity' refers to the distinction between short and long syllables, &c. It, too, is defined in the same book.

Under the term 'force' is included a reference both to the organ and the effort of pronunciation. The passage 'ashtau sthanani varnanam &c.' deals with the former subject: the passage 'acho 'sprishta yanas tvishad &c.,' with the latter.

ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಷಡಂಗಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಈಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವರು. ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪಾಣಿನೀಯಶಿಕ್ಷಾ ಮೊದಲಾದ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವರ್ಣವೆಂದರೇನು, ಸ್ವರವೆಂದರೇನು, ಇವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಾ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರತಿವೇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಒಂದೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳು ಅನೇಕವಿಧವಾದ ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪಾಣಿನೀಯಶಿಕ್ಷಾ, ನಾರದಶಿಕ್ಷಾ, ಭಾರದ್ವಾಜಶಿಕ್ಷಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯವರು ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪಠಿಸುವರು—

ಶೀಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ । ವರ್ಣಃ ಸ್ವರಃ । ಮಾತ್ರಾ ಬಲಂ । ಸಾಮ
ಸಂತಾನಃ । ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯಃ (ತೈ. ಉ. ೧-೨) ಇತಿ ॥

ಎಂದರೆ, ಈಗ ಶೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವೆವು (ವಿವರಿಸುವೆವು.) ವರ್ಣ, ಸ್ವರ, ಮಾತ್ರಾ, ಬಲ, ಸಾಮ, ಸಂತಾನ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಶೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ವರ್ಣವೆಂದರೆ ಅಕಾರಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಅವುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಶ್ಚತುಃಷಷ್ಟಿರ್ವಾ ವರ್ಣಾಃ ಸಂಭವತೋ ಮತಾಃ ।
ಪ್ರಾಕೃತೇ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಚಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಸ್ವಯಂಭುವಾ ॥

ಇತ್ಯಾದಿನಾ (ಶಿ. ೩)

ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತವಲ್ಲದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅರವತ್ತುಮೂರು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಇರುವವು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳಿರುವನು, ಎಂದು. ಉದಾತ್ತಾದಿಸ್ವರಗಳ ವಿವರವೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ—

ಉದಾತ್ತಶ್ಚಾನುದಾತ್ತಶ್ಚ ಸ್ವರಿತಶ್ಚ ಸ್ವರಾಸ್ತ್ರಯಃ ॥

(ಶಿ. ೧೧)

ಸ್ವರವೆಂದರೆ—ಉದಾತ್ತ, ಅನುದಾತ್ತ, ಸ್ವರಿತ ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ವರಗಳಿರುವವು. ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಯ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾದ ಸ್ವರವೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಈ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವಾಗ

'Sama' (uniform delivery) is the same as samya, by which term is meant here a mode of recitation which avoids such faults as being too quick, or being too slow, or being singsong, and has the virtues of sweetnass and the like. The faults are given in the passage beginning 'giti sighri sirahkampi' the virtues are given in the passage beginning 'madhuryam aksharavyaktih.'

'Joining' refers to the rules for putting words together. When vayu stands before a yahi, you must substitute vayav. When indragni stands before agatam, the final vowel

ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವರು. ಅನುದಾತ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವರು. ಸ್ವರಿತವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವರು. ಬರೆಯುವಾಗ ಉದಾತ್ತಸ್ವರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಯಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ಅನುದಾತ್ತಾನಂತರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಉದಾತ್ತಾಕ್ಷರಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನುದಾತ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡಗೀಟುಹಾಕಿ ಗುರುತುಮಾಡುವರು. ಸ್ವರಿತಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಸಣ್ಣಗೀಟನ್ನು ಹಾಕುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವರಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದೆ—

ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಮೃತ್ವಿಜಂ ।

ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ॥

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಉದಾತ್ತಾಕ್ಷರಗಳು—ಗ್ನಿ, ರೋ, ಜ್ಞ, ವ, ತ್ವಿ, ಹೋ, ಧಾ

,, ಅನುದಾತ್ತಾಕ್ಷರಗಳು—ಅ, ಪು, ಯ, ದೇ, ಮೃ, ತ್ನ

,, ಸ್ವರಿತಾಕ್ಷರಗಳು—ಮೀ, ಹಿ, ಸ್ಯ, ಜಂ, ತಾ, ತ

,, ಪ್ರಚಯಾಕ್ಷರಗಳು—ಳೇ, ತಂ, ರಂ, ರ, ಮಂ.

ಇತ್ಯಾದಿ—

ಮಾತ್ರೆಯೆಂದರೆ—ಒಂದಕ್ಷರವು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವು, ಅದನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ—

ಹ್ರಸ್ವೋ ದೀರ್ಘಃ ಪ್ಲುತ ಇತಿ ಕಾಲತೋ ನಿಯಮಾ ಅಚಿ ॥ ಇತಿ (ಶಿ. ೧೧)

ಅ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಎರಡುಮಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಆ, ಈ ಮುಂತಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪ್ಲುತವೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆಯು. ಅಥಃಸ್ವಿದಾಸೀ ೩ ತ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀ ಎಂಬುದು ತ್ರಿಕಾಲಮಾತ್ರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ಲುತವು. ಮೂರುಮಾತ್ರೆ

---

of the first word remains unchanged. This is a part of the subject, which, as being discussed in Vyakarana is omitted in the Siksha.

The evil which will result if there is failure with regard to any of the subjects taught in the Siksha is thus illustrated in the same book:

"A text wanting in an accent or letter is used in vain, it does not convey the same meaning; such sentence is a thunderbolt to striko the offerer, as, for

ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ೩ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಕಾಲಮಾತ್ರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ಲುತವೂ ಉಂಟು. ಸ ದೇವಾ॰ ಏಹ ವಕ್ಷತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾ॰ಎಂಬುದು ದ್ವಿಮಾತ್ರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ಲುತವು.

ಬಲವೆಂದರೆ—ಉಚ್ಚಾರಣದ ಸ್ಥಾನಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ನಾಲಗೆಯು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಉಚ್ಚಾರವಾಗುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. **ತತ್ರಾಷ್ಟೌ ಸ್ಥಾನಾನಿ ವರ್ಣಾನಾಂ** (ಶಿ. ೧೨)—ಎಂದರೆ ಕಂಠ, ತಾಲು, ದಂತ, ಓಷ್ಠ ಮುಂತಾದ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಿರುವವು. ಅಕಾರಾದಿ ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲ **ಅಚ್** ಅಸ್ಪಷ್ಟಗಳು. ಎಂದರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ನಾಲಗೆಯು ಬಾಯಿಯ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. **ಯಣ್**ಗಳು (ಯ, ರ, ಲ, ವ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು) ಈಷತ್ (ಕೊಂಚ) ಸ್ಪಷ್ಟಗಳು. ಈರೀತಿ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲು ಮೊದಲಾದ ನಾನಾಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಹೆಸರು.

ಸಾಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂತಾದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಶಬ್ದದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು. ಅತಿನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಲಂಬಿಸಿಯೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಇಂತಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಎಡೆಕೊಡದೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಯೂ, ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಧುರವಾಗಿಯೂ (ಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿಯೂ) ಇರುವಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು—

ಗೀತೀ ಶೀಘ್ರೀ ಶಿರಃಕಂಪೀತ್ಯಾದಿನಾ (ಶಿ. ೩೨)
ಉಪಾಂಶು ದಷ್ಟಂ ತ್ವರಿತಮಿತ್ಯಾದಿನಾ (ಶಿ. ೩೫)

ಎಂದರೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಾಗವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೇಳುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ಸ್ವರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು, ಅತಿಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳಿಸದಂತೆ ಹೇಳುವುದು, ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸದೆ ಅರ್ಧ ನುಂಗಿಕೊಂಡಾಗಲಿ, ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿದಂತಾಗಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು, ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಗಳು. ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುವಾಗ ಇಂತಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬಾರದು. ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಗುಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ—

ಮಾಧುರ್ಯಮಕ್ಷರವ್ಯಕ್ತಿರಿತ್ಯಾದಿನಾ (ಶಿ. ೩-೩)

ವೇದವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಂದರೆ, ಹ್ರಸ್ವ, ದೀರ್ಘ, ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮುಂತಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಧುರವಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಗುಣಗಳು.

---

example, in the case of the word indrasatru pronounced with the wrong accent,"

The reference is to the text of Scripture 'indrasatrur vardhasva &c.' If 'indrasatru' in this text were intended to mean 'enemy, destroyer of Indra.' the word would be a tatpurusha, and in accordauce with the rule 'samasasya,' it would have the acute accent on the

ಸಂತಾನ—ಎಂದರೆ ಸಂಹಿತಾ ಅಥವಾ ಸಂಧಿನಿಯಮಪ್ರಕಾರ ಸಂಯೋಜನಕ್ರಮವು. **ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ವಾಯೋ+ಆ=ವಾಯವಾ** ಎಂದು ಅವಾದೇಶ ಬಂದು ಸಂಧಿಯಾಗುವುದು. **ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಆ ಗತಂ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ+ಆ ಗತಂ= ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಆ ಗತಂ** ಎಂದು ಯಾವ ಸಂಧಿಯೂ ಆಗದೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಭಾವವೇ ಉಳಿಯುವುದು. ಇಂತಹ ಅನೇಕಸಂಧಿನಿಯಮಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ವರ್ಣವೈಕಲ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವಿತ್ತು ಅಪಶಬ್ದ ಅಪಸ್ವರಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡಿದರೆ ದೋಷವು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವರು—

ಮಂತ್ರೋ ಹೀನಃ ಸ್ವರತೋ ವರ್ಣತೋ ವಾ
ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ನ ತಮರ್ಥಮಾಹ ।
ಸ ವಾಗ್ವಜ್ರೋ ಯಜಮಾನಂ ಹಿನಸ್ತಿ
ಯಥೇಂದ್ರಶತ್ರುಃ ಸ್ವರತೋಽಪರಾಧಾತ್ ॥ ಇತಿ (ಶಿ. ೫೨)

ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರವಾಗಲಿ, ಅಕ್ಷರವಾಗಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಂತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು. ಸ್ವರಾಕ್ಷರವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅರ್ಥವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದು. ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಪಠನದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೇ ಹೋಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೆಡಕಾಗುವ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತ್ವಷ್ಟೃ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ " **ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರಶತ್ರುರ್ವರ್ಧಸ್ವ** " ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದುದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹಾನಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವಿದೆ—

ತ್ವಷ್ಟಾ ಹತಪುತ್ರೋ ವೀಂದ್ರಗ್ಂ ಸೋಮಮಾಹರತ್ತಸ್ಮಿನ್ನಿಂದ್ರ ಉಪಹವ-
ಮೈಚ್ಛತ ತಂ ನೋಪಾಹ್ವಯತ ಪುತ್ರಂ ಮೇಽವಧೀರಿತಿ ಸ ಯಜ್ಞವೇಶಸಂ
ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಾಸಹಾ ಸೋಮಮಪಿಬತ್ತಸ್ಯ ಯದತ್ಯಶಿಷ್ಯತ ತತ್ತ್ವಷ್ಟಾಽಽಹ-
ವನೀಯಮುಪಪ್ರಾವರ್ತಯತ್ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರಶತ್ರುರ್ವರ್ಧಸ್ವೇತಿ ಸ ಯಾವ-
ದೂರ್ಧ್ವಃ ಪರಾವಿಧ್ಯತಿ ತಾವತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ವ್ಯರಮತ ॥
(ತೈ. ಸಂ. ೨-೪-೧೨-೧)

ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸವು ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

---

final syllable. But it has the acute accent on the first syllable. That being so. the fact the prior member of the compound furnishes the accent for the whole word, shows that it is a bahuvrihi compound, and that we must therefore understand the word to mean not 'slayer of Indra' but 'slain by Indra.' This example will show how necessary the Siksha book is if we wish to avoid faults in respect to the accents letters &c.

ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು “ ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರಶತ್ರುರ್ವರ್ಧಸ್ವ ” ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು. ತ್ವಷ್ಟೃಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ತನಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವಾಗ ಇಂದ್ರಶತ್ರು ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಸ್ವರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದುದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಎಂದರೆ “ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ “ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ಮಗ ” ಎಂದಾಗಿ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾನಿಯೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೇಗೆ ಆಯಿತೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಮಾಡೋಣ. **ಇಂದ್ರಶತ್ರುಃ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗನು ಎಂದರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರಶತ್ರುಪದಕ್ಕೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ **ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ಶಾತಯಿತಾ** ಘಾತಕ ಎಂದಾಗುವುದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಂದ್ರಶತ್ರುಪದವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದರೆ **ಇಂದ್ರಶತ್ರು** ಎಂಬ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ಉದಾತ್ತಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಆರೀತಿ ಅಂತೋದಾತ್ತವಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದವು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸರೀತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಇಂದ್ರಶತ್ರುಪದವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಇಕಾರವು ಉದಾತ್ತಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಕಡೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ತ್ರು ಎಂಬ ವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತಸ್ವರವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಶತ್ರುಶಬ್ದವು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸವಾಗುವುದು. ಅರ್ಥವೂ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದು **ಇಂದ್ರಃ ಶತ್ರುಃ ಯಸ್ಯ ಸಃ** ಎಂದು ವಿಗ್ರಹವು. **ಯಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಶಾತಯಿತಾ ಘಾತಕ ಇಂದ್ರಃ ಸಃ** ಎಂದರೆ **ಇಂದ್ರೇಣ ನಾಶಯಿತವ್ಯಃ ಪುರುಷಃ** ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ಮಗನು ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೋಮಮಾಡಲು ಯಜ್ಞಮಾಡಿದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾನಿಯುಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ವರವರ್ಣಮೊದಲಾದ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವು.

ಕಲ್ಪಸ್ಯೋಪಯೋಗವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನಪೂರ್ವಕಂ ನಿರೂಪಣಂ ॥

ಕಲ್ಪಸ್ತ್ವಾಶ್ವಲಾಯನಾಪಸ್ತಂಬಬೋಧಾಯನಾದಿಸೂತ್ರಂ । ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಸಮರ್ಥ್ಯತೇ ಯಾಗಪ್ರಯೋಗೋಽತ್ರೇತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತೇಃ । ನನ್ವಾಶ್ವಲಾಯನಃ ಕಿಂ ಮಂತ್ರಕಾಂಡಮನುಸೃತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕಿಂ ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮನುಸೃತ್ಯ । ನಾದ್ಯಃ। ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸೌ ತು ಪೂರ್ವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ (ಆ.೧-೧-೩) ಇತ್ಯೇವಂ ತೇನೋಪಕ್ರಾಂತತ್ವಾತ್ । ನ ಹ್ಯಗ್ನಿಮೀಳ ಇತ್ಯಾದಯೋ ಮಂತ್ರಾ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯೋಃ ಕ್ವಚಿದ್ವಿನಿಯುಕ್ತಾಃ । ನ ದ್ವಿತೀಯಃ । ಆಗ್ನಾವೈಷ್ಣವಂ ಪುರೋಡಾಶಂ ನಿರ್ವಪಂತಿ ದೀಕ್ಷಣೀಯಮೇಕಾದಶ-

---

Kalpa, the second Anga, means the Sutras of Asvalayana, Apastamba, Baudhayana and other authors. For the science is so-called because the sacrifice is confirmed (kalpyate) by it.

Here you will perhaps start the following dilemma. Does Asvalayana in his book follow the order of the mantra portion of the Rig Veda, or does he follow that of the brahmana portion. Not the former. Because his first words are, " We shall first expound the

ಪಾಲಂ (ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೧) ಇತ್ಯೇವಂ ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟೇರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಪ್ರಕ್ರಾಂತತ್ವಾತ್ । ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ । ಮಂತ್ರಕಾಂಡೋ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾದಿ-ಜಪಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ನ ತು ಯಾಗಾನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮೇಣ । ಬ್ರಹ್ಮ-ಯಜ್ಞಶ್ಚೈವಂ ವಿಹಿತಃ । ಯತ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀಯೀತೈಕಾಮಪ್ಯೃಚಂ ಯಜುಃ ಸಾಮ ವಾ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಃ (ತೈ. ಆ. ೨-೧೦-೬) ಇತಿ । ಸೋಽಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಜಪೋಽಗ್ನಿಮೀಳ ಇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಕ್ರಮೇಣೈ-ವಾನುಷ್ಠೇಯಃ । ತಥಾ ಸರ್ವಾ ಋಚಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಜೂಂಷಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಾಮಾನಿ ವಾಚಃ ಸೋಮೇ ಪಾರಿಪ್ಲವಂ ಶಂಸತೀತಿ ವಿಧೀಯತೇ । ತಥಾಶ್ವಿನೇ ಶಸ್ಯಮಾನೇ ಸೂರ್ಯೋ ನೋದಿಯಾದಪಿ ಸರ್ವಾ ದಾಶತ-ಯೀರನುಬ್ರೂಯಾದಿತಿ ವಿಧೀಯತೇ । ತಥಾ—ರಿಚ್ಯತ ಇವ ವಾ ಏಷ ಪ್ರೇವ ರಿಚ್ಯತೇ ಯೋ ಯಾಜಯತಿ ಪ್ರತಿ ವಾ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಯಾಜಯಿತ್ವಾ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ವಾನಶ್ನನ್ ತ್ರಿಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ವೇದಮಧೀಯೀತ (ತೈ. ಆ. ೨-೧೬) ಇತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪಂ ವೇದಪಾರಾಯಣಂ ವಿಹಿತಂ । ಇತ್ಯಾ-ದಿಷು ಕೃತ್ಸ್ನಮಂತ್ರಕಾಂಡವಿನಿಯೋಗೇಷು ಸಂಪ್ರದಾಯಪಾರಂಪರ್ಯಾ ಗತ ಏವ ಕ್ರಮ ಆದರಣೀಯಃ । ವಿಶೇಷವಿನಿಯೋಗಾಂಸ್ತು ಮಂತ್ರ-ವಿಶೇಷಾಣಾಂ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗವಾಕ್ಯಾದಿಪ್ರಮಾಣಾನ್ಯುಪಜೀವ್ಯಾಶ್ವಲಾಯನೋ ದರ್ಶಯತಿ। ಅತೋ ಮಂತ್ರಕಾಂಡಕ್ರಮಾಭಾವೇಽಪಿ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿರೋಧಃ। ಇಷೇ ತ್ವೇತ್ಯಾದಿಮಂತ್ರಾಸ್ತು ಕ್ರತ್ವನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮೇಣೈವಾಮ್ನಾತಾ ಇತ್ಯಾ-ಪಸ್ತಂಬಾದಯಸ್ತೇನೈವಕ್ರಮೇಣ ಸೂತ್ರನಿರ್ಮಾಣೇ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ । ಆ-ಮ್ನಾತತ್ವಾದೇವ ಜಪಾದಿಷ್ವಪಿ ಸ ಏವ ಕ್ರಮಃ । ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟಿರುಪಕ್ರಾಂತಾ ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯಾ ಇಷ್ಟೇರ್ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸವಿಕೃತಿತ್ವೇನ ತದಪೇಕ್ಷತ್ವಾದಾಶ್ವಲಾಯನಸ್ಯಾದೌ ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಯುಕ್ತಂ । ಅತಃ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಂ ಮಂತ್ರವಿನಿಯೋಗೇನ ಕ್ರತ್ವನುಷ್ಠಾನ ಮುಪದಿಶ್ಯೋಪಕರೋತಿ। ತರ್ಹಿ ಪ್ರ ವೋ ವಾಜಾ ಇತ್ಯಾದೀನಾಂ ಸಾಮಿ-ಧೇನೀನಾಮೃಚಾಮೇವ ವಿನಿಯೋಗಮಾಶ್ವಲಾಯನೋ ಬ್ರವೀತು । ನಮಃ ಪ್ರವಕ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಯಸ್ತ್ವನಾಮ್ನಾತಾಃ (ಆ. ಸೂ. ೧-೨) ಕುತೋ

New and Full Moon sacrifices." Now the first hymns of Rig Veda are nowhere used throughout the New and Full Moon sacrifices. Nor the latter either. Because the brahmana starts from the dikshaniya sacrifice, saying, "At the dikshaniya sacrifice they offer the purodasa cake in eleven platters."

To this we answer. The mantra portion of Rig Veda follows the order in which the hymns must be recited, for example, in that recitation before the supreme Spirit, which we call the brahma sacrifice. It does not follow the order in which the sacrificial rites are performed. This brahma sacrifice is thus enjoined: "Let a man recite his own Veda, or one verse only of his own Veda, be it Rig or Yajur or Sama, that is the spiritual sacrifice."

ವಿನಿಯುಜ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ನಾಯಂ ದೋಷಃ । ಶಾಖಾಂತರಸಮಾಮ್ನಾತಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂತರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಸ್ಯ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರನ್ಯಾಯೇನಾತ್ರ ವಕ್ತವ್ಯತ್ವಾತ್ । ಸರ್ವಶಾಖಾಪ್ರತ್ಯಯಮೇಕಂ ಕರ್ಮೇ-ತಿ ನ್ಯಾಯವಿದಃ । ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕ್ಷೇವ ಕಲ್ಪೋಽಪ್ಯಪೇಕ್ಷಿತಃ ॥

ಇದುವರೆಗೆ ಶೀಕ್ಷಾ ಎಂಬ ವೇದಾಂಗವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಲ್ಪವೆಂಬ ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವರು. ಕಲ್ಪವೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೃಪ್ತ (ಕ್ರಮ) ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನೂ, ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನೂ, ಯಜ್ಞಮಾಡುವಕ್ರಮವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇವು ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಆಪಸ್ತಂಬ, ಬೋಧಾಯನ ಮುಂತಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ವಲಾಯನರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳೇ ಮುಖ್ಯವು. ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಆಪಸ್ತಂಬ ಬೋಧಾಯನ ಮೊದಲಾದವರು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಇತರ ವೇದಗಳಿಗೂ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. (32 ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ) ಸೂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುವವು. ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ, ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಧರ್ಮಸೂತ್ರ, ಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಣ

ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆಮಾಡಿದರು? ಮಂತ್ರಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು (ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು) ಅನುಸರಿಸಿರುವರೇ? ಅಥವಾ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವರೇ? ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರಕಾಂಡಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ "**ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸೌ ತು ಪೂರ್ವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ**" (ಆಶ್ವ. ಶ್ರೌ. ಸೂ. ೧-೧-೩) ಎಂದು ಹೇಳಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಭಾಗವಾದ "**ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ**" ಮುಂತಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಕಾಂಡಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಮವಾದ ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರೇ, ಎಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ—"**ಆಗ್ನಾವೈಷ್ಣವಂ ಪುರೋಡಾಶಂ ನಿರ್ವಪಂತಿ ದೀಕ್ಷಣೀಯಮೇಕಾದಶಕಪಾಲಂ**" (ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೧) ಎಂದು ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು.

In all cases where a recitation of the whole mantra portion is commanded, the traditional order must be rigidly followed.

Now Asvalayana's purpose is, by reference to Scripture, indicatory marks, direct statements and the like, to set out the special applications of individual texts. The fact that he does not follow the order in which the texts stand in the Sanhita should present no difficulty.

In the case of the Yajur Veda, on the other hand, the hymns in the sacred text stand already in the order of the performance of the sacrifice,—an order which is accordingly followed by Apastamba and other authors of Kalpa Sutras.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಮಂತ್ರಕಾಂಡವು (ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಹಿತೆಯು) ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಮವೇ ಹೊರತು ಯಾಗಾನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು—**ಯತ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀಯೀತೈಕಾಮಪ್ಯೃಚಂ ಯಜುಃ ಸಾಮ ವಾ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಇತಿ** ॥ (ತೈ. ಆ. ೨-೧೦-೬) "ತನ್ನ ಸ್ವಶಾಖೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು-ಆದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವೇದಗಳ ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು" ಎಂದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ, ಯಜುರ್ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಸಾಮಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಜಪಮಾಡಬೇಕಾದ ವಾಚಸ್ತೋಮವೆಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನುತಿಳಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಶ್ವಿನಯಾಗವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ—"**ಸೂರ್ಯೋ ನೋದಯೋದಪಿ ಸರ್ವಾ ದಾಶತಯೀರನುಬ್ರೂಯಾತ್**"—ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಶತಯೀ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ—**ರಿಚ್ಯತ ಇವ ವಾ ಏಷ ಪ್ರೇವ ರಿಚ್ಯತೇ ಯೋ ಯಾಜಯತಿ ಪ್ರತಿ ವಾ ಗೃಹ್ಣಾತಿ, ಯಾಜಯಿತ್ವಾ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ವಾನಶ್ನನ್ ತ್ರಿಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ವೇದಮಧೀಯೀತ** । (ತೈ. ಆ. ೨-೧೬)—ಯಾವ ಪುರುಷನು ಆಪತ್ಸಮಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದ್ರವ್ಯಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವನೋ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನೋ ಅಂತಹ ಪುರುಷನನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತರೂ ನಿಂದಿಸುವರು ಅವನು ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೋಜನರಹಿತನಾಗಿ ಎಂದರೆ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಶಾಖೆಯಾದ ವೇದವನ್ನು ಮೂರಾವರ್ತಿ ಜಪಮಾಡಬೇಕು-ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದರೂ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪವಾಗಿ ವೇದಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗಕ್ರಮವನ್ನು ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗ, ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಕಾಂಡಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

It is true that the brahmana of the Rig Veda begins with the dikshaniya rite. But that rite is merely a modification of the New and Full Moon sacrifice to which it makes constant reference. So that Asvalayana did well to begin his exposition with his latter rite.

It has thus been shown that the second Anga, the Kalpa Sutra, stating as it does the application of the various texts, is useful in teaching the performance of the sacrifice.

You will say, Let Asvalayana, if he pleases, give the application of the Samidheni verses 'pra vo vajah' and the like. But what does he mean by giving the application of such

ಇಷೇ ತ್ವಾ ಮೊದಲಾದ ಯಜುರ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆಪಸ್ತಂಬಾದಿಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಕ್ರಮವಿರುವುದರಿಂದ ಜಪಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ.

ಆಶ್ವಲಾಯನರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯಾಗವಿಚಾರವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದಾರೆ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟಿಯು ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸದ ವಿಕೃತಿರೂಪವಾದುದರಿಂದಲೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ವಿಕೃತಿಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವಿಹಿತವಾದುದರಿಂದಲೂ ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಮೊದಲು ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. (ಪ್ರಕೃತಿವಿಕೃತಿಯಾಗಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೇವೆ.) ಆದುದರಿಂದ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಾಗಾನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಉಪಕಾರಮಾಡುವುವು.

ಹಾಗಾದರೆ, **" ಪ್ರ ವೋ ವಾಜಾ "** ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಿಧೇನಿಗಳೆಂಬ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ (ಸಾಮಿಧೇನಿಯೆಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳು.) ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದೇನೋ ಸರಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ **" ನಮಃ ಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ "** (ಆಶ್ವ. ಸೂ. ೧-೨) ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಅನಾಮ್ನಾತ ಎಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶಾಖಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ನ್ಯಾಯವೆಂದರೆ—ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ವೇದದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳೂ ಸಹ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದಾಯಿತು.

---

verses as, for example, 'namah pravaktre,' which are no part of the revealed text of the Rig-Veda at all? He is not in fault. He does well, &c.

This is not a fault. All the texts that bear on a particular sacrifice should, in accordance with the 'gunopasanhara' nyaya, be given, in whatever Sakha they are found. Logicians say that each rite rests on all the Sakhas; therefore Kalpa like Siksha must be attended to.

ವ್ಯಾಕರಣಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣನಿರ್ದೇಶಮುಖೇನ ಪ್ರಯೋಜನವಿಶೇಷಾಣಾಂ
ವರರುಚಿಪತಂಜಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತದಿಶಾ ಸಮ್ಯಗ್ವಿವಿಚ್ಯ ವಿಸ್ತರಶಃ
ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ॥

ವ್ಯಾಕರಣಮಪಿ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಾದ್ಯುಪದೇಶೇನ ಪದಸ್ವರೂಪತದರ್ಥನಿಶ್ಚಯಾಯೋಪಯುಜ್ಯತೇ । ತಥಾ ಚೈಂದ್ರವಾಯವಗ್ರಹಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ವಾಗ್ವೈ ಪರಾಚ್ಯವ್ಯಾಕೃತಾವದತ್ತೇ ದೇವಾ ಇಂದ್ರಮಬ್ರುವನ್ನಿಮಾಂ ನೋ ವಾಚಂ ವ್ಯಾಕುರ್ವೀತಿ । ಸೋಽಬ್ರವೀದ್ವರಂ ವೃಣೈ ಮಹ್ಯಂ ಚೈವೈಷ ವಾಯವೇ ಚ ಸಹ ಗೃಹ್ಯಾತಾ ಇತಿ ತಸ್ಮಾದೈಂದ್ರವಾಯವಃ ಸಹ ಗೃಹ್ಯತೇ । ತಾಮಿಂದ್ರೋ ಮಧ್ಯತೋಽವಕ್ರಮ್ಯ ವ್ಯಾಕರೋತ್ । ತಸ್ಮಾದಿಯಂ ವ್ಯಾಕೃತಾ ವಾಗುದ್ಯತೇ (ತೈ. ಸಂ. ೬-೪-೭-೩) ಇತಿ । ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಮಿತ್ಯಾದಿವಾಕ್ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಪರಾಚೀ ಸಮುದ್ರಾದಿಧ್ವನಿವದೇಕಾತ್ಮಿಕಾ ಸತಿ ಅವ್ಯಾಕೃತಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪದಂ ವಾಕ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿವಿಭಾಗಕಾರಿಗ್ರಂಥರಹಿತಾಸೀತ್ । ತದಾನೀಂ ದೇವೈಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಇಂದ್ರ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪಾತ್ರೇ ವಾಯೋಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಚ ಸೋಮರಸಗ್ರಹಣರೂಪೇಣ ವರೇಣ ತುಷ್ಟಸ್ತಾಮಖಂಡಾಂ ವಾಚಂ ಮಧ್ಯೇ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಾದಿವಿಭಾಗಂ ಸರ್ವತ್ರಾಕರೋತ್ । ತಸ್ಮಾದಿಯಂ ವಾಗಿದಾನೀಮಪಿ ಪಾಣಿನ್ಯಾದಿಮಹರ್ಷಿಭಿರ್ವ್ಯಾಕೃತಾ ಸರ್ವೈಃ ಪಠ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ತಸ್ಯೈತಸ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಶೇಷೋ ವರರುಚಿನಾ ವಾರ್ತಿಕೇ ದರ್ಶಿತಃ । ರಕ್ಷೋಹಾಗಮಲಘ್ವಸಂದೇಹಾಃ ಪ್ರಯೋಜನಮಿತಿ । ಏತಾನಿ ರಕ್ಷಾದಿಪ್ರಯೋಜನಾನಿ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಾಣಿ ಚ ಮಹಾಭಾಷ್ಯೇ ಪತಂಜಲಿನಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತಾನಿ । ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ವೇದಾನಾಮಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ । ಲೋಪಾಗಮವರ್ಣವಿಕಾರಜ್ಞೋ ಹಿ ಸಮ್ಯಗ್ವೇದಾನ್ಪರಿಪಾಲಯಿಷ್ಯತಿ ವೇದಾರ್ಥಂ ಚಾಧ್ಯವಸ್ಯತಿ । ಊಹಃ ಖಲ್ವಪಿ । ನ ಸರ್ವೈರ್ಲಿಂಗೈರ್ನ ಸರ್ವಾಭಿರ್ವಿಭಕ್ತಿಭಿರ್ವೇದೇ ಮಂತ್ರಾ ನಿಗದಿತಾಃ । ತೇ ಚಾವಶ್ಯಂ ಯಜ್ಞಗತೇನ ಯಥಾಯಥಂ ವಿಪರಿಣಮಯಿತವ್ಯಾಃ । ತಾನ್ನಾವೈಯಾಕರಣಃ ಶಕ್ನೋತಿ ವಿಪರಿಣಮಯಿತುಂ । ತಸ್ಮಾದಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ । ಆಗಮಃ ಖಲ್ವಪಿ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ನಿಷ್ಕಾರಣೋ ಧರ್ಮಃ ಷಡಂಗೋ ವೇದೋಽಧ್ಯೇಯೋ

Next, Grammar is of use in determining the form and the meaning of words from the instruction it gives as to roots, suffixes and the like. The 'Aindravayavagraha brahmana' gives the following inspired account of this: "In old days Speech was indiscrete. The gods came to Indra, and said, Separate Speech for us into its parts. He said, Give me and Vayu a boon, let us take it together. Therefore, the Aindravayava is taken together. Then Indra took Speech by the middle, and divided it into its parts. And that is the origin of Speech divided into parts (vyakrita)."

ಜ್ಞೇಯಶ್ಚೇತಿ । ಪ್ರಧಾನಂ ಚ ಷಟ್ಸ್ವಂಗೇಷು ವ್ಯಾಕರಣಂ । ಪ್ರಧಾನೇ ಚ ಕೃತೋ ಯತ್ನಃ ಫಲವಾನ್ಭವತಿ । ಲಘ್ವರ್ಥಂ ಚಾಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ । ಬೃಹಸ್ಪತಿರಿಂದ್ರಾಯ ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರತಿಪದೋಕ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಶಬ್ದಪಾರಾಯಣಂ ಪ್ರೋವಾಚ ನಾಂತಂ ಜಗಾಮ। ಬೃಹಸ್ಪತಿಶ್ಚ ವಕ್ತಾ। ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಧ್ಯೇತಾ । ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಮಧ್ಯಯನಕಾಲಃ । ಅಂತಂ ಚ ನ ಜಗಾಮ । ಅದ್ಯ ತು ಪುನರ್ಯದಿ ಪರಮಾಯುರ್ಭವತಿ ಸ-ವರ್ಷಶತಂ ಜೀವತಿ। ತತ್ರ ಕುತಃ ಪ್ರತಿಪದಪಾಠೇನ ಸಕಲಪದಾವಗಮಃ। ಕುತಸ್ತರಾಂ ಪ್ರಯೋಗೇಣ। ಅಸಂದೇಹಾರ್ಥಂ ಚಾಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ। ಯಾಜ್ಞಿಕಾಃ ಪಠಂತಿ । ಸ್ಥೂಲಪೃಷತೀಮಾಗ್ನಿವಾರುಣೀಮನಡ್ವಾಹೀಮಾಲಭೇತೇತಿ । ತತ್ರ ನ ಜ್ಞಾಯತೇ ಕಿಂ ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಪೃಷಂತಿ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಸ್ಥೂಲಪೃಷತೀ ಕಿಂವಾ ಸ್ಥೂಲಾ ಚಾಸೌ ಪೃಷತೀ ಚ ಸ್ಥೂಲಪೃಷತೀತಿ । ತಾಂ ನಾವೈಯಾಕರಣಃ ಸ್ವರತೋಽಧ್ಯವಸ್ಯತಿ । ಯದಿ ಸಮಾಸಾಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ ತದಾ ಕರ್ಮಧಾರಯಃ । ಅಥ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ । ತತೋ ಬಹುವ್ರೀಹಿರಿತಿ । ಇಮಾನಿ ಚ ಭೂಯಃ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾನಿ । ತೇಽಸುರಾಃ । ದುಷ್ಟಃ ಶಬ್ದಃ । ಯದಧೀತಂ । ಯಸ್ತು ಪ್ರಯುಂಕ್ತೇ । ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ । ವಿಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ । ಯೋ ವಾ ಇಮಾಂ । ಚತ್ವಾರಿ । ಉತ ತ್ವಃ । ಸಕ್ತುಮಿವ। ಸಾರಸ್ವತೀಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ । ಸುದೇವೋ ಅಸಿ ವರುಣೇತಿ । ತೇಽಸುರಾಃ । ತೇಽಸುರಾ ಹೇಽಲಯೋ ಹೇಽಲಯ ಇತಿ ಕುರ್ವಂತಃ ಪರಾಬಭೂವುಃ । ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ನ ಮ್ಲೇಚ್ಛಿತವೈ ನಾಪಭಾಷಿತವೈ । ಮ್ಲೇಚ್ಛೋ ಹ ವಾ ಏಷ ಯದಪಶಬ್ದಃ । ಮ್ಲೇಚ್ಛಾ ಮಾ ಭೂಮೇತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ । ದುಷ್ಟಃ ಶಬ್ದಃ । ದುಷ್ಟಃ ಶಬ್ದಃ ಸ್ವರತೋ ವರ್ಣತೋ ವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ನ ತಮರ್ಥಮಾಹ । ಸ ವಾಗ್ವಜ್ರೋ ಯಜಮಾನಂ ಹಿನಸ್ತಿ ಯಥೇಂದ್ರಶತ್ರುಃ ಸ್ವರತೋಽಪರಾಧಾದಿತಿ । ದುಷ್ಟಾಞ್ಛಬ್ದಾನ್ಮಾ ಪ್ರಯುಕ್ಷ್ಮಹೀತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ । ಯದಧೀತಂ

The meaning of this is as follows: In old days a text like 'agnim ile purohitam' was an indiscrete sound like the roar of the sea. And there was no book to help to distinguish in it between roots, affixes, words and sentences. Then Indra, at the request of the gods, being propitiated by a boon in the form of an offering of soma poured into one vessel for him and Vayu, divided Speech in the middle, and established the divisions between roots, affixes and the like. And that is why all can now recite Speech as it has been analysed by Panini and other great sages.

The special use of this analysis of words, or Grammar, is shewn by Vararuchi in the Vartika, 'rakshohagamalaghvasamdehah prayojanam.' These and other uses are explained in the Mahabhashya by Patanjali as follows :—

ಯಥಧೀತಮವಿಜ್ಞಾತಂ ನಿಗದೇನೈವ ಶಬ್ದ್ಯತೇ । ಅನಗ್ನಾವಿವ
ಶುಷ್ಕೈಧೋ ನ ತಜ್ಜ್ವಲತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ । ಅವಿಜ್ಞಾತಮನರ್ಥಕಂ
ಮಾಧಿಗೀಷ್ಮಹೀತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ । ಯಸ್ತು ಪ್ರಯುಂಕ್ತೇ ।
ಯಸ್ತು ಪ್ರಯುಂಕ್ತೇ ಕುಶಲೋ ವಿಶೇಷೇ ಶಬ್ದಾನ್ಯಥಾವದ್ವ್ಯವಹಾರ-
ಕಾಲೇ । ಸೋಽನಂತಮಾಪ್ನೋತಿ ಜಯಂ ಪರತ್ರ ವಾಗ್ಯೋಗವಿದ್ದುಷ್ಯತಿ
ಚಾಪಶಬ್ದೈಃ । ಕಃ। ವಾಗ್ಯೋಗವಿದೇವ। ಯೋ ಹಿ ಶಬ್ದಾಞ್ಜಾನಾತಿ ಅ-
ಪಶಬ್ದಾನಪ್ಯಸೌ ಜಾನಾತಿ । ಯಥೈವ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನೇ ಧರ್ಮ ಏವಮಪ-
ಶಬ್ದಜ್ಞಾನೇಽಪ್ಯಧರ್ಮಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ಅಥವಾ ಭೂಯಾನಧರ್ಮಃ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ಭೂಯಾಂಸೋ ಹ್ಯಪಶಬ್ದಾ ಅಲ್ಪೀಯಾಂಸಃ ಶಬ್ದಾಃ ।
ಏಕೈಕಸ್ಯ ಹಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಬಹವೋಽಪಭ್ರಂಶಾಃ । ಯಥಾ ಗೌರಿತ್ಯೇತಸ್ಯ
ಶಬ್ದಸ್ಯ ಗಾವೀ ಗೋಣೀ ಗೋಪೋತಲಿಕೇತ್ಯೇವಮಾದಯಃ । ಅಥ
ಯೋಽವಾಗ್ಯೋಗವಿದಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಯ ಶರಣಂ ॥ ವಿಷಮ ಉಪನ್ಯಾಸಃ ।
ನಾತ್ಯಂತಾಯಾಜ್ಞಾನಂ ಶರಣಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ॥ ಯೋ ಹ್ಯಜಾನನ್ವೈ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಹನ್ಯಾತ್ಸುರಾಂ ವಾ ಪಿಬೇತ್ಸೋಽಪಿ ಮನ್ಯೇ ಪತಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಕಃ । ಅವಾಗ್ಯೋಗವಿದೇವ । ಅಥ ಯೋ ವಾಗ್ಯೋಗ-
ವಿಜ್ಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಯ ಶರಣಂ ॥ ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ। ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿವಾದೇ
ನಾಮ್ನೋ ಯೇ ನ ಪ್ಲುತಿಂ ವಿದುಃ । ಕಾಮಂ ತೇಷು ತು ವಿಪ್ರೋಷ್ಯ
ಸ್ತ್ರೀಷ್ವಿವಾಯಮಹಂ ವದೇದಿತಿ । ಸ್ತ್ರೀವನ್ಮಾ ಭೂಮೇತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ
ವ್ಯಾಕರಣಂ ॥ ವಿಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ॥ ವಿಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ । ಯಾಜ್ಞಿಕಾಃ
ಪಠಂತಿ । ಪ್ರಯಾಜಾಃ ಸವಿಭಕ್ತಿಕಾಃ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಇತಿ । ನ ಚಾಂತರೇಣ
ವ್ಯಾಕರಣಂ ಪ್ರಯಾಜಾಃ ಸವಿಭಕ್ತಿಕಾಃ ಶಕ್ಯಾಃ ಕರ್ತುಂ । ತಸ್ಮಾದ-
ಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ । ಯೋ ವಾ ಇಮಾಂ । ಯೋ ವಾ ಇಮಾಂ
ಪದಶಃ ಸ್ವರಶೋಽಕ್ಷರಶೋ ವರ್ಣಶೋ ವಾಚಂ ವಿದಧಾತಿ ಸ ಆರ್ತ್ವಿ-
ಜೀನೋ ಭವತಿ । ಆರ್ತ್ವಿಜೀನಾಃ ಸ್ಯಾಮೇತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ॥
ಚತ್ವಾರಿ । ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇ ಸಪ್ತ

"Grammar should, in the first place, be studied for the protection of the Vedas. Only he who knows the laws under which letters are dropped, or added, or modified, will be able adequately to guard the Vedas. and to understand their meaning.

"Uha comes next. The texts are not given in the Veda in all the required genders and cases. They must needs be altered when used at the sacrifice, to suit the particular occasion. No one ignorant of Grammar can make the necessary alterations. Grammar should therefore be studied for this reason also.

"Scripture comes next, There is the text 'A brahmin should learn and understand disinterested virtue in the shape of the Veda with six Angas.' Among the six Angas Grammar is important. Effort spent on what comes first must be fruitful.

ಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ । ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷಭೋ ರೋರವೀತಿ ಮಹೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾ೦ ಆವಿವೇಶ (ಋ.ಸಂ. ೪-೫೮-೩) ಇತಿ । ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ಚತ್ವಾರಿ ಪದಜಾತಾನಿ ನಾಮಾಖ್ಯಾತೋಪಸರ್ಗನಿಪಾತಾಶ್ಚ । ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾಃ ತ್ರಯಃ ಕಾಲಾ ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನಾಃ । ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇ ಸುಪಸ್ತಿಙಶ್ಚ । ಸಪ್ತ ಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಯಃ ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧಃ ತ್ರಿಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ಬದ್ಧ ಉರಸಿ ಕಂಠೇ ಶಿರಸಿ ಚ । ವೃಷಭೋ ವರ್ಷಣಾತ್ಕಾಮಾನಾಂ । ರೋರವೀತಿ । ರೌತಿಃ ಶಬ್ದಕರ್ಮಾ । ಮಹೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾ೦ ಆ ವಿವೇಶ । ಮಹತಾ ದೇವೇನ ನಸ್ಸಾತ್ಮ್ಯಂ ಯಥಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ॥ ಅಥವಾ ಚತ್ವಾರಿ । ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪರಿಮಿತಾ ಪದಾನಿ ತಾನಿ ವಿದುರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಯೇ ಮನೀಷಿಣಃ । ಗುಹಾ ತ್ರೀಣಿ ನಿಹಿತಾ ನೇಂಗಯಂತಿ ತುರೀಯಂ ವಾಚೋ ಮನುಷ್ಯಾ ವದಂತಿ (ಋ.ಸಂ. ೧-೧೬೪-೪೫) ಯೇ ಮನೀಷಿಣಃ । ಮನಸ ಈಷಿಣೋ ಮನೀಷಿಣಃ । ಗುಹಾಯಾಂ ತ್ರೀಣಿ ನಿಹಿತಾನಿ ನೇಂಗಯಂತಿ । ನ ಚೇಷ್ಟಂತೇ । ನ ನಿಮಿಷಂತಿ । ತುರೀಯಂ ವಾಚೋ ಮನುಷ್ಯಾ ವದಂತಿ । ತುರೀಯಂ ಹ ವಾ ಏತದ್ವಾಚೋ ಯನ್ಮನುಷ್ಯೇಷು ವರ್ತತೇ । ಉತ ತ್ವಃ । ಉತ ತ್ವಃ ಪಶ್ಯನ್ನ ದದರ್ಶ ವಾಚಮುತ ತ್ವಃ ಶೃಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋತ್ಯೇನಾಂ । ಉತೋ ತ್ವಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿ ಸಸ್ರೇ ಜಾಯೇವ ಪತ್ಯ ಉಶತೀ ಸುವಾಸಾಃ (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೭೧-೪) ಅಪಿ ಖಲ್ವೇಕಃ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ । ಅಪಿ ಖಲ್ವೇಕಃ ಶೃಣ್ವನ್ನಪಿ ನ ಶೃಣೋತ್ಯೇನಾಂ । ಅವಿದ್ವಾಂಸಮಾಹಾರ್ಧಂ । ತ್ವಸ್ಮೈ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿಸಸ್ರೇ । ತನುಂ ವಿವೃಣುತೇ । ಜಾಯೇವ ಪತ್ಯ ಉಶತೀ ಸುವಾಸಾಃ । ಯಥಾ ಜಾಯಾ ಪತ್ಯೇ ಕಾಮಯಮಾನಾ ಸುವಾಸಾಃ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿವೃಣುತ ಏವಂ ವಾಗ್ವಾಗ್ವಿದೇ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿವೃಣುತೇ । ವಾಙ್ನೋ ವಿವೃಣುಯಾದಿತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ॥ ಸಕ್ತುಮಿವ । ಸಕ್ತುಮಿವ ತಿತ ಉನಾ

"Next, Grammar should be studied for conciseness' sake. Brihaspati taught Indra the science of words for a thousand years of the gods, giving him one word after another. He never got to the end. Yet Brihaspati was the teacher, and Indra was the scholar, and the lesson lasted for a thousand years of the gods. And still he did not get to the end. Nowadays if a man is long-lived, he may reach a hundred years. How can he apprehend, much less learn to use rightly, all words if taught them word by word?

"Lastly, Grammar should be studied for the removal of doubts. The priests recite the text 'sthulaprishatim agnivarunim anadvahim alabheta.' Here no one but a grammarian can say how the compound 'sthulaprishati' is to be taken. He decides by the accent. If the acute accent were on the last syllabl, of the compound, the word would be a karmadharaya. As it is, the compound has the accent of its first member, and it is therefore a bahuvrihi.

ಪುನಂತೋ ಯತ್ರ ಧೀರಾ ಮನಸಾ ವಾಚಮಕ್ರತ । ಅತ್ರಾ ಸಖಾಯಃ ಸಖ್ಯಾನಿ ಜಾನತೇ ಭದ್ರೈಷಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಹಿತಾಧಿ ವಾಚಿ(ಋ.ಸಂ.೧೦-೭೦-೨) ಸಕ್ತುಃ ಸಚತೇರ್ದುರ್ಧಾವೋ ಭವತಿ । ಕಸತೇರ್ವಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿಪರೀತಸ್ಯ ವಿಕಸಿತೋ ಭವತಿ । ತಿತಉ ಪರಿಪವನಂ ಭವತಿ ತತವದ್ವಾ ತುನ್ನವದ್ವಾ । ಧೀರಾ ಧ್ಯಾನವಂತೋ ಮನಸಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇನ ವಾಚಮಕ್ರತ । ವಾಚಮಕೃಷತ । ಅತ್ರಾ ಸಖಾಯಃ ಸಖ್ಯಾನಿ ಜಾನತೇ । ಅತ್ರ ಸಖಾಯಃ ಸಖ್ಯಾನಿ ಸಂಜಾನತೇ । ಸಾಯುಜ್ಯಾನಿ ಜಾನತೇ । ಕ ಏಷ ದುರ್ಗೋ ಮಾರ್ಗ ಏಕಗಮ್ಯಃ । ವಾಗ್ವಿಷಯಃ । ಕೇ ಪುನಸ್ತೇ । ವೈಯಾಕರಣಾಃ । ಕುತ ಏತತ್ । ಭದ್ರೈಷಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಹಿತಾಧಿ ವಾಚಿ । ಏಷಾಂ ವಾಚಿ ಭದ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಹಿತಾ ಭವತಿ । ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾದ್ಭಾಸನಾತ್ಪರಿವೃಢಾ ಭವತಿ ॥ ಸಾರಸ್ವತೀಂ । ಯಾಜ್ಞಿಕಾಃ ಪಠಂತಿ । ಆಹಿತಾಗ್ನಿರಪಶಬ್ದಂ ಪ್ರಯುಂಜಾನಃ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೀಯಾಂ ಸಾರಸ್ವತೀಮಿಷ್ಟಿಂ ನಿರ್ವಪೇದಿತಿ । ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೀಯಾ ಮಾ ಭೂಮೇತ್ಯಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ॥ ದಶಮ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ । ದಶಮ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಜಾತಸ್ಯ ನಾಮ ವಿದಧ್ಯಾದ್ಘೋಷವದಾದ್ಯಂತರಂತಸ್ಥಮಭಿನಿಷ್ಠಾನಾಂತಂ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಂ ಚತುರಕ್ಷರಂ ವಾ ಕೃತಂ ನಾಮ ಕುರ್ಯಾನ್ನ ತದ್ಧಿತಮಿತಿ । ನ ಚಾಂತರೇಣ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕೃತಸ್ತದ್ಧಿತಾ ವಾ ಶಕ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾತುಂ । ತಸ್ಮಾದಧ್ಯೇಯಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ॥ ಸುದೇವೋ ಅಸಿ । ಸುದೇವೋ ಅಸಿ ವರುಣ ಯಸ್ಯ ತೇ ಸಪ್ತ ಸಿಂಧವಃ ಅನುಕ್ಷರಂತಿ ಕಾಕುದಂ ಸೂರ್ಮ್ಯಂ ಸುಷಿರಾಮಿವ (ಋ.ಸಂ. ೮-೬೯-೧೨) ಸಪ್ತ ಸಿಂಧವಃ ಸಪ್ತ ವಿಭಕ್ತಯಃ । ಕಾಕುಜ್ಜಿಹ್ವಾ । ಸಾಸ್ಮಿನ್ವಿದ್ಯತ ಇತಿ ಕಾಕುದಂ ತಾಲು । ಸೂರ್ಮಿಃ ಸ್ಥೂಲಾ ಲೋಹಪ್ರತಿಮೇತಿ ॥ ಏವಂ ಸಿದ್ಧೇ ಶಬ್ದಾರ್ಥಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿವಾರ್ತಿಕೋಕ್ತಾನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಯೋಜನಾನ್ಯನುಸಂಧೇಯಾನಿ ॥

"Moreover there are these further uses of grammar. 'Te'surah, dushtah sabdah, yad adhitam, yas tu prayunkte, avidvansaha, vibhaktim kurvanti, yo va imam, chatvari, uta tvah, saktum iva, sarasvatim. dasamyam putrasya, sudevo 'si varuna.' "

'Te'surah.

"The Asuras shouted 'helayo helayah' (he 'rayo he 'rayah) and were defeated. Therefore a brahmin should not speak the language of the barbarian, should not use bad forms. The word 'mlechchha' here is equivalent to 'apasabda.' Let us study grammar that we may not be Mlechchhas.

" Dushtah sabdha.

'A word with a wrong accent or a wrong letter is used in vain since it does not convey the same meaning: it is a spoken thuuderbolt that will destroy the sacrificer, as, for example, the word indrasatru with the accent misplaced.'

ಈಗ ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾದ ವ್ಯಾಕರಣವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವರು. ವ್ಯಾಕರಣವೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೊದಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪದಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಐಂದ್ರವಾಯವಗ್ರಹಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ—

ವಾಗ್ವೈ ಪರಾಚ್ಯವ್ಯಾಕೃತಾವದತ್ತೇ ದೇವಾ ಇಂದ್ರಮಬ್ರುವನ್ನಿಮಾಂ ನೋ ವಾಚಂ ವ್ಯಾಕುರ್ವಿತಿ ಸೋಽಬ್ರವೀದ್ವರಂ ವೃಣೈ ಮಹ್ಯಂ ಚೈವೈಷ ವಾಯವೇ ಚ ಸಹ ಗೃಹ್ಯಾತಾ ಇತಿ ತಸ್ಮಾದೈಂದ್ರವಾಯವಸ್ಸಹ ಗೃಹ್ಯತೇ ತಾಮಿಂದ್ರೋ ಮಧ್ಯತೋಽವಕ್ರಮ್ಯ ವ್ಯಾಕರೋತ್ತಸ್ಮಾದಿಯಂ ವ್ಯಾ-ಕೃತಾ ವಾಗುದ್ಯತೇ ॥ ಇತಿ ॥ (ತೈ. ಸಂ. ೬-೪-೭-೩)

ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಕು (ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು) ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ನಿಯಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಒಳಪಡದೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಇಂದ್ರನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೂ ವಾಯುವಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಹೋಮವನ್ನು (ಅವದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು) ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ವಾಯುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೋಮವನ್ನು (ಅವದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹವಿಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆಂದೂ, ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಾವರ್ತಿ ವಾಯುವಿಗೆಂದೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹೋಮವನ್ನು) ಮಾಡುವರು. ಈಗ ಅದೇ ನಿಯಮವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಆ ವೇದವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗಿನಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಕು ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಾದಿವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಡೆದುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವುದು.

“ ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ ” ಮೊದಲಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಧ್ವನಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪದ, ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ಯಾ ಕೃತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ ಇಂದ್ರನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ, ವಾಯುವೂ ಸೋಮರಸಗ್ರಹಣಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದ ವಾಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಡಿ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ವಿಭಾಗಮಾಡಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಕು ಪಾಣಿನಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಕೃತವಾಗಿ (ವ್ಯಾಕರಣನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು) ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪಠಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು.

"Let us study Grammar that we may not be guilty of using wrong forms.
" Yad adhitam.

'A text learned but not understood and so recited is like dry fuel thrown where no fire is : it will never blaze up.'

"Let us study Grammar that we may not learn the Veda without understanding its meaning.

ಇಂತಹ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುವುದನ್ನು ವರರುಚಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ತಿಕಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "**ರಕ್ಷೋಹಾಗಮಲಘ್ವಸಂದೇಹಾಃ ಪ್ರಯೋಜನಮಿತಿ**" ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ, ಊಹ, ಆಗಮ, ಲಘು, ಅಸಂದೇಹ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪತಂಜಲಿಮಹರ್ಷಿಯು ತಮ್ಮ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಾ—ವೇದಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣಾದಿಗಳಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆಯೂ ಪಾಠಭೇದಗಳು, ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಇದ್ದುದು ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಲೋಪ, ಆಗಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಣವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞನು ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು.

ಊಹಃ—ವೇದಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗಾದಿಲಿಂಗಗಳು, ವಚನಗಳು, ವಿಭಕ್ತಿಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ವಚನ, ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು.

ಆಗಮಃ—ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದ ಷಡಂಗಸಹಿತ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣವೇ ಮುಖ್ಯವು. ಪ್ರಧಾನಾಂಗವಾದ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಫಲವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು.

ಲಘು—ವೇದವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಕರಣವಿಶೇಷವನ್ನು ದೇವಮಾನರೀತ್ಯಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಕೊನೆಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ; ಕೇಳುವವನು ಇಂದ್ರ; ಹೇಳಿದ ಕಾಲವು ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ದಿವ್ಯವರ್ಷಗಳು. ಆದರೂ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಪರಮಾಯುಸ್ಸೆಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಬಹುದು. ಅದಷ್ಟ

"Yas tu prayunkte.

'He who knows how to put words together, and skilful in discriminating between them, uses them rightly on occasion, obtains endless victory in heaven: but he is injured by bad forms.'

"Who is injured? The same man, he who knows how to put words together. For he who knows what the right form are must also know what the wrong forms are. And if

ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೆಂತು? ಆದುದರಿಂದ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.

ಅಸಂದೇಹಃ—ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು—"**ಸ್ಥೂಲಪೃಷತೀಮಾಗ್ನಿವಾರುಣೀಮನಡ್ವಾಹೀಮಾಲಭೇತೇತಿ**" ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥೂಲಪೃಷತೀ ಎಂಬ ಸಮಾಸಪದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟವು. **ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಪೃಷಂತಿ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಸ್ಥೂಲಪೃಷತೀ** ಎಂದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಾ ಚಾಸೌ ಪೃಷತೀ ಚ=ಸ್ಥೂಲಪೃಷತೀ ಎಂದು ಕರ್ಮಧಾರಯಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಿಗೆ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದರೆ ಆ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾವ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವನು. ಸಮಾಸಪದವು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ಕಡೆಯ ವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕರ್ಮಧಾರಯಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ ಎಂಬ ನಿಯಮಪ್ರಕಾರ ಅದ್ಯುದಾತ್ತವಾದರೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಸವು ಕರ್ಮಧಾರಯವಾದರೇನು, ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಾದರೇನು, ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿದರೆ ಸರಿ ಎಂದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮಧಾರಯಸಮಾಸದಲ್ಲಿ **ಸ್ಥೂಲಾ, ಪೃಷತೀ** ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳೂ ಸ್ವತಂತ್ರಶಬ್ದಗಳು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಪದದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥವು ಮತ್ತೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ **ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಪೃಷಂತಿ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ** ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಾಸಪದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಮತ್ತು ಬಹುವ್ರೀಹಿಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಂಟು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ—**ತೇಽಸುರಾಃ । ದುಷ್ಟಃ ಶಬ್ದಃ । ಯದಧೀತಂ । ಯಸ್ತು ಪ್ರಯುಙ್ಕ್ತೇ । ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ । ವಿಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ । ಯೋ ವಾ ಇಮಾಂ । ಚತ್ವಾರಿ । ಉತ ತ್ವಃ । ಸಕ್ತುಮಿವ । ಸಾರಸ್ವತೀಂ । ದಶಮ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ । ಸುದೇವೋ ಅಸಿ ವರುಣೇತಿ ॥**

ತೇಽಸುರಾಃ—ತೇಽಸುರಾಃ ಎಂದರೆ ಆ ದೈತ್ಯರು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಅಪಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು **ಹೇಽಲಯಃ ಹೇಽಲಯಃ**

religious merit accrues to him from his knowledge of the right form, religious demerit must accrue to him from his knowledge of the wrong form. In fact, more demerit than merit. For wrong forms are many, right are few. Every word has many corruptions. Take the word gauh. Corrupt forms of it are gavi, goni, gopotalika, and the like. As for the man who does not know how to put words together, his ignorance is his safety.

(ಎಲ್ಯೆ ಶತ್ರುಗಳೇ) ಎಂದು ಕೂಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಲ ಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಽಲಯಃ ಹೇಽಲಯ (ಲಯಃ=ನಾಶವು) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಯ ಎಂದರೆ (ಲಯ=ನಾಶ, ಕೆಡಕು ಸೋಲು) ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಮ್ಲೇಚ್ಛನಾಗಬಾರದು. ಎಂದರೆ ಮ್ಲೇಚ್ಛರಂತೆ ಅಪಶಬ್ದವನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು. ಅಪಶಬ್ದವೇ ಮ್ಲೇಚ್ಛವು. ಇಂತಹ ಅಪಶಬ್ದವನ್ನು ನುಡಿಯದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ದುಷ್ಟಃ ಶಬ್ದಃ—ದುಷ್ಟಶಬ್ದದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೇವೆ. (552 ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿ) ಪಾಣಿನಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವುದು.

ದುಷ್ಟಃಶಬ್ದಃಸ್ವರತೋ ವರ್ಣತೋ ವಾ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಯುಕ್ತೋ ನ ತಮರ್ಥಮಾಹ ।
ಸ ವಾಗ್ವಜ್ರೋ ಯಜಮಾನಂ ಹಿನಸ್ತಿ ಯಥೇಂದ್ರಶತ್ರುಃ ಸ್ವರತೋಽಪರಾಧಾತ್ ॥
(ಪಾ. ಶಿ. ೫೨)

ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸ್ವರವಾಗಲಿ, ಅಕ್ಷರವಾಗಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದುಷ್ಟಶಬ್ದವೆನಿಸುವುದು. ಅಂತಹ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವು ಉದ್ದಿಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ದುಷ್ಟಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು, ವಜ್ರಾಯುಧವು ಶತ್ರುವನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸುವಂತೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕೆಡಕನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ **ಇಂದ್ರಶತ್ರುಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ದುಷ್ಟಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ಯದಿಧೀತಂ—ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (೧-೬-೧) ಈರೀತಿಯಿರುವುದು—
ಯದಧೀತಮವಿಜ್ಞಾತಂ ನಿಗದೇನೈವ ಶಬ್ದ್ಯತೇ ।
ಅನಗ್ನಾವಿವ ಶುಷ್ಕೈಧೋ ನ ತಜ್ಜ್ವಲತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥

ಎಂದರೆ, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ವೇದವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಪಾಠಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆ ಒಣಗಿದ ಸೌದೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉರಿಯುವುದೇ? ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ಯಸ್ತು ಪ್ರಯುಂಕ್ತೇ—ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಮಹರ್ಷಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು—

ಯಸ್ತು ಪ್ರಯುಂಕ್ತೇ ಕುಶಲೋ ವಿಶೇಷೇ
ಶಬ್ದಾನ್ಯಥಾವದ್ವ್ಯವಹಾರಕಾಲೇ ।

"This is a hard saying. Ignorance ought not to be safety. The man who slays a brahmin or who drinks wine in ignorance would, I presume, fall from caste despite his ignorance. Who then is it that is injured? The man who does not know bow to put words together, As for the man who knows his knowledge is his safety.

ಸೋಽನಂತಮಾಪ್ನೋತಿ ಜಯಂ ಪರತ್ರ
ವಾಗ್ಯೋಗವಿದ್ದುಷ್ಯತಿ ಚಾಪಶಬ್ದೈಃ ||

ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವನೋ ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತವಾದ ಜಯವನ್ನು (ಉತ್ತಮಗತಿಯನ್ನು) ಪಡೆಯುವನು. ಉತ್ತಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದರೂ ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿಯು ತಪ್ಪದು.

ಇಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ. ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೂ ಹಾನಿಯೇಕೆ ಎಂದರೆ, ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಜ್ಞನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದವಾವುದು ಕೆಟ್ಟಶಬ್ದವಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನು. ಅಂತಹ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಅಪಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾನಿಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಧರ್ಮವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆ ಅಪಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಧರ್ಮವು ಅಥವಾ ಪಾಪವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅಥವಾ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅಪಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹವನಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪಾಪವು ಬರುವುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಶಬ್ದಗಳು (ಅಪಶಬ್ದವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಶಬ್ದಗಳು) ಬಹಳ ವಿರಳ. ಅಪಶಬ್ದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವವು. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಅಪಭ್ರಂಶರೂಪಗಳಿರುವವು. ಹೇಗೆಂದರೆ—**ಗೌಃ** (ಹಸುವು) ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಗಾವೀ, ಗೋಣೀ, ಗೋಪೋತಲಿಕಾ** ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅಪಭ್ರಂಶರೂಪಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವವು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನಗೆ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಪಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನೆಪವನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವನಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪತಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಗ್ಯೋಗವನ್ನು (ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು) ತಿಳಿಯದವನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧರ್ಮವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವಾಗ್ಯೋಗವಿದನು ಎಂದರೆ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಬಲದಿಂದ ಸುಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮವೂ ಸಹ ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸುಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಧರ್ಮವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ **ಶಬ್ದ, ಅಪಶಬ್ದ**

“ Avidvansah.

'But the unlearned, who do not know that, in responding to a salutation they should protract the vowel—in approaching them he should simply say, as he would to a woman, Here am I.'

ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶಬ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ; ಅಪಶಬ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ—ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲದವನು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು ಅನೇಕಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆ, ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಯದೆ ಅಪಮಾನಕ್ಕೀಡಾಗಬೇಕಾಗುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—

ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿವಾದೇ ನಾಮ್ನೋ ಯೇ ನ ಪ್ಲುತಿಂ ವಿದುಃ ।
ಕಾಮಂ ತೇಷು ತು ವಿಪ್ರೋಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಷ್ವಿವಾಯಮಹಂ ವದೇದಿತಿ ॥

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಅಭಿವಾದನಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಟುವು ತನ್ನ ಪ್ರವರಹೇಳಿ (ಪ್ರವರವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರು) **ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ** ಎಂದು ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುವನು. ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆ ವಟುವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ **ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ದೇವದತ್ತಾ ೩ ಏಧಿ** ಎನ್ನುವನು. ವಟುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ **ತ್ತಾ** ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ೩ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲವಾದ ಪ್ಲುತದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ಲುತೋಚ್ಚಾರಣಕ್ರಮದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಮಾಡಲು ತಿಳಿಯದ ಅವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುವಾಗ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುವಂತೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ವತ್ಸಭೆ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಕರಣಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವು. ಅವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಅಂತಹ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಗೌರವಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ವಿಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ—ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು—"**ಪ್ರಯಾಜಾಃ ಸವಿಭಕ್ತಿಕಾಃ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಇತಿ**"—ಎಂದರೆ ಪ್ರಯಾಜಮಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಪ್ರಯಾಜವೆಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಮುಖ್ಯ ಆಹುತಿಮಂತ್ರಗಳು) ಹೇಳುವಾಗ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವು ಹೊಂದುವಂತೆ ತಕ್ಕ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಜಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಭಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ಯೋ ವಾ ಇಮಾಂ—ಯಾವ ಪುರುಷನು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪದಪದವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಮತ್ತು ಸ್ವರ, ವರ್ಣ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿರಾಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸಂಧಿ

'Let us study Grammar that we may not be treated like women.

"Vibhaktim kurvanti.

"The priests recite the text 'prayajah savibhaktikah karyah.'' But without Grammar this precept cannot be complied with. Let us study Grammar then for this reason.

"Yo va imam.

"He who can analyse speech, word by word, accent by accent, letter by letter. he and he only is fit to be a priest.

ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನೋ ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಮಾಡುವಾಗ, ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಂಧಿನಿಯಮ ಮುಂತಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತನೋ, ಅಂತಹ ಪುರುಷನೇ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಕಾಗಿರಲು ಅರ್ಹನು. ಅಂತಹ ಋತ್ವಿಜನಾಗಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವರವರ್ಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆವು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ—

ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ ದರ್ಶತೇಮೇ ಸೋಮಾ ಅರಂಕೃತಾಃ ।
ತೇಷಾಂ ಪಾಹಿ ಶ್ರುಧೀ ಹವಂ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧-೨-೧)

ಈ ಋಕ್ಕು ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದರೆ— **ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ ದರ್ಶತ । ಇಮೇ ಸೋಮಾ ಅರಂಕೃತಾಃ ॥** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ದರ್ಶತೇಮೇ** ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪದವಿಭಾಗಮಾಡುವಾಗ ದರ್ಶತ, ಇಮೇ ಎಂದು ಆಗುವುದು. **ತೇ** ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವು ತ+ಇ ಎಂಬ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗುವವು. ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ **ತೇ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಸ್ವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದು. **ತೇ** ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಅನುದಾತ್ತ ಸ್ವರವು ಇ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಈರೀತಿ ಪದವಿಭಾಗಮಾಡುವಾಗ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವು ಎರಡಕ್ಷರಗಳಾಗಬಹುದು. ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರವು ದೀರ್ಘವಾಗಬಹುದು (ಇಂದ್ರಾವರುಣ ವಾಮಹಂ=ಇಂದ್ರಾವರುಣಾ । ವಾಂ । ಅಹಂ ಋ. ಸಂ. ೧-೧೮-೭) ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರವು ಹ್ರಸ್ವವಾಗಬಹುದು (ಸ ಘಾ ನಃ ಸೂನುಃ=ಸಃ । ಘ । ನಃ । ಸೂನುಃ ಋ. ಸಂ. ೧–೨೭–೨). ಸ್ವರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಋತ್ವಿಜನಾದವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು.

ಚತ್ವಾರಿ— ಈ ಋಕ್ಕಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದೇವೆ (401 ನೇ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ). ಈ ಮಂತ್ರವು ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವರು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಮಹಾದೇವಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದದ ಸ್ವರೂಪವರ್ಣನೆಯೆಂದು ಕವಿಶೇಖರನಾದ ರಾಜಶೇಖರನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಯಜ್ಞಪುರುಷನ ನಿಯತಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೆಂದು ನಿರುಕ್ತಿಕಾರರಾದ ಯಾಸ್ಕರು ಹೇಳಿರುವರು (ನಿ. ೧೩-೭) ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಂತ್ರವಿರುವ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಅಪ (ನೀರು) ಗೋವುಗಳು ಘೃತ (ತುಪ್ಪ) ಎಂಬ ಐದು ಮಂದಿ ದೇವತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಐದು ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿರುಕ್ತಕಾರರ ಮತವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಯಜ್ಞಾ

"Let us study Grammar that we may be fit to be priests.

" Chatvari.

'With four horns, three feet, two heads, seven hands in Bull, penned up in three places roars mightily; a great god has entered mortals.'

ತ್ಮಕನಾದ ಅಗ್ನಿಯೇ ಪ್ರಧಾನದೇವತೆಯೆಂದೂ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಈ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಅದರಂತೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿದವರು) ಈ ಮಂತ್ರವು ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ ।
ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ವೃಷಭೋ ರೋರವೀತಿ ಮಹೋ ದೇವೋ ಮರ್ತ್ಯಾಁ ಆವಿವೇಶ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೪-೫೮-೩)

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಋಕ್ಕಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು—

ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ—ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರರೀತಿಯಿಂದ ನಾಮ, ಆಖ್ಯಾತ, ಉಪಸರ್ಗ, ನಿಪಾತಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕುವಿಧವಾದ ಪದಸಮೂಹಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬುಗಳು.

ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾಃ—ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್, ವರ್ತಮಾನವೆಂಬ ಮೂರು ಕಾಲಗಳೇ ಮೂರು ಪಾದಗಳು.

ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೇ—ಸುಪ್ತಿಙಂತಪದಗಳು ಎಂದರೆ ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೆಂಬ ಎರಡುವಿಧ ಶಬ್ದಗಳೇ ಎರಡು ತಲೆಗಳು.

ಸಪ್ತ ಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ—ಪ್ರಥಮಾ, ದ್ವಿತೀಯಾ, ತೃತೀಯಾ, ಚತುರ್ಥೀ, ಪಂಚಮೀ, ಷಷ್ಠೀ, ಸಪ್ತಮೀ ಎಂಬ ಏಳು ವಿಭಕ್ತಿಗಳೇ ಏಳು ಹಸ್ತಗಳು.

ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧಃ—ವರ್ಣಸ್ವರಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಎದೆ, ಕಂಠ, ಶಿರಸ್ಸು ಎಂಬ ಮೂರುಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

ವೃಷಭಃ—ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಬಲ್ಲವನಾದುದರಿಂದ ವೃಷಭವೆಂದು ಹೆಸರು.

ರೋರವೀತಿ—ಶಬ್ದಮಾಡುವುದರಿಂದ (ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಯೇ ಇವನ ಕರ್ಮವು) ರೋರವೀತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು.

ಮಹೋ ದೇವಃ—ದೊಡ್ಡವನಾದ (ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾದ) ದೇವರು.

ಮರ್ತ್ಯಾನ್—ಮನುಷ್ಯರನ್ನು.

ಆವಿವೇಶ—ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು, ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಆ ದೇವನೊಡನೆ ನಮಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ (ಐಕ್ಯ) ವುಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

"The four horns are the four kinds of words,—the noun, the verb, the preposition, and the particle;—the three hands are the three times; the two heads are the nominal and verbal terminations: the seven hands are the seven cases; the three times in which the Bull is penned are the breast, the throat and the head. He is called here a Bull (vrishabha), because he rains down (varshana) blessings. 'Roraviti,' from the root 'rau' to make a noise. A great god has entered mortals. Let us study grammar that we may attain to union with this great god.

ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ **ಚತ್ವಾರಿ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು—

ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪರಿಮಿತಾ ಪದಾನಿ ತಾನಿ ವಿದುರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಯೇ ಮನೀಷಿಣಃ ।
ಗುಹಾ ತ್ರೀಣಿ ನಿಹಿತಾ ನೇಂಗಯಂತಿ ತುರೀಯಂ ವಾಚೋ ಮನುಷ್ಯಾ ವದಂತಿ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧-೧೬೪.೪೫)

ಈ ಋಕ್ಕಿಗೂ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ನಿರುಕ್ತಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ-ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು **ಚತ್ವಾರಿ ಪದಾನಿ** ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ—

ಓಂಕಾರೋ ಮಹಾವ್ಯಾಹೃತಯಶ್ಚೇತ್ಯಾರ್ಷಂ । ನಾಮಾಖ್ಯಾತೇ ಚೋಪಸರ್ಗನಿಪಾತಾಶ್ಚೇತಿ ವೈಯಾಕರಣಾಃ । ಮಂತ್ರಃ ಕಲ್ಪೋ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಚತುರ್ಥೀ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೀತಿ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಃ । ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಚತುರ್ಥೀ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೀತಿ ನೈರುಕ್ತಾಃ । ಸರ್ಪಾಣಾಂ ವಾಕ್, ವಯಸಾಂ ಕ್ಷುದ್ರಸ್ಯ ಸರೀಸೃಪಸ್ಯ ಚತುರ್ಥೀ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೀತ್ಯೇಕೇ (ಅಧಿಭೂತವಿದಃ) । ಪಶುಷು ತೂಣವೇಷು ಮೃಗೇ ಷ್ವಾತ್ಮನಿ ಚೇತ್ಯಾತ್ಮಪ್ರವಾದಾಃ ॥

ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ವಾಕ್ಸಮೂಹವೆಂದರೆ—ಓಂಕಾರ (ಪ್ರಣವ) ಭೂಃ, ಭುವಃ, ಸುವಃ ಎಂಬ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳೂ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವೆಂದು ಋಷಿಗಳ ಮತವು; ನಾಮ, ಆಖ್ಯಾತ, ಉಪಸರ್ಗ, ನಿಪಾತ ಎಂದು ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮತವು; ಮಂತ್ರ, ಕಲ್ಪ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕರ್ತೃಗಳ ಮತವು; ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಎಂದು ನಿರುಕ್ತಕಾರರ ಮತವು; ಸರ್ಪ, ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿಗಳ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು; ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗ, ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಆತ್ಮಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮತವು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು.

ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿದು—ಶಬ್ದಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಶಬ್ದಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಚಲಿಸದೇ ಇವೆ ಎಂದರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗವಾದ ಶಬ್ದಜಾಲವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತುಗಳೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಷಿಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಮನಸ ಈಷಿಣೋ ಮನೀಷಿಣಃ** ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ತಿಳಿದು

"Or this verse may be quoted under the heading *Chatvari*.

'There be four divisions of speech: brahmins who are wise know all four: but three lie hid in their secret place and do not move; the fourth part of speech men speak.'

"'Manishinah' means 'manasa ishinah.' 'Guha' is a vedic form for 'guhayam' as is also 'nihita' for 'nihitani.' 'Turiyam vacho manushya vadanti,' that is, it is the fourth part of speech only that is current among men.

ಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾದವರು ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದರ್ಥವು. ಗುಹಾ ಎಂದರೆ ಗುಹಾಯಾಂ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥವು. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ವೇದದಲ್ಲಿ **ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಸು** ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು.

ಉತ ತ್ವಃ—

ಉತ ತ್ವಃ ಪಶ್ಯನ್ನ ದದರ್ಶ ವಾಚಮುತ ತ್ವಃ ಶೃಣ್ವನ್ನ ಶೃಣೋತ್ಯೇನಾಂ ।
ಉತೋ ತ್ವಸ್ಮೈ ತನ್ವಂ ವಿ ಸಸ್ರೇ ಜಾಯೇವ ಪತ್ಯ ಉಶತೀ ಸುವಾಸಾಃ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೭೧-೪)

ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡಿದರೂ ನೋಡದಂತೆ ಇರುವನು; ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳದಂತೆ ಇರುವನು. ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಮಾಡುತ್ತಿರುವನೇ ಹೊರತು ಅದರ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲದವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು. ವಿದ್ವಾಂಸನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು—ಪತ್ನಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತೆಯಾಗಿ ಸಂಭೋಗೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪತಿಯು ಅತ್ಯಾದರದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆದರದಿಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವಂತೆ ವೇದಗಳು (ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳು) ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತನುವನ್ನು (ಶರೀರವನ್ನು) ಅರ್ಪಿಸುವವು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಗೂಡಾರ್ಥವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವವು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಶಬ್ದಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೇವೆ. (528 ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.) ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು.

ಸಕ್ತುಮಿವ—

ಸಕ್ತುಮಿವ ತಿತಉನಾ ಪುನಂತೋ ಯತ್ರ ಧೀರಾ ಮನಸಾ ವಾಚಮಕ್ರತ ।
ಅತ್ರಾ ಸಖಾಯಃ ಸಖ್ಯಾನಿ ಜಾನತೇ ಭದ್ರೈಷಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಹಿತಾಧಿ ವಾಚಿ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧೦–೭೧-೨)

ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ನಿರುಕ್ತದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವರು. ಧಾನ್ಯವನ್ನು (ಹಿಟ್ಟನ್ನು) ಮೊರದಲ್ಲಿ ಕೇರಿ ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ಧೀರರಾದವರು (ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿದವರು) ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಾಕ್ಕನ್ನು ಶೋಧಿಸುವರು (ಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ

" Uta tvah.

'One seeing does not see Speech : one hearing does not hear her ; to one she unfolds her form as a loving wife shows herself to her husband in fair garments.'

" 'Moreover, one seeing does not see, and hearing does not hear her.' This half of the verse refers to the ignorant man. But to one she unfolds, that is, reveals her form,

ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವರು). ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ವಾಕ್ಕಿನೊಡನೆ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಸುವರು (ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವರು). ಅವರು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಂಗಳವು ನೆಲಸಿರುವುದು (ಅವರಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುವವು.)

ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಮಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಲ್ಲಿ **ಸಕ್ತುಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು **ಸಚತಿ, ಕಸತಿ,** ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವರು. **ಸಚತಿ**ಯಿಂದ ಆದರೆ **ದುರ್ಧಾವ**-ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದುದು ಎಂದಾಗುವುದು. **ಕಸತಿ**ಯಿಂದ ಆದರೆ **ಕಸತಿಯು ಸಕತಿ** ಎಂದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವು ವಿಕಸಿತವು ಎಂದರೆ ಅರಳುವುದು ಎಂದಾಗುವುದು.

ತಿತಉನಾ— ಹರಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೇರುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ **ಮೊರ.**

ಧೀರಾಃ—(ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಲ್ಲವರು.

ವಾಚಮಕ್ರತ—ವಾಚಮಕೃಷತ ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯದ ರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವರು (ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪದಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣಸಹಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು).

ಅತ್ರಾ ಸಖಾಯಃ ಸಖ್ಯಾನಿ ಜಾನತೇ— ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು ಗೆಳೆತನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು. ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ವಾಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರು ಎಂದರ್ಥವು.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಆ ಮಾರ್ಗವಾವುದು ಎಂದರೆ ವಾಗ್ವಿಷಯವೆಂಬ (ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರ) ಮಾರ್ಗವು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರಾರು? ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಏತಕ್ಕಾಗಿ?

ಭದ್ರೈಷಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಹಿತಾಧಿ ವಾಚಿ—ಏಷಾಂ ವಾಚಿ ಭದ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಹಿತಾ ಭವತಿ। ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾದ್ಭಾಸನಾನ್ನಾತ್ಪರಿವೃಢಾ ಭವತಿ— ಎಂದರೆ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು (ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು) ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೆಲಸಿರುವಳು.

'as a loving wife shows herself in fair garments to her husband.' As a wife full of love for her husband puts on her fair attire and shows herself to him, so Speech reveals herself to the wise. Let us study Grammar that Speech may reveal herself to us.

"Saktum iva.

'Where wise men draw speech hither and thither in their mind, purifying it as men purify grain with a winnowing basket—there friends learn what friendship is: a gracious fortune is upon their words.'

"The word 'saktu' here derived from 'sachati': it means 'hard to purify.' Or we may take it from 'kasati,' become by transposition 'sakati.' In that case it would mean

ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದು—ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆಡೆಗೊಡದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಆಡಲು ಶಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಮಾಧುರ್ಯವೂ, ಕಳೆಯೂ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು.

ಸಾರಸ್ವತೀಂ—ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಈರೀತಿ ಹೇಳುವರು—

ಆಹಿತಾಗ್ನಿರಪಶಬ್ದಂ ಪ್ರಯುಂಜಾನಃ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೀಯಾಂ ಸಾರಸ್ವತೀಮಿಷ್ಟಿಂ ನಿರ್ವಪೇದಿತಿ ॥

ಎಂದರೆ ಆಹಿತಾಗ್ನಿಯಾದವನು (ಆಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸದಾ ಇಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವವನು) ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಮಾದವಶದಿಂದ ಅಪಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಸ್ವತೀ ಎಂಬ ಇಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ದಶಮ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ—ಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ನಾಮಕರಣಮಾಡಿ ಹೆಸರಿಡುವುದು ರೂಢಿಯಷ್ಟೆ. ಆರೀತಿ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷವತ್ತಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂದರೆ ಯ, ರ, ಲ, ವ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆಯೂ, ವಿಸರ್ಗವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಹೆಸರು ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಕೃದಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ತದ್ಧಿತಾಂತವಾಗಿರಬಾರದು. ಈರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಶಬ್ದವು ಕೃದಂತ, ಈ ಶಬ್ದವು ತದ್ಧಿತಾಂತ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

---

blooming. 'Titau' is a winnowing basket. Something stretched, (tata) or struck (tunna) as it were. 'Dhira' means wise or thoughtfeul. 'Manasa,' that is, by their intellect. 'Vacham akrata,' that is, drew it hither and thither. 'Here friends learn what friendship is.' They learn the uses of companionship. What is this difficult road? It is.

Who are meant by 'they' here?. Grammarians. Why? 'A, gracious fortune is upon their words.'

" Sarasvatim.

"If he whose fire has been lit uses a bad form, he must perform the expiatory Sarasvati rite."

Let us study Grammar that we may not have to perform expiatory rites.

" Dasamyam putrasya.

"Le him name the boy on the tenth day after his birth. He must make the name of the sonants, with y, r, l or v in the beginning or middle, and the visarga at the end, of two syllables or four, a krit, and not ending in a taddhita.' But without a knowledge of

ಸುದೇವೋ ಅಸಿ—ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಋಕ್ಕಿರುವುದು—

ಸುದೇವೋ ಅಸಿ ವರುಣ ಯಸ್ಯ ತೇ ಸಪ್ತ ಸಿಂಧವಃ ।
ಅನುಕ್ಷರಂತಿ ಕಾಕುದಂ ಸೂರ್ಮ್ಯಂ ಸುಷಿರಾಮಿವ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೮-೬೯-೧೨)

ಇದರ ಅರ್ಥವಿದು—ಎಲೈ ವರುಣನೇ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ದೇವತೆಯು. ಲೋಹದ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನಿಂದ ಏಳು ನದಿಗಳು ಹೊರಟುಬರುವವು, ಎಂದು.

ಇಲ್ಲಿ **ಸಪ್ತಸಿಂಧವಃ**—ಏಳು ನದಿಗಳು ಎಂದರೆ ಏಳು ವಿಭಕ್ತಿಗಳು. **ಕಾಕುತ್-ಜಿಹ್ವಾ** ಎಂದರೆ ನಾಲಗೆಯು. ಅದಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಎಂದರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಲು ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವು. **ಸೂರ್ಮಿಃ—ಸ್ಥೂಲಾ ಲೋಹಪ್ರತಿಮಾ** ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಲೋಹಪ್ರತಿಮೆಯು (ಕೊಳವೆ). ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಸಹಿತವಾದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದುವುದು ಅವಶ್ಯಕವು.

ನಿರುಕ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಯೋಜನೇ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ತತ್ರಸ್ಥವಿಷಯಾಣಾಂ
ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯೇನ ವಿವೇಚನಂ ॥

ಅಥ ನಿರುಕ್ತಪ್ರಯೋಜನಮುಚ್ಯತೇ । ಅರ್ಥಾವಬೋಧೇ ನಿರಪೇಕ್ಷತಯಾ ಪದಜಾತಂ ಯತ್ರೋಕ್ತಂ ತನ್ನಿರುಕ್ತಂ । ಗೌಃ ಗ್ಮಾ ಜ್ಮಾ ಕ್ಷ್ಮಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಮೇತ್ಯಾರಭ್ಯ ವಸವಃ ವಾಜಿನಃ ದೇವಪತ್ನ್ಯೋ ದೇವಪತ್ನ್ಯ ಇತ್ಯಂತೋಯಃ ಪದಾನಾಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯಃ ಸಮಾಮ್ನಾತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಗ್ರಂಥೇ ಪದಾರ್ಥಾವಬೋಧಾಯ ಪರಾಪೇಕ್ಷಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ । ಏತಾವಂತಿ ಪೃಥಿವೀನಾಮಾನ್ಯೇತಾವಂತಿ ಹಿರಣ್ಯನಾಮಾನೀತ್ಯೇವಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಮಭಿಹಿತತ್ವಾತ್ । ತದೇತನ್ನಿರುಕ್ತಂ ತ್ರಿಕಾಂಡಂ । ತಚ್ಚಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾಭಾಷ್ಯೇ ದರ್ಶಿತಂ ॥

Grammar, it is not possible to distinguish between a krit and a taddhita affix. Let us study Grammar, then, for this reason also.

" Sudevo asi.

"Thou art a glorious god, Varuna, thou along whose throat the seven streams flow as through a hollow pillar."

The seven streams are the seven cases. 'Kakut' means the tongue. 'Kakuda,' that in which the tongue is, therefore means the palate. 'Urmi' os 'Surmi' is a stout hollow pillar made of iron.

In the same way are to be added here the uses of grammar given in the vartika, "siddhe sabdarthasambandhe &c."

Next of the use of the Nirukta. The name implies a collection of words uttered (ukta), so, however, that they do not depend on each other for their meaning (nir). Accordingly the revealed enumeration of words which begins "Gauh gma jma ksha kshama" and ends "vasavah vajinah devapatnyo devapatnyah" forms a book throughout which there is no

ಆದ್ಯಂ ನೈಘಂಟುಕಂ ಕಾಂಡಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ನೈಗಮಂ ತಥಾ ।
ತೃತೀಯಂ ದೈವತಂ ಚೇತಿ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತ್ರಿಧಾ ಸ್ಥಿತಃ ॥
ಗೌರಾದ್ಯಪಾರಪರ್ಯಂತಮಾದ್ಯಂ ನೈಘಂಟುಕಂ ಮತಂ ।
ಜಹಾದ್ಯುಲ್ಬಮೃಬೀಸಾಂತಂ ನೈಗಮಂ ಸಂಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥
ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವಪತ್ನ್ಯಂತಂ ದೇವತಾಕಾಂಡಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವೀಊರ್ಜಾಹುತ್ಯಂತಃ ಕ್ಷಿತಿಗತೋ ಗಣಃ ॥
ವಾಯ್ವಾದಯೋ ಭಗಾಂತಾಃ ಸ್ಯುರಂತರಿಕ್ಷಸ್ಥದೇವತಾಃ ।
ಸೂರ್ಯಾದಿದೇವಪತ್ನ್ಯಂತಾ ದ್ಯುಸ್ಥಾನಾ ದೇವತಾ ಇತಿ ॥
ಗವಾದಿದೇವಪತ್ನ್ಯಂತಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯಮಧೀಯತ ಇತಿ ॥

ಏಕಾರ್ಥವಾಚಿನಾಂ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಾನಾಂ ಸಂಘೋ ಯತ್ರ ಪ್ರಾಯೇಣೋಪದಿಶ್ಯತೇ ತತ್ರ ನಿಘಂಟುಶಬ್ದಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ । ತಾದೃಶೇಷ್ವಮರಸಿಂಹವೈಜಯಂತೀಹಲಾಯುಧಾದಿಷು ದಶ ನಿಘಂಟವ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರಾತ್ । ಏವಮತ್ರಾಪಿ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಸಂಘೋಪದೇಶಾದಾದ್ಯಕಾಂಡಸ್ಯ ನೈಘಂಟುಕತ್ವಂ । ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಂಡೇ ತ್ರಯೋಽಧ್ಯಾಯಾಃ । ತೇಷು ಪ್ರಥಮೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಲೋಕದಿಕ್ಕಾಲಾದಿದ್ರವ್ಯವಿಷಯಾಣಿ ನಾಮಾನಿ । ದ್ವಿತೀಯೇ ಮನುಷ್ಯತದವಯವಾದಿದ್ರವ್ಯವಿಷಯಾಣಿ । ತೃತೀಯೇ ತದುಭಯದ್ರವ್ಯಗತತನುಬಹುತ್ವಹ್ರಸ್ವತ್ವಾದಿಧರ್ಮವಿಷಯಾಣಿ ॥ ನಿಗಮಶಬ್ದೋ ವೇದವಾಚೀ । ಯಾಸ್ಕೇನ ತತ್ರ ತತ್ರಾಪಿ ನಿಗಮೋ ಭವತೀತ್ಯೇವಂ ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಮವತಾರಿತತ್ವಾತ್ತಸ್ಮಿನ್ನಿಗಮ ಏವ ಪ್ರಾಯೇಣ ವರ್ತಮಾನಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯರೂಪೇ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಮಿನ್ಕಾಂಡ ಉಪದಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ತಸ್ಯ ಕಾಂಡಸ್ಯ ನೈಗಮತ್ವಂ ॥ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯರೂಪಸ್ಯ ತೃತೀಯಕಾಂಡಸ್ಯ ದೈವತ್ವಂ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಂ ॥ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯರೂಪಕಾಂಡತ್ರಯಾತ್ಮಕ ಏತಸ್ಮಿನ್ಗ್ರಂಥೇ ಪರನಿರಪೇಕ್ಷತಯಾ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯೋಕ್ತ-

---

mutual reference from one word to another required to establish a sense. For it is clearly said "so many are the names of 'earth.' so many are the names of 'gold,' &c."

This Nirukta is divided into three chapters, as is shown in the commentary on the Anukramanika.

"First the Naighantuka chapter, second nigama, third the Daivata, thus is the Samamnaya divided into three parts.

"The Naighantuka is considered to be the part beginning with 'gauh' and ending 'apare': the part beginning with 'jaha' and ending with 'ulbam ribisam,' they declare to be the Naigama.

"The part beginning with 'Agni,' and ending with 'Devapatnyah' is called the Devata chapter. From Agni to urjahati is the host of gods that are on the Earth.

ತ್ವಾತ್ತಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ನಿರುಕ್ತತ್ವಂ । ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಚ ಸಮಾಮ್ನಾಯಃ
ಸಮಾಮ್ನಾತ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ತಸ್ಯಾಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ತಾದ್ಭಾವ್ಯಮನುಭವತ್ಯನುಭವ-
ತೀತ್ಯಂತೈರ್ದ್ವಾದಶಭಿರಧ್ಯಾಯೈರ್ಯಾಸ್ಕೋ ನಿರ್ಮಮೇ । ತದಪಿ ನಿರು-
ಕ್ತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಏಕೈಕಸ್ಯ ಪದಸ್ಯ ಸಂಭಾವಿತಾ ಅವಯವಾರ್ಥಾಸ್ತತ್ರ
ನಿಃಶೇಷೇಣೋಚ್ಯಂತ ಇತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತೇಃ । ತತ್ರ ಹಿ ಚತ್ವಾರಿ ಪದಜಾತಾನಿ
ನಾಮಾಖ್ಯಾತೇ ಚೋಪಸರ್ಗನಿಪಾತಾಶ್ಚೇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೋಚ್ಚಾವಚೇ-
ಷ್ವರ್ಥೇಷು ನಿಪತಂತೀತಿ ನಿಪಾತಸ್ವರೂಪಂ ನಿರುಚ್ಯೈವಮುದಾಹೃತಂ ।
ನೇತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥೀಯೋ ಭಾಷಾಯಾಮುಭಯಮನ್ವಧ್ಯಾಯಂ
ನೇಂದ್ರಂ ದೇವಮಮಂಸತೇತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥೀಯ ಇತಿ । ದುರ್ಮ-
ದಾಸೋ ನ ಸುರಾಯಾಮಿತ್ಯುಪಮಾರ್ಥೀಯ ಇತಿ ಚ । (ನಿ. ೧-೪)
ತಚ್ಚ ಲೋಕೇ ಕೇವಲಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥೀಯಸ್ಯಾಪಿ ನಕಾರಸ್ಯ ವೇದೇ
ಪ್ರತಿಷೇಧೋಪಮಾಲಕ್ಷಣೋಭಯಾರ್ಥೋದಾಹರಣಮಸ್ಮಿನ್ಗ್ರಂಥೇಽವ-
ಗಮ್ಯತೇ । ಏವಂ ಗ್ರಂಥಕಾರೇಣೋಕ್ತಾಸ್ತತ್ತತ್ಪದನಿರ್ವಚನವಿಶೇಷಾಸ್ತ-
ತ್ತನ್ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾವಸರ ಏವಾಸ್ಮಾಭಿರುದಾಹರಿಷ್ಯಂತೇ । ನ ಚ ನಿರ್ವ-
ಚನಾನಾಂ ನಿರ್ಮೂಲತ್ವಂ ಶಂಕನೀಯಂ । ಏತದ್ವ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯರ್ಥಮೇವ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ಪದನಿರ್ವಚನಾನಾಂ ಕೇಷಾಂಚಿದುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ತದಾ-
ಹುತೀನಾಮಾಹುತಿತ್ವಮಿತಿ । ತಮಿದಂದ್ರಂ ಸಂತಮಿಂದ್ರ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ
(ಐ. ಆ. ೨-೪-೩) ಇತಿ । ಯದಪ್ರಥಯತ್ತತ್ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಪೃಥಿವಿತ್ವಂ ।
(ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೩-೭) ಇತಿ ಚ । ಗ್ರಂಥಕಾರೋಽಪಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ವೋಕ್ತ-
ನಿರ್ವಚನಮೂಲಭೂತಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಯುದಾಹರಿಷ್ಯತಿ । ಕೇಷಾಂಚಿನ್ನಿರ್ವ-
ಚನಾನಾಂ ವ್ಯಾಕರಣಬಲೇನ ಸಿದ್ಧಾವಪಿ ನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತಿ ।
ಅತ ಏವ ಗ್ರಂಥಕಾರ ಆಹ । ತದಿದಂ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಂ ವ್ಯಾಕರಣಸ್ಯ
ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಂ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಂ ಚ (ನಿ. ೧-೧೫) ಇತಿ । ತಸ್ಮಾದ್ವೇದಾರ್ಥಾ-
ವಬೋಧಾಯೋಪಯುಕ್ತಂ ನಿರುಕ್ತಂ ॥

"Let the section from Vayu to Bhaga be for the gods in mid-air: and that from Surya to Devapatnyah for the gods in heaven.

"So tho whole Samamnaya from 'Gauh' to 'Devapatnyah' is studied."

Nighantu is a well-established name for a book which contains chiefly lists of synonyms. As for example, such books as Amarasinha, Vaijayanti, Halayudha and others are spoken of as the ten Nighantus. In the same way the first chapter of our book, which gives a list of synonyms, is called a Nighantu. There are three adhyayas in this chapter. In the first we have names of things, such as the earth and the other worlds and space and time; in the second, we have the names, of things such as men and the limbs of men: in the third, we have qualities, such as multitude or shortness belonging to both classes of things.

ಇದುವರೆಗೂ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿರುಕ್ತದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತವೆಂದು ಹೆಸರು. ನಿಃ+**ಉಕ್ತಂ=ನಿರುಕ್ತಂ** ಎಂದರೆ ಆ ಪದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು ಬೇರೆ ಪದದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಿರುಕ್ತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ **ಗೌಃ ಗ್ಮಾ ಜ್ಮಾ ಕ್ಷ್ಮಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಮಾ** ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ **ವಸವಃ ವಾಜಿನಃ ದೇವಪತ್ನ್ಯಃ ದೇವಪತ್ನ್ಯಃ** ಎಂದು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಸಹಾಯವು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಕಂದರೆ ಇಂತಿಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಪೃಥಿವಿಯ ಹೆಸರುಗಳು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಹಿರಣ್ಯದ ಹೆಸರುಗಳು ಎಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿರುಕ್ತಗ್ರಂಥವು ಮೂರು ಕಾಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ಆದ್ಯಂ ನೈಘಂಟುಕಂ ಕಾಂಡಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ನೈಗಮಂ ತಥಾ ।
ತೃತೀಯಂ ದೈವತಂ ಚೇತಿ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತ್ರಿಧಾ ಸ್ಥಿತಃ ॥
ಗೌರಾದ್ಯಪಾರಪರ್ಯಂತಮಾದ್ಯಂ ನೈಘಂಟುಕಂ ಮತಂ ।
ಜಹಾದ್ಯುಲ್ಬಮೃಬೀಸಾಂತಂ ನೈಗಮಂ ಸಂಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥
ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವಪತ್ನ್ಯಂತಂ ದೇವತಾಕಾಂಡಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವೀಊರ್ಜಾಹುತ್ಯಂತಃ ಕ್ಷಿತಿಗತೋ ಗಣಃ ॥
ವಾಯ್ವಾದಯೋ ಭಗಾಂತಾಃ ಸ್ಯುರಂತರಿಕ್ಷಸ್ಥದೇವತಾಃ ।
ಸೂರ್ಯಾದಿದೇವಪತ್ನ್ಯಂತಾ ದ್ಯುಸ್ಥಾನಾ ದೇವತಾ ಇತಿ ॥
ಗವಾದಿದೇವಪತ್ನ್ಯಂತಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯಮಧೀಯತ ಇತಿ ॥

ಎಂದರೆ—ಈ ನಿರುಕ್ತಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಡಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ನೈಘಂಟುಕಕಾಂಡ, ಎರಡನೆಯದು ನೈಗಮಕಾಂಡ, ಮೂರನೆಯದು ದೈವತಕಾಂಡ ಎಂದು. **ಗೌಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ **ಅಪಾರ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದವರೆಗೂ ಇರುವುದು ನೈಘಂಟುಕಕಾಂಡವು; **ಜಹಾ** ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ **ಉಲ್ಬಂ ಋಬೀಸಂ** ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಇರುವುದು ಎರಡನೆಯ ನೈಗಮಕಾಂಡವು. **ಅಗ್ನಿ** ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ **ದೇವಪತ್ನ್ಯಃ** ಎಂದು ಮುಗಿಯುವ ಮೂರನೆಯದು ದೈವತಕಾಂಡವು. ಈ ದೈವತಕಾಂಡಲ್ಲಿ **ಅಗ್ನಿ** ಶಬ್ದದಿಂದ **ಊರ್ಜಾಹುತಿ** ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು. **ವಾಯು**ವಿನಿಂದ **ಭಗ**ದವರೆಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. **ಸೂರ್ಯ**ನಿಂದ ಮೊದಲುಮಾಡಿ **ದೇವಪತ್ನಿ**ವರೆಗೆ ಇರುವ ಪದಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ

The word 'nigama' means Veda. For Yaska when citing a Vedic text constantly uses the formula. "And there is a nigama with regard to this." Because the second chapter, which is the fourth adhyaya, deals with words that, for the most part, occur in the Veda, it is therefore called Nigama.

The reason why the third chapter, which is the fifth adhyaya is called Daivata is plain.

The whole book, consisting of five adhyayas or three chapters is thus called Nirukta, because it teaches the meanings of words that stand in the lists perfectly independent of each

ಗೌಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೊದಲುಮಾಡಿ **ದೇವಪತ್ನಿ** ಎನ್ನುವವರೆಗಿನ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಏಕಾರ್ಥವಾಚಿಗಳಾದ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ನಿಘಂಟುವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರಸಿಂಹ, ವೈಜಯಂತೀ ಹಲಾಯುಧ ಮೊದಲಾದ ಹತ್ತು ನಿಘಂಟುಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕಾರ್ಥವಾಚಿಗಳಾದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಸಂಘಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಘಂಟುಕಕಾಂಡ ಅಥವಾ ನಿಘಂಟು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ನಿಘಂಟುಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳು, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಕಾಲ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯವಿಷಯಕ ವಾದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಅವಯವಾದಿಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಾವಗುಣಗಳೂ ಬಹುತ್ವ ಹ್ರಸ್ವತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳೂ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ನಿಗಮವೆಂದರೆ ವೇದವು. ಏಕಂದರೆ ಯಾಸ್ಕರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿ ಉದಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗಮವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಈ ಎರಡನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನೈಗಮಕಾಂಡವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು.

ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯರೂಪವಾದ ಮೂರನೆಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ದೈವತಕಾಂಡವೆಂದು ಹೆಸರು.

ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂರು ಕಾಂಡಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪರಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಯಾಸ್ಕರು ಈ ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು "**ಸಮಾಮ್ನಾಯಃ ಸಮಾಮ್ನಾತಃ**" ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ "**ತಸ್ಯಾಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ತಾದ್ಭಾವ್ಯಮನುಭವತ್ಯನು. ಭವತಿ**" ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಆಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ನಿರುಕ್ತವೆಂದೇ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅವಯವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಃಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸಲ್ಲುವುದು. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾಮ, ಆಖ್ಯಾತ, ಉಪಸರ್ಗ, ನಿಪಾತ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಪದಸಮೂಹಗಳಿರುವವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪಾತವೆಂಬ ಪದಗಳು ನಾನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ **ಉಚ್ಚಾವಚೇಷ್ವರ್ಥೇಷು ನಿಪತಂತೀತಿ ನಿಪಾತಾಃ**– ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಿಪಾತವೆಂದು ಹೆಸರು

---

other. Yaska composed the commentary on it in twelve adhyayas, beginning 'samamnayah samamnatah' and ending 'tasyas tasyas tadbhavyam anubhavatyanubhavati.' This commentary also is called Nirukta. Because the supposed elements of each word are here fully (nir) set out (ukta). For in his book, after having declared the fourfold division of words into nouns, verbs, prepositions and particles, Yaska declares that particles fall into (nipatanti), various meanings. Having thus analysed the term 'nipata,' he gives an example. 'Na' means only prohibition in common talk: in the Veda it means both (prohibition and comparison). In the text 'nendram devam amansata,' it means prohibition. In the text 'durmadaso na surayam,'

ಬಂದಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ **ನ** ಎಂಬ ಪದವು ನಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಮಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. "**ನೇಂದ್ರಂ ದೇವಮಂಸತೆ**"—ಇಂದ್ರನನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ನ** ಎಂಬ ಪದವು ನಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು "**ದುರ್ಮದಾಸೋ ನ ಸುರಾಯಾಂ**"—ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರಂತೆ ಮತ್ತರಾದವರು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ **ನ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ **ನ** ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ **ನ** ಎಂಬ ಪದವು ಅದರಂತೆ, ಅದರ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಮಾತ್ರವಿದೆ. ಉಪಮಾನಾರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದೆ ವೇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಕಾರದ ಉಭಯ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುವೆವು. ಮತ್ತು (ನಿರುಕ್ತ) ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿರುವ ಆಯಾ ಪದಗಳ ನಿರ್ವಚನವಿಶೇಷಗಳನ್ನು (ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು) ಆಯಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ನಿರ್ವಚನಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಿಲ್ಲ (ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಚನ ಹೇಳಿರುವುದುಂಟು. ಉದಾಹರಗಾಣೆಗಿ—**ತದಾಹುತೀನಾಮಾಹುತಿತ್ವಂ** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೧–೧–೨) ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಹುತಿಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ; **ತಮಿದಂದ್ರಂ ಸಂತಮಿಂದ್ರ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ** (ಐ. ಆ. ೨-೪-೩); **ಯದಪ್ರಥಯತ್ । ತತ್ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಪೃಥಿವಿತ್ವಂ**—(ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೩-೭) ಅದನ್ನು ಹರಡಿದನು ಎಂದರೆ ತಗ್ಗುದಿಣ್ಣೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಸಮಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಪೃಥಿವೀ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ನಿರುಕ್ತ ಗ್ರಂಥಕಾರರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿರುವ ನಿರ್ವಚನಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬಲದಿಂದ ನಿರ್ವಚನಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಕರಣಬಲದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಚನವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ—"**ತದಿದಂ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಂ ವ್ಯಾಕರಣಸ್ಯ**

---

it means comparison. This is the example given in the Nirukta for the double use of the particle 'na,' as meaning both 'no' and 'if' in the Veda, whereas in common talk it means 'no' only. We shall have frequent occasion in the course of our commentary to cite similar etymologies given by this author.

Nor need it be feared that these etymologies have no foundation in fact. For some of them are given in the brahmanas. 'This is that in virtue of which the ahutis are so called.' Therefore they call him 'Indra.' 'Because he stretched it out (aprathayat), that is why the earth (prithivi) is so called.' The author himself will also be found citing brahmanas in proof of the etymologies he gives.

It is true that the etymology of some words can be learned from Grammar. But not of all. Wherefore the author says 'Therefore this science is the essence of Grammar and establishes the proper sense of the words.' Therefore the Nirukta is useful towards the understanding of the Veda.

ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಂ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಂ ಚ" (ನಿ. ೧-೧೫)—ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು (ನಿರುಕ್ತವು) ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು " ಎಂದು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರುಕ್ತವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು.

ಛಂದಸಃ ಪ್ರಯೋಜನೋಪನ್ಯಾಸಃ

ತಥಾ ಛಂದೋಗ್ರಂಥೋಽಪ್ಯುಪಯುಜ್ಯತೇ । ಛಂದೋವಿಶೇಷಾಣಾಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್ । ತಸ್ಮಾತ್ಸಪ್ತ ಚತುರುತ್ತರಾಣಿ ಛಂದಾಂಸಿ ಪ್ರಾತರನುವಾಕೇಽನೂಚ್ಯಂತ ಇತಿ ಹ್ಯಾಮ್ನಾತಂ । ಗಾಯತ್ರ್ಯುಷ್ಣಿಗನುಷ್ಟುಬ್ಬೃಹತೀ ಪಂಕ್ತಿತ್ರಿಷ್ಟುಬ್ಜಗತೀತ್ಯೇತಾನಿ ಸಪ್ತ ಛಂದಾಂಸಿ । ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ಗಾಯತ್ರೀ । ತತೋಽಪಿ ಚತುರ್ಭಿರಕ್ಷರೈರಧಿಕಾಷ್ಟಾವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರೋಷ್ಣಿಕ್ । ಏವಮುತ್ತರೋತ್ತರಾಧಿಕಾ ಅನುಷ್ಟುಬಾದಯೋಽವಗಂತವ್ಯಾಃ । ತಥಾನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಶ್ರೂಯತೇ । ಗಾಯತ್ರೀಭಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾದಧ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಷ್ಟುಬ್ಭೀ ರಾಜನ್ಯಸ್ಯ ಜಗತೀಭಿರ್ವೈಶ್ಯಸ್ಯೇತಿ । ತತ್ರ ಮಗಣಯಗಣಾದಿಸಾಧ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿವಿವೇಕಶ್ಛಂದೋಗ್ರಂಥಮಂತರೇಣ ನ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಃ । ಕಿಂಚ । ಯೋ ಹ ವಾ ಅವಿದಿತಾರ್ಷೇಯಚ್ಛಂದೋ ದೈವತಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ಯಾಜಯತಿ ವಾಧ್ಯಾಪಯತಿ ವಾ ಸ್ಥಾಣುಂ ವರ್ಚ್ಛತಿ ಗರ್ತಂ ವಾಪದ್ಯತಿ ಪ್ರ ವಾ ಮಿಾಯತೇ ಪಾಪೀಯಾನ್ಭವತಿ । ತಸ್ಮಾದೇತಾನಿ ಮಂತ್ರೇ ಮಂತ್ರೇ ವಿದ್ಯಾದಿತಿ ಶ್ರೂಯತೇ । ತಸ್ಮಾತ್ತದ್ವೇದನಾಯ ಛಂದೋಗ್ರಂಥ ಉಪಯುಜ್ಯತೇ ॥

ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣನಿರುಕ್ತಗಳಂತೆ ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಮಾಡುವಾಗ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯಿರುವುದು. ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ **ತಸ್ಮಾ ಏತಾನಿ ಸಪ್ತ ಚತುರುತ್ತರಾಣಿ ಛಂದಾಗ್ಸ್ಯುಪಾದಧುಃ** ಎಂದು ಪ್ರಾತರನುವಾಕಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಯತ್ರೀ, ಉಷ್ಣಿಕ್, ಅನುಷ್ಟುಪ್, ಬೃಹತೀ, ಪಂಕ್ತಿಃ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಜಗತೀ ಎಂಬಿವು ಏಳು ಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವವು. ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವವು ಎಂದರೆ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವವು. ಹೀಗೆಯೇ

So, too, is Chhandas or the book on metres. Because throughout the ritual certain metres are declared to be obligatory in certain cases. As, for example, in the text, 'Therefore seven plus four metres are recited in the prataranuvakya.' Gayatri, Ushnik, Anushtubh, Brihati, Pankti, Trishtubh are the seven metres. The Gayatri consists of twenty-four syllables. The Ushnik has four more, and thus consists of twenty-eight syllables. So the others may be worked out, as the Anushtubh for example, each containing a greater number of syllables than the one before Let me give another text. 'He should say the fire for a Brahmin with Gayatri verses, for a Kshattriya with Trishtubh verses, and

ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವವು (222 ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ) ಇದಲ್ಲದೆ ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ—

ಗಾಯತ್ರೀಭಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾದಧ್ಯಾತ್ । ಗಾಯತ್ರಛಂದಾ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ । ಸ್ವಸ್ಯ ಛಂದಸಃ ಪ್ರತ್ಯಯನಸ್ತ್ವಾಯ । ತ್ರಿಷ್ಟುಗ್ಭೀ ರಾಜನ್ಯಸ್ಯ । ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಾ ವೈ ರಾಜನ್ಯಃ । ಸ್ವಸ್ಯ ಛಂದಸಃ ಪ್ರತ್ಯಯನಸ್ತ್ವಾಯ । ಜಗತೀಭಿರ್ವೈಶ್ಯಸ್ಯ । ಜಗತೀಛಂದಾ ವೈ ವೈಶ್ಯಃ । ಸ್ವಸ್ಯ ಛಂದಸಃ ಪ್ರತ್ಯಯನಸ್ತ್ವಾಯ ॥ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೯-೬)

ಎಂದರೆ ಆಧಾನಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆಧಾನಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್‌ಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ, ವೈಶ್ಯನು ಜಗತೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಆಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧-೨-೧) ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆಧಾನಮಾಡುವಾಗ **ಸಮಿಧಾಗ್ನಿಂ ದುವಸ್ಯತ, ಉಪತ್ವಾಗ್ನೇ ಹವಿಷ್ಮತೀಃ, ತಂ ತ್ವಾ ಸಮಿದ್ಭಿರಂಗಿರಃ** ಎಂಬ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನು—**ಸಮಿಧ್ಯಮಾನಃ ಪ್ರಥಮೋ ನು ಧರ್ಮಃ, ಘೃತಪ್ರತೀಕೋ ಘೃತಯೋನಿರಗ್ನಿಃ, ಆಯುರ್ದಾ ಅಗ್ನೇ ಹವಿಷೋ ಜುಷಾಣಃ** ಎಂಬ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ವೈಶ್ಯನು—**ತ್ವಾಮಗ್ನೇ ಸಮಿಧಾನಂ ಯವಿಷ್ಠ, ತ್ವಾಮಗ್ನೇ ಪ್ರದಿವ ಆಹುತಂ ಘೃತೇನ, ಘೃತಪ್ರತೀಕಂ ವ ಋತಸ್ಯ ಧೂರ್ಷದಂ** ಎಂಬ ಜಗತೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಆಧಾನಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. (ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಋಕ್ಕಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು).

ಮಗಣ, ಯಗಣ ಮೊದಲಾದ ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಗಾಯತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಛಂದೋಗ್ರಂಥಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಕಾ. ಸೂ. ೧-೧) "**ಯೋ ಹ ವಾ ಅವಿದಿತಾರ್ಷೇಯಛಂದೋದೈವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ಯಾಜಯತಿ ವಾಧ್ಯಾಪಯತಿ ವಾ ಸ್ಥಾಣುಂ ವರ್ಛತಿ ಗರ್ತಂ ವಾಪದ್ಯತಿ ಪ್ರ ವಾ ಮೀಯತೇ ಪಾಪೀಯಾನ್ಭವತಿ ॥** " ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಂದರೆ ಯಾವನು ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ದೇವತೆ ಛಂದಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾಗಮಾಡಿಸುವನೋ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಸುವನೋ ಅವನು ಕಂಭದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನು, ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವನು, ನಾಶವಾಗುವನು ಅಥವಾ ಅತಿಪಾಪಿಯಾಗುವನು ಎಂದಿರುವುದು. ಮಂತ್ರಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಋಷಿ ದೇವತಾ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.

---

for a Vaisya with Jagati verses.' Now in a matter of this kind, it is not easy without the Chhandas book to apprehend the distinction between the different metres as that is laid down in the technical rules there given. I can quote a third text. 'The man who sacrifices or teaches by means of a mantra whose rishi, metre and devata he does not know, runs up against a post, or falls into a well, or perishes utterly: his guilt is increased. Therefore for every mantra he must know all these.'

Therefore the Chhandas book on metres is useful for this knowledge.

ಜ್ಯೋತಿಷಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿನಿರ್ದೇಶಃ

ಜ್ಯೋತಿಷಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಗ್ರಂಥೇಽಭಿಹಿತಂ । ಯಜ್ಞಕಾಲಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯ ಇತಿ । ಕಾಲವಿಶೇಷವಿಧಯಶ್ಚ ಶ್ರೂಯಂತೇ । ಸಂವತ್ಸರಮೇತದ್ವ್ರತಂ ಚರೇತ್ಸಂವತ್ಸರಮುಖ್ಯಂ ಭೃತ್ವೇತ್ಯೇವಮಾದಯಃ ಸಂವತ್ಸರವಿಧಯಃ । ವಸಂತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಗ್ನಿಮಾದಧೀತ । ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ರಾಜನ್ಯ ಆದಧೀತ । ಶರದಿ ವೈಶ್ಯ ಆದಧೀತೇತ್ಯಾದ್ಯಾ ಋತುವಿಧಯಃ । ಮಾಸಿ ಮಾಸಿ ಪೃಷ್ಠಾನ್ಯುಪಯಂತಿ । ಮಾಸಿ ಮಾಸ್ಯತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಗೃಹ್ಯಂತ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾ ಮಾಸವಿಧಯಃ । ಯಂ ಕಾಮಯೇತ ವಸೀಯಾನ್ತ್ಸ್ಯಾದಿತಿ ತಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಯಾಜಯೇದಿತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಪಕ್ಷವಿಧಯಃ । ಏಕಾಷ್ಟಕಾಯಾಂ ದೀಕ್ಷೇರನ್ ಫಲ್ಗುನೀಪೂರ್ಣಮಾಸೇ ದೀಕ್ಷೇರನ್ (ತೈ. ಸಂ. ೭-೪-೮-೧) ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಸ್ತಿಥಿವಿಧಯಃ । ಪ್ರಾತರ್ಜುಹೋತಿ ಸಾಯಂ ಜುಹೋತೀತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಾದಿವಿಧಯಃ । ಕೃತ್ತಿಕಾಸ್ವಗ್ನಿಮಾದಧೀತ । (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೨-೧) ಇತ್ಯಾದ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರವಿಧಯಃ । ಅತಃ ಕಾಲವಿಶೇಷಾನವಗಮಯಿತುಂ ಜ್ಯೋತಿಷಮುಪಯುಜ್ಯತೇ ॥

ಏತೇಷಾಂ ವೇದಾರ್ಥೋಪಕಾರಿಣಾಂ ಷಣ್ಣಾಂ ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ವೇದಾಂಗತ್ವಂ ಶಿಕ್ಷಾಯಾಮೇವಮುದೀರಿತಂ ॥ (ಶಿ. ೪೧-೪೨)

ಛಂದಃ ಪಾದೌ ತು ವೇದಸ್ಯ ಹಸ್ತೌ ಕಲ್ಪೋಽಥ ಪಠ್ಯತೇ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಂ ಚಕ್ಷುರ್ನಿರುಕ್ತಂ ಶ್ರೋತ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥
ಶಿಕ್ಷಾ ಘ್ರಾಣಂ ತು ವೇದಸ್ಯ ಮುಖಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸಾಂಗಮಧೀತ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಮಹೀಯತ ಇತಿ ॥

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಇಂತಿಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಮಾಡುವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಕಾಲವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ—

ಸಂವತ್ಸರಮೇತದ್ವ್ರತಂ ಚರೇತ್ (ತೈ. ಆ. ೧-೩೨-೧)—ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂವತ್ಸರಕಾಲಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಧಿಯಿದು.

The use of the Jyotisha is thus given in that book itself. 'To establish the times and reasons for 'sacrifices,' There are texts prescribing all manner of times. The text 'samvatsaram &c ' refers to periods of years. The text 'vasante. &c ' refers to months. The text 'masi mase, & ' refers to months. The text 'yam kamayeta' refers to half months. The text 'ekashtakayam, &c.' refers to days. The text 'krittikasu, &c.' refers to the nakshatras.

Therefore the Jyotisha is useful for determining the times and seasous proper for sacrifices.

ಸಂವತ್ಸರಮುಖ್ಯಂ ಭೃತ್ವಾ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೫-೩-೪)—ಇದೂ ಸಂವತ್ಸರಕಾಲಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು.

ವಸಂತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಗ್ನಿಮಾದಧೀತ । ವಸಂತೋ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯರ್ತುಃ । ಸ್ವ ಏವೇನಮೃತಾವಾಧಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೀ ಭವತಿ । ಮುಖಂ ವಾ ಏತದೃತೂನಾಂ । ಯದ್ವಸಂತಃ । ಯೋ ವಸಂತಾಗ್ನಿಮಾಧತ್ತೇ । ಮುಖ್ಯ ಏವ ಭವತಿ । ಅಥೋ ಯೋನಿಮಂತಮೇವೈನಂ ಪ್ರಜಾತಮಾಧತ್ತೇ । ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ರಾಜನ್ಯ ಆದಧೀತ । ಗ್ರೀಷ್ಮೋ ವೈ ರಾಜನ್ಯಸ್ಯರ್ತುಃ । ಸ್ವ ಏವೈನಮೃತಾವಾಧಾಯ । ಇಂದ್ರಿಯಾವೀ ಭವತಿ । ಶರದಿ ವೈಶ್ಯ ಆದ- ಧೀತ । ಶರದ್ವೈ ವೈಶ್ಯಸ್ಯರ್ತುಃ । ಸ್ವ ಏವೈನಮೃತಾವಾಧಾಯ । ಪಶು- ಮಾನ್ಭವತಿ ॥ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೨) ವಸಂತಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಋತುವಾದ ವಸಂತಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನ್ಯಾಧಾನಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿ ಯಾಗುವನು. ಅದರಂತೆ ಗ್ರೀಷ್ಮಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಆಧಾನಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪರಾ ಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗುವನು. ಶರದೃತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯನು ಆಧಾನಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪಶುವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಪತ್ತುಗಳುಳ್ಳವನಾಗುವನು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಋತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು.

ಮಾಸಿ ಮಾಸಿ ಪೃಷ್ಠಾನ್ಯುಪಯಂತಿ ಮಾಸಿ ಮಾಸ್ಯತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಗೃಹ್ಯಂತೇ (ತೈ. ಸಂ. ೭-೫-೧) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾಸಪರಿಮಿತಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು.

ಯಂ ಕಾಮಯೇತ ವಸೀಯಾನ್ತ್ಸ್ಯಾದಿತಿ ತಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೇ ಯಾಜಯೇತ್ (ತೈ.ಸಂ. ೨-೨೩-೧) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಪಕ್ಷಪ್ರಮಾಣಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುವವು.

ಏಕಾಷ್ಟಕಾಯಾಂ ದೀಕ್ಷೇರನ್.........ಫಲ್ಗುನೀಪೂರ್ಣಮಾಸೇ ದೀಕ್ಷೇರನ್ (ತೈ.ಸಂ. ೭-೪-೮-೧) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ತಿಥಿವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವವು.

ಪ್ರಾತರ್ಜುಹೋತಿ, ಸಾಯಂಜುಹೋತಿ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೧-೨-೭) ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾದಿ ವಿಧಿಗಳು.

ಕೃತ್ತಿಕಾಸ್ವಗ್ನಿಮಾದಧೀತ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೧-೨-೧) ಇತ್ಯಾದಿಮಂತ್ರಗಳು ನಕ್ಷತ್ರವಿಧಿಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಲವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷವು ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಗಿರುವುದು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕರವಾಗಿರುವ ಈ ಆರು ಗ್ರಂಥಗಳೂ ವೇದಾಂಗಗಳು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ—

That these six books which we have shown to be helps to the understanding of the Veda are 'Angas' or limbs of the Veda is declared in the Siksha itself:

"Chhandas is the feet of the Vada, and Kalpa is declared to be its honds: Jyotisha is called its eye, and the Nirukta its ear.

"Siksha is the Veda's nose Grammar they call its face: therefore he who studies the Veda along with these its limbs will be great in heaven."

ಛಂದಃ ಪಾದೌ ತು ವೇದಸ್ಯ ಹಸ್ತೌ ಕಲ್ಪೋಽಥ ಪಠ್ಯತೇ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಂ ಚಕ್ಷುರ್ನಿರುಕ್ತಂ ಶ್ರೋತ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥
ಶಿಕ್ಷಾ ಘ್ರಾಣಂ ತು ವೇದಸ್ಯ ಮುಖಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸಾಂಗಮಧೀತ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ ಇತಿ ॥

(ಪಾ. ಶಿ. ೪೧-೪೨)

ಎಂದರೆ, ವೇದಕ್ಕೆ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಾದವು, ಕಲ್ಪವು ಅದರ ಹಸ್ತಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷವು ಅದರ ಕಣ್ಣು, ನಿರುಕ್ತವು ಕಿವಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಾಸಿಕವು, ವ್ಯಾಕರಣವು ಅದರ ಮುಖವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಾದಿಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಾನಾಂ ತತ್ತದಧಿಕಾರಿವಿಶೇಷನಿರ್ದೇಶಮುಖೇನ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನೋಪಯೋಗಿತ್ವಂ

ಷಡಂಗವತ್ಪುರಾಣಾದೀನಾಮಪಿ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನೋಪಯೋಗೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇನ ಸ್ಮರ್ಯತೇ । ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗಮಿಶ್ರಿತಾಃ । ವೇದಾಃ ಸ್ಥಾನಾನಿ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಚತುರ್ದಶ ॥ (೧-೩) ಇತಿ ॥ ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬೃಂಹಯೇತ್ । ಬಿಭೇತ್ಯಲ್ಪಶ್ರುತಾದ್ವೇದೋ ಮಾಮಯಂ ಪ್ರಹರೇದಿತೀತ್ಯನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸ್ಮರ್ಯತೇ । ಐತರೇಯತೈತ್ತಿರೀಯಕಾಠಕಾದಿಶಾಖಾಸೂಕ್ತಾನಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಚಿಕೇತಾದ್ಯುಪಾಖ್ಯಾನಾನಿ ಧರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾವಬೋಧೋಪಯುಕ್ತಾನಿ ತೇಷು ತೇಷ್ವಿತಿಹಾಸಗ್ರಂಥೇಷು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತಾನಿ । ಉಪನಿಷದುಕ್ತಾಃ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯೋದಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಪಾದ್ಮವೈಷ್ಣವಾದಿಪುರಾಣೇಷು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತಾಃ । ಸರ್ಗಶ್ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಗಶ್ಚ ವಂಶೋ ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಚ । ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಚೇತಿ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಲಕ್ಷಣಮಿತಿ । ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೇಃ ಪುರಾಣಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವಾವಗಮನಾತ್ । ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮೇಯಸಂಶಯಪ್ರಯೋಜನದೃಷ್ಟಾಂತಾದೀನಾಂ ಷೋಡಶಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ನಿರೂಪಣಾತ್ತದನುಸಾರೇಣೇದಂ ವಾಕ್ಯಮಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ ನೇತರದಿತಿ ನಿರ್ಣಯಃ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಪೂರ್ವೋತ್ತರಮೀಮಾಂಸಯೋರ್ವೇದಾರ್ಥೋಪಯೋಗೋಽತಿಸ್ಪಷ್ಟ ಏವ । ಮನ್ವತ್ರಿವಿಷ್ಣುಹಾರೀತಾದಿಪ್ರೋಕ್ತಾಸು ಸ್ಮೃತಿಷು ವೇದೋಕ್ತಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ-

---

That the Puranas, &c. are, like the Angas, useful for a better understanding of the Veda, is recorded by Yajnavalkya :

"The Puranas, the Nyaya, Mimansa and Dharma shastras, the Vedas with their Angas, these be the fourteen sources of the sciences and of dharma."

Elsewhere, too, it is thus recorded.

ವಿಧಯಃ ಪ್ರಪಂಚಿತಾಃ । ತದು ಹ ವಾ ಏತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಗಾಯತ್ರಿಯಾಭಿಮಂತ್ರಿತಾ ಆಪ ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿಕ್ಷಿಪಂತಿ । (ತೈ. ಆ. ೨-೨-೨) ಇತ್ಯಾದಿಕಃ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಿಧಿಃ । ಪಂಚ ವಾ ಏತೇ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಃ ಸತತಿ ಪ್ರತಾಯಂತೇ । (ತೈ.ಆ.೨-೧೦) ಇತ್ಯಾದಿಕೋ ಮಹಾಯಜ್ಞವಿಧಿಃ । ಏವಂ ವಿಧ್ಯಂತರಾಣಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾನಿ । ಉಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ಪುರಾಣಾದೀನಾಂ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನೋಪಯೋಗಾದ್ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ । ಏತೈಃ ಪುರಾಣಾದಿಭಿಶ್ಚತುರ್ದಶಭಿರ್ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನೈರುಪಬೃಂಹಿತಾಯಾ ವಿದ್ಯಾಯಾ ಗ್ರಹಣೇऽಧಿಕಾರಿವಿಶೇಷಃ ಶಾಖಾಂತರಗತೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ಮಂತ್ರೈರುಪದರ್ಶಿತಃ । ತಾಂಶ್ಚ ಮಂತ್ರಾನ್ಯಾಸ್ಕ ಉದಾಜಹಾರ । (ನಿ. ೨-೪)

ಷಡಂಗಗಳಂತೆಯೇ ಪುರಾಣಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಗಳು ಎಂದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ—

ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗಮಿಶ್ರಿತಾಃ ।
ವೇದಾಃ ಸ್ಥಾನಾನಿ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಚತುರ್ದಶ ॥

(ಯಾಜ್ಞ. ಸ್ಮೃ. ೧-೩)

ಎಂದರೆ ಪುರಾಣಗಳು, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮೂಲಸ್ಥಾನವು ಎಂದು. ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ—

ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬೃಂಹಯೇತ್ ।
ಬಿಭ್ಯೇತ್ಯಲ್ಪಶ್ರುತಾದ್ವೇದೋ ಮಮಾಯಂ ಪ್ರಹರೇದಿತಿ ॥

(ಮಹಾಭಾರತ ೧-೧-೨೬೭)

ಎಂದರೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸಹಕಾರಿಗಳೆಂದು ಭಾವವು. ಅಲ್ಪಶ್ರುತ ಎಂದರೆ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲದಿರುವವನನ್ನು ಕಂಡು ವೇದವು—ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವನು ಎಂದರೆ ನನಗೆ (ವೇದಕ್ಕೆ) ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವನು ಎಂದು ಹೆದರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"A man should strengthen the Veda by means of the Itihasas and Puranas: the Veda is afraid of the man of little learning, lest be should hurt it."

Ths stories of Harischandra, Nachiketa and the like told in the Aitareya, Taittiriya, Kathaka and other Sakhas which are useful for the better understanding both of dharma and of brahma, are explained in the Itihasa books. The statements found in the Upanishads concerning the creation, the preservation, and the absorption of the world explained in the Brahma, Padma, Vaishnava and other Puranas. Compare the well-known verse, 'Sargascha pratisargascha.'

ಐತರೇಯ, ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಕಾಠಕ ಮೊದಲಾದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ನಾಚಿಕೇತ ಮೊದಲಾದವರ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತಗಳು. ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (ಋಗ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ) ಹೇಳಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿವಿಚಾರಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮ, ಪಾದ್ಮ ವೈಷ್ಣವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅತಿವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಪುರಾಣಜ್ಞರು ಹೇಳುವರು—

> **ಸರ್ಗಶ್ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಗಶ್ಚ ವಂಶೋ ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಚ ।**
> **ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಚೇತಿ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಲಕ್ಷಣಂ ॥**

(ವಿ. ಪು. ೩-೬-೨೫)

ಎಂದರೆ ಸರ್ಗ (ಸೃಷ್ಟಿ), ವಿಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಜರ ವಂಶಚರಿತ್ರೆ, ಮನ್ವಂತರಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು, ಮುಖ್ಯ ವಂಶಗಳ ವಿಷಯವರ್ಣನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಐದು ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿವಿಷಯಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಸಂಶಯ, ಪ್ರಯೋಜನ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೊದಲಾದ ಹದಿನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರೂಪಣವಿದೆ. ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸಾದರ್ಶನಗಳು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಮನು, ಅತ್ರಿ, ವಿಷ್ಣು, ಹಾರೀತ ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಳಿರುವ (ರಚಿಸಿರುವ) ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಂಬ ಗ್ರಂಥ ಗಳಲ್ಲಿ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಿಧಿವಿಚಾರದಲ್ಲಿ—

Nyaya investigates the sixteen categories, and only by its help can we decide that such and such a text rather than some other is the authority for a particular meaning.

How the Purva and Uttara Mimansas help to a better understanding of the Vedas is clear enough.

In the Smritis of Manu, Atri, Vishnu, Harita and other writers, injunctions found in the Vedas, such for example, as that concerning the evening prayer, are extended and developed. The text 'tad u ha va ete brahmavadinah puryabhimukhah samdhyayam gayatrabhimantrita apa urdhvam vikshipanti, &c. is a command to say the evening prayer. That other 'pancha va ete mahayajnah satatam pratryanta, &c.,' is a command to perform the so-called great sacrifices. Other instances of commands given in the Veda and developed in the Smritis can be found.

Since in this way the Puranas are a help to a better understanding of the Veda the name vidyasthana (strongholds of wisdom) is rightly in Yajnavalkya's verse above applied to them.

ತದು ಹ ವಾ ಏತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಗಾಯತ್ರಿಯಾಭಿಮಂತ್ರಿತಾ ಆಪ ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿಕ್ಷಿಪಂತಿ ॥

(ತೈ. ಆ. ೨-೨-೨)

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು—ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ (ಎದುರಾಗಿ) ನಿಂತು ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾದ ಜಲವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎರಚುವರು (ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡುವರು) ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಿಧಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ **ಪಂಚ ವಾ ಏತೇ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಃ ಸತತಿ ಪ್ರತಾಯಂತೇ** (ತೈ. ಆ. ೨-೧೦) ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞಮಾಡುವಕ್ರಮವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಾದಿಗಳೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವು.

ಈ ಪುರಾಣಾದಿಚತುರ್ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಆರು ವೇದಾಂಗಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲಸ್ಥಾನವು. ಎಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಇತರ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೊರಟಿರುವವು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಹಕಾರಿಗಳು ಎಂದಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ (ಶಕ್ತನು) ಯಾರು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುವನೆಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾಸ್ಕರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ನಿ. ೨-೪).

ತತ್ರಾಯಂ ಪ್ರಥಮೋ ಮಂತ್ರಃ ॥

ವಿದ್ಯಾ ಹ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಾಜಗಾಮ
ಗೋಪಾಯ ಮಾ ಶೇವಧಿಷ್ಟೇಽಹಮಸ್ಮಿ ।
ಅಸೂಯಕಾಯಾನೃಜವೇಽಯತಾಯ
ನ ಮಾ ಬ್ರೂಯಾ ವೀರ್ಯವತೀ ತಥಾ ಸ್ಯಾಮಿತಿ ॥

(ನಿ. ೨-೪)

The four Vedas, with the six Angas, the Puranas, the Nyaya, Mimansa and Dharma shastras, are the fourteen strongholds of Wisdom Who is able to lay hold upon her? There are four verses from another Sakha which declare who alone are worthy. Yaska quotes them.

The first is this.

"Wisdom came to the brahmin and said, Protect me for I am your treasure: do not teach me to the scornful or the knavish or the sensual man; so shall I be strong."

ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿನೀ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮುಪದೇಷ್ಟಾರಮಾಚಾರ್ಯಮಾಜಗಾಮ । ಆಗತ್ಯ ಚೈವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ । ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಮನಧಿಕಾರಿಣೇऽನುಪದಿಶ್ಯ ಪಾಲಯ । ತವಾಹಂ ನಿಧಿವತ್ಪುರುಷಾರ್ಥಹೇತುರಸ್ಮಿ । ತಾದೃಶ್ಯಾಂ ಮಯಿ ತದುಪದೇಷ್ಟರಿ ತ್ವಯಿ ಚ ಯೋऽಸೂಯಾಂ ಕರೋತಿ । ಯಶ್ಚಾರ್ಜವೇನ ವಿದ್ಯಾಂ ನಾಭ್ಯಸ್ಯತಿ । ಯೋऽಪಿ ಸ್ನಾನಾಚಮನಾದ್ಯಾಚಾರನಿಯತೋ ನ ಭವತಿ । ತಾದೃಶೇಭ್ಯಃ ಶಿಷ್ಯಾಭಾಸೇಭ್ಯೋ ಮಾಂ ನ ಬ್ರೂಯಾಃ । ತಥಾ ಸತಿ ತ್ವದ್ಧೃದಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಫಲಪ್ರದಾ ಭವೇಯಂ ॥

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಿದು—ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಠಹೇಳುವ ಗುರುವಿನ ಎಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯನೆನಿಸಿದ ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಮಾಡಿತು—ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲದವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಡ, ಅಂತವನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಧಿಯಂತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿರುವೆನು. ಇಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ನನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನು ಅಸೂಯೆಪಡುವನೋ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಸ್ನಾನಾಚಮನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿರುವನೋ ಅಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಡ (ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಡ). ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವೆನು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ--ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮೇತ್ಯಾಹ ಶೇವಧಿಸ್ತೇऽಸ್ಮಿ ರಕ್ಷ ಮಾಂ । ಅಸೂಯಕಾಯ ಮಾಂ ಮಾದಾಸ್ತಥಾ ಸ್ಯಾಂ ವೀರ್ಯವತ್ತಮಾ ॥ (ಮನು. ಸ್ಮೃ. ೨-೧೧೪).

ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋ ಮಂತ್ರಃ ॥

ಯ ಆತೃಣತ್ತ್ಯವಿತಥೇನ ಕರ್ಣಾ-
ವದುಃಖಂ ಕುರ್ವನ್ನಮೃತಂ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛನ್ ।
ತಂ ಮನ್ಯೇತ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ಚ
ತಸ್ಮೈ ನ ದ್ರುಹ್ಯೇತ್ಕತಮಚ್ಚನಾಹೇತಿ ॥

The goddess who is immanent in all learning came to the brahmin teacher, that is, to the Acharya, and thus besought him Oh brahmin ! protect me, do not teach me to him that is unworthy. I am for a treasure to you, giving you all that a man can desire. He that does despite to me, your benefactress, or to you who teach me—he that does not follow learning uprightly, he that does not keep his body under by due observance of the rules about bathing, rinsing the mouth, and the like before lessons—to all such pupils, who are pupils in appearance only, do not teach me. So shall I abide in your heart and bear fruit.

Next the second verse.

"He who fills the ears with truth, but not so as to hurt, and who adds thereto nectar, he is the pupil's father and mother, and should in no wise be injured by him."

ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ಮಂತ್ರ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿಯಮಮಭಿಧಾಯಾಸ್ಮಿನ್ಮಂತ್ರೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ನಿಯಮೋಽಭಿಧೀಯತೇ । ವಿತಥಮನೃತಮಪುರುಷಾರ್ಥಭೂತಂ ಲೌಕಿಕಂ ವಾಕ್ಯಂ । ತದ್ವಿಪರೀತಂ ಸತ್ಯಂ ವೇದವಾಕ್ಯಮವಿತಥಂ । ತಾದೃಶೇನ ವಾಕ್ಯೇನ ಯ ಆಚಾರ್ಯಃ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಣಾವಾತೃಣತ್ತಿ ಸರ್ವತಸ್ತರ್ದನಂ ಪೂರಣಂ ಕರೋತಿ । ಉಪಸರ್ಗವಶಾದೌಚಿತ್ಯಾಚ್ಚ ತೃಣತ್ತಿಧಾತೋ-ರರ್ಥಾಂತರೇ ವೃತ್ತಿಃ । ಸರ್ವದಾ ವೇದಂ ಯಃ ಶ್ರಾವಯತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಕಿಂ ಕುರ್ವನ್ । ನ ದುಃಖಂ ಕುರ್ವನ್ । ಮಂದಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಣವಕ-ಸ್ಯಾರ್ಧಾವರ್ಧರ್ಚಮೃಚಂ ವಾ ಗ್ರಹೀತುಮಶಕ್ತಸ್ಯ ಯಥಾ ದುಃಖಂ ನ ಭವತಿ ತಥಾ ಪಾದಂ ಪಾದೈಕದೇಶಂ ವಾ ಗ್ರಾಹಯನ್ । ಕಿಂ ಚ । ಅಮೃತಂ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛನ್ । ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ದೇವಜನ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ವಾ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಾದಮೃತಂ ವೇದಾರ್ಥಃ । ತಸ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕುರ್ವನ್ । ತಂ ತಾದೃಶಮಾಚಾರ್ಯಂ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೋ ಮುಖ್ಯಮಾತಾಪಿತೃರೂಪಂ ಮನ್ಯೇತ । ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧೌ ತು ಮಾತಾಪಿತರಾವಧಮಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಪ್ರದಾನಾದಮುಖ್ಯೌ । ತಸ್ಮೈ ಮುಖ್ಯಮಾತಾಪಿತೃರೂಪಾಯಾ-ಚಾರ್ಯಾಯೈಕಮಪಿ ದ್ರೋಹಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ ॥

ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಿದು—ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನು (ಗುರುವು) ವೇದೋಪದೇಶ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅವಿತಥೇನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ವಿತಥವೆಂದರೆ ಅನೃತವಾಕ್ಯವು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅವಿತಥವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲದ್ದು, ಎಂದರೆ ಸತ್ಯವೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನಭೂತವೂ ಆದ ವೇದವಾಕ್ಯವು. ಇಂತಹ ಅಮೃತಸ್ವರೂಪವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನು (ಗುರುವು) ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ಣವನ್ನು ತುಂಬುವನು. ಎಂದರೆ ಸರ್ವದಾ ಉಪದೇಶಮಾಡುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗಬಲದಿಂದ ತೃಣತ್ತಿಧಾತುವಿಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿಸುವನೆಂದರ್ಥವು. ಮತ್ತು ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ಅರ್ಧ ಋಕ್ಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳಲಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಋಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವನು. ಹೀಗೆ ಅಮೃತಸ್ವರೂಪ

The first verse contained a prohibitory rule for the teacher: this has one for the pupil. By 'the truth' is meant the Veda, called so as being the opposite of worldly talk, which is untrue, and not conducive to man's chief end. The teacher who completely fills his pupil's ears with the words of the Veda. The root 'trinatti' by the force of its prefix a, and from the context, takes a meaning different from the usual one. The meaning is 'who ever recites the Veda to him.' How? So as not to give him pain. If the boy be dull and unable to learn a verse or a half verse at a time, the teacher, in order to avoid giving him

ವಾದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡುವ ಗುರುವನ್ನು ಸಚ್ಛಿಷ್ಯನಾದವನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಯಂತೆ ತಿಳಿದು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಪುತ್ರನಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಎಂದರೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ತುಚ್ಛ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಂಟುಮಾಡಕತ್ಕವರು. ಆದರೆ ವೇದಾರ್ಥೋಪದೇಶಕನಾದ ಆಚಾರ್ಯನು ನಾಶರಹಿತವೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆದ ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ದೇವಜನ್ಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಮಾತಾಪಿತೃಸ್ವರೂಪನು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನಾದ ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಸರ್ವದಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶ್ಲೋಕವಿದು—

ಉತ್ಪಾದಕಬ್ರಹ್ಮದಾತ್ರೋರ್ಗರೀಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮದಃ ಪಿತಾ । ಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಮ ಹಿ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ಪ್ರೇತ್ಯ ಚೇಹ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ॥

(ಮನು. ಸ್ಮೃ. ೨-೧೪೬)

ಅಥ ತೃತೀಯೋ ಮಂತ್ರಃ ॥

ಅಧ್ಯಾಪಿತಾ ಯೇ ಗುರುಂ ನಾದ್ರಿಯಂತೇ
ವಿಪ್ರಾ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಕರ್ಮಣಾ ವಾ ।
ಯಥೈವ ತೇ ನ ಗುರೋರ್ಭೋಜನೀಯಾ-
ಸ್ತಥೈವ ತಾನ್ನ ಭುನಕ್ತಿ ಶ್ರುತಂ ತದಿತಿ ॥

ಯೇ ತ್ವಧಮಾ ವಿಪ್ರಾ ಗುರುಣಾಧ್ಯಾಪಿತಾಃ ಸಂತೋ ವಿನಯೋಕ್ತ್ಯಾ ತದೀಯಹಿತಚಿಂತನೇನ ಶುಶ್ರೂಷಯಾ ವಾ ಗುರುಂ ನಾದ್ರಿಯಂತೇ । ಆದರರಹಿತಾಸ್ತೇ ಶಿಷ್ಯಾಭಾಸಾ ಗುರೋರ್ನ ಭೋಜನೀಯಾಃ । ಅನುಭವಯೋಗ್ಯಾ ನ ಭವಂತಿ । ನ ಹಿ ತೇಷು ಗುರುಃ ಕೃಪಾಂ ಕರೋತಿ । ಯಥೈವ ಗುರುಣಾ ತೇ ನ ಪಾಲನೀಯಾಸ್ತಥೈವ ತಾನಧಮಾನ್ ಶಿಷ್ಯಾಂಸ್ತಚ್ಛ್ರುತಂ ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಂ ವೇದವಾಕ್ಯಂ ನ ಪಾಲಯತಿ । ಫಲಪ್ರದಂ ನ ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ

---

pain, makes him learn the fourth part of a verse, or even the eighth part. What more? 'Adding thereto nectar.' By 'nectar' is meant the sense of the Veda as distinguished from the new words. Because it makes a man a god, or procures for him final release. 'Adding thereto nectar' means giving him that. Such a teacher, the pupil, who is a pupil indeed, must regard as his chief father and mother. Why are his father and mother according to the flesh not chief? Because they gave him at his first birth his worthless fleshly body only. The pupil must not injure in any way whatever his teacher, who is thus in the highest sense his father and his mother.

Next the third verse.

"But those brahmins who have received instruction, yet do not honour their teacher in thought, word, and deed as they ought not to be protected by their teacher, so neither will the holy revelation which they have learned protect them."

ಮೂರನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಿದು—ವೇದವನ್ನೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಸಿದ ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಧಮರಾದ ವಿಪ್ರರು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸದೆ, ಅವನ ಹಿತಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಶುಶ್ರೂಷಾದಿಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಇರದೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಂತೆ ನಟಿಸುವರು. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಗುರುವಿನಿಂದ ಅವರು ಕಲಿತ ವೇದಾಧ್ಯಯನವೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಥ ಚತುರ್ಥೋ ಮಂತ್ರಃ ।

ಯಮೇವ ವಿದ್ಯಾಃ ಶುಚಿಮಪ್ರಮತ್ತಂ
ಮೇಧಾವಿನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೋಪಪನ್ನಂ ।
ಯಸ್ತೇ ನ ದ್ರುಹ್ಯೇತ್ಕತಮಚ್ಚ ನಾಹ
ತಸ್ಮೈ ಮಾ ಬ್ರೂಯಾ ನಿಧಿಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿತಿ ॥

ಹೇ ಆಚಾರ್ಯ ಯಮೇವ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯಂ ಶುಚಿತ್ವಾದಿಗುಣೋಪೇತಂ ಜಾನೀಯಾಃ । ಕಿಂಚ ಯೋ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕದಾಚಿದಪಿ ನ ದ್ರುಹ್ಯೇತ್ । ತಸ್ಮೈ ತು ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯಾಯ ತ್ವದೀಯನಿಧಿಪಾಲಕಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವೇದರೂಪಾಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರೂಯಾಃ । ಇತ್ಥಂ ವಿದ್ಯಾ-ದೇವತಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತತ್ವಾದಾಚಾರ್ಯೇಣ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯಾಯ ವೇದ-ವಿದ್ಯೋಪದೇಷ್ಟವ್ಯಾ ॥ ತದರ್ಥವ್ಯೃಗ್ವೇದೋऽಸ್ಮಾಭಿಃ ಷಡಂಗಾನು-ಸಾರೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ ॥

॥ ಇತಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯಕೃತಾ
ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಿದು—ಎಲೈ ಆಚಾರ್ಯನೇ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದವನೂ, ಶುಚಿರ್ಭೂತನೂ ವಿನಯಾದಿಗುಣಸಂಪನ್ನನೂ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಣಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷೆ

Those wicked brahmins, who after having been taught do not honour their teacher by respectful language, thought for his interests and obedience to his commands are his pupils in appearance only, and ought not to be protected by him. They are unworthy of his favour: he will not have compassion on them. And as he will not protect them, so neither will the Veda, whieh he has taught them, protect these wicked pupils. It will not bear them fruit.

Next the fourth verse.

"But if there be one whom you know to be pure, eager to hear, intelligent, and chaste, who will never do you harm, teach me to him, Oh brahmin! he will protect me, your treasure."

ಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತನೂ, ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ, ಆಲಸ್ಯರಹಿತನೂ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವವನೂ ಆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿಧಿರೂಪವಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು (ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು) ಉಪದೇಶಮಾಡು. ಎಲೈ ಪೂಜ್ಯನೇ. ಅಂತಹ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯನು ನೀನು ಉಪದೇಶಮಾಡುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವನು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಾದವನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸದ್ಗುಣಯುಕ್ತನಾದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ—ಯಮೇವ ತು ಶುಚಿಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನಿಯತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಂ । ತಸ್ಮೈ ಮಾಂ ಬ್ರೂಹಿ ವಿಪ್ರಾಯ ನಿಧಿಪಾಯಾಪ್ರಮಾದಿನೇ ॥ (ಮನು. ಸ್ಮೃ. ೨-೧೧೫) ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಷಡಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವೆವು.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದ
ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯು ಸಮಾಪ್ತಮಾದುದು.

॥ ಶ್ರೀರಸ್ತು ॥

O Teacher, teach me wisdom in the form of the Veda. To him whom you know to be a pupil indeed, pure, eager to hear, intelligent, and chaste, and who will never do you harm: he will protect your treasure. At such a request made to him by the Goddess of learning, the teacher will teach him, who is a pupil indeed, the knowledge of the Veda.

Therefore we will now explain the Rig-Veda in accordance with its six Angas.





॥ ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತಯೇನಮಃ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ

ಮಾಧವೀಯ ವೇದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಸಹಿತಾ

ಆಸ್ಥಾನವಿದ್ವದ್ಭಿರ್ವಿರಚಿತಕರ್ಣಾಟಕಭಾಷಾನುವಾದಯುತಾ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ

॥ ಪ್ರಥಮಂ ಮಂಡಲಂ ॥

ಓಂ ವಾಗೀಶಾದ್ಯಾಃ ಸುಮನಸಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನಾಮುಪಕ್ರಮೇ ।
ಯಂ ನತ್ವಾ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತಂ ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ ॥

ಶ್ರೀಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವೇದಲಕ್ಷಣ, ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವ, ವೇದಾಧ್ಯಯನವಿಚಾರ, ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಿಷಯ, ವೇದಾಂಗಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಿರೂಪಣೆ, ವೇದವಿದ್ಯಾಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಗಹನವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಪೋದ್ಘಾತರೂಪವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟಕಾಧ್ಯಾಯಾದಿಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ರಮವನ್ನೂ, ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಗ್ರಂಥಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ತದರ್ಥಮೃಗ್ವೇದೋಽಸ್ಮಾಭಿಃ ಷಡಂಗಾನುಸಾರೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ। ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕೇ ವೇದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಪಯೋಗಿ-ತ್ವಾದಾದೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಾರಣ್ಯಕಾಂಡಸಹಿತಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ । ಅಥ ತತ್ರ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋದಾಹರಣೇನ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಃ ಸಂಹಿತಾಗ್ರಂಥೋ ವ್ಯಾ-ಖ್ಯಾತವ್ಯಃ ॥

ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಭಾಷ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎಂದರೆ, ವೇದವನ್ನೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಾವವು? ಯಾವರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಥವನ್ನು

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಗ್ರಂಥಗಳಾವವು? ಯಾವರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು? ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಗೆ ಷಡಂಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆವು.

ವೇದವು ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಮಂತ್ರಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನೂ (ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಆರಣ್ಯಕವನ್ನೂ (ಐತರೇಯರಣ್ಯಕ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕವಾದ ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಡನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವೆವು.

ಸ ಚಾಗ್ನಿಮೀಳ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಯಥಾ ವಃ ಸುಸಹಾಸತೀತ್ಯಂತೋಽಷ್ಟಕಾಂಡೈ-ರ್ದಶಮಂಡಲೈಶ್ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯಧ್ಯಾಯೈಃ ಪಂಚಾಶೀತ್ಯನುವಾಕೈರೀಷದಧಿಕ ಸಹಸ್ರಸೂಕ್ತೈರೀಷದಧಿಕದ್ವಿಸಹಸ್ರವರ್ಗೈರೀಷದಧಿಕಾಭಿರ್ದಶಸಹಸ್ರಸಂ-ಖ್ಯಾಭಿರ್ಋಗ್ಭಿಶ್ಚೋಪೇತಃ। ತಸ್ಯ ಚ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯಾಪ್ಯಾಮ್ನಾತ-ಕ್ರಮೇಣೈವ ಸಾಮಾನ್ಯವಿನಿಯೋಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಜಪಾದೌ ಪೂರ್ವ ಮೇವಾಭಿಹಿತಃ। ವಿಶೇಷವಿನಿಯೋಗಸ್ತು ತತ್ತತ್ಕ್ರತೌ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ। ಸ ಚ ತ್ರಿವಿಧಃ। ಸೂಕ್ತವಿನಿಯೋಗಸ್ತೃಚಾದಿವಿನಿಯೋಗ ಏಕೈಕಸ್ಯಾ ಋಚೋ ವಿನಿಯೋಗಶ್ಚೇತಿ॥

ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯು "ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ" ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ "ಯಥಾ ವಃ ಸುಸಾಹತಿ" ಎಂದು ಮುಗಿದಿರುವುದು. ಈ ಋಗ್ವೇದವಿಭಾಗಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೇವೆ (11 ನೇಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ). ಒಟ್ಟು ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ೮ ಅಷ್ಟಕಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟಕವನ್ನೂ ೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರ ಗಳುಳ್ಳ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತೀ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಮನಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಈ ವಿಧವಾದ ವಿಭಾಗಕ್ರಮದಂತೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಮವಾದ ೬೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವವು. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಧ್ಯಯನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಂಡಲವಿಭಾಗಕ್ರಮವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧ. ಇದು ಅಷ್ಟಕವಿಭಾಗಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾದ ಋಷಿಗಳ ನ್ನನುಸರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಋಷಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶಜರು ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರು ಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿರುವವು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ೧೦ ಮಂಡಲಗಳಿರುವವು. ೧, ೯, ೧೦ ನೆಯ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿದೃಷ್ಟಗಳಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಷ್ಟಕಗಳೂ, ಹತ್ತು ಮಂಡಲಗಳೂ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ ಎಂಭತ್ತೈದು ಅನುವಾಕಗಳೂ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವರ್ಗಗಳೂ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ಇರುವವು, ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ.

ವೇದವಿಭಾಗಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವು.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣಾನುಮಿತ್ಯಾ ವಾ ಯಸ್ತೂಪಾಯೋ ನ ಬುಧ್ಯತೇ ।
ಏನಂ ವಿದಂತಿ ವೇದೇನ ತಸ್ಮಾದ್ವೇದಸ್ಯ ವೇದತಾ ॥

ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೇದವು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು. ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಲ್ಲುವುದು. ಇಂತಹ ವೇದವು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದವೆಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರತಿವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕಶಾಖೆಗಳಿರುವವು. ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು—ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ೨೧ ಶಾಖಾಭೇದಗಳೂ, ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೧೦೧ ಶಾಖಾಭೇದಗಳೂ (ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳೂ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ೮೬ ಶಾಖೆಗಳೂ ಒಟ್ಟು ೧೦೧ ಶಾಖೆಗಳೂ) ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಶಾಖೆಗಳೂ, ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಒಂಭತ್ತು ಶಾಖೆಗಳೂ ಇರುವವು. ಈ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಶಾಖೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿವೇದವೂ ಮಂತ್ರಭಾಗ (ಸಂಹಿತಾ) ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಾಗವೆಂಬ ಎರಡುವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. **“ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋರ್ವೇದನಾಮಧೇಯಮಿತಿ ”** ಎಂದು ಆಪಸ್ತಂಬಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದದ ೨೧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ, ಶಾಕಲ, ಬಾಷ್ಕಲ, ಮಾಂಡೂಕೇಯ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನಶಾಖೆಯ ಸಂಹಿತೆಯಾದ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿರುವೆವು. ಈ ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ರಮವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು—ಮಂಡಲ, ಅನುವಾಕ, ಸೂಕ್ತ, ಋಕ್ಕುಗಳು; ಎರಡನೆಯದು—ಅಷ್ಟಕ, ಅಧ್ಯಾಯ, ವರ್ಗ, ಋಕ್ಕುಗಳು, ಎಂದು. ಮೊದಲನೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ರಮವು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಮವು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಲು ಎಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಇಂದ್ರ, ಮಿತ್ರಾವರುಣ, ಉಷಾ, ಭಗ, ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಕ್ರಿಯಾದಿವರ್ಣನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಋಕ್ಸಂಹಿತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಷ್ಟಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ “ ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ” ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಋಗ್ವೇದದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಯಾ ಮಂತ್ರಗಳ ಋಷಿ ದೇವತಾ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಯಿದೆ. ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳ ಋಷಿದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಸಹ ಆಯಾ ಸೂಕ್ತಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಋಷಿದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವರು. ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು. ಪ್ರಥಮವರ್ಗದಲ್ಲಿ--ಗಾಯತ್ರೀ, ಉಷ್ಣಿಕ್, ಅನುಷ್ಟುಪ್, ಬೃಹತೀ, ಪಂಕ್ತಿಃ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಜಗತೀ ಎಂದು ಏಳು

ಮುಖ್ಯವಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಪ್ರತಿಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಅವಾಂತರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಡನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. (222 ನೇ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಏಳು ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೨೪, ೨೮, ೩೨, ೩೬, ೪೦, ೪೪, ೪೮ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವವು. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ--ಅತಿಜಗತೀ, ಶಕ್ವರೀ, ಅತಿಶಕ್ವರೀ, ಅಷ್ಟಿಃ, ಅತ್ಯಷ್ಟಿಃ, ಧೃತಿಃ, ಅತಿಧೃತಿಃ ಎಂದು ಏಳು ಮುಖ್ಯಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ೫೨, ೫೬, ೬೦, ೬೪, ೬೮, ೭೨, ೭೬ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವವು. ಮೂರನೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ--ಕೃತಿಃ, ಪ್ರಕೃತಿಃ, ಆಕೃತಿಃ, ವಿಕೃತಿಃ, ಸಂಕೃತಿಃ, ಅಭಿಕೃತಿಃ, ಉತ್ಕೃತಿಃ ಎಂದು ಏಳು ಮುಖ್ಯಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೮೦, ೮೪, ೮೮, ೯೨, ೯೬, ೧೦೦, ೧೦೪ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವವು.

ಅಷ್ಟಕಾಧ್ಯಾಯವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದೆ "ಈಷದಧಿಕ" ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಂಡಲ, ಅನುವಾಕ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕ, ಅಧ್ಯಾಯ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತ, ವರ್ಗ, ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವಿರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಎಂಟನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ೪೯-೫೯ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ೧೧ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸೂಕ್ತಗಳು ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಖಿಲಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವರು. ಕೆಲವರು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರುವುದು. ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯವಿಚಾರದಲ್ಲಿ–ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಐದು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೊಂದು ವರ್ಗದಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು. ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ೧, ೩, ೪, ೫, ೬, ೭ ಋಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಸೂಕ್ತವು ೧ ವರ್ಗದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ೮ ಋಕ್ಕುಗಳಿರುವ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸುವರು. ಆದುದರಿಂದ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಋಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ—ಅನೇಕ ಕಡೆ **ದ್ವಿಪದಾ ವಿರಾಟ್** ಎಂಬ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಆ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ೨ ಪಾದವಿರುವ (ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಧಭಾಗ) ಋಕ್ಕೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವರು. ಕೆಲವರು ದ್ವಿಪದಾ ಎಂಬುವುದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಅದೂ ಎಲ್ಲಾ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಂತೆಯೇ ೪ ಪಾದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಮತದಂತೆ ೨ ಪಾದಗಳಿಗೆ (ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಧಭಾಗಕ್ಕೇ) ಒಂದು ಋಕ್ಕಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಮತದಂತೆ ೪ ಪಾದಗಳಿಗೆ (ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧ) ಒಂದು ಋಕ್ಕಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಬರಲು ಕಾರಣವಿರುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು "ಈಷದಧಿಕ" ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಂದು ವರ್ಗಾದಿಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು.

ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡೋಣ. ವಿನಿಯೋಗವೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು. ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಿಯೋಗವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಈ ವಿನಿಯೋಗಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಎರಡುವಿಧವಾಗಿರುವುದು: ಈ ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಠನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಿನಿಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಇತರ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಮಾಡುವ ಜಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋ

ಗಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಿನಿಯೋಗವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಈ ವಿಶೇಷವಿನಿಯೋಗವು—ಸೂಕ್ತ ವಿನಿಯೋಗ, ಮೂರುಋಕ್ಕುಗಳ ವಿನಿಯೋಗ, ಒಂದೊಂದು ಋಕ್ಕಿನ ವಿನಿಯೋಗವೆಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವುದು.

> ತತ್ರಾಗ್ನಿಮಿಾಳ ಇತಿ ಸೂಕ್ತಂ ಪ್ರಾತರನುವಾಕ ಆಗ್ನೇಯೇ ಕ್ರತೌ ವಿನಿಯುಕ್ತಂ । ಸ ವಿನಿಯೋಗ ಆಶ್ವಲಾಯನೇನ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತ್ರಯೋದಶೇ ಖಂಡೇ ಸೂತ್ರಿತಃ । ಅವಾ ನೋ ಅಗ್ನ ಇತಿ ಷಳಗ್ನಿಮಿಾಳೇಽಗ್ನಿಂ ದೂತಮಿತಿ । ತತ್ರ ಹೀನಪಾದಗ್ರಹಣಾತ್ಸೂಕ್ತನಿಶ್ಚಯಃ । ಸೂಕ್ತಂ ಸೂಕ್ತಾದೌ ಹೀನೇ ಪಾದೇ । ಅ. ೧-೧. । ಇತಿ ಪರಿಭಾಷಿತತ್ವಾತ್ । ತಸ್ಮಿನ್ ಸೂಕ್ತೇ ಪ್ರಥಮಾಯಾ ಋಚೋ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಂ ಪವಮಾನೇಷ್ಟೌ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತೋ ಯಾಜ್ಯಾತ್ವೇನ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಸ ಚ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಖಂಡೇ ಸೂತ್ರಿತಃ । ಸಾಹ್ವಾನ್ವಿಶ್ವಾ ಅಭಿಯುಜೋಽಗ್ನಿಮಿಾಳೇ ಪುರೋಹಿತಮಿತಿ ಸಂಯಾಜ್ಯೇ ಇತಿ । ತತ್ರ ಕೃತ್ಸ್ನಪಾದಗ್ರಹಣಾದೃಗಿತ್ಯವಗಮ್ಯತೇ । ಋಚಂ ಪಾದಗ್ರಹಣೇ ಅ. ೧-೧। ಇತಿ ಪರಿಭಾಷಿತತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಸಂಯಾಜ್ಯೇ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ಸೌವಿಷ್ಟಕೃತೀ ಪ್ರತೀಯಾತ್ ಅ.೨-೧ । ಇತಿ ಪರಿಭಾಷಿತತ್ವಾತ್ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ಸಂಬಂಧನಿಶ್ಚಯಃ । ತತ್ರಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯಮಂತ್ರತ್ವೇನೋದಾಹೃತತ್ವಾದ್ಯಾಜ್ಯಾತ್ವಂ । ಯದ್ಯಪಿ ಸಾಹ್ವಾನಿತ್ಯನಯಾ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಯೈವ ದೇವತಾಯಾ ಅನುಸ್ಮರಣ ರೂಪಸಂಸ್ಕಾರಃ ಸಿದ್ಧಸ್ತಥಾಪಿ ಯಾಜ್ಯಾನುವಾಕ್ಯಯೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯೋ ದ್ವಾದಶೇಽಧ್ಯಾಯೇ ಚತುರ್ಥಪಾದೇ ಮಿಾಮಾಂಸಿತಃ ॥

ಪ್ರಸಕ್ತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನಿಮಿಾಳೇ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವು ಪ್ರಾತರನುವಾಕವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾದ ಕ್ರತು (ಯಜ್ಞ) ವಿನಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಿನಿಯೋಗವು. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ಯ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಉಷಃಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಗ್ನಿ, ಉಷಸ್ಸು, ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಎಂಬ ಮೂವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಏಳು ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವರು. ಆಯಾ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ದೇವತಾಸಂಬಂಧವಾದ ಕ್ರತುವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯಕ್ರತುವೆಂದೂ, ಉಷಸ್ಸನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಷಸ್ಯಕ್ರತುವೆಂದೂ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ವಿನಕ್ರತುವೆಂದೂ ಮೂರು ಕ್ರತುಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳು ಪ್ರಾತಃಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಠಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತರನುವಾಕವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರಾತರನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಕ್ರತುವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂದರೆ ಆಗ್ನೇಯಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಈ "ಅಗ್ನಿಮಿಾಳೆ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುವರು. ಇದೇ ಈ ಸೂಕ್ತದ ವಿನಿಯೋಗವು.

ಆಶ್ವಲಾಯನರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಖಂಡದ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ—"ಅವಾ ನೋ ಅಗ್ನ ಇತಿ ಷಡಗ್ನಿಮಿಾಳೇಽಗ್ನಿಂ ದೂತಂ" ಎಂದು ಈ ಸೂಕ್ತದ ವಿನಿಯೋಗ ವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಋಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು

ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಋಕ್ಕಿನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತದ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಸೂಕ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **"ಸೂಕ್ತಂ ಸೂಕ್ತಾದೌ ಹೀನೇ ಪಾದೇ"** (ಆ. ೧-೧) ಎಂದರೆ, ಸೂಕ್ತದ ಪ್ರಾರಂಭಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು-ಎಂದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ **"ಅವಾ ನೋ ಅಗ್ನ ಇತಿ ಷಡಗ್ನಿಮೀಳೇಽಗ್ನಿಂ ದೂತಂ"** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಅವಾ ನೋ ಅಗ್ನ ಇತಿ ಷಟ್** ಎಂದರೆ ಅವಾ ನೋ ಅಗ್ನ ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೊದಲುಮಾಡಿ ಆರು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ **ಅವಾ ನೋ ಅಗ್ನ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಲದ ೭೯ ನೆಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ೭ ನೆಯ ಋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೨ ಋಕ್ಕು ಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ೭ ನೆಯ ಋಕ್ಕಿನಿಂದ ೧೨ ನೆಯ ಋಕ್ಕಿನವರೆಗೆ ಆಗುವ ಆರು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವು. **"ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ"** ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಎಂಬ ಒಂಭತ್ತು ಋಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ತವನ್ನೂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧) **"ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ"** ಎಂದರೆ **"ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ವೃಣೀಮಹೆ"** (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೨) ಎಂಬ ೧೨ ಋಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ತವನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವು.

ಸಂಪೂರ್ಣಸೂಕ್ತದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ **"ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ"** ಎಂಬ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಈ ಸೂಕ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರವಾದ **"ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ"** ಎಂಬ ಋಕ್ಕನ್ನು ಪವಮಾನೇಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಎಂಬ ಹೋಮಮಾಡುವಾಗ ಯಾಜ್ಯಮಂತ್ರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ—**"ಸಾಹ್ವಾನ್ವಿಶ್ವಾ ಅಭಿಯುಜೋಽಗ್ನಿ-ಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಮಿತಿ ಸಂಯಾಜ್ಯೇ"** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಋಕ್ಕಿನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಇಲ್ಲಿ **"ಸಾಹ್ವಾನ್ವಿಶ್ವಾ ಅಭಿಯುಜಃ"** (ಋ. ಸಂ. ೩-೧೧-೬) ಮತ್ತು **"ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ"** (ಋ. ಸಂ. ೧-೧-೧) ಎಂದು ಋಕ್ಕುಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಋಕ್ಕು ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. **"ಋಚಂ ಪಾದಗ್ರಹಣೇ"** (ಆ. ೧-೧) ಎಂದು ಸೂತ್ರವಿರುವುದು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಸಂಯಾಜ್ಯೇ** ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ಸಂಬಂಧವಾದ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಶ್ರೌತಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮಂಥನಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಆಧಾನವು ಪೂರ್ಣಾಹುತ್ಯಂತ, ಹೋಮಾಂತ, ಇಷ್ಟ್ಯಂತವೆಂದು ಮೂರುವಿಧವಾಗಿರುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾದ ಇಷ್ಟ್ಯಂತವೆಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪವಮಾನೇಷ್ಟಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಮೂರು ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಃ, ಅಗ್ನಿಃಪವಮಾನಃ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳೂ, ಎರಡನೆಯ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಃ ಪಾವಕಃ, ಅಗ್ನಿಃಶುಚಿಃ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳೂ ಮೂರನೆಯ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನೀಷೋಮೌ, ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ, ವಿಷ್ಣುಃ ಅದಿತಿಃ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳೂ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಇಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಹೋಮದಲ್ಲಿ) ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದ್ಧೋಮ ಮಾಡುವಾಗ **"ಸಾಹ್ವಾನ್ವಿಶ್ವಾ ಅಭಿಯುಜಃ"** ಎಂಬ ಋಕ್ಕನ್ನು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಯೂ, **"ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ"** ಎಂಬ ಋಕ್ಕನ್ನು ಯಾಜ್ಯಮಂತ್ರ ವನ್ನಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ದೇವತೆ ಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣಮಾಡಿ ಒಂದು ಋಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವರು. ಈ ಋಕ್ಕಿಗೆ **ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ**

ಎಂಬು ಹೆಸರು. ಅನಂತರ ಆಹ್ವಾನಮಾಡಿದ ದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಋಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಮಮಾಡುವರು. ಈ ಋಕ್ಕಿಗೆ ಯಾಜ್ಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಋಕ್ಕನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಯಾಜ್ಯವೆಂಬ ಋಕ್ಕನ್ನು ಅನಂತರ ಹೇಳುವುದು ವಿಧಿಯು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಸಾಹ್ವಾನ್ವಿಶ್ವಾ ಅಭಿಯುಜಃ** ಎಂದು ಮೊದಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಋಕ್ಕು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. **“ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ”** ಎಂಬ ಋಕ್ಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಯಾ ಎಂಬ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವೆಂದೂ ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಯಾಜ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಧವಾದ ಯಾಜ್ಯಾನುವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಜೈಮಿನಿನ್ಯಾಯಮಾಲಾವಿಸ್ತರದ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು—

ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಯಾ ಯಾಜ್ಯಾ ವಿಕಲ್ಪ್ಯಾ ವಾ ಸಮುಚ್ಚಿತಾ ।
ವಿಕಲ್ಪ್ಯಾನ್ಯತರೇಣೈವ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶನಾತ್ ॥

ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾಸಮಾಖ್ಯಾನಾದ್ವಚನಾಚ್ಚ ಸಮುಚ್ಚಯಃ । ದೇವತಾಪ್ರಕಾಶನಕಾರ್ಯಸ್ಯೈಕತ್ವಾತ್ ಯುಗ್ಮಯೋರ್ಯಥಾ ವಿಕಲ್ಪಸ್ತಥೈವೈಕಯುಗ್ಮಗತಯೋರಿತಿ ಚೇತ್ ನೈವಂ । ಪುರೋನುವಾಕ್ಯೇತಿ ಸಮಾಖ್ಯಯಾ ಉತ್ತರಕಾಲೀನಯಾಜ್ಯಾಮಂತರೇಣಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಕಿಂ ಚ— “ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾಮನೂಚ್ಯ ಯಾಜ್ಯಯಾ ಜುಹೋತಿ” ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚನೇನ ದೇವತೋಪಲಕ್ಷಣಹವಿಷ್ಪ್ರದಾನಕಾರ್ಯೋಃ ಭೇದೋಕ್ತಿಪುರಸ್ಸರಂ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ವಿಧೀಯತೇ । ತಸ್ಮಾತ್ಸಮುಚ್ಚಯ ಇತಿ ॥

ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಾಜ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೇ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪಠಿಸಬೇಕೇ ಎಂದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಸಮುಚ್ಚಯಃ** ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವು ಬರುವುದು. ಒಂದೇ ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳೇಕೆ? ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು ದೇವತೆಯನ್ನು ಅನುಸ್ಮರಣಮಾಡಿ ಆಹ್ವಾನಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವೆಂದರೆ— ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರವು ಎಂದರ್ಥವು. ಬಳಿಕ ದೇವತೆಯು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಹವಿಷ್ಪ್ರದಾನರೂಪವಾದ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು—ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಬಳಿಕ ಯಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೀಮಾಂಸಕರೂ, ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ—“ **ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾಮನೂಚ್ಯ ಯಾಜ್ಯಯಾ ಜುಹೋತಿ** ”— ಮೊದಲು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ಯಾಜ್ಯಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು

(ತೈತ್ತಿರೀಯ) ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯದ ವಿನಿಯೋಗವು ದೇವತೆಗಳ ಅನುಸ್ಮರಣಾ ಹ್ವಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಯಾಜ್ಯದ ವಿನಿಯೋಗವು ಹೋಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ಪಠಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ **ಸಮುಚ್ಚಯ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವರು.

ಏತಚ್ಚಾಗ್ನಿಮಿತ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತಂ ನವರ್ಚಂ । " ಅಗ್ನಿಂ ನವ ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ " ಇತ್ಯನುಕ್ರಮಣಿಕಾಯಾಮುಕ್ತತ್ವಾತ್ (ಅನು. ೧೪) ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪುತ್ರೋ ಮಧುಚ್ಛಂದೋನಾಮಕಸ್ತಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟೃ-ತ್ವಾತ್ತದೀಯ ಋಷಿಃ । ಋಷ ಗತಾವಿತಿ ಧಾತುಃ । ಸರ್ವಧಾತುಭ್ಯ ಇನ್ (ಉ. ೪-೧೧೭) । ಇಗುಪಧಾತ್ಕಿತ್ (ಉ. ೪-೧೧೯) ವೇದಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ತಪೋಽನುತಿಷ್ಠತಃ ಪುರುಷಾನ್ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ದೇವಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್। ತಥಾ ಚ ಶ್ರೂಯತೇ । " ಅಜಾನ್ ಹ ವೈ ಪೃಶ್ನೀಂಸ್ತಪಸ್ಯಮಾನಾ-ನ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭ್ವಭ್ಯಾನರ್ಷತ್ತದೃಷಯೋಽಭವನ್ (ತೈ. ಆ. ೨-೯) ಇತಿ । ತಥಾತೀಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಾನುಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರಥ-ಮತೋ ದರ್ಶನಾದೃಷಿತ್ವಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ।

ಯುಗಾಂತೇಽನ್ತರ್ಹಿತಾನ್ವೇದಾನ್ಸೇತಿಹಾಸಾನ್ಮಹರ್ಷಯಃ ।
ಲೇಭಿರೇ ತಪಸಾ ಪೂರ್ವಮನುಜ್ಞಾತಾಃ ಸ್ವಯಂಭುವೇತಿ ॥

ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‹‹ ಅಗ್ನಿಂ ನವ ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ''-ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಪುತ್ರನಾದ ಮಧುಚ್ಛಂದನೆಂಬುವನು ಋಷಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏಕಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಈ ಮಧುಚ್ಛಂದ ಋಷಿಯೇ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ದ್ರಷ್ಟೃವಾದುದರಿಂದ ಅವನೇ ಋಷಿಯು.

ಋಷ ಗತಾವಿತಿ ಧಾತುಃ । ಸರ್ವಧಾತುಭ್ಯ ಇನ್ (ಉ. ೪-೧೧೭) ಇಗುಪಧಾತ್ಕಿತ್ (ಉ. ೪-೧೧೯) ಇಲ್ಲಿ **ಋಷ್** ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಗತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು **ಸರ್ವಧಾತುಭ್ಯ ಇನ್**—ಎಲ್ಲಾ ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ **ಇನ್** ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುವುದು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ವಾದ **ಇಗುಪಧಾತ್ಕಿತ್** ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿರುವುದು. ಉಪಾಂತ್ಯದ ವರ್ಣ ಎಂದರೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಣಕ್ಕೆ **ಉಪಧೆ** ಎಂದು ಹೆಸರು. **ಇಕ್** ಎಂದರೆ **ಇ ಉ ಋ ಲೃ ಗಳು.** ಇವುಗಳು ಯಾವ ಧಾತುವಿನ ಉಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವೋ ಆ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **ಇನ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಅದು ಕಿತ್ತಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು. **ಇತ್**+**ಏತಿ ಇತಿ ಇತ್** ಎಂದು ವಿಗ್ರಹವು. ಲೋಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದು ಇದರ ಅವಯವಾರ್ಥ. **ಕಿತ್** ಎಂದರೆ ಕಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪಬಂದಿರುವುದು **ಇನ್** ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್‌ಗೆ ಇತ್‌ಸಂಜ್ಞೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಬರುವವೋ ಅವು ಬರುವವು. ಋಷ್ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **ಋ** ಎಂಬ ಉಪಾಂತ್ಯವು **ಇಕ್.** ಆದುದರಿಂದ ಋಷ್ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **ಇನ್** ಬರುತ್ತೆ, **ಋಷ್**+**ಇ.** ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕಿತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಗುಣಬರುವುದಿಲ್ಲ (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೧-೫) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇಧವುಂಟಾಗಿ **ಋಷ್**+**ಇ= ಋಷಿ** ಎಂದಾಗುವುದು.

ಋಷಿಗಳಿಗೆ **ಋಷಿ** ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಯುಗಾರಂಭದಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ) ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ವೇದಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಭುವಾದ ವೇದಪುರುಷನು ಬಂದನು. ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವುದು— **"ಅಜಾನ್ ಹ ವೈ ಪೃಶ್ನೀಗ್ ಸ್ತಪಸ್ಯಮಾನಾನ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭ್ವಭ್ಯಾನರ್ಷತ್ತೆ ಋಷಯೋಽಭವನ್ತ-ದೃಷೀಣಾಮೃಷಿತ್ವಂ"**—ಎಂದರೆ ಕಲ್ಪದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಜರೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಅಜರೂ ನಿರ್ಮಲರೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಲಾನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಋಷಿಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ (ಋಷಿ ಗತೌ) ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಪೋನುಷ್ಠಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾದ ಇತರ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಋಷಿಗಳೆಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಬರಲು ಇದೇ ಕಾರಣವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಜನ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಾರಂಭದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನರೂಪವಾಗಿ ಪಡೆದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದಾಗ ವೇದಾದಿವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಯುಗಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತರ್ಹಿತವಾದ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳನ್ನೂ ಪುನಃ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಪುರಾಣವಾಕ್ಯವಿರುವುದು.

ಋಷ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನಾಭಾವೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಃ ಸ್ಮರ್ಯತೇ—

ಅವಿದಿತ್ವಾ ಋಷಿಂ ಛಂದೋ ದೈವತಂ ಯೋಗಮೇವ ಚ ।
ಯೋಽಧ್ಯಾಪಯೇಜ್ಜಪೇದ್ವಾಪಿ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಜಾಯತೇ ತು ಸಃ ॥

ಋಷಿಛಂದೋದೈವತಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥಂ ಸ್ವರಾದ್ಯಪಿ ।
ಅವಿದಿತ್ವಾ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಮಂತ್ರಕಂಟಕ ಉಚ್ಯತ ಇತಿ ॥

ವೇದನವಿಧಿಶ್ಚ ಸ್ಮರ್ಯತೇ—

ಸ್ವರೋ ವರ್ಣೋಽಕ್ಷರಂ ಮಾತ್ರಾ ವಿನಿಯೋಗೋಽರ್ಥ ಏವ ಚ ।
ಮಂತ್ರಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನೇನ ವೇದಿತವ್ಯಂ ಪದೇ ಪದ ಇತಿ ॥

ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ, ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಋಷಿ ದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಋಷಿದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು

ಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ಪಠನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವರು—ಮಂತ್ರಗಳ ಋಷಿದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ, ವಿನಿಯೋಗವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವನೋ ಅಥವಾ ಜಪಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗುವನು. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಋಷಿದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವರಾದ್ಯುಚ್ಚಾರಣನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವವನು ಮಂತ್ರಕಂಟಕನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವರು—ಅಧ್ಯಯನಜಪಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಋಷಿದೇವತಾಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವರ, ವರ್ಣ, ಅಕ್ಷರ, ಮಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮಂತ್ರದ ಪದಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡಿ (ಎಂದರೆ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರರೀತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

> ಅಗ್ನಿಮಿತ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಛಂದೋಽನುಕ್ರಮಣಿಕಾಯಾಂ ಯದ್ಯಪ್ಯತ್ರ ನೋಕ್ತಂ ತಥಾಪಿ ಪರಿಭಾಷಾಯಾಮೇವಮುಕ್ತಂ । “ ಆದೌ ಗಾಯತ್ರಂ ಪ್ರಾಗ್ಘಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪಾತ್ (ಅನು. ೧೨-೧೪) ” ಇತಿ । ಹಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪಋಷಿರ್ಯೇಷಾಂ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತೇ ತತಃ ಪ್ರಾಚೀನೇಷು ಮಂತ್ರೇಷು ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದ ಇತ್ಯರ್ಥಃ। ಪುರುಷಸ್ಯ ಪಾಪಸಂಬಂಧಂ ವಾರಯಿತುಮಾಚ್ಛಾದಕತ್ವಾಚ್ಛಂದ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ತಚ್ಚಾರಣ್ಯಕಾಂಡೇ ಸಮಾಮ್ನಾಯತೇ । ಛಾದಯಂತಿ ಹ ವಾ ಏನಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಪಾಪಾತ್ಕರ್ಮಣ ಇತಿ । ಅಥವಾ ಚೀಯಮಾನಾಗ್ನಿಸಂತಾಪಸ್ಯಾಚ್ಛಾದಕತ್ವಾಚ್ಛಂದಃ । ತಚ್ಚ ತೈತ್ತಿರೀಯಾ ಆಮನಂತಿ । “ ಪ್ರಜಾಪತಿರಗ್ನಿಮಚಿನುತ ಸ ಕ್ಷುರಪವಿರ್ಭೂತ್ವಾಽತಿಷ್ಠತ್ತಂ ದೇವಾ ಬಿಭ್ಯತೋ ನೋಪಾಯನ್ತೇ ಛಂದೋಭಿರಾತ್ಮಾನಂ ಛಾದಯಿತ್ವೋಪಾಯನ್ತಚ್ಛಂದಸಾಂ ಛಂದಸ್ತ್ವಂ” ಇತಿ । (ತೈ. ಸಂ, ೫-೬-೬-೧) । ಯದ್ವಾ । ಅಪಮೃತ್ಯುಂ ವಾರಯಿತುಮಾಚ್ಛಾದಯತೀತಿ ಛಂದಃ। ತದಪಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದ್ಯಾಮ್ನಾತಂ। ದೇವಾ ವೈ ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಿಭ್ಯತಸ್ತ್ರಯೀಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಾವಿಶಂಸ್ತೇ ಛಂದೋಭಿರಾತ್ಮಾನಮಾಚ್ಛಾದಯನ್ ಯದೇಭಿರಚ್ಛಾದಯಂಸ್ತಚ್ಛಂದಸಾಂ ಛಂದಸ್ತ್ವಂ । (ಛಾಂ. ಉ. ೧-೪-೨) ಇತಿ ।

ಹಿಂದೆ ಋಷಿಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಈಗ ಛಂದಶ್ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ತಗಳ ಛಂದಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರಿಭಾಷಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. **ಆದೌ ಗಾಯತ್ರಂ ಪ್ರಾಗ್ಘಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪಾತ್** (ಅನು. ೧೨-೧೪) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪಋಷಿಯು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಗಳು. ಪುರುಷನ ಪಾಪಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚ್ಛಾದನರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ವಿಷಯವು ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು—ಈ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಪುರುಷನನ್ನು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ

ಸಂಬಂಧವು ಬರದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವವು ಎಂದು. ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಚಯನ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಂತಾಪನ ದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದನೆಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಛಂದಸ್ಸೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವಿರುವುದು—"**ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ನಗಿಮುಚಿನುತ ಸ ಕ್ಷುರಪವಿರ್ಭೂತ್ವಾ-ತಿಷ್ಠತ್ತಂ ದೇವಾ ಬಿಭ್ಯತೋ ನೋಪಾಯನ್ ತೇ ಛಂದೋಭಿರಾತ್ಮಾನಂ ಛಾದಯಿತ್ವೋಪಾಯನ್ ತಚ್ಛಂ-ದಸಾಂ ಛಂದಸ್ತ್ವಂ** | (ತೈ.ಸಂ. ೫-೬-೬-೧)-ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಅಗ್ನಿಚಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅಗ್ನಿಯು ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗಿನಂತೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆ ಗಳು ಹೆದರಿದರು. ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರಾದರು. ಆಗ ಅವರು ಒಂದುಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಆಚ್ಛಾದನೆಮಾಡಿಕೊಂಡು (ಮರೆಮಾಡಿ ಕೊಂಡು) ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಛಂದಸ್ಸೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂದು. ಅಥವಾ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಛಂದಸ್ಸೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ—"**ದೇವಾ ವೈ ಮೃತ್ಯೋ-ರ್ಬಿಭ್ಯತಸ್ತ್ರಯೀಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಾವಿಶಂಸ್ತೇ ಛಂದೋಭಿರಾತ್ಮಾನಮಾಚ್ಛಾದಯನ್ಯದೇಭಿರಚ್ಛಾದಯಂಸ್ತ-ಚ್ಛಂದಸಾಂ ಛಂದಸ್ತ್ವಂ**"—ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಭಯವುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಚ್ಛಾದನೆಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಛಂದಸ್ಸೆಂದು ಹೆಸರುಬರಲು ಅದೇ ಕಾರಣವು ಎಂದು.

ತಥಾ ದ್ಯೋತನಾರ್ಥದೀವ್ಯತಿಧಾತುನಿಮಿತ್ತೋ ದೇವಶಬ್ದ ಇತ್ಯೇತದಾಮ್ನಾ-ಯತೇ । ದಿವಾ ವೈ ನೋಽಭೂದಿತಿ ತದ್ದೇವಾನಾಂ ದೇವತ್ವಮಿತಿ (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೨-೮-೯) । ಅತೋ ದೀವ್ಯತೀತಿ ದೇವಃ । ಮಂತ್ರೇಣ ದ್ಯೋತ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಸ್ಮಿನ್ ಸೂಕ್ತೇ ಸ್ತೂಯಮಾನತ್ವಾದಗ್ನಿ-ರ್ದೇವಃ । ತಥಾ ಚಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾಯಾಮುಕ್ತಂ । ಮಂಡಲಾದಿಷ್ವಾ-ಗ್ನೇಯಮೈಂದ್ರಾತ್ (ಅನು. ೧೨-೧೨) ಇತಿ । ತಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಥ-ಮಾಮೃಚಂ ಭಗವಾನ್ವೇದಪುರುಷ ಆಹ ॥

ಋಷಿ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ದೇವಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು. **ದೀವ್ಯತಿ** ಧಾತುವಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ಈ ಧಾತುವಿನಿಂದ ದೇವಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಗಿರುವು ದೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದು. "**ದಿವಾ ವೈ ನೋಽಭೂದಿತಿ । ತದ್ದೇವಾನಾಂ ದೇವತ್ವಂ ॥**" ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ ಅಥವಾ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳಗುವೆವು ಎಂದು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳುವರು. ಆದುದರಿಂದ ದೇವಶಬ್ದವು ಈರೀತಿ ಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನು ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವವನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಈ ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವುದ ರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ದೇವತೆಯು. ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ—"**ಮಂಡಲಾದಿಷ್ವಾಗ್ನೇಯ-ಮೈಂದ್ರಾತ್**"—ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಮಂಡಲದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ ಇವರುಗಳೇ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ತವು ಪ್ರಥಮಮಂಡಲದ ಪ್ರಥಮಸೂಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ದೇವತೆಯು. ಈ ಸೂಕ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ಋಕ್ಕನ್ನು ಭಗವಾನ್‌ವೇದಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವನು—

॥ ಓಂ ॥

॥ ಮಂಡಲ—೧ ॥ ಅನುವಾಕ—೧ ॥ ಸೂಕ್ತ—೧ ॥

॥ ಅಷ್ಟಕ—೧ ॥ ಅಧ್ಯಾಯ—೧ ॥ ವರ್ಗ—೧-೨ ॥

॥ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆ ೧-೯ ॥

ಋಷಿಃ—ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ।

ದೇವತಾ—ಅಗ್ನಿಃ ।

ಛಂದಃ—ಗಾಯತ್ರೀ ।

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಮೃತ್ವಿಜಂ ।
ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ॥ ೧ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಅಗ್ನಿಂ । ಈಳೇ । ಪುರಃಽಹಿತಂ । ಯಜ್ಞಸ್ಯ । ದೇವಂ । ಋತ್ವಿಜಂ ॥
ಹೋತಾರಂ । ರತ್ನಽಧಾತಮಂ ॥ ೧ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಅಗ್ನಿನಾಮಕಂ ದೇವಮೀಳೇ । ಸ್ತೌಮಿ । ಈಡ ಸ್ತುತೌ । ಧಾ. ೨೪-೯ । ಇತಿ ಧಾತುಃ । ಡಕಾರಸ್ಯ ಳಕಾರೋ ಬಹ್ವೃಚಾಧ್ಯೇತೃಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರಾಪ್ತಃ । ತಥಾ ಚ ಪಠ್ಯತೇ । ಅಜ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಡಕಾರಸ್ಯ ಳಕಾರಂ ಬಹ್ವೃಚಾ ಜಗುಃ । ಅಜ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಢಕಾರಸ್ಯ ಳ್ಹಕಾರಂ ವೈ ಯಥಾಕ್ರಮಮಿತಿ । ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರಯೋಜ್ಯತ್ವಾದಹಂ ಹೋತಾ ಸ್ತೌಮೀತಿ ಲಭ್ಯತೇ । ಕೀದೃಶಮಗ್ನಿಂ । ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪುರೋಹಿತಂ । ಯಥಾ ರಾಜ್ಞಃ ಪುರೋಹಿತಸ್ತದಭೀಷ್ಟಂ ಸಂಪಾದಯತಿ ತಥಾಗ್ನಿರಪಿ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿತಂ ಹೋಮಂ ಸಂಪಾದಯತಿ । ಯದ್ವಾ । ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಿನಿ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಆಹವನೀಯರೂಪೇಣಾವಸ್ಥಿತಂ । ಪುನಃ ಕೀದೃಶಂ । ದೇವಂ ದಾನಾದಿಗುಣಯುಕ್ತಂ । ಪುನಃ ಕೀದೃಶಂ । ಹೋತಾರಮೃತ್ವಿಜಂ । ದೇವಾನಾಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಹೋತೃನಾಮಕ ಋತ್ವಿಗಗ್ನಿರೇವ । ತಥಾ ಚ ಶ್ರೂಯತೇ । ಅಗ್ನಿರ್ವೈ

ದೇವಾನಾಂ ಹೋತಾ । ಐ. ಬ್ರಾ. ೩-೧೪ । ಇತಿ । ಪುನರಪಿ ಕೀದೃಶಂ । ರತ್ನಧಾತಮಂ ಯಾಗಫಲ-
ರೂಪಾಣಾಂ ರತ್ನಾನಾಮತಿಶಯೇನ ಧಾರಯಿತಾರಂ ಪೋಷಯಿತಾರಂ ವಾ । ಅತ್ರಾಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಯಾಸ್ಕೋ
ಬಹುಧಾ ನಿರ್ವಚನಂ ದರ್ಶಯತಿ । ಅಥಾತೋಽನುಕ್ರಮಿಷ್ಯಾಮೋಽಗ್ನಿಃ ಪೃಥಿವೀಸ್ಥಾನಸ್ತಂ ಪ್ರಥಮಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮೋಽಗ್ನಿಃ ಕಸ್ಮಾದಗ್ರಣೀರ್ಭವತ್ಯಗ್ರಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಪ್ರಣೀಯತೇಽಂಗಂ ನಯತಿ ಸಂನಮ-
ಮಾನೋಽಕ್ನೋಪನೋ ಭವತೀತಿ ಸ್ಥೌಲಾಷ್ಠೀವಿರ್ನ ಕ್ನೋಪಯತಿ ನ ಸ್ನೇಹಯತಿ ತ್ರಿಭ್ಯ ಆಖ್ಯಾತೇಭ್ಯೋ
ಜಾಯತ ಇತಿ ಶಾಕಪೂಣಿರಿತಾದಕ್ತಾದ್ದಗ್ಧಾದ್ವಾ ನೀತಾತ್ಸ ಖಲ್ವೇತೇರಕಾರಮಾದತ್ತೇ ಗಕಾರಮನ-
ಕ್ತೇರ್ವಾ ದಹತೇರ್ವಾ ನೀಃ ಪರಸ್ತಸ್ಯೈಷಾ ಭವತ್ಯಗ್ನಿಮೀಳೇ । ನಿ. ೭-೧೪ । ಇತಿ । ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ ।
ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಸರ್ವದೇವತಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯಾಭಿಹಿತತ್ವಾದನಂತರಂ ಯತಃ ಪ್ರತಿಪದಂ ವಿಶೇಷೇಣ
ವಕ್ತವ್ಯತ್ವಮಾಕಾಂಕ್ಷಿತಮತೋಽನುಕ್ರಮೇಣ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ । ತತ್ರ ಪೃಥಿವೀಲೋಕೇ ಸ್ಥಿತೋಽಗ್ನಿಃ
ಪ್ರಥಮಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯತೇ । ಕಸ್ಮಾತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾದಗ್ನಿಶಬ್ದೇನ ದೇವತಾಭಿಧೀಯತ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯಾ-
ಗ್ರಣೀರಿತ್ಯಾದಿಕಮುತ್ತರಂ । ದೇವಸೇನಾಮಗ್ರೇ ಸ್ವಯಂ ನಯತೀತ್ಯಗ್ರಣೀಃ । ಏತದೇಕಮಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯ
ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಂ । ತಥಾ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂತರಂ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವಾನಾಂ ಸೇನಾನೀರಿತಿ । ಏತದೇವಾಭಿಪ್ರೇತ್ಯ
ಬಹ್ವೃಚಾ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಮನಂತಿ । ಅಗ್ನಿರ್ಮುಖಂ ಪ್ರಥಮೋ ದೇವತಾನಾಮಿತಿ ಮಂತ್ರಃ ।
ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೪ । ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಮವಮಃ । ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೧ । ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ । ತಥಾ
ತೈತ್ತಿರೀಯಾಶ್ಚಾಮನಂತಿ । ಅಗ್ನಿರಗ್ರೇ ಪ್ರಥಮೋ ದೇವತಾನಾಂ । ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೩-೩ । ಇತಿ ।
ಅಗ್ನಿರವಮೋ ದೇವತಾನಾಮಿತಿ ಚ । ವಾಜಸನೇಯಿನಸ್ತ್ವೇವಮಾಮನಂತಿ । ಸ ವಾ ಏಷೋಽಗ್ರೇ
ದೇವತಾನಾಮಜಾಯತ ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿರ್ನಾಮೇತಿ । ಯಜ್ಞೇಷ್ವಗ್ನಿಹೋತ್ರೇಷ್ಟಿಪಶುಸೋಮರೂಪೇಷ್ವಗ್ರಂ
ಪೂರ್ವದಿಗ್ವರ್ತ್ಯಾಹವನೀಯದೇಶಂ ಪ್ರತಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾತ್ಪ್ರಣೀಯತ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಂ ।
ಸಂನಮಮಾನಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಹ್ವೀಭವನ್ನಂಗಂ ಸ್ವಕೀಯಂ ಶರೀರಂ ನಯತಿ ಕಾಷ್ಠದಾಹೇ
ಹವಿಷ್ಪಾಕೇ ಚ ಪ್ರೇರಯತೀತಿ ತೃತೀಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಂ । ಸ್ಥೂಲಾಷ್ಠೀವನಾಮಕಸ್ಯ ಮಹರ್ಷೇಃ
ಪುತ್ರೋ ನಿರುಕ್ತಕಾರಃ ಕಶ್ಚಿದಕ್ನೋಪನ ಇತ್ಯಗ್ನಿಶಬ್ದಂ ನಿರ್ವಕ್ತಿ । ತತ್ರ ನ ಕ್ನೋಪಯತೀತ್ಯುಕ್ತೇ ನ
ಸ್ನೇಹಯತಿ ಕಿಂತು ಕಾಷ್ಠಾದಿಕಂ ರೂಕ್ಷಯತೀತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಶಾಕಪೂಣಿನಾಮಕೋ ನಿರುಕ್ತಕಾರೋ
ಧಾತುತ್ರಯಾದಗ್ನಿಶಬ್ದನಿಷ್ಪತ್ತಿಂ ಮನ್ಯತೇ । ಇತ ಇಣ್ ಗತೌ । ಧಾ. ೨೪-೩೬ । ಇತಿ ಧಾತುಃ ।
ಅಕ್ತೋಽಂಜೂ ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ರಕ್ಷಣಕಾಂತಿಗತಿಷು । ಧಾ. ೧೯-೨೧ । ಇತಿ ಧಾತುಃ । ದಗ್ಧೋ ದಹ ಭಸ್ಮೀ-
ಕರಣೇ । ಧಾ. ೨೩-೨೨ । ಇತಿ ಧಾತುಃ ನೀತೋ ಣೀಞ್ ಪ್ರಾಪಣೇ । ಧಾ. ೨೨-೮ । ಇತಿ ಧಾತುಃ ।
ಅಗ್ನಿಶಬ್ದೋ ಹ್ಯಕಾರಗಕಾರನಿಶಬ್ದಾನಪೇಕ್ಷಮಾಣ ಏತಿಧಾತೋರುತ್ಪನ್ನಾದಯನಶಬ್ದಾದಕಾರಮಾ-
ದತ್ತೇ । ಅನಕ್ತಿಧಾತುಗತಸ್ಯ ಕಕಾರಸ್ಯ ಗಕಾರಾದೇಶಂ ಕೃತ್ವಾ ತಮಾದತ್ತೇ । ನೀರಿತಿ ನಯತಿಧಾತುಃ ।
ಸ ಚ ಹ್ರಸ್ವೋ ಭೂತ್ವಾ ಪರೋ ಭವತಿ । ತತೋ ಧಾತುತ್ರಯಂ ಮಿಲಿತ್ವಾಗ್ನಿಶಬ್ದೋ ಭವತಿ । ಯಜ್ಞ-
ಭೂಮಿಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಕೀಯಮಂಗಂ ನಯತಿ ಕಾಷ್ಠದಾಹೇ ಹವಿಷ್ಪಾಕೇ ಚ ಪ್ರೇರಯತೀತಿ ಸಮುದಾ-
ಯಾರ್ಥಃ । ತಸ್ಯಾಗ್ನಿಶಬ್ದಾರ್ಥಸ್ಯ ದೇವತಾವಿಶೇಷಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಸ್ತುತಿಪ್ರದರ್ಶನಾಯೈಷಾಮಗ್ನಿಮೀಳೇ
ಇತ್ಯೃಗ್ಭವತೀತಿ । ತಾಮೇತಾಮೃಚಂ ಯಾಸ್ಕ ಏವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾನ್ । ಅಗ್ನಿಮೀಳೇಽಗ್ನಿಂ
ಯಾಚಾಮೀಳಿರಧ್ಯೇಷಣಾಕರ್ಮಾ ಪೂಜಾಕರ್ಮಾ ವಾ ಪುರೋಹಿತೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ
ದೇವೋ ದಾನಾದ್ವಾ ದೀಪನಾದ್ವಾ ದ್ಯೋತನಾದ್ವಾ ದ್ಯುಸ್ಥಾನೋ ಭವತೀತಿ ವಾ ಯೋ ದೇವಃ ಸಾ ದೇವತಾ
ಹೋತಾರಂ ಹ್ವಾತಾರಂ ಜುಹೋತೇರ್ಹೋತೇತ್ಯೌರ್ಣವಾಭೋ ರತ್ನಧಾತಮಂ ರಮಣೀಯಾನಾಂ

ಧನಾನಾಂ ದಾತೃತಮಮ್ । ನಿ. ೭-೧೫ । ಇತಿ । ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಈಡಿತಿಧಾತೋಃ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥತ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ । ಧಾತೂನಾಮನೇಕಾರ್ಥತ್ವಮಿತಿ ನ್ಯಾಯಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯಾಚ್ಞಾಧ್ಯೇಷಣಾಪೂಜಾ ಅಪ್ಯತ್ರೋ-ಚಿತತ್ವಾತ್ತದರ್ಥತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ । ಪುರೋಹಿತಶಬ್ದೋ ದ್ವಿತೀಯೇಽಧ್ಯಾಯೇ । ನಿ. ೨-೧೨ । ಯದ್ದೇವಾಪಿಃ ಶಂ ತನವೇ ಪುರೋಹಿತ ಇತ್ಯೇತಾಮೃಚಮುದಾಹೃತ್ಯ ಪುರ ಏನಂ ದಧಾತೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ । ತೈತ್ತಿರೀಯಾಶ್ಚ ಪೌರೋಹಿತ್ಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಮಾನಸ್ಯ ಪಶ್ವನುಷ್ಠಾನಂ ವಿಧಾಯ ತತ್ಫಲತ್ವೇನ ಪುರ ಏನಂ ದಧತ ಇತ್ಯಾಮನಂತಿ । ದೇವಶಬ್ದೋ ದಾನದೀಪನದ್ಯೋತನಾನಾಮನ್ಯತಮಮರ್ಥಮಾಚಷ್ಟೇ । ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದಾತಾ ದೀಪಯಿತಾ ದ್ಯೋತಯಿತಾಯಮಗ್ನಿರಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ದೀಪನದ್ಯೋತನಯೋ-ರೇಕಾರ್ಥತ್ವೇಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಧಾತುಭೇದಃ । ಯದ್ಯಪ್ಯಗ್ನಿಃ ಪೃಥಿವೀಸ್ಥಾನಸ್ತಥಾಪಿ ದೇವಾನ್ಪ್ರತಿ ಹವಿರ್ವಹನಾ-ದ್ದ್ಯುಸ್ಥಾನೋ ಭವತಿ । ದೇವಶಬ್ದದೇವತಾಶಬ್ದಯೋಃ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಾನ್ಮಂತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಕಾಚಿದಗ್ನಿ-ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾ ದೇವತಾ ನಾನ್ವೇಷಣೀಯಾ । ಹೋತೃಶಬ್ದಸ್ಯ ಹ್ವಯತಿಧಾತೋರುತ್ಪನ್ನತ್ವೇನ ದೇವಾನಾ-ಮಾಹ್ವಾತಾರಮಿತಿ । ಔರ್ಣವಾಭನಾಮಕಸ್ತು ಮುನಿರ್ಜುಹೋತಿಧಾತೋರುತ್ಪನ್ನೋ ಹೋತೃಶಬ್ದ ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ । ಅಗ್ನೇಶ್ಚ ಹೋತೃತ್ವಂ ಹೋಮಾಧಿಕರಣತ್ವೇನ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ । ರತ್ನಶಬ್ದೋ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯೇ ಮಘಮಿತ್ಯಾದಿಷ್ವಷ್ಟಾವಿಂಶತೌ ಧನನಾಮಸು ಪಠಿತಃ । ರಮಣೀಯತ್ವಾದ್ರತ್ನತ್ವಂ । ದಧಾತಿಧಾತುರತ್ರ ದಾನಾರ್ಥವಾಚೀತಿ । ತದಿದಂ ನಿರುಕ್ತಕಾರಸ್ಯ ಯಾಸ್ಕಸ್ಯ ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ । ಅಥ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೋಚ್ಯತೇ । ಅಗಿಧಾತೋರ್ಗತ್ಯರ್ಥಾತ್ । ಧಾ. ೫-೩೮ । ಅಂಗೇರ್ನಲೋಪಶ್ಚ । ಉ. ೪-೫೦ । ಇತ್ಯೌಣಾದಿಕಸೂತ್ರೇಣ ನಿಪ್ರತ್ಯಯಃ । ಇದಿತ್ತ್ವಾನ್ನುಮಾಗಮೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ನಕಾರಸ್ಯ । ಪಾ. ೭-೧-೫೮ । ಲೋಪಶ್ಚ ಭವತಿ । ಅಂಗತಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ಗಚ್ಛತಿ ಹವಿರ್ನೇತುಮಿತ್ಯಗ್ನಿಃ । ತತ್ರ ಧಾತೋಃ । ಪಾ. ೬-೧-೧೬೨ । ಇತ್ಯಕಾರ ಉದಾತ್ತಃ । ಆದ್ಯುದಾತ್ತಶ್ಚ । ಪಾ. ೩-೧-೩ । ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗತ ಇಕಾರೋಽಪ್ಯುದಾತ್ತಃ । ಅನುದಾತ್ತಂ ಪದಮೇಕವರ್ಜಂ । ಪಾ. ೬-೧-೧೫೮ । ಇತಿ ದ್ವಯೋರನ್ಯತರ ಮುದಾತ್ತಮವಶೇಷ್ಯೇ-ತರಸ್ಯಾನುದಾತ್ತತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ । ತತ್ರ ಧಾತುಸ್ವರೇ ಪ್ರಥಮತೋಽವಸ್ಥಿತೇ ಸತಿ ಪಶ್ಚಾದುಪದಿಶ್ಯಮಾನಃ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರೋಽವಶಿಷ್ಯತೇ । ಸತಿ ಶಿಷ್ಟಸ್ವರೋ ಬಲೀಯಾನ್ । ಪಾ. ೬-೧-೧೫೮-೯ । ಇತಿ ಹಿ ನ್ಯಾಯಃ । ತತೋಽಂತೋದಾತ್ತಮಗ್ನಿಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ । ಪಾ. ೩-೧-೪ । ಇತ್ಯಮಿತ್ಯೇತ-ದ್ದ್ವಿತೀಯೈಕವಚನಮನುದಾತ್ತಂ । ತಸ್ಯಾಮಿ ಪೂರ್ವಃ । ಪಾ. ೬-೧-೧೦೭ । ಇತಿ ಯತ್ಪೂರ್ವರೂಪಂ ತದುದಾತ್ತಮೇಕಾದೇಶ ಉದಾತ್ತೇನೋದಾತ್ತಃ । ಪಾ. ೮-೨-೫ । ಇತಿ ಸೂತ್ರಿತತ್ವಾತ್ । ಅಗ್ನಿಶಬ್ದೋ ಧಾತುಜನ್ಯೇತಿ ಮತೇ ಸೇಯಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ವಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾ । ಮತದ್ವಯಂ ಯಾಸ್ಕೇನ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ । ನಾಮಾನ್ಯಾಖ್ಯಾತಜಾನೀತಿ ಶಾಕಟಾಯನೋ ನೈರುಕ್ತಸಮಯಶ್ಚ । ನ ಸರ್ವಾಣೀತಿ ಗಾರ್ಗ್ಯೋ ವೈಯಾಕರಣಾನಾಂ ಚೈಕೇ । ನಿ. ೧-೧೨ । ಇತಿ । ಗಾರ್ಗ್ಯಸ್ಯ ಮತೇಽಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯಾಖಂಡಪ್ರತಿಪಾದಿಕತ್ವಾ-ತ್ಫಿಷೋಽಂತ ಉದಾತ್ತಃ । ಫಿ. ೧-೧ । ಇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇಷ್ವಗ್ರಣೀರಿತ್ಯಾದಿನಿರ್ವ-ಚನೇಷು ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಾದ್ಯಶೇಷಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಯಥೋಚಿತಂ ಕಲ್ಪನೀಯಾ । ಏತದೇವಾಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಯಾಸ್ಕ ಆಹ । ಅಥ ನಿರ್ವಚನಂ ತದ್ಯೇಷು ಪದೇಷು ಸ್ವರಸಂಸ್ಕಾರೌ ಸಮರ್ಥೌ ಪ್ರಾದೇಶಿಕೇನ ಗುಣೇನಾನ್ವಿತೌ ಸ್ಯಾತಾಂ ತಥಾ ತಾನಿ ನಿಬ್ರೂಯಾದಥಾನನ್ವಿತೇಽರ್ಥೇಽಪ್ರಾದೇಶಿಕೇ ವಿಕಾರೇಽರ್ಥನಿತ್ಯಃ ಪರೀಕ್ಷೇತ ಕೇನಚಿದ್ವೃತ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯೇನಾವಿದ್ಯಮಾನೇ ಸಾಮಾನ್ಯೇಽಪ್ಯಕ್ಷರವರ್ಣಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ನಿಬ್ರೂಯಾನ್ನ ತ್ವೇವ ನ ನಿಬ್ರೂಯಾತ್ । ನಿ. ೨-೧ । ಇತಿ । ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ತತ್ತತ್ರ ನಿರ್ವಚನೀಯ-ಪದಸಮೂಹಮಧ್ಯೇ ಯೇಷ್ವಗ್ನ್ಯಾದಿಪದೇಷು ಪೂರ್ವೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಸ್ವರಸಂಸ್ಕಾರೌ ಸಮರ್ಥೌ ವ್ಯಾಕರಣ-

ಸಿದ್ಧೌ ಸ್ಯಾತಾಂ । ಸ್ವರ ಉದಾತ್ತಾದಿಃ । ಸಂಸ್ಕಾರೋ ನಿಪ್ರತ್ಯಾಯಾದಿಃ । ಕಿಂಚ ತೌ ಸ್ವರಸಂಸ್ಕಾರೌ ಪ್ರಾದೇಶಿಕೇನ ಗುಣೇನಾನ್ವಿತೌ ಸ್ಯಾತಾಂ । ಶಬ್ದಸ್ಯೈಕದೇಶಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೋಽಗಿಧಾತುಃ ಪ್ರದೇಶಃ । ತತ್ರ ಭವೋ ಗುಣೋ ಗತಿರೂಪೋಽರ್ಥಃ । ತೇನಾನ್ವಿತೌ । ತಾನ್ಯಗ್ನ್ಯಾದಿಪದಾನಿ ತಥಾ ವ್ಯಾಕರಣಾನುಸಾರೇಣ ನಿಬ್ರೂಯಾತ್ । ತಚ್ಚ ನಿರ್ವಚನಮಸ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ । ಅಥ ಪೂರ್ವೋಕ್ತನ್ಯೈಲಕ್ಷಣ್ಯೇನ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿನ್ನ ವಿವಕ್ಷಿತೋಽರ್ಥೋ ನಾನ್ವಿತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಶಬ್ದೇಽನುಗತೋ ನ ಭವೇತ್ । ತಸ್ಯೈವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಪ್ರಾದೇಶಿಕೇ ವಿಕಾರ ಇತಿ । ಅಗ್ರನಯನಾದಿರೂಪಃ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷೋ ವಿಕಾರಃ । ಸ ಚ ಪ್ರದೇಶೇನಾಗ್ನಿಶಬ್ದೈಕದೇಶೇನಾತ್ರ ನಾಭಿಧೀಯತ ಇತ್ಯಪ್ರಾದೇಶಿಕಃ । ಏವಂ ಸತಿ ಯಃ ಪುಮಾನರ್ಥನಿತ್ಯಃ ಸ್ವವಿವಕ್ಷಿತೇಽರ್ಥೇ ನಿಯತೋ ನಿರ್ಬಂಧವಾನ್ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನುಸಾರೇಣ ವಾ ದೇವತಾಂತರವಿಶೇಷಣತ್ವೇನ ಯೋಜಯಿತುಂ ವಾ ಸ ನಿರ್ಬಂಧಃ । ತದಾನೀಂ ಸ ಪುಮಾನ್ಕೇನಚಿದ್ವೃತ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಸ್ವವಿವಕ್ಷಿತಮರ್ಥಂ ಪರೀಕ್ಷೇತ । ತಸ್ಮಿನ್ ಶಬ್ದೇ ಯೋಜಯೇತ್ । ವೃತ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾ । ತದ್ರೂಪೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಸಾದೃಶ್ಯಂ । ಅಸ್ಮಾಭಿಶ್ಚಾಗ್ರನಯನಾದಿರೂಪಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ವಸಾಮಾನ್ಯಮುಪಜೀವ್ಯಾಗ್ರಣೀತ್ವಾದ್ಯರ್ಥೋ ಯೋಜಿತಃ । ತದಿದಂ ಯಾಸ್ಕಾಭಿಮತಂ ನಿರ್ವಚನಂ । ಸ್ಥೌಲಾಷ್ಠೀವಿರಕ್ಷರಸಾಮ್ಯಾನ್ನಿರ್ವಕ್ತಿ । ಅಕ್ನೋಪನಶಬ್ದಸ್ಯಾದೌ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಮಕಾರರೂಪಮಕ್ಷರಂ ವಿದ್ಯತೇ । ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯಾಪ್ಯಾದಾವಕಾರೋಽಸ್ತಿ । ತದಿದಮಕ್ಷರಸಾಮ್ಯಂ ಶಾಕಪೂಣಿಸ್ತು ವರ್ಣಸಾಮ್ಯಾನ್ನಿಬ್ರೂತೇ । ದಗ್ಧಶಬ್ದಾಗ್ನಿಶಬ್ದಯೋರ್ಗಕಾರವರ್ಣೇನ ಸಾಮ್ಯಂ । ಸರ್ವಥಾಪಿ ನಿರ್ವಚನಂ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ । ಈಳೇ ಇತ್ಯೇತತ್ಪದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮಪ್ಯನುದಾತ್ತಂ । ತಿಙ್ಙತಿಙಃ । ಪಾ. ೮-೧-೨೮ । ಇತ್ಯತಿಙಂತಾದಗ್ನಿಶಬ್ದಾತ್ಪರಸ್ಯೇಳೇ ಇತ್ಯಸ್ಯ ತಿಙಂತಸ್ಯ ನಿಘಾತವಿಧಾನಾತ್ । ಪದದ್ವಯಸಂಹಿತಾಕಾಲೇ ತ್ವೀಕಾರಸ್ಯ ಧಾತುಗತಸ್ಯೋದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ । ಪಾ. ೮-೪-೬೬ । ಇತಿ ಸ್ವರಿತತ್ವಂ । ತಸ್ಮಾದೂರ್ಧ್ವಭಾವಿನ ಏಕಾರಸ್ಯ ತಿಙ್ಪ್ರತ್ಯಯರೂಪಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಾತ್ಸಂಹಿತಾಯಾಮನುದಾತ್ತಾನಾಂ । ಪಾ. ೧-೨-೩೯ । ಇತ್ಯೈಕಶ್ರುತ್ಯಂ ಪ್ರಚಯನಾಮಕಂ ಭವತಿ । ಪುರಃಶಬ್ದೋಂತೋದಾತ್ತಃ । ಅಯಂ ಪುರೋ ಭುವಃ । ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೨-೧ । ಇತ್ಯತ್ರ ತಥೈವಾಮ್ನಾತತ್ವಾತ್ । ಪೂರ್ವಾಧರಾವರಾಣಾಮಸಿ ಪುರಧವಶ್ಚೈಷಾಂ । ಪಾ. ೫-೩-೩೯ । ಇತಿ ಪೂರ್ವಶಬ್ದಾದಸ್ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪುರಾದೇಶಶ್ಚ । ತತ್ರೋಽತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರಃ । ಪಾ. ೩-೧-೩ । ಧಾಙೋ ನಿಷ್ಠಾಯಾಂ ದಧಾತೇರ್ಹಿಃ । ಪಾ. ೭-೪-೪೨ । ಇತ್ಯಾದೇಶೇ ಸತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತೋ ಹಿತಶಬ್ದಃ । ತತ್ರ ಸಮಾಸಾಂತೋದಾತ್ತತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ । ಪಾ. ೬-೧-೨೨೩ । ತದಪವಾದತ್ವೇನ ತತ್ಪುರುಷೇ ತುಲ್ಯಾರ್ಥೇತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೬-೨-೨ । ಅವ್ಯಯಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ । ಯದ್ವಾ । ಪುರೋಽವ್ಯಯಂ । ಪಾ. ೧-೪-೬೭ । ಇತಿ ಗತಿಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಗತಿರನಂತರಃ । ಪಾ. ೬-೨-೪೯ ಇತಿ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ । ತತ ಓಕಾರ ಉದಾತ್ತಃ । ಅವಶಿಷ್ಟಾನಾಮನುದಾತ್ತಸ್ವರಿತಪ್ರಚಯೋಃ ಪೂರ್ವವದ್ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಃ । ಆದ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಪ್ರಚಯಪ್ರಾಪ್ತೌ । ಪಾ. ೧-೨-೩೯ । ಉದಾತ್ತಸ್ವರಿತಪರಸ್ಯ ಸನ್ನತರಃ । ಪಾ. ೧-೨-೪೦ । ಇತ್ಯತಿನೀಚೋಽನುದಾತ್ತಃ । ಯಜಯಾಚೇತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೩-೩-೯೦ । ಯಜತೇರ್ನಙ್ಪ್ರತ್ಯಯೇ ಸತ್ಯಂತೋದಾತ್ತೋ ಯಜ್ಞಶಬ್ದಃ । ವಿಭಕ್ತೇಃ ಸುಪ್ಸ್ವರೇಣಾನುದಾತ್ತತ್ವೇ ಸತಿ । ಪಾ. ೩-೧-೪ । ಪಶ್ಚಾತ್ಸ್ವರಿತತ್ವಂ । ದೇವಶಬ್ದಃ ಪಚಾದ್ಯಜಂತಃ । ಪಾ. ೩-೧-೧೩೪ । ಸ ಚ ಫಿಟ್ಸ್ವರೇಣ । ಫಿ ೧-೧ । ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರೇಣ । ಪಾ. ೩-೧-೩ । ಚಿತ್ಸ್ವರೇಣ । ಪಾ. ೬-೧-೧೬೩ । ವಾಂತೋದಾತ್ತಃ । ಋತ್ವಿಕ್ಶಬ್ದ ಋತೌ ಯಜತೀತಿ ವಿಗ್ರಹೇ ಸತ್ಯೃತ್ವಿಗ್ದಧೃಕ್ । ಪಾ. ೩-೨-೫೯ । ಇತಿ ನಿಪಾತಿತಃ । ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್ । ಪಾ. ೬-೨-೧೩೯ । ಇತಿ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತಃ । ವಿಭಕ್ತಿಸ್ವರಃ

ಪೂರ್ವವತ್ । **ಹೋತೃಶಬ್ದಸ್ತೃನ್ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಃ** । **ಪಾ. ೩-೨-೧೩೫** । **ನಿತ್ಸ್ವರೇಣಾದ್ಯುದಾತ್ತಃ** । **ಪಾ. ೬-೧-೧೯೭** । **ಸ್ವರಿತಪ್ರಚಯೌ ಪೂರ್ವವತ್** । **ರತ್ನಶಬ್ದೋ ನಬ್ವಿಷಯಸ್ಯಾನಿಸಂತಸ್ಯ** । **ಫಿ. ೨-೩** । **ಇತ್ಯಾದ್ಯುದಾತ್ತಃ** । **ತಥಾ ಚಾಮ್ನಾಯತೇ ರತ್ನಂ ಧಾತೇತಿ** । **ರತ್ನಾನಿ ದಧಾತೀತಿ ವಿಗ್ರಹಃ** । **ಸಮಾಸತ್ವಾದಂತೋದಾತ್ತೋ ರತ್ನಧಾಶಬ್ದಃ** । **ಯದ್ವಾ** । **ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರಃ** । **ತಮಪ್ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ** । **ಪಾ. ೫-೩-೫೫** । **ಪಿತ್ಸ್ವರೇಣಾನುದಾತ್ತೇ ಸತಿ** । **ಪಾ. ೩-೧-೪** । **ಸ್ವರಿತಪ್ರಚಿತೌ** । **ಸಂಹಿತಾಯಾಮಾದ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಚಯೋ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಸನ್ನತರತ್ವಂ** । **ವೇದಾವತಾರ ಅಧ್ಯಾಯೇ ಋಚೋಽರ್ಥಶ್ಚ ಪ್ರಪಂಚಿತಃ** । **ವಿಜ್ಞಾತಂ ವೇದಗಾಂಭೀರ್ಯಮಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ವರ್ಣ್ಯತೇ** ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

ಯಜ್ಞಸ್ಯ—ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ (ಯಜ್ಞದ) । **ಪುರೋಹಿತಂ**—ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪುರೋಹಿತನಾದ, ಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿರೂಪದಿಂದ ಇರುವ । **ದೇವಂ**—ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಅಥವಾ ದಾನಶೀಲನಾದ । **ಹೋತಾರಂ ಋತ್ವಿಜಂ**—ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೋತೃವೆಂಬ ಮುಖ್ಯ ಋತ್ವಿಜನಾಗಿರುವ । **ರತ್ನಧಾತಮಂ**—ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ರತ್ನವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ । **ಅಗ್ನಿಂ**—ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ದೇವತೆಯನ್ನು । **ಈಳೇ** (ಈಡೆ)—ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪುರೋಹಿತನಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾರೂಪದಿಂದ ಇರುವವನಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭಾಗವಹಿಸುವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತೃ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಖ್ಯ ಋತ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ರತ್ನಾದಿಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವೆನು.

English Translation

I praise (with hymns) Agni, the chief priest of the sacrifice, the bright one, the invoking priest, the greatest giver of reward.

॥ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ॥

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು. ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವಾಗ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವವರ ಗುಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. **ಪುರೋಹಿತಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು.

ಅಥವಾ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರಿಸುವ **ಅಧ್ವರ್ಯು** ವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಏಕೆಂದರೆ **ಪುರೋಹಿತಂ** (**ಪುರಃ+ಹಿತಂ**) ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಯಜ್ಞದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಎಂದರ್ಥವು. **ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಂ** ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತೆಯೇ ಅಗ್ನಿಯು. ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಮಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲ. **ಋತ್ವಿಜಂ** ಎಂಬುವದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಋತ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. **ಹೋತಾರಂ** ಎಂದರೆ ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಕ್ಕನ್ನು ಎಂದರ್ಥವಾದರೂ ಅಗ್ನಿಯು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರುವನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (**ಸ ದೇವಾನೇಹ ವಕ್ಷತಿ** ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರುವನು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದು) **ಹೋತಾರಂ** ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. **ರತ್ನಧಾತಮಂ** ಎಂದರೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಯಜ್ಞಫಲರೂಪವಾಗಿ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂದರ್ಥವು, ರತ್ನವೆಂದರೆ ವಜ್ರಾದಿನವರತ್ನಗಳಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತುವಿಗೂ ರತ್ನವೆಂದು ಹೇಳುವ ರೂಢಿಯಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು, ರತ್ನ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂದರ್ಥವು.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಪ್ರಥಮಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪುತ್ರನಾದ ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ಎಂಬುವನು ಋಷಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಸೂಕ್ತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ೧೦೨ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಧುಚ್ಛಂದನೇ ಋಷಿಯು. ಈ ಮಧುಚ್ಛಂದಋಷಿಯು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿಯ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿಯು ಗಾಧಿಪುತ್ರನೆಂದು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (ಐ. ಬ್ರಾ. ೭-೧೭, ೧೮) ಜೈಮಿನೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (ಜೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೨೩೭-೮) ಹೇಳಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಧಿಯು ಕುಶಿಕನ ಮಗನೆಂದಿದೆ. ಪಂಚವಿಂಶಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ (ಪಂ. ಬ್ರಾ. ೨೧-೧೨-೨) ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಜಹ್ನು ಎಂಬ ರಾಜನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಮೂರನೆಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಧಿಪುತ್ರನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ ಋಷಿಯು. ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ೬೨ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪುತ್ರನಾದ ಮಧುಚ್ಛಂದಋಷಿಯ ಪ್ರಥಮಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಈ ೧೦ ಸೂಕ್ತಗಳು ಮೂರನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸೇರದೆ ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಭತ್ತು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿದೇವತಾಕವಾದವು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಋಷಿಯು. ಆದರೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಋಷಿಗಳಿರುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳ ವಿಚಾರವೂ ಅದರಂತೆಯೇ. ಒಂದು ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯಾಗಲಿ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿರಬಹುದು ಪ್ರಕೃತ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವ **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ** ಎಂಬ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ತದ ೯ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಋಷಿಯು. ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯು. ಗಾಯತ್ರಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಛಂದಸ್ಸು.

ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ **ಅಗ್ನಿಮೀಡೇ** ಎಂದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ **ಈಡ ಸ್ತುತೌ** (ಧಾ. ೨೪-೯) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ **ಈಡ್** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ **ಈಡೇ** ಎಂಬ ರೂಪವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಡಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹ್ವೃಚರು ಎಂದರೆ ಋಕ್ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು ಳಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಇದು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವು—

ಅಜ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಡಕಾರಸ್ಯ ಳಕಾರಂ ಬಹ್ವೃಚಾ ಜಗುಃ ।
ಅಜ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಢಕಾರಸ್ಯ ಳ್ಹಕಾರಂ ವೈ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ॥ ಇತಿ ॥

ಎಂದರೆ ಅಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಡಕಾರವನ್ನು ಳಕಾರವೆಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವರು ಅಚ್ ಎಂದರೆ ಅಕಾರಾದಿಸ್ವರಗಳು. ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕಾರ ಬಂದರೆ ಳಕಾರವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ಈಡೇ** ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ **ಈ+ಡ್+ಏ=ಈಳೇ,** ಎಂದಾಗುವುದು. **ಈ,** ಏ ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕಾರವು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಡಕಾರವು ಳಕಾರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಶಬ್ದವು **ಈಳೇ** ಎಂದಾಯಿತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಢಕಾರ ಬಂದ ಕಡೆ ಳ್ಹಕಾರವಾಗುವುದು. ಉದಾ— **ಅಷಾಳ್ಹಂ ಯುತ್ಸು ಪೃತನಾಸು ಪಪ್ರಿಂ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೯೧-೨೧).

ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅನೇಕ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸರಿಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಕರಣಸೂತ್ರಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಂದಾಗಲಿ, ಕವಿಯ ಆಶಯವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ, ಧಾತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿಯಾದರೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಅನೇಕಶಬ್ದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅವಯವಾರ್ಥಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದದ ಶೈಲಿಯು ಬಹುಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಎರಡು ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಾಸ ಪದವೇ ಅಪರೂಪವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಚಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಾಕರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಕೆಲವು ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವುದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಯಾಸ್ಕರು ಈರೀತಿ ಹೇಳಿರುವರು—

ಅಥಾತೋಽನುಕ್ರಮಿಷ್ಯಾಮೋಽಗ್ನಿಃ ಪೃಥಿವೀಸ್ಥಾನಸ್ಥಂ ಪ್ರಥಮಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮೋಽಗ್ನಿಃ ಕಸ್ಮಾದಗ್ರಣೀರ್ಭವತ್ಯಗ್ರಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಪ್ರಣೀಯತೇಽಙ್ಗಂ ನಯತಿ ಸಂನಮಮಾನೋಽಕ್ನೋಪನೋ ಭವತೀತಿ ಸ್ಥೌಲಾಷ್ಠೀವಿರ್ನ ಕ್ನೋಪಯತಿ ನ ಸ್ನೇಹಯತಿ ತ್ರಿಭ್ಯ ಆಖ್ಯಾತೇಭ್ಯೋ ಜಾಯತ ಇತಿ ಶಾಕಪೂಣಿರಿತಾದಕ್ತಾದ್ದಗ್ಧಾದ್ವಾ ನೀತಾತ್ಸ ಖಲ್ವೇತೇರಕಾರಮಾದತ್ತೇ ಗಕಾರಮನಕ್ತೇರ್ವಾ ದಹತೇರ್ವಾ ನೀಃ ಪರಸ್ತಸ್ಯೈಷಾ ಭವತ್ಯಗ್ನಿಮೀಳೇ ॥ (ನಿ. ೭-೧೪)

ಇದರ ಅರ್ಥವು—ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಷ್ಟೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅವಯವಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆವು. ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ **ಅಗ್ರಣೀಃ** ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. **ಅಗ್ರಣೀಃ** ಎಂದರೆ ದೇವಸೇನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ (ತಾನೇ) ನಡೆಸುವವನು, ಅಥವಾ ದೇವಸೇನೆಗೆ ಮುಂದಾಳಾಗಿರುವವನು (ನಾಯಕ or Leader) ಎಂದಾಗುವುದು. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಇದು ಒಂದನೆಯ ಕಾರಣವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂತರದಲ್ಲಿ—**ಅಗ್ನಿರ್ದೇವಾನಾಂ ಸೇನಾನೀಃ** ಎಂದಿದೆ. ಇದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬಹ್ವೃಚರು ಎಂದರೆ ಋಕ್ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ—**ಅಗ್ನಿರ್ಮುಖಂ ಪ್ರಥಮೋ ದೇವತಾನಾಂ** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೧–೪) ಎಂದು ಪಠಿಸುವರು. ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ—**ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವನಾಮುವಮಃ** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೧–೧–೧) ಎಂದಿರುವುದು. ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ—**ಅಗ್ನಿರಗ್ರೇ ಪ್ರಥಮೋ ದೇವತಾನಾಂ** (ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨–೪–೩–೩) ಎಂದೂ **ಅಗ್ನಿರವಮೋ ದೇವತಾನಾಂ** ಎಂದೂ ಇರುವುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವನು, ಮುಂದಾಳು, ನಾಯಕನು ಎಂದಾಗುವುದು. ವಾಜಸನೇಯಿಗಳು ಎಂದರೆ ಶುಕ್ಲಯಜುಶ್ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು—**ಸ ವಾ ಏಷೋಽಗ್ರೇ ದೇವತಾನಾಮಜಾಯತ ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿರ್ನಾಮೇತಿ**—ಈ ಅಗ್ನಿಯು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ಹೆಸರು-ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಪಶುಬಂಧ, ಸೋಮ ಮೊದಲಾದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಹವನೀಯವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಕುಂಡವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುವುದು. ಇದು ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವು. ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನ್ನೇ ಒಡ್ಡಿ (ಉಪಯೋಗಿಸಿ) ಸಮಿತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾಷ್ಠಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಹವಿಸ್ಸನ್ನು (ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು) ಪಚನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇರಿಸುವುದರಿಂದ (ಸ್ವಯಂ ದಹಿಸುವುದರಿಂದ) ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವೆಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣವು. ಈ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದೆ ಸ್ಥೂಲಾಷ್ಠೀವ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಸ್ಥೌಲಾಷ್ಠೀವಿನ್ ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತಕಾರನು—ಅಗ್ನಿಯು ಅಕ್ನೋಪನನಾದುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಕಾಷ್ಠಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ದಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ಹೆಸರು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವನು. ಇಲ್ಲಿ **ಕ್ನೂ**=ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಕ್ನೋಪಯತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವುಂಟಾಗಿದೆ. **ನ ಕ್ನೋಪಯತೀತಿ= ಅಕ್ನೋಪನಃ** ಎಂದರೆ ಕ್ನೋಪಯತಿಯಲ್ಲದ್ದು (ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ಅಕ್ನೋಪನವು ಎಂದಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಕಾಷ್ಠಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಯದಿಂದ ದಹಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಶಾಕಪೂಣಿಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರುಕ್ತಕಾರನು (ಶಕಪೂಣನ ಪುತ್ರನು. ಇವನಿಗೆ ರಥೀತರನೆಂದೂ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು)-ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಮೂರು ಬೇರೆಬೇರೆ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವನು—

ಇಣ್ ಗತೌ ಇತಿ ಧಾತುಃ (ಧಾ. ೨೪–೩೬)
ಅಕ್ತೋಽಞ್ಜೂ ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ರಕ್ಷಣಕಾಂತಿಗತಿಷು ಇತಿ ಧಾತುಃ (ಧಾ. ೨೯–೨೧)
ದಗ್ಧೋ ದಹ ಭಸ್ಮೀಕರಣೇ ಇತಿ ಧಾತುಃ (ಧಾ. ೨೩–೨೨)
ನೀತೋ ಣೀಞ್ ಪ್ರಾಪಣೇ ಇತಿ ಧಾತುಃ (ಧಾ. ೨೨–೫)

ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಅಕಾರ ಗಕಾರ ನಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ **ಇಣ್ ಗತೌ** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಏತಿ ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಯನ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರವೂ; ಅನಕ್ತಿ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿರುವ **(ಅಕ್ತೋಃನ್ಬೋ)** ಕಕಾರಕ್ಕೆ ಗಕಾರಾದೇಶವಾಗಿ ಬಂದ ಗಕಾರವೂ, ಅಥವಾ ದಹತಿಧಾತುವಿನಿಂದ **(ದಹ ಭಸ್ಮೀಕರಣೇ)** ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ದಗ್ಧ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಕಾರವೂ; ನಯತಿಧಾತುವಿನಿಂದ **(ಣೀಞ್ ಪ್ರಾಪಣೇ)** ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ನೀಃ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ **ನೀ** ಎಂಬ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರವು ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿ **ನಿ** ಎಂದಾಗಿ ಆ ಅಕ್ಷರವೂ, ಈ ಮೂರೂ **ಅ+ಗ್+ನಿ=ಅಗ್ನಿ** ಸೇರಿ **ಅಗ್ನಿ** ಎಂದಾಗಿರುವುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಧಾತುಗಳೂ ಸೇರಿ ಈ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವುಂಟಾಗಿರುವುದು. ಅಗ್ನಿಯು ಯಜ್ಞಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಶರೀರನಯನದಿಂದ ಕಾಷ್ಠಾದಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಪಚನಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂದು ಒಟ್ಟರ್ಥವು.

ಈ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾದ ದೇವತೆಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವು **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ** ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಋಕ್ಕಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಯಾಸ್ಕಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವರು—

> **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇಽಗ್ನಿಂ ಯಾಚಾಮೀಳಿರಧ್ಯೇಷಣಕರ್ಮಾ ಪೂಜಾಕರ್ಮಾ ವಾ ಪುರೋಹಿತೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವೋ ದಾನಾದ್ವಾ ದೀಪನಾದ್ವಾ ದ್ಯೋತನಾದ್ವಾ ದ್ಯುಸ್ಥಾನೋ ಭವತೀತಿ ವಾ ಯೋ ದೇವಃ ಸಾ ದೇವತಾ ಹೋತಾರಂ ಹ್ವಾತಾರಂ ಜುಹೋತೇರ್ಹೋತೇತ್ಯೌರ್ಣವಾಭೋ ರತ್ನಧಾತಮಂ ರಮಣೀಯಾನಾಂ ಧನಾನಾಂ ದಾತೃತಮಂ ||** ಇತಿ
>
> (ನಿ. ೭-೧೫)

ಇದರ ಅರ್ಥವು—**ಈಡ್** ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿಪರವಾದ ಅರ್ಥವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. **ಧಾತೂನಾಮನೇಕಾರ್ಥತ್ವಂ**—ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವಿರುವವು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ **ಈಡ್** ಧಾತುವಿಗೆ ಯಾಚ್ಞಾ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಅಧ್ಯೇಷಣಾ (ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ಪೂಜಾ (ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ) ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವುದು.

ಪುರೋಹಿತಶಬ್ದವು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (ನಿ. ೨-೧೨) **ಯದ್ದೇವಾಪಿಃ ಶಂ ತನವೇ ಪುರೋಹಿತಃ** (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೯೮-೭) ಎಂಬ ಋಕ್ಕನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂದರೆ **ಪುರಃ ಏನಂ ದಧಾತೀತಿ ಪುರೋಹಿತಃ**—ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವವನು, ಮುಂದುಗಡೆ (ಎದುರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ ಎದುರಿಗೆ) ಇರುವವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳೂ ಕೂಡ **ಪುರ ಏನಂ ದಧತೇ**—ಮುಂದುಗಡೆ ಎಂದರೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಎಂದು ಪುರೋಹಿತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಪುರೋಹಿತನೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಿಧಿಯಂತೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನೆಂದು ಅರ್ಥವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಹೋತೃವೇ ಮೊದಲಾದ ಋತ್ವಿಜರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನೆಂದು ಬೇಕಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪುರೋಹಿತಶಬ್ದವು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣಯಜು

ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—**ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವೈ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಃ ಪುರೋಹಿತೋ ದೇವನಾಮಾಸೀತ್** (ತೈ. ಸಂ. ೨-೫-೧) ತ್ವಷ್ಟೃಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಮಗನಾಗ ವಿಶ್ವರೂಪನೆಂಬುವನು ದೇವತೆಗಳ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದನು-ಮತ್ತು **ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವಾನಾಂ ಪುರೋಹಿತ ಆಸೀಚ್ಛಂಡಾಮರ್ಕಾವಸುರಾಣಾಂ** (ತೈ. ಸಂ. ೬-೪-೧೦)—ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದನು ಶಂಡಾಮರ್ಕರೆಂಬುವರು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದರು-ಎಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತಶಬ್ದವು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನೆಂಬ (High Priest) ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ದೇವಶಬ್ದವು ದಾನ, ದೀಪನ, ದ್ಯೋತನ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ದೇವಶಬ್ದವು ದಿವ್-ಪ್ರಕಾಶಿಸು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ದೇವನೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನು, ಬೆಳಗುವವನು ಎಂದಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ದೇವನೆಂದರೆ ದೇವತೆಯು ಎಂದರ್ಥವು. ಅಥವಾ **ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದಾತಾ** ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರನಾಗಿರುವವನು, ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞವು ಕಳೆಕಟ್ಟುವುದು ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಜ್ಞವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ದಿವ್ ಧಾತುವು ದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬುದು ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದೀಪನ ದ್ಯೋತನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಧಾತುಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗುವುದು. ಅಗ್ನಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಭೂಮಿಸ್ವರ್ಗಗಳೆರಡರ ಸಂಬಂಧವೂ ಉಂಟು. ದೇವಶಬ್ದ ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಯು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದು ದೇವನೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗವು. ತೇವತಾಶಬ್ದವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವು. ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರುವ ದೇವನೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು.

ಋತ್ವಿಜಂ— ಈ ಶಬ್ದವು **ಋತೌ ಯಜತೀತಿ ಋತ್ವಿಕ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೨-೫೯) ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವವನು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಋತ್ವಿಜನೆಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾದಿಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಪಠನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಮ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತನಾಗಿರುವ ಯಾವ ಪುರುಷನನ್ನಾದರೂ ಋತ್ವಿಜನೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಿದ್ದರೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೋತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಉದ್ಗಾತೃ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜನು ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವನು. ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಹೋತಾರಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಹೋತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು.

ಹೋತಾರಂ—ಹೋತೃಶಬ್ದವು ಹ್ವಯತಿಧಾತುವಿನಿಂದ (ಹ್ವಯತಿ =ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕರೆಯುವುದು) ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವವನು (ಕರೆಯುವವನು) ಎಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ **ಸ ದೇವಾನ್ ಏಹ ವಕ್ಷತಿ** ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದು. ಈ ಹೋತೃಶಬ್ದವು ಜುಹೋತಿ ಧಾತುವಿನಿಂದ (ಜುಹೋತಿ= ಹೋಮಮಾಡುವುದು) ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಔರ್ಣವಾಭನೆಂಬ ಮುನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದು. ಹೋತೃಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ

ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳೂ ಅನ್ವಯಿಸುವವು. ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಋತ್ವಿಜಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋತೃ ಶಬ್ದವು ಅನೇಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ನಿ ತ್ವಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸಾಧನಮಗ್ನೇ ಹೋತಾರಮೃತ್ವಿಜಂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೪೪-೧೧)
ನಿ ತ್ವಾ ಹೋತಾರಮೃತ್ವಿಜಂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೪೫-೭)
ತ್ವಾಂ ಯಜ್ಞೇಷ್ವೃತ್ವಿಜಮಗ್ನೇ ಹೋತಾರಮೀಳತೇ (ಋ. ಸಂ. ೩-೧೦-೨)
ನ್ಯಗ್ನಿಂ ಜಾತವೇದಸಂ ದಧಾತಾ ದೇವಮೃತ್ವಿಜಂ (ಋ. ಸಂ. ೫-೨೨-೨)
ಮಂದ್ರಂ ಹೋತಾರಮೃತ್ವಿಜಂ ಚಿತ್ರಭಾನುಂ ವಿಭಾವಸುಂ (ಋ. ಸಂ. ೮-೪೪-೬)

ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅನೇಕಋಷಿಗಳು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವಾಗ **ಹೋತಾರಂ ಋತ್ವಿಜಂ** ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಹೋತೃವಿನ ಪಾತ್ರವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೋತೃವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು.

ರತ್ನಧಾತಮಂ—ನಿರುಕ್ತಕಾರರು ರತ್ನಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಧನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು. ರಮಣೀಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ರತ್ನವೆಂದು ಹೆಸರು. ರತ್ನವೆಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತುವೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥವು. **ದಧಾತಿ**ಧಾತುವು ಇಲ್ಲಿ ದಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ **ದದಾತಿ**= ಕೊಡುವುದು ಎಂಬ ಧಾತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ **ದಧಾತಿ** ಎಂಬ ಧಾತುವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—

ಪ್ರಾತಾ ರತ್ನಂ ಪ್ರಾತರಿತ್ವಾ ದಧಾತಿ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೨೫-೧)

ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವನಯನೆಂಬ ರಾಜನು ಮಾಡಿದ ದಾನದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕಕ್ಷೀವಾನ್ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಂ ಎಂದರೆ ಸುವರ್ಣಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಪಶುಗಳು, ಇತರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ **ಸುಹಿರಣ್ಯಃ ಸ್ವಶ್ವಃ** ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುವುದು. **ದಧಾತಿ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ **ದದಾತಿ**-ಕೊಡುವನು ಎಂದೇ ಅರ್ಥವು. ಇದರಂತೆಯೇ **ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ ಯಜಮಾನೇಷು ಧತ್ತಂ । ಪ್ರಜಾಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಭೂತಿಮಸ್ಮಾಸು ಧತ್ತಂ** (ಋ. ಸಂ. ೮-೫೯-೭) ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ **ದತ್ತಂ** ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ **ಧತ್ತಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿರುಕ್ತಕಾರರಾದ ಯಾಸ್ಕರ ಮಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿವರಣೆಯು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಹಯಾಸ್ಯನೂತ್ನರಂಗೇಂದ್ರೌ ನತ್ವಾ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥದೌ ಬ್ರುವೇ ।
ಋಚಿ ದೇಶ್ಯಾ ಪಾಣಿನೀಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಮಾಧವೋಕ್ತಿತಃ ॥

ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು **ಅಗಿ ಗತೌ** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ **ಅಂಗೇರ್ನಲೋಪಶ್ಚ** (ಉ. ಸೂ. ೪-೪೯೦) ಅಗಿ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುವುದು ಅಲ್ಲದೆ, ನಕಾರಕ್ಕೆ

ಲೋಪವೂ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಅಗ್** ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುವುದು. ಅಗಿ ಧಾತುವಿನ ಇಕಾರವು ಇತ್ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ **ಇದಿತೋನುಮ್ ಧಾತೋಃ** (ಪಾ.ಸೂ.೭-೧-೫೮) ಇಕಾರ ಇತ್ಸಂಜ್ಞಕ ಧಾತುವಿನ ಅಂತ್ಯಸ್ವರದ ಮುಂದೆ **ನ್** ಆಗಮ ಬರುವುದು. ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ನಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪಬರುವುದು. **ಅಂಗತಿ ಇತಿ ಅಗ್ನಿಃ** ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ **ಅಗ್ನಿ** ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥವು. ಧಾತುವಿನ ಕೊನೆಯ ವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ **ಧಾತೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಅಗ್** ಧಾತುವಿನ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತಸ್ವರವು ಬರುವುದು. ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮೊದಲಿನ ವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ **ಆದ್ಯುದಾತ್ತಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೩) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಇಕಾರವೂ ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ನಂತರ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ವರಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸ್ವರಗಳುಅನುದಾತ್ತವಾಗುವವು ಎಂದು ಹೇಳುವ **ಅನುದಾತ್ತಂ ಪದಮೇಕವರ್ಜಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೫೮) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದೀದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ **ಅ, ಇ** ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನುದಾತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. **ಸತಿ ಶಿಷ್ಟಸ್ವರಬಲೀಯಸ್ತ್ವಮನ್ಯತ್ರ ವಿಕರಣೇಭ್ಯಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೫೮-೯) ಎಂದರೆ ವಿಕರಣಗಳನ್ನುಳಿದು ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಸ್ವರವು ಬಲವಾದುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ನಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋದಾತ್ತವು ಬಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಉಳಿದ ಅಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಅಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತವೂ, ಇಕಾರವು ಉದಾತ್ತವೂ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು

ಈರೀತಿಯಲ್ಲಿ **ಅಗ್ನಿ** ಎಂಬ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಅಂತೋದಾತ್ತವೆಂದರೆ, ಕಡೆಯ ವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥವು. ಇದರ ಮುಂದೆ **ಅಮ್** ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತ್ಯೇಕ ವಚನಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. **ಅಮ್** ಪ್ರತ್ಯಯವು **ಸುಪ್** ಆದುದರಿಂದ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧.೪) ಎಂದರೆ ಸುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಕಾರೇತ್ಸಂಜ್ಞಕಪ್ರತ್ಯಯಗಳೂ ಸಹ ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವವು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಅಮ್**ನ ಅಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಅಗ್ನಿ+ಅಮ್** ಎಂದಿರುವಾಗ **ಅಮಿ ಪೂರ್ವಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೦೭). **ಅ. ಇ. ಉ. ಋ. ಲೃ** ಗಳ ಮುಂದೆ **ಅಮ್**ನ ಅಕಾರವಿದ್ದರೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ವದ ವರ್ಣವು ಒಂದೇ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉದಾತ್ತವಾದ ಇ + ಅನುದಾತ್ತವಾದ ಅ ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಕಾರವೊಂದೇ ಬಂದಿರುವುದು. **ಏಕಾದೇಶ ಉದಾತ್ತೇನೋದಾತ್ತಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೨-೫) ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಅನುದಾತ್ತ ಇವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾದೇಶವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಅಗ್ನಿಮ್** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಒಪ್ಪುವವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುವುದು. **ನಾಮಾನ್ಯಾಖ್ಯಾತಜಾನೀತಿ ಶಾಕಟಾಯನೋ ನೈರುಕ್ತಸಮಯಶ್ಚ । ನ ಸರ್ವಾಣೀತಿ ಗಾರ್ಗ್ಯೋ ವೈಯಾಕರಣಾನಾಂ ಚೈಕೇ** (ನಿರು. ೧-೧೨) ಶಾಕಟಾಯನರು ನಿರುಕ್ತಕಾರರು ಸಹ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಗಳೂ ಸಹ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವವು ಎನ್ನುವರು. ಗಾರ್ಗ್ಯಮಹರ್ಷಿಯೂ, ಕೆಲವರು ವೈಯಾಕರಣರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಗಳೂ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಲ್ಲ. ಧಾತ್ವಜನ್ಯ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಗಳೂ ಬೇರೆ ಇರುವವು ಎನ್ನುವರು. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವೆಂದರೆ ಧಾತು, ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನುಳಿದ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಶಬ್ದವು. ಗಾರ್ಗ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಅಖಂಡ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು. ಈ ಮತದಲ್ಲಿ **ಫಿಷೋಂತ**

ಉದಾತ್ತಃ (ಫಿಟ್. ಸೂ. ೧) **ಫಿಟ್** ಎಂದರೆ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ. ಅದರ ಅಂತವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಅಗ್ನಿ** ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು ಅಂತೋದಾತ್ತವು. **ಅಮ್** ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.

ಅಗ್ರಂ ನಯತೀತ್ಯಗ್ರಣೀಃ, ಅಗ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಣೀಯತೇ ಇತ್ಯಗ್ನಿಃ, ಅಂಗಂ ನಯತೀತ್ಯಗ್ನಿಃ ಎಂಬೀ ಮೂರು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಳೂ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಸ್ಕಾಭಿಮತವಾದವುಗಳು. **ಅಕ್ನೋಪಯತೀತ್ಯಗ್ನಿಃ** ಎಂದು ಸ್ಥೌಲಾಷ್ಠೀವಿಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಈ ನಿರ್ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು—**ಅಥ ನಿರ್ವಚನಂ ತದ್ಯೇಷು ಪದೇಷು ಸ್ವರಸಂಸ್ಕಾರೌ ಸಮರ್ಥೌ ಪ್ರಾದೇಶಿಕೇನ ಗುಣೇನಾನ್ವಿತೌ ಸ್ಯಾತಾಂ ತಥಾ ತಾನಿ ನಿರ್ಬ್ರೂಯಾತ್, ಅಥಾನನ್ವಿತೇ ಅರ್ಥೇ ಅಪ್ರಾದೇಶಿಕೇ ವಿಕಾರೇಽರ್ಥನಿತ್ಯಃ ಪರೀಕ್ಷೇತ ಕೇನಚಿದ್ವೃತ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯೇನ, ಅವಿದ್ಯಮಾನೇ ಸಾಮಾನ್ಯೇಪ್ಯಕ್ಷರವರ್ಣಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ನಿರ್ಬ್ರೂಯಾನ್ನ ತ್ವೇವ ನ ನಿರ್ಬ್ರೂಯಾತ್** (ನಿರು. ೨-೧) ಎಂದರೆ ಯಾವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತಾದಿಸ್ವರಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೂ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವೋ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ವರಪ್ರತ್ಯಯಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕಗುಣಾನ್ವಿತಗಳಾಗುವವೋ (ಎಂದರೆ, ಪ್ರದೇಶ-ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದುಭಾಗ, ಧಾತು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರದೇಶೇ ಭವಃ—ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಗುಣ, ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥ,) ಸ್ವರಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಧಾತ್ವರ್ಥಾನ್ವಿತಗಳಾಗುವವೋ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಾನುಸಾರವೇ ನಿರ್ವಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ **ಅಂಗತಿ ಇತ್ಯಗ್ನಿಃ** ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತೋರಿರುವೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ **ಅಗ್** ಧಾತು ನಿಪ್ರತ್ಯಯ ಉದಾತ್ತಾದಿಸ್ವರಗಳೂ ಸಹ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವೆವು. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದದ ಏಕದೇಶವಾದ **ಅಗ್** ಧಾತುವಿನ ಗತಿ ಎಂಬರ್ಥವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕಗುಣ, ಈ ಗುಣಾನ್ವಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ತೋರಿರುವೆವು. ಇಂತಹ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು.

ಧಾತ್ವರ್ಥವು ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಇದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯಾಗಲಿ, ದೇವತೆಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲಾಗಲಿ, ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ನಿರ್ಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯಾಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಸ್ವವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥವು ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. **ಅಗ್ರಂ ನಯತೀತ್ಯಗ್ನಿಃ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ರನಯನರೂಪಕ್ರಿಯಾಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಕ್ರಿಯಾಸಾದೃಶ್ಯವೂ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಷರಸಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ವರ್ಣಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ವಚನಮಾಡಬೇಕು. **ಅಕ್ನೋಪಯತೀತ್ಯಗ್ನಿಃ** ಎಂದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಅಕ್ನೋಪಯತಿಶಬ್ದಾದಿಯಲ್ಲಿ **ಅನೋ ನಾನಾಪ್ರತಿಷೇಧೇ** ಎಂಬ ಕೋಶಾನುಸಾರ ನಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಕಾರವಿರುವುದು. ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ನೋಪಯತಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು, ಅಕ್ಷರಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವುದು. ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥಬೋಧಕವರ್ಣ. ಶಾಕಪೂಣಿಗಳ ನಿರ್ವಚನವು ವರ್ಣಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ದಗ್ಧಶಬ್ದ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಗಕಾರವಿರುವುದು. ಏವಂ ಚ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಕಾರವಿರುವಿಕೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು. ಅಂತು ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದೆಂದು ೨-೧ ನೇ ನಿರುಕ್ತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು.

ಇನ್ನು **ಈಳೇ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವರವಿಚಾರಮಾಡುವ. **ತಿಙ್ಙತಿಙಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೨೮) ತಿಙಂತವಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ತಿಙಂತವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಈಳೇ** ಎಂಬುದು ತಿಙಂತ ವಲ್ಲದ **ಅಗ್ನಿಂ** ಎಂಬ ಪದದ ಮುಂದೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತವು. **ಈಳೇ** ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಗಳೂ ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವವು. ಆದರೆ ಸಂಹಿತೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ, **ಅಗ್ನಿಂ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ಈಳೇ** ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** (ಪಾ.ಸೂ. ೮-೪-೬೬) ಉದಾತ್ತದ ಮುಂದಿರುವ ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಿತವು ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ **ಇ** ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಿರುವ **ಈಳೇ** ಎಂಬುದರ ಅನುದಾತ್ತವಾದ ಈಕಾರವು ಸ್ವರಿತವಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ **ಸ್ವರಿತಾತ್ಸಂಹಿತಾಯಾಮನುದಾತ್ತಾನಾಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೨-೩೯) ಸ್ವರಿತದ ಮುಂದಿರುವ ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಹಿತಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕಶ್ರುತಿಯು ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವರಿತವಾದ ಈಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ **ಏ** ಎಂಬ ಅನುದಾತ್ತಸ್ವರವು ಏಕಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಈ ಏಕಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಚಯ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಅಯಂ ಪುರೋ ಭುವಃ (ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೨-೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಪುರಃ** ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಂತೋದಾತ್ತ ವಾಗಿ ಪಾಠಮಾಡಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಪುರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉದಾತ್ತ. ಪುರಃಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— **ಪೂರ್ವಾಧರಾವರಾಣಾಮಸಿ ಪುರಧವಶ್ಚೈಷಾಂ** (ಪಾ.ಸೂ. ೫-೩-೩೯) **ಪೂರ್ವ, ಅಧರ, ಅವರ** ಎಂಬೀಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ **ಅಸ್** ಎಂಬ ತದ್ಧಿತಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುವುದು. ಈ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಪುರ್** ಎಂಬಾದೇಶವೂ ಅಧರಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಅಧ್,** ಅವರಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಅವ್** ಎಂಬಾದೇಶಗಳೂ ಬರುವವು. ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಅಸ್** ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದರೆ **ಪೂರ್ವ+ಅಸ್** ಎಂದಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಪುರ್** ಆದೇಶವು ಬರುವುದು. **ಪುರ್+ಅಸ್=ಪುರಸ್ ಸ್** ಗೆ ವಿಸರ್ಗಬಂದರೆ **ಪುರಃ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಅಂತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರವು **ಅಸ್** ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಬಂಧವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **ಆದ್ಯುದಾತ್ತಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೩) ಪ್ರತ್ಯಯದ ಆದಿವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತ ವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಪುರಃ** ಎಂಬುದು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಉಕಾರವು **ಅನು-ದಾತ್ತಂಪದಮೇಕವರ್ಜಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೫೮) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುಪಂತೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. **ಧಾಞ್** ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **(ಡುಧಾಞ್ ಧಾರಣಪೋಷಣಯೋಃ)** ಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಕಕಾರವು ಲುಪ್ತವಾಗಿ **ಧಾ+ತ** ಎಂದಿರುವಾಗ **ದಧಾತೇರ್ಹಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೪-೪೨) ಕಕಾರೇತ್ಸಂಜ್ಞಕ ತಕಾರಾದಿಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಧಾಧಾತುವಿಗೆ **ಹಿ** ಆದೇಶಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಧಾ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ಹಿ** ಆದೇಶ ಬಂದರೆ **ಹಿ+ತ=ಹಿತ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಹಿತಶಬ್ದದ ಅಕಾರವು ಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯಗತವಾದ್ದರಿಂದ **ಆದ್ಯುದಾತ್ತಶ್ಚ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉದಾತ್ತಸ್ವರವು ಬರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿತ ಶಬ್ದವು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾದುದು. ಪುರಶ್ಶಬ್ದಹಿತಶಬ್ದಗಳಿಗೆ **ಕುಗತಿಪ್ರಾದಯಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೨-೧೮) ಎಂಬು ದರಿಂದ ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸವಂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕಾರಕ್ಕೆ **ಹಶಿ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೧೪) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉಕಾರವೂ ನಂತರ **ಅ+ಉ** ಗಳಿಗೆ ಗುಣಸಂಧಿಯಿಂದ ಓಕಾರವೂ ಬಂದು **ಪುರೋಹಿತಂ** ಎಂದಿರುವಾಗ **ಸಮಾಸಸ್ಯ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೨೨೩) ಸಮಾಸದ ಕೊನೆಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತಸ್ವರ ಬಂದು ಮಿಕ್ಕವುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾತ್ತವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾದ **ತತ್ಪುರುಷೇ ತುಲ್ಯಾರ್ಥ ತೃತೀಯಾ ಸಪ್ತಮ್ಯುಪಮಾನಾವ್ಯಯ ದ್ವಿತೀಯಾಕೃತ್ಯಾಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೨) ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪದಗ ಳಾದ ತುಲ್ಯಾರ್ಥಕಶಬ್ದಗಳು, ತೃತೀಯಾವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಪದ, ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಪದ, ಉಪಮಾನಬೋಧಕಪದ, ಅವ್ಯಯ,

ದ್ವಿತೀಯಾಂತ, ಕೃತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಗಳು ಪೂರ್ವಪದದ ಸ್ವರವನ್ನೇ ಹೊಂದುವವು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಪುರಶ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಪುರೋವ್ಯಯಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೪-೬೭) ಅವ್ಯಯವಾದ ಪುರಶ್ಶಬ್ದವು ಗತಿಸಂಜ್ಞಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುವುದರಿಂದ ಗತಿಸಂಜ್ಞೆ ಬರಲು **ಗತಿರಂತರಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೪೯) ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತದ ಅವ್ಯವಹಿತ ಹಿಂದಿರುವ ಗತಿಸಂಜ್ಞಕವು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೋ **ಪುರೋ** ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಓಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅನುದಾತ್ತಸ್ವರಿತಪ್ರಚಯ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತವಾದ ಓಕಾರವು ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ **ಉದಾತ್ತಸ್ವರಿತಪರಸ್ಯ ಸನ್ನತರಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೨-೪೦) ಉದಾತ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ವರಿತದ ಹಿಂದಿರುವ ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುದಾತ್ತತರವು ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತತರವು ಬರುವುದು. ಅಂತು **ಪುರೋಹಿತಂ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಕಾರ ಅನುದಾತ್ತ ತರ, ಓಕಾರ ಉದಾತ್ತ, **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಇ ಸ್ವರಿತ, **ಸ್ವರಿತಾತ್ಸಂಹಿತಾ-ಯಾಮನುದಾತ್ತಾನಾಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಕಾರ ಪ್ರಚಯ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಯಜ ದೇವಪೂಜಾಯಾಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ **ಯಜ ಯಾಚ ಯತ ವಿಚ್ಛ ಪ್ರಚ್ಛ ರಕ್ಷೋ ನಙ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೩-೯೦) **ಯಜ್** ಮೊದಲಾದ ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ **ನಙ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ನಙ್** ಬಂದರೆ **ಯಜ್+ನ** ಎಂದು ನಿಂತಾಗ ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿಯಿಂದ ನಕಾರಕ್ಕೆ ಞಕಾರ ಬರಲು **ಜಞೋರ್ಜ್ಞಃ** ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ **ಯಜ್ಞಃ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಕಾರವು **ನಙ್** ಪ್ರತ್ಯಯಗತವಾದುದರಿಂದ **ಆದ್ಯುದಾತ್ತಶ್ಚ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉದಾತ್ತವು ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಯಜ್ಞಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯ ಏಕವಚನ **ಙಸ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ವನ್ನಿಟ್ಟರೆ **ಟಾಙಸಿ ಙಸಾಮಿನಾತ್ಸ್ಯಾಃ** (ಪಾ.ಸೂ. ೭-೧-೧೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಙಸ್ಸಿಗೆ **ಸ್ಯ** ಆದೇಶ ಬರಲು ಙಸ್ಸು ಸುಪ್ಪಾದುದರಿಂದ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೪) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಸ್ಯ** ಎಂಬುದು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ನಂತರ **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವರಿತವಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಯಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಯಕಾರವು ಸ್ವರಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗು ವುದು. **ನಂದಿಗ್ರಹಿಪಚಾದಿಭ್ಯೋ ಲ್ಯುಣಿನ್ಯಚಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೧೩೪) ನಂದ್ಯಾದಿಧಾತುಗಳಿಗೆ **ಲ್ಯು** ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಗ್ರಹ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ **ಣಿನಿ** ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಪಚಾದಿಗಳಿಗೆ **ಅಚ್** ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ದಿಂದ **ದಿವ್** ಧಾತುವಿಗೆ **ಅಚ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು **ದಿವ್+ಅ** ಎಂದಿರುವುದು. **ಪುಗಂತಲಘೂಪಧಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೩-೮೬) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಗುಣ ಬಂದರೆ **ದೇವ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಈಗ **ಫಿಷೋಽನ್ತ-ಉದಾತ್ತಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೧-೧) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ, **ಆದ್ಯುದಾತ್ತಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ, ೩-೧-೩) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ **ಚಿತಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೩) **ಚ್** ಇತ್ತಾದ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದದ ಅಂತವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದಾಗಲೀ ಉದಾತ್ತವು ಬಂದು ದೇವಶಬ್ದವು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ವಿಭಕ್ತಿಸ್ವರವು ಹಿಂದಿನಂತೆ **ಋತೌ ಯಜತಿ** ವಸಂತಾದಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾಗಮಾಡುವನು ಎಂದು ವಿಗ್ರಹಮಾಡಿ ದಾಗ **ಋತ್ವಿಗ್ದಧೃಕ್-** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೨-೫೯) ಇವುಗಳಿಗೆ **ಕ್ವಿನ್** ಬರುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಗಳೂ ನಿಪಾತಿಸಲ್ಪಡುವುವುಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಋತ್ವಿಕ್ಶಬ್ದವು ನಿಪಾತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ಇಕ್** ಎಂಬುದು **ಕ್ವಿನ್** ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ್ದರಿಂದ **ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೯೭) **ಞ್ ನ್** ಇತ್ಸಂಜ್ಞಕಪ್ರತ್ಯ ಯಾಂತವಾದ ಶಬ್ದವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಗತಿಕಾರಕೋ-ಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ಗತಿ, ಕಾರಕ, ಉಪಪದ ಇವುಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಕೃದಂತಶಬ್ದವು ತತ್ಪುರು

ಷವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವು ಬಂದರೆ **ಅನುದಾತ್ತಂ ಪದಮೇಕವರ್ಜಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಋಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ದ್ವಿತೀಯೈಕವಚನಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವರಿತ ಬರುವುದು. ಎಂದರೆ ಋಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತವೂ ತ್ವಿಕಾರವು ಉದಾತ್ತವೂ, ಜಕಾರವು ಸ್ವರಿತವೂ ಆಗುವುದು.

ಹು ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ **ತೃನ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟರೆ **ಸಾರ್ವಧಾತುಕಾರ್ಧಧಾತುಕಯೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೩-೮೪) ಸಾರ್ವಧಾತುಕ, ಆರ್ದಧಾತುಕಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಇಗಂತವಾದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಗುಣ ಬಂದು **ಹೋತೃ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಬಂದರೆ ಓಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಹೋತೃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಅಮ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, **ಋತೋ ಙಿಸರ್ವನಾಮಸ್ಥಾನಯೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೩-೧೧೦) ಎಂಬುದರಿಂದ ಗುಣವೂ, **ಅಪ್‌ತೃನ್‌ತೃಚ್**- (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೧೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ದೀರ್ಘವೂ ಬಂದು ಹೋತಾರಂ ಎಂದಿರುವಾಗ ಆಕಾರವು **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ** ಇತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವರಿತವಾಗುವುದು. ಸ್ವರಿತಾತ್ಸಂಹಿತಾಯಾಮಿತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅಕಾರವು ಪ್ರಚಯವಾಗುವುದು.

ರತ್ನಧಾತಮಮಿತಿ—ರತ್ನಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯನಪುಂಸಕಲಿಂಗವಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **ನಬ್ವಿಷಯ-ಸ್ಯಾನಿಸಂತಸ್ಯ** (ಫಿ. ಸೂ. ೨೬) ಇಸಂತವಲ್ಲದ ನಿತ್ಯನಪುಂಸಕಶಬ್ದದ ಆದಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ **ರತ್ನಂ ಧಾತಾ** ಎಂದು ರತ್ನಶಬ್ದವನ್ನು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗಿ ಆಮ್ನಾನಮಾಡಿರುವರು. **ರತ್ನಾನಿ ದಧಾತಿ ಇತಿ ರತ್ನಧಾ** ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹವು **ರತ್ನಧಾ** ಎಂಬುದು ಸಮಾಸವಾದ್ದರಿಂದ **ಸಮಾಸಸ್ಯ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾ-ತ್ಕೃತ್** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತವು ಬಂದು ಹ್ರಸ್ವಾಕಾರಗಳೆರಡೂ ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿರುವವು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ **ಅತಿಶಾಯಿನೇ ತಮಬಿಷ್ಠನೌ** (ಪಾ ಸೂ. ೫-೩-೫೫) ಎಂಬುದರಿಂದ **ತಮಪ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚ ಬೇಕು. ತಮಪ್ಪು ಪಿತ್ತಾದುದರಿಂದ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಎರಡು ಅಕಾರಗಳಿಗೂ ಅನುದಾತ್ತಬರುವುದು. **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಅಕಾರವು ಸ್ವರಿತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅಕಾರವು **ಸ್ವರಿತಾತ್ಸಂಹಿತಾಯಾಮನುದಾತ್ತಾನಾಂ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಚಯವಾಗುವುದು. ಸಂಹಿತಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇಫದಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರವು ಪೂರ್ವಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಚಯವು. **ತ್ನ** ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅಕಾರವು **ಉದಾತ್ತ ಸ್ವರಿತಪರಸ್ಯ ಸನ್ನತರಃ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತತರವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಸಂಹಿತಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಎಂದು ಸ್ವರವು ಏರ್ಪಡುವುದು. ಈರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಾರಂಭದ ಮೊದಲನೆಯ ಋಕ್ಕಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದುದಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವೇದಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲವಕಾಶವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ

ಮೊದಲನೆಯ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಅ॒ಗ್ನಿಃ ಪೂರ್ವೇ॑ಭಿ॒ರ್ಋಷಿ॑ಭಿ॒ರೀಡ್ಯೋ॒ ನೂತ॑ನೈರು॒ತ ।
ಸ ದೇ॒ವಾಁ ಏ॒ಹ ವ॑ಕ್ಷತಿ ॥ ೨॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಅ॒ಗ್ನಿಃ । ಪೂರ್ವೇ॑ಭಿಃ । ಋಷಿ॑ಭಿಃ । ಈಡ್ಯಃ॑ । ನೂತ॑ನೈಃ । ಉ॒ತ ॥
ಸಃ । ದೇ॒ವಾನ್ । ಆ । ಇ॒ಹ । ವ॒ಕ್ಷ॒ತಿ॒ ॥ ೨ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಅಯಮಗ್ನಿಃ ಪೂರ್ವೇಭಿಃ ಪುರಾತನೈರ್ಭೃಗ್ವಂಗಿರಃಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ಋಷಿಭಿರೀಡ್ಯಃ ಸ್ತುತ್ಯೋ ನೂತನೈರುತೇದಾನೀಂತನೈರಸ್ಮಾಭಿರಪಿ ಸ್ತುತ್ಯಃ । ಸೋಽಗ್ನಿಃ ಸ್ತುತಃ ಸನ್ನಿಹ ಯಜ್ಞೇ ದೇವಾನ್ಹವಿರ್ಭುಜ ಆ ವಕ್ಷತಿ । ವಹ ಪ್ರಾಪಣ ಇತಿ ಧಾತುಃ । ಆವಹತ್ವಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಪೂರ್ವೇಭಿರಿತ್ಯತ್ರ ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ । ಪಾ. ೭-೧-೧೦ । ಇತಿ ಭಿಸ ಐಸಾದೇಶಾಭಾವಃ । ಪೂರ್ವ ಪರ್ವ ಅರ್ವ ಪೂರಣ ಇತಿ ಧಾತುಃ । ಪೂರ್ವತಿ ಧಾತೋರಚ್ಪ್ರತ್ಯಯ ಔಣಾದಿಕಃ । ಇನ್ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತ ಋಷಿಶಬ್ದ ಋಷ್ಯಂಧಕೇತಿ ನಿಪಾತನಾತ್ । ಪಾ. ಪಾ. ೪-೧-೧೧೪ । ಲಘೂಪಧಗುಣಾಭಾವಃ । ಪಾ ೭-೩-೮೬ । ಕಿತ್ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಾತ್ರ ಜ್ಞೇಯಃ । ಉ. ೪-೧೧೯ । ತೌ ಶಬ್ದಾ ನಿತ್ಸ್ವರೇಣಾದ್ಯುದಾತ್ತೌ । ಈಡ್ಯಶಬ್ದಸ್ಯ ಣ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಾಂತತ್ವಾತ್ । ಪಾ. ೩-೧-೧೨೪ ತಿತ್ಸ್ವರಿತಂ । ಪಾ. ೬-೧-೧೮೫ । ಇತಿ ಸ್ವರಿತೇ ಶೇಷಾನುದಾತ್ತತ್ವೇ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತದಪವಾದತ್ವೇನೇಡವಂದೇತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೬-೧ ೨೧೪ ಆದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ । ನವಸ್ಯ ನೂ ತ್ನಪ್ತನಖಾಶ್ಚ । ಪಾ. ೫-೪-೩೦-೬ । ಇತಿ ವಾರ್ತಿಕೇನ ನವಶಬ್ದಸ್ಯ ನೂ ಇತ್ಯಾದೇಶಸ್ತನಪ್ಪ್ರತ್ಯಯಶ್ಚ ಮಹಾವಾರ್ತ್ತಿಕೇ ವಿಹಿತಃ । ತತೋ ನಿತ್ಸ್ವರೇಣಾದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ಅವಶಿಷ್ಟಸ್ವರಾ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಷು ನೂತನಾಂತೇಷು ಪೂರ್ವವದುನ್ನೇಯಾಃ । ಉತಶಬ್ದೋ ಯದ್ಯಪಿ ವಿಕಲ್ಪಾರ್ಥೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ತಥಾಽಪಿ ನಿಪಾತತ್ವೇನಾನೇಕಾರ್ಥತ್ವಾದೌಚಿತ್ಯೇನಾತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ । ಉಚ್ಚಾವಚೇಷ್ವರ್ಥೇಷು ನಿಪತಂತೀತಿ ನಿಪಾತತ್ವಂ । ತರ್ಹಿ ನಿಪಾತಾ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಾಃ । ಫಿ. ೪-೧೨ । ಇತ್ಯುಕಾರಸ್ಯೋದಾತ್ತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇತಿ ಚೇನ್ನ । ಪ್ರಾತಃಶಬ್ದವದಂತೋದಾತ್ತತ್ವಾತ್ । ಯಥಾ ಪ್ರಾತಃಶಬ್ದೋಽಂತೋದಾತ್ತತ್ವೇನೈವ ಸ್ವರಾದಿಷು ಪಠಿತಃ । ಪಾ. ೧-೧-೩೭ । ಏವಮುತಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಪಾಠೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಸ್ವರಾದೇರಾಕೃತಿಗಣತ್ವಾತ್ । ಯದ್ವಾ । ಏವಾದೀನಾಮಂತಃ । ಫಿ. ೪-೧೪ । ಇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತಃ । ಸ ಇತ್ಯತ್ರ ಫಿಟ್ಸ್ವರಃ । ದೇವಶಬ್ದಃ ಪೂರ್ವವತ್ । ದೇವಾನಿತ್ಯಸ್ಯ ನಕಾರಸ್ಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದೀರ್ಘಾದಟಿ । ಪಾ. ೮-೩-೯ । ಇತಿ ರುತ್ವಂ । ಅತ್ರಾನುನಾಸಿಕಃ । ಪಾ. ೮-೩-೨ । ಇತ್ಯನುವೃತ್ತಾವಾತೋಽಟಿ ನಿತ್ಯಂ । ಪಾ. ೮-೩-೩ । ಇತ್ಯಾಕಾರಃ ಸಾನುನಾಸಿಕಃ ।

ಭೋಭಗೋ । ಪಾ. ೮-೩-೧೭ । ಇತಿ ರೋರ್ಯಕಾರಃ । ಸ ಚ ಲೋಪಃ ಶಾಕಲ್ಯಸ್ಯ । ಪಾ. ೮-೩-೧೯ । ಇತಿ ಲುಪ್ಯತೇ । ತಸ್ಯಾಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಪಾ. ೮-೨-೧ । ನ ಪುನಃ ಸಂಧಿಕಾರ್ಯಂ । ಆಜಕೋ ನಿಪಾತತ್ವಾದಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಇದಮೋ ಹಪ್ರತ್ಯಯೇ ಸತಿ ನಿಷ್ಪನ್ನತ್ವಾತ್ ಪಾ. ೫-೩-೧೧ । ಇಹಶಬ್ದೇ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಸ್ವರಃ । ವಹತಿಧಾತೋರ್ಲೋಡರ್ಥೇ ಛಾಂದಸೋ ಲೃಟ್ । ತಸ್ಯ ಸ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಗತಸ್ಯ ಯಕಾರಸ್ಯ ಲೋಪೋऽಪಿ ಛಾಂದಸಃ । ಯದ್ವಾ ಲೇಟಿ ಸಿಬ್ಬಹುಲಂ । ಪಾ. ೩-೧-೩೪ । ಇತಿ ಸಿಪ್ಪ್ರತ್ಯಯಃ । ಲೇಟೋऽಡಾಟೌ । ಪಾ. ೩-೪-೯೪ । ಇತ್ಯಡಾಗಮಶ್ಚ । ತತೋ ವಕ್ಷತೀತಿ ಸಂಪದ್ಯತೇ । ತಸ್ಯ ತಿಙಂತತ್ವಾನ್ನಿಘಾತಃ । ಸಂಹಿತಾಸ್ವರಾಃ ಪೂರ್ವವತ್ ॥

ಅಧಾನೇ ತೃತೀಯೇಷ್ಟೌ ಪ್ರಥಮಾಜ್ಯಭಾಗಸ್ಯಾನುವಾಕ್ಯಾ । ಆ. ೨-೧ । ಸೂಕ್ತಗತಾ ತೃತೀಯಾ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

ಅಗ್ನಿಃ—ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು । ಪೂರ್ವೇಭಿಃ ಋಷಿಭಿಃ—ಪುರಾತನಕಾಲದ ಭೃಗು ಅಂಗಿರ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿಂದ । ಈಡ್ಯಃ—ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು । ಉತ—ಮತ್ತು । ನೂತನೈಃ—ಈಗಿನ ಕಾಲದವರಾದ ನಮ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಇತರ ಋಷಿಗಳಿಂದಲೂ । ಈಡ್ಯಃ—ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹನು ಎಂದರೆ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವನು । ಸಃ—ಇಂತಹ ಅಗ್ನಿಯು । ದೇವಾನ್—ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳನ್ನು । ಇಹ—ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಗೆ । ಆ ವಕ್ಷತಿ—ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು (ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರಲಿ) ।

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ ಈ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪುರಾತನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರುವರು. ಈಗಿನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಇರುವ ಇತರ ಋಷಿಗಳೂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವೆವು. ಈರೀತಿ ಭೂತವರ್ತಮಾನಕಾಲಗಳ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರಲಿ.

English Translation

Agni is a god to be praised by sages ancient and by sages modern. May he bring the gods hither.

॥ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ॥

ಈ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಠಿನವಾದ ಅಥವಾ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಮಧುಚ್ಛಂದಋಷಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ **ಪೂರ್ವೇಭಿಃ ಋಷಿಭಿಃ** ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳೂ, ಈ ಋಷಿಗಿಂತಲೂ ಪುರಾತನಋಷಿಗಳೂ ಅನೇಕರಿದ್ದರೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಈ **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವು ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾತನವಾದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಈ ಋಷಿಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದವಲ್ಲದೆ ಅವು ಬಹು ಹಿಂದಿನಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿಯೂ, ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿಯೂ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಕ್ತಗಳಿರುವವು. ಈ ಋಷಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರಾದ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು—ಭೃಗುಋಷಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ—ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಅಯಾಸ್ಯ, ಅಥರ್ವಾನ್, ದಧ್ಯಜ್, ವೃಷನ್, ಸಂವರ್ತ, ಉಶಿಜ, ಉಚಥ್ಯ, ಭರದ್ವಾಜ, ದೀರ್ಘತಮಾಃ, ಸುಧನ್ವಾನ್, ಋಭು, ವಿಭ್ವನ್, ವಾಜ, ಕವಂಧ, ವಿಚಾರ ಮೊದಲಾದವರು. ಅಂಗಿರಾಋಷಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ—ವಸಿಷ್ಠ, ಅತ್ರಿ ಮುಂತಾದವರೂ ತನ್ನ ವಂಶದವರೇ ಆದ ಕುಶಿಕ, ಗಾಧಿನ್, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುಂತಾದವರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟೃಗಳಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದವರಾಗಿರುವರು. ಈ ಋಷಿಗಳಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರೂ ಸಹ ತಿಳಿಯದ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಪುರಾತನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸೂಕ್ತಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿರಬಹುದು ಅವುಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಬಹುದು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಪೂರ್ವೇಭಿಃ ಪೂರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ **ಭಿಸ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪೂರ್ವ+ಭಿಸ್ ಎಂದಿರುವುದು. ಈಗ **ಅತೋಭಿಸ ಐಸ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೧-೯) ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರಾಂತಶಬ್ದದ ಮುಂದಿರುವ ಭಿಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ **ಐಸ್** ಆದೇಶ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಐಸಾದೇಶ ಬಂದು **ಪೂರ್ವೈಃ** ಎಂದಾಗಬೇಕು. ಹೀಗಿರಲು **ಪೂರ್ವೇಭಿಃ** ಎಂದು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು ? ಎಂದರೆ **ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೧-೧೦), ವೇದದಲ್ಲಿ ಐಸಾದೇಶವು ಬಹುಲವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐಸಾದೇಶ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಾರದಮೇಲೆ **ಬಹುವಚನೇ ಝಲ್ಯೇತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೩-೧೦೩) ಝಲಾದಿ ಬಹುವಚನ ಸುಪ್ಪು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹ್ರಸ್ವಾಕಾರಾಂತವಾದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಏತ್ವ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಏತ್ವ ಬಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ರುತ್ವ ವಿಸರ್ಗಗಳು ಬಂದು ಪೂರ್ವೇಭಿಃ ಎಂದಾಗುವುದು.

ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಕ್ವಚಿದಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಕ್ವಚಿದ್ವಿಭಾಷಾ ಕ್ವಚಿದನ್ಯದೇವ ।
ಶಿಷ್ಟಪ್ರಯೋಗಾನನುಸೃತ್ಯ ಲೋಕೇ ವಿಜ್ಞೇಯಮೇತದ್ಬಹುಲಗ್ರಹಸ್ಯ ॥

ಬಹುಲಂ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟು, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಷಿಕಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎರಡೂ ಉಂಟು, ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ

ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಬರುವುವು ಬಹುಲಗ್ರಹಣವಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿತದಭಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಟಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಂದು ಬಹುಲಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವರು. **ಬಹೂನ್-ಅರ್ಥಾನ್‌ಲಾತಿ** (ನಾನಾವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು) ಎಂದು ಬಹುಲಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಪೂರ್ವ ಶಬ್ದವು **ಪುರ್ವ, ಪರ್ವ, ಮರ್ವಪೂರಣೇ** ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ **ಪುರ್ವಪೂರಣೇ** ಧಾತುವಿನಮೇಲೆ ಔಣಾದಿಕ ಅನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಪುರ್ವ್+ಅ. ಎಂದಿರುವಾಗ **ಉಪಧಾಯಾಂ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮.೨-೭೮) ವ್ಯಂಜನಾವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ, ಧಾತೂಪಾಂತ್ಯರೇಫ ಅಥವಾ ಧಾತೂಪಾಂತ್ಯವಕಾರ ಇವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ **ಇ, ಉ, ಋ, ಲೃ** ಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ವಶಬ್ದನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು, ಈಗಿರುವ ಧಾತುಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ, ಪರ್ವ, ಅರ್ವ ಪೂರಣೇ ಎಂಬುದು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. **ಅನ್** ಪ್ರತ್ಯಯವು ನಕಾರೇತ್ಸಂಜ್ಞಕವಾದುದರಿಂದ **ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೯೭) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಊಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು **ಭಿಸ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಮೇಲೆ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೪) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಭಿಸ್ಸಿನ ಇಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತ, ಪೂರ್ವಶಬ್ದದ ಅಕಾರವು **ಅನುದಾತ್ತಂ ಪದಮೇಕವರ್ಜಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿ **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವರಿತವಾಗುವುದು. ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ **ಬಹುವಚನೇಝಲ್ಯೇತ್** ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದ ಏಕಾರವು ಸ್ಥಾನಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಸ್ವರಿತವೇ ಆಗುವುದು. ಭಿಸ್ಸಿನ ಅನುದಾತ್ತ ಇಕಾರವು **ಋಷಿಭಿಃ** ಎಂಬ ಪದದ ಉದಾತ್ತ **ಋ** ಕಾರದ ಹಿಂದಿರುವುದರಿಂದ **ಉದಾತ್ತ ಸ್ವರಿತಪರಸ್ಯ ಸನ್ನತರಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೨-೪೦) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತತರವಾಗುವುದು. ಪೂರ್ವೇಭಿಃ, ಋ ಎಂದಾಗುವುದು. **(ಋಷಿಭಿರಿತಿ)** ಋಷಿ ಶಬ್ದವು **ಋಷಿ ಗತೌ** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **ಸರ್ವಧಾತುಭ್ಯ ಇನ್** (ಉ. ಸೂ. ೪-೫೫೭) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾತುಗಳಮೇಲೆ ಇನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಕ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದರೆ, ಋಷ್+ಇ ಎಂದಿರುವಾಗ ಧಾತೂಪಾಂತ್ಯಋಕಾರವು ಲಘುವಾದ್ದರಿಂದ **ಪುಗಂತಲಘೂಪಧಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೩-೮೬) ತಿಙ್+ಶಿತ್ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು **ಧಾತೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೯೧) ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪುಕ್ ಎಂಬ ಆಗಮದ ಹಿಂದೆ ಇರುವವೂ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ವರ್ಣದ ಹಿಂದೆ ಇರುವವೂ ಆದ ಇ, ಉ, ಋ, ಲೃ ಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಲಘೂಪಧ ಗುಣ ಬಂದು ಋ ಎಂಬುದು **ಅರ್** ಎಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ, **ಋಷ್ಯಂಧಕವೃಷ್ಣಿಕುರುಭ್ಯಶ್ಚ** (ಪಾ.ಸೂ. ೪-೧-೧೪೪) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗುಣವಿಲ್ಲದೆ ಋಷಿಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಪಾತನಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ನಿತ್ತಾದುದರಿಂದ **ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೧-೧೯೭) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಶಬ್ದವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಈಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವರವು ಸ್ವರಸ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. **ಇಗುಪಧಾತ್ಕಿತ್** (ಉ.ಸೂ. ೪-೫೫೯) ಉಪಾಂತ್ಯ ವರ್ಣವು ಇ, ಉ, ಋ, ಲೃ ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಮೇಲೆ ಕಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಋಷೀ ಧಾತುವಿಗೆ ಕಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕ್, ತ್ ಗಳಿಗೆ ಇತ್ಸಂಜ್ಞೆ ಲೋಪಗಳು ಬಂದು ಋಷಿ+ಇ ಎಂದಿರುವಾಗ, ಲಘೂಪಧಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ **ಕ್ಙಿತಿಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೧-೫) ಕ್, ಗ್, ಙ್, ಇತ್ತಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇ, ಉ, ಋ, ಲೃ ಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಗುಣ ನಿಷೇಧ ಬರುವುದರಿಂದ ಋಷಿ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಈಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಪಾತಾಶ್ರಯಣಪರಿಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ನಿತ್ತಲ್ಲದುದರಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿತ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಸ್ವರವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. **ಇಗುಪಧಾತ್ಕಿತ್** ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, **ಸರ್ವಧಾತುಭ್ಯ ಇನ್** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇ, ಉ, ಋ, ಲೃ ಗಳನ್ನುಳ್ಳ

ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ **ಇಕ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಅದುಕಿತ್ತಾಗುವುದು ಎಂದು **ಇಗುಪಧಾತ್ಕಿತ್** ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವೈಯಾಕರಣರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಈಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸಾಮಂಜಸ್ಯವೂ ಗುಣನಿಷೇಧವೂ ಸ್ವರಸವಾಗುವುದು. ಋಕಾರ ನಿತ್ಸ್ವರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ, ಶೇಷನಿಘಾತದಿಂದ **ಷಿ** ಯಇಕಾರ ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿ **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ** ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವರಿತ, ಭಿ, ಯ ಇಕಾರ ಸುಪ್ಸ್ವರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈಡ್ಯಪದದ ಉದಾತ್ತ ಈಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ, **ಉದಾತ್ತಸ್ವರಿತಪರಸ್ಯ** ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತತರ **ಋಷಿಭಿರೀ** ಎಂದಾಗುವುದು. (ಈಡ್ಯಇತಿ) ಈಡಸ್ತುತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ **ಋ ಹಲೋರ್ಣ್ಯತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೧೨೪) ಋಕಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದೆ **ಣ್ಯತ್** ಪ್ರತ್ಯಯ) ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ಣ್ಯತ್** ಬಂದರೆ ಈಡ್+ಯ ಎಂದಿರುವಾಗ **ತಿತ್ಸ್ವರಿತಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೮೫ ತಕಾರೇತ್ಸಂಜ್ಞಕಪ್ರತ್ಯಯವು ಸ್ವರಿತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ಯ** ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವರಿತವೂ ಮಿಕ್ಕುದಕ್ಕೆ (ಶೇಷನಿಘಾತಸ್ವರ) ಅನುದಾತ್ತವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಸ್ವರಿತಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾದ **ಈಡ ವಂದ ವೃ ಶಂಸ ದುಹಾಂ ಣ್ಯತಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೨೧೪) ಈಡಸ್ತುತೌ, ವದಿ ಅಭಿವಾದನಸ್ತುತ್ಯೋಃ, ವೃಙ್ ಸಂಭಕ್ತೌ, ಶಂಸು ಸ್ತುತೌ, ದುಹ ಪ್ರಪೂರಣೇ, ಈ ಐದು ಧಾತುಗಳು **ಣ್ಯತ್** ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದಾಗ ಇವುಗಳ ಆದಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈಕಾರ ಉದಾತ್ತ, ಅಕಾರ ಅನುದಾತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮೈಕವಚನ ಸುಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೂತನಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಂಹಿತಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಡ್ಯ+ಸ್+ನೂತನ ಎಂದಿರುವಾಗ ಸ್‌ಗೆ **ಸ ಸಜುಷೋರುಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೨-೬೬) ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್-ಗೂ, ಸಜುಷ್ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಣಕ್ಕೂ **ರು** ಆದೇಶಬರುವುದು, ಎಂದು **ರು** ಬರುವುದು. ನಂತರ **ಹಶಿಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೧೪) ಹಶ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಣಗಳು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ಲುತವಲ್ಲದ ಅಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಿರುವ **ರು** ಗೆ **ಉ** ಆದೇಶಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿಂದ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಉಕಾರ ಬಂದು ಅ ಉ ಗಳಿಗೆ ಗುಣಸಂಧಿಯಿಂದ **ಓ** ಬರಲು ಈಡ್ಯೋ ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಓಕಾರವು ಅನುದಾತ್ತಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾನಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ, ಇದಕ್ಕೆ **ನೂ** ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನುದಾತ್ತತರ ಬರುವುದು. **ಈಡ್ಯೋ ನೂ** ಎಂದಾಗುವುದು. **ನವಸ್ಯ ನೂ ತ್ನಪ್ತನನ್‌ಖಾಶ್ಚ** ಈ ವಾರ್ತಿಕವು (ಪಾ. ಸೂ. ೫-೪-೩೦) ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವುದು. ನವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ನೂ' ಆದೇಶ ಬರುವುದು **ತ್ನಪ್, ತನನ್, ಖ** ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪರ್ಯಾಯದಿಂ ಬರುವುವು ಎಂದಿದರರ್ಥವು. **ತನ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಾಗ ನೂತನ ಎಂದಾಗುವುದು ಪ್ರತ್ಯಯವು ನಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಸ್ವರದಿಂದ ನೂತನ ಶಬ್ದವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತ. ಮಿಕ್ಕ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ವಿಕಲ್ಪೇ ಕಿಂಕಿಮೂತಚ' ಅಮರಕೋಶಾನುಸಾರ 'ಉತ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಲ್ಪವೆಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಇದು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯದಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. **ಉಚ್ಚಾವಚೇಷ್ವರ್ಥೇಷುನಿಪತಂತಿ** ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಪಾತಗಳಾಗುವುವು. ಹೀಗೆ 'ಉತ' ವನ್ನು ನಿಪಾತವೆಂದೊಪ್ಪಿದರೆ **ನಿಪಾತಾ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಾಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೮೦) ನಿಪಾತಗಳು ಆದ್ಯುದಾತ್ತಗಳಾಗುವುವು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾತಃಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿ ಪಾಠಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತೋದಾತ್ತವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾದಿಯು ಆಕೃತಿಗಣವಾದ್ದರಿಂದ 'ಉತ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿ ಪಾಠಮಾಡಿ ಇದನ್ನೂ ಅಂತೋದಾತ್ತವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಏವಾದಿ ಗಣದಲ್ಲಿ ಉತವನ್ನು ಪಾಠಮಾಡಿಕೊಂಡು **ಏವಾದೀನಾಮಂತಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೮೨) ಏವಾದಿಶಬ್ದಗಳ ಅಂತವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಷಾನುದಾತ್ತವೂ ನಂತರ ಅನುದಾತ್ತತರವೂ ಬರುವುದು.

ಸಃ ಎಂಬುದು ಫಿಟ್ ಸ್ವರದಿಂದ ಉದಾತ್ತ, **ದೇವ** ಶಬ್ದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಂತೋದಾತ್ತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯಾ ಬಹುವಚನ **ಶಸ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ದೇವ+ಅಸ್ ಇರುವಾಗ **ಪ್ರಥಮಯೋಃ ಪೂರ್ವಸವರ್ಣಃ** (ಪಾ. ಸೂ.೬-೧-೧೦೨) ಅ, ಇ, ಉ, ಋ, ಲೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮಾ, ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವರಗಳು ಪರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಪರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸವರ್ಣವಾದ ದೀರ್ಘವು ಒಂದೇ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಬರುವುದು. ಸಕಾರಕ್ಕೆ **ತಸ್ಮಾಚ್ಛಸೋನಃಪುಂಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೦೩) ಪೂರ್ವಸವರ್ಣದೀರ್ಘದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಶಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ನಕಾರ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ನತ್ವ ಬಂದರೆ **ದೇವಾನ್** ಆಗುವುದು. ಸಂಹಿತಾಕಾಲದಲ್ಲಿ **ದೀರ್ಘಾದಟಿ ಸಮಾನಪಾದೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೩-೯) ದೀರ್ಘಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಹಯವರಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ನಕಾರಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ—ಹಯವರ ಮತ್ತು ನಕಾರ ಇವು ಒಂದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವಾಗ 'ರು' ಆದೇಶ ಬರುವುದು ಎಂದು ರು ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ದೇವಾರ್–ಏಹ ಎಂದಾಗುವುದು ನಂತರ **ಆತೋಟಿ-ನಿತ್ಯಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮–೩–೩) **ಅತ್ರಾನುನಾಸಿಕಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯತು ವಾ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮–೩-೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುನಾಸಿಕಃ ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಟ್ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ ಹಯವರಗಳು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ 'ರು' ವಿನ ಹಿಂದಿನ ದೀರ್ಘಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುನಾಸಿಕವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆಕಾರವು ಅನುನಾಸಿಕವಾಗುವುದು. ನಂತರ **ಭೋ ಭಗೋ ಅಘೋ ಅಪೂರ್ವಸ್ಯ ಯೋಽಶಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೩-೧೭) ಭೋ, ಭಗೋ, ಅಘೋ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಕಾರ, ಇವುಗಳ ಮುಂದಿರುವ 'ರು' ಗೆ ಅಶ್ ವರ್ಣ ಪರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ **ಯ್** ಆದೇಶ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಯ್ ಆದೇಶ ಬರಲು ದೇವಾಯ್ ಏಹ ಎಂದಾಗುವುದು. **ಲೋಪಶ್ಶಾಕಲ್ಯಸ್ಯ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೩-೧೯) ಅವರ್ಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಿರುವ ಪದಾಂತದ ಯಕಾರ ವಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಶ್ ವರ್ಣ ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಶಾಕಲ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ಲೋಪಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಯ್ ಗೆ ಲೋಪಬರುವುದು. ಈ ಯ ಲೋಪವು **ಪೂರ್ವತ್ರಾಸಿದ್ಧಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೨-೧) ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಪಾದಸಪ್ತಾಧ್ಯಾಯಿಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಸಿದ್ಧವಾಗುವವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರಸಂಧಿಕಾರ್ಯವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. **ದೇವಾ ಏಹ** ಎಂದೇ ಇರುವುದು. **ಏಹ** ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಆ–ಇಹ** ಎಂದು ಪದವಿಭಾಗಮಾಡುವರು. **ಆ** ಎಂಬುದು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ ಉದಾತ್ತ ಇಹ ಶಬ್ದವು ಇದಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, **ಅಸ್ಮಿನ್**= ಇಹ ಎಂದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ. **ಇದಮೋಹಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೫-೩-೧೧) ಸಪ್ತಮ್ಯಂತವಾದ ಇದಂ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ **ಹ** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ಹ** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ಸಪ್ತಮಿಾವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಲುಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ **ಇದಮಇಶ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೫-೩-೩) ಪ್ರಾಗ್ದಿಶೀಯಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಇಶ್** ಆದೇಶ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಶಾದೇಶ ಬಂದರೆ ಇಹ ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ವರ ಬರುವುದು. **ವಹಪ್ರಾಪಣೇ** ಎಂಬ ವಹ ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ **ಲೋಡರ್ಥದಲ್ಲಿ** ಛಾಂದಸವಾಗಿ ಲೃಟ್ ಬರುವುದು. **ಸ್ಯತಾಸೀ ಲೃಲುಟೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೩೩) ಲೃ ಎಂದರೆ ಲೃಜ್, ಲೃಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗ್ರಹಣವು. ಲೃ ಲುಟ್‌ಗಳು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ **ಸ್ಯ-ತಾಸ್** ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರುವವು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಲೃಟ್ಟಿನ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಛಾಂದಸವಾಗಿ ಲೋಪವೂ ಬರುವುದು ಹಕಾರಕ್ಕೆ ಢತ್ವವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶವೂ ಬಂದ ನಂತರ **ಆದೇಶಪ್ರತ್ಯಯಯೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮–೩–೫೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಷಕಾರ ಲೃಟ್ಟಿಗೆ ತಿ ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ವಕ್ಷತಿ ಎಂದಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವಹ ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟು **ಸಿಬ್ಬಹುಲಂ ಲೇಟಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೪-೩೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪು ಬಂದು **ಲೇಟೋಡಾಟೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೪-೯೪) ಎಂಬುದರಿಂದ

ಲೇಟಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಿ ಯ ಹಿಂದೆ ಅಕಾರ ಬಂದು **ಹೋಢಃ** (ಪಾ.ಸೂ. ೮-೨-೩೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ಧಾತುವಿನ ಹಕಾರಕ್ಕೆ ಢಕಾರವೂ, ಈ ಢಕಾರಕ್ಕೆ **ಷಢೋಃ ಕಃಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೨-೪೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಕಾರವೂ ಬಂದು ' ವಕ್‌ಸತಿ ' ಎಂದಿರುವಾಗ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಷಕಾರ ಬಂದರೆ **ವಕ್ಷತಿ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದು ತಿಙಂತವಾದುದರಿಂದ ತಿಙ್ಙತಿಙಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಸಂಹಿತಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವರಿತ ಪ್ರಚಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವದಂತೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

|| ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ||

ಅಗ್ನಿನಾ ರಯಿಮಶ್ನವತ್ಪೋಷಮೇವ ದಿವೇದಿವೇ
ಯಶಸಂ ವೀರವತ್ತಮಂ|| ೩ ||

|| ಪದಪಾಠಃ ||

ಅಗ್ನಿನಾ । ರಯಿಂ । ಅಶ್ನವತ್ । ಪೋಷಂ । ಏವ । ದಿವೇಽದಿವೇ ॥
ಯಶಸಂ । ವೀರವತ್ಽತಮಂ ॥ ೩ ॥

|| ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ||

ಯೋಽಯಂ ಹೋತ್ರಾ ಸ್ತುತ್ಯೋಽಗ್ನಿಸ್ತೇನಾಗ್ನಿನಾ ನಿಮಿತ್ತಭೂತೇನ ಯಜಮಾನೋ ರಯಿಂ ಧನಮಶ್ನವತ್ । ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ । ಕೀದೃಶಂ ರಯಿಂ । ದಿವೇ ದಿವೇ ಪೋಷಮೇವ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪುಷ್ಯಮಾಣತಯಾ ವರ್ಧಮಾನಮೇವ। ನ ತು ಕದಾಚಿದಪಿ ಕ್ಷೀಯಮಾಣಾಂ । ಯಶಸಂ ದಾನಾದಿನಾ ಯಶೋಯುಕ್ತಂ ವೀರವತ್ತಮಮತಿಶಯೇನ ಪುತ್ರಭೃತ್ಯಾದಿವೀರಪುರುಷೋಪೇತಂ । ಸತಿ ಹಿ ಧನೇ ಪುರುಷಾಃ ಸಂಪದ್ಯಂತೇ । ರಯಿಶಬ್ದೋ ಮಘಮಿತ್ಯಾದಿಧನನಾಮಸು ಪಠಿತಃ । ತತ್ರ ಫಿಟ್ಸ್ವರಃ । ಅಶ್ನೋತೇರ್ಧಾತೋರ್ಲೇಟಿ ವ್ಯತ್ಯಯೇನ ತಿಪ್ । ಇತಶ್ಚ ಲೋಪಃ । ಪಾ. ೩-೪-೯೭ । ಇತೀಕಾರ ಲೋಪಃ । ಲೇಟೋಽಡಾಟೌ । ಪಾ. ೩-೪-೯೪ । ಇತ್ಯಡಾಗಮಃ । ತತೋಽಶ್ನವದಿತಿ ಭವತಿ । ತಸ್ಯ ನಿಘಾತಃ । ಘಙಂತತ್ವಾತ್ । ಪಾ. ೬-೧-೧೯೭ । ಪೋಷಶಬ್ದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ಏವಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿಪಾತತ್ವೇಽಪ್ಯೇವಾದೀನಾಮಂತಃ । ಫಿ. ೪-೧೪ । ಇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ವಕಾರಾಂತಾದ್ದಿವ್ಯಶಬ್ದಾತ್ಪರಸ್ಯಾಃ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಃ ಸುಪಾಂ ಸುಲುಕ್ । ಪಾ. ೭-೧-೩೯ । ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶೇ ಭಾವೇ ಸತಿ । ಸಾವೇಕಾಚ ಇತ್ಯಾದಿನಾ (ಪಾ. ೬-೧-೧೬೮) ಊಡಿದಂಪದಾದೀತ್ಯಾದಿನಾ ವಾ । ಪಾ. ೬-೧-೧೭೧ । ತಸ್ಯೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ನಿತ್ಯವೀಪ್ಸಯೋಃ । ಪಾ. -೮-೧-೪ । ಇತಿ ದ್ವಿರ್ಭಾವೇ ಸತ್ಯುತ್ತರಭಾಗಸ್ಯಾನುದಾತ್ತಂ ಚ । ಪಾ. ೮-೧-೩ । ಇತ್ಯನುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಯಶೋಽಸ್ಯಾಸ್ತೀತಿ ವಿಗ್ರಹೇ ಸತ್ಯರ್ಶಆದಿಭ್ಯೋಽಚ್। ಪಾ. ೫-೨-೧೨೭ । ಇತ್ಯಚ್‌ಪ್ರತ್ಯಯಃ । ಚಿತ್ಸ್ವರಂ

ವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಬಾಧಿತ್ವಾ ಮಧ್ಯೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ಫಿಟ್ಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತಾದ್ವೀರಶಬ್ದಾದುತ್ತರಯೋರ್ಮತುಪ್ತಮಪೋಃ ಪಿತ್ತ್ವಾದನುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಹ್ರಸ್ವನುಡ್ಭ್ಯಾಂ । ಪಾ. ೬-೧-೧೭೬ । ಇತಿ ತು ನ । ಸಾವರ್ಣಾಂತತ್ವಾತ್ । ನ ಗೋಶ್ವನ್ । ಪಾ. ೬-೧-೧೮೨ । ಇತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಃ ॥

ಅಭಿಪ್ಲವಷಡಹಸ್ಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಷೂಕ್ಥ್ಯೇಷು ತೃತೀಯಸವನೇ ಮೈತ್ರಾವರುಣಸ್ಯಾಗ್ನೇ ಯಂ ಯಜ್ಞಮಿತ್ಯಾದಿಕೋ ವೈಕಲ್ಪಿಕೋಽನುರೂಪಸ್ತೃಚಃ । ಏತಚ್ಚ ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯ ಏಹ್ಯೂ ಷ್ವಿತ್ಯಾದಿಖಂಡೇ ಸೂತ್ರಿತಂ । ಅಗ್ನಿಂ ವೋ ವೃಧಂತಮಗ್ನೇ ಯಂ ಯಜ್ಞಮಧ್ವರಂ । ಆ. ೭-೮ । ಇತಿ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಯಜಮಾನನು) । **ಅಗ್ನಿನಾ**—ಹೋತೃವಿನಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ । **ದಿವೇದಿವೇ**-ದಿನದಿನಕ್ಕೂ । **ಪೋಷಮೇವ**—ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ । **ರಯಿಂ**—ಧನವನ್ನು ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ । **ಯಶಸಂ**—ದಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ । **ವೀರವತ್ತಮಂ**—ವೀರರಾದ ಪುತ್ರಭೃತ್ಯಮೊದಲಾದ ಪುರುಷರನ್ನೂ । **ಅಶ್ನವತ್**—ಹೊಂದುವನು (ಹೊಂದಲಿ)

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಹೋತೃವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಧನಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಪುತ್ರರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಭೃತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಿವಾರಜನಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಲಿ. ಅಗ್ನಿಯು ಕೊಡುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಕೆಲವುಕಾಲವಿದ್ದು ಮುಗಿದುಹೋಗುವಂತಿರಕೂಡದು. ಅವು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೈದುತ್ತಾ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವು.

English Translation

Through Agni, may the worshipper obtain wealth and prosperity which increases day by day accompanied by renown and a host of brave followers.

॥ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ॥

ಹೋತೃವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಧನಾದ್ಯೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ, ಶೂರರಾದ ಪುತ್ರಭೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು. ಅಗ್ನಿಯು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಧನಾದಿಗಳು ದಿನದಿನವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅಥವಾ **ದಿವೇದಿವೇ**—ಪ್ರತಿದಿವಸದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವುದು.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ರಯಿಂ ಎಂದರೆ ಧನವೆಂದು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. **ರಾಯಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಈ **ರಾಯ**ಶ್ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ **ಪೋಷ**ಶಬ್ದದೊಡನೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—**ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ ಯಜಮಾನೇಷು ಧತ್ತಂ** (ಋ. ಸಂ. ೮-೫೯-೭); **ರಾಯಸ್ಪೋಷೇಣ ಸಚತೇ ಸುವೀರಃ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೨೫-೧) ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪೋಷಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುವುದಾದರೂ ಪೋಷಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅನೇಕಕಡೆ ಹೇಳುವುದು. **ಭೂರಿ ಪೋಷಂ ಸ ಧತ್ತೇ ವೀರವದ್ಯಶಃ** (ಋ. ಸಂ. ೮-೨೩-೨೧); **ದಧದ್ರಯಿಂ ಮಯಿ ಪೋಷಂ** (ಋ. ಸಂ. ೯-೬೬-೧); **ಪೋಷಂ ರಯೀಣಾಮರಿಷ್ಟಿಂ ತನೂನಾಂ** (ಋ. ಸಂ. ೨-೨೧-೬). ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಂ ಎಂದರೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎಂದರ್ಥವಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೂ ಭಾಸವಾಗುವವು. **ಅಶ್ನವತ್** ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ–ಹೊಂದುವನು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಧಾತುವಿಗೆ ತಿನ್ನು, ಅನುಭವಿಸು ಎಂದರ್ಥವಾದರೂ ಹೊಂದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. **ಏವ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು **ರಯಿಂ** ಮತ್ತು **ಪೋಷ** ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು. **ದಿವೇದಿವೇ**—ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎರಡಾವರ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರ್ಥವು. ಉದಾ—ಅಹರಹಃ, **ಪದೇಪದೇ, ಭರೇಭರೇ** ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗವು ಮೊದಲು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. **ಯಶಸಂ**—ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗಣ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೇವತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕವಿಯು, ಯಶಸ್ಸು, ರಯಿ, ಪೋಷ, ವೀರವತ್ (ಶೂರರಾದ ಜನರು) ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ವೇದದಲ್ಲಿ) ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಪದೇಪದೇ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರರಾದ ಪುರುಷರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ವೀರರಿಗೆ ಗಣ್ಯಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ವೀರರಾದ ಪುತ್ರಭೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

' ಮಘಂ ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ (ನಿ. ೨-೧೦-೮) ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಧನಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ರಯಿಶಬ್ದವನ್ನು ಪಠಿಸಿರುವರು. **ಫಿಷೋಽಂತಉದಾತ್ತಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೧-೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತವು ಉದಾತ್ತ ಆದಿಯು ಶೇಷನಿಘಾತದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ. **ಅಶೂವ್ಯಾಪ್ತೌ** ಧಾತುವಿಗೆ ಲೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಅಶೂಧಾತು ಆತ್ಮನೇಪದಿಯಾದರೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ತಙ್ಙಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಿಪ್ಪು ಲೇಟ್‌ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಸ್ವಾದಿಯಾದ್ದರಿಂದ **ಸ್ವಾದಿಭ್ಯಃಶ್ನುಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೭೩) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶ್ನುವಿಕರಣ ಬರುವುದು. ಅಶ್ನು+ತಿ ಎಂದಿರುವಾಗ **ಇತಶ್ಚಲೋಪಃ ಪರಸ್ಮೈಪದೇಷು** (ಪಾ. ಸೂ ೩-೪-೯೭) ಪರಸ್ಮೈಪದದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್‌ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಿಙ್ಙಿನ ಇಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪವು ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ 'ತಿ'ಯ ಇಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ. ಉಕಾರಕ್ಕೆ **ಸಾರ್ವಧಾತುಕಾರ್ಧಧಾತುಕಯೋಃ** (ಪಾ.ಸೂ. ೭-೩-೮೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಗುಣ ಓ ಕಾರವೂ, **ಏಚೋಽಯವಾಯಾವಃ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೧-೭೮) ಏ ಓ ಐ ಔ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಪದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಯ್, ಅವ್, ಆಯ್, ಆವ್ ಈ ಆದೇಶಗಳು ಬರುವುವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಓಗೆ **ಅವ್** ಆದೇಶವೂ ಬಂದರೆ ಅಶ್ನವತ್ ಎಂದಾಗುವುದು. **ತಿಙ್ಙತಿಙಃ** (ಪಾ. ಸೂ.

೮-೧-೨೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನುದಾತ್ತಗಳಾಗುವುವು. ಸಂಹಿತಾಕಾಲಿಕಸ್ವರವನ್ನು ಪೂರ್ವದಂತೆ ಊಹಿಸಬೇಕು. **ಪುಷಪುಷ್ಟೌ**ಧಾತುವಿಗೆ **ಹಲಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೩-೧೨೧) ವ್ಯಂಜನಾಂತಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಎಂಬುದರಿಂದ **ಘಞ್** ಬಂದು ಲಘೂಪಧ ಗುಣಬಂದು ಪೋಷ ಎಂದಾಗುವುದು. ಪ್ರತ್ಯಯವು ಞಿತ್ತಾದುದರಿಂದ **ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಇದುಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಏವ ಎಂಬುದು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ **ನಿಪಾತಾ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಾಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ **ಏವಾದೀನಾಮಂತಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ. **ದಿವ್** ಶಬ್ದ ವಕಾರಾಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮ್ಯೇಕವಚನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ದಿವ್+ಙಿ ಎಂದಿರುವಾಗ **ಸುಪಾಂಸುಲುಕ್ಪೂರ್ವಸವರ್ಣಾಽಽಚ್ಛೇಯಾಡಾಡ್ಯಾಯಾಜಾಲಃ** (ಪಾ.ಸೂ. ೭-೧-೩೯) ವೇದದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲುಕ್, ಪೂರ್ವಸವರ್ಣ ಆ, ಆತ್, ಶೇ, ಯಾ, ಡಾ, ಡ್ಯಾ, ಯಾಚ್, ಆಲ್ ಇವುಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಆದೇಶ ಬರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕಾರಕ್ಕೆ ಇತ್ಸಂಜ್ಞೆಲೋಪಗಳು ಬಂದು ಏ ಉಳಿಯುವುದು ದಿವೇ ಎಂದಾಗುವುದು. **ಸಾವೇಕಾಚಸ್ತೃತೀಯಾದಿರ್ವಿಭಕ್ತಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೮) ಸಪ್ತಮೀಬಹುವಚನವು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು (ಅಜ್ಜನ್ನು) ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದದ ಮುಂದಿರುವ ತೃತೀಯಾದಿವಿಭಕ್ತಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದಾಗಲೀ **ಊಡಿದಂ ಪದಾದ್ಯಪ್ಪುಮ್ರೈದ್ಯುಭ್ಯಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೭೧) ಒಂದುಸ್ವರ (ಅಚ್) ವನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಊಠ್, ಇದಂ, ಪದ್ದನ್ನೋಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರ ವಿಹಿತವಾದ ಆರು ಪದಾದಿಗಳು ಅಪ್, ಪುಮ್, ರೈ, ದಿವ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಅಸರ್ವನಾಮಸ್ಥಾನವಿಭಕ್ತಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದಲಾಗಲಿ. ದಿವೇಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮೀಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಏಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗವುದು. **ನಿತ್ಯವೀಪ್ಸಯೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೪) ಪೌನಃಪುನ್ಯ ತೋರುವಾಗ ತಿಙನ್ತ, ಅವ್ಯಯವಾದ ಕೃದಂತ ಪದಗಳ ವೀಪ್ಸೆತೋರುವಾಗ ಅವ್ಯಯಕೃದಂತಭಿನ್ನ ಪದಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುವು. ಇಲ್ಲಿ ವೀಪ್ಸೆ= ವ್ಯಾಪ್ತೀಚ್ಛೆ ದ್ವಿತ್ವ ಪದದ್ವಯಾದೇಶ, ಈ ದ್ವಿತ್ವ ಬಂದಾಗ ಕೃತ್ಸ್ನ ಎಂದು ಅರ್ಥ ತೋರುವುದು. ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ದ್ವಿತ್ತ್ವ ಬಂದರೆ **ದಿವೇ ದಿವೇ** ಎಂದಿರುವಾಗ ಎರಡನೇ ದಿವೇ ಎಂಬುದು **ಅನುದಾತ್ತಂ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೩) ದ್ವಿತ್ವಹೊಂದಿದ ಶಬ್ದದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುದಾತ್ತ ಸ್ವರಿತಪ್ರಚಯುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. **ಯಶಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ** ಎಂದು ವಿಗ್ರಹಮಾಡಿದಾಗ **ಅರ್ಶಆದಿಭ್ಯೋಽಚ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೫-೨-೧೨೭) ಅರ್ಶ ಆದಿಗಣಪಠಿತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮತ್ವರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಯಶಸ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದರೆ ಯಶಸ್+ಅಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಸ್ವರವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ **ವ್ಯತ್ಯಯೋ ಬಹುಲಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೮೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಹುಲಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮಧ್ಯೋದಾತ್ತ ಸ್ವರ ಬರುವುದು. ವೀರಶಬ್ದವು ಫಿಟ್ಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಇದರ ಮುಂದಿರುವ ಮತುಪ್, ತಮಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ **ಅನುದಾತ್ತೌಸುಪ್ಪಿತೌ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವವು. **ಹ್ರಸ್ವನುಡ್ಭ್ಯಾಂಮತುಪ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೭೬) ಹ್ರಸ್ವಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದ, ನುಡಾಗಮ ಈ ಎರಡರ ಮುಂದಿರುವ ಮತುಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವೀರ ಎಂಬ ಹ್ರಸ್ವಾಂತಾಂತೋದಾತ್ತ ಪದದ ಮುಂದಿರುವ ಮತುಪ್ಪಿಗೆ ಉದಾತ್ತಬರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ **ನಗೋಶ್ವನ್ಸಾವವರ್ಣರಾಡಙ್ಕ್ರುಙ್ಕೃದ್ಭ್ಯಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೮೨) ಗೋ ಶ್ವನ್ ಪ್ರಥಮೈಕವಚನವಿಟ್ಟಾಗ ಅವರ್ಣಾಂತ, ರಾಡ್ ಅಙ್ ಕ್ರುಙ್ ಕೃತ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಮತುಪ್ಪಿಗೆ ಉದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿಷೇಧಬರುವುದರಿಂದ ಉದಾತ್ತಸ್ವರಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ

ಅಗ್ನೇ ಯಂ ಯಜ್ಞಮಧ್ವರಂ ವಿಶ್ವತಃ ಪರಿಭೂರಸಿ।
ಸ ಇದ್ದೇವೇಷು ಗಚ್ಛತಿ ॥೪॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಅಗ್ನೇ । ಯಂ । ಯಜ್ಞಂ । ಅಧ್ವರಂ । ವಿಶ್ವತಃ । ಪರಿಽಭೂಃ । ಅಸಿ ॥
ಸಃ । ಇತ್ । ದೇವೇಷು । ಗಚ್ಛತಿ ॥ ೪ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಹೇ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಯಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿಶ್ವತಃ ಸರ್ವಾಸು ದಿಕ್ಷು ಪರಿಭೂಃ ಪರಿತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಸಿ ಸ ಇತ್ ಸ ಏವ ಯಜ್ಞೋ ದೇವೇಷು ತೃಪ್ತಿಂ ಪ್ರಣೇತುಂ ಸ್ವರ್ಗೇ ಗಚ್ಛತಿ । ಪ್ರಾಚ್ಯಾದಿಚತುರ್ದಿಗಂತೇಷ್ವಾಹವನೀಯಮಾರ್ಜಾಲೀಯಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನೀಧ್ರೀಯಸ್ಥಾನೇಷ್ವಗ್ನಿರಸ್ತಿ । ಪರಿಶಬ್ದೇನ ಹೋತ್ರೀಯಾದಿಧಿಷ್ಣ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ವಿವಕ್ಷಿತಾ । ಕೀದೃಶಂ ಯಜ್ಞಂ । ಅಧ್ವರಂ ಹಿಂಸಾರಹಿತಂ । ನ ಹ್ಯಗ್ನಿನಾ ಸರ್ವತಃ ಪಾಲಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ರಾಕ್ಷಸಾದಯೋ ಹಿಂಸಿತುಂ ಪ್ರಭವಂತಿ । ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಷಾಷ್ಠಿಕಂ । ಪಾ. ೬-೧-೧೯೮ । ಆಮಂತ್ರಿತಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ । ನ ವಿದ್ಯತೇ ಧ್ವರೋಽಸ್ಯೇತಿ ಬಹುವ್ರೀಹೌ ನಞ್ಸುಭ್ಯಾಂ । ಪಾ. ೬-೨-೧೭೨ । ಇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ವಿಶ್ವತ ಇತ್ಯತ್ರ ತಸಿಲಃ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರತ್ವಂ ಬಾಧಿತ್ವಾ ಪೂರ್ವವರ್ಣಸ್ಯ ಲಿತಿ । ಪಾ. ೬-೧-೧೯೩ । ಇತ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಪರಿಭೂರಿತ್ಯತ್ರಾವ್ಯಯಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ । ಪಾ. ೬-೨-೨ । ತದಪವಾದತ್ವೇನ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ । ಪಾ. ೬-೨-೧೩೯ । ಅಸೀತಿ ತಿಙಂತಸ್ಯ ಯದ್ವೃತ್ತಾನ್ನಿತ್ಯಂ । ಪಾ. ೮-೧-೬೬ । ಇತಿ ನಿಘಾತಾಭಾವಃ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) ಅಗ್ನೇ—ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ । **(ತ್ವಂ**—ನೀನು) । **ಅಧ್ವರಂ**—ಹಿಂಸಾರಹಿತವಾದ । **ಯಂ ಯಜ್ಞಂ**—ಯಾವ ಯಜ್ಞವನ್ನು । **ವಿಶ್ವತಃ**—ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ । **ಪರಿಭೂಃ**—ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು । **ಅಸಿ**—(ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ) ಇರುತ್ತೀಯೋ । **ಸ ಇತ್**—ಅದೇ ಯಜ್ಞವು । **ದೇವೇಷು**—ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ । **ಗಚ್ಛತಿ**—(ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ) ಹೋಗುತ್ತದೆ.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ, ನೀನು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಹವನೀಯ, ಮಾರ್ಜಾಲೀಯ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಗ್ನೀಧ್ರೀಯವೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಗ್ನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಇದ್ದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡುವ ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀಯೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಈ ಯಜ್ಞವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

English Translation.

O Agni, that sacrifice alone of which you are the protector on all sides reaches the Gods unobstructed.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಅಭಿಪ್ಲವಷಡಹವೆಂಬ ಯಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಥ್ಯಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಸವನವೆಂಬ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ **ಅಗ್ನೇ ಯಂ ಯಜ್ಞಂ** ಎಂದು ಮೊದ ಲಾದ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುವು. ಇದನ್ನು ಆಶ್ವಲಾಯನರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ **ಏಹ್ಯೂಷು** ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ—**ಅಗ್ನಿಂ ವೋ ವೃಧಂತಮಗ್ನೇ ಯಂ ಯಜ್ಞಮಧ್ವರಂ** (ಆ. ಸೂ. ೭-೮) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ **ಅಧ್ವರಂ ಯಜ್ಞಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅಧ್ವರಂ ಎಂದರೂ ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞವೆಂದರೂ ಯಜ್ಞ. ಒಂದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದ ರಿಂದ ಅಧ್ವರಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಜ್ಞಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮಾಡಿರುವರು. ಧ್ವರ ಎಂದರೆ ಹಿಂಸೆ. ಧ್ವರವಲ್ಲದ್ದು ಅಧ್ವರ. ಅಂತಹ ಯಜ್ಞವೆಂದು ಅರ್ಥವು. ಈ ವಿಧವಾದ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವವು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅಧ್ವರಶಬ್ದವು ಯಜ್ಞವೆಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿ) ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—**ಸ ಹೋತಾ ವಿಶ್ವಂ ಪರಿ ಭೂತ್ವಧ್ವರಂ** (ಋ. ಸಂ. ೨-೨-೫); **ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜ್ಯೋಷ್ಯಧ್ವರಮಸ್ಮಾಕಂ ಯಜ್ಞಮಂಗಿರಃ** (ಋ. ಸಂ. ೪-೯-೭): ಇತ್ಯಾದಿ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ವರಶಬ್ದದಿಂದಲೇ **ಅಧ್ವರ್ಯು** ಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ಅಧ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಋತ್ವಿಜನಿಗೆ **ಅಧ್ವರ್ಯು** ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ವಿಶ್ವತಃ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರ್ಥವು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗ್ನಿಗಳಿರುವವು. ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಹವನೀಯ, ಮಾರ್ಜಾಲೀಯ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಗ್ನೀಧ್ರೀಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಗ್ನಿಗಳಿರುವವು. ಈ ವಿಧವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನೆಂದರ್ಥವು.

ಪರಿಭೂಃ--**ಪರಿ** ಸುತ್ತಲೂ **ಭೂಃ** ಇರುವವನು. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞದ ಸುತ್ತಲೂ ಎಂದರೆ ವಿದಿಕ್ಕುಗಳು ಊರ್ಧ್ವಾಧೋಭಾಗಗಳು ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ **ಪರಿ** ಎಂದರೆ ಹೋತ್ರಿಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಧಿಷ್ಣ್ಯನಿರ್ವಪನವೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಯಜು ರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನುವಾಕವಿರುವುದು--

> ವಿಭೂರಸಿ ಪ್ರವಾಹಣೋ ವಹ್ನಿರಸಿ ಹವ್ಯವಾಹನಶ್ಶ್ವಾತ್ರೋಽಸಿ ಪ್ರಚೇತಾ-
> ಸ್ತುಥೋಽಸಿ ವಿಶ್ವವೇದಾ ಉಶಿಗಸಿ ಕವಿರಙ್ಘಾರಿರಸಿ ಬಂಭಾರಿರವಸ್ಯುರಸಿ
> ದುವಸ್ವಾಞ್ಛುಂಧ್ಯೂರಸಿ ಮಾರ್ಜಾಲೀಯಸ್ಸಮ್ರಾಡಸಿ ಕೃಶಾನುಃ ಪರಿ-
> ಷದ್ಯೋಽಸಿ ಪವಮಾನಃ ಪ್ರತಕ್ವಾಸಿ ನಭಸ್ವಾನಸಂಮೃಷ್ಟೋಽಸಿ ಹವ್ಯ-

ಸೂದ ಋತಧಾಮಾಸಿ ಸುವರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಸುವರ್ಧಾ-
ಮಾಜೋಽಸ್ಯೇಕಪಾದಹಿರಸಿ ಬುಧ್ನಿಯೋ ರೌದ್ರೇಣಾನೀಕೇನ ಪಾಹಿ
ಮಾಗ್ನೇ ಪಿಪೃಹಿ ಮಾ ಮಾ ಮಾ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ ॥

(ತೈ. ಸಂ. ೧-೩-೩)

ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರರೆಂಬ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಿವಿಧರೂಪಗಳಿಂದ ಇರುವವನು ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿರುವರು. ಅಗ್ನಿಯ ವಿವಿಧರೂಪಗಳನ್ನೂ ಆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವರು. **ವಿಭೂರಸಿ ಪ್ರವಾಹಣಃ**--ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ ನೀನು ನಾನಾವಿಧರೂಪಗಳಿಂದ ಇರುವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು (ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ವಾಹನಶೀಲಃ=ಪ್ರವಾಹಣಃ) ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಒಯ್ಯುವವನು ; **ವಹ್ನಿರಸಿ ಹವ್ಯವಾಹನಃ** ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ ನೀನು ವಹ್ನಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ಹೋಮಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ **ಶ್ವಾತ್ರಃ, ಪ್ರಚೇತಾಃ, ತುಥಃ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ, ಉಶಿಕ್, ಕವಿಃ, ಅಂಘಾರಿಃ, ಬಂಭಾರಿಃ, ಅವಸ್ಯುಃ, ದುವಸ್ವಾನ್, ಶುಂಧ್ಯುಃ, ಮಾರ್ಜಾಲೀಯಃ, ಸಂಮ್ರಾಟ್, ಕೃಶಾನುಃ, ಪರಿಷದ್ಯಃ ಪವಮಾನಃ, ಪ್ರತಕ್ವಾ, ನಭಸ್ವಾನ್, ಅಸಂಮೃಷ್ಟಃ, ಹವ್ಯಸೂದಃ, ಋತಧಾಮಾ, ಸುವರ್ಜ್ಯೋತಿಃ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ, ಸುವರ್ಧಾಮಾ, ಅಜಃ, ಏಕಪಾತ್ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಿಯಃ** ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದರ್ಥವು. ಈ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ಯಜ್ಞವನ್ನೂ ಯಜಮಾನನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಮತ್ತು ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ **ಪರಿಭೂರಗ್ನಿಂ** (ತೈ. ಸಂ. ೩-೨-೩) ಅಗ್ನಿಯು ಸರ್ವದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ.

ಇತ್ ಎಂದರೆ **ಏವ** ಎಂದರ್ಥವು. **ಸ ಇತ್**=ಅವನೇ, **ತದಿತ್**=ಅದೇ ಇತ್ಯಾದಿ. **ಇತ್** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಆಧುನಿಕಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಅಗ್ನೇ ಎಂಬುದು ಸಂಬೋಧನ ಪ್ರಥಮೈಕವಚನ. ಆದ್ದರಿಂದ **ಸಾಮಂತ್ರಿತಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೧-೪೮) ಸಂಬೋಧನಪ್ರಥಮಾವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವು ಆಮಂತ್ರಿತ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿತಸಂಜ್ಞೆ ಬರುವುದು. ನಂತರ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೯೮) ಆಮಂತ್ರಿತದ ಆದಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆದಿಯು ಉದಾತ್ತ. **ಅಧ್ವರಂ** ಎಂಬುದು **ನವಿದ್ಯತೇ ಧ್ವರಃ ಅಸ್ಯ**= ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸವು, ಇಲ್ಲಿ **ನಞ್‌ಸುಭ್ಯಾಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೭೨) ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸದಲ್ಲಿ **ನಞ್ ಸು** ಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪದವು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಧ್ವರಶಬ್ದ ಅಂತೋದಾತ್ತ. ವಿಶ್ವತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಪಂಚಮ್ಯಾಸ್ತಸಿಲ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೫-೩-೭) **ದ್ವಿ** ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂ, ಸರ್ವನಾಮ, ಬಹುಶಬ್ದಗಳು ಪಂಚಮ್ಯಂತಗಳಾದಾಗ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ **ತಸಿಲ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದರಿಂದ **ತಸಿಲ್** ಪ್ರತ್ಯಯಬಂದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರವನ್ನುಬಾಧಿಸಿ **ಲಿತಿ** (ಪಾ ಸೂ.೬-೨-೨) ಲಕಾರೇತ್ಸಂತಜ್ಞಕ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಹಿಂದಿರುವುದು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಎಂಬುದರಿಂದ ತಕಾರದ ಹಿಂದಿನ

ವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಪರಿಭೂಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ **ತತ್ಪುರುಷೇತುಲ್ಯಾರ್ಥತೃತೀಯಾಸಪ್ತಮ್ಯುಪಮಾನಾವ್ಯಯದ್ವಿತೀಯಾಕೃತ್ಯಾಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವ್ಯಯಪೂರ್ವಪದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾದ **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗತಿ, ಕಾರಕ, ಉಪಪದಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಕೃದಂತವು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಭೂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಉದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಅಸಿ ಎಂಬುದು ತಿಙಂತವಾದ್ದರಿಂದ **ತಿಙ್ಙತಿಙಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬಂದರೆ **ಯದ್ವೃತ್ತಾನ್ನಿತ್ಯಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೬೬) **ವೃತ್ತಂ** ಎಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಂದರ್ಥ, ತ್ಯದಾದಿವೃತ್ತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯದಾದಿಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ **ಯತ್‌ಪಚತಿ** ಇತ್ಯಾದಿಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತತೇ ಅಸ್ಮಿನ್ನಿತಿವೃತ್ತಂ, ಯದಃ ವೃತ್ತಂ ಯದ್ವೃತ್ತಂ ಎಂದು ವಿಗ್ರಹಮಾಡಿ ಯತ್ ಶಬ್ದವರ್ತನಾಧಿಕರಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪದದಲ್ಲಿ ಯತ್ ಶಬ್ದವಿದೆಯೋ ಅದು ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಯದ್ಯಪಿ **ಅಧಿಕರಣವಾಚಿನಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೩-೬೮) ಅಧಿಕಣಾರ್ಥಕ ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಯೋಗ ಇರುವಾಗ **ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿ** ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಯದಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ **ಅಧಿಕರಣವಾಚಿನಾಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೨-೧೩) ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥಕಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಷಷ್ಠ್ಯಂತಪದವು ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಯದ್ವೃತ್ತಾತ್** ಎಂದು ನಿಪಾತನಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಸ ಬರುವುದು. **ತಥಾಚ ಯದ್ವೃತ್ತಾತ್** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ— ಯತ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಶಬ್ದದ ಮುಂದಿರುವ ತಿಙಂತವು ಅನುದಾತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿಷೇಧಬರುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ **ಅಸಿ** ಎಂಬುದು ಯಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯವಹಿತಪದವಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಚ್ಛಬ್ದ ಅಸಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞಮಿತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿರುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ **ಯದ್ವೃತ್ತಾನಿತ್ಯಂ** ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುವುದು. ಆದರೆ **ಪೂಜನಾತ್ಪೂಜಿತಮನುದಾತ್ತಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೬೭) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತಗ್ರಹಣ ವಿರುವುದರಿಂದ **ಅತ್ರಪ್ರಕರಣೇ ಪಂಚಮೀನಿರ್ದೇಶೇಽಪಿನಾನಂತರ್ಯಮಿಷ್ಯತೇ** ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮೀನಿರ್ದೇಶವಿದ್ದರೂ ಆನಂತರ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಿತವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಧಾನವಿದ್ದರೂ ಈ ಸೂತ್ರವು ಬರುವುದು. ಮಿಕ್ಕ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಅಗ್ನಿರ್ಹೋತಾ ಕವಿಕ್ರತುಃ ಸತ್ಯಶ್ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮಃ ।
ದೇವೋ ದೇವೇಭಿರಾ ಗಮತ್ ॥ ೫ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಅಗ್ನಿಃ । ಹೋತಾ । ಕವಿಽಕ್ರತುಃ । ಸತ್ಯಃ । ಚಿತ್ರಶ್ರವಃಽತಮಃ ॥
ದೇವಃ । ದೇವೇಭಿಃ । ಆ । ಗಮತ್ ॥ ೫ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಅಯಮಗ್ನಿರ್ದೇವೋಽನ್ಯೈರ್ದೇವೈರ್ಹವಿರ್ಭೋಜಿಭಿಃ ಸಹಾ ಗಮತ್ । ಅಸ್ಮಿನ್ಯಜ್ಞೇ ಸಮಾಗಚ್ಛತು । ಕೀದೃಶೋಽಗ್ನಿಃ । ಹೋತಾ ಹೋಮನಿಷ್ಪಾದಕಃ ಕವಿಕ್ರತುಃ । ಕವಿಶಬ್ದೋಽತ್ರ ಕ್ರಾಂತವಚನೋ ನ ತು ಮೇಧಾವಿನಾಮ । ಕ್ರತುಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ವಾ ನಾಮ । ತತಃ ಕ್ರಾಂತಪ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ರಾಂತಕರ್ಮಾ ವಾ । ಸತ್ಯ ಅನೃತರಹಿತಃ । ಫಲಮವಶ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮಃ । ಶ್ರೂಯತ ಇತಿ ಶ್ರವಃ ಕೀರ್ತಿಃ । ಅತಿಶಯೇನ ವಿವಿಧಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತಃ । ಕವಿಕ್ರತುಶ್ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮ ಇತ್ಯತ್ರೋಭಯತ್ರ ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಾತ್ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ । ಸತ್ಸು ಸಾಧುಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಾದಶಪಥೇ । ಪಾ. ೫-೪-೬೬ । ಇತ್ಯತ್ರಾಂತೋದಾತ್ತೋ ಹರದತ್ತೇನ ನಿಪಾತಿತಃ । ಲೋಂಡತಸ್ಯ ಗಚ್ಛತ್ವಿತಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಛತ್ವಾಭಾವಃ । ಉಕಾರಲೋಪಶ್ಛಾಂದಸಃ । ತತೋ ರೂಪಂ ಗಮದಿತಿ ಭವತಿ । ಸ್ಪಷ್ಟಮನ್ಯತ್ ॥ ೧ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

ಅಗ್ನಿಃ— ಈ ಅಗ್ನಿಯು । **ಹೋತಾ**— ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವವನು, ಕರೆತರುವವನು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ತಲಪಿಸುವವನು. । **ಕವಿಕ್ರತುಃ**— ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವನು । **ಸತ್ಯಃ**— ಅನೃತವನ್ನು ಆಡುವವನಲ್ಲ, ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಯಜ್ಞಫಲವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡುವವನು । **ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮಃ**= ನಾನಾವಿಧವಾದ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದವನು । **ದೇವಃ**— ಈವಿಧವಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ದೇವನು। **ದೇವೇಭಿಃ**— ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ । **ಆ ಗಮತ್**— ಈ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿ ॥

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಗ್ನಿಯೇ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರಲು ಶಕ್ತನು. ಯಜ್ಞವೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾನಾವಿಧಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು. ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು. ಸುಳ್ಳುಹೇಳುವವನಲ್ಲ. ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಯಜ್ಞಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇಕೊಡುವನು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾವಿಧ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಭಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ.

English Translation.

May Agni, Hotri, the presenter of oblations or caller of gods, skilful in rituals, the true, divine and most renowned in several ways, come hither with the gods.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಹೋತಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೋಮನಿಷ್ಪಾದಕಃ ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲಪಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಈ ಅರ್ಥವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದರೂ **ಹೋತಾ**-ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವವನು, ಕರೆಯುವವನು ಎಂಬರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುವುದು. ಏಕಂದರೆ **ದೇವೇಭಿರಾಗಮತ್** ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವರು. ಆದರೂ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅಗ್ನಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಹೋತಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳೂ ಸರಿಹೋಗುವವು.

ಕವಿಕ್ರತುಃ ಕವಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು. ಅವರ ಮತದಂತೆ **ಕವಿಕ್ರತುಃ** ಎಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಪ್ರಜ್ಞಃ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಕರ್ಮಾ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನೆಂದರ್ಥವು ಅಥವಾ ಆ ಕರ್ಮ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವನೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. **ಕವಿಶಬ್ದವು** ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. **ಕವಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೨-೬) **ಕವಿಮಗ್ನಿ-ಮುಪಸ್ತುಹಿ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೨-೭) ಇತ್ಯಾದಿ. **ಕವಿಕ್ರತು** ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಋಕ್ಕುಗಳು ತಿಳಿಸುವವು--

> **ತುಭ್ಯಂ ದಕ್ಷ ಕವಿಕ್ರತೋ ಯಾನೀಮಾ** (ಋ. ಸಂ. ೩-೧೪-೭)
> **ರಾತಿಂ ಭೃಗೂಣಾಮುಶಿಜಂ ಕವಿಕ್ರತುಂ** (ಋ. ಸಂ. ೩-೨-೪)
> **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಕವಿಕ್ರತುಂ** (ಋ. ಸಂ. ೩-೨೭-೧೨)
> **ಸೀದದ್ಧೋತಾ ಕವಿಕ್ರತುಃ** (ಋ. ಸಂ. ೬-೧೬-೨೩)
> **ಇಂದ್ರಂ ಗಚ್ಛನ್ ಕವಿಕ್ರತುಃ** (ಋ. ಸಂ. ೯-೨೫-೫)

ಇತ್ಯಾದಿ. **ಸತ್ಯಃ** ಎಂದರೆ **ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ**, ಫಲವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡುವವನು ಎಂದು. **ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಣಮಧ್ವರೇ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೨-೭) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. **ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮಃ** ಅಗ್ನಿಯು ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿಂದ ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯು ವಿಧವಿಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವು.

ಮೊದಲನೆಯ ಅಷ್ಟಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೯ ಸೂಕ್ತಗಳೂ ಆ ೧೯ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ೩೭ ವರ್ಗಗಳೂ, ೧೯೪ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ಇರುವವು. ಈಗ ಹೇಳಿದ ೫ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ೧ನೆಯ ವರ್ಗವು ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ೪ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ೬-೯ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗವು ಇತ್ಯಾದಿ.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಕವಿಕ್ರತುಃ, ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮಃ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಾದ್ದರಿಂದ **ಬಹುವ್ರೀಹೌ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಪೂರ್ವಪದಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧) ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ ಸ್ವರಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ

ಪೂರ್ವಪದವು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರುವುದು. ಅಂದರೆ ಕವಿ ಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ಅಂತ ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಸತ್ಸು ಸಾಧುಃ ಸತ್ಯಃ **ತತ್ರ ಸಾಧುಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೪-೪-೯೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರಿತಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಆದರೂ **ಸತ್ಯಾದಶಪಥೇ**(ಪಾ.ಸೂ. ೫-೪-೬೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹರದತ್ತರು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿ ನಿಪಾತಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದ ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಗಮತ್** ಗಮ್‌ಧಾತುವಿಗೆ ಲೋಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಲೋಟಗೆ ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ಗಮ್+ತಿ ಎಂದಿರುವಾಗ ಒಂದನೇ ಗಣವಿಕರಣಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ **ಇಷುಗಮಿಯಮಾಂಛಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೩-೭೭) ಇಷ್ ಗಮ್ ಯಮ್ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಶಿತ್ತಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಛತ್ವ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಛತ್ವವು ಛಾಂದಸವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಿ ಯ ಇಕಾರಕ್ಕೆ ಏರುಃ (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೪-೮೬) ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ವ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಛಾಂದಸವಾಗಿ ಲೋಪಬರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **ಗಮತ್** ಎಂದು ರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುವು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಯದಂಗ ದಾಶುಷೇ ತ್ವಮಗ್ನೇ ಭದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ।
ತವೇತ್ತತ್ಸತ್ಯಮಂಗಿರಃ ॥ ೬ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಯತ್ । ಅಂಗ । ದಾಶುಷೇ । ತ್ವಂ । ಅಗ್ನೇ । ಭದ್ರಂ । ಕರಿಷ್ಯಸಿ ॥
ತವ । ಇತ್ । ತತ್ । ಸತ್ಯಂ । ಅಂಗಿರಃ ॥ ೬ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಅಂಗೇತ್ಯಭಿಮುಖೀಕರಣಾರ್ಥೋ ನಿಪಾತಃ । ಅಂಗಾಗ್ನೇ ಹೇ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ದಾಶುಷೇ ಹವಿರ್ದತ್ತವತೇ ಯಜಮಾನಾಯ ತತ್ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯದ್ಭದ್ರಂ ವಿತ್ತಗೃಹಪ್ರಜಾಪಶುರೂಪಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ತದ್ಭದ್ರಂ ತವೇತ್ ತವೈವ । ಸುಖಹೇತುರಿತಿ ಶೇಷಃ । ಹೇ ಅಂಗಿರೋಽಗ್ನೇ ಏತಚ್ಚ ಸತ್ಯಂ ನ ತ್ವತ್ರ ವಿಸಂವಾದೋಽಸ್ತಿ । ಯಜಮಾನಸ್ಯ ವಿತ್ತಾದಿಸಂಪತ್ತೌ ಸತ್ಯಾಮುತ್ತರಕ್ರತ್ವನುಷ್ಠಾನೇನಾಗ್ನೇರೇವ ಸುಖಂ ಭವತಿ । ಭದ್ರಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ಶಾಟ್ಯಾಯನಿನಃ ಸಮಾಮನಂತಿ । ಯದ್ವೈ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿತ್ತಂ ತದ್ಭದ್ರಂ ಗೃಹಾ ಭದ್ರಂ ಪ್ರಜಾ ಭದ್ರಂ ಪಶವೋ ಭದ್ರಮಿತಿ । ಅಂಗಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿಪಾತತ್ವೇಽಪಿ । ಫಿ. ೪-೧೨ । ಅಭ್ಯಾದಿತ್ವಾದಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ದಾಶ್ವಾನ್ ಸಾಹ್ವಾನ್ । ಪಾ. ೬-೧-೧೨ । ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ದಾಶೃ ದಾನ ಇತಿ ಧಾತೋಃ ಕ್ವಸುಪ್ರತ್ಯಯೋ ನಿಪಾತಿತಃ । ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರಃ । ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯಾಗ್ನಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಪದಾ

ತ್ಪರತ್ವೇನಾಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಪಾ. ೮-೧-೧೯ । ನ ಶಂಕನೀಯಂ । ಅಪಾದಾದೌ । ಪಾ. ೮-೧-೧೮ । ಇತಿ ಪರ್ಯುದಸ್ತತ್ವಾತ್ । ತತಃ ಷಾಷ್ಠಿಕಂ । ಪಾ. ೬-೧-೧೯೮। ಆದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಮೇವ । ಭದ್ರಶಬ್ದಸ್ಯ ನ ಬ್ವಿಷಯತ್ವೇನ । ಫಿ. ೨-೩ । ಆದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಪ್ರಸಕ್ತಾವಪಿ ಭದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇತಿ ಧಾತೋರುಪರಿ ರಕ್ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ನಿಪಾತನಾದಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ಅಸ್ಮಿನ್ವಾಕ್ಯೇ ಯಚ್ಛಬ್ದಪ್ರಯೋಗಾನ್ನಿಪಾತೈರ್ಯದ್ಯದಿಹಂತ । ಪಾ. ೮-೧-೩೦ । ಇತಿ ನಿಘಾತೇ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧೇ ಸ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರೇಣ । ಪಾ. ೩-೧-೩೩ । ಸತಿ ಶಿಷ್ಟೇನ ಕರಿಷ್ಯಸಿಶಬ್ದ ಉಪಾಂತ್ಯೋದಾತ್ತಃ । ತವೇತ್ಯತ್ರ ಯುಷ್ಮದಸ್ಮದೋರ್ಙಸಿ । ಪಾ. ೬-೧-೨೧೧ । ಇತ್ಯಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಅಂಗಿರಾ ಅಂಗಾರಾಃ । ನಿ. ೩-೧೭ । ಇತಿ ಯಾಸ್ಕಃ । ಐತರೇಯಿಣೋಽಪಿ ಪ್ರಜಾಪತಿದುಹಿತೃಧ್ಯಾನೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಸಮಾಮನಂತಿ । ಯೇಽಂಗಾರಾ ಆಸಂಸ್ತೇಽಂಗಿರಸೋಽಭವನ್ । ಐ. ಬ್ರಾ ೩-೩೪ । ಇತಿ । ತಸ್ಮಾದಂಗಿರೋನಾಮಕಮುನಿಕಾರಣತ್ವಾದಂಗಾರರೂಪಸ್ಯಾಗ್ನೇರಂಗಿರಸ್ತ್ವಂ । ಅತ್ರಪದಾತ್ಪರತ್ವೇನಾಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತತ್ವಂ ॥

ಅಗ್ನೀಷೋಮಪ್ರಣಯನ ಉಪ ತ್ವಾಗ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಕೋಽನುವಚನೀಯಸ್ತೃಚಃ । ಏತಚ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಮಾಮ್ನಾತಂ । ಉಪ ತ್ವಾಗ್ನೇ ದಿವೇದಿವ ಉಪ ಪ್ರಿಯಂ ಪನಿಪ್ನತಮಿತಿ ತಿಸ್ರಶ್ಚೈಕಾಂ ಚಾನ್ವಾಹ । ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೩೦ । ಇತಿ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

ಅಂಗಾಗ್ನೇ—ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ । ತ್ವಂ-ನೀನು । ದಾಶುಷೇ-ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ । ಯದ್ಭದ್ರಂ-ಧನ, ಗೃಹ, ಪ್ರಜಾ, ಪಶು ಎಂಬ ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುರೂಪವಾದ ಮಂಗಳವನ್ನು । ಕರಿಷ್ಯಸಿ-ಮಾಡುವಿಯೋ, ತತ್-ಆ ಮಂಗಳರೂಪವಾದ ಅನುಗ್ರಹವು । ತವೇತ್-ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿರುವುದು । (ಹೇ) ಅಂಗಿರಃ-ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ । ಸತ್ಯಂ-ಈ ವಿಚಾರವು ನಿಶ್ಚಯವು.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಧನ, ಗೃಹ, ಪುತ್ರಾದಿಸಂತತಿ, ಪಶು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಿಯಷ್ಟೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನನು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವನು. ನೀನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವವು ಎಂದರ್ಥವು. ಇದು ಸತ್ಯವು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

English Translation

O Agni, whatever good you may bestow upon the giver (of oblations) becomes, O Angiras, truly yours only.

‖ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ‖

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಚ್ಛಬ್ದತಚ್ಛಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. **ದಾಶುಷೇ**–ಈ ಶಬ್ದವು ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ (ದಾಶೃ ದಾನ ಇತಿ ಧಾತೋಃ) ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವವನಿಗೆ, ಹೋಮಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಎಂದರ್ಥವು. **ಭದ್ರಂ**–ಮಂಗಳ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಇಷ್ಟವಸ್ತುಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಭದ್ರಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ಶಾಟ್ಯಾಯನಶಾಖೆಯವರು–**ಯದ್ವೈ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿತ್ತಂ ತದ್ಭದ್ರಂ ಗೃಹಾ ಭದ್ರಂ ಪ್ರಜಾ ಭದ್ರಂ ಪಶವೋ ಭದ್ರಮಿತಿ**–ಎಂದರೆ ಭದ್ರವೆಂದರೆ ಪುರುಷನಿಗಭೀಷ್ಟವಾದ, ಧನ, ಗೃಹ, ಪ್ರಜೆ, ಪಶುಗಳು. ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಅಂಗಿರಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. **ಯೇಽಙ್ಗಾರಾ ಆಸಂಸ್ತೇಽಙ್ಗಿರಸೋಽಭವನ್** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೩-೩೪) ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾದ ಅಂಗಾರಗಳು (ಕೆಂಡಗಳು) ಅಂಗಿರಸರೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವು–ಎಂದು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿದುಹಿತೃಧ್ಯಾನೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಪತಿಯು (ಬ್ರಹ್ಮನು) ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು (ಉಷಸ್ಸು ಅಥವಾ ದ್ಯೋರೂಪ) ಕೆಟ್ಟಭಾವನೆಯಿಂದ (ಕಾಮಲಾಲಸೆ ಯಿಂದ) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು. ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯ ಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಪಡಿಸಲು ದೇವತೆ ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಘೋರವಾದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ರುದ್ರನೆಂಬ ದೇವನನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಭೀತನಾಗಿ ಮೃಗರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಗೆದನು. ಮೃಗನಕ್ಷತ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಆಗ ರುದ್ರನು ಆರ್ದ್ರಾನಕ್ಷತ್ರರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪತಿಯಮೇಲೆ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನ ವಾಯಿತು. ಆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಮರುತ್ತುಗಳು ನಾನಾ ದೆಸೆಗೆ ಹರಡಿ ಭಸ್ಮಮಾಡಿದವು. ಅದರಿಂದ (ಆ ವೀರ್ಯದಿಂದ) ಮೊದಲು ಆದಿತ್ಯನೂ ಬಳಿಕ ಭೃಗುವಾರುಣಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಉಳಿದ ಅಂಗಾರಗಳಿಂದ (ಕೆಂಡಗಳಿಂದ) ಅಂಗಿರಸರೆಂಬುವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಿರಾಃ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಿರನೆಂಬುವನು ಬಹುಮುಖ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಋಷಿ ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷನು. ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಯುಧಿಷ್ಠಿರಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಿದೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವೇಷದಿಂದ ವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಆಗ ಅಂಗಿರಾ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ಅಗ್ನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತ ಅಗ್ನಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅಗ್ನಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದ ರಿಂದ ಈ ಅಂಗಿರಾಋಷಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಪುತ್ರನೆಂದೂ ಈ ಋಷಿಯ ವಂಶೀಕರಿಗೆ ಅಂಗಿರಸ್ಸುಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವು. ಇವಲ್ಲದೆ ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೇ–

ತೇ ಅಂಗಿರಸಃ ಸೂನವಸ್ತೇ ಅಗ್ನೇಃ ಪರಿಜಜ್ಞಿರೇ ।

(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೬೨-೫)

ಎಂದರೆ ಅಂಗಿರಸ್ಸೆಂಬ ಋಷಿಗಳು ಅಗ್ನಿಯ ಪುತ್ರರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಋಕ್ಕನ್ನು ಭಾಷ್ಯ ಕಾರರು ಏಕೆ ಉದಹರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಯಜುರ್ವೇದೀಯರಾದುದರಿಂದ ಈ ಋಕ್ಕು ಅವರ ಸ್ಮೃತಿಪಥಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರಬಹುದು.

ಈ ಅಂಗಿರಾ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ಬಹುಪುರಾತನಕಾಲದವನೆಂದೂ ಋಗ್ವೇದದ ಅನೇಕಋಷಿಗಳು ಈತನನ್ನು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಮೂಲಪುರುಷನೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಋಗ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕು ಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು.

ಮನುಷ್ವದಗ್ನೇ ಅಂಗಿರಸ್ವದಂಗಿರೋ ಯಯಾತಿವತ್ಸದನೇ ಪೂರ್ವವಚ್ಛುಚೇ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧-೩೧-೧೭)

ಅಂಗಿರಸ್ವನ್ಮಹಿವ್ರತ ಪ್ರಸ್ಕಣ್ವಸ್ಯ ಶ್ರುಧೀ ಹವಂ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧-೪೫-೩)

ದಧ್ಯಙ್ ಹ ಮೇ ಜನುಷಂ ಪೂರ್ವೋ ಅಂಗಿರಾಃ ಪ್ರಿಯಮೇಧಃ ಕಣ್ವೋ
ಅತ್ರಿರ್ಮನುರ್ವಿದುಸ್ತೇ ಮೇ ಪೂರ್ವೇ ಮನುರ್ವಿದುಃ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧-೧೩೯-೯)

ಈ ಋಕ್ಕುಗಳು ಅಂಗಿರಾಋಷಿಯು ಅನೇಕಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವೀಕನೆಂದು ತಿಳಿಸುವವು. ಈ ಅಂಗಿರಾಋಷಿಯ ವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವನ್ ಎಂಬುವನು ಮುಖ್ಯನಾದವನು. ಇವನಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಗೋತಮ, ವೃಷಣ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು. ವೃಷಣನೆಂಬುವನು ಈ ಅಥರ್ವಣನಿಗೆ ಪಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುತ್ರನು. ಇವನ ವಿಚಾರವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೃಷಣನ ಮಗನು ಸುಧನ್ವಾನ್ ಆಂಗಿರನೆಂಬುವನು. ಈ ಸುಧನ್ವನಿಗೆ ಋಭು, ವಿಭ್ವನ್, ವಾಜ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು. ಈ ಮೂವರೂ ಋಭುಗಳೆಂದೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವರು. ಇವರು ತ್ವಷ್ಟೃಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಂಗಿರಾಋಷಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಋಷಿಗಳು ಮೂವರಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಋಭುಗಳೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೂ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮೂವರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು ಪಣಿ ಎಂಬ ದಸ್ಯುರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಗೋವು ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಂದನೆಂದೂ; ಅಂಶುಮತೀ ಎಂಬ ನದಿಯ ದಡದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದ ದಾಸನೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಸ್ಯುಮುಖಂಡನನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಅನುಚರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದನೆಂದೂ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮಗನಾದ ಭರದ್ವಾಜನೆಂಬ ಋಷಿಯು ಶಂಬರನೆಂಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ದಿವೋದಾಸನೆಂಬುವನಿಗೆ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅಂತೂ ಅಂಗಿರಾಋಷಿಯ ವಂಶವು ಬಹು ದೊಡ್ಡದು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಈ ವಂಶದವರಾಗಿದ್ದರು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಿರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ಬಹಳವಾಗಿದೆ.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಅಂಗಶಬ್ದವು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ **ನಿಪಾತಾಆದ್ಯುದಾತ್ತಾಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾದ **ಏವಾದೀನಾಮಂತಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ. **ದಾಶ್ವಾನ್ಸಾಹ್ವಾನ್ಮೀಢ್ವಾಂಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೨) ಕ್ವಸುಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿ ಇವು ನಿಪಾತಿಸಲ್ಪಡುವುವು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ದಾಶೃದಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಕ್ವಸುಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ದಾಶ್ವಾನ್ ಎಂದಾಗುವುದು. ಚತುರ್ಥ್ಯೇಕವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ **ವಸೋಸ್ಸಂಪ್ರಸಾರಣಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೧೩೧) ವಸುಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವೂ ಭ ಸಂಜ್ಞಕವೂ ಆಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರಸಾರಣ ಅಂದರೆ ಯ, ವ, ರ, ಲ ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇ ಉ ಋ ಌ ಗಳು ಬರುವುವು. **ಸಂಪ್ರಸಾರಣಾಚ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೦೮) ಸಂಪ್ರಸಾರಣದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಪರವರ್ಣಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವರೂಪ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ರಸಾರಣಪೂರ್ವರೂಪಗಳು ಬಂದು **ಆದೇಶಪ್ರತ್ಯಯ-ಯೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೩-೫೯) ಇಣ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಣಗಳು- ಕವರ್ಗ- ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವುದೂ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುದೂ ಆದ ಆದೇಶರೂಪ ಸಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯಯಾವಯವವಾದ ಸಕಾರಕ್ಕೂ ಷತ್ವ ಬರುವುದು. ಎಂಬುದರಿಂದ ಷತ್ವ ಬಂದರೆ **ದಾಶುಷೇ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ವರ ಬಂದು ಉಕಾರ ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಅಗ್ನೇ** ಎಂಬುದು ಸಂಬೋಧನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿತವು. ಇದು ತ್ವಂ ಪದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೯) ಪಾದದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಪದದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆಮಂತ್ರಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಗ್ನೇ ಶಬ್ದವು ಪದದ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು **ಅಗ್ನೇ ಭದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ** ಎಂಬ ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ಅಪಾದಾದೌ** ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿತವು ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ವರವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಆಷ್ಟಮಿಕ ಸ್ವರ ಬಾರದಮೇಲೆ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಸ್ವರ ಒರುವುದು. ಭದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ನಬ್ವಿಷಯಸ್ಯಾನಿಸಂತಸ್ಯ** (ಫಿ. ಸೂ. ೨೬) ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಪ್ರಸಕ್ತವಾದರೂ **ಭದಿ** ಕಲ್ಯಾಣೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭದ್ರಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಪಾತಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು, **ಕರಿಷ್ಯಸಿ** ಎಂಬಲ್ಲಿ **ತಿಙ್ಙತಿಙಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾದ **ನಿಪಾತೈರ್ಯದ್ಯದಿಹಂತಕುವಿನ್ನೇಚ್ಚೇಚ್ಚಣಕಚ್ಚಿದ್ಯತ್ರಯುಕ್ತಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೩೦) ಯದಾದಿನಿಪಾತಗಳ ಯೋಗವಿರುವಾಗ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಬರುವುದು. ಸತಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ವರವು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಉಪಾಂತ್ಯವಾದ ವರ್ಣವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಯುಷ್ಮದಸ್ಮದೋರ್ಙಸಿ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೧-೨೧೧) ಷಷ್ಠ್ಯಂತಯುಷ್ಮದಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದಗಳ ಆದಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಅಂಗಿರಾ ಅಂಗಾರಾಃ** (ನಿರು. ೩-೭) ಅಂಗಾರವು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ಅಂಗಿರಸ್ಸೆಂಬ ಋಷಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಎಂದು ಯಾಸ್ಕರು ಹೇಳಿರುವರು. ಏತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ತತ್ಪ್ರವರ್ತಕರು ಪ್ರಜಾಪತಿದುಹಿತೃಧ್ಯಾನೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ **ಯೇಽಙ್ಗಾರಾಆಸಂಸ್ತೇಽ-ಙ್ಗಿರಸೋಽಭವನ್** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೩-೩೪) ಬೆಂಕಿಯಿಂದ (ಅಗ್ನಿಯಿಂದ) ಅಂಗಿರಸ್ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಂಗಿರಸ್ಸೆಂಬ ಋಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಅಂಗಾರರೂಪವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಂಗಿರಃ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವರು- ಇದು ಸತ್ಯಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾದಾದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೯) ಎಂಬ ಆಷ್ಟಮಿಕ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಸಂಹಿತಾಕಾಲಿಕ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಚಾರಪೂರ್ವಕ ತಿಳಿಯುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಉಪ ತ್ವಾಗ್ನೇ ದಿವೇದಿವೇ ದೋಷಾವಸ್ತರ್ಧಿಯಾ ವಯಂ।
ನಮೋ ಭರಂತ ಏಮಸಿ ॥ ೭ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಉಪ । ತ್ವಾ । ಅಗ್ನೇ । ದಿವೇಽದಿವೇ । ದೋಷಾಽವಸ್ತಃ । ಧಿಯಾ । ವಯಂ ॥
ನಮಃ । ಭರಂತಃ । ಆ । ಇಮಸಿ ॥ ೭ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಹೇ ಅಗ್ನೇ ವಯಮನುಷ್ಠಾತಾರೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೋಷಾವಸ್ತಾ ರಾತ್ರಾವಹನಿ ಚ ಧಿಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನಮೋ ಭರಂತೋ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಂಪಾದಯಂತ ಉಪ ಸಮೀಪೇ ತ್ವೈಮಸಿ । ತ್ವಾಮಾಗಚ್ಛಾಮಃ । ಉಪಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿಪಾತಸ್ವರಃ । ಫಿ. ೪-೧೨ । ತ್ವಾಮೌ ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಃ । ಪಾ. ೮-೧-೨೩ । ಇತಿ ಯುಷ್ಮಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯಾನುದಾತ್ತಸ್ತ್ವಾದೇಶಃ । ದೋಷಾಶಬ್ದೋ ರಾತ್ರಿವಾಚೀ । ವಸ್ತ ಇತ್ಯಹರ್ವಾಚೀ । ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸೇ ಕಾರ್ತಕೌಜಪಾದಿತ್ವಾತ್ । ಪಾ. ೬-೨-೩೭ । ಆದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ಸಾವೇಕಾಚಃ । ಪಾ. ೬-೧-೧೬೮ । ಇತಿ ಧಿಯೋ ವಿಭಕ್ತಿರುದಾತ್ತಾ । ನಮ ಇತಿ ನಿಪಾತಃ । ಭರಂತ ಇತ್ಯತ್ರ ಶಪಃ । ಪಾ. ೩-೧-೬೮ । ಪಿತ್ತ್ವಾಚ್ಛತುರ್ಲಸಾರ್ವಧಾತುಕತ್ವಾಚ್ಚಾನುದಾತ್ತತ್ವೇ ಸತಿ । ಪಾ. ೬-೧-೧೮೬ । ಧಾತುಸ್ವರಃ ಶಿಷ್ಯತೇ । ಇಮಸೀತ್ಯತ್ರೇದಂತೋ ಮಸಿಃ । ಪಾ. ೭-೧-೪೬ । ಇತ್ಯಾದೇಶೋ ನಿಘಾತಶ್ಚ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) ಅಗ್ನೇ-ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ । ವಯಂ-ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾವು । ದಿವೇದಿವೇ-ಪ್ರತಿದಿನವೂ । ದೋಷಾವಸ್ತಃ-ರಾತ್ರಿಹಗಲೂ, । ಧಿಯಾ-ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ । ನಮೋ ಭರಂತಃ-ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುತ್ತಾ । ಉಪ ತ್ವಾ ಏಮಸಿ-ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವೆವು ॥

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿವಸವೂ ರಾತ್ರಿಹಗಲೆನ್ನದೆ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವೆವು.

English Translation

O Agni, illuminator of darkness, (or day and night) we approach you every day offering homage with devotion.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ದಿವೇದಿವೇ–ಪ್ರತಿದಿನವೂ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೇವೆ. **ದೋಷಾವಸ್ತಃ**–ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ರಾತ್ರೆಹಗಲೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. **ದೋಷಾ** ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯು, **ವಸ್ತಃ** ಎಂದರೆ ಹಗಲು ಆದುದರಿಂದ ರಾತ್ರೆಹಗಲೆಂದು. **ದೋಷಾ** ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯೆಂದೂ ವಸ್ತಶ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಪರವಾಗಿಯೂ ವೆಂಕಟಮಾಧವರೆಂಬ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ, ಆನಂದತೀರ್ಥರೆಂಬುವರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. **ದೋಷಾವಸ್ತಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. **ದೋಷಾವಸ್ತಃ** ಎಂಬ ರೂಪವು **ದೋಷಾವಸ್ತೃ** ಎಂಬ ಋಕಾರಾಂತಶಬ್ದದ ಸಂಬೋಧನೈಕವಚನವು. ಪ್ರಥಮೈಕವಚನವು **ದೋಷಾವಸ್ತಾ** ಎಂತಲೂ ಸಂಬೋಧನೈಕ ವಚನವು **ದೋಷಾವಸ್ತಃ** ಎಂತಲೂ ಆಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದವು ಅಗ್ನೇ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ವಾಗಿರುವುದು. **ದೋಷಾ** ಎಂದರೆ ರಾತ್ರೆ, ಕತ್ತಲೆ ಎಂದರ್ಥವು. **ವಸ್**–ಪ್ರಕಾಶಿಸು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ **ವಸ್ತಾ** ಎಂದಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ **ದೋಷಾವಸ್ತಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು ಎಂದರ್ಥವು. ಈ**ದೋಷಾವಸ್ತೃ** ಶಬ್ದದ ಸಂಬೋಧನಾರೂಪವಾದ**ದೋಷಾವಸ್ತಃ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಎಲೈ ರಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಎಂದರ್ಥವು. ಈ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಒಂದೆರಡು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

ಇಹ ತ್ವಾ ಭೂರ್ಯಾ ಚರೇದುಪ ತ್ಮನ್ದೋಷಾವಸ್ತರ್ದೀದಿವಾಂಸಮನು ದ್ಯೂನ್ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೪-೪-೯)

ತ್ವಂ ನಃ ಪಾಹ್ಯಂಹಸೋ ದೋಷಾವಸ್ತರಘಾಯತಃ । ದಿವಾ ನಕ್ತಮದಾಭ್ಯ ॥

(೭-೧೫-೧೫)

ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿಯೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ **ದಿವಾ ನಕ್ತಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ **ದೋಷಾವಸ್ತಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವು ಅನಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ **ದೋಷಾವಸ್ತಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ) ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು ಎಂಬರ್ಥವೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು.

ಭರಂತಃ—ಭರಿಸುತ್ತಾ, ಧರಿಸುತ್ತಾ ಎಂದರ್ಥವಾದರೂ **ನಮೋ ಭರಂತಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುತ್ತಾ ಎಂಬ ಒಟ್ಟರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. **ಮಾಡುವುದು** ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಧಾತುವಿನ ರೂಪಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. **ಇಮಾಂ ತೇ ಧಿಯಂ ಪ್ರ ಭರೇ ಮಹೋ ಮಹೀಂ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೦೨-೧) ಎಲೈ ಇಂದ್ರನೇ, ನಿನಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡು ತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ **ಭರೇ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ.

|| ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ||

ಉಪ ಶಬ್ದವು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ **ನಿಪಾತಾ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಾಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿಪಾತಸ್ವರ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಬರುವುದು- ತ್ವಂ ಎಂಬ ಯುಷ್ಮಚ್ಛಬ್ದದ ದ್ವಿತೀಯೈಕವಚನಾಂತಕ್ಕೆ **ತ್ವಾಮೌದ್ವಿತೀಯಾಯಾಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೨೩) ಅನುದಾತ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಾದಾದೌ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು, ಪದಾತ್ಪರವಾಗಿದ್ದು ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ದ್ವಿತೀಯಾಂತವಾದ ಯುಷ್ಮದಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದಗಳಿಗೆ ತ್ವಾ ಮಾ ಆದೇಶಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವುವು. ಅವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವವು ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತ್ವಾ ಆದೇಶ ಬಂದು ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. **ದೋಷಾ** ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂದೂ **ವಸ್ತರ್** ಎಂದರೆ ಹಗಲು ಎಂದೂ ಅರ್ಥ. ಇವುಗಳಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ದೋಷಾವಸ್ತರ್ ಎಂಬುದನ್ನು **ಕಾರ್ತಕೌಜಪಾದಿಗಣದಲ್ಲಿ** ಪಾಠಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ **ಕಾರ್ತಕೌಜಪಾದಯಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೩೭) ಈ ಗಣ ಪಠಿತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ದೋಷಾ ಶಬ್ದವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವು ಬಂದರೆ ಅದು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಧಿಯಾ** ಎಂಬುದರ ವಿಭಕ್ತಿಯು **ಸಾವೇಕಾಚಸ್ತೃತೀಯಾದಿರ್ವಿಭಕ್ತಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ನಮಃ** ಎಂಬುದು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಪಾತಸ್ವರ ಬರುವುದು. **ಭೃ** ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ ಲಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಲಟ್ಟಿಗೆ **ಲಟಶ್ಶತೃಶಾನಚಾವಪ್ರಥಮಾಸಮಾನಾಧಿಕರಣೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೨-೧೨೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಶತೃಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು **ಕರ್ತರಿಶಪ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೬೮) ಕರ್ತ್ರರ್ಥಕ ಸಾರ್ವಧಾತುಕಪರವಾಗಿರುವಾಗ **ಶಪ್** ಎಂಬ ವಿಕರಣ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಶಪ್ ಬರುವುದು. ಶಪ್ಪು ಪಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಶತೃನಲ್ಲಿ ಅತ್ ನಿಲ್ಲುವುದು- ಅದು ಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಧಾತುಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದಕ್ಕೆ **ತಾಸ್ಯನುದಾತ್ತೇನ್ಙಿದದುಪದೇಶಾಲ್ಲಸಾರ್ವಧಾತುಕಮನುದಾತ್ತಮನ್ಹ್ವಿಙೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೮೬) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಭೃ ಧಾತುವಿಗೆ ಗುಣಬಂದರೆ **ಧಾತೋಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಸ್ವರವು ಧಾತುವಿಗೆ ಬರುವುದು, **ಇಮಸಿ** ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಇದಂತೋಮಸಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೧-೪೬) ಮಸ್ಸಿಗೆ ಇಗಾಗಮ ಬರುವುದು ಎಂದರ್ಥವು. ಇಣ್ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ಮಸ್ ಎಂಬ ಉತ್ತಮಪುರುಷ ಬಹುವಚನವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರದಿಂದ ಇಗಾಗಮ ಬಂದು ಇಮಸಿ ಎಂದಿರುವಾಗ **ಸಾರ್ವಧಾತುಕಾರ್ಧಧಾತುಕಯೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ- ೭-೩-೮೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಗೆ ಏ ಎಂಬಗುಣಾದೇಶ ಬರುವುದು ಏಮಸಿ ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದು ತಿಙ್ಙತಿಙಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು.

ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ

ರಾಜಂತಮಧ್ವರಾಣಾಂ ಗೋಪಾಮೃತಸ್ಯ ದೀದಿವಿಂ ।
ವರ್ಧಮಾನಂ ಸ್ವೇ ದಮೇ ॥ ೮ ॥

|| ಪದಪಾಠಃ ||

ರಾಜಂತಂ । ಅಧ್ವರಾಣಾಂ । ಗೋಪಾಂ । ಋತಸ್ಯ । ದೀದಿವಿಂ ॥
ವರ್ಧಮಾನಂ । ಸ್ವೇ । ದಮೇ ॥ ೮ ॥

|| ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ||

ಪೂರ್ವಮಂತ್ರೇ ತ್ವಾಮುಪೈಮ ಇತ್ಯಗ್ನಿಮುದ್ದಿಶ್ಯೋಕ್ತಂ | ಕೀದೃಶಂ ತ್ವಾಂ | ರಾಜಂತಂ ದೀಪ್ಯಮಾನಂ ಅಧ್ವರಾಣಾಂ ರಾಕ್ಷಸಕೃತಹಿಂಸಾರಹಿತಾನಾಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಗೋಪಾಂ ರಕ್ಷಕಂ ಋತಸ್ಯ ಸತ್ಯಸ್ಯಾವಶ್ಯಂಭಾವಿನಃ ಕರ್ಮಫಲಸ್ಯ ದೀದಿವಂ ಪೌನಃಪುನ್ಯೇನ ಭೃಶಂ ವಾ ದ್ಯೋತಕಂ | ಆಹುತ್ಯಾಧಾರಮಗ್ನಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಕರ್ಮಫಲಂ ಸ್ಮರ್ಯತೇ | ಸ್ವೇ ದಮೇ ಸ್ವಕೀಯಗೃಹೇ ಯಜ್ಞಶಾಲಾಯಾಂ ಹವಿರ್ಭಿರ್ವರ್ಧಮಾನಂ || ರಾಜಂತಂ ವರ್ಧಮಾನಮಿತ್ಯತ್ರೋಭಯತ್ರ ಪೂರ್ವವದ್ಧಾತುಸ್ವರಃ ಶಿಷ್ಯತೇ | ದೀದಿವಿಶಬ್ದಸ್ಯಾಭ್ಯಸ್ತಾನಾಮಾದಿಃ | ಪಾ. ೬-೧-೧೮೯ | ಇತ್ಯಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ | ದಮಶಬ್ದೋ ವೃಷಾದಿತ್ವಾತ್ | ಪಾ. ೬-೧-೨೦೩ | ಆದ್ಯುದಾತ್ತಃ ||

|| ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ||

(ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ) **ರಾಜಂತಂ**—ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ | **ಅಧ್ವರಾಣಾಂ**—ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳ | **ಗೋಪಾಂ**—ರಕ್ಷಕನಾದ | **ಋತಸ್ಯ ದೀದಿವಿಂ**-ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಫಲಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ (ದ್ಯೋತಕನಾದ) | **ಸ್ವೇ ದಮೇ**—ಸ್ವಕೀಯವಾದ (ನಿನ್ನ) ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ **ವರ್ಧಮಾನಂ**-ಹೋಮಮಾಡುವ ಆಜ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನನಾಗಿರುವ ಎಂದರೆ ಹೋಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ | (**ಉಪ ತ್ವಾ ಏಮಸಿ**-ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ ಬರುವೆವು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

|| ಭಾವಾರ್ಥ ||

ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ, ನೀನು ಅಸದೃಶವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಯಜಮಾನನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಜಮಾನನು ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಜ್ಯಾದಿಹವಿರ್ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇಂತಹ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವೆವು.

English Translation

(O Agni, we approach you) the radiant, the protector of sacrifices, the constant illuminator of truth, increasing in your own dwelling.

|| ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ||

ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ **ರಾಜಂತಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಎಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ **ಅಧ್ವರಾಣಾಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ **ಗೋಪಾಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೂ, **ಋತಸ್ಯ**

ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ದೀದಿವಿಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಈರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಸೂಕ್ತದ ದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ಮಧುಚ್ಛಂದ ಋಷಿಯ ಆಶಯವು ಇದಲ್ಲವೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕಂದರೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ **ರಾಜಂತಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು **ಅಧ್ವರಾಣಾಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ–ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ್ಯೋತಕನು ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು–

ಸಂರಾಜಂತಮಧ್ವರಾಣಾಂ (ಋ. ಸಂ. ೧–೨೭-೧);

ರಾಜಂತಮಧ್ವರಾಣಾಮಗ್ನಿಂ ಶುಕ್ರೇಣ ಶೋಚಿಷಾ (ಋ. ಸಂ. ೧-೪೫-೪)

ರಾಜಂತಾವಧ್ವರಾಣಾಮಶ್ವಿನಾ ಯಾಮಹೂತಿಷು (ಋ. ಸಂ. ೮–೮-೧೮)

ಈ ಋಕ್ಕುಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸುವವು. ಅದರಂತೆಯೇ **ಗೋಪಾಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು **ಋತಸ್ಯ** ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮ, ಸತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇತರ ಋಷಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ–

ಋತಸ್ಯ ಯಾ ಅಭಿರಕ್ಷಂತಿ ಗೋಪಾಃ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೬೩-೫)

ಗೋಪಾ ಋತಸ್ಯ ದೀದಿಹಿ ಸ್ವೇ ದಮೇ (ಋ. ಸಂ. ೩-೧೦-೨)

ಪುರುವೀರಂ ಮಹ ಋತಸ್ಯ ಗೋಪಾಂ (ಋ. ಸಂ. ೬-೪೯–೧೫)

ಋತಸ್ಯ ಗೋಪಾ ನ ದಭಾಯ ಸುಕ್ರತುಃ (ಋ. ಸಂ. ೯–೭೩-೮)

ಗೋಪಾ ಋತಸ್ಯ ದೀದಿಹಿ (ಋ. ಸಂ. ೧೦–೧೧೮-೭)

ಇತ್ಯಾದಿ

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥವು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಹೇಳು ವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಋತುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ (Universal Law or Cosmic Order) ಎಂದಾಗುವುದು. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವೂ, ಪ್ರಕೃತಿನಿಯಮಗಳೂ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವೋ ಅಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಋತವೆಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು—

ಋತೇನಾದಿತ್ಯಾ ಮಹಿ ವೋ ಮಹಿತ್ವಂ (ಋ. ಸಂ. ೨-೨೭-೮)

ಋತಸ್ಯ ಹಿ ಶುರುಧಃ ಸಂತಿ ಪೂರ್ವೀರ್ಋತಸ್ಯ ಧೀತಿರ್ವೃಜಿನಾನಿ ಹಂತಿ ।
ಋತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕೋ ಬಧಿರಾ ತತರ್ದ ಕರ್ಣಾ ಬುಧಾನಃ ಶುಚಮಾನ ಆಯೋಃ ॥
ಋತಸ್ಯ ದೃಳ್ಹಾ ಧರುಣಾನಿ ಸಂತಿ ಪುರೂಣಿ ಚಂದ್ರಾ ವಪುಷೇ ವಪೂಂಷಿ ।
ಋತೇನ ದೀರ್ಘಮಿಷಣಂತ ಪೃಕ್ಷ ಋತೇನ ಗಾವ ಋತಮಾ ವಿವೇಶುಃ ॥

ಋತಂ ಯೇಮಾನ ಋತಮಿದ್ವನೋತ್ಯೃತಸ್ಯ ಶುಷ್ಮಸ್ತುರಯಾ ಉ ಗವ್ಯುಃ ।
ಋತಾಯ ಪೃಥ್ವೀ ಬಹುಲೇ ಗಭೀರೇ ಋತಾಯ ಧೇನೂ ಪರಮೇ ದುಹಾತೇ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೪-೨೩-೮ ರಿಂದ ೧೦)

ಋತೇನಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ದಿವಿ ಸೋಮೋ ಅಧಿ ಶ್ರಿತಃ ।

(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೮೫-೧)

ಋತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚಾಭೀದ್ಧಾತ್ತಪಸೋಽಧ್ಯಜಾಯತ ।

(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೯೧-೧)

ಇತ್ಯಾದಿ. **ದಮೇ**-ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗೃಹದಲ್ಲಿ. ದಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. **ದಮೇದಮೇ ಸಪ್ತ ರತ್ನಾ ದಧಾನಾ**-(ಋ. ಸಂ. ೬-೭೪-೧) ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಗೃಹವೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯೆಂದರ್ಥವು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ರಾಜಂತಂ, ವರ್ಧಮಾನಂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭರಂತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ದೀದಿವಿಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಅಭ್ಯಸ್ತಾನಾಮಾದಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೮೯) ಇಡಾಗಮಭಿನ್ನಾಜಾದಿ ಲ ಸ್ಥಾನಿಕಸಾರ್ವಧಾತುಕಪರವಾಗಿರುವಾಗ ದ್ವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದದ ಆದಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ದೀ ಉದಾತ್ತ. **ದಮ** ಶಬ್ದವು ವೃಷಾದಿಗಣದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ **ವೃಷಾದೀನಾಂ ಚ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೧-೨೦೩) ವೃಷಾದಿಗಣಪಠಿತಶಬ್ದಗಳ ಆದಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಸ ನಃ ಪಿತೇವ ಸೂನವೇಽಗ್ನೇ ಸೂಪಾಯನೋ ಭವ।
ಸಚಸ್ವಾ ನಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ॥ ೯ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಸ । ನಃ । ಪಿತಾಽಇವ । ಸೂನವೇ । ಅಗ್ನೇ । ಸುಽಉಪಾಯನಃ । ಭವ ॥
ಸಚಸ್ವ । ನಃ । ಸ್ವಸ್ತಯೇ ॥ ೯ ॥

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ

ಹೇ ಅಗ್ನೇ ಸ ತ್ವಂ ನೋಽಸ್ಮದರ್ಥಂ ಸೂಪಾಯನಃ ಶೋಭನಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಭವ । ತಥಾ ನೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಿನಾಶರಾಹಿತ್ಯಾರ್ಥಂ ಸಚಸ್ವ । ಸಮವೇತೋ ಭವ । ತತ್ರೋಭಯತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ । ಯಥಾ ಸೂನವೇ ಪುತ್ರಾರ್ಥಂ ಪಿತಾ ಸುಪ್ರಾಪಃ ಪ್ರಾಯೇಣ ಸಮವೇತೋ ಭವತಿ ತದ್ವತ್ । ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದಾದೇಶಸ್ಯ ನ ಇತ್ಯೇತಸ್ಯಾನುದಾತ್ತಂ ಸರ್ವಂ । ಪಾ. ೮-೧-೧೮ । ಇತ್ಯನುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಚಾದಯೋಽನುದಾತ್ತಾಃ । ಫಿ. ೪-೧೩ । ಇತೀವಶಬ್ದೋಽನುದಾತ್ತಃ । ಇವೇನ ನಿತ್ಯಸಮಾಸಃ । ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ । ಪಾ. ೨-೧-೪-೨ । ಇತಿ ಸಮಸ್ತಃ ಪಿತೇವೇತಿ ಶಬ್ದೋ ಮಧ್ಯೋದಾತ್ತಃ । ಶೋಭನಮುಪಾಯನಂ ಯಸ್ಯೇತಿ ಬಹುವ್ರೀಹೌ ನಞ್ಸುಭ್ಯಾಮಿತ್ಯಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ ಸಚಸ್ವೇತ್ಯತ್ರ ಪದಾತ್ಪರತ್ವಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ನ ನಿಘಾತಃ ಲಸಾರ್ವಧಾತುಕಾನುದಾತ್ತತ್ವೇ ಸತಿ ಧಾತುಸ್ವರಾವಶೇಷಃ ॥ ೨ ॥

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

(ಹೇ) **ಅಗ್ನೇ**-ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ । **ಸಃ** (**ತ್ವಂ**)-ಆ ನೀನು । **ಸೂನವೇ**-ಪುತ್ರನವಿಚಾರದಲ್ಲಿ । **ಪಿತೇವ**-ತಂದೆಯು ಇರುವಂತೆ । **ನಃ**-ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ । **ಸೂಪಾಯನಃ**-ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವವನು । **ಭವ**-ಆಗು । **ನಃ**-ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ । **ಸ್ವಸ್ತಯೇ**-ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ । **ಸಚಸ್ವ**-ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ತಂದೆಯು ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವನಷ್ಟೆ. ಎಲೈ ಅಗ್ನಿಯೇ ನೀನೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು.

English Translation

O Agni, be of easy access to us as a father (is) to his son ; stay with us for our good.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಅಗ್ನೀಷೋಮಪ್ರಣಯನವೆಂಬ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ **ಉಪತ್ವಾಗ್ನೇ** ಮೊದಲಾದ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವು. ಈ ಋಕ್ಕುಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ--**ಉಪತ್ವಾಗ್ನೇ ದಿವೇ ದಿವ ಉಪ ಪ್ರಿಯಂ ಪನಿಪ್ನಮಿತಿ ತಿಸ್ರಶ್ಚೈಕಾಂ ಚಾನ್ವಾಹ** । (ಐ. ಬ್ರಾ. ೧-೩೦) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾವವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. **ಪಿತೇವ ಸೂನವೇ**--ತಂದೆಯು ಮಗನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆಯೂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೂ ಋಷಿಯು ಭಾವಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿರುವನು. ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಅನೇಕ ಉಪಮಾನಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವವು.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦ ಮಂಡಲಗಳು ಇರುವವು. ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೯೧ ಸೂಕ್ತಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೯ ಋಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಕ್ತವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿರುವುದು. **ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿರುವುದು.**

ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ

ಬಹುವಚನಸ್ಯ ವಸ್ನಸೌ (೮-೧-೨೧ ಪಾ. ಸೂ.) ಇಲ್ಲಿ **ಅನುದಾತ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಾದಾದೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೮) ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಸೂತ್ರ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಪದಾತ್ಪರವಾಗಿದ್ದು ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಷಷ್ಠೀ ಚತುರ್ಥೀ ದ್ವಿತೀಯಾಬಹುವಚನಾಂತಗಳಾದ ಯುಷ್ಮ ದಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ **ವಸ್-ನಸ್** ಆದೇಶಗಳು ಬರುವುವು ಅವು ಅನುದಾತುಗಳಾಗುವುವು. ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಅಸ್ಮಾಕಂ** ಎಂಬ ಷಷ್ಠೀ ಬಹು ವಚನಾಂತಕ್ಕೆ **ನಸ್** ಎಂಬುದು ಬಂದು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು, **ಇವ** ಶಬ್ದವು **ಚಾದಯೋನುದಾತ್ತಾಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೮೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಇವೇನ ನಿತ್ಯಸಮಾಸಃ ವಿಭಕ್ತ್ಯಲೋಪಃ ಪೂರ್ವ ಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೧-೪ ರಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾರ್ತಿಕ) ಇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಸ ಬರುವುದು, ಸಮಾಸದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಲೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾಸವೂ, ಅಂತೋದಾತ್ತ ಪಿತೃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವೂ ಬಂದರೆ **ಪಿತೇವ** ಎಂಬುದು ಮಧ್ಯೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು. **ಸೂಪಾಯನಃ** ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಶೋಭನಂ ಉಪಾಯನಂ ಯಸ್ಯಸಃ** ಎಂದು ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ **ನ ಞ್ಸುಭ್ಯಾಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೭೨) ಬಹು ವ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನ, ಞ್ಸು, ಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಉತ್ತರಪದವು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋ ದಾತ್ತ ಸೂಪಾಯನಶಬ್ದ **ಸಚಸ್ವ** ಎಂಬುದು ತಿಂಙ್ಂತವಾದಗೂ ಅತಿಙ್ಂತಪದದ ಪರದಲ್ಲಿಲ್ಲವಾದಕಾರಣ **ತಿಙ್ಙತಿಙಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. **ಸ್ವ** ಎಂಬುದು ಲ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಾರ್ವಧಾತುಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಾದ್ದರಿಂದ **ತಾಸ್ಯನುದಾತ್ತೇನ್ಙಿದದುಪದೇಶಾಲ್ಲಸಾರ್ವಧಾತುಕಮನುದಾತ್ತಮಹ್ನ್ವಿಙೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೮೬) ತಾಸಿ, ಅನುದಾತ್ತೇತ್ತು, ಙಿತ್ತು, ಅದುಪದೇಶ ಇವುಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಲ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಾರ್ವಧಾತುಕವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಹ್ನುಙ್ ಅಪನಯನೇ ಇಙ್ ಅಧ್ಯಯನೇ ಈ ಧಾತುಗಳಿಂದ ವಿಹಿತ ಲ ಸಾರ್ವಧಾತುಕವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಸಚ್ ಧಾತುವು ಅನುದಾತ್ತೇತ್ತವಾದ್ದ ರಿಂದ ತತಃ ಪರವಾದ ಸ್ವ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಧಾತುಕವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ನಂತರ ಸಚ್ ಧಾತುವಿಗೆ **ಧಾತೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಬರಲು ಸ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರ ಉದಾತ್ತ. ವಿಕರಣಶಪ್ಪಿನ ಅಕಾರ ಪಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿ, **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವರಿತ, ಸ್ವ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅಕಾರವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನುದಾತ್ತವಾಗಿ, **ಸ್ವರಿತಾತ್ಸಂಹಿತಾಯಾಮನುದಾತ್ತಾನಾಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಚಯವಾಗುವುದು. ಇದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ॥ ೯ ॥ **ಇತಿ ಪ್ರಥಮಂ ಸೂಕ್ತಂ**

ಎರಡನೆಯ ಸೂಕ್ತವು.

ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತಮಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸ್ಯ ಪ್ರಾತರನುವಾಕೇ ಯಥಾ ವಿನಿಯುಕ್ತಂ ತಥಾ ವಾಯವಾ ಯಾಹೀತ್ಯಾದಯಸ್ತೃಚಾಃ ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರೇ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಃ । ತತ್ರೇದಂ ಚಿಂತ್ಯತೇ । ಶಸ್ತ್ರಂ ಕಿಂ । ದೇವತಾಸ್ಮರಣರೂಪಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ಮ ಕಿಂವಾದೃಷ್ಟಫಲಂ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮೇತಿ । ತತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ ಜೈಮಿನಿಃ ಸೂತ್ರಯಾಮಾಸ । ಪೂ. ಮೀ. ೨-೧-೧೩ ರಿಂದ ೨೯ ।

ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದ ಪ್ರಾತರನುವಾಕದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವು ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ **ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ** ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಋಕ್ಕುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಪಠನಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಶಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ದೇವತಾಸ್ಮರಣರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. (417 ನೆಯ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡಿ). ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವುಂಟೇ? ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮವೇ? ಎಂದರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಮಹರ್ಷಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೧೩ ರಿಂದ ೨೯ರವರೆಗೆ) ಹೇಳಿರುವರು—

ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಯೋಸ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಯಾಜ್ಯಾವದ್ದೇವತಾಭಿಧಾನತ್ವಾದಿತಿ ॥ ೧ ॥

ಆಜ್ಯೈಃ ಸ್ತುವತೇ ಪೃಷ್ಠೈಃ ಸ್ತುವತೇ ಪ್ರಉಗಂ ಶಂಸತಿ ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯಂ ಶಂಸತೀತಿ ಶ್ರೂಯತೇ । ತತ್ರ ಸ್ತುತಿಃ ಶಂಸನಂ ಚ ಗುಣಿನಿಷ್ಠಗುಣಾಭಿಧಾನಂ । ಇಂದ್ರಸ್ಯ ನು ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೩೨-೧) ಇತ್ಯತ್ರ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ । ಏವಂ ಸತಿ ಯಾಜ್ಯಾನ್ಯಾಯೇನ ಗುಣಿನ್ಯಾ ದೇವತಾಯಾ ಅಭಿಧಾಯಕತ್ವೇನ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಯೋಃ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪತ್ವಮಭ್ಯುಪೇಯಂ । ಯಾಜ್ಯಾಯಾಸ್ತದ್ರೂಪತ್ವಂ ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಪಾದೇ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥಲಾಭೇನ ನಿರ್ಣೀತಂ । ಪೂ.ಮೀ. ೧೦-೪-೩೯ ರಿಂದ ೪೧ । ತದ್ವದತ್ರಾಪಿ ತುಶಬ್ದಃ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮತ್ವಂ ವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ । ಸಿದ್ಧಾಂತೀ ತಂ ಪಕ್ಷಂ ದೂಷಯತಿ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಯಾಜ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿರುವುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದರೆ ಗಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ (ಸಾಮಗಾನ) ಅರ್ಹವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳು. ಈ ಸಾಮಗಾನಮಂತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಗಾತೃವೆಂಬ ಋತ್ವಿಜನು ಗಾನಮಾಡುವನು. ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗಾನಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೋತೃವು ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವನು. ಶಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಗಾನಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಠಿಸುವ

ಮಂತ್ರವು. ಈ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೋತೃವೂ, ಅವನ ಕಡೆಯವರಾದ ಹೋತೃಕರು ಎಂದರೆ ಮೈತ್ರಾವರುಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚ್ಛಂಸಿ, ಅಚ್ಛಾವಾಕ ಎಂಬ ಸಹಾಯಕ ಋತ್ವಿಜರು ಪಠಿಸುವರು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಾಗದ ಪ್ರಾತರನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಠಿಸುವ ವಿವರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ—

೧. ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ.

ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಗಳು	ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು
೧. ಬಹಿಷ್ಪವಮಾನಸ್ತೋತ್ರ	೧. ಆಜ್ಯಶಸ್ತ್ರ
೨. ಆಜ್ಯಸ್ತೋತ್ರಗಳು	೨. ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರ (ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋತೃವು ಪಠಿಸುವನು).
೩. ,,	೩. ಆಜ್ಯಶಸ್ತ್ರಗಳು
೪. ,,	೪. ,,
೫. ,,	೫. ,,
(ಈ ಎರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ಗಾತೃವು ಗಾನಮಾಡುವನು)	(ಈ ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋತೃವಿನ ಸಹಾಯಕರಾದ ಮೈತ್ರಾವರುಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚ್ಛಂಸಿ, ಅಚ್ಛಾವಾಕ ಎಂಬ ಋತ್ವಿಜರು ಪಠಿಸುವರು).

೨. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನ.

ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಗಳು	ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು
೬. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಪವಮಾನಸ್ತೋತ್ರ	೬. ಮರುತ್ವತೀಯಶಸ್ತ್ರ
೭. ಪೃಷ್ಠಸ್ತೋತ್ರ	೭. ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯಶಸ್ತ್ರ (ಈ ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋತೃವು ಪಠಿಸುವನು).
೮. ,,	೮. ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯಶಸ್ತ್ರ
೯. ,,	೯. ,,
೧೯. ,,	೧೦. ,,
(ಈ ಐದನ್ನೂ ಉದ್ಗಾತೃವು ಗಾನಮಾಡುವನು)	(ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಹೋತೃವಿನ ಸಹಾಯಕರಾದ ಮೈತ್ರಾವರುಣಾದಿಗಳು ಪಠಿಸುವರು).

೩. ತೃತೀಯಸವನ.

ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಗಳು	ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು
೧೧. ಆರ್ಭವ ಅಥವಾ ತೃತೀಯಪವಮಾನ	೧೧. ವೈಶ್ವದೇವಶಸ್ತ್ರ
೧೨. ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಸಾಮ(ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಿಯ)	೧೨. ಅಗ್ನಿಮಾರುತಶಸ್ತ್ರ
(ಈ ಎರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ಗಾತೃವು ಗಾನಮಾಡುವನು)	(ಈ ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋತೃವು ಪಠಿಸುವನು).

ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿರುವ **ಆಜ್ಯೈಃ ಸ್ತುವತೇ**—ಉದ್ಗಾತೃವು ಆಜ್ಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ (ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ) ಗಾನರೂಪವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವನು ; **ಪೃಷ್ಠೈಃ ಸ್ತುವತೇ**—ಉದ್ಗಾತೃವು ಪೃಷ್ಠಸ್ತೋತ್ರ

ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ (ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನದಲ್ಲಿ) ಗಾನರೂಪವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವನು; **ಪ್ರಉಗಂ ಶಂಸತಿ** ಹೋತೃವು ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ) ಪಠಿಸುವನು; **ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯಂ ಶಂಸತಿ**—ಹೋತೃವು ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನದಲ್ಲಿ) ಪಠಿಸುವನು ಎಂದರ್ಥವು. ಎಂದರೆ ಉದ್ಗಾತೃವು ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಗಾನಮಾಡಿದಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೋತೃವು ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಗಾತೃವು ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನದಲ್ಲಿ ಪೃಷ್ಠಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡಿದಕೂಡಲೇ ಹೋತೃವು ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವನು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಶಂಸನಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು (ಆಯಾಗುಣವಿರುವವರ) ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವವು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ **ಇಂದ್ರಸ್ಯ ನು ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೩೨-೧) ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರವು (ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರ) ವರ್ಣಿಸಿದಹಾಗಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾಜ್ಯಾಮಂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ವಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ದೇವತೆಗಳ (ಅಥವಾ ಗುಣವುಳ್ಳವರ) ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದ ರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪವಾಗಿರುವವು, ಎಂದರೆ ಅಂಗ ಭೂತವಾಗಿರುವವು. ಏಕಂದರೆ, ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಪಥಕ್ಕೆ ತರುವವು. ಆದ-ದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತ್ವವಿಲ್ಲ. ದೇವತೆ ಗಳಿಗೆ ಇವು ಅಂಗಭೂತವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ತು** ಶಬ್ದವು ಈ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಯಾಜ್ಯಾಮಂತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಮುಂತಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರದ ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದ (ಜೈ. ಸೂ. ೧೦-೪-೩೯ ರಿಂದ ೪೧) ೩೯ ರಿಂದ ೪೧ರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.)

ಅರ್ಥೇನ ತ್ವಪಕೃಷ್ಯೇತ ದೇವತಾನಾಮಭಿಧಾನಾರ್ಥಸ್ಯ ಗುಣಭೂತ- ತ್ವಾದಿತಿ ॥ ೨ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೧೪) ತುಶಬ್ದೇನ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ವಂ ವಾರ- ಯತಿ । ಸಂಸ್ಕಾರಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಯೋಜನವಶೇನ ಮಂತ್ರಃ ಸ್ವಸ್ಥಾನಾದಪ- ಕೃಷ್ಯೇತ । ಕುತಃ । ಮಂತ್ರಗತಂ ದೇವತಾವಾಚಕಂ ಯದಿಂದ್ರಾದಿ ನಾಮಾಸ್ತಿ ತಚ್ಚೋದನಯಾ ಮಂತ್ರರೂಪಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಸ್ಯ ದೇವತಾ- ರೂಪಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಗುಣಭೂತಂ । ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ರ ಪ್ರಧಾನಭೂತದೇವತಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಗುಣಭೂತೋ ಮಂತ್ರೋ ನೇತವ್ಯಃ । ತದ್ಯಥಾ । ಮಾಹೇಂದ್ರ- ಗ್ರಹಸಂನಿಧಾವಭಿ ತ್ವಾ ಶೂರ (ಋ. ಸಂ. ೭-೩೨-೨೨) ಇತ್ಯಯಂ ಪ್ರಗಾಥ ಆಮ್ನಾತಃ । ಸ ಚೇಂದ್ರಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ನ ತು ಮಹೇಂದ್ರಂ । ತತೋ ಯತ್ರೈಂದ್ರಂ ಕರ್ಮ ತತ್ರಾಯಂ ಪ್ರಗಾಥೋಽಪ ಕರ್ಷಣೀಯಃ। ತಥಾ ಸತಿ ಕ್ರಮಸಂನಿಧೀ ಬಾಧ್ಯೇಯಾತಾಂ । ತದೇತತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಾಭಿ- ಹಿತಂ ದೂಷಣಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀ ಸಮಾಧತ್ತೇ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಹಾಗಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರವು ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದಿರುವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಾದಿ ನಾಮಗಳು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಭೂತದೇವತೆಗಳು ಇರುವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಮಾಹೇಂದ್ರಗ್ರಹವೆಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ—**ಅಭಿ ತ್ವಾ ಶೂರ ನೋನುಮೋಽದುಗ್ಧಾ ಇವ ಧೇನವಃ । ಈಶಾನಮಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸ್ವರ್ದೃಶಮೀಶಾನಮಿಂದ್ರ ತಸ್ಥುಷಃ ॥** (ಋ. ಸಂ. ೭-೩೨-೨೨) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಗಾಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು, ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಯಾಗಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವನು.

ವಶಾವದ್ವಾ ಗುಣಾರ್ಥಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ॥ ೩ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೧೫) **ವಾಶಬ್ದಃ ಪ್ರಗಾಥಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರನಯನಂ ವಾರಯತಿ । ಮಂತ್ರೇ ಯದೇತದಿಂದ್ರಶಬ್ದಾಭಿಧಾನಂ ತದೇತನ್ಮಹತ್ವಗುಣೋಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಯಥಾ— ಸಾ ವಾ ಏಷಾ ಸರ್ವದೇವತ್ಯಾ ಯದಜಾ ವಶಾ ವಾಯವ್ಯಾಮಾಲಭೇತ ।** (ತೈ. ಸಂ. ೩-೪-೩-೨) **ಇತ್ಯತ್ರಾಜಾವಶಾಶಬ್ದೇನ ಚೋದಿತೇ ಕರ್ಮಣಿ ಛಾಗಶಬ್ದೇನ ಕೇವಲೇನ ನಿಗಮಾ ವಶಾತ್ವಗುಣಮುಪ್ಯುಪಲಕ್ಷಯಂತಿ ತದ್ವತ್ । ತಸ್ಮಾನ್ಮಹತ್ವಗುಣಯುಕ್ತೇ ಚೋದಿತೇ ಕರ್ಮಣಿ ನಿರ್ಗುಣೇನೇಂದ್ರಶಬ್ದೇನಾಭಿಧಾನಮವಿರುದ್ಧಂ । ಲೋಕೇಽಪಿ ಮಹಾರಾಜೇ ಕೇವಲರಾಜಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಮಪಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ । ತದೇತತ್ಸಮಾಧಾನಂ ಸಿದ್ಧಾಂತೀ ದೂಷಯತಿ ॥**

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು) ವಶಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಂತೆ ಗುಣಾರ್ಥವಾಚಕವು ಎಂದರೆ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷಣವು.

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ತಂದೊಡ್ಡಿದ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಾ ಶಬ್ದವು—ಪ್ರಗಾಥಮಂತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕದಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಏಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಎಂದರೆ ಮಾಡಿದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವವು. ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಮಾಡಿದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯುನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮಭಂಗದೋಷವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹೇಂದ್ರಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ **ಮಹಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣರೂಪವಾಗಿರುವುದು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ರಾಜನೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಮಹಾ ಎನ್ನುವುದು ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರ. ಮಹಾರಾಜನೆಂದರೂ ರಾಜನೆಂದರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆ ಇಂದ್ರನೆಂದರೂ ಮಹೇಂದ್ರನೆಂದರೂ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯು. ಮಹಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವಿದ್ದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನು ಬೇರೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ—**ಯದಜಾ ವಶಾ ವಾಯವ್ಯಾಮಾಲಭೇತ**—ಎಂದರೆ ಬಂಜೆಯಾದ (ಮರಿಹಾಕದ) ಆಡನ್ನು ವಾಯುದೇವತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಆಡು ಬಂಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಇತರಕಡೆ ಎಂದರೆ ವಾಯುದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ **ಅಜಾಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆದರೂ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ **ಅಜಾಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಂಜೆಯಾದ ಆಡೆಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ **ಅಜಾ** ಎಂದರೂ **ಅಜಾ ವಶಾ** ಎಂದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವು. ಆದರಂತೆಯೇ ಇಂದ್ರನೆಂದರೂ ಮಹೇಂದ್ರನೆಂದರೂ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯು—ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುವ ಈರೀತಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸುವನು—

> **ನ ಶ್ರುತಿಸಮವಾಯಿತ್ವಾದಿತಿ ॥ ೪ ॥** (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೧೬) **ಯದುಕ್ತಂ ವಶಾನ್ಯಾಯೇನ ರಾಜನ್ಯಾಯೇನ ವಾಸ್ಯ ಗ್ರಹಸ್ಯೇಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಯುಜ್ಯತ ಇತಿ ತನ್ನ । ದೇವತಾಕ್ಷಸ್ಯ ತದ್ಧಿತಶ್ರುತಿಸಮವಾಯಿತ್ವಾತ್ । ಮಾಹೇಂದ್ರಗ್ರಹ ಇತ್ಯತ್ರ ಸಾಸ್ಯ ದೇವತೇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಘಾಣೌ ಚ । ಪಾ. ೪-೨-೨೯ । ಇತಿ ಮಹೇಂದ್ರಶಬ್ದಾದಣ್ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿಹಿತಃ । ತಸ್ಮಾನ್ಮಹೇಂದ್ರ ಏವ ದೇವತಾ ನ ತ್ವಿಂದ್ರಃ । ವಿಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಮಾಹ ॥**

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಆ ಶಬ್ದಗಳಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ವೇದಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳೂ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವು.

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ **ವಶಾ, ಮಹಾರಾಜ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷಣನ್ಯಾಯವು ಮಹೇಂದ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಮಹೇಂದ್ರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂದ್ರನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದವೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇದ್ದರೂ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯೆಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಕೆಲವರು ಮಹೇಂದ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈರೀತಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವರು—**ಮಹಾನ್+ಇಂದ್ರಃ=ಮಹೇಂದ್ರಃ**—ದೊಡ್ಡ ಇಂದ್ರನು. ಇದರಂತೆ **ಮಹೇಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಅಸ್ಯ ಸಃ=ಮಾಹೇಂದ್ರಃ**—ಮಹೇಂದ್ರನು ದೇವತೆಯಾಗಿರುವ ಯಾಗವು ಮಾಹೇಂದ್ರವೆನಿಸುವುದು ಇಂದ್ರನು ಬಹುದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಇಂದ್ರನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. **ಮಹೇಂದ್ರ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ **ಮಹಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಂದ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಲ್ಲ. ಮಹೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನೆಂಬ ದೇವತೆಯೆಂದೇ ಅರ್ಥವು. ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯು, ಮಹೇಂದ್ರನೇ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಇಂದ್ರನು ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರನೆಂದು ಏಕೆ ಕರೆದಿರಬಾರದು ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂದ್ರನಾಗಿದ್ದನೆಂದೂ ಬಳಿಕ ಮಹೇಂದ್ರನಾದನೆಂದೂ ಕಾಲಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಕೆಲವುಕಾಲಾನಂತರ ಮಹೇಂದ್ರನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರನು ಇಂದ್ರನೇ ಆಗಿದ್ದನು. ಮಹೇಂದ್ರನು ಮಹೇಂದ್ರನೇ ಆಗಿದ್ದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು.

ಗುಣಶ್ಚಾನರ್ಥಕ ಇತಿ ॥ ೫ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೮) ಯದೀಂದ್ರೋ ದೇವತಾ ಸ್ಯಾತ್ತದಾನೀಮೈಂದ್ರಗ್ರಹ ಇತ್ಯೇತಾವತೈವಾರ್ಥಾವಗತೌ ಮಾಹೇಂದ್ರ ಇತಿ ಮಹತ್ವಗುಣೋಽನರ್ಥಕಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಚಕಾರಃ ಪೂರ್ವಹೇತುನಾ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ । ಹೇತ್ವಂತರಮಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಣವು ಪ್ರಯೋಜನರಹಿತವಾಗುವುದು.

ದೇವತೆಯ ಗುಣವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಅದು ದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲದೆ ಗುಣವನ್ನುಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮಹೇಂದ್ರಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವಾಚಕವಾದ **ಮಹಾನ್** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದಾಗುವುದು. ಏಕಂದರೆ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನುಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇವತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಳದಿರಲಿ, ಕರ್ಮವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈರೀತಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವ ಇಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ ಇಂದ್ರನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಹಾನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನೇ ದೇವತೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಯಾಗವನ್ನು ಐಂದ್ರಗ್ರಹವೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಮಾಹೇಂದ್ರಗ್ರಹಯಾಗವೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂದ್ರನ ಮಹತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಕಾರವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರಣವೂ ಸೇರಿರುವುದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು—

ತಥಾ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋರುಚೋರಿತಿ ॥ ೬ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೧೯) ಇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಯೋರ್ದೇವತಯೋರ್ಭೇದೇ ಯಥಾ ಮಹತ್ವಗುಣಃ ಸಾರ್ಥಕಸ್ತಥಾ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋನುವಾಕ್ಯಯೋರ್ಭೇದೋऽಪ್ಯಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪಕ್ಷ ಉಪಪದ್ಯತೇ । ಏಂದ್ರ ಸಾನಸಿಂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೮-೧) ಇತ್ಯಾದಿಕೇ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋನುವಾಕ್ಯೇ । ಮಹಾಂ ಇಂದ್ರೋ ಯ ಓಜಸಾ (ಋ. ಸಂ. ೮-೬-೧) ಇತ್ಯಾದಿಕೇ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ಯ । ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣೋಕ್ತೇ ವಶಾದೃಷ್ಟಾಂತೇ ವೈಷಮ್ಯಮಾಹ—

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಯಾಜ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳಂತೆ.

ಯಾಜ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವೆವು. **ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ** ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಹೋಮಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ದೇವತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವ (ಕರೆಯುವ) ಮಂತ್ರವು; **ಯಾಜ್ಯಾ** ಎಂದರೆ ಆಹ್ವಾನಮಾಡಿದ ದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವ ಮಂತ್ರವು. ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎರಡುವಿಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವು. ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಮಹೇಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ, ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರನ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಬೇರೆ, ಮಹೇಂದ್ರನ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಬೇರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—**ಏಂದ್ರ ಸಾನಸಿಂ** (ಋ. ಸಂ. ೧-೮-೧) ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಮಂತ್ರಗಳು; **ಮಹಾಂ ಇಂದ್ರೋ ಯ ಓಜಸಾ** (ಋ. ಸಂ. ೮-೬-೧) ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾಜ್ಯಾಪುರೋನುನಾಕ್ಯಾ ಮಂತ್ರಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನೂ ಮಹೇಂದ್ರನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು.

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ **ಪುರೋರುಕ್** ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಆಶ್ವಲಾಯನರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ |(೧-೫, ೧೦, ೫, ೪) **ಪುರೋರುಕ್** ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಏಳು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಋಕ್ಕುಗಳು ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿವಿದ್ಮಂತಾಪ ಎಂಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಏಳು ಋಕ್ಕುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಇವುಗಳು ಯಾಜ್ಯಾ ಮಂತ್ರಗಳೊಡನೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಪುರೋರುಕ್** ಶಬ್ದವು **ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪುರೋರುಕ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಮಂತ್ರಪಠನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪುರೋರುಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು.

ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದ ವಶಾಶಬ್ದದ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುವರು—

ವಶಾಯಾಮರ್ಥಸಮವಾಯಾದಿತಿ ॥ ೭ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೨೦) ಯಾ ವಶಾ ವಿಧಿವಾಕ್ಯೇ ಶ್ರುತಾ ತಸ್ಯಾ ಏವ ನಿಗಮೇಷು ಭಾಗಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಹಾರೋ

ನ ವಿರುದ್ಧಃ । ಭಾಗತ್ವಲಕ್ಷಣಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ವಶಾಯಾಂ ಸಮವೇತತ್ವಾತ್ । ತಚ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೋಪಲಭ್ಯತೇ । ಇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಯೋಸ್ತು ಭೇದ ಉಪಪಾದಿತಃ । ತಸ್ಮಾದ್ವಿಷಮೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ । ಏವಂ ಸಂಸ್ಕಾರಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಗಾಥಸ್ಯೈಂದ್ರಕರ್ಮಣ್ಯಪಕರ್ಷಪ್ರಸಂಗಾತ್ತದ್ವಾರಯಿತುಂ ಸ್ತೋತ್ರ-ಶಸ್ತ್ರಯೋಃ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮತ್ವಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನೋ ಮತಂ । ಪುನರಪಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀ ತದೇತನ್ಮತಂ ನಿರಾಚಿಷ್ಟೇ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ವಶಾ ಶಬ್ದವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣವಾಚಕಗಳೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ).

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ವಶಾ ಅಜಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳೂ **ಅಜಾ** ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವೂ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವಾಚಕಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ **ವಶಾ ಅಜಾ** ಅಥವಾ **ಅಜಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಆಡು ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕದ್ರವ್ಯಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಜಾ ಶಬ್ದವು ಆಡಿನಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನಾದರೂ (ಬಂಜೆಯಾದ ಅಥವಾ ಬಂಜೆಯಲ್ಲದ) ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ವಸ್ತುವು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳೂ (ವಶಾ ಅಜಾ ಅಥವಾ ಅಜಾ) ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರರಿಗೆ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ **ವಶಾ** ಶಬ್ದದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಕ್ರಮಭಂಗದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮದ (ಅಥವಾ ದೇವತೆಯ) ಅಂಗಭೂತವಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಗಳು ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಮತವು.

ಆದರೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವನು—

ಯತ್ರೇತಿ ವಾರ್ಥವತ್ತ್ವಾತ್ಸ್ಯಾದಿತಿ ॥ ೮ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೩-೧-೨೧)

ವಾಶಬ್ದಃ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಮತವ್ಯಾವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ । ಯತ್ರೈಂದ್ರಂ ಕರ್ಮ ತತ್ರ ಪ್ರಗಾಥೋ ನೇತವ್ಯ ಇತ್ಯಯಮೇವ ಪಕ್ಷಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಕುತಃ । ಅರ್ಥ-ವತ್ತ್ವಾತ್ । ಐಂದ್ರೋ ಮಂತ್ರ ಇಂದ್ರಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಂ ಸಮರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥವಾನ್ಸ್ಯಾತ್ । ಮಹೇಂದ್ರಂ ತು ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಮಸಮರ್ಥತ್ವಾ-ದಾನರ್ಥಕ್ಯಂ ಪ್ರಗಾಥಸ್ಯ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ । ತಸ್ಮಾದ್ದೇವತಾಪ್ರಕಾಶನರೂಪ-ಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ಮತ್ವಮೇವ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಯೋರ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ । ಅಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಮಂತ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಶಬ್ದವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು. ಇಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಗಾಥಪಠನವು (ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಪಠನವು) ಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ರವು ಇಂದ್ರನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು. ಇಂದ್ರನ ವಿಷಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಹೇಳುವ ನಷ್ಟೆ. ಆದರಂತೆ ಇಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂತ್ರವು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು (ಸ್ತುತಿಸಲು) ಸಮರ್ಥವು, ಮಹೇಂದ್ರನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂತ್ರವು ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವವು.

ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಯಾವ ಮಂತ್ರವು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವೋ ಆ ಮಂತ್ರವು ಆ ದೇವತೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರದ ವಿನಿಯೋಗವು. ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು ಉದ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಮಂತ್ರವು ಆ ದೇವತೆಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಆದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಮಂತ್ರದ ವಿನಿಯೋಗವು ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವು. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವರು—

> ಅಪಿ ವಾ ಶ್ರುತಿಸಂಯೋಗಾತ್ಪ್ರಕರಣೇ ಸ್ತೌತಿಶಂಸತೀ ಕ್ರಿಯೋತ್ಪತ್ತಿಂ ವಿದ-
> ಧ್ಯಾತಾಮಿತಿ ॥ ೯ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೨೪)

ಅಪಿ ವೇತ್ಯನೇನ ಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ಮತ್ವಂ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯತೇ । ಸ್ತೌತಿಧಾತುಃ ಶಂಸ-ತಿಧಾತುಶ್ಚೇತ್ಯೇತಾವುಭಾವಪಿ ಸ್ವಪ್ರಕರಣ ಏವ ಕಸ್ಯಾಶ್ಚಿತ್ಪ್ರಧಾನಕ್ರಿ-ಯಾಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ವಿದಧ್ಯಾತಾಂ । ಕುತಃ । ಶ್ರುತಿಸಂಯೋಗಾತ್ । ತಯೋರ್ಧಾತ್ವೋರ್ವಾಚ್ಯೋಽರ್ಥಃ ಶ್ರುತಿರಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ತತ್ಸಂಯೋಗಃ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮತ್ವೇ ಸಿಧ್ಯತಿ । ತಥಾ ಹಿ ಗುಣಿನಮುಪಸರ್ಜನೀಕೃತ್ಯ ತನ್ನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಕಥನಂ ಸ್ತುತಿಃ । ಯೋ ದೇವ-ದತ್ತಃ ಸ ಚತುರ್ವೇದಾಭಿಜ್ಞ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸ್ತುತಿಮವ-ಗಚ್ಛಂತಿ । ಗುಣಸ್ಯೋಪಸರ್ಜನತ್ವೇ ತು ನ ಸ್ತುತಿಃ ಪ್ರತೀಯತೇ । ಯಶ್ಚತುರ್ವೇದಾಭಿಜ್ಞಸ್ತಮಾಕಾರಯೇತ್ಯುಕ್ತೇ ಸ್ತುತಿಂ ನ ಮನ್ಯಂತೇ ಕಿಂತ್ವಾಹ್ವಾನಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಬುಧ್ಯಂತೇ । ಏವಂ ಮಂತ್ರೇಷ್ವಪಿ ಯಾ ದೇವತಾ ಸೇಯಮೀದೃಶೈರ್ಗುಣೈರುಪೇತೇತಿ ಗುಣಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿವಕ್ಷಾಯಾಂ ಮುಖ್ಯಃ ಸ್ತೌತಿಧಾತ್ವರ್ಥೋ ವಿಧೀಯತೇ । ತ್ವತ್ಪಕ್ಷೇ ತು ಯೇಯ-ಮೀದೃಗ್ಗುಣಯುಕ್ತಾ ಸೇಯಂ ದೇವತೇತಿ ದೇವತಾಸ್ಮರಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾ-ನ್ಯಾದಿಯಂ ಸ್ತುತಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತತಃ ಶ್ರುತಿವಶಾದೇತೇ ಪ್ರಧಾನ-ಕರ್ಮಣೀ । ತಥಾ ಸತಿ ದೇವತಾಪ್ರಕಾಶನೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಭಾವಾದೈಂ-ದ್ರೋಽಪಿ ಪ್ರಗಾಥಃ ಸ್ವಪ್ರಕರಣಗತೇ ಮಾಹೇಂದ್ರಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾವ-

ತಿಷ್ಠತೇ । ಯದಿ ದೇವತಾಸ್ಮರಣರೂಪಂ ದೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ಲಭ್ಯೇತ ತರ್ಹ್ಯದೃಷ್ಟಮಸ್ತು । ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮತ್ವೇ ಹೇತ್ವಂತರಮಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ— ಹಾಗಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವ ಎಂದರೆ ವೇದಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಂಬಂಧವಿರುವ **ಸ್ತೌತಿಶಂಸತಿ** ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು (ಅದೃಷ್ಟಫಲ್ಲವನ್ನು) ಉಂಟುಮಾಡುವವು.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ **ಅಪಿ ವಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು **ಸ್ತೌತಿಶಂಸತಿ** ಶಬ್ದಗಳು (ಅಥವಾ ಸ್ತುತಿಶಸ್ತ್ರಗಳು) ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪವಲ್ಲವೆಂದು (ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತವಲ್ಲವೆಂದು) ಸೂಚಿಸುವುವು. **ಸ್ತೌತಿ** ಮತ್ತು **ಶಂಸತಿ** ಎಂಬ ಧಾತುಗಳು—ಅವುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾದ (ಮುಖ್ಯವಾದ) ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಫಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡ.ವವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ತೌತಿಶಂಸತಿ ಶಬ್ದಗಳು ವೇದ ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ವೇದಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಧಾತುಗಳು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು ವೇದವೆಂದೇ (ವೇದಾರ್ಥವೆಂದೇ) ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳು ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಕ್ಕೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವವು. ಎಂದರೆ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಗಳ ಪಠನವು ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಅಂಗವಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮವು ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡಿದಹಾಗಾಯಿತು. ಈಗ ಗುಣವಂತನನ್ನು (ಗುಣಗಳಿರುವ ದೇವತೆ ಮುಂತಾದವರನ್ನು) ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸ್ತುತಿಯೆನಿಸುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—**ಯೋ ದೇವದತ್ತಃ ಸ ಚತುರ್ವೇದಾಭಿಜ್ಞಃ**—"ದೇವದತ್ತನೆಂಬುವನು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತನ ಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿಯೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿಯುವರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಗುಣವನ್ನೇ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ತುತಿಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ—**ಯಶ್ಚತುರ್ವೇದಾಭಿಜ್ಞಸ್ತಮಾಕಾರಯ**—ಇಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರೋ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ—ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಎಂಬ ಗುಣವಾಚಕವು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಗುಣ ವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿದಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪುರುಷನನ್ನು **ಕರೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ** ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾಯಿತು ಪುರುಷನ ಗುಣವಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೇವತೆಯು ಇಂತಹ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಗುಣಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದೋ ಆಗ ಸ್ತೌತಿ ಧಾತುವು ಗುಣಾರ್ಥವಾಚಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರವು ಸ್ತೋತ್ರವೆನಿಸುವುದು. ನೀವು (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು) ಹೇಳುವುದಾದರೋ—ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವತೆಯು ಎಂದು ದೇವತೆಯ ಸ್ಮರಣೆಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇದದ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಗಳು. ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ (ನೇರವಾಗಿ) ವರ್ಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿರುವ ಸೂಕ್ತವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸದಿದ್ದರೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಾಪರ (ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ) ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ವರ್ಣನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಶಬ್ದಮಾತ್ರವಿರುವ ಮಂತ್ರವು ಮಾಹೇಂದ್ರಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸ ಬೇಕು. ಇಂದ್ರನನ್ನಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಂಬಂಧ (ಸಂನಿಧಿ) ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಕ್ರಮ ಇವುಗಳನ್ನ

ನುಸರಿಸಿ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವು ಇಂತಹ ದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಪಠನದಿಂದ ದೇವತಾಸ್ಮರಣರೂಪವಾದ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ,—ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ, ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು. ಈಗ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಗಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು—

ಶಬ್ದಪೃಥಕ್ತ್ವಾಚ್ಚೇತಿ ॥ ೧೦ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೨೫)

ದ್ವಾದಶಾಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ದ್ವಾದಶ ಶಸ್ತ್ರಾಣೀತ್ಯತ್ರ ದ್ವಾದಶ-ಶಬ್ದೇನ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಪೃಥಕ್ತ್ವಮವಗಮ್ಯತೇ । ದೇವತಾಪ್ರಕಾಶನ-ಪಕ್ಷೇ ಸರ್ವೈರಪಿ ಮಂತ್ರಸಂಘೈಃ ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಸ್ಯೈಕತ್ವೇನ ದ್ವಾದಶ-ಸಂಖ್ಯಾ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಣಾಂ ತ್ವಾಜ್ಯಸ್ತೋತ್ರಪೃಷ್ಠಸ್ತೋತ್ರಾ-ದಿನಾಮಕಾನಾಂ ಭಿನ್ನತ್ವಾದ್ದ್ವಾದಶತ್ವಸಂಖ್ಯೋಪಪದ್ಯತೇ । ಏವಂ ಶಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯೇಽಪಿ ಯೋಜ್ಯಂ । ವಿಪಕ್ಷೇ ಬಾಧಮಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಶಬ್ದದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ (ಎಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೂ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು).

ದ್ವಾದಶಾಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ಹನ್ನೆರಡು ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳೂ ಇರುವವು. (652ನೇ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ) ಇಲ್ಲಿ **ದ್ವಾದಶ**—ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿರುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೂ ದ್ವಾದಶ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿರುವವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳೂ ಒಟ್ಟುಸೇರಿ ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡು ಎಂದು ಕ್ಲಪ್ತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳುಂಟೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವವು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಬ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾದ ಆಜ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪೃಷ್ಠಸ್ತೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. (ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು 652ನೇ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ). ಅದರಂತೆಯೇ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಾಧಕವುಂಟೆಂದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಅನರ್ಥಕಂ ಚ ತದ್ವಚನಮಿತಿ ॥ ೧೧ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೨೬) ಅಗ್ನಿಷ್ಟುತಿಃ ಶ್ರೂಯತೇ । ಆಗ್ನೇಯಾ ಗ್ರಹಾ ಭವಂತೀತಿ । ತತ್ರೈವ ಪುನರಪ್ಯನ್ಯ-

ದುಚ್ಯತೇ । ಆಗ್ನೇಯೀಷು ಸ್ತುವತೇ । ಆಗ್ನೇಯೀಃ ಶಂಸಂತೀತಿ । ತ್ವತ್ಪಕ್ಷೇ ತದ್ವಚನಮನರ್ಥಕಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಚೋದಕಪ್ರಾಪ್ತೇಷು ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರೇಷ್ವಾಗ್ನೇಯಗ್ರಹಾನುಸಾರೇಣ ದೇವತಾಪದಸ್ಯೋಹೇ ಸತ್ಯಾಗ್ನೇಯತ್ವಸಿದ್ಧೇಃ । ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಪಕ್ಷೇ ತು ದೇವತಾಪ್ರಕಾಶನರೂಪತ್ವಾಭಾವೇನೋಹಾಭಾವಾದಾಗ್ನೇಯಮಂತ್ರಾಂತರವಿಧಿವಚನಮರ್ಥವದ್ಭವತಿ । ಪುನರಪಿ ಹೇತ್ವಂತರಮಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು.

ವೇದದಲ್ಲಿ—**ಆಗ್ನೇಯೊ ಗ್ರಹಾ ಭವಂತಿ**—ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆ—**ಆಗ್ನೇಯೀಷು ಸ್ತುವತೇ** ಮತ್ತು **ಆಗ್ನೇಯೀಃ ಶಂಸಂತಿ** ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತಗಳಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ **ಆಗ್ನೇಯೊ ಗ್ರಹಾ ಭವಂತಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ **ಆಗ್ನೇಯೀಷು ಸ್ತುವತೇ** ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮತದಂತೆ (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಂತೆ) ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರವಾದ **ಆಗ್ನೇಯೊ ಗ್ರಹಾ ಭವಂತಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲವಕಾಶವಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ **ಆಗ್ನೇಯೀಷು ಸ್ತುವತೇ** ಅಥವಾ **ಆಗ್ನೇಯೀಃ ಶಂಸಂತಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು—

ಅನ್ಯಶ್ಚಾರ್ಥಃ ಪ್ರತೀಯತ ಇತಿ ॥ ೧೨ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೧೨) ಸಂಬದ್ಧೇ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರೇ ಇತಿ ಹ್ಯಾಮ್ನಾತಂ । ಸಂಬಂಧಶ್ಚ ದ್ವಯೋರ್ಭವತಿ ನತ್ವೇಕಸ್ಯ । ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಯೋರರ್ಥಭೇದಃ ಪ್ರತೀಯತೇ । ಸ ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಪಕ್ಷೇ ನ ಸಂಭವತಿ । ದೇವತಾಪ್ರಕಾಶನರೂಪಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯೈಕತ್ವಾತ್ । ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಪಕ್ಷೇ ತು ಸ್ತೋತ್ರಕರ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಕರ್ಮ ಚೇತ್ಯರ್ಥಭೇದ ಉಪಪದ್ಯತೇ । ಯದ್ಯಪಿ ಷ್ಟುಞ್ ಸ್ತುತೌ ಶಂಸು ಸ್ತುತಾವಿತ್ಯೇಕಾರ್ಥೌ ತಥಾಪಿ ಪ್ರಗೀತಮಂತ್ರಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಪ್ರಗೀತಮಂತ್ರಸಾಧ್ಯಂ ಶಸ್ತ್ರಮಿತಿ ತಯೋರ್ವಿವೇಕಃ । ಹೇತ್ವಂತರಮಾಹ ॥

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಪದಗಳು) ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವವು.

ವೇದದಲ್ಲಿ—**ಸಂಬದ್ಧೇ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರೇ**—ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ

ವುಳ್ಳವು-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದೆಂದರ್ಥವು. ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು ವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳೆರಡೂ ದೇವತಾಪ್ರಕಾಶನರೂಪವಾದ (ದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದ) ಕರ್ಮ ವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗುವವು. **ಷ್ಟುಞ್ ಸ್ತುತೌ-ಶಂಸು ಸ್ತುತೌ** ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಎರಡು ಧಾತುಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಶಬ್ದಗಳು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವವು. ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದರೆ—ಗಾನರೂಪವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರವು. ಶಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ—ಗಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರವು. ಈರೀತಿ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರು ವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇವು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವವು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

> **ಅಭಿಧಾನಂ ಚ ಕರ್ಮವದಿತಿ ॥ ೧೩ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೨೮) ಯಥಾ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತೀತಿ ದ್ವಿತೀಯಾಸಂಯೋಗೇನಾ-ಭಿಹಿತಂ ತಥಾ ಪ್ರಉಗಂ ಶಂಸತೀತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ । ಅತಸ್ತತ್ಸಾದೃಶ್ಯಾ-ತ್ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮತ್ವಂ । ಹೇತ್ವಂತರಮಾಹ ॥**

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಪದಗಳು ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು) ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವವು.

ಹಿಂದೆ ನಾವು—**ಸಕ್ತುವತ್ಸರಿಣಾಮ ಇತಿ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ (501 ನೆಯ ಪುಟ ವನ್ನು ನೋಡಿ) ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆವು **ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೆಂಬ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ-**ಪ್ರಉಗಂ ಶಂಸತಿ** ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ **ಪ್ರಉಗಂ** ಎಂಬ ಪದವು (ಎಂದರೆ ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರವು) ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಗಳು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

> **ಫಲನಿರ್ವೃತಿಶ್ಚೇತಿ ॥ ೧೪ ॥ (ಜೈ. ಸೂ. ೨-೧-೨೯) ಸ್ತುತಸ್ಯ ಸ್ತುತಮಸಿ (ತೈ. ಸಂ. ೩-೨-೭-೧) ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರಾನುಮಂತ್ರಣಮಾಮ್ನಾಯವಾಕ್ಯ-ಶೇಷೇ ಸ್ತೋತ್ರಫಲಮೇವಾಮ್ನಾತಂ । ಇಂದ್ರಿಯಾವಂತೋ ವನಾಮಹೇ ಧುಕ್ಷೀಮಹಿ ಪ್ರಜಾಮಿಷಂ । (ತೈ. ಸಂ. ೩-೨-೭-೨) ಇತಿ । ನ ತು**

ದೇವತಾಪ್ರಯುಕ್ತಂ ಫಲಮಾಮ್ನಾತಂ । ಅತೋ ನ ದೇವತಾಸಂಸ್ಕಾರಃ ಕಿಂತು ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮೇತಿ ಸ್ಥಿತಂ । ಅನೇನ ತು ನಿರ್ಣಯೇನ ಪ್ರಯೋಜನಂ ವಿಕೃತಿಷೂಹಾಭಾವಃ । ಸಂಸ್ಕಾರಪಕ್ಷೇ ತು ಯಸ್ಯಾಂ ವಿಕೃತೌ ದೇವತಾಂತರಂ ತತ್ರ ತದ್ವಾಚಕಂ ಪದಮೂಹನೀಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತನ್ಮಾ ಭೂದಿತಿ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮತ್ವಮುಕ್ತಂ । ಏತಚ್ಚ ದಶಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಸೂತ್ರಿತಂ । ಗ್ರಹಾಣಾಂ ದೇವತಾನ್ಯತ್ವೇ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಯೋಃ ಕರ್ಮತ್ವಾದವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್ (ಪೂ. ಮೀ. ೧೦-೪-೪೯) ಇತಿ ॥ ಅತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕೌ—

ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—(ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಪಠನದಿಂದ) ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗುವುದು.

ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠನದಿಂದ ಅಭೀಷ್ಟಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಭೂತವಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಂಗಭೂತವಾಗಿದ್ದರೆ) ಇದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವೆವು, ಅವನ ಕೈಕೆಳಗಿರುವ ಭೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಆ ಭೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವವು **ಸ್ತುತಸ್ಯ ಸ್ತುತಮಸಿ** ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಮತ್ತು **ಇಂದ್ರಿಯಾವಂತೋ ವನಾಮಹೇ ಧುಕ್ಷೀಮಹಿ ಪ್ರಜಾಮಿಷಂ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರವೂ ಸಹ ಸ್ತೋತ್ರಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಹೊರತು ದೇವತೆಯು ಕೊಡುವ ಫಲಗಳನ್ನಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಭೂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿರುವವು. ಈ ವಿಧವಾದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ವಿಕೃತಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂಗಭೂತವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ) ಫಲವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೋ (ಎಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ದೇವತೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವೆಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ವಿಕೃತಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವ ಬೇರೆದೇವತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದವನ್ನೂ ಸಹ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಬಾರದೆಂದೇ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು (ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರದ) ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ **ಗ್ರಹಾಣಾಂ ದೇವತಾನ್ಯತ್ವೇ ಸ್ತುತಶಸ್ತ್ರಯೋಃ ಕರ್ಮತ್ವಾದವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್ ।** (೧೦-೪-೪೯) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಿರುವರು.

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಾಲಾವಿಸ್ತರದ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವರು—

ಪ್ರಉಗಂ ಶಂಸತೀತ್ಯಾದೌ ಗುಣತೋತ ಪ್ರಧಾನತಾ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಸ್ಮೃತಿಸ್ತೇನ ಗುಣತಾ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಯೋಃ ॥
ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥತ್ವೇ ಸ್ತೌತಿಶಂಸ್ಯೋರ್ಧಾತ್ವೋಃ ಶ್ರೌತಾರ್ಥಬಾಧನಂ ।
ತೇನಾದೃಷ್ಟಮುಪೇತ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಶ್ರುತಯೋ ಮತಮಿತಿ ॥

(ಜೈ. ನ್ಯಾ. ವಿ. ೨-೧-೫)

ಎಂದು. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. **ಪ್ರಉಗಂ ಶಂಸತಿ, ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯಂ ಶಂಸತಿ, ಆಜ್ಯೈಃ ಸ್ತುವತೇ, ಪೃಷ್ಠೈಃ ಸ್ತುವತೇ** ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುವಷ್ಟೆ. **ಪ್ರಉಗ** ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕೇವಲ್ಯಶಬ್ದಗಳು ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹೆಸರುಗಳು. ಆಜ್ಯಪೃಷ್ಠಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಸಾಮಗಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ (ಋಗ್ವೇದದ) ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಗಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತ್ವವುಂಟು ಮತ್ತು ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ದೇವತಾಸ್ಮರಣರೂಪವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪವಾದವು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ತೌತಿಶಂಸತಿ ಎಂಬ ಧಾತುಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವವು ಎನ್ನಬೇಕಾಗುವುದು. ಆಗ ಆ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿಲ್ಲವಾಗುವುದು. ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತ್ವವುಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವುದು. ದೇವದತ್ತನು ಚತುರ್ವೇದಾಭಿಜ್ಞನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸ್ತುತಿಯೆನಿಸುವುದು. ಚತುರ್ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಕರೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ **ಆಜ್ಯೈರ್ದೇವಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ಪೃಷ್ಠೈರ್ದೇವಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್** ಎಂಬ ವಿಧ್ಯರ್ಥಸೂಚಕವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ (ಎಂದರೆ ವಿಧ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧಾತುಗಳಿಗೆ) ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೇಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಧಾನಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಆಗಲಿ. ಅದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ (ಅದೃಷ್ಟಫಲ) ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು.

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೇ ಸ್ತುತ್ಯಾದಿನೇ (ಸುತ್ಯಾದಿನೇ) ಸೂರ್ಯೋದಯಾತ್ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರೇಷಿತೋ ಹೋತಾ ಪ್ರಾತರನುವಾಕಮನುಬ್ರೂಯಾತ್ । ಏತಚ್ಚೈತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಪ್ರಪಂಚಿತಂ । ದೇವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಭ್ಯೋ ಹೋತರನುಬ್ರೂಹೀತ್ಯಾಹಾಧ್ವರ್ಯುರಿತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ । (ಐ. ಬ್ರಾ. ೨-೧೫) ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಾತರನುವಾಕೇಽಗ್ನಿಮೀಳೇ ಇತ್ಯಾದಿಸೂಕ್ತಮಂತರ್ಭೂತಂ । ತಚ್ಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ । ಪ್ರಾತಸ್ಸವನೇ ವೈಶ್ವದೇವಗ್ರಹಣಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರಂ ಹೋತ್ರಾ ಶಂಸನೀಯಂ । ತಚ್ಚ ಶಸ್ತ್ರಂ ವಾಯವಾ ಯಾಹೀತ್ಯಾದಿಸಪ್ತತೃಚಾತ್ಮಕಂ । ಏತಚ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗ್ರಹೋಕ್ಥಮಿತ್ಯಾದಿಖಂಡೇ ಪ್ರಪಂಚಿತಂ (ಐ. ಬ್ರಾ. ೩-೧) ತಥಾ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಮಗ್ರೇ ಶಸ್ತ್ರಾದಿತ್ಯಾದಿಖಂಡೇ ಸೂತ್ರಿತಂ ಚ (ಆಶ್ವ. ಸೂ. ೫-೧೦) । ಅತ್ರೇಯಮನುಕ್ರಮಣಿಕಾ । ವಾಯೋ ವಾಯವ್ಯೈಂದ್ರವಾಯವಮೈತ್ರಾವರುಣಾಸ್ತ್ರ್ಯೃಚಾ ಅಶ್ವಿನಾ ದ್ವಾದಶಾಶ್ವಿನ್ಯೈಂದ್ರವೈಶ್ವದೇವಸಾರಸ್ವತಾಸ್ತ್ರ್ಯೃಚಾಃ ಸಪ್ತೈತಾಃ ಪ್ರಉಗದೇವತಾ ಇತಿ। ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ವಾಯವಾ ಯಾಹೀತ್ಯಾದಿಕಂ ನವರ್ಚಂ ಸೂಕ್ತಂ ।

ಅಗ್ನಿಂ ನವೇತ್ಯತೋ ನವಶಬ್ದಸ್ಯಾನುವೃತ್ತೇಃ । ತತ್ರಾದ್ಯಸ್ತೃಚೋ ವಾಯುದೇವತಾಕಃ। ದ್ವಿತೀಯ ಇಂದ್ರವಾಯುದೇವತಾಕಃ। ತೃತೀಯೋ ಮಿತ್ರಾವರುಣದೇವತಾಕಃ। ಅಶ್ವಿನೇತ್ಯಾದಿಕಂ ದ್ವಾದಶರ್ಚಂ ಸೂಕ್ತಂ। ತತ್ರಾದ್ಯಸ್ತೃಚ ಆಶ್ವಿನಃ । ದ್ವಿತೀಯ ಐಂದ್ರಃ । ತೃತೀಯೋ ವೈಶ್ವ-ದೇವಃ । ಚತುರ್ಥಃ ಸಾರಸ್ವತಃ । ತೇಷು ತೃಚೇಷು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ವಾಯ್ವಾದಯಃ ಸರಸ್ವತ್ಯಂತಾಃ ಸಪ್ತಸಂಖ್ಯಾಕಾಃ ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರ ದೇವತಾ ಇತಿ। ಮಧುಚ್ಛಂದಸೋಽನುವರ್ತನಾತ್ಸ ಏವ ಋಷಿಃ । ತಥೈವಾನು-ವೃತ್ತ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದಃ । ವಾಯವ್ಯೇ ತೃಚೇ ಪ್ರಥಮಾ ಗ್ರಹ-ಸ್ಯೈಂದ್ರವಾಯವಸ್ಯೈಕಾ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ । ಏತಚ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಮಾಮ್ನಾತಂ । ವಾಯವ್ಯಾ ಪೂರ್ವಾ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯೈಂದ್ರವಾಯ-ವ್ಯುತ್ತರಾ। (ಐ. ಬ್ರಾ. ೨-೨೬) ಇತಿ। ತಥಾ ಸೂತ್ರಿತಂ ಚ। ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ ದರ್ಶತೇಂದ್ರವಾಯೂ ಇಮೇ ಸುತಾ ಇತ್ಯನುವಾಕ್ಯೇ (ಆಶ್ವ. ಸೂ. ೫-೫) ಇತಿ ॥

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಮರಸವನ್ನು (ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ) ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುವ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುತ್ಯಾದಿನ ಅಥವಾ ಸ್ತುತ್ಯಾದಿನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ (ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ) ಅಧ್ವರ್ಯುವು **ದೇವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಭ್ಯೋ ಹೋತರನುಬ್ರೂಹಿ** ಎಂದು ಪ್ರೈಷಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಹೋತೃವು ಪ್ರಾತರನುವಾಕಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು—**ದೇವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಭ್ಯೋ ಹೋತರನುಬ್ರೂಹೀತ್ಯಾಹಾಧ್ವರ್ಯುಃ** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೨-೧೫) ಎಂದು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾತರನುವಾಕ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿರುವವು. ಅದರ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವೆವು.

ಪ್ರಾತರನುವಾಕಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಹೋತೃವು ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವೆವು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಋತ್ವಿಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಇತರ ಋತ್ವಿಜ ರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಆಗಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಷಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯುವು ಹೋತೃವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ-**ದೇವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಭ್ಯೋ ಹೋತರನುಬ್ರೂಹಿ**-ಎಲೈ ಹೋತೃವೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾತರನು ವಾಕಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ಹೋತೃವು ಆಗ್ನೀಧ್ರವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಜ್ಯಾಹುತಿಯನ್ನೂ, ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಜ್ಯಾಹುತಿ ಗಳನ್ನೂ ವಿಧ್ಯುಕ್ತಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡುವನು. ಬಳಿಕ ಹವಿರ್ಧಾನವೆಂಬ (ಸೋಮದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳ) ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವದ್ವಾರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗಾಡಿಗಳ ನೊಗದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊದಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವನು—

ಆಪೋ ರೇವತೀಃ ಕ್ಷಯಥಾ ಹಿ ವಸ್ವಃ ಕ್ರತುಂ ಚ ಭದ್ರಂ ಬಿಭೃಥಾಮೃತಂ ಚ ।
ರಾಯಶ್ಚ ಸ್ಥ ಸ್ವಪತ್ಯಸ್ಯ ಪತ್ನೀಃ ಸರಸ್ವತೀ ತದ್ಗೃಣತೇ ವಯೋ ಧಾತ್ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೩೦-೧೨)

ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿ, ಉಷಸ್ಸು, ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಇವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾತರನುವಾಕಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವನು. ಇವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗ್ನೇಯಕ್ರತುವೆಂದೂ, ಉಷಸ್ಸನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಷಸ್ಯಕ್ರತುವೆಂದೂ, ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ವಿನಕ್ರತುವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಯತ್ರೀ, ಅನುಷ್ಟುಪ್, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಬೃಹತೀ, ಉಷ್ಣಿಕ್, ಜಗತೀ, ಪಂಕ್ತಿ; ಎಂಬ ಏಳು ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಏಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿರುವವು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೂ ಪಠಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ (ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವುದೆಂದು ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ) ಉಪಾಂಶುಸ್ವರ, ಮಂದ್ರಸ್ವರ ಮುಂತಾದ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾತರನುವಾಕಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವ ಆಗ್ನೇಯಕ್ರತುವಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವು ಸೇರಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವೆವು.

ಈಗ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವದೇವಗ್ರಹಾನಂತರ ಹೋತೃವು ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ **ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ** ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸೂಕ್ತದ ಮಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರಾತಸ್ಸವನವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಲತೆಯ ರಸವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಆ ರಸದಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಮಂತ್ರವಿಧಾನದಿಂದ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಯಜಮಾನನೂ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳೂ ಪಾನ ಮಾಡುವರು. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಪ್ತಸೋಮಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ **ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ, ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ, ಉಕ್ಥ್ಯ, ಷೋಡಶೀ, ಅತಿರಾತ್ರ, ಅಪ್ತೋರ್ಯಾಮ, ವಾಜಪೇಯ** ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೂಪವಾದುದು. ಎಂದರೆ ಈ ಯಾಗವು ಉಳಿದ ಸೋಮಯಾಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವುದು ಇದು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉಳಿದ ಆರು ಸೋಮಯಾಗಗಳಾಗುವವು. ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಿವರಣೆಯು ಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತೆಯ ಆರನೆಯ ಕಾಂಡದ ೧-೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯಾಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಪಾರಿಭಾಷಿಕಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯು ಆವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರಂಥವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದಲೂ, ಯಾಗಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು—

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಸ್ವರೂಪಸಂಗ್ರಹವು—

ಅಥಾಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸಂಸ್ಥೇನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮೇನ ಯಾಜಯೇತ್ ।
ಸ ಪೂರ್ವಮೃತ್ವಿಜೋ ವೃತ್ವಾ ದೇವಭೂಮಿವಿನಿಶ್ಚಯೇ ॥

ದೀಕ್ಷಣೀಯಾಂ ನಿರ್ವಪೇತ್ಸಾಪಿ ಪತ್ನೀಸಂಯಾಜಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಕೃತೇ ಪ್ರಾಚೀನವಂಶೇಽಥ ಸಂಸ್ಕಾರಾ ವಪನಾದಯಃ ॥

ಹುತ್ವಾ ದೀಕ್ಷಾಹುತೀಃ ಕಾರ್ಯಾ ದೀಕ್ಷಾ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾದಿಭಿಃ ।
ದೀಕ್ಷಿತೋ ನಿಯಮೈರ್ಯುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಕ್ಷೀರವ್ರತಾದಿಭಿಃ ॥

ದ್ವಾದಶಾಹಂ ದೀಕ್ಷಿತೋಽಥ ಭಿಕ್ಷಿತ್ವಾ ದ್ರವ್ಯಮಾನಯೇತ್ ।
ಸೋಮಂ ಚರ್ಮಣ್ಯವಸ್ಥಾಯ ವಿವಸೇತ್ಸೋಮವಿಕ್ರಯೀ ॥

ಶಂಯ್ವಂತಾ ಪ್ರಾಯಣೀಯಾ ಸ್ಯಾದ್ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ಕ್ರಯಣೀಪದಂ ।
ಕ್ರೀತ್ವಾ ಸೋಮಂ ರಥೇ ಕ್ಷಿಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಾಗ್ರೇ ಸಮಾನಯೇತ್ ॥

ಆತಿಥ್ಯಾಂ ನಿರ್ವಪೇತ್ಸೋಮಮಾಸಂದ್ಯಾಮುಪಸಾದಯೇತ್ ।
ಆತಿಥ್ಯೇಷ್ಟಿರಿಡಾಂತಾ ಸ್ಯಾತ್ತಾನೂನಪ್ತ್ರಮುವದ್ಯತಿ ॥

ದೀಕ್ಷಾಮವಾಂತರಾಮೇತಿ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯೋಪಸದೋಃ ಕೃತಿಃ ।
ದಿನತ್ರಯೇ ತತ್ಕೃತಂ ಸ್ಯಾದ್ವೇದಿರ್ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ಭವೇತ್ ॥
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ಪದದೀರ್ಘೈಷಾ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಾತ್ಪೂರ್ವತಃ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಮುದ್ವಾಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದುತ್ತರವೇದಿತಃ ॥

ಶಕಟೇ ದ್ವೇ ಹವಿರ್ಧಾನೇ ಹವಿರ್ಧಾನಂ ಚ ಮಂಡಪಂ ।
ಪಶ್ಚಾತ್ಸದಸ್ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ನಿಖಾತೌದುಂಬರೀ ಮಿತಾ ॥

ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾನಸೋಽಧಸ್ತಾದ್ಗರ್ತಾನುಪರವಾನ್ ಖನೇತ್ ।
ವಿಧಾಯ ಫಲಕಾಮ್ಯಾಂತಾನಗ್ರೇ ಕುರ್ಯಾನ್ಮೃದಾ ಖರಂ ॥

ನಿರ್ವಪೇದ್ಧಿಷ್ಣ್ಯಗಾನಗ್ನೀಷೋಮೀಯಂ ಪಶುಮಾಚರೇತ್ ।
ಪ್ರಯುಜ್ಯೋಚಿತಪಾತ್ರಾಣಿ ದರ್ಶವತ್ಸರ್ವಮಾಚರೇತ್ ॥

ಆಜ್ಯಮಾಸಾದಿತೇ ವೇದ್ಯಾ ಅಂತೇ ಯೂಪಂ ಸಮುಚ್ಛ್ರಯೇತ್ ।
ಯೂಪಸ್ಯೋಚ್ಛ್ರಯಣಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಸಮಾಪಯ್ಯ ಪಶುಂ ತತಃ ॥

ನೈಸರ್ಜನಾನಿ ಹುತ್ವಾಗ್ನಿಂ ಸೋಮಂ ಗ್ರಾವಾದಿ ಚಾನಯೇತ್ ।
ಹವಿರ್ಧಾನೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಗೃಹ್ಣೀಯಾದ್ವಸತೀವರೀಃ ॥

ಪ್ರಯುಂಜ್ಯಾತ್ಸೋಮಪಾತ್ರಾಣಿ ಮಹಾರಾತ್ರೇ ಖರಾದಿಷು ।
ಗ್ರಾವಸ್ತುತ್ಸ್ಥಾಪಿತೇ ಸೋಮೇ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಧ್ವನಿನಃ ಪುರಾ ॥

ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಾತರನುವಾಕಾರ್ಥಮುಪಾಕರಣಮಾದರಾತ್ ।
ವಸತೀವರ್ಯಪಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪ್ರಚಾರಃ ಸ್ಯಾದ್ದಧಿಗ್ರಹೇ ॥

ಉಪಾಂಶ್ವದಾಭ್ಯೌ ಹುತ್ವಾಥೋ ಮಹಾಭಿಷವಮಾಚರೇತ್ ।
ಉಪಾಂಶುಮಂತರ್ಯಾಮಂ ಚ ಹುತ್ವಾ ರಿಕ್ತಂ ತು ಸಾದಯೇತ್ ॥

ಅಥೈಂದ್ರವಾಯವಂ ಪಾತ್ರೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸಾದಯೇತ್ ಖರೇ ।
ಯೋ ಮೈತ್ರಾವರುಣಸ್ತಂತು ಶ್ರೀಣಾತಿ ಪಯಸಾ ಗ್ರಹಂ ॥

ಶುಕ್ರಃ ಶೃತೋ ಹಿರಣ್ಯೇನ ಶೃತೋ ಮನ್ಥೀ ತು ಸಕ್ತುಭಿಃ ।
ಗೃಹೀತ್ವಾಗ್ರಯಣಂ ಗೃಹ್ಣಾತ್ಯತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾಭಿಧಗ್ರಹಾನ್ ॥

ಗೃಹೀತ್ವೋಕ್ಥ್ಯಂ ಧ್ರುವೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಪವಮಾನಗ್ರಹಾಸ್ತ್ರಯಃ ।
ಪೂತಭೃದ್ದ್ರೋಣಕಲಶೋಽಪರಶ್ಚಾಧವನೀಯಕಃ ॥

ತೇ ಬಹಿಷ್ಪವಮಾನಾಯ ಪ್ರಸರ್ಪಂತ್ಯತ್ರ ಪಂಚ ತೇ ।
ಗೃಹೀತ್ವಾಶ್ವಿನಮಾಗ್ನೇಯಪಶೋಃ ಕುರ್ಯಾದುಪಾಕೃತಿಂ ॥

ಸವನೀಯಪುರೋಡಾಶೈಶ್ಚರಿತ್ವಾ ಹ್ಯೈಂದ್ರವಾಯವಂ ।
ಹುತ್ವಾ ಗ್ರಹಂ ದ್ವಯೋರ್ಮೈತ್ರಾವರುಣಾಶ್ವಿನಯೋರ್ಹುತಿಃ ॥

ಶುಕ್ರಮನ್ಥ್ಯಾದಿಕಾನ್ ಹುತ್ವಾ ಚಮಸಾನಪಿ ಜುಹ್ವತಿ ।
ಸಂರಕ್ಷ್ಯರ್ತುಗ್ರಹೈಂದ್ರಾಗ್ನಂ ಸೋಮಪ್ರತಿಗರಸ್ತತಃ ॥

ಆಜ್ಯಸ್ತೋತ್ರೇಭ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಮಾಧ್ಯಂದಿನೇ ತು ಸವನೇ ಪುರೋಡಾಶಃ ಪಶೋರ್ಭವೇತ್ ॥

ಗ್ರಹೋ ಮರುತ್ವತೀಯಃ ಸ್ಯಾತ್ಪವಮಾನೇನ ಸಂಸ್ತುತಿಃ ।
ದಧಿಘರ್ಮೇ ಹುತೇ ದದ್ಯಾದ್ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ತೇ ಯಥಾಯಥಂ ॥

ಮರುತ್ವತೀಯಾಂಸ್ತಾನ್ ಹುತ್ವಾ ಮಾಹೇಂದ್ರೇಣ ಸಮಾಪ್ಯತೇ ।
ತೃತೀಯಸವನಾರಂಭ ಆದಿತ್ಯಗ್ರಹಮಾಚರೇತ್ ॥

ಆರ್ಭವೇನ ಸ್ತುವೀತಾಥೋ ಪಶ್ವಂಗೈಃ ಪ್ರಚರತ್ಯಯಂ ।
ಸಾವಿತ್ರವೈಶ್ವದೇವಾಖ್ಯೌ ಗ್ರಹೌ ಸೌಮಚರುಸ್ತಥಾ ॥

ಪಾತ್ನೀವತಗ್ರಹಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞೀಯಸಂಸ್ತವಃ ।
ಆಗ್ನಿಮಾರುತಶಸ್ತ್ರಂ ಸ್ಯಾದ್ಗೃಹ್ಣೀಯಾದ್ಧಾರಿಯೋಜನಂ ॥

ಸಮಾಪ್ತೇ ಸವನೇ ಪಶ್ಚಾತ್ಕುರ್ಯಾದವಭೃಥಂ ತತಃ ।
ಕುರ್ಯಾದುದಯನೀಯೇಷ್ಟಿಮನೂಬಂಧ್ಯಾಂ ಯಜೇತ ಗಾಂ ॥

ದೇವಿಕಾ ನಿರ್ವಪೇದ್ದೇವಸುವಾಮಪಿ ಯಜೂಂಷ್ಯಥ ।
ಉದ್ವಾಸ್ಯ ವೇದಿಮಾಗ್ನೇಯಮಿಷ್ಟ್ವಾಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ॥ ಇತಿ ॥

ಇದು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದ ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿವರಣೆಯು. ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ಹನ್ನೆರಡು ಶಸ್ತ್ರಗಳೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವವು. ಇತರ ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾದಿ ಸೋಮಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಯಜಮಾನನು

ಒಬ್ಬನೂ, ಹದಿನಾರು ಜನ ಋತ್ವಿಜರೂ ಇರುವರು. ಕೆಲವು ಸೋಮಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯಜಮಾನರೂ ಅಧಿಕಸಂಖ್ಯೆಯ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳೂ ಇರುವರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಿ ಮಾಡುದ ಇಂತಹ ಸೋಮಯಾಗಕ್ಕೆ **ಸತ್ರ**ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಸತ್ರಯಾಗವೂ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವುದು. ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಧ. ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧ. ಸಂವತ್ಸರಾತ್ಮಕವಾದ ಸತ್ರಗಳು **ಗವಾಮಯನ, ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಯನ, ಅಂಗಿರಸಾಮಯನ** ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುವವು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಗವಾಮಯನವೇ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವುದು.

ಅಭಿಪ್ಲವ—ಆರು ದಿನಗಳಪರ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಸೋಮಯಾಗಕ್ಕೆ ಷಡಹವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಎರಡು ವಿಧ—ಅಭಿಪ್ಲವ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠ್ಯ ಎಂದು. ಈ ಅಭಿಪ್ಲವ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠ್ಯ ಯಾಗಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಶ್ವಲಾಯನಮಹರ್ಷಿಗಳು—**ಉಭಯತೋಜ್ಯೋತಿಃ ಷಡಹಃ** ಮತ್ತು **ಅಂತರತೋಜ್ಯೋತಿಃ ಷಡಹಃ** ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಎಂದರೆ ಷಡಹಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೂ ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ಯಾಗವನ್ನು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಥ್ಯವೆಂಬ ಸೋಮಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಯಾಗವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ಲವಷಡಹವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪೃಷ್ಠ್ಯಷಡಹವೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮದಂತೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಥ್ಯಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಸೋಮಯಾಗವಿಶೇಷವು.

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುವ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುತ್ಯಾದಿನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಸೋಮರಸ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳ ಪಠನೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ತುತ್ಯಾದಿನವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅರ್ಧರಾತ್ರೆ ಕಳೆದಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೋತೃವು ಪ್ರಾತರನುವಾಕಗಳೆಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾತರನುವಾಕವು, **ಆಗ್ನೇಯಕ್ರತು** (ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧವಾದ ಋಕ್ಕುಗಳು) ಉಷಸ್ಯಕ್ರತು, ಆಶ್ವಿನಕ್ರತು ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಯತ್ರೀ, ಅನುಷ್ಟುಪ್, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಬೃಹತೀ, ಉಷ್ಣಿಕ್, ಜಗತೀ, ಪಂಕ್ತಿಃ ಎಂಬ ಏಳು ವಿಧವಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಾತರನುವಾಕ ಪಠನಾನಂತರ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನವೆಂಬ ಕರ್ಮವು ನಡೆಯುವುದು. ಸವನವೆಂದರೆ, ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು. ಈ ಕರ್ಮವು ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುವುದು. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ **ಪ್ರಾತಸ್ಸವನವೆಂದೂ**, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ **ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವನವೆಂದೂ**, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ **ತೃತೀಯಸವನವೆಂದೂ** ಹೆಸರು.

ಈ ಮೂರು ಸವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹನ್ನೆರಡು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 652ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೇವೆ.

ಪ್ರಾತರನುವಾಕಮಂತ್ರಪಠನಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ **ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದಷ್ಟೆ. ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಸೂಕ್ತವಾದ **ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ** ಎಂಬ

ಒಂಭತ್ತು ಋಕ್ಕಿನ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾದ **ಅಶ್ವಿನಾ ಯಜ್ವರೀರಿಷಃ** ಎಂಬ ಹನ್ನೆರಡು ಋಕ್ಕುಗಳ ಸೂಕ್ತವನ್ನು **ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರ**ವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಪಠನಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋತೃವು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಕ್ರಮವು ಈರೀತಿ ಇದೆ—**ವಾಯು, ಇಂದ್ರವಾಯೂ, ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ, ಅಶ್ವಿನೌ, ಇಂದ್ರಃ, ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ, ಸರಸ್ವತೀ** ಎಂಬ ಏಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗೂ **ತೃಚ**ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಮೂರು ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳಿವೆ. **ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂಭತ್ತು ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ವಾಯುವನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರುವರೆಗಿನ ಋಕ್ಕುಗಳು ಇಂದ್ರ ವಾಯುಗಳನ್ನೂ, ಏಳರಿಂದ ಒಂಭತ್ತುವರೆಗಿನ ಋಕ್ಕುಗಳು ಮಿತ್ರಾವರುಣರನ್ನೂ, ಮುಂದಿನ **ಅಶ್ವಿನಾ ಯಜ್ವರೀರಿಷಃ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕ ರಿಂದ ಆರರವರೆಗಿನ ಋಕ್ಕುಗಳು ಇಂದ್ರನನ್ನೂ, ಏಳರಿಂದ ಒಂಭತ್ತರವರೆಗಿನ ಋಕ್ಕುಗಳು ವಿಶ್ವೇದೇವರನ್ನೂ ಒಂಭತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗಿನ ಋಕ್ಕುಗಳು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಎರಡು ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಏಳು ತೃಚ (ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು) ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಏಳು ದೇವತೆಗಳ ಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋತೃವು ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ ಏರಡನೆಯದಾದ ಪ್ರಉಗಶಸ್ತ್ರವನ್ನು (ಉದ್ಗಾತೃವು ಆಜ್ಯಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಗಾನಮಾಡಿದಕೂಡಲೇ) ಪಠಿಸುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ಈ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಸೂಕ್ತಗಳ ವಿನಿಯೋಗವು.

ಈ ವಿನಿಯೋಗಕ್ರಮವು ಐತರೇಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ **ಗ್ರಹೋಕ್ಥಂ** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೩-೧) ಎಂಬ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಆಶ್ವಲಾಯನರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಸ್ತೋತ್ರಮಗ್ರೇ ಶಸ್ತ್ರಾತ್** (ಆಶ್ವ.ಸೂ. ೫-೧೦) ಎಂಬ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು—**ವಾಯೋ ವಾಯವ್ಯೈಂದ್ರವಾಯವಮೈತ್ರಾವರುಣಾಸ್ತೃಚಾಃ ಅಶ್ವಿನಾ ದ್ವಾದಶಾಶ್ವಿನೈಂದ್ರವೈಶ್ವದೇವಸಾರಸ್ವತಾಸ್ತೃಚಾಃ ಸಪ್ತೈತಾಃ ಪ್ರಉಗದೇವತಾಃ** ಎಂದರೆ **ವಾಯವಾಯಹಿ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯಂತೆ **ವಾಯು, ಇಂದ್ರವಾಯೂ, ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ** ಎಂಬ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳೂ **ಅಶ್ವಿನಾಯಜ್ವರೀರಿಷಃ** ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮೂರು ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳಿಗೆ **ಅಶ್ವಿನಾ, ಇಂದ್ರಃ, ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ, ಸರಸ್ವತೀ** ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗಳೂ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಈ ಏಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಉಗದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ವಾಯವಾಯಾಹಿ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿಯಾದ ಮಧುಚ್ಛಂದನೆಂಬುವನೇ ಋಷಿಯು. ಹಿಂದಿನ ಸೂಕ್ತದಂತೆ ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿಯೇ ಛಂದಸ್ಸು. ಈ ಸೂಕ್ತದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ವಾಯುದೇವತಾಕವಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಋಕ್ಕು ವಾಯುದೇವತೆಯ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಎಂಬ ಋಕ್ಕು. ಎರಡನೆಯ ತೃಚದ ಮೊದಲನೆಯ ಋಕ್ಕು ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಋಕ್ಕು ಇಂದ್ರವಾಯೂ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವು. ಇದನ್ನು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೇ—**ವಾಯವ್ಯಾ ಪೂರ್ವಾ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯೈಂದ್ರವಾಯವ್ಯುತ್ತರಾ** (ಐ. ಬ್ರಾ. ೨-೨೯) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಆಶ್ವಲಾಯನರೂ ಸಹ ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ—**ವಾಯವಾಯಾಹಿ ದರ್ಶತೇಂದ್ರವಾಯೂ ಇಮೇ ಸುತಾ ಇತ್ಯನುವಾಕ್ಯೇ**—(ಆಶ್ವ. ಸೂ. ೫-೫) ಎಂದರೆ **ವಾಯವಾಯಾಹಿ ದರ್ಶತ** ಎಂಬ ಋಕ್ಕೂ **ಇಂದ್ರವಾಯೂ ಇಮೇ ಸುತಾಃ** ಎಂಬ ಋಕ್ಕೂ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾ ಎಂಬ ಋಕ್ಕುಗಳು ಎಂದು ಈ ಋಕ್ಕುಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

ಸೂಕ್ತ ೨.

॥ ಮಂಡಲ—೧ ॥ ಅನುವಾಕ—೧ ॥ ಸೂಕ್ತ—೨ ॥

॥ ಅಷ್ಟಕ—೧ ॥ ಅಧ್ಯಾಯ—೧ ॥ ವರ್ಗ—೩-೪ ॥

ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಋಕ್ಸಂಖ್ಯೆ ೧–೯

ಋಷಿಃ—ಮಧುಚ್ಛಂದಾ ವೈಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ।

ದೇವತಾ—೧–೩ ವಾಯುಃ ॥ ೪–೬ ಇಂದ್ರವಾಯೂ ॥

೭–೯ ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ।

ಛಂದಃ—ಗಾಯತ್ರೀ ।

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ವಾಯವಾ ಯಾಹಿ ದರ್ಶತೇಮೇ ಸೋಮಾ ಅರಂಕೃತಾಃ ।
ತೇಷಾಂ ಪಾಹಿ ಶ್ರುಧೀ ಹವಂ ॥ ೧ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ವಾಯೋ ಇತಿ । ಆ । ಯಾಹಿ । ದರ್ಶತ । ಇಮೇ । ಸೋಮಾಃ । ಅರಂಽಕೃತಾಃ ॥
ತೇಷಾಂ । ಪಾಹಿ । ಶ್ರುಧಿ । ಹವಂ ॥ ೧ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ದರ್ಶತ ಹೇ ದರ್ಶನೀಯ ವಾಯೋ ಕರ್ಮಣ್ಯೇತಸ್ಮಿನ್ನಾ ಯಾಹಿ । ಆಗಚ್ಛ । ತ್ವದರ್ಥಮಿಮೇ ಸೋಮಾ ಅರಂಕೃತಾಃ । ಅಭಿಷವಾದಿಸಂಸ್ಕಾರೋಽಲಂಕಾರಃ । ತೇಷಾಂ ತಾನ್ಸೋಮಾನ್ । ಯದ್ವಾ । ತೇಷಾಮೇಕದೇಶಮಿತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರಃ । ಪಾಹಿ । ಸ್ವಕೀಯಂ ಭಾಗಂ ಪಿಬೇತ್ಯರ್ಥಃ । ತತ್ಪಾನಾರ್ಥಂ ಹವಮಸ್ಮದೀಯಮಾಹ್ವಾನಂ ಶ್ರುಧಿ । ಶೃಣು । ಅತ್ರ ಯಾಸ್ಕಃ । ವಾಯವಾಯಾಹಿ ದರ್ಶನೀಯೇಮೇ ಸೋಮಾ ಅರಂಕೃತಾ ಅಲಂಕೃತಾಸ್ತೇಷಾಂ ಪಿಬ ಶೃಣು ನೋ ಹ್ವಾನಂ । ನಿ. ೧೦-೨ । ಇತಿ । ದರ್ಶತೇತ್ಯತ್ರ ಭೃಮೃದೃಶೀತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರೇಣ । ಉ. ೩-೧೧೦ । ಅತಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಔಣಾದಿಕಃ । ಚಿತ್ತ್ವಾ-

ದಂತೋತ್ತರಸ್ಯಾಮಂತ್ರಿತಾನುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಅರ್ತಿಸ್ತುಸ್ಸಿತ್ಯಾದಿನಾ । ಉ. ೧-೧೩೯ । ಮನ್ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಸ್ಯ ಸೋಮಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿತ್ಸ್ವರಃ । ಅಲಮಿತ್ಯತ್ರ ಛಾಂದಸೋ ರೇಫಾದೇಶಃ । ಅರಂಕೃತಶಬ್ದೇ ಸಮಾಸಾಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ಪಾ. ೬-೧-೨೨೩ । ಬಾಧಿತ್ವಾವ್ಯಯಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರಪ್ರಾಪ್ತೌ । ಪಾ. ೬-೨-೨ । ಭೂಷಣೇಽಲಂ । ಪಾ. ೧-೪-೬೪ । ಇತ್ಯಲಂಶಬ್ದಸ್ಯ ಗತಿಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಗತಿಕಾರಕೇತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೬-೨-೧೩೯ । ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತದಪವಾದತ್ವೇನ ಗತಿರನಂತರಃ । ಪಾ. ೬-೨-೪೯ । ಇತಿ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವಂ । ನಿಪಾತತ್ವಾದಲಂಶಬ್ದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ಪಾಹೀತ್ಯತ್ರ ಪಿಬಾದೇಶಾಭಾವಶ್ಛಾಂದಸಃ । ಶ್ರುಧೀತ್ಯತ್ರ ಶ್ರುಶೃಣ್ವಿತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೬-೪-೧೦೨ । ಹೇರ್ಧಿಭಾವಃ । ತಿಙಂತಾದುತ್ತರಸ್ಯ ನಿಘಾತೋ ನಾಸ್ತಿ । ಸೇರ್ಹ್ಯಪಿಚ್ಚ । ಪಾ. ೩-೪-೮೭ । ಇತಿ । ಪಿತ್ತ್ವನಿಷೇಧಾದನುದಾತ್ತೇ ನಿವಾರಿತೇ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರಃ । ಹವಮಿತ್ಯತ್ರ ಹ್ವಯತಿಧಾತೋರ್ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ । ಪಾ. ೬-೧-೩೪ । ಇತಿ ಸಂಪ್ರಸಾರಣೇ ಸತ್ಯುಕಾರಾಂತತ್ವಾದೃದೋರಪ್ । ಪಾ. ೩-೩-೫೭ । ಇತ್ಯಪ್ಪ್ರತ್ಯಯಃ । ತಸ್ಯ ಪಿತ್ತ್ವಾದನುದಾತ್ತೇ ಸತಿ ಧಾತುಸ್ವರಃ ಶಿಷ್ಯತೇ । ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರುಧೀತ್ಯಸ್ಯಾನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ । ಪಾ. ೬-೩-೧೩೭ । ಇತಿ ದೀರ್ಘಃ ॥

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ದರ್ಶತ—ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುವ ಎಂದರೆ ಸುಂದರಾಕಾರನಾಗಿರುವ । (ಹೇ) **ವಾಯೋ**—ಎಲೈ ವಾಯುವೇ । **ಆ ಯಾಹಿ**— (ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ) ಬಾ । **ಇಮೇ ಸೋಮಾಃ**—ಈ ಸೋಮರಸವು (ಪಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸೋಮರಸವು) । **ಅರಂಕೃತಾಃ**—ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ (ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವುವು) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. (ಪಾನಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುವು) । **ತೇಷಾಂ**—ಆ ಸೋಮರಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಸೋಮರಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಾಗವನ್ನು । **ಪಾಹಿ**—ಪಾನಮಾಡು । **ಹವಂ**—(ಸೋಮಪಾನಾರ್ಥವಾಗಿ) ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು (ಕರೆಯುವುದನ್ನು) । **ಶ್ರುಧಿ**—ಕೇಳು.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ವಾಯುವೇ, ನಿನ್ನ ಆಕಾರವು ಬಹುಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದು ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಂತ್ರಪಠನಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಪಾನಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆವು. ನಾವು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನಮಾಡು.

English Translation.

Come hither, O handsome Vayu, these soma-draugths are prepared; drink of them, hear our invocation.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಸೋಮಾಃ—ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಿಚಾರವಾದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲವೆಲ್ಲವೂ ಸೋಮದ ಸ್ತುತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮಸಂಬಂಧವಾದ ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪಶುಮಾತ್ರ (ಆಡು). ಸ್ತೋತ್ರಶಸ್ತ್ರಾದಿಮಂತ್ರಪಠನದಿಂದ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸೋಮವನ್ನು ಮೂರು ಸವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದು ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಯಜಮಾನನೂ ಋತ್ವಿಜರೂ ಪಾನಮಾಡುವರು. ಇತರ ಸೋಮಯಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಡನೆ ಇದೇ ಕ್ರಮವು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

ಈಗ ಸೋಮವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಮವು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಲತಾವಿಶೇಷವು (ಬಳ್ಳಿಯು). ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿನಮೇಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜುವರು. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ **ಅದ್ರಿ** ಎಂದು ಹೆಸರು. (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೩೦-೨ ; ೧-೧೩೫-೫ ; ೧-೧೩೭-೧, ೩ ; ೨-೩೬-೧ ; ೯-೧೧-೫ ಇತ್ಯಾದಿ) **ಗ್ರಾವಾ** ಎಂತಲೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. (ಋ. ಸಂ. ೧-೨೮-೧ ; ೧-೮೩-೬ ; ೩-೪೨-೨ ; ೯-೮೦-೪ ; ೯-೮೨-೩ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ **ಉಲೂಖಲ** ವೆಂದೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು. (ಋ. ಸಂ. ೧-೨೮-೧ ರಿಂದ ೬)

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲತೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ರಸವು ಬಭ್ರುವರ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದೆಂತಲೂ (ಋ.ಸಂ. ೯-೧೧-೪ ; ೯-೩೧-೫ ; ೯-೩೩-೨ ; ೯-೬೩-೪ ; ೯-೯೮-೭ ; ೯-೧೦೭-೧೯ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅರುಣ (ಸ್ವಲ್ಪಕೆಂಪು) ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದೆಂತಲೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೪೦-೨ ; ೯-೪೫-೩ ; ೯-೭೮-೪ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅರುಷವರ್ಣವೆಂತಲೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೬೧-೨೧ ; ೯-೮೨-೧ ; ೯-೧೧೧-೧ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹರಿದ್ವರ್ಣವೆಂತಲೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೩-೯ ; ೯-೬೫ ೮ & ೧೨ ; ೯-೬೬-೨೬ ; ೯-೮೨-೧ ; ೯-೧೧೧-೧ ಇತ್ಯಾದಿ) ಶೋಣವರ್ಣ (ಕೆಂಪು) ವೆಂತಲೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೯೭-೧೩) ಶುಕ್ರ (ಬಿಳಿ) ವರ್ಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂತಲೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೯೭-೩೨ ; ೯-೧೦೯-೩; ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವರು.

ಇದರ ವಾಸನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧುರ (ಸುರಭಿ) ಯಾಗಿದೆಯೆಂತಲೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೯೭-೧೯ ; ೯-೧೦೭-೨) ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆಯೆಂತಲೂ (ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ, ಸ್ವಾದು, ಮಧು, ಮಧುವತ್) (ಋ. ಸಂ. ೯-೧-೧ ; ೯-೨-೯ ; ೯-೧೮-೨ ; ೯-೩೦-೫ ; ೯-೫೬-೪) ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಇದು ಹುಳಿವಾಸನೆಯಿಂದಕೂಡಿ ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಗುವುದೆಂದು ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. (ಶ. ಬ್ರಾ. ೪-೧-೩-೬, ೮) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಮನವನ್ನು ಕೆಲವುವೇಳೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ (ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೨-೬ ಮತ್ತು ಶ. ಬ್ರಾ. ೫-೫-೪-೯ ; ೧೨-೭-೧-೧೧)

ಪ್ರೊ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರವರು ಧೂರ್ತಸ್ವಾಮಿಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಮವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಇದರ ರಸವು ಹಾಲಿನಂತೆ ಹೊರಡುವುದು. ಈ ಬಳ್ಳಿಯು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟುಗಾತ್ರವಿರುವುದು ಅನೇಕ ಗೆಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಆಡು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುವುವು—ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರ ರಸವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಂಡಿದಾಗ ಮಧುರವಾಗಿಯೂ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವುದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದು.

ಈ ಸೋಮಲತೆಯು ಇಂಡಿಯಾದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. (Zend Avasta) ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹೋಮ (Homa or Haoma) ಎಂಬ ವನಸ್ಪತಿಯು ಈ ಸೋಮವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. Schindler ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರಪಂಡಿತನು ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲತೆಯು ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಸುಮಾರು ೭೦೦೦ ಅಡಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳುವನು. ಇದು ಸುಮಾರು ೪ ಅಡಿಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಇದರ ಕಾಂಡವು ದುಂಡಾಗಿಯೂ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಬಿಳುಪುಮಿಶ್ರವಾದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟುಗಾತ್ರ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವುದು ಎಲೆಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬಿಳುಪಾಗಿಯೂ ಸಣ್ಣನಾಗಿಯೂ ಇರುವುವು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುವುವು. ಗಿಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಬೀಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ (ಜೋಳದಂತಿರುವ) ಗೊಂಚಲು ಇರುವುದು. ಇದರ ರಸವು ಹಸರುಮಿಶ್ರವಾದ ಬಿಳುಪಾಗಿರುವುದು. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ರಸದ ಬಣ್ಣವು ಹಳದೀಮಿಶ್ರವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ (ಬಭ್ರು) ವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದು. ದೊಡ್ಡಮರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಲತೆಯಂತೆ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಣ್ಣುಗಳಿರುವವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತನು ಹೇಳುವ ವರ್ಣನೆಗೂ ಪ್ರೊ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಆಯುರ್ವೇದಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರ್ಣನೆಗೂ ವಿಶೇಷಸಾದೃಶ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಲತೆಯು ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ನದೀತೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸೋಮವನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ತಂದ ವರ್ಣನೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಇದೆ. (ಋ. ಸಂ. ೧-೯೩-೬; ೩-೪೮-೨; ೫-೩೬-೨; ೫-೪೩-೪: ೫-೮೫-೨; ೯-೧೮-೧; ೯-೪೬-೧; ೯-೭೧-೪; ೯-೮೨-೩; ೯-೮೮-೯. ಅಥರ್ವ ಸಂ. ೩-೨೨-೧೦ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮೌಜವತವೆಂಬ ಪರ್ವತವು ಸೋಮಲತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೩೪-೧; ಅಥ. ಸಂ. ೫-೨೨-೫; ವಾ. ಸಂ. ೩-೬೧; ನಿರುಕ್ತ. ೯-೮; ಶ. ಬ್ರಾ. ೨-೬-೨-೧೭, ೧೮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅವೆಸ್ತಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಮವು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ತರಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶರ್ಯಣಾವತ್ ಎಂಬ ಸರೋವರದ ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮಲತೆಯು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. (ಋ. ಸಂ. ೮-೭-೨೯; ೮-೬೪-೧೧; ೯-೬೫-೨೨: ೯-೧೧೩-೧ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೀಕ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ (ಋ. ಸಂ. ೮-೭-೨೯; ೮-೬೪-೧೧: ೯-೬೫-೨೩; ೯-೧೧೩-೨) ಪಸ್ತ್ಯಾ ಎಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೬೫-೨೩) ಐದು ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೬೫-೨೩; ೯-೯೨-೩; ೯-೧೦೧-೯) ಸುಷೋಮ ಎಂಬ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಋ. ಸಂ. ೮-೭-೨೯; ೮-೬೪-೧೧) ಸೋಮವು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಡೆಯದಾದ ಸುಷೋಮ — ಎಂದರೆ ಸು+ಸೋಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೋಮವು ಸಿಕ್ಕುವ ಸ್ಥಳವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಷೋಮವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಋಗ್ವೇದಕಾಲಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪಂಜಾಬು ದೇಶದ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನದೀತೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಮವು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಲತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಲತೆಯಷ್ಟು ರಸವು ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಆ ಲತೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಋ. ಸಂ. ೯-

೬೩-೪ ; ೯-೭೪-೯ ; ೯-೭೯-೪, ೯-೮೦-೫ ; ೯-೮೨-೫ ; ೯-೮೩-೫ ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಯಾಯನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಲತೆಯಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂಬ ಮಂದರಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಋ. ಸು. ೧-೨೮-೯; ೩-೩೧-೧೬; ೩-೩೬-೭; ೮-೩೩-೧; ೯-೩-೯; ೯-೬-೩ ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ಮಂದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಯ ತುಬಟವನ್ನು (ಅಣ್ವ) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಣ್ವ- ಋ. ಸಂ. ೯-೧೬-೨; ಅಣ್ವಾನಿ ಮೇಷ್ಯಃ- ಋ. ಸಂ. ೯-೮೬-೪೭; ೯-೧೦೭-೧೧ ; ಅವಯುಃ ಋ. ಸಂ. ೨-೩೬-೧; ೯-೮೬-೧೧: ಮೇಷ್ಯ ಋ. ಸಂ. ೯-೮-೫ ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ತುಬಟವನ್ನು ಹೊಸೆದು ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಮ ಹ್ವರಾಂಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. (ಋ. ಸ. ೯-೩-೨; ೯-೬೩ ೪ ; ೯-೧೦೬-೧೩) ಈರೀತಿ ಶೋಧಿಸಿದ ಸೋಮರಸವನ್ನು ದನದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೋಶ (ಪಾತ್ರೆ) ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಋ. ಸಂ. ೧-೨೮-೯; ೯-೬೫-೨೫; ೯-೬೬-೨೬; ೯-೭೦-೭; ೯-೭೯-೪; ೯-೧೦೧-೧೬ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆ ರಸವನ್ನುಮತ್ತೆ ಕಲಶಗಳೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. (ಋ. ಸಂ. ೯-೬೭-೧೪; ೯-೬೭-೧೫; ೯-೭೫-೭ ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಳಿಕ ಆ ಸೋಮರಸಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರೆದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನೂ (ಋ. ಸಂ. ೯-೧-೯; ೯-೬-೭; ೯-೧೧-೨, ೫, ೭ ; ೯-೧೪-೩, ೫, ೬ ; ೯-೧೬-೬; ೯-೧೯-೨; ೯-೨೨-೭; ೯-೩೧-೫ ; ೯-೩೩-೨, ೪; ೯-೪೫-೩; ೯-೪೬-೪ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನೂ (ದಧಿ) (ಋ. ಸಂ. ೮-೨-೯; ೯-೧೧-೬; ೯-೮೧-೧ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ಯವ ಎಂಬ ಗೋಧಿಯನ್ನು (ಋ. ಸಂ. ೯-೬೮-೪) ಬೆರಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಲು ಬೆರಸಿದ ಸೋಮರಸಕ್ಕೆ ಗವಾಶಿರಸೋಮವೆಂದೂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೩೭-೧; ೧-೧೮೭-೯; ೨-೪೧-೩; ೩-೩೨-೨; ೩-೪೨-೧, ೭; ೮-೫೨-೧೦; ೮-೧೦೧-೧೦; ೯-೬೪-೨೮) ಮೊಸರು ಬೆರಸಿದ ಸೋಮರಸಕ್ಕೆ ದಧ್ಯಾಶಿರಸೋಮವೆಂದೂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೫-೫; ೧-೧೩೭-೨ ; ೫-೫೧-೭ ; ೭-೭೪-೪ ; ೯-೨೨-೩; ಇತ್ಯಾದಿ) ಯವ ಬೆರಸಿದ ಸೋಮರಸಕ್ಕೆ ಯವಾಶಿರಸೋಮವೆಂದೂ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೮೭-೯ ; ೨-೨೨-೧ ; ೩-೩೭-೭ ; ೮-೯೨-೪) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಸೋಮರಸಕ್ಕೆ ಬೆರಸುವ ಹಾಲು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಶಿರವೆಂದು ಹೆಸರು. (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೩೪-೬; ೩-೫೩-೧೪: ೮-೨-೧೦, ೧೧; ೮-೩೧-೫; ೯-೭೦-೧; ೧೦-೪೯-೧೦; ೧೦-೬೭-೬ ಇತ್ಯಾದಿ) ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚಮೂ ಎಂದು ಹೆಸರು. (ಋ.ಸಂ. ೩-೪೮-೪; ೮-೮೨-೭; ೯-೬೨-೧೫, ೧೬ ; ೯-೬೩-೨; ೯-೯೭-೨೧, ೩೭, ೪೬; ೯-೯೯-೬, ೮; ೧೦-೯೧-೧೫ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಮಸವೆಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದೂ ಕಂಡು ಬರುವುದು. (ಋ- ಸಂ. ೪-೩೫-೫; ೮-೮೨-೭; ೧೦-೧೬-೮; ೧೦-೯೬-೯ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೋಮರಸವನ್ನೂ ಆಶಿರ ಎಂಬ ಹಾಲು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಕಲಶವೆಂಬ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಋ. ಸಂ. ೯-೭೨-೧ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೋಮರಸವನ್ನುಹೇಳುವ ಸೋಮಶಬ್ದವು ಸೋಮ ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿಯೂ, ಸೋಮಾಃ ಅಥವಾ ಸೋಮಾಸಃ ಎಂದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೂಢಿಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಮರಸದ ಜತೆಗೆ ಹಾಲು ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆರಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸೋಮವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೋಮಾಃ ಎಂದು ಬಹುವಚನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೋಮಲತೆಯ ಅಥವಾ ಸೋಮರಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ದರ್ಶತೆ—ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಭೃ ಮೃ ದೃಶಿ ಯಜಿ ಪರ್ವಿ ಪಚ್ಯಮಿ ತಮಿ ನ ಮಿಹರ್ಯಿಭ್ಯೋಽತಚ್**— (ಉ. ಸೂ. ೩-೩೯೦). ಭೃಞ್ ಭರಣೇ, ಮೃಙ್ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗೇ, ದೃಶಿರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೇ, ಯಜ ದೇವ-

ಪೂಜಾದೌ, ಪರ್ವ ಪೂರಣೇ, ಡುಪಚಷ್ ಪಾಕೇ ಅವು ಗತೌ, ತಮು ಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಂ, ಣಮ ಪ್ರಹ್ವತ್ವೇ ಶಬ್ದೇ ಚ, ಹರ್ಯ ಗತಿಕಾಂತ್ಯೋಃ ಎಂಬ ಈ ಹತ್ತು ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ **ಅತಚ್** ಪ್ರತ್ಯಯು ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ದೃಶ್ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ಅತಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ದೃಶ್+ಅತ, ಗುಣ ಬಂದರೆ ದರ್ಶತ ಎಂದಾಗುವುದು. ಅತಚ್ಪ್ರತ್ಯಯವು ಚಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ **ಚಿತಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೩) ಅಂತವು ಉದಾತ್ತ ವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಉದಾತ್ತಸ್ವರಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ದರ್ಶತ ಎಂಬುದು **ಸಾಮಂತ್ರಿತಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿತವಾದ್ದರಿಂದ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ಸೋಮಃ–ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಅರ್ತಿಸ್ತು ಸು ಹುಸೃ ಧೃಕ್ಷಿಕ್ಷು ಭಾ ಯಾ ವಾ ಪದ ಯಕ್ಷ ನೀಭ್ಯೋ ಮನ್** (ಉ. ಸೂ. ೧-೧೩೭) ಋ ಗತೌ, ಷ್ಟುಞ್ ಸ್ತುತೌ, ಷುಞ್ ಅಭಿಷವೇ, ಹು ದಾನಾದನಯೋಃ, ಸೃ ಗತೌ, ಧೃಞ್ ಧಾರಣೇ, ಕ್ಷಿ ಕ್ಷಯೇ, ಟುಕ್ಷು ಶಬ್ದೇ, ಭಾ ದೀಪ್ತೌ, ಯಾ ಪ್ರಾಪಣೇ, ವಾ ಗತಿಗಂಧನಯೋಃ, ಪದ ಗತೌ, ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾಯಾಂ ಣೀಞ್ ಪ್ರಾಪಣೇ ಎಂಬ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ **ಮನ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ಷುಞ್** ಧಾತುವಿಗೆ **ಮನ್** ಪ್ರತ್ಯಯವೂ, ಷಕಾರಕ್ಕೆ **ಧಾತ್ವಾದೇಷ್ಷಃ ಸಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಸತ್ವವೂ, ಉಕಾರಕ್ಕೆ **ಸಾರ್ವಧಾತುಕಾರ್ಧಧಾತುಕಯೋಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಗುಣವೂ ಬಂದರೆ ಸೋಮ ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದು **ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಸ್ವರವನ್ನು ಎಂದರೆ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು.

ಅರಂಕೃತಾಃ— ಅಲಂ ಶಬ್ದದ ಲಕಾರಕ್ಕೆ ಛಾಂದಸವಾಗಿ ರೇಫಾದೇಶ ಬಂದು ಅರಂ ಎಂದಾಗುವುದು. ಅರಂಕೃತಶಬ್ದವು ಸಮಾಸವಾದ್ದರಿಂದ **ಸಮಾಸಸ್ಯ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೨೨೩) ಸಮಾಸದ ಅಂತವು ಉದಾತ್ತ ವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ **ತತ್ಪುರುಷೇ ತುಲ್ಯಾರ್ಥ-ತೃತೀಯಾಸಪ್ತಮ್ಯುಪಮಾನಾವ್ಯಯದ್ವಿತೀಯಾಕೃತ್ಯಾಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಲಂ ಎಂಬ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಯಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಎಂದರೆ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅಲಂಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಭೂಷಣೇಽಲಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೪-೬೪) ಭೂಷಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಲಂ ಎಂಬ ಅವ್ಯಯವು ಗತಿಸಂಜ್ಞಕವಾಗುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಗತಿಸಂಜ್ಞೆ ಇರುವುದರಿಂದ **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ಗತಿ, ಕಾರಕ, ಉಪಪದಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಕೃದಂತವು ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ (ಅಂತೋದಾತ್ತ) ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ **ಗತಿರನಂತರಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೪೯) ಕರ್ಮಣಿಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಪದವು ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ಯವಹಿತಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗತಿಸಂಜ್ಞಕಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವೇ ಬರುವುದು. ಪೂರ್ವಪದವಾದ **ಅಲಂ**ಶಬ್ದವು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ **ನಿಪಾತಾ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಾಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೮೦) ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಂಕೃತಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಬಂದರೆ ಆದಿ ಅಕಾರ ಉದಾತ್ತವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕವುಗಳಿಗೆ **ಅನುದಾತ್ತಂ ಪದಮೇಕವರ್ಜಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೫೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರಲು **ಉದಾತ್ತಾದನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರಿತಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೪-೬೬) ಎಂಬುದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಕಾರವು ಸ್ವರಿತವಾಗುವುದು. ಬಾಕಿ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು **ಸ್ವರಿತಾತ್ಸಂಹಿತಾಯಾಮನುದಾತ್ತಾನಾಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೨-೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಚಯವಾಗುವವು. **ಅರಂಕೃತಾಃ** ಎಂದಾಗುವುದು.

ಪಾಹಿ—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಾ ಧಾತುವಿಗೆ ಮಧ್ಯಮಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಸಿಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಆದೇಶ ಶಪ್ ವಿಕರಣ ಬಂದಮೇಲೆ ಪಾ ಧಾತುವಿಗೆ **ಪಾ ಘ್ರಾ ಧ್ಮಾ ಸ್ಥಾ ಮ್ನಾ ದಾಣ್ದೃಶ್ಯರ್ತಿಸರ್ತಿಶದಸದಾಂ ಪಿಬ ಜಿಘ್ರ ಧಮ ತಿಷ್ಠ ಮನ ಯಚ್ಛ ಪಶ್ಯರ್ಚ್ಛಧೌಶೀಯಸೀದಾಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೩-೭೮) ಇತ್ಸಂಜ್ಞಕವಾದ ಶಕಾರವನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಾದಿಧಾತುಗಳಿಗೆ ಪಿಬಾದ್ಯಾದೇಶಗಳು ಬರುವವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಿಬಾದೇಶ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಛಾಂದಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಬಾದೇಶ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರುಧಿ—ಎಂಬುದು ಶ್ರು ಶ್ರವಣೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮಧ್ಯಮಪುರುಷೈಕವಚನಾಂತ. ಶ್ರು ಧಾತುವಿಗೆ ಲೋಟ್ ಮಧ್ಯಮಪುರುಷೈಕವಚನ ಸಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟರೆ **ಸೇರ್ಹ್ಯಪಿಚ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೪-೮೭) ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಿ ಆದೇಶ ಬರುವುದು. **ಕರ್ತರಿ ಶಪ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೬೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದ ಶಪ್ಪಿಗೆ **ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೪-೭೩) ಎಂಬುದರಿಂದ ಲುಕ್ (ಲೋಪ) ಬರುವುದು. ಹಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ಶ್ರು ಶೃಣುಪೃಕೃವೃಭ್ಯಶ್ಛಂದಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೧೦೨) ಈ ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ **ಹಿ**ಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಿ ಆದೇಶ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಧಿ ಆದೇಶ ಬರುವುದು. ಶ್ರುಧಿ ಎಂಬುದು ತಿಙಂತವಾದರೂ **ಪಾಹಿ** ಎಂಬ ತಿಙಂತದ ಮುಂದಿರುವುದರಿಂದ **ತಿಙ್ಙತಿಙಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೨೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಪ್ಪು ಪಿತ್ತಾದರೂ **ಸೇರ್ಹ್ಯಪಿಚ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೪-೮೭) ಎಂದು ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಿ ಆದೇಶ ಬರುವುದು, ಅದು ಅಪಿತ್ತಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಿಗೆ ಪಿತ್ವನಿಷೇಧ ಇರುವುದರಿಂದ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರವಾದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವೇ ಬರುವುದು. **ಶ್ರುಧೀ** ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೩-೧೩೭) ಎಂಬುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಬರುವುದು.

ಹ್ವೇಞ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಯಾಂ ಶಬ್ದೇ ಚ ಎಂಬ ಹ್ವೇಞ್ ಧಾತುವಿಗೆ **ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೩೪) ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹ್ವೇಞ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಸಂಪ್ರಸಾರಣ ಬಹುಲವಾಗಿ ಬರುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಹ್ವೇಯ ವಕಾರಕ್ಕೆ ಉಕಾರ ಬಂದು **ಸಂಪ್ರಸಾರಣಾಚ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೦೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವರೂಪ ಬಂದು ಹು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಉಕಾರಾಂತಶಬ್ದವಾದ್ದರಿಂದ **ಋದೋರಪ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೩-೫೭) ಋ. ಉ. ವರ್ಣಾಂತಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ **ಅಪ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಎಂಬುದರಿಂದ **ಅಪ್** ಬಂದರೆ ಅದು ಪಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ. ಪ್ರಕೃತಿಯು **ಧಾತೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ವಾಯ ಉಕ್ಥೇಭಿರ್ಜರಂತೇ ತ್ವಾಮಚ್ಛಾ ಜರಿತಾರಃ ।
ಸುತಸೋಮಾ ಅಹರ್ವಿದಃ ॥ ೨ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ವಾಯೋ ಇತಿ । ಉಕ್ಥೇಭಿಃ । ಜರಂತೇ । ತ್ವಾಂ । ಅಚ್ಛ । ಜರಿತಾರಃ ॥
ಸುತಽಸೋಮಾಃ । ಅಹಃಽವಿದಃ ॥ ೨ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಹೇ ವಾಯೋ ಜರಿತಾರಃ ಸ್ತೋತಾರ ಋತ್ವಿಗ್ಯಜಮಾನಾಸ್ತ್ವಾಮಚ್ಛ ತ್ವಾಮಭಿಲಕ್ಷ್ಯೋಕ್ಥೇಭಿರಾಜ್ಯಪ್ರಉಗಾದಿಶಸ್ತ್ರೈರ್ಜರಂತೇ । ಸ್ತುವಂತಿ । ಕೀದೃಶಾಃ । ಸುತಸೋಮಾ ಅಭಿಷುತೇನ ಸೋಮೇನೋಪೇತಾ ಅಹರ್ವಿದಃ । ಅಹಃಶಬ್ದ ಏಕೇನಾಹ್ನಾ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯೇಽಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾದಿಕ್ರತೌ ವೈದಿಕವ್ಯವಹಾರೇಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ । ಕ್ರತ್ವಭಿಜ್ಞಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ಅರ್ಚತಿ ಗಾಯತೀತ್ಯಾದಿಷು ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ಸ್ವರ್ಚತಿಕರ್ಮಸು ಧಾತುಷು ಜರತೇ ಹ್ವಯತೀತಿ ಪಠಿತಂ । ಸ್ತುತೇರಪ್ಯರ್ಚನಾವಿಶೇಷತ್ವಾದೌಚಿತ್ಯೇನಾತ್ರ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥೋ ಜರತಿಧಾತುಃ । ಅಚ್ಛಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ನಿಪಾತಸ್ಯ ಚ । ಪಾ. ೬-೩-೧೩೬ । ಇತಿ ದೀರ್ಘಃ । ಸುತಸೋಮಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಾತ್ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರಃ । ಪಾ. ೬-೨-೧ । ಅಹರ್ವಿದ ಇತ್ಯತ್ರ ಸಮಾಸಸ್ವರಂ । ಪಾ. ೬-೧-೨೨೩ । ಬಾಧಿತ್ವಾ ತತ್ಪುರುಷೇ ತುಲ್ಯಾರ್ಥೇತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೬-೨-೨ । ದ್ವಿತೀಯಾಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತದಪವಾದತ್ವೇನ ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್ । ಪಾ. ೬-೨-೧೩೯ । ಇತಿ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರಃ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) **ವಾಯೋ**—ಎಲೈ ವಾಯುವೇ । ಅಹರ್ವಿದಃ—ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ । **ಜರಿತಾರಃ**—ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ ಋತ್ವಿಗ್ಯಜಮಾನಾದಿಗಳು । **ಸುತಸೋಮಾಃ**—ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಸೋಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಾಗಿ । **ತ್ವಾಮಚ್ಛ**—ನಿನ್ನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ । **ಉಕ್ಥೇಭಿಃ**—ಆಜ್ಯಪ್ರಉಗಾದಿ ಶಸ್ತ್ರರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ । ಜರಂತೇ—ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಾರೆ ।

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ವಾಯುವೇ, ಋತ್ವಿಗ್ಯಜಮಾನಾದಿಗಳು (ಅಥವಾ ನಾವು) ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.

English Translation.

O Vayu, the praisers who have pressed out the soma juice and know the proper season to offer it, are praisiug you with holy praises.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಉಕ್ಥೇಭಿಃ ಎಂದರೆ ಗಾನಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಠಿಸುವ ಪ್ರಉಗಾದಿಶಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು. **ಜರತೇ** ಎಂಬ ಧಾತುವು ಅರ್ಚತಿ ಗಾಯತಿ ಮೊದಲಾದ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು ಧಾತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನ ಗಾಯನ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಜರತೇ ಎಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥವು ಈ ಧಾತುವಿಗೆ ಹೊಂದುವುದು. ಅದರಂತೆ **ಜರಿತಾರಃ** ಎಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವವರು ಎಂದಾಗುವುದು. **ಅರ್ಹವಿದಃ** ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ **ಅಹ:**— ಹಗಲು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪ್ರಾತಸ್ಸವನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸುತ್ಯಾದಿನವೆಂದರ್ಥವು. ಈ ದಿನವು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವು. **ಸುತಸೋಮಾಃ** ಸೋಮರಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅಹಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸುತ್ಯಾದಿನ ವೆಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಾಗಿರುವುದು. ಆದರೂ **ಅಹರ್ವಿದಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಆಶಯವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ನಿಪಾತಸ್ಯ ಚ (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೩-೧೩೬) ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಪಾತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಂಹಿತಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಬರುವುದು.

ಸುತಃ ಸೋಮಃ ಯೈಸ್ತೇ ಎಂದು ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸದಲ್ಲಿ **ಬಹುವ್ರೀಹೌ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಪದಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧) ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರುವುದು.

ಅಹರ್ವಿದಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಸಮಾಸಸ್ಯ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೨೨೩) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ **ತತ್ಪುರುಷೇ ತುಲ್ಯಾರ್ಥತೃತೀಯಾಸಪ್ತಮ್ಯುಪಮಾನಾವ್ಯಯದ್ವಿತೀಯಾಕೃತ್ಯಾಃ** ಪಾ. ಸೂ. (೬-೨-೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಹಃ ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಪೂರ್ವಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾದ **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ವಾಯೋ ತವ ಪ್ರಪೃಂಚತೀ ಧೇನಾ ಜಿಗಾತಿ ದಾಶುಷೇ ।
ಉರೂಚೀ ಸೋಮಪೀತಯೇ ॥ ೩ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ವಾಯೋ ಇತಿ । ತವ । ಪ್ರಪೃಂಚತೀ । ಧೇನಾ । ಜಿಗಾತಿ । ದಾಶುಷೇ ॥
ಉರೂಚೀ । ಸೋಮಽಪೀತಯೇ ॥ ೩ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಹೇ ವಾಯೋ ತವ ಧೇನಾ ವಾಕ್ ಸೋಮಪೀತಯೇ ಸೋಮಪಾನಾರ್ಥಂ ದಾಶುಷೇ ದಾಶ್ವಾಂಸಂ ದತ್ತವಂತಂ ಯಜಮಾನಂ ಜಿಗಾತಿ । ಗಚ್ಛತಿ । ಹೇ ಯಜಮಾನ ತ್ವಯಾ ದತ್ತಂ ಸೋಮಂ ಪಾಸ್ಯಾಮೀತ್ಯೇವಂ ವಾಯುರ್ಬ್ರೂತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಕೀದೃಶೀ ಧೇನಾ । ಪ್ರಪೃಂಚತೀ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಸೋಮಸಂಪರ್ಕಂ ಕುರ್ವತೀ । ಸೋಮಗುಣಂ ವರ್ಣಯಂತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಉರೂಚೀ ಉರೂನ್ಬಹೂನ್ಯಜಮಾನಾನ್ ಗಚ್ಛಂತೀ । ಯೇ ಯೇ ಸೋಮಯಾಜಿನಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ವರ್ಣಯಂತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಪೃಂಚತೀತ್ಯತ್ರ ಶತುರನುಮಃ । ಪಾ. ೬-೧-೧೭೩ । ಇತಿ ಙೀಬುದಾತ್ತಃ । ಶ್ಲೋಕೋ ಧಾರೇತ್ಯಾದಿಷು ಸಪ್ತಪಂಚಾಶತ್ಸು ವಾಙ್ನಾಮಸು ಗಣೋ ಧೇನಾ ಗ್ನಾ ಇತಿ ಪಠಿತಂ । ವರ್ತತೇಽಯತ ಇತ್ಯಾದಿಷು ದ್ವಾವಿಂಶಾಧಿಕಶತಸಂಖ್ಯೇಷು ಗತಿಕರ್ಮಸು ಗಾತಿ ಜಿಗಾತೀತಿ ಪಠಿತಂ । ದಾಶುಷ ಇತ್ಯತ್ರ ಗತ್ಯರ್ಥಕರ್ಮಣಿ । ಪಾ. ೨-೩-೧೨ । ಇತಿ ಚತುರ್ಥೀ । ಉರೂಚೀತ್ಯತ್ರ ಗೌರಾದಿತ್ವೇನ । ಪಾ. ೪-೧-೪೧ । ಙೀಷಿ ಕೃತೇ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರಃ । ಸೋಮಪೀತಯ ಇತ್ಯತ್ರ ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರಃ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) **ವಾಯೋ**- ಎಲೈ ವಾಯುವೆ, । **ಪ್ರಪೃಂಚತೀ**- ಸೋಮದ ಸಂಬಧವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆಮಾಡುವ, । **ತವ**-ನಿನ್ನ । **ಧೇನಾ**-ವಾಕ್ಯವು । **ಸೋಮಪೀತಯೇ**-ಸೋಮಪಾನಾರ್ಥವಾಗಿ (ಸೋಮ ಪಾನವನ್ನು) **ದಾಶುಷೇ**-ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಯಜಮಾನನ್ನೂ । **ಉರೂಚೀ**-ಸೋಮವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯಜಮಾನರನ್ನೂ । **ಜಿಗಾತಿ**—ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದು.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ವಾಯುವೇ, ಯಜ್ಞಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಜಮಾನನೂ, ಇನ್ನೂ ಅವನಂತಿರುವ ಅನೇಕರೂ ಸಹ ಸೋಮಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವರಷ್ಟೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸೋಮ ಪಾನದಿಂದಲೂ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸೋಮಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಯಜಮಾನನನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.

English Translahin.

O Vayu, your approviug speech goes to the giver (of the oblation) and to many (others who invite you) for drinkiug Soma

ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು

ಧೇನಾ-ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವರು. ಯಾಸ್ಕರು ತಮ್ಮ (ನಿರುಕ್ತ) ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಐವತ್ತೇಳು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ **ಧೇನಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವರು. ಕೆಲವರು ಧೇನಾ ಎಂದರೆ ಜಿಹ್ವಾ (ನಾಲಿಗೆ) ಎಂದು ಅರ್ಥ

ಮಾಡಿರುವರು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಈ ಋಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥವು ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು-ಎಲೈ ವಾಯುವೆ, ನಿನ್ನ ದೀರ್ಘವಾದ (ಉದ್ದವಾದ) ನಾಲಿಗೆಯು ಸೋಮಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಯಜಮಾನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಎಂದು. ಗೆಲ್ಡ್ನರ್ (Geldner) ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತನು ಧೇನಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಧೇನಾ ಎಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ (ಭಾವಾರ್ಥ-ವಾಕ್) ಎಂದು ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯಜಮಾನನು ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರವು (ವಾಕ್) ಸೋಮಪಾನದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು- ಋಗ್ವೇದದ—**ಯಂ ತೇ ಸ್ವಧಾವನ್ತ್ಸ್ವದಯಂತಿ ಧೇನವ ಇಂದ್ರ ಕಣ್ವೇಷು ರಾತಯಃ** (ಋ. ಸಂ. ೮-೪೯-೫) ಎಂಬ ಋಕ್ಕು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಪಂಡಿತನು ನಡೆಸಿದ ಈಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಧೇನಾ ಎಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲುಕರೆಯು ಮೊಲೆ ಎಂದಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಪ್ರೊ. ಮಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಧೇನಾ ಎಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಧಾರೆ ಎಂದಾಗುವುದು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರೂ ಧೇನಾ ಎಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಆ ಶಬ್ದದ ಬಹುವಚನವು ಹಾಲಿನ ಪಾನವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಧೇನಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

(1) ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಹಿ ದಾಸ ಆಯುಧಾನಿ ಚಕ್ರೇ ಕಿಂ ಮಾ ಕರನ್ನಬಲಾ ಅಸ್ಯ ಸೇನಾಃ ।
ಅಂತರ್ಹ್ಯಖ್ಯದುಭೇ ಅಸ್ಯ ಧೇನೇ ಅಥೋಪ ಪ್ರೈದ್ಯುಧಯೇ ದಸ್ಯುಮಿಂದ್ರಃ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೫-೩೦-೯)

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧೇನಾ ಶಬ್ದವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಯು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು-

(2) ಅಹನ್ ವ್ಯಂಸಮುಶಧಗ್ವನೇಷ್ವಾವಿರ್ಧೇನಾ ಅಕೃಣೋದ್ರಾಮ್ಯಾಣಾಂ ।
(ಋ. ಸಂ. ೩-೩೪-೩)

ತ್ವೇದ್ವಾವಕ್ರೇ ರಥ್ಯೋ೩ ನ ಧೇನಾ ರೇಜಂತೇ ವಿಶ್ವ ಕೃತಿಮಾಣಿ ಭೀಷಾ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೭-೨೧-೩)

ಈ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಧೇನಾ ಶಬ್ದವು ಸಹೋದರಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

(3) ವಿಶ್ವಾಃ ಪಿನ್ವಥಃ ಸ್ವಸರಸ್ಯ ಧೇನಾ ಅನು ವಾಮೇಕಃ ಪವಿರಾವವರ್ತ ।
(ಋ. ಸಂ- ೫-೬೨-೨)

ಇಲ್ಲಿ ಧೇನಾಶಬ್ದವು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ, ಹಸು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

(4) ವಿಸೃಷ್ಟಧೇನಾ ಭರತೇ ಸುವೃಕ್ತಿರಿಯಮಿಂದ್ರಂ ಜೋಹುವತೀ ಮನೀಷಾ ।
(ಋ. ಸಂ. ೭-೨೪-೨)

ಮಾದಯಸ್ವ ಹರಿಭಿರ್ಯೇ ತ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಯಸ್ವ ಶಿಪ್ರೇ ವಿ ಸೃಜಸ್ವ ಧೇನೇ ।
(ಋ. ಸಂ. ೧-೧೦೧-೧೦)

ಇಲ್ಲಿ ಹೀರು, ಪಾನಮಾಡು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ **ಧೇ** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯುಂಟಾಗಿ **ಧೇನಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಈ ಅರ್ಥವು ಈಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ **"ಸ್ತನಂಧಯ"** ಹಾಲನ್ನುಕುಡಿಯುವ ಮಗು-ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು.

(5) ಪಿತುಶ್ಚಿದೂಧರ್ಜನುಷಾ ವಿವೇದ ವ್ಯಸ್ಯ ಧಾರಾ ಅಸೃಜದ್ವಿ ಧೇನಾಃ ।
(ಋ. ಸಂ. ೩-೧-೯)

ಸಮ್ಯಕ್ಸ್ರವಂತಿ ಸರಿತೋ ನ ಧೇನಾ ಅಂತರ್ಹೃದಾ ಮನಸಾ ಪೂಯಮಾನಾಃ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೪-೫೮-೬.

ಯದೀಮುಪ ಹ್ವರತೇ ಸಾಧತೇ ಮತಿರ್ಋತಸ್ಯ ಧೇನಾ ಅನಯಂತ ಸಸ್ರುತಃ ॥
(ಋ. ಸಂ.೧-೧೪೧-೧)

ಧಿಯೋ ಧೇನಾ ಅವಸ್ಯವಃ । (ಋ. ಸಂ. ೭-೯೪-೪)

ಧೇನಾ ಇಂದ್ರಾವಚಾಕಶತ್ । (ಋ. ಸಂ. ೮-೩೨-೨೨)

ವಿಶಂವಿಶಂ ಮಘವಾ ಪರ್ಯಶಾಯತ ಜನಾನಾಂ ಧೇನಾ ಅವಚಾಕಶದ್ವೃಷಾ ।
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೪೩-೬)

ಇಂದ್ರ ಧೇನಾಭಿರಿಹ ಮಾದಯಸ್ವ ಧೀಭಿರ್ವಿಶ್ವಾಭಿಃ ಶಚ್ಯಾ ಗೃಣಾನಃ ।
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೦೪-೩)

ವೀರೇಣ್ಯಃ ಕ್ರತುರಿಂದ್ರಃ ಸುಶಸ್ತಿರುತಾಪಿ ಧೇನಾ ಪುರುಹೂತಮೀಟ್ಟೇ ।
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೦೪-೧೦)

ಈ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವು ವಾಕ್, ಮಾತಾಡುವುದು, ಸ್ತೋತ್ರ, ಹೊಗಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಬ್ಲೂಂಫಿಲ್ಡ್ (M. Bloomfield) ಎಂಬ ಪಂಡಿತನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೦೪-೧೦ ಎಂಬ ಋಕ್ಕನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಮಾಡುವಾಗ ಈ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಧೇನಾಶಬ್ದವು ಲಿಥ್ಯೂನಿಯನ್ (Lithuanian)daina ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ Avesta ದಲ್ಲಿರುವ daena ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತುಗಳು, ಹೊಗಳುವಿಕೆ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಾಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಧೇನಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತುಗಳು, ವಾಕ್ಕು, ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಅನೇಕಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವರು.

ಪೃಞ್ಚತೀ-ಎಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡುವುದು ಮುಟ್ಟುವುದು. ಉರೂಚೀ-ಉದ್ದವಾದ, ದೀರ್ಘವಾದ, ಹೆಚ್ಚಾದ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯಜಮಾನರು. ಸೋಮಯಾಜಿಗಳು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಉರೂಚೀ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಧೇನಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, **ಸೋಮಪೀತಯೇ** -- ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಪೃಞ್ಚತೀ—ಇಲ್ಲಿ **ಶತುರನುಮೋನದ್ಯಜಾದೀ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೭೩) ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿಯೂ, **ನುಮ್** ಆಗಮವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಶತೃ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶಬ್ದದ ಮುಂದಿರುವ ನದೀಸಂಜ್ಞಕಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ಅಜ್ಜನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಸಾದಿವಿಭಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಉದಾತ್ತ ಬರು

ವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ಪ್ರಪೃಂಚತ್**+**ಈ** ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಜೀಪ್‌ಪ್ರತ್ಯಯದ ಈಕಾರವು ಪಿತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಉದಾತ್ತ ವಾಗುವುದು.

ಶ್ಲೋಕಃ ಧಾರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಙ್ನಾಮಧೇಯಗಳಾದ ಐವತ್ತೇಳು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ **ಗಣಃ, ಧೇನಾ, ಗ್ನಾಃ** (ನಿರು. ೧-೧೧-೩೯) ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಠಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ **ಧೇನಾ** ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಕು ಎಂದರ್ಥವು.

ಗತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ **ವರ್ತತೇ, ಅಯತೇ** ಇತ್ಯಾದಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ **ಗಾತಿ, ಜಿಗಾತಿ** (ನಿರು. ೨-೧೪-೧೧೩) ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಠಮಾಡಿರುವ **ಜಿಗಾತಿ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ಗಚ್ಛತಿ**= ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವು.

ಗತ್ಯರ್ಥಕರ್ಮಣಿ ದ್ವಿತೀಯಾಚತುರ್ಥ್ಯೌ ಚೇಷ್ಟಾಯಾಮನಧ್ವನಿ (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೩-೧೨) ಶರೀರಪರಿಸ್ಪಂದರೂಪಚೇಷ್ಟೆಯು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧಾತುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧ್ವಾರ್ಥ (ದಾರಿ) ಪ್ರತಿಪಾದಕಭಿನ್ನ ಕರ್ಮವಾಚಕಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯಾಚತುರ್ಥೀವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಬರುವವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಜಿಗಾತಿ ಎಂಬ ಗತ್ಯರ್ಥಧಾತುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ **ದಾಶ್ವಾನ್** ಎಂಬ ಕರ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥೀವಿಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಸಂಪ್ರಸಾರಣಾದಿಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದು **ದಾಶುಷೇ** ಎಂದಾಗುವುದು.

ಉರೂಚೀ—ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಷಿದ್ಗೌರಾದಿಭ್ಯಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೪-೧-೪೧) ಷಕಾರ ಇತ್ತಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಗೌರಾದಿಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಠಮಾಡಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು. ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ **ಙೀಷ್** ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ **ಙೀಷ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರ ಬರುವುದು.

ಸೋಮಪೀತಯೇ—ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಇಂದ್ರವಾಯೂ ಇಮೇ ಸುತಾ ಉಪ ಪ್ರಯೋಭಿರಾ ಗತಂ ।
ಇಂದವೋ ವಾಮುಶಂತಿ ಹಿ ॥ ೪ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಇಂದ್ರವಾಯೂ ಇತಿ । ಇಮೇ । ಸುತಾಃ । ಉಪ । ಪ್ರಯಃಽಭಿಃ । ಆ । ಗತಂ ॥
ಇಂದವಃ । ವಾಂ । ಉಶಂತಿ । ಹಿ ॥ ೪ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಏತಸ್ಯಾ ಋಚಃ ಐಂದ್ರವಾಯವಗ್ರಹೇ ದ್ವಿತೀಯಪುರೋನುವಾಕ್ಯಾರೂಪೇಣ ವಿಶೇಷವಿನಿಯೋಗಃ ಪೂರ್ವಮೇವೋಕ್ತಃ । ಹೇ ಇಂದ್ರವಾಯೂ ಭವದರ್ಥಮಿಮೇ ಸೋಮಾಃ ಸುತಾಃ । ಅಭಿಷುತಾಃ । ತಸ್ಮಾದ್ಯುವಾಂ ಪ್ರಯೋಭಿರನ್ನೈರಸ್ಮಭ್ಯಂ ದಾತವ್ಯೈಃ ಸಹೋಪಾ ಗತಂ । ಅಸ್ಮತ್ಸಮೀಪಂ ಪ್ರತ್ಯಾಗಚ್ಛತಂ । ಹಿ ಯಸ್ಮಾದಿಂದವಃ ಸೋಮಾ ವಾಂ ಯುವಾಮುಶಂತಿ ಕಾಮಯಂತೇ ತಸ್ಮಾದಾಗಮನಮುಚಿತಂ । ಇಂದ್ರವಾಯೂಶಬ್ದಸ್ಯಾಮಂತ್ರಿತಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಪ್ರೀಣಯಂತಿ ಭೋಕ್ತೄನಿತಿ ಪ್ರಯಾಂಸ್ಯನ್ನಾನಿ । ಪ್ರೀಞ್ ಧಾತೋರಂತರ್ಭಾವಿತಣ್ಯರ್ಥಾತ್ । ಪಾ. ೩-೧-೨೬ । ಅಸುನ್ಪ್ರತ್ಯಯೇ ಸತಿ ನಿತ್ಸ್ವರಃ । ಗಮಿಧಾತೋರ್ಲೋಣ್ಮಧ್ಯಮಪುರುಷದ್ವಿವಚನೇ ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ । ಪಾ. ೨--೪-೭೩ ಇತಿ ಶಪೋ ಲುಕಿ ಸತ್ಯನುದಾತ್ತೋಪದೇಶೇತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೬-೪-೩೭ । ಮಕಾರಲೋಪಃ । ತತೋ ಗತಮಿತಿ ಭವತಿ । ಉನ್ದೀ ಕ್ಲೇದನ ಇತಿ ಧಾತೋರುಂದೇರಿಚ್ಚಾದೇಃ ॥ ಉ. ೧-೧೩ ॥ ಇತ್ಯುನ್ಪ್ರತ್ಯಯಃ। ಆದ್ಯಕ್ಷರಸ್ಯೇಕಾರಾದೇಶಃ । ತತ ಇಂದುಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿತ್ಸ್ವರಃ । ಸೋಮರಸಸ್ಯ ದ್ರವತ್ವಾತ್ಕ್ಲೇದನಂ ಸಂಭವತಿ । ಯುಷ್ಮಚ್ಛಬ್ದಾದೇಶಸ್ಯ ವಾ ಮಿತ್ಯೇತಸ್ಯಾನುದಾತ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಾದಾದಾವಿತ್ಯನುದಾತ್ತಃ । ಉಶಂತೀತ್ಯಸ್ಯ ನಿಘಾತೇ ಹಿ ಚ । ಪಾ. ೮-೧-೩೪ । ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧೇ ಸತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರಃ । ಹಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿಪಾತಸ್ವರಃ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) **ಇಂದ್ರವಾಯೂ**—ಎಲೈ ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳೇ (ನಿಮಗಾಗಿ) । **ಇಮೇ** (ಸೋಮಾಃ) — ಈ ಸೋಮರಸಗಳು । **ಸುತಾಃ** (ಹಿಂಡಿ ಪಾನಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ । **ಪ್ರಯೋಭಿಃ**—ಅನ್ನವೇ (ಆಹಾರವೇ) ಮೊದಲಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ । **ಉಪಾಗತಂ**—ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ । **ಹಿ**—ಏಕೆಂದರೆ । **ಇಂದವಃ**—ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಸೋಮರಸಗಳು । **ವಾಂ** ನಿಮ್ಮನ್ನು । **ಉಶಂತಿ**—ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳೇ, ಇಗೋ, ಈ ಸೋಮರಸಗಳು ಈಗತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಪಾನಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಆಹಾರಾದಿ ಪ್ರಿಯವಸ್ತುಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವ ಈ ಸೋಮರಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ ಸೋಮಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

English Translation

O Indra and Vayu, here are Soma-libations (poured out for you). Come with food for us. For, the soma-drops are desiring You.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಈ ಋಕ್ಕು ಐಂದ್ರವಾಯವಗ್ರಹವೆಂಬ ಕ್ರತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ—ಇಂದ್ರವಾಯೂ, ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ, ಅಗ್ನೀಷೋಮೌ, ಇಂದ್ರಾಸೋಮೌ, ಸೋಮಾರುದ್ರಾ, ಇಂದ್ರಾವಿಷ್ಣೂ, ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ, ಉಷಾಸಾನಕ್ತಾ ಅಥವಾ ನಕ್ತೋಷಾಸಾ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇಮೇ—ಈ (ಸೋಮಗಳು) ಎಂದರೆ ಈಗತಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಪಾನಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಸೋಮರಸವು. **ಸುತಾಃ**—ಸುನೋತಿಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಈ ಶಬ್ದವು ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಜಾಲರಿ (ವಂದರಿ) ಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ ಪಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು. **ಪ್ರಯೋಭಿಃ**—ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅನ್ನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಶಬ್ದವು **ಪ್ರೀಞ್ ಪ್ರೀಣನೇ**—ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡು-ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಈ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪ್ರಯಾಂಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಪ್ರ ಯದ್ವಯೋ ನ ಸ್ವಸರಾಣ್ಯಚ್ಛಾ ಪ್ರಯಾಂಸಿ ಚ ನದೀನಾಂ ಚಕ್ರಮಂತ** । (ಋ. ಸಂ, ೨-೧೯-೨) ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಸ್ತುಗಳು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದವು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಹವಾದ ಆಹಾರವು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. **ಇಂದವಃ**—ವಿಧವಿಧವಾದ ಆಶಿರದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೋಮರಸಗಳು. ಈ ಶಬ್ದವು **ಉನ್ದೀ-ಕ್ಲೇದನೇ**—ನೆನಯಿಸು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೋಮರಸವು ದ್ರವರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಲೇದನ ಎಂದರೆ ನೆನೆಯಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಸೋಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಂದುಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಅನೇಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಇಂದ್ರವಾಯೂ—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಿತಾದ್ಯುದಾತ್ತಸ್ವರ ಬರುವುದು. **ಪ್ರೀಣಯಂತಿ ಭೋಕ್ತೄನ್ ಇತಿ**—ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುವೆಂದು-ವಿಗ್ರಹಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯಾಂಸಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನವೆಂದರ್ಥ. ಅಂತರ್ಭಾವಿತ ಣಿಜರ್ಥಕ ಪ್ರೀಞ್ ಧಾತುವಿಗೆ **ಸರ್ವಧಾತುಭ್ಯೋಽಸುನ್** (ಉ. ಸೂ. ೪-೬೨೮) ಎಲ್ಲಾ ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ **ಅಸುನ್** ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಸುನ್‌ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀ+ **ಅಸ್.** ಈಗ **ಸಾರ್ವಧಾತುಕಾರ್ಧಧಾತುಕಯೋಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಗುಣ—ಈಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕಾರ ಪ್ರೇ+ಅಸ್. ಏ **ಚೋಽಯವಾಯಾವಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ **ಏ** ಗೆ **ಅಯ್** ಆದೇಶ ಪ್ರಯಸ್ ಎಂದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಸ್ವರ (ಆದ್ಯುದಾತ್ತ) ಬರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಿಸ್‌ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ **ಸ್** ಗೆ **ಸಸಜುಷೋರುಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ರುತ್ವ, ರುಗೆ **ಹಶಿ ಚ** ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಉಕಾರಾದೇಶ, **ಆದ್ಗುಣಃ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಗುಣ.

ಅ+ಉ ಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓ ಬರುವುದು. ಪ್ರಯೋಭಿಸ್. ಪ್ರತ್ಯಯದ **ಸ್** ಗೆ ರುತ್ವವಿಸರ್ಗಗಳು. ಪ್ರಯೋಭಿಃ ಎಂದು ರೂಪವು ಆಗುವುದು.

ಗಮ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಲೋಣ್ಮಧ್ಯಮಪುರುಷದ್ವಿವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ **ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ** ಪಾ. ಸೂ. ೨-೪-೭೩) ಇದರಿಂದ ಶಪ್ಪಿಗೆ ಲುಕ್ (ಲೋಪ) ಬಂದಮೇಲೆ **ಅನುದಾತ್ತೋಪದೇಶವನತಿತನೋತ್ಯಾದೀನಾಮನುನಾಸಿಕಲೋಪೋ ಝಲಿಕ್ಙಿತಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೩೭) ಈ ಧಾತುಗಳ ಅನುನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಝಲಾದಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಙಿತ್ತು ಆದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಲೋಪ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಗಮ್ ಧಾತುವಿನ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **ಗತಂ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಬಾರದು.

ಉನ್ದೀ ಕ್ಲೇದನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ **ಉನ್ದೇರಿಚ್ಚಾದೇಃ** (ಉ. ಸೂ. ೧-೧೨) ಉನ್ದ್ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **ಉನ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು, ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಇಕಾರಾದೇಶವೂ ಬರುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ **ಉನ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆದ್ಯಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇಕಾರಾದೇಶ ಬಂದರೆ **ಇನ್ದು** ಎಂದಾಗುವುದು. ಪ್ರತ್ಯಯವು ನಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಸ್ವರ ಬರುವುದು.

ಅನುದಾತ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಾದಾದೌ (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೮) ಇತ್ಯನುವೃತ್ತೌ **ಯುಷ್ಮದಸ್ಮದೋಃ ಷಷ್ಠೀಚತುರ್ಥೀದ್ವಿತೀಯಾಸ್ಥಯೋ ರ್ವಾಂ ನಾವೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೨೦) ಪದದ ಮುಂದೆ ಇರುವವೂ, ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವೂ ಆದ ಷಷ್ಠೀಚತುರ್ಥೀದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಗಳಾದ ಯುಷ್ಮದ್ ಅಸ್ಮದ್ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ **ವಾಂ, ನೌ** ಎಂಬ ಆದೇಶಗಳು ಬರುವವು, ಅವು ಅನುದಾತ್ತವೂ ಆಗುವವು. ಎಂಬುದರಿಂದ ಯುಷ್ಮಚ್ಛಬ್ದದ್ವಿತೀಯಾದ್ವಿವಚನಾಂತವಾದ ಯುವಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ವಾಂ** ಬಂದು ಅದು ಇದೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದು.

ಉಶಂತಿ—ಎಂಬುದು ತಿಙಂತವಾದ್ದರಿಂದ **ತಿಙ್ಙತಿಙಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೨೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ **ಹಿ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೩೪) ಹಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿಙಂತವು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ **ಉಶಂತಿ ಹಿ** ಎಂದು ಹಿಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಷೇಧ ಬಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರವೇ ಬರುವುದು. **ಹಿ** ಎಂಬುದು ನಿಪಾತವಾದ್ದರಿಂದ **ನಿಪಾತಾ ಆದ್ಯುದಾತ್ತಾಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೮೦) ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ವಾಯವಿಂದ್ರಶ್ಚ ಚೇತಥಃ ಸುತಾನಾಂ ವಾಜಿನೀವಸೂ ।
ತಾವಾ ಯಾತಮುಪ ದ್ರವತ್ ॥ ೫ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ವಾಯೋ ಇತಿ । ಇಂದ್ರಃ । ಚ । ಚೇತಥಃ । ಸುತಾನಾಂ । ವಾಜಿನೀವಸೂ

ಇತಿ ವಾಜಿನೀಽವಸೂ ॥

ತೌ । ಆ । ಯಾತಂ । ಉಪ । ದ್ರವತ್ ॥ ೫ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಅತ್ರ ಚಕಾರೇಣಾನ್ಯಃ ಸಮುಚ್ಚೀಯತೇ । ಸಂನಿಹಿತತ್ವಾದ್ವಾಯುರೇವ । ಹೇ ವಾಯೋ ತ್ವಮಿಂದ್ರಶ್ಚ ಯುವಾಮುಭೌ ಸುತಾನಾಮಭಿಷುತಾನ್ಸೋಮಾನ್ ಚೇತಥಃ । ಜಾನೀಥಃ । ಯದ್ವಾ ಅಭಿಷುತಾನಾಂ ಸೋಮಾನಾಂ ವಿಶೇಷಮಿತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರಃ । ಕೀದೃಶೌ ಯುವಾಂ । ವಾಜಿನೀವಸೂ । ವಾಜಿನೀಶಬ್ದೋ ಯದ್ಯಪ್ಯುಷೋನಾಮಸು ಪಠಿತಸ್ತಥಾಪ್ಯತ್ರಾಸಂಭವಾನ್ನ ಗೃಹ್ಯತೇ । ವಾಜೋಽನ್ನಂ । ತದ್ಯಸ್ಯಾಂ ಹವಿಃಸಂತತಾವಸ್ತಿ ಸಾ ವಾಜಿನೀ । ತಸ್ಯಾಂ ವಸತ ಇತಿ ತೌ ವಾಜಿನೀವಸೂ । ಆಮಂತ್ರಿತತ್ವಾದನುದಾತ್ತಃ । ತೌ ತಥಾವಿಧೌ ಯುವಾಂ ದ್ರವತ್ಕ್ಷಿಪ್ರಮುಪ ಸಮೀಪ ಆ ಯಾತಂ । ಆಗಚ್ಛತಂ । ಷಡ್ವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಾಕೇಷು ಕ್ಷಿಪ್ರನಾಮಸು ನು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮಕ್ಷು ದ್ರವದಿತಿ ಪಠಿತಂ । ತತ್ರ ಫಿಟ್ ಸ್ವರಃ ।

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) **ವಾಯೋ**—ಎಲೈ ವಾಯುವೇ । (ತ್ವಂ) **ಇಂದ್ರಶ್ಚ**—ಇಂದ್ರನೂ ಸಹ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ । **ವಾಜಿನೀವಸೂ**—ಹವಿರ್ಭಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂತರಾದವರು । (ಅಂತಹ ನೀವು) **ಸುತಾನಾಂ**—ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೋಮರಸವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಸೋಮರಸವು ಪಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು) **ಚೇತಥಃ**—ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ । **ತೌ**—ಇಂತಹ ನೀವು । **ದ್ರವತ್**—ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ । **ಉಪ**—ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ । **ಆ ಯಾತಂ**—ಬನ್ನಿ.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳೇ, ಹವಿರ್ಭಾಗವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿವುಳ್ಳ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೋಮರಸವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದೇ ಇರುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಸೋಮಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ.

English Translation

O Vayu and Indra dwellers in the sacrifices, You are aware of these Soma-libations. You both come hither quickly.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ವಾಜಿನೀವಸೂ— ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು— ವಾಜಿನೀ ಶಬ್ದವು ಉಷಸ್ಸಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥವು ಅಸಂಭವವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಜವೆಂದರೆ ಅನ್ನ (**ಅನ್ನಂ ವೈ ವಾಜಃ** ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದು) **ತದ್ಯಸ್ಯಾಂ ಹವಿಸ್ಸಂತತಾವಸ್ತಿ ಸಾ ವಾಜಿನೀ**—ಅಂತಹ ಹವಿಸ್ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನ್ನವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ **ವಾಜಿನೀ**—ಯಜ್ಞವೆಂದು ಹೆಸರು. **ತಸ್ಯಾಂ ವಸತ ಇತಿ—ತೌ ವಾಜಿನೀವಸೂ** ಅಂತಹ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವಾಜಿನೀವಸೂ ಎಂದು ಹೆಸರು-ಎಂದು ವಾಜಿನೀಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ.

ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು.—ವಾಜಿ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ವೇಗವುಳ್ಳ ಕುದುರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಸೂ—ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು. ಅಥವಾ ವಾಜಿ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆ. ವಾಜಿನೀ—ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಎಂದರೆ ರಥವು. ವಸೂ—ಎಂದರೆ ವಾಸಮಾಡು ಅಥವಾ ಇರು ಎಂದು ಒಟ್ಟರ್ಥವು. ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವರು ಎಂದಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ವಾಜಿನೀ ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣುಕುದುರೆಯು, ವಸು—ಎಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಅಥವಾ ಕೊಡುವವರು ಎಂದಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. Grassman ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತನು ವಾಜಿನೀ ವಸೂ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿದಾನೆ.

ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಾಜಿನೀಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವುಕಡೆ ಅನ್ನವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. (ಋ.ಸಂ. ೨-೩೭-೫; ೩-೪೨-೫; ೫-೭೪-೬, ೭; ೮-೫-೨೦; ೮-೯-೪; ೮-೧೦-೫; ೮-೨೨-೭, ೧೪, ೧೮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೆಲವುಕಡೆ ಯಾಗಕ್ರಿಯವೆಂದು (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೨೨-೮; ೩-೪೨-೫; ೮-೫-೩, ೧೨; ೮-೮-೧೦; ೧೦-೯೬-೮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೆಲವುಕಡೆ ಅನ್ನವತೀ ಎಂದು (ಋ. ಸಂ. ೩-೬-೧; ೬-೬೧-೬ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೆಲವುಕಡೆ ಬಲವತೀ ಎಂದು (ಋ. ಸಂ. ೬-೬೧-೬ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ವಸುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಸಮಾಡುವವನು ಎಂದು (ಋ. ಸಂ. ೧-೨-೫) ಧನ, ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂದು (ಋ. ಸಂ. ೩-೪೨-೫; ೫-೭೫-೩; ೮-೫-೩, ೧೨, ೨೦; ೮-೮-೧೦; ೮-೯-೪; ೮-೧೦-೫; ೮-೨೨-೭, ೧೪, ೧೮; ೧೦-೪೦-೧೨; ೧೦-೯೬-೮ ಇತ್ಯಾದಿ)

ವಸು ಎಂದರೆ ಧನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ೨೮ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟು (ನಿರುಕ್ತ) ವಿನಲ್ಲಿ (ನಿ. ೨-೧೦) ಈ ವಸುಶಬ್ದವು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ವಸು ಎಂದು ಕೊನೆಯುಳ್ಳಿರುವ ಸಮಾಸಪದಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಸು ಎಂದರೆ ಧನವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ—

ಶಚೀವಸೂ— ಋ. ಸಂ. ೧-೧೩೯-೫; ೭-೭೪-೧; ೮-೬೦-೧೨

ಸೂರ್ಯವಸೂ— ಋ. ಸಂ. ೭-೬೮-೩

ವಿಭಾವಸುಃ— ಋ. ಸಂ. ೧-೪೪-೧೦; ೩-೨-೨; ೫-೨೫-೨, ೭; ೮-೪೩-೩೨; ೮-೪೪-೬, ೧೦, ೨೪; ೮-೯೩-೨೫; ೧೦-೯೨-೧; ೧೦-೧೧೮-೪; ೧೦-೧೪೦-೧ ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಶ್ವಾವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೧೦-೮೫-೨೧, ೨೨ ; ೧೦-೧೩೯-೪, ೫ ;

ಮನಾವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೫-೭೪-೧

ವಿಶ್ಪಲಾವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೧-೧೮೨-೧

ಸ್ವಾವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೫-೪೪-೭

ತ್ವಾವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೭-೩೨-೧೪

ಋತಾವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೮-೧೦೧-೫

ಜೇನ್ಯಾವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೭-೭೪-೩ ; ೮-೩೮-೭

ದಿವಾವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೮-೩೪-೧

ಧಿಯಾವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೧-೩-೧೦ ; ೧-೫೮-೯ ; ೧-೬೦-೫ ; ೧-೬೩-೯ ; ೧-೬೪-೧೫ ; ೩-೩-೨ ; ೩-೨೮-೧ ಇತ್ಯಾದಿ.

ವೃಷಣ್ವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೧-೧೧೧-೧ ; ೨-೪೧-೮ ; ೪-೫೦-೧೦ ; ೫-೭೪-೧ ; ೮-೫-೨೪ ; ೮-೨೬-೧, ೨, ೫ ಇತ್ಯಾದಿ

ಪುರೂವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೧-೪೭-೧೦ ; ೧-೮೧-೮ ; ೨-೧-೫ ; ೫-೩೬-೩ ; ೬-೨೨-೪ ಇತ್ಯಾದಿ

ಪ್ರಭೂವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೧-೫೭-೪ ; ೭-೨೨-೨ ; ೮-೪೫-೩೬ ; ೯-೨೯-೩ ; ೯-೩೫-೬

ವಿಭೂವಸುಃ —ಋ. ಸಂ. ೯-೭೨-೭ ; ೯-೮೬-೧೦

ಮಹಾವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೭-೮೨-೨

ಪುನರ್ವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೯-೧

ಅಘೃಣೀವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೮-೬೦-೨೦

ಆಭರದ್ವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೫-೭೯-೩

ಅಕ್ಷಿತಾವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೮-೪೯-೬

ಕೃತದ್ವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೮-೩೧-೯

ಗೂರ್ತಾವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೩೨-೧

ಪ್ರೇತದ್ವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೮-೧೩-೨೭

ರದಾವಸೂ—ಋ. ಸಂ. ೭-೩೨-೧೮

ವಿದದ್ವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೧-೬-೬ ; ೩-೩೪-೧ ; ೫-೩೯-೧ ; ೮-೬೬-೧

ಶತದ್ವಸುಃ—ಋ. ಸಂ. ೧-೧೧೯-೧ ಇತ್ಯಾದಿ

ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಸು ಎಂದರೆ ಧನವೆಂದರ್ಥವು. ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧-೬-೪-೨, ೩) ಅಮಾವಸು ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರಾವಸು(ಶ. ಬ್ರಾ. ೨-೩-೪-೨೨) ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ

ವಸು ಶಬ್ದವು ವಸ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡುವವನು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು.

ವಾಜಿನೀಶಬ್ದದಿಂದುಂಟಾದ ವಾಜಿನೀವತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಷಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಋ. ಸಂ. ೧-೪೮, ೬, ೧೬; ೧-೯೨-೧೩, ೧೫; ೭-೭೫-೫ ಈ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಸ್ಕರು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (ನಿ. ೧೨-೬) ಋ. ಸಂ. ೧-೯೨-೧೩ ಋಕ್ಕನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ ವಾಜಿನೀವತಿ--ಅನ್ನವತಿ ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಜಿನೀ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ಎಂದು. ಮತ್ತು ಋ. ಸಂ. ೧-೩-೧೦ ಋಕ್ಕನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ (ನಿ. ೧೧-೨೬) ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ.

ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ವಾಜಿನೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹವಿಸ್ಸಂತತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವಂತೆಯೇ ಸ್ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಮ್ಮ ವೇದಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಜಿನೀಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಗಸಂತತಿ ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. **ವೆಂಕಟ** ಮಾಧವರು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ **ಅನ್ನೇ ವಾಸಯಿತಾರೌ—ವಾಜಿನೀವಸೂ** ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ವಾಜಿನೀಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ (೧) ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರ (೨) ಬಲ (೩) ವೇಗ ಎಂಬ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ವಾಜಿ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಿಸಿ ರುವರು. ರಾತ್(Roth) ಎಂಬ ಪಂಡಿತನು ವಾಜಿನೀವಸೂ= Possessing quick horses ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿರುವನು. ಈ ವಾಜಿನೀವಸುಶಬ್ದವು ಇಂದ್ರ, ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ವಾಗ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಪದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೋಮಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೋಮಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವೂ ಅನ್ನಾದಿ ಆಹಾರಗಳೂ ಯಥೇಷ್ಟ ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ಚೇತಥಃ—(ನೀವಿಬ್ಬರೂ) ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. **ದ್ರವತ್**—ಈ ಶಬ್ದವು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (ನಿ. ೨-೧೫-೩) ಕ್ಷಿಪ್ರ ವೇಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ವಾಜಿನೀವಸೂ--ಯದ್ಯಪಿ ಯಾಸ್ಕರು ಉಷೋನಾಮಗಳಲ್ಲಿ **ವಾಜಿನೀ** ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿರುವರು. ಆದರೂ ಆ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. **ವಾಜಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ**—ಅನ್ನವು ಈ ಹವಿಸ್ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಗ್ರಹ. **ಅತ ಇನಿಠನೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೫-೨-೧೧೫) ಎಂಬುದರಿಂದ ವಾಜಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಇನಿ ಪ್ರತ್ಯಯ. **ಯಸ್ಯೇತಿ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೧೪೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ. **ಋನ್ನೇಭ್ಯೋ ಙೀಪ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೪-೧-೫) ಎಂಬುದರಿಂದ ಙೀಪ್. ವಾಜಿನೀ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ **ವಾಜಿನ್ಯಾಂ ವಸತಃ** ಇತಿ ವಾಜಿನೀವಸೂ ಎಂದು ವಿಗ್ರಹ. ಸಂಬೋಧನದ್ವಿವಚನಾಂತ. **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ದ್ರವತ್-ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರನಾಮಗಳಾದ ೨೬ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ **ನು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮಕ್ಷು ದ್ರವತ್** (ನಿರು. ೨-೧೫-೩) ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರು ಪಠಿಸಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ **ಫಿಷೋಽಂತ ಉದಾತ್ತಃ** (ಫಿ. ಸೂ. ೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಷ್ಟಕೇ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯೇ ತೃತೀಯೋ ವರ್ಗಃ

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ವಾಯವಿಂದ್ರಶ್ಚ ಸುನ್ವತ ಆ ಯಾತಮುಪ ನಿಷ್ಕೃತಂ ।
ಮಕ್ಷ್ವಿ೧ತ್ಥಾ ಧಿಯಾ ನರಾ ॥ ೬ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ವಾಯೋ ಇತಿ । ಇಂದ್ರಃ । ಚ । ಸುನ್ವತಃ । ಆ । ಯಾತಂ । ಉಪ । ನಿಃಽಕೃತಂ ॥
ಮಕ್ಷು । ಇತ್ಥಾ । ಧಿಯಾ । ನರಾ ॥ ೬ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಹೇ ವಾಯೋ ತ್ವಮಿಂದ್ರಶ್ಚ ಸುನ್ವತಃ ಸೋಮಾಭಿಷವಂ ಕುರ್ವತೋ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ನಿಷ್ಕೃತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಂಸ್ಕರ್ತಾರಂ ವಾ ಸೋಮಮುಪಾ ಯಾತಂ । ಆಗಚ್ಛತಂ । ನರಾ ಹೇನರೌ ಪುರುಷೌ ಪೌರುಷೇಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೇನೋಪೇತೌ ಯುವಯೋರಾಗತಯೋಶ್ಚ ಸತೋರ್ಧಿಯಾಮುನಾ ಕರ್ಮಣಾ ಮಕ್ಷು ತ್ವರಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೇ । ಇತ್ಥಾ ಸತ್ಯಂ ॥ ವಾಯೋ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಮಂತ್ರಿತಸ್ಯೇತಿ ಷಾಷ್ಠಿಕಮಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ । ಇಂದ್ರಶಬ್ದ ಋಜ್ರೇಂದ್ರೇತ್ಯಾದಿನಾ । ಉ. ೨-೨೮ । ರನ್ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತತ್ವೇನ ನಿಪಾತಿತೋ ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ । ಪಾ. ೬-೧-೧೯೭ । ಇತ್ಯಾದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ಚಶಬ್ದಶ್ಚಾದಯೋಽನುದಾತ್ತಾಃ । ಫಿ. ೪-೧೬ । ಇತ್ಯನುದಾತ್ತಃ । ಸುನ್ವತ ಇತ್ಯತ್ರ ಶತುರನುಮೋ ನದ್ಯಜಾದೀ । ಪಾ. ೬-೧-೧೭೩ । ಇತಿ ವಿಭಕ್ತೇರುದಾತ್ತತ್ವಂ । ನಿರಿತ್ಯೇಷ ಸಮಿತ್ಯೇತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ । ನಿ. ೧೨-೭ । ಇತಿ ಯಾಸ್ಕಃ । ಕೃತಶಬ್ದ ಆದಿಕರ್ಮಣಿ ಕರ್ತರಿ ಕ್ತಃ । ಪಾ. ೩-೪-೭೧ । ಸಂಸ್ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಕುಗತಿಪ್ರಾದಯಃ । ಪಾ. ೨-೨-೧೮ । ಇತಿ ಸಮಾಸೇಽವ್ಯಯಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಥಾಥಘಞ್ಕ್ತಾಜಬಿತ್ರಕಾಣಾಂ । ಪಾ. ೬-೨-೧೪೪ । ಇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತಃ । ಗತಿರನಂತರಃ । ಪಾ. ೬-೨-೪೯ । ಇತಿ ತು ನಿಸ ಉದಾತ್ತತ್ವಂ ನ ಭವತಿ । ತದ್ಧಿ ಕರ್ಮಣಿ ಕ್ತೇ ವಿಹಿತಂ । ಪಾ. ೬-೨-೪೮ । ನಿಷ್ಕರೋತೀತಿ ನಿಷ್ಕೃದಿತಿ ಕ್ವಿಬಂತವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ತು ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್ । ಪಾ. ೬-೨-೧೩೯ । ಇತ್ಯೃಕಾರ ಉದಾತ್ತಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಧಿಯಾ । ಸಾವೇಕಾಚಸ್ತೃತೀಯಾದಿಃ । ಪಾ. ೬-೧-೧೬೮ । ಇತಿ ವಿಭಕ್ತಿರುದಾತ್ತಾ । ನರಾ । ಸುಪಾಂ ಸುಲುಗಿತ್ಯಾದಿನಾ ಸಂಬೋಧನಾದ್ದ್ವಿವಚನಸ್ಯ ಡಾದೇಶಃ । ಪದಾತ್ಪರತ್ವಾದಾಮಂತ್ರಿತಸ್ಯೇತ್ಯಾಷ್ಟಮಿಕೋ ನಿಘಾತಃ ॥

ಮಿತ್ರಂ ಹುವ ಇತಿ ಮೈತ್ರಾವರುಣಸ್ಯ ತೃಚೋ ಗವಾಮಯನ ಆರಂಭಣೀಯೇ ಚತುರ್ವಿಂಶೇऽಹನಿ ಪ್ರಾತಃಸವನೇ ಮೈತ್ರಾವರುಣಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಿಯಃ । ತತ್ರೈನಾಭಿಪ್ಲವ ಷಡಹೇऽಪಿ ವಿನಿಯುಕ್ತಃ । ತಥಾ ಚಾಶ್ವಲಾಯನೇನ ಚತುರ್ವಿಂಶೇ ಹೋತಾಜನಿಷ್ಟೇತ್ಯಾದಿಖಂಡೇ ಮಿತ್ರಂ ವಯಂ ಹವಾಮಹೇ ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ ಪೂತದಕ್ಷಂ । ಆ. ೭-೨ । ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಿತಂ । ತಥಾಹಾಭಿಪ್ಲವಷ್ಪೃಷ್ಠ್ಯಾಹಾನೀತಿ ಖಂಡೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟಾನಾವಾಪಾನುದ್ಧೃತ್ಯ ಮಿತ್ರಂ ವಯಂ ಹವಾಮಹೇ ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ ಪೂತ ದಕ್ಷಂ ॥ ಆ. ೭-೫ । ಇತಿ ಚ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) **ವಾಯೋ**-ಎಲೈ ವಾಯುವೇ । **ಇಂದ್ರಶ್ಚ**-ಇಂದ್ರನೂ ಸಹ (ನೀವಿಬ್ಬರೂ) । **ಸುನ್ವತಃ**-ಸೋಮರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಯಜಮಾನನ । **ನಿಷ್ಕೃತಂ**-ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸೋಮವನ್ನು (ಪಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ), ಅಥವಾ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಯಜಮಾನನ ಸಮಿಾಪಕ್ಕೆ । **ಆ ಯಾತಂ**-ಬನ್ನಿ । (ಹೇ) **ನರಾ**-ಪೌರುಷಾದಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಯುಕ್ತರಾದ ಎಲೈ ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳೇ । (ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ) **ಧಿಯಾ**-ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ । **ಮಕ್ಷು**-ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ (ಸಂಸ್ಕಾರವುಂಟಾಗುವುದು) । **ಇತ್ಥಾ**-ಇದು ಸತ್ಯವು ॥

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳೇ, ಸೋಮರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸೋಮವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಯಜಮಾನನ ಸಮಿಾಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲೈ ಪುರುಷರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾದಂತಾಗುವುದು. ನೀವು ಬಂದು ಸೋಮಪಾನಮಾಡುವ್ರುದರಿಂದ ಯಜ್ಞವು ಯಥೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದಂತಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಸತ್ಯವು.

English Translahin.

O Indra and you Vayu also, come quickly to (drink) the Soma (prepared and purified by the) of Yajamana or sacrificer. Thus your coming will help to complete the rite of the sacrifice.

ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು

ನಿಷ್ಕೃತಂ-ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಸಂಸ್ಕೃತಂ** ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಮವೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು. Geldner ಎಂಬ ಪಂಡಿತನು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದೂ, Grassman ಪಂಡಿತನು

ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾದಸ್ಥಳವೆಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ **ನಿಷ್ಕೃತಂ= ನಿಶ್ಶೇಷೇಣ ಸಂಪಾದಿತಂ** ಎಂದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವು. **ಉತ ತ್ಯಂ ಚಮಸಂ ನವಂ ತ್ವಷ್ಟುರ್ದೇವಸ್ಯ ನಿಷ್ಕೃತಂ |** (ಋ. ಸಂ. ೧-೨೦-೬) ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅರ್ಥವು ಇರುವುದು. ಮತ್ತೂ-

(1) **ರಥೋ ಹ ವಾಂ ಭೂರಿ ವರ್ಪಃ ಕರಿಕ್ರತ್ಸುತಾವತೋ ನಿಷ್ಕೃತಮಾಗಮಿಷ್ಠಃ |**
(ಋ. ಸಂ. ೩-೫೮-೯)

(2) **ಸೋಮೋ ಜಿಗಾತಿ ಗಾತುವಿದ್ದೇವಾನಾಮೇತಿ ನಿಷ್ಕೃತಂ |**
(ಋ. ಸಂ. ೩-೬೨-೧೩)

(3) **ಬಳಿತ್ಥಾ ದೇವ ನಿಷ್ಕೃತಮಾದಿತ್ಯಾ ಯಜತಂ ಬೃಹತ್ |**
(ಋ. ಸಂ. ೫-೬೭-೧)

(4) **ಇಂದ್ರ ದೃಹ್ಯಸ್ವ ಪೂರಸಿ ಭದ್ರಾ ತ ಏತಿ ನಿಷ್ಕೃತಂ |**
(ಋ. ಸಂ. ೮-೮೦-೭)

(5) **ವಾಯೋರಿಂದ್ರಸ್ಯ ನಿಷ್ಕೃತಂ |** (ಋ. ಸಂ. ೯-೧೩-೧)

(6) **ಉಕ್ಷಾ ಮಿಮಾತಿ ಪ್ರತಿ ಯಂತಿ ಧೇನವೋ ದೇವಸ್ಯ ದೇವೀರುಪ ಯಂತಿ ನಿಷ್ಕೃತಂ |** (ಋ. ಸಂ. ೯-೬೯-೪)

(7) **ಕನಿಕ್ರದದ್ವೃಷಾ ಹರಿರಿಂದ್ರಸ್ಯಾಭ್ಯೇತಿ ನಿಷ್ಕೃತಂ |**
(ಋ. ಸಂ. ೯-೧೦೧-೧೬)

ಈ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ **ನಿಷ್ಕೃತಂ** ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವು (ಯಜ್ಞಕರ್ಮವು) ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಥಳ (The appointed place where the work of sacrifice is performed) ಅಥವಾ ಕ್ಲೃಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎಂದರ್ಥವು ಸೂಚಿತವಾಗುವುದು.

ಇತ್ಥಾ-ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು-**ಅಮುತ ಇತಿ ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ | ಇತ್ಥಾಮುತೋಽನ್ತರಿಕ್ಷಾತ್ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ಸ್ಥಾನಾತ್**-ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನವಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಎಂದೂ, ವೆಂಕಟಮಾಧವರು ಇತ್ಥಾ-ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರುವರು.

ಧಿಯಾ-ಅಮುನಾ ಕರ್ಮಣಾ-ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ನಿಘಂಟುವಿನಂತೆ (ನಿ. ೨-೧-೨೧) ಧೀಃ-ಕರ್ಮಮಾಡು, ಯಜ್ಞಮಾಡು ಎಂಬದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಕಾರರು-ಈ ನಮ್ಮ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಎಂದೂ, Geldner ಪಂಡಿತನು-ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರುವರು. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು **ಧಿಯಾ**-ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ನಿಘಂಟುವಿನಂತೆ (ನಿ. ೩-೯-೭) ಧೀಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಬಶಬ್ದದ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸೂಕ್ತದ ಋಷಿಯಾದ ಮಧುಚ್ಛಂದನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರಕೃತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವನ್ನು ಇಂದ್ರವಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ **ಧಿಯಾ**-ಎಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ಮಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು. ಮುಂದಿನ ತೃಚವಾದ **ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ**

ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಮೂರು ಋಕ್ಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಈ ಸೂಕ್ತದ ೭, ೮, ೯ ನೆಯ ಋಕ್ಕುಗಳು ಮಿತ್ರಾವರುಣರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವವು. ಗವಾಮಯನವೆಂಬ ಸತ್ರಯಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವಾಗ ಈ ಋಕ್ಕುಗಳ ವಿನಿಯೋಗವು. ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ಲವಷಡಹವೆಂಬ ಆರುದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡುವ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗವಿರುವುದು. ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರದ **ಹೋತಾಜನಿಷ್ಟ**-ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ **ಮಿತ್ರಂ ವಯಂ ಹವಾಮಹೇ** ಮತ್ತು **ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ ಪೂತದಕ್ಷಂ** ಎಂಬ ಎರಡು ಋಕ್ಕುಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಆಶ್ವ. ಸೂ. ೭-೨ ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಭಿಪ್ಲವ ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠ್ಯ ಯಾಗಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹ (ಆಶ್ವ. ಸೂ. ೭-೫) ಈ ಎರಡು ಋಕ್ಕುಗಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ವಾಯೋ-ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೯೮) ಎಂಬ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ಋಜ್ರೇಂದ್ರಾಗ್ರವಜ್ರವಿಪ್ರಕುಬ್ರಚುಬ್ರಕ್ಷುರಖುರಭದ್ರೋಗ್ರಭೇರಭೇಲಶುಕ್ರಶುಕ್ಲವನ್ರೇರ-ಮಾಲಾಃ (ಉ. ಸೂ. ೨-೧೮೬) ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ರನ್ನಂವಾಗಿ ನಿಪಾತಿಸಲ್ಪಡುವವು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಶಬ್ದವು **ರನ್** ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿ ನಿಪಾತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ರನ್** ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಣಾಭಾವವನ್ನು ನಿಪಾತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. **ರನ್ನು** ನಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ **ಞ್ನಿತ್ಯಾದಿರ್ನಿತ್ಯಂ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೧-೧೯೭) ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ಚಾದಯೋಽನುದಾತ್ತಾಃ (ಫಿ. ಸೂ. ೮೪) ಚಾದಿಗಣಪಠಿತಶಬ್ದಗಳು ಅನುದಾತ್ತವಾಗುವವು. ಎಂಬುದರಿಂದ ಚ ಎಂಬುದು ಅನುದಾತ್ತವು.

ಸುನ್ವತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಶತುರನುಮೋನದ್ಯಜಾದೀ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೭೩) ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು.

ನಿಷ್ಕೃತಂ ಇಲ್ಲಿ **ನಿರಿತ್ಯೇಷಸಮಿತ್ಯೇತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ** (ನಿರು. ೧೨-೭) **ಸಂ** ಎಂಬುದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ **ನಿಸ್** ಬರುವುದು, ಎಂದು ಯಾಸ್ಕರು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ **ಸಂಸ್ಕೃತಂ** ಶಬ್ದದ **ಸಂ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ನಿಸ್** ಬರುವುದು. **ಆದಿಕರ್ಮಣಿ ಕ್ತಃ ಕರ್ತರಿ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೪-೭೧) **ಆದಿಕರ್ಮಣಿ ನಿಷ್ಠಾ ವಕ್ತವ್ಯಾ,** ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಆರಂಭಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಧಾತುವಿಗೆ **ಕ್ತ** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದೆಂದು ವಾರ್ತಿಕ ವಿಹಿತ ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕರ್ತ್ರರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **ನಿಷ್ಕೃತಂ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಎಂದರ್ಥವು. **ನಿಸ್**+**ಕೃತ** ಪದಗಳಿಗೆ **ಕುಗತಿಪ್ರಾದಯಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೨-೧೮) ಕುಶಬ್ದ, ಗತಿಸಂಜ್ಞಕಶಬ್ದ, ಪ್ರಾದಿಗಳು ಇವು ಸಮರ್ಥಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾಸ ಬಂದಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ತತ್ಪುರುಷೇ ತುಲ್ಯಾರ್ಥ....** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೨) ಇತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿಸ್ಸೆಂಬ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ **ಥಾಥಘಞ್ಕ್ತಾಜಬಿತ್ರಕಾಣಾಂ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೨-೧೪೪) ಥ, ಅಥ, ಘಞ್, ಕ್ತ, ಅಚ್, ಅಪ್, ಇತ್ರ, ಕ ಇವುಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಗತಿ-ಕಾರಕ-ಅಥವಾ ಉಪಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ನಿಸ್** ಎಂಬ ಗತಿಯ

ಮುಂದಿರುವ ಕ್ತ ವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲುಳ್ಳ **ಕೃತೆ** ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯವು ಕರ್ತ್ರರ್ಥಕವಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಣಿಕ್ತಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ **ಗತಿರನಂತರಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೪೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಿಗೆ ಉದಾತ್ತವು (ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವು) ಬರುವುದಿಲ್ಲ. **ನಿಷ್ಕರೋತೀತಿ ನಿಷ್ಕೃತ್** ಹೀಗೆ **ಕ್ವಿಪ್** ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದರೆ **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಋಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು.

ಧಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಸಾವೇಕಾಚಸ್ತೃತೀಯಾದಿರ್ವಿಭಕ್ತಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ತೃತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯು ಉದಾತ್ತ. ನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂಬೋಧನದ್ವಿವಚನಕ್ಕೆ **ಸುಪಾಂಸುಲುಕ್**- (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೧-೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ **ಡಾ** ಆದೇಶ ಬಂದು ನಂತರ ನರಶಬ್ದದ ಅಕಾರ ಡಾವಿನ ಡಕಾರಗಳಿಗೆ ಲೋಪ ಬಂದರೆ ನರಾ ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದು ಧಿಯಾ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೯) ಎಂಬ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ।

ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ ಪೂತದಕ್ಷಂ ವರುಣಂ ಚ ರಿಶಾದಸಂ ।
ಧಿಯಂ ಘೃತಾಚೀಂ ಸಾಧಂತಾ ॥ ೭ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಮಿತ್ರಂ । ಹುವೇ । ಪೂತಽದಕ್ಷಂ । ವರುಣಂ । ಚ । ರಿಶಾದಸಂ ॥
ಧಿಯಂ । ಘೃತಾಚೀಂ । ಸಾಧಂತಾ ॥ ೭ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಅಹಮಸ್ಮಿನ್ಕರ್ಮಣಿ ಹವಿಷ್ಪ್ರದಾನಾಯ ಪೂತದಕ್ಷಂ ಪವಿತ್ರಬಲಂ ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ । ತಥಾ ರಿಶಾದಸಂ ರಿಶಾನಾಂ ಹಿಂಸಕಾನಾಮುದಸಮತ್ತಾರಂ ವರುಣಂ ಚ ಹುವೇ । ಆಹ್ವಯಾಮಿ । ಕೀದೃಶೌ ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ । ಘೃತಮುದಕಮಂಚತಿ ಭೂಮಿಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಯಾ ಧೀರ್ವರ್ಷಣಕರ್ಮ ತಾಂ ಘೃತಾಚೀಂ ಧಿಯಂ ಸಾಧಂತಾ ಸಾಧಯಂತೌ ಕುರ್ವಂತೌ ಮಿತ್ರಶಬ್ದಃ ಪುಂಲ್ಲಿಂಗಃ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತಃ । ಹುವ ಇತಿ ಹ್ವಯತೇರ್ಬಹುಲಂ ಛಂದಸೀತಿ ಶಪೋ ಲುಕಿ ಸತಿ ಹ್ವಃ ಸಂಪ್ರಸಾರಣಂ । ಪಾ. ೬-೧-೩೨ । ಇತ್ಯನುವೃತ್ತೌ ಬಹುಲಂ ಛಂದಸೀತಿ ಸಂಪ್ರಸಾರಣ ಉವಙಾದೇಶಃ । ತಿಙ್ಙತಿಙ ಇತಿ ನಿಘಾತಃ । ಪೂತಶಬ್ದಃ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತಃ । ಬಹುವ್ರೀಹೌ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿ-

ಸ್ವರತ್ವಂ । ವರುಣಶಬ್ದಃ ಕೃವೃದಾರಿಭ್ಯ ಉನನ್ । ಉ. ೩-೫೩ । ಇತ್ಯುನನ್ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತೋ ನಿತ್ತ್ವಾದಾದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ರಿಶಂತಿ ಹಿಂಸಂತೀತಿ ರಿಶಾಃ ಶತ್ರವಃ । ಇಗುಪಧಜ್ಞಾಪ್ರೀಕಿರಃ ಕಃ । ಪಾ. ೩-೧-೧೩೫ । ಇತಿ ಕಃ । ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರೇಣೋದಾತ್ತಃ । ತಾನತ್ತೀತಿ ರಿಶಾದಾಃ ॥ ತಂ । ಸರ್ವಧಾತುಭ್ಯೋಽಸುನ್ । ಉ. ೪-೧೮೮ । ಇತ್ಯಸುನ್ಪ್ರತ್ಯಯೇ ನಿತ್ಸ್ವರೇಣೋತ್ತರಪದಮಾದ್ಯುದಾತ್ತಂ । ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೇಣ ಸ ಏವಾವಶಿಷ್ಯತೇ । ಶೇಷನಿಘಾತೇ ಸತ್ಯೇಕಾದೇಶ ಉದಾತ್ತೇನೋದಾತ್ತಃ । ಪಾ. ೮-೨-೫ । ಇತಿ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘೋಽಪ್ಯುದಾತ್ತ ಏವ । ಧೀರಿತ್ಯಪ ಇತ್ಯಾದಿಷಡ್ವಿಂಶತೌ ಕರ್ಮನಾಮಸು ಪಠಿತಃ । ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತಃ ಘೃತಮಂಚತೀತಿ ಘೃತಾಚೀ । ಋತ್ವಿಗ್ದಧೃಗಿತ್ಯಾದಿನಾ । ಪಾ. ೩-೨-೫೯ । ಕ್ವಿನ್ಪ್ರತ್ಯಯಃ । ಅನಿದಿತಾಂ । ಪಾ. ೬-೪-೨೪ । ಇತಿ ನಕಾರಲೋಪಃ । ಅಂಚತೇಶ್ಚೋಪಸಂಖ್ಯಾನಂ । ಪಾ. ೪-೧-೬೨ । ಇತಿ ಙೀಪ್ । ಅಚಃ । ಪಾ. ೬-೪-೧೩೮ । ಇತ್ಯಕಾರಲೋಪೇ ಚೌ । ಪಾ. ೬-೩-೧೩೮ । ಇತಿ ದೀರ್ಘತ್ವಂ । ಘೃತಶಬ್ದೋ ನಬ್ವಿಷಯಸ್ಯಾನಿಸಂತಸ್ಯೇತ್ಯಾದ್ಯುದಾತ್ತಂ ಬಾಧಿತ್ವಾ ಘೃತಾದೀನಾಂ ಚ । ಫಿ. ೧-೨೨ । ಇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತಃ । ಸಮಾಸಸ್ಯೇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತಸ್ಯಾಪವಾದಕಂ ತತ್ಪುರುಷೇ ತುಲ್ಯಾರ್ಥೇತಿ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರಂ ಬಾಧಿತ್ವಾ ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾದಿತ್ಯುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೇಣೋದಾತ್ತಸ್ಯ ಧಾತ್ವಕಾರಸ್ಯ ಲೋಪೇ ಸತ್ಯನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಚ ಯತ್ರೋದಾತ್ತಲೋಪಃ । ಪಾ. ೬-೧-೧೬೧ । ಇತಿ ಙೀಪ ಉದಾತ್ತತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಚೌ । ಪಾ. ೬-೧-೨೨೨ । ಇತಿ ಪೂರ್ವಪದಾಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ಸಾಧಂತಾ । ರಾಧ ಸಾಧ ಸಂಸಿದ್ಧಾವಿತ್ಯಸ್ಮಾದಂತರ್ಭಾವಿತಣ್ಯರ್ಥಾಲ್ಲಟಃ ಶತ್ರಾದೇಶೇ । ಪಾ. ೩-೨-೧೨೪ - ಶ್ನುಂ ಬಾಧಿತ್ವಾ ವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಶಪ್ । ಅದುಪದೇಶತ್ವಾದುಪರಿ ಶತೃಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಲಸಾರ್ವಧಾತುಕಾನುದಾತ್ತತ್ವಂ । ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವಿವಚನಸ್ಯ ಶಪಶ್ಚಾನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತಾವಿತ್ಯನುದಾತ್ತತ್ವೇ ಧಾತೋರಿತಿ ಧಾತುಸ್ವರ ಏವ ಶಿಷ್ಯತೇ । ಸುಪಾಂ ಸುಲುಗಿತ್ಯಾದಿನಾ ವಿಭಕ್ತೇರಾಕಾರಾದೇಶಃ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಹವಿಷ್ಪ್ರದಾನಾಯ-ಈ ಯಜ್ಞಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ) **ಪೂತದಕ್ಷಂ**-ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಲವುಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಅತಿಬಲಶಾಲಿಯಾದ । **ಮಿತ್ರಂ**-ಮಿತ್ರನನ್ನೂ । **ರಿಶಾದಸಂ**-**ರಿಶ**-ಶತ್ರುಗಳ, **ಅದಸಂ**-ಭಕ್ಷಕನಾದ ಎಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನುಂಗುವ, ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕನಾದ । **ವರುಣಂ**-ವರುಣನನ್ನೂ । **ಹುವೇ**-ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವೆನು (ಕರೆಯುವೆನು) । (ಮಿತ್ರಾವರುಣರು) **ಘೃತಾಚೀಂ**-ಉದಕವನ್ನು ವರ್ಷಣಮಾಡುವ (ಮಳೆಕರೆಯುವ) । **ಧಿಯಂ**-ಕರ್ಮವನ್ನು । **ಸಾಧಂತಾ**-ನೆರವೇರಿಸುವವರು.

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಮಿತ್ರಾವರುಣರೆಂಬ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈ ಯಜ್ಞಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹವಿಃಪ್ರದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವೆನು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರನು ಅತಿಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯು. ಇವನ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು : ವರುಣನು ಶತ್ರುವಿಧ್ವಂಸಕನು. ಮತ್ತು ಈ ಮಿತ್ರಾವರುಣರು ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು. ಇಂತಹ ಮಿತ್ರಾವರುಣರನ್ನು ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿಃಪ್ರದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಮಾಡುವೆನು.

English Translation

I invoke Mitra of pure strength, and Varuna the devourer of foes; the joint accomplishers of the act of bestowing water (on the earth)

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಪೂತದಕ್ಷಂ—ಪೂತ= ಶುದ್ಧ (Pure), ದಕ್ಷ= ಬಲ (Strength) ಇದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥ. ದಕ್ಷಶಬ್ದವು ಬಲವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿತ ವಾಗಿದೆ (ನಿಘಂಟು ೨-೯) ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ನಿಘಂಟುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ—

(1) **ಜಜ್ಞಾನಾ ಪೂತದಕ್ಷಸಾ** (ಋ. ಸಂ. ೧–೨೩-೪)

(2) **ಅಬುಧ್ನೇ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ವನಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಸ್ತೂಪಂ ದದತೇ ಪೂತದಕ್ಷಃ**
(ಋ. ಸಂ. ೧–೨೪-೭)

(3) **ಮಯೋ ದಧೇ ಮೇಧಿರಃ ಪೂತದಕ್ಷೋ ದಿವಃ ಸುಬಂಧುರ್ಜನುಷಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ॥**
(ಋ. ಸಂ. ೩-೧-೩)

(4) **ಅರ್ಚಂತಿ ತ್ವಾ ಮರುತಃ ಪೂತದಕ್ಷಾಸ್ತ್ವಮೇಷಾಮೃಷಿರಿಂದ್ರಾಸಿ ಧೀರಃ ॥**
(ಋ. ಸಂ. ೫-೨೯-೧)

(5) **ನಿ ಕೇತುನಾ ಜನಾನಾಂ ಚಿಕೇಥೇ ಪೂತದಕ್ಷಸಾ ॥**
(ಋ. ಸಂ. ೫-೬೬-೪)

(6) **ಋತಸ್ಯ ವೋ ರಥ್ಯಃ ಪೂತದಕ್ಷಾನೃತಸ್ಯ ಪಸ್ತ್ಯಸದೋ ಅದಬ್ಧಾನ್ ॥**
(ಋ. ಸಂ. ೬–೫೧-೯)

(7) **ಪ್ರತಿ ವಾಂ ಸೂರ ಉದಿತೇ ಸೂಕ್ತೈರ್ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ ವರುಣಂ ಪೂತದಕ್ಷಂ ॥**
(ಋ. ಸಂ. ೭-೬೫-೧)

(8) **ಋತಾವಾನಾ ಸಮ್ರಾಜಾ ಪೂತದಕ್ಷಸಾ ॥** (ಋ. ಸಂ. ೮-೨೩-೩೦)

(9) **ಋತಾವಾನಾ ಯಜಸೇ ಪೂತದಕ್ಷಸಾ ॥** (ಋ. ಸಂ. ೮-೨೫-೧)

(10) **ಅರ್ಷಂತಿ ಪೂತದಕ್ಷಸಃ** (ಋ. ಸಂ. ೮–೯೪–೭)

(11) **ತ್ಯಾನ್ನು ಪೂತದಕ್ಷಸೋ ದಿವೋ ವೋ ಮರುತೋ ಹುವೇ ॥**
(ಋ. ಸಂ. ೮-೯೪-೧೦)

(12) **ಇಂದ್ರೋ ಮಿತ್ರೋ ವರುಣಃ ಸಂ ಚಿಕಿತ್ರಿರೇಽಥೋ ಭಗಃ ಸವಿತಾ ಪೂತದಕ್ಷಸಃ ॥**
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೯೨-೪)

ಇತ್ಯಾದಿ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ **ಪೂತದಕ್ಷಃ** ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಕಾರರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಮನಸ್ಸೆಂದೂ**

Geldner ಪಂಡಿತನು **ಉದ್ದೇಶವೆಂದೂ** ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ನಿಘಂಟುವನ್ನನುಸರಿಸಿ (ನಿ. ೨-೯) ಹೇಳಿರುವ **ಬಲ** ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ತೈ. ಸಂ. ೪-೭-೧) **ದಕ್ಷಶ್ಚ ಮೇ ಬಲಂ ಚ ಮೇ** ಎಂದಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹೀಧರರೆಂಬುವರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ **ದಕ್ಷಃ** ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕೌಶಲ್ಯವೆಂದೂ **ಬಲಂ** ಎಂದರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಕೌಶಲ್ಯವೆಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ದಕ್ಷಶಬ್ದವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಲಶಬ್ದವು ದೇಹಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ದಕ್ಷಶಬ್ದವು,

(1) **ದಕ್ಷಂ ದಧಾತೇ ಅಪಸಂ ॥** (ಋ. ಸಂ. ೧-೨-೯)

ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವೀಣತೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು

(2) **ದಕ್ಷಂ ದಧಾಸಿ ಜೀವಸೇ ।** (ಋ. ಸಂ. ೧-೯೧-೭)

ತಂ ದಕ್ಷಃ ಸಚತೇ ಕವಿಃ । (ಋ. ಸಂ. ೧-೯೧-೧೪)

ದ್ಯುಮತ್ತಮಂ ದಕ್ಷಂ ಧೇಹ್ಯಸ್ಮೇ ಸೇಧಾ ಜನಾನಾಂ ಪೂರ್ವೀರರಾತೀಃ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೬-೪೪-೯)

ಯ ಇಂದ್ರೋ ಹರಿವಾನ್ನ ದಭಂತಿ ತಂ ರಿಪೋ ದಕ್ಷಂ ದಧಾತಿ ಸೋಮಿನಿ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೭-೩೨-೧೨)

ಪ್ರ ದಕ್ಷಾಯ ಪ್ರಚೇತಸಾ (ಋ. ಸಂ. ೮-೯-೨೦)

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಶಬ್ದವು ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ, ಕ್ರತುಶಬ್ದವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವವು. ಉದಾ—

ಭದ್ರಂ ನೋ ಅಪಿ ವಾತಯ ಮನೋ ದಕ್ಷಮುತ ಕ್ರತುಂ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೨೫-೧)

ಆ ತ ಏತು ಮನಃ ಪುನಃ ಕ್ರತ್ವೇ ದಕ್ಷಾಯ ಜೀವಸೇ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೫೭-೪)

ಉತ ಸ್ವೇನ ಕ್ರತುನಾ ಸಂ ವದೇತ ಶ್ರೇಯಾಂಸಂ ದಕ್ಷಂ ಮನಸಾ ಜಗೃಭ್ಯಾತ್ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೩೧-೨)

ತ್ವಂ ಸೋಮ ಕ್ರತುಭಿಃ ಸುಕ್ರತುರ್ಭೂಸ್ತ್ವಂ ದಕ್ಷೈಃ ಸುದಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೧-೯೧-೨)

ಆ ನೋ ಯಜ್ಞಾಯ ತಕ್ಷತ ಋಭುಮದ್ವಯಃ ಕ್ರತ್ವೇ ದಕ್ಷಾಯ ಸುಪ್ರಜಾವತೀ ಮಿಷಂ ॥ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧೧೧-೨)

ಅಧಾ ಹ್ಯಗ್ನೇ ಕ್ರತೋರ್ಭದ್ರಸ್ಯ ದಕ್ಷಸ್ಯ ಸಾಧೋಃ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೪-೧೦-೨)

ಪ್ರ ವಃ ಸುತಾಸೋ ಹರಯಂತ ಪೂರ್ಣಾಃ ಕ್ರತ್ವೇ ದಕ್ಷಾಯ ಹರ್ಷಯಂತ ಪೀತಾಃ ॥ (ಋ. ಸಂ. ೪-೩೭-೨)

ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರತ್ವಾ ದಕ್ಷಸ್ಯ ಮಂಹನಾ ।

(ಋ. ಸಂ. ೫-೧೦-೨)

ಈ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಋ. ಸಂ. ೫-೪೩-೫ ; ೬-೧೬-೭ ; ೭-೮೬-೬ ; ೮-೪೨-೩ ; ೮-೪೮-೮ ; ೮-೬೮-೪ ; ೯-೪-೩ ; ೯-೧೬-೨ ; ೧೦-೯೨-೧೦ ಇತ್ಯಾದಿ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳು ಸೂಚಿತ ವಾಗಿರುವವು. ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂತದಕ್ಷವೆಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ವೆಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ರಿಶಾದಸಃ-ಯಾಸ್ಕರು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ (ನಿ. ೬-೧೪) ರಿಶಾದಸಃ-**ರೇಶಯದಾರಿಣಃ** ಅಥವಾ **ರೇಶಯ-ದಾಸಿನಃ** ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗ ಎಂಬುವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ **ರೇಶಯದಾಸಿನಃ-ಯೋ ಹಿ ರೇಶಯತಿ ಹಿಂಸಾವಾನ್ ಭವತಿ ತಸ್ಮೈ ತೇ ಆಯುಧಾನ್ಯಸ್ಯಂತಿ**-ಆಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವವನು, ಹಿಂಸೆಮಾಡುವವನು ಎಂದು. **ರೇಶಯದಾರಿಣಃ-ರೇಶಯನ್ತಂ ಹಿಂಸಂತಂ ದಾರಯಂತೀತ್ಯರ್ಥಃ** ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಸೀಳುವವನು, ನಾಶಪಡಿಸುವವನು ಎಂದರ್ಥವು.

ದೇವರಾಜಯಜ್ವನು ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ (೪-೩-೫೩) ರಿಶ್ ಎಂಬ ಧಾತುವು **ರಿಶ್-ಹಿಂಸಾಯಾಂ** ಹಿಂಸೆಮಾಡು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ **ರಿಶಾದಶಃ-ರಿಶತಾಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಾ ಅಸಿತಾರಃ ಕ್ಷೇಪ್ತಾರಃ ನಾಶಯಿತಾರಃ**—ಎಂದರೆ ಹಿಂಸೆಮಾಡುವವನು ಎಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ಮಹೀಧರರೆಂಬ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು—**ರಿಶಾದಸಃ ರಿಶತ್ಯ ಹಿಂಸಾರ್ಥಃ । ರಿಶಂ ನೈರಕೃತಂ ಹಿಂಸಾಂ ದಸ್ಯಂತಿ ಉಪಕ್ಷಯಂತೀತಿ ರಿಶಾದಸಃ । ಯದ್ವಾ ರಿಶಾನ್ ಹಿಂಸಕಾನ್ ದಸ್ಯಂತೀತಿ ರಿಶಾದಸಃ । ಯದ್ವಾ ರಿಶತೋ ಅಸ್ಯಂತಿ ಕ್ಷಿಪಂತಿ ತೇ ರಿಶಾದಸಃ**—ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ಇವರು ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ವಾ. ಸಂ. ೩೩-೭೨) ವಾಯು ಮತ್ತು ಸವಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇರುವ **ರಿಶಾದಸಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ **ಶತ್ರೂಪಕ್ಷಯಿತಾರೌ**-ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವರು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ **ರಿಶಾನಾಂ ಹಿಂಸಕಾನಾಂ ಅದಸಂ, ಅತ್ತಾರಂ**-ಹಿಂಸೆಮಾಡುವವರ ಭಕ್ಷಕನು (ನುಂಗುವವನು, ನಾಶಮಾಡುವವನು) ಎಂದೂ, ಋ. ಸಂ. ೧-೬೪-೫ ರಲ್ಲಿ ಮರುತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ **ರಿಶಾದಸೋ ರಿಶಾನಾಂ ಹಿಂಸಕಾನಾಂ ಅತ್ತಾರಃ ಯದ್ವಾ ರಿಶಾನಾಂ ಹಿಂಸಕಾನಾಂ ಅಸಿತಾರೋ ನಿರಸಿತಾರಃ** ಎಂದೂ ಋ. ಸಂ. ೬-೫೧-೪ ರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವಾಗ **ರಿಶಾದಸೋ ರಿಶತಾಂ ಹಿಂಸಕಾನಾಮಸಿತ್ರ್ಯಾನ್ ಕ್ಷೇಪ್ತ್ರ್ಯಾನ್, ಯದ್ವಾ ರಿಶಾನಾಂ ಹಿಂಸಕಾನಾಂ ಅತ್ತ್ರ್ಯಾನ್ ಭಕ್ಷಯಿತ್ರ್ಯಾನ್**-ಎಂದರೆ ಹಿಂಸಕರನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಕರನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವ ಎಂದು ಎರಡುವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಈರೀತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು-**ರಿಶರ್ ಹಿಂಸಾರ್ಥಃ ಅಸುಕ್ಷೇಪಣೇ । ರಿಶತೋಽಸ್ಯತೀತಿ ರಿಶಾದಸಃ । ರಿಶಾದಸಂ ಹಿಂಸಕಾನ್ ಕ್ಷೇಪ್ತಾರಂ ॥** ಎಂದರೆ ರಿಶಿರ್‌ಧಾತುವಿಗೆ ಹಿಂಸೆಮಾಡು, ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಮಾಡು ಎಂದು ಅರ್ಥವು. **ರಿಶತಃ**-ಹಿಂಸಿಸುವವರನ್ನು **ಅಸ್ಯತೀತಿ-ರಿಶಾದಸಃ** ಬಿಸಾಡುವ, ಎತ್ತಿ ಒಗೆಯುವ ಎಂದರೆ ನಾಶಮಾಡುವ ಎಂದರ್ಥವು. ವೆಂಕಟಮಾಧವರು **ರಿಶತಾಂ ಹಿಂಸಿತ್ರ್ಯಾಣಾಂ ಕ್ಷೇಪ್ತಾರಂ** ಎಂದು ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವರು.

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪಂಡಿತರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್, (Max Muller) ಎಗ್ಲಿಂಗ್ (Eggling) ಗ್ರಾಸ್‌ಮ್ಯಾನ್ (Grassman) ಹಿಲ್‌ಬ್ರಾಂಡ್ (Hillebrandt) ಎಂಬ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ-ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು (Destroyer of enemies) ಎಂಬದಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಲಡ್‌ವಿಗ್ (Ludwig) ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತನು-ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಶತ್-ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು, ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ಅತ್ತೀತಿ-ತಿನ್ನುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿರುವರು. ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಕೇವಲ ಊಹೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಕೃತ.

ಧಿಯಂ-ಈ ಶಬ್ದವು ಧೀಶಬ್ದದ ದ್ವಿತೀಯೈಕವಚನವು. ಗೆಲ್ಡ್‌ನರ್ (Geldner) ಪಂಡಿತನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಿ, ಕವನ (Poem) ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟಮಾಧವ, ಸಾಯಣ ಮುಂತಾದವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಇದನ್ನು **ವೃಷ್ಟ್ಯಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ** ಎಂದೂ, ಸಾಯಣರು **ವರ್ಷಣಕರ್ಮ** ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಇದು ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಮಳೆಬರುವುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ರೂಢವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಥವು

ಯದ್ದೇವಾಪಿಃ ಶಂತನವೇ ಪುರೋಹಿತೋ ಹೋತ್ರಾಯ ವೃತಃ ಕೃಪಯನ್ನದೀಧೇತ್ ।
ದೇವಶ್ರುತಂ ವೃಷ್ಟಿವನಿಂ ರರಾಣೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ವಾಚಮಸ್ಮಾ ಅಯಚ್ಛತ್ ॥
(ಋ. ಸಂ. ೧೦-೯೮-೭)

ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಘೃತಾಚೀಂ-ಈ ಶಬ್ದದ ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನೆನೆದದ್ದು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಲೇಪನಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದಾಗುವುದು. ಘೃತಾಚೀ-ಎಂದರೆ-**ಉದಕಂ, ಪೃಥಿವೀಂ ಪ್ರತಿ ಯಾ ಗಮಯತಿ ಸಾ ಘೃತಾಚೀ**-ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ (ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಮಳೆಯರೂಪವಾಗಿ) ಬೀಳುವ ನೀರಿಗೆ ಘೃತಾಚೀ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಧವ ಮತ್ತು ಸಾಯಣರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧವರು-ಮಿತ್ರಾವರುಣರು ವೃಷ್ಟ್ಯಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಎಂದರೆ ಇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಳೆಬರುವುದು. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ಈ ಮಿತ್ರಾವರುಣರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಳೆಹುಯ್ಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ-**ಉದಕಾಭಿಮುಖಂ ಕರ್ಮ ಸಾಧಯಂತೌ ವೃಷ್ಟಿರೀಕ್ಷತೌ** ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯೂ ಸಹ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ **ಸಾಧಂತಾ-ಸಾಧಯಂತೌ, ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರ್ವಂತೌ** ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು-**ಘೃತಂ ಉದಕಂ ಅಂಚತಿ ಭೂಮಿಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಯಾ ಧೀರ್ವರ್ಷಣಕರ್ಮ ತಂ ಘೃತಾಚೀಂ**-ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ನೀರು (ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ) ಮಳೆಯರೂಪವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಘೃತಾಚೀ ಎಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ಮಾಧವರು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ-**ಮೈತ್ರಂ ವಾ ಅಹಃ । ವಾರುಣೀ ರಾತ್ರಿಃ** ಮತ್ತು **ಅಹೋರಾತ್ರೇ ವೈ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಹೋರಾತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಖಲು ವೈ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ**-ಮಿತ್ರನು ಹಗಲು, ವರುಣನು ರಾತ್ರಿ. ಈ ಅಹೋರಾತ್ರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಮಿತ್ರಾ

ವರುಣರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪರ್ಜನ್ಯನು ಮಳೆಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ (ಋ. ಸಂ. ೫-೬೩-೩, ೪ ಮತ್ತು ೫-೮೫-೩) ಮಿತ್ರಾವರುಣರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪರ್ಜನ್ಯನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ (ನಿ. ೧-೧೨-೧೦) ಉದಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ೧೦೦ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೃತಶಬ್ದವು ಪಠಿತವಾಗಿದೆ.

ತ ಆವವೃತ್ರನ್ತ್ಸದನಾದೃತಸ್ಯಾದಿದ್ಘೃತೇನ ಪೃಥಿವೀ ವ್ಯುದ್ಯತೇ ॥

(ಋ. ಸಂ. ೧.೧೬೪-೪೭)

ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ **ಘೃತೇನ ಪೃಥಿವೀ ವ್ಯುದ್ಯತೇ**--ನೀರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನೆನೆಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ-ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಘೃತೇನ ಎಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ (ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ) ಎಂಬರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಸ್ಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ **ಘೃ** ಧಾತುವಿಗೆ ನೆನೆಯಿಸು ಚುಮುಕಿಸು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ದೇವರಾಜಯಜ್ವನೆಂಬುವರು **ಘೃ** ಧಾತುವಿಗೆ (ನೀರಿನಂತೆ) ಹರಿ ಅಥವಾ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬೀಳು ಎಂದೂ **ಘೃತ** ಎಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬೀಳುವ ನೀರು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೃತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ತುಪ್ಪವೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಘೃತವೆಂದರ ಉದಕವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಮಿತ್ರಃ ಎಂಬುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗಶಬ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತಬರುವುದು. **ಹ್ವೇಞ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಯಾಂ ಶಬ್ದೇ ಚ** ಎಂಬ **ಹ್ವೇಞ್** ಧಾತುವಿಗೆ ಆತ್ಮನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಪುರುಷ ಏಕವಚನ **ಇಟ್** ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ **ಟಿತ ಆತ್ಮನೇಪದಾನಾಂ ಟೇರೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೯-೭೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಏತ್ವ ಬರುವುದು. **ಕರ್ತರಿ ಶಪ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೬೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದ **ಶಪ್** ಎಂಬ ವಿಕರಣಕ್ಕೆ **ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೪-೭೩) ಎಂಬುದರಿಂದ **ಲುಕ್** (ಲೋಪ) ಬರುವುದು. ನಂತರ **ಬಹುಲಂ ಛಂದಸಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೩೪) ಇಲ್ಲಿ **ಹ್ವಸ್ಸಂ ಪ್ರಸಾರಣಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೩೨) ನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ತಥಾಚ ಹ್ವೇಞ್ ಧಾತುವಿಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಸಾರಣವು ಬಹುಲವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಂಪ್ರಸಾರಣ (ವಕಾರಕ್ಕೆ ಉಕಾರ) ನಂತರ **ಸಂಪ್ರಸಾರಣಾಚ್ಚ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೧-೧೦೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವರೂಪ ಬಂದರೆ **ಹು+ಏ** ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚಿಶ್ನುಧಾತುಭ್ರುವಾಂಯ್ವೋರಿಯ ಙುವಙೌ (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೭೭) ಅಜಾದಿಪ್ರತ್ಯಯ ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶ್ನುಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಶಬ್ದಕ್ಕೂ, ಇ ಉ ವರ್ಣಾಂತಧಾತು ಗಳಿಗೂ, ಭ್ರೂ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ **ಇಯಙ್ ಉವಙ್** ಎಂಬ ಆದೇಶಗಳು ಬರುವವು. ಇಲ್ಲಿ ಇಗೆ **ಇಯಙ್** ಉಗೆ **ಉವಙ್** ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹುವಿನ ಉಕಾರಕ್ಕೆ **ಉವಙ್** ಆದೇಶ ಬಂದರೆ **ಹುವೇ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಙ್ಙತಿಙಃ (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೨೮) ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ಪೂತ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ, **ಪೂತದಕ್ಷಂ** ಎಂಬುದು ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಾದ್ದರಿಂದ **ಬಹುವ್ರೀಹೌ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಪದಂ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೨-೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರುವುದು.

ಕೃವೃದಾರಿಭ್ಯ ಉನನ್ (ಉ. ಸೂ. ೩-೫೩) ಕೃ ವಿಕ್ಷೇಪೇ, ವೃಞ್ ವರಣೇ, ದೃ ವಿದಾರಣೇ, ಈ ಮೂರು ಧಾತುಗಳಿಗೆ **ಉನನ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ವರುಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೃ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **ಉನನ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಸ್ವರ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ರಿಶಂತಿ ಹಿಂಸಂತೀತಿ ರಿಶಾಃ-ಶತ್ರುಗಳು ಎಂದರ್ಥ. **ರಿಶ್ ಹಿಂಸಾಯಾಂ** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಉಪಾಂತ್ಯವರ್ಣವು ಇ ಆದ್ದರಿಂದ **ಇಗುಪಧಜ್ಞಾ ಪ್ರೀಕಿರಃಕಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೧೩೫) ಉಪಾಂತ್ಯವರ್ಣವು **ಇ ಉ ಋ ಲೃ** ಗಳಾಗಿರುವ ಧಾತುಗಳಿಗೂ; ಜ್ಞಾ ಅವಬೋಧನೇ, ಪ್ರೀಞ್ ತರ್ಪಣೇ, ಕೄ ವಿಕ್ಷೇಪೇ ಈ ಧಾತುಗಳಿಗೂ **ಕ** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ಕ** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ. **ರಿಶಾನ್ ಅತ್ತೀತಿ ರಿಶಾದಾಃ ತಂ ರಿಶಾದಸಂ** ಎಂದಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ಸರ್ವಧಾತು-ಭ್ಯೋಽಸುನ್** (ಉ. ಸೂ. ೪-೬೨೮) ಎಂಬುದರಿಂದ **ಅಸುನ್** ಬರಲು ನಿತ್ಸ್ವರದಿಂದ ಉತ್ತರಪದವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತ. **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃದುತ್ತರಪದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ವರವೇ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಏವಂಚ ಮಿಕ್ಕವುಗಳಿಗೆ **ಅನುದಾತ್ತಂ ಪದಮೇಕವರ್ಜಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಎಂದರೆ ರಿಶಶಬ್ದದ ಇಕಾರ ಮತ್ತು ಅಕಾರ ಅನುದಾತ್ತ. ಅದಸಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಅ ಉದಾತ್ತ. **ಅದಸ್** ಎಂಬುದರ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕವು ಅನುದಾತ್ತಗಳು. ಅನುದಾತ್ತವಾದ ಶ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಉದಾತ್ತವಾದ **ಅದಸ್** ಎಂಬುದರ ಆದ್ಯಾಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಸಹ **ಅಕಸ್ಸವರ್ಣೇ ದೀರ್ಘಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೦೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾಕಾರವು ಏಕಾದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಅದು **ಏಕಾದೇಶ ಉದಾತ್ತೇನೋದಾತ್ತಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೨-೫) ಅನುದಾತ್ತವರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತವರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಏಕಾದೇಶವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು.

ಅಪಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕರ್ಮನಾಮಧೇಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ (ನಿರು. ೨-೧-೨೧) **ಧೀಃ** ಎಂದು ಯಾಸ್ಕರು ಪಠಿಸಿರುವರು. ಆದು ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ.

ಘೃತಮಂಚತೀತಿ ಘೃತಾಚೀ-ಇಲ್ಲಿ **ಋತ್ವಿಗ್ದಧೃಕ್ಸ್ರಗ್ದಿಗುಷ್ಣಿಗಞ್ಚು ಯುಜಿಕ್ರುಞ್ಚಾಂಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೨-೫೯) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಅಞ್ಚು** ಧಾತುವಿಗೆ ಕ್ವಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತೆ. **ಪೂರ್ವತ್ರಾಸಿದ್ಧಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೨-೧) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಪಾದಸಪ್ತಾಧ್ಯಾಯೀಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಿಪಾದೀ ಕಾರ್ಯವು ಅಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಞ್ಚು ಧಾತುವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶ್ಚುತ್ವ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿ **ಅನ್‌ಚ್** ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಕಾರಕ್ಕೆ **ಅನಿದಿತಾಂ ಹಲ ಉಪಧಾಯಾಃ ಕ್ಙಿತಿ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೨೪) ಕಿತ್, ಙಿತ್, ಆದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವ್ಯಂಜನಾಂತಾಂಗದ ಉಪಾಂತ್ಯವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಲೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ **ಅಞ್ಚತೇಶ್ಚೋಪಸಂಖ್ಯಾನಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೪-೧-೬ ಪಠಿತವಾರ್ತಿಕ) ಅಞ್ಚುಧಾತುವಿಗೆ ಙೀಪ್ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಙೀಪ್ ಬರುವುದು ಅಚ್+ಈ ಎಂದಿರುವಾಗ **ಯಚಿಭಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೪-೧೮) **ಪ್ರಾಗಿವಾತ್ಕಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೫-೩-೭೦) ಎಂಬ ಕಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಅವಧಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಧಿಸಿರುವುವೂ, ಯಕಾರಾದಿ ಅಥವಾ ಅಜಾದಿಗಳೂ ಆದ ಅಸರ್ವನಾಮಸ್ಥಾನಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು **ಭ** ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಸಂಜ್ಞೆ ಬಂದಮೇಲೆ **ಅಚಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೧೩೮) ನಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬಂದು ಭಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಞ್ಚುಧಾತುವಿನ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬರುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬರಲಾಗಿ **ಚೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೩-೧೩೮) ಅಕಾರ ನಕಾರಗಳೆರಡೂ ಲೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಚ್‌ಧಾತುವು ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅ ಇ ಉ ಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಘೃತಶಬ್ದದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಬಂದರೆ ಘೃತಾಚೀ ಎಂದಾಗುವುದು. **ನಬ್ವಿಷಯಸ್ಯಾನಿಸಂತಸ್ಯ** (ಫಿ. ಸೂ. ೨೬) ಎಂಬ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಿಧಾಯಕಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾದ **ಘೃತಾದೀನಾಂ ಚ** (ಫಿ. ಸೂ. ೨೧) ಘೃತಾದಿಗಣಪಠಿತಶಬ್ದಗಳ ಅಂತವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಘೃತಶಬ್ದ ಅಂತೋದಾತ್ತ. **ಘೃತಾಚೀ**

ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಸಮಾಸಸ್ಯ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರ ಬರಲು ಘೃತ+ಅಚ್+ಈ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಚ್ ಎಂಬುದರ ಅಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು. ಈ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ **ಅಚಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೪-೧೩೮) ಎಂಬುದರಿಂದ **ಲೋಪ** ಬಂದಿರುವುದು, ಎಂದರೆ ಉದಾತ್ತಲೋಪ ಬಂದಿರುವುದು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ **ಅನುದಾತ್ತಸ್ಯ ಚ ಯತ್ರೋದಾತ್ತಲೋಪಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೧) ಯಾವ ಅನುದಾತ್ತವು ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಉದಾತ್ತಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬರುವುದೋ ಆ ಅನುದಾತ್ತವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪಿತ್ಸ್ವರದಿಂದ ಅನುದಾತ್ತವಾದ ಙೀಪಿನ ಈಕಾರವು ಉದಾತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ **ಚೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೨೨೨) ಅಕಾರಲೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಞ್ಚ್‌ಧಾತುವು ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಪದದಅಂತವು ಉದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪದಕ್ಕೆ ಅಂತೋದಾತ್ತಸ್ವರ ಬರುವುದು.

ಸಾಧನ್ತಾ-ಅಂತರ್ಭಾವಿತಣಿಚ್ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಕವಾದ **ರಾಧಸಾಧಸಂಸಿದ್ಧೌ** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಲಟ್ಟಿಗೆ **ಲಟಶ್ಶತೃಶಾನಚಾ** (ಪಾ. ಸೂ; ೩-೨-೧೨೪) ಇತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರದಿಂದ ಶತೃ ಆದೇಶ ಬರುವುದು. ಈಗ **ಸ್ವಾದಿಭ್ಯಃಶ್ನುಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೧-೭೩) ಎಂಬುದರಿಂದ ಬರುವ **ಶ್ನು** ವಿಕರಣವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ಛಂದಸ್ಸಾದ್ದರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ **ಶಪ್** ವಿಕರಣ ಬರುವುದು. ಇದು ಅದುಪದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಮುಂದಿರುವ ಲ ಸ್ಥಾನಿಕಸಾರ್ವಧಾತುಕಪ್ರತ್ಯಯವಾದ **ಶತೃವಿಗೆ** **ತಾಸ್ಯನುದಾತ್ತೇನ್ಙಿದದುಪದೇಶಾಲ್ಲಸಾರ್ವಧಾತುಕಮನುದಾತ್ತಮಹ್ನ್ವಿಙೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೮೬) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಸಾಧತ್ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವಿವಚನಪ್ರತ್ಯಯ **ಔ** ವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು. **ಉಗಿದಚಾಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೧-೭೦) ಎಂಬುದರಿಂದ ನುಮಾಗಮ ಸಾಧನ್ತ್ ಎಂದಾಗುವುದು. ಔಶಪ್ಪುಗಳಿಗೆ **ಅನುದಾತ್ತೌ ಸುಪ್ಪಿತೌ** (ಪಾ. ಸೂ. ೪-೪-೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುದಾತ್ತ ಬರಲು ಸಾಧ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಧಾತೋಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದ ಧಾತುಸ್ವರ ಉಳಿಯುವುದು. ಎಗೆ **ಸುಪಾಂ ಸುಲುಕ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೧-೩೯) ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆಕಾರಾದೇಶ ಬರುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ॥

ಋತೇನ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವೃತಾವೃಧಾವೃತಸ್ಪೃಶಾ ।
ಕ್ರತುಂ ಬೃಹಂತಮಾಶಾಥೇ ॥ ೮ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಋತೇನ । ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ । ಋತಽವೃಧೌ । ಋತಽಸ್ಪೃಶಾ ॥
ಕ್ರತುಂ । ಬೃಹಂತಂ । ಆಶಾಥೇ ಇತಿ ॥ ೮ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಹೇ ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಯುವಾಂ ಕ್ರತುಂ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಮಿಮಂ ಸೋಮಯಾಗಮಾಶಾಥೇ ಆನಶಾಥೇ । ವ್ಯಾಪ್ತವಂತೌ । ಕೇನ ನಿಮಿತ್ತೇನ । ಋತೇನ ಅವಶ್ಯಂಭಾವಿತಯಾ ಸತ್ಯೇನ ಫಲೇನ । ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಫಲಂ ದಾತುಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಕೀದೃಶೌ ಯುವಾಂ । ಋತಾವೃಧೌ । ಋತಮಿತ್ಯುದಕನಾಮ । ನಿ. ೨-೨೫ । ಸತ್ಯಂ ವಾ ಯಜ್ಞಂ ವಾ । ನಿ. ೪-೧೯ । ಇತಿ ಯಾಸ್ಕಃ । ಉದಕಾದೀನಾಮನ್ಯತಮಸ್ಯ ವರ್ಧಯಿತಾರೌ । ಅತ ಏವ ಋತಸ್ಪೃಶಾ ಉದಕಾದೀನ್ ಸ್ಪೃಶಂತೌ । ಕೀದೃಶಂ ಕ್ರತುಂ । ಬೃಹಂತಂ ಅಂಗೈರುಪಾಂಗೈಶ್ಚಾತಿಪ್ರೌಢಂ । ಋತಶಬ್ದೋ ಘೃತಾದಿತ್ವಾದಂತೋದಾತ್ತಃ । ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಿತ್ಯತ್ರ ಮಿತ್ರಶ್ಚ ವರುಣಶ್ಚೇತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ । ದೇವತಾದ್ವಂದ್ವೇ ಚ । ಪಾ. ೬-೩-೨೬ । ಇತಿ ಪೂರ್ವಪದಸ್ಯಾನಙಾದೇಶಃ । ಋತಸ್ಯ ವರ್ಧಯಿತಾರಾವಿತ್ಯರ್ಥೇಽಂತರ್ಭಾವಿತಣ್ಯರ್ಥಾದ್ವೃಧೇಃ ಕ್ವಿಪ್ । ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ । ಪಾ. ೬-೩-೧೩೭ । ಇತಿ ಪೂರ್ವಪದಸ್ಯ ದೀರ್ಘಃ । ಋತಸ್ಪೃಶಾ । ಸುಪಾಂ ಸುಲುಗಿತಿ ಡಾದೇಶಃ । ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಿತ್ಯಾದ್ಯಾಮಂತ್ರಿತತ್ರಯಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ವಪೂರ್ವಪದಾತ್ಪರತ್ವಾದಾಮಂತ್ರಿತಸ್ಯೇತ್ಯಾಷ್ಟಮಿಕೋ ನಿಘಾತಃ । ನನು ಋತೇನೇತ್ಯೇತಸ್ಯ ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತೇ ಪರಾಂಗವತ್ಸ್ವರೇ । ಪಾ. ೨-೧-೨ । ಇತಿ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವೇನಾಮಂತ್ರಿತಾನುಪ್ರವೇಶಾತ್ಪಾದಾದಿತ್ವೇನ ಪದಾದಪರತ್ವೇನ ವಾಷ್ಟಮಿಕನಿಘಾತಾಭಾವಾದಾಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚೇತ್ಯಾದ್ಯುದಾತ್ತೇನ ಭವಿತವ್ಯಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವಸ್ಯ ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತಾಶ್ರಯತ್ವೇನ ಪದವಿಧಿತ್ವಾತ್ಸಮರ್ಥಃ ಪದವಿಧಿಃ । ಪಾ. ೨-೧-೧ । ಇತಿ ನಿಯಮಾತ್ । ಇಹ ಚ ಋತೇನ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಿತ್ಯನಯೋರಾಶಾಥೇ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾತೇನೈವಾನ್ವಯೇನ ಪರಸ್ಪರಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ । ಯತ್ರ ಪುನಃ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯೇನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತ್ರ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವಾತ್ಪಾದಾದೇರಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ ಭವತ್ಯೇವ । ಯಥಾ ಮರುತಾಂ ಪಿತಸ್ತದಹಂ ಗೃಣಾಮೀತಿ । ಮೃಗ್ರೋರುತಿಃ । ಉ. ೧-೯೬ । ಇತ್ಯುತಿಪ್ರತ್ಯಯಾಂತತ್ವೇನ ಪೃಶ್ನಿಯೈ ವೈ ಪಯಸೋ ಮರುತೋ ಜಾತಾಃ । ತೈ. ಸಂ. ೨-೨-೧೧-೪ । ಇತ್ಯಾದಾವಂತೋದಾತ್ತೋಽಪಿ ಹಿ ಮರುಚ್ಛಬ್ದೋ ಮರುತಾಂ ಪಿತರಿತ್ಯತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವಾದೇವಾದ್ಯುದಾತ್ತೋ ಜಾತಃ । ಪ್ರಕೃತೇ ತ್ವೃತೇನೇತ್ಯಸ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದೇವ ನ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಇತಿ । ಋತಾವೃಧಾವಿತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ನಿಘಾತೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಮಂತ್ರಿತಂ ಪೂರ್ವಮವಿದ್ಯಮಾನವತ್ । ಪಾ ೮-೧-೭೨ । ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಮಂತ್ರಿತೇನಾವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭವಿತವ್ಯಮಿತಿ ಚೇತ್ ಭವತು । ಅತ ಏವ ತಸ್ಯಾವ್ಯವಧಾಯಕತ್ವಾದೃತೇನೇತಿ ಪ್ರಥಮಪದಾತ್ಪರತ್ವೇನೈವ ದ್ವಿತೀಯಾಮಂತ್ರಿತಂ ನಿಹನಿಷ್ಯತೇ । ಯಥಾ । ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗೇ ಯಮುನೇ । ಋಗ್ವೇ. ೧೦-೭೫-೫ । ಇತ್ಯಾದೌ ಗಂಗೇಶಬ್ದಸ್ಯಾವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವೇಽಪಿ ತಸ್ಯಾವ್ಯವಧಾಯಕತ್ವಾದೇವ ಮ ಇತ್ಯೇತದೇವ ಪದಮುಪಜೀವ್ಯ ಯಮುನೇಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿಘಾತಃ । ಕಿಂಚ ಪ್ರಕೃತೇ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಿತ್ಯಾಮಂತ್ರಿತಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನಂ । ತಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣತಯಾ ವಿಶೇಷವಚನಮೃತಾವೃಧಾವಿತಿ । ಅತೋ ನಾಮಂತ್ರಿತೇ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನಂ । ಪಾ. ೮-೧-೭೩ । ಇತಿ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವಪ್ರತಿಷೇಧಾದಪಿ ನಿರಂತರಾಯೋ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ನಿಘಾತಃ । ನನ್ವೇವಮಪ್ಯಪಾದಾದಾವಿತ್ಯನುವೃತ್ತೇರ್ಋತಾವೃಧೇತ್ಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಪಾದಾದಿತ್ವಾನ್ನ ಭವಿತವ್ಯಂ ನಿಘಾತೇನ । ಅತ ಏವ ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗ ಇತ್ಯತ್ರ ಶುತುದ್ರಿಪದಸ್ಯ ಪದಾತ್ಪರಸ್ಯಾಮಂತ್ರಿತಸ್ಯಾಪಿ ಪಾದಾದಿತ್ವಾದೇವಾನಿಘಾತಾದಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ ಜಾತಂ । ತದ್ವದತ್ರಾಪಿ ಭವಿತವ್ಯಂ ವಕ್ತವ್ಯೋ ವಾ ವಿಶೇಷ ಇತಿ । ಉಚ್ಯತೇ । ಮಿತ್ರಾವರುಣಪದಸ್ಯ ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತ ಇತಿ

ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವೇನ ಪರಾನುಪ್ರವೇಶಾದೇವ ಋತಾವೃಧೇತ್ಯಸ್ಯ ನ ಪಾದಾದಿತ್ವಂ । ಶುತುದ್ರಿಪದಮಪಿ ತೆರ್ಹ್ಯೇವಮೇವ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಪದಸ್ಯ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವೇನ ನ ಪಾದಾದಿರಿತಿ ನಿಹನ್ಯೇತೇತಿ ಚೇನ್ನ । ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವಸ್ತಾವತ್ಸುಬಂತಮಾಮಂತ್ರಿತಂ ಚಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತೇಃ ಪದವಿಧಿಃ । ಅತಸ್ತಯೋಃ ಸತ್ಯೇ-ವ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯೇ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವೇನ ಭವಿತವ್ಯಂ । ಸಮರ್ಥಃ ಪದವಿಧಿರಿತಿ ನಿಯಮಾತ್ । ಶುತುದ್ರಿ-ಸರಸ್ವತಿಪದಯೋಶ್ಚ ನ ಪರಸ್ಪರೇಣಾನ್ವಯಃ । ಕಿಂ ತು ಸಚತೇತ್ಯನೇನೇತ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನ್ನ ಪರಾಂಗವ-ದ್ಭಾವಃ । ಪ್ರಕೃತೇ ತು ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವೃತಾವೃಧಾವಿತಿ ದ್ವಯೋರಪಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪರಸ್ಪರಾ-ನ್ವಯಾದಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಿತಿ ಭವಿತವ್ಯಂ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವೇನ । ಯಥಾ ಮರುತಾಂ ಪಿತರಿತ್ಯತ್ರೇತಿ ವಿಶೇಷಃ ॥ ನನ್ವತ ಏವ ತರ್ಹಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣಪದಸ್ಯ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವೇನ ಪಾದಾದಿತ್ವಾದಪಾದಾದಾವಿತಿ ಪರ್ಯುದಾಸಾದಾಮಂತ್ರಿತನಿಘಾತೋ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಪೂರ್ವಂ ಸುಬಂತಂ ಪರಂ ಚಾಮಂತ್ರಿತ ಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯಃ ಸ್ವರಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ತತ್ರ ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತ ಇತಿ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವಃ । ಭವತಿ ಚೈವಂವಿಧ ಋತಾವೃಧಪದನಿಘಾತ ಇತಿ । ತತ್ರಪೂರ್ವಸ್ಯ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವೇನಾಪಾದಾದಿತ್ವಾತ್ಸ ಪ್ರವರ್ತತೇ । ಮಿತ್ರಾ-ವರುಣಪದನಿಘಾತಸ್ತು ಪೂರ್ವಮೇವ ಪದಮುಪಜೀವತಿ ನ ಪರಮಾಮಂತ್ರಿತಮಿತಿ ನ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವಃ । ನನು ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವವನ್ನಿಘಾತೋಽಪಿ ಪದವಿಧಿರಿತಿ । ಋತೇನೇತ್ಯನೇನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ತತಃ ಪದಾತ್ಪ-ರಸ್ಯ ಮಿತ್ರಾವರುಣಪದಸ್ಯ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಸಮಾನವಾಕ್ಯೇ ನಿಘಾತಯುಷ್ಮದಸ್ಮದಾದೇಶಾ ವಕ್ತ-ವ್ಯಾಃ । ಪಾ. ೨-೧-೧-೧೧ । ಇತಿ ನಿಘಾತೇ ಪದವಿಧಾವಪಿ ಸಮಾನವಾಕ್ಯತ್ವಮೇವ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ನ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವವತ್ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯೋಽಪೀತ್ಯಲಂ । ಕ್ರತುಂ । ಕೃಞಃ ಕತುಃ । ಉ. ೧-೭೮ । ಪ್ರತ್ಯಯ-ಸ್ವರೇಣಾದಿರುದಾತ್ತಃ । ಆಶಾಥೇ । ಅನಶಾಥೇ । ಛಂದಸಿ ಲುಙ್ಲಙ್ಲಿಟಃ । ಪಾ- ೩-೪-೬ । ಇತಿ ವರ್ತಮಾನೇ ಲಿಟ್ । ನುಡಭಾವಶ್ಛಾಂದಸಃ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

(ಹೇ) ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ-ಎಲೈ ಮಿತ್ರಾವರುಣರೆ, (ನೀವು) । **ಋತಾವೃಧಾ**-ಉದಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವವರು । **ಋತಸ್ಪೃಶಾ**-(ವೃಷ್ಟಿ ರೂಪವಾದ) ಉದಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವರು । (ಇಂತಹ ನೀವು) **ಋತೇನ**-ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ದೊರಕುವ ಯಜ್ಞಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ । **ಬೃಹಂತಂ**-ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾದ । **ಕ್ರತುಂ**-ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ಕುರಿತು (ಸೋಮಯಾಗಕ್ಕೆ) । **ಆಶಾಥೇ**-ಹೊಂದು ವವರಾಗಿ (ಬರುವವರಾಗಿ, ಬನ್ನಿ) ॥

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ಎಲೈ ಮಿತ್ರಾವರುಣರೇ, ನೀವು ಮಳೆಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದಕವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೃಷ್ಟಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡು ತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ, ಯಜ್ಞಸಾಧನವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಯಜ್ಞಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ.

English Translation

O Mitra and Varuna, augmenters of water, presenters of water, you attend this big sacrificial rite and grant us its true reward.

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಋತೇನ-ಈ ಶಬ್ದದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. (647 ನೇ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ). **ಋತಾವೃಧೌ**-ಋತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉದಕವೆಂದೂ (ನಿ. ೨-೨೫) ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವೆಂದೂ (ನಿ. ೪-೧೯) ಯಾಸ್ಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಉದಕಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಕಾರರು ಋತವೆಂದರೆ ಧರ್ಮವೆಂದು (Taking delight in the Sacred law) ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥವು ಯುಕ್ತವಾದರೂ ಪ್ರಕೃತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ, ಇನ್ನೂ ಮಿತ್ರಾವರುಣರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅನೇಕ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿತ್ರಾವರುಣರು ವೃಷ್ಟಿಗೆ (ಮಳೆಗೆ) ಕಾರಣಭೂತರು, ಮಳೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಋತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉದಕವೆಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು. ಮಾಧವರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ **ಸತ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಧಯಿತಾರೌ** ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಯಜ್ಞ, ಉದಕ, ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಮೂರುವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಋತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉದಕವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದುವಿಧವಾದ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿದೆ. ಈ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ **ಋತಾವೃಧೌ** ಮತ್ತು **ಋತಸ್ಪೃಶಾ** ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿವೆ. ಋತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉದಕವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು) ಇರಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ **ಋತಾವೃಧೌ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಋತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವೆಂದೂ, **ಋತಸ್ಪೃಶಾ** ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಋತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉದಕವೆಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದೆಂದು ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಋತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುವುದಾದರೂ ಋತಶಬ್ದವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೂ, ಸೃಷ್ಟಿನಿಯಮಗಳೂ ಯಾವ ಧರ್ಮನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವವೋ ಅಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ (Universal law) ಋತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವುದು. **ಋತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚಾಭೀದ್ಧಾತ್ತಪಸೋಽಧ್ಯಜಾಯತ** (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೧೯೦-೧) ಎಂಬ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಋತಂ, ಸತ್ಯಂ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಋತವು ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. **ಋತಗ್ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ** ಎಂಬ ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವೂ (ತೈ. ಉ. ೪-೨೩-೧) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು. ಋತಶಬ್ದದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಋತಸ್ಪೃಶಾ-ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು (ಸಾಯಣರು) ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವರು ಎಂದೂ, ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಕಾರರು, ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು (defending the Sacred law) ಎಂದೂ ಗೆಲ್ಡ್ನರ್ ಪಂಡಿತನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವವರೂ (fosterers of truth) ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು.

ಮಾಧವರು **ಋತಸ್ಪೃಶಾ-ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಪೃಶಿತಾರೌ** ಸತ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವವರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ಇವರ ಅರ್ಥವೂ ಗೆಲ್ಡ್ನರ್ ಪಂಡಿತನ ಅರ್ಥವೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದುವುದು. ಆದುದರಿಂದ **ಋತಸ್ಪೃಶಾ-** ಸತ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುವುದು.

ಆಶಾಥೇ-ಆನಶಾಥೇ, ವ್ಯಾಪ್ತವಂತೌ-ಹೊಂದು, ಸೇರು, ತಲಪು ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದುವಿಧವಾದ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು.

ಬೃಹಂತಂ-ಭಾಷ್ಯಕಾರರು **ಅಂಗೈರುಪಾಂಗೈಶ್ಚಾತಿಪ್ರೌಢಂ** ಎಂದೂ, ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಕಾರರು ಬೃಹತ್ ಎಂದೂ, ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿಯು ಮಹತ್ ಎಂದೂ, ಮಾಧವರು-ಮಹಾಂತಂ ಎಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಭಿನ್ನತೆಯೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರತುಂ-ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಮಯಾಗವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ವೇದಾರ್ಥ ಯತ್ನಕಾರರು-ಅಪೇಕ್ಷೆಯೆಂದೂ (desire) ಗೆಲ್ಡ್ನರ್ ಪಂಡಿತನು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದೂ (insight, understanding) ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಯು ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರತುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಯಣ, ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಧವ ಇವರುಗಳು ಹೇಳುವ ಸೋಮಯಾಗ ವೆಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಯುಕ್ತವಾದುದು. ಗೆಲ್ಡ್ನರ್ ಮತ್ತು ವೇದಾರ್ಥಯತ್ನಕಾರರ ಅರ್ಥವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಋಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (ಋ. ಸಂ. ೧-೧-೫) ಸರಿಹೋಗುವುದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುವುದು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಋತಶಬ್ದವು ಘೃತಾದಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ **ಘೃತಾದೀನಾಂ ಚ** (ಫಿ. ಸೂ. ೨೧) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗುವುದು.

ಮಿತ್ರಶ್ಚ ವರುಣಶ್ಚ ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಎಂದು **ಚಾರ್ಥೇ ದ್ವಂದ್ವಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೨-೨೯) ಎಂಬುದ ರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸ ಬರುವುದು. **ದೇವತಾದ್ವಂದ್ವೇ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೩-೨೬) ದೇವತಾ ವಾಚಕಪದಗಳಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರಪದದ ಹಿಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಪದಕ್ಕೆ **ಆನಙ್** ಆದೇಶ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಿತ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆನಙಾದೇಶ ಬರುವುದು. ಙಕಾರಅಕಾರಗಳಿಗೆ ಇತ್ಸಂಜ್ಞೆಲೋಪಬರುವುದು. ನಕಾರಕ್ಕೆ **ನ ಲೋಪಃ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾಂತಸ್ಯ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೨-೭) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಲೋಪ ಬರುವುದು. **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಎಂದಾಗುವುದು. **ಋತಸ್ಯ ವರ್ಧಯಿತಾರೌ** ಎಂಬರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಿತಣಿಚ್ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಕವಾದ **ವೃಧು** ಧಾತುವಿಗೆ ಕ್ವಿಪ್ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು **ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿದೃಶ್ಯತೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೩-೧೩೭) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಬರುವುದು. ಸಂಬೋಧನದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿ **ಋತಾವೃಧೌ** ಎಂದಾಗುವುದು. **ಋತಸ್ಪೃಶೌ** ಎಂಬುದರ ಸಂಬೋಧನದ್ವಿವಚನಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ **ಸುಪಾಂ-ಸುಲುಕ್-**, (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೧-೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಡಾ ಆದೇಶ ಬಂದು **ಋತಸ್ಪೃಶಾ** ಎಂಬೀ ಮೂರು ಪದಗಳೂ ಆಮಂತ್ರಿತಗಳಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಪದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೯) ಎಂಬ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಪಠಿತಸೂತ್ರದಿಂದ ಸರ್ವಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು.

ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತೇ ಪರಾಂಗವತ್ಸ್ವರೇ (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೧-೨) ಸ್ವರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಮಂತ್ರಿತದ ಹಿಂದಿರುವ ಸುಬಂತವು ತನಗಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಂತ್ರಿತದ ಏಕದೇಶದಂತೆ ಆಗುವುದು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬಂದರೆ **ಋತೇನ** ಎಂಬುದು **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಪದದ ಏಕದೇಶವಾದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಪರವಾದ ಆಮಂತ್ರಿತವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ **ಋತೇನ** ಎಂಬುದು ತನಗೆ ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಂತ್ರಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಡುವುದರಿಂದ **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಎಂಬ ಆಮಂತ್ರಿತವು ಪದಾತ್ಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕುದೂ ಆಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೯೮) ಎಂಬ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗತಸೂತ್ರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವೇ ಬರಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು **ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ** ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವವು ಸುಬಂತ, ಆಮಂತ್ರಿತ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದವಿಧಿಯಾಗುವುದು. ಪದವಿಧಿಯಲ್ಲಿ **ಸಮರ್ಥಃ ಪದವಿಧಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೧-೧) ಪದವಿಧಿಯು ಸಮರ್ಥಾಶ್ರಿತವಾಗುವುದು. ಎಂಬ ಪರಿಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿರುವುದು-**ವ್ಯಪೇಕ್ಷಾ, ಏಕಾರ್ಥೀಭಾವ** ಎಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿರುವುದು. ಸ್ವಾರ್ಥಬೋಧಕಪದಗಳಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಪೇಕ್ಷಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವಾಪನ್ನವಾದ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾದರೆ ಏಕಾರ್ಥೀಭಾವಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಎರಡನೆಯದು ಕೃತ್ತದ್ಧಿತಸಮಾಸಾದಿಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಪೇಕ್ಷಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ವಿವಕ್ಷಿತವು. ಇಲ್ಲಿ **ಋತೇನ, ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಎಂಬ ಎರಡುಪದಗಳಿಗೂ **ಆಶಾಥೇ** ಎಂಬ ತಿಙಂತಪದದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಿರುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ಅನ್ವಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏವಂಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪದಾತ್ಪರತ್ವವೂ ಪಾದಾದಿಸ್ಥತ್ವಾಭಾವವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತವೇ ಬರುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬಂದು ಪದಾತ್ಪರತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಪದಾದಿಗತವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಷಾಷ್ಠವಾದ ಉದಾತ್ತವೇ ಬರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆ-**ಮರುತಾಂ ಪಿತಸ್ತ-ದಹಂ ಗೃಣಾಮಿ ಇತಿ ।** ಇಲ್ಲಿ ಮರುತ್‌ಶಬ್ದವು **ಮೃಗ್ರೋರುತಿಃ** (ಉ. ಸೂ. ೧-೯೪) ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತಿಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ **ಪೃಶ್ನಿಯೈ ವೈ ಪಯಸೋ ಮರುತೋ ಜಾತಾಃ** (ತೈ. ಸಂ. ೨-೨-೧೧-೪) ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ **ಮರುತ್** ಶಬ್ದವು ಅಂತೋದಾತ್ತವಾಗಿಯೇ ಪಠಿತವಾಗಿರುವುದು. **ಮರುತಾಂ ಪಿತಃ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬಂದು ಆಮಂತ್ರಿತದಂತೆ ಆಗಿ ಅದು ಪಾದಾದಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮರುಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಷಾಷ್ಠ ಆಮಂತ್ರಿತಾದ್ಯುದಾತ್ತವೇ ಬರುವುದು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ **ಋತೇನ, ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಋತಾವೃಧೌ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಆಮಂತ್ರಿತಕ್ಕೆ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೧೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ **ಆಮಂತ್ರಿತಂ ಪೂರ್ವಮವಿದ್ಯಮಾನವತ್** (ಪಾ.ಸೂ. ೮-೧-೭೨) ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಂತ್ರಿತವು ಅವಿದ್ಯಮಾನದಂತೆ ಆಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವ ಬಂದರೆ **ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ** ಎಂಬ ಪದಾತ್ಪರತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಎಂಬುದು ಮಧ್ಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಧಾನ ಬರುವ ಕಾರಣ ಋತೇನ ಎಂಬ ಪದಾತ್ಪರತ್ವವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಪದಾತ್ಪರತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದ

ರಿಂದ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವ ಬಂದುದರಿಂದಲೇ **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಪದವು ವ್ಯವಧಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ **ಋತೇನ** ಎಂಬ ಪದಾತ್ಪರತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪದವು ವ್ಯವಧಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ-**ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗೇ ಯಮುನೇ ಸರಸ್ವತಿ ಶುತುದ್ರಿ ಸ್ತೋಮಂ ಸಚೇತಾ ಪರುಷ್ಣ್ಯಾ** (ಋ. ಸಂ. ೧೦-೭೫-೫) ಎಂಬ ಋಙ್ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೇ ಎಂಬ ಆಮಂತ್ರಿತಕ್ಕೆ **ಆಮಂತ್ರಿತಂ ಪೂರ್ವಮವಿದ್ಯಮಾನವತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೭೨] ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವ ಬಂದರೆ ಅದು ವ್ಯವಧಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ **ಮೇ** ಎಂಬ ಪದಾತ್ಪರತ್ವವಿರುವುದೆಂದು ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತವು **ಯಮುನೇ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಮಂತ್ರಿತವು ವ್ಯವಧಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನುದಾತ್ತವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ-**ನಾಮಂತ್ರಿತೇ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೮-೧-೭೩) ಸಮಾನವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವಾದ ಆಮಂತ್ರಿತವು ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ್ಯವಾಚಕವು ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವು. ಇಲ್ಲಿ **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ್ಯವು. **ಋತಾವೃಧೌ** ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಚನವು. ಆದಕಾರಣ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸೂತ್ರದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಮಾನವದ್ಭಾವಪ್ರತಿಷೇಧ ಬರುವುದರಿಂದ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಆದರೂ **ಋತಾವೃಧಾವೃತಸ್ಪೃಶಾ** ಎಂಬುದು ಎರಡನೇ ಪಾದವು. ಇದರ ಆದಿಯಲ್ಲಿ **ಋತಾವೃಧೌ** ಎಂಬುದು ಇರುವುದು. ಆಷ್ಟಮಿಕ -**ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ **ಅಪಾದಾದೌ** ಎಂದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುವಕಾರಣ ಪದಾತ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಪಾದಾದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವ ಆಮಂತ್ರಿತಕ್ಕೆ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು ಎಂದರ್ಥವೇರ್ಪಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ **ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗೇ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ **ಶುತುದ್ರಿ** ಎಂಬ ಆಮಂತ್ರಿತಪದವು ಪಾದಾದಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತವು ಬರದೆ ಷಾಷ್ಠಸೂತ್ರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವೇ ಬಂದಿರುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶೇಷವನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ **ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತೇ ಪರಾಂಗವತ್ಸ್ವರೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೧-೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ** ಎಂಬುದು ಪಾದಾದಿಯಾಗುವುದೇ ವಿನಾ **ಋತಾವೃಧೌ** ಎಂಬುದು ಪಾದಾದಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ **ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗೇ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಸರಸ್ವತಿ** ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದರಿಂದ ಪಾದಾದಿತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾರಣ ಶುತುದ್ರಿಪದಕ್ಕೆ ಪಾದಾದಿತ್ವವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಾದಾದೌ ಎಂದು ನಿಷೇಧಬಾರದಕಾರಣ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತ ಶುತುದ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದರೆ **ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತೇ ಪರಾಂಗವತ್ಸ್ವರೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೧-೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವವು ಸುಬಂತ ಆಮಂತ್ರಿತಪದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ **ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತೇ** ಎಂಬುದು ಪದವಿಧಿಯು. ಆದ್ದರಿಂದ **ಸಮರ್ಥಃ ಪದವಿಧಿಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೧-೧) ಎಂಬ ಅನುಶಾಸನದಿಂದ (ನಿಯಮದಿಂದ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಾಗಲೇ ಬರುವುದು. **ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗೇ** ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಸರಸ್ವತಿ ಶುತುದ್ರಿ** ಪದಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯವಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಪದಗಳೂ **ಸಚೇತೇ** ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾವಶದಿಂದ ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವಾಪನ್ನಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವರೂಪಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ

ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವಾದ **ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಋತಾವೃಧೌ** ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **ಮರುತಾಂ ಪಿತಃ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವುದು. **ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಋತಾವೃಧೌ** ಎಂಬುದಕ್ಕೂ **ಸರಸ್ವತಿ ಶುತುದ್ರಿ** ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಸತ್ತ್ವತದಭಾವರೂಪವಿಶೇಷವಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುತುದ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಹೀಗಾದರೆ ಈ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವದಿಂದ ಮಿತ್ರಾವರುಣೌ ಎಂಬುದೂ ಪಾದಾದಿಯಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ **ಅಪಾದಾದೌ** ಎಂದು ನಿಷೇಧವಿರುವುದರಿಂದ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಷ್ಟಮಿಕಾನುದಾತ್ತ ಬರಕೂಡದು ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುಬಂತವನ್ನೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಂತ್ರಿತವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಬರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ **ಸುಬಾಮಂತ್ರಿತೇ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ಋತಾವೃಧೌ** ಎಂಬ ಪರಪದವನ್ನೂ **ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ** ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪದವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಋತಾವೃಧೌ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದು. ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅನುದಾತ್ತವು **ಋತೇನ** ಪದವನ್ನೂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಪದವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬರುವುದು. ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಂತ್ರಿತವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವರಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು. ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಘಾತ (ಅನುದಾತ್ತ) ವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಆಮಂತ್ರಿತವನ್ನು ಅದು ನಿಮಿತ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವವು ಹೇಗೆ ಪದವಿಧಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ **ಆಮಂತ್ರಿತಸ್ಯ ಚ** ಎಂಬ ಆಷ್ಟಮಿಕ ಅನುದಾತ್ತವಿಧಿಯೂ ಪದವಿಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ **ಋತೇನ, ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ** ಎಂಬುವುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದದ ಮುಂದಿರುವ ಮಿತ್ರಾವರುಣಪದಕ್ಕೆ ಅನುದಾತ್ತವು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಎಂದರೆ, **ಸಮಾನವಾಕ್ಯೇ ನಿಘಾತಯುಷ್ಮದಸ್ಮದಾದೇಶಾವಕ್ತವ್ಯಾಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೨-೧-೧ ವಾ ೧೧) ಅನುದಾತ್ತ, ಯುಷ್ಮದಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದೇಶಗಳು ಇವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುವು ಎಂದು ವಿಶಿಷ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪದವಿಧಿಯಾದಾಗ್ಯೂ ಅನುದಾತ್ತ ಬರಲು ಸಮಾನವಾಕ್ಯತ್ವಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕಾಗುವುದು. ಪರಾಂಗವದ್ಭಾವದಂತೆ ಪರಸ್ಪರಾನ್ವಯರೂಪಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ.

ಕೃಞ್ ಧಾತುವಿಗೆ **ಕೃಞಃ ಕತುಃ** (ಉ. ಸೂ. ೧-೭೭) ಕೃಞ್‌ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ಕತುಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಇದರಿಂದ **ಕತು** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಕ್ ಗೆ ಇತ್ಸಂಜ್ಞೆಲೋಪ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಕೃಗೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರಲು ಯಣಾದೇಶದಿಂದ ರೇಫ ಬಂದು ಕ್ರತು ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ವರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ.

ಆಶಾಥೇ—ಆಪಾಥೇ ಎಂಬರ್ಥವು. ಛಂದಸಿಲುಙ್‌ಲಙ್‌ಲಿಟಃ (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೪-೬) ಎಂಬುದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ ಬರುವುದು. ಅಶ್+ಲಿಟ್ **ಲಿಟಿಧಾತೋರನಭ್ಯಾಸಸ್ಯ** (ಪಾ.ಸೂ. ೬-೧-೮) ಎಂಬುದರಿಂದ ದ್ವಿತ್ವ, ಅಶ್, ಅಶ್+ಲಿಟ್ ಹಲಾದಿಶ್ಶೇಷಃ (ಪಾ.ಸೂ. ೭-೪-೬೦) ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಶ್‌ಗೆ ಲೋಪ. **ಅತ ಆದೇಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೪-೭೦) ದ್ವಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪದ ಹ್ರಸ್ವಾ

ಕಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಆ+ಆಶ್+ಲಿಟ್, ಲಿಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಥಮಪುರುಷ ದ್ವಿವಚನ ಆಥಾಮ್ ಆದೇಶ. **ಟಿತಆತ್ಮನೇ ಪದಾನಾಂ ಟೇರೇ** (ಪಾ.ಸೂ. ೩-೪-೭೯) ಎಂಬುದರಿಂದ **ಆಥಾಮ್** ನಲ್ಲಿರುವ **ಆಮ್** ಗೆ ಏ ಆದೇಶ. ಆ+ಆಶ್+ಆಥೇ. ಈಗ **ಅಶ್ನೋತೇಶ್ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೭-೪-೭೨) ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದೀರ್ಘಾವರ್ಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೂಧಾತುವಿಗೆ ನುಟ್ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ನುಡಾಗಮವು ಇದು ಛಂದಸ್ಸಾದ್ದರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಆಶಾಥೆ ಎಂದಾಗುವುದು.

॥ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ।

ಕವೀ ನೋ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ತುವಿಜಾತಾ ಉರುಕ್ಷಯಾ ।
ದಕ್ಷಂ ದಧಾತೇ ಅಪಸಂ ॥ ೯ ॥

॥ ಪದಪಾಠಃ ॥

ಕವೀ ಇತಿ । ನಃ । ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ । ತುವಿಽಜಾತೌ । ಉರುಽಕ್ಷಯಾ ॥
ದಕ್ಷಂ । ದಧಾತೇ ಇತಿ । ಅಪಸಂ ॥ ೯ ॥

॥ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಂ ॥

ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವೇತೌ ದೇವೌ ನೋಽಸ್ಮಾಕಂ ದಕ್ಷಂ ಬಲಮಪಸಂ ಕರ್ಮ ಚ ದಧಾತೇ । ಪೋಷಯತಃ । ಕೀದೃಶೌ । ಕವೀ ಮೇಧಾವಿನೌ ತುವಿಜಾತೌ ಬಹೂನಾಮುಪಕಾರಕತಯಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನೌ ಉರುಕ್ಷಯಾ ಬಹುನಿವಾಸೌ । ವಿಪ್ರೋ ಧೀರ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಾಕೇಷು ಮೇಧಾವಿನಾಮಸು ಕವಿರ್ಮನೀಷೀತಿ ಪಠಿತಂ । ಉರು ತುವೀತ್ಯೇತೌ ಶಬ್ದೌ ದ್ವಾದಶಸು ಬಹುನಾಮಸು ಪಠಿತೌ । ಓಜಃ ಪಾಜ ಇತ್ಯಾದಿಷ್ವಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಾಕೇಷು ಬಲನಾಮಸು ದಕ್ಷೋ ವೀಳ್ವಿತಿ ಪಠಿತಂ । ಅಪಸ್‌ಶಬ್ದಃ ಷಡ್ವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಾಕೇಷು ಕರ್ಮನಾಮಸು ಪಠಿತಃ । ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ । ಮಿತ್ರಶಬ್ದಃ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತಃ । ವರುಣಶಬ್ದೋ ನಿತ್ಸ್ವರೇಣಾದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ದ್ವಂದ್ವೇ ದೇವತಾದ್ವಂದ್ವೇ ಚ । ಪಾ. ೬-೨-೧೪೧ । ಇತ್ಯುಭಾವವಿಶಿಷ್ಯೇತೇ । ತುವಿಜಾತೌ । ಬಹೂನಾಮುಪಕಾರಕತಯಾ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ್ವೇನ ಜಾತಾವಿತಿ ಷಷ್ಠೀಸಮಾಸೇ ಸಮಾಸಾಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ । ಚತುರ್ಥೀಸಮಾಸೇ ಹಿ ಕ್ತೇ ಚ । ಪಾ. ೬-೨-೪೫ । ಇತಿ ಪೂರ್ವಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಉರೂಣಾಂ ಬಹೂನಾಂ ಕ್ಷಯಾವುರುಕ್ಷಯೌ । ಕ್ಷಿ ನಿವಾಸಗತ್ಯೋರಿತಿ ಧಾತೋಃ ಕ್ಷಯಂತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಿತಿ ಕ್ಷಯಃ । ಅಧಿಕರಣ ಏರಚ್ । ಪಾ. ೩-೩-೫೬ । ಇತ್ಯಚ್‌ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಸ್ಯ ಚಿತ ಇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕ್ಷಯೋ ನಿವಾಸೇ । ಪಾ. ೬-೧-೨೦೧ । ಇತ್ಯಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ ವಿಹಿತಂ । ಸಮಾಸೇ ತು ಸಮಾಸಸ್ಯೇತ್ಯಂತೋದಾತ್ತತ್ವಂ ಬಾಧಿತ್ವಾ ಕೃದುತ್ತರ-

ಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೇಣ ಪ್ರಾಪ್ತಮುತ್ತರಪದಾದ್ಯುತಾತ್ತತ್ವಂ ಯದ್ಯಪಿ ಥಾಥಾದಿಸ್ವರೇಣಾಂತೋದಾತ್ತೇನ ಬಾಧ್ಯತೇ ತಥಾಪಿ ಪರಾದಿಶ್ಛಂದಸಿ ಬಹುಲಂ । ಪಾ. ೬-೨-೧೯೯ । ಇತ್ಯುತ್ತರಪದಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ । ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷತೇರುತ್ಸಾಹಕರ್ಮಣೋ ಘಞ್ । ಞಿತ್ತ್ವಾದಾದ್ಯುದಾತ್ತಃ । ಅಪ್ಯತೇ ಫಲಮನೇನೇತ್ಯಪಃ ಕರ್ಮ । ಆಪಃ ಕರ್ಮಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಹ್ರಸ್ವೋ ನುಟ್ಚ ವಾ । ಉ. ೪-೨೦೭ । ಇತ್ಯಸುನಂತಸ್ಯಾಪಸಸ್ಪಾರೇ । ಋಗ್ವೇ. ೬-೬೯-೧ । ಇತ್ಯಾದೌ ನಿತ್ತ್ವಾದಾದ್ಯುದಾತ್ತಸ್ಯಾಪ್ಯಪಶ್ಶಬ್ದಸ್ಯಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯೇನ ಪ್ರತ್ಯಯಾದ್ಯುದಾತ್ತತ್ವಂ ॥ ೪ ॥

॥ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ॥

ಕವೀ-ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ । **ತುವಿಜಾತೌ**-ಅನೇಕರ ಉಪಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ। **ಉರುಕ್ಷಯಾ**-ಅನೇಕನಿವಾಸಸ್ಥಾನಗಳುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಭೂತರಾದ । **ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ**-ಮಿತ್ರಾವರುಣರೆಂಬ ದೇವತೆಗಳು । **ನಃ**-ನಮಗೆ । **ದಕ್ಷಂ**-ಬಲವನ್ನೂ । **ಅಪಸಂ**-ಕರ್ಮವನ್ನೂ (ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ) । **ದಧಾತೇ**-ಕೊಡಲಿ ॥

॥ ಭಾವಾರ್ಥ ॥

ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಿತ್ರಾವರುಣರೆಂಬ ದೇವತೆಗಳು ಬಹು ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ; ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾದವರು ; ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರು ಅಥವಾ ಅನೇಕವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು. ಇಂತಹ ಈ ಮಿತ್ರಾವರುಣರು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನೂ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಡುವವರಾಗಲಿ.

English Translation

O, Wise Mitra and Varuna, you are born for the benefit of many, you are the refuge of multitudes ; prosper our strength and work (sacrifice).

॥ ವಿಶೇಷವಿಷಯಗಳು ॥

ಕವೀ-ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದೇವೆ. ವಿಪ್ರ, ಧೀರ ಮೊದಲಾದ ಮೇಧಾವಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಶಬ್ದವು ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಧಾವಿ ಎಂಬರ್ಥವು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು.

ತುವಿಜಾತಾ-ಉರು, ತುವಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹು ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಹನ್ನೆರಡುಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು **ತುವಿ** ಎಂದರೆ ಅನೇಕರು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. **ತುವಿ** ಎಂದರೆ ಬಲವಾದ (strong or mighty) ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಈ ಅರ್ಥದಂತೆ ಈ ತುವಿಜಾತಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ಎಂದರೆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ (Born of strong

racc) ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು. ಗೆಲ್ಡ್ನರ್ (Geldner) ಪಂಡಿತನು ಇದೇ ಅರ್ಥವೇ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ಹೇಳುವನು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಯಾಸ್ಕರ ನಿಘಂಟುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟುಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ.

ಉರುಕ್ಷಯಾ-ಬಹುನಿವಾಸೌ-ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಭೂತರು ಎಂದು, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ **ಉರು**-ವಿಸ್ತಾರವಾದ **ಕ್ಷಯ**-ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ **ಉರುಕ್ಷಯಾ** ಎಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ (ಭೂಮ್ಯಂತರಿಕ್ಷಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ) ನಿವಾಸಸ್ಥಾನವುಳ್ಳವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದು.

ದಕ್ಷಂ-ಬಲವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ **ಓಜಃ ಪಾಜ** ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಶಬ್ದವು ಪಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಲವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ (699ನೇ ಪುಟವನ್ನುನೋಡಿ) ಮಹೀಧರರು ದಕ್ಷಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕೌಶಲ್ಯವೆಂದು (Intellectual faculty or power ; efficieney in work both mental and physical.) ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥವೇ ಎಂದರೆ ದಕ್ಷಂ-ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು.

ಅಪಸಂ-ಅಪಸ್‌ಶಬ್ದವು ಕರ್ಮವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು **ಅಪಸಂ** ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಂ, ಅಪಸಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಿಶೇಷ್ಯಪದಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆದರಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ **ದಕ್ಷಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ **ಅಪಸಂ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು-ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ (ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ) ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಈ ಅರ್ಥವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ತೋರುವುದು.

॥ ವ್ಯಾಕರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ॥

ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ—ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಶಬ್ದವು ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಸ್ವರದಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ. ವರುಣಶಬ್ದವು **ಕೄವೃದಾರಿಭ್ಯ ಉನನ್** (ಉ. ಸೂ. ೩-೫೩) ಎಂಬುದರಿಂದ ಉನನ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಸ್ವರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ. ಇವುಗಳಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸಮಾಡಿದರೆ **ದೇವತಾದ್ವಂದ್ವೇ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೪೧) ದೇವತಾವಾಚಕಗಳಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಪದಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳೂ ನಿಲ್ಲುವವು.

ಉರು ತುವಿ (ನಿರು. ೩-೧-೧-೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ **ತುವಿ** ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಹುನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ಕರು ಪಾಠಮಾಡಿರುವರು. ಬಹುಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಂದರ್ಥವಿವಕ್ಷೆಮಾಡಿದಾಗ **ತುವೀನಾಂ ಜಾತೌ= ತುವಿಜಾತೌ** ಸಂಬಂಧಸಾಮಾನ್ಯಷಷ್ಠ್ಯಂತಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಬರಲು **ಸಮಾಸಸ್ಯ** ಎಂಬುದ

ರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಚತುರ್ಥೀಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರೆ **ಕ್ತೇ ಚ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೪೫) ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವು ಪರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತವು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ **ಪೂರ್ವ**ಪದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವೇ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು.

ಉರೂಣಾಂ ಬಹೂನಾಂ ಕ್ಷಯೌ ನಿವಾಸೌ ಬಹುಮಂದಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನಭೂತರು ಎಂದರ್ಥ. **ಕ್ಷಿಯಂತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ನಿತಿ ಕ್ಷಯೌ** ಎಂದು ಅಧಿಕರಣವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ **ಕ್ಷಿ ನಿವಾಸಗತ್ಯೋಃ** ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ **ಏರಚ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೩-೫೬) ಇವರ್ಣಾಂತಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ **ಅಚ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ಗುಣಾಯಾದೇಶಗಳು ಬಂದರೆ **ಕ್ಷಯ** ಎಂದಾಗುವುದು. **ಅಚ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಚಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ **ಚಿತಃ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೬೩) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತೋದಾತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ **ಕ್ಷಯೋ ನಿವಾಸೇ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೨೦೧) ನಿವಾಸಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ **ಕ್ಷಯ** ಶಬ್ದವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಬರುವುದು. ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ **ಸಮಾಸಸ್ಯ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೨೨೩) ಎಂಬುದರಿಂದ ಬರುವ ಅಂತೋದಾತ್ತವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ **ಗತಿಕಾರಕೋಪಪದಾತ್ಕೃತ್** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೩೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ಬರುವ ಕೃದುತ್ತರಪದಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರವನ್ನು ಯದ್ಯಪಿ **ಥಾಥಘಞ್ಕ್ತಾಜಬಿತ್ರಕಾಣಾಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೧-೧೪೪) ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಂತೋದಾತ್ತವು ಬಾಧಿಸುವುದು. ಆದರೂ **ಪರಾದಿಶ್ಛಂದಸಿ ಬಹುಲಂ** (ಪಾ. ಸೂ. ೬-೨-೧೯೯) ಎಂಬ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಿಧಾಯಕಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಬಹುಲ** ಗ್ರಹಣವಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು **ಕ್ಷಯ**ಶಬ್ದವನ್ನು **ಪುಂಸಿಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಘಃ ಪ್ರಾಯೇಣ** (ಪಾ. ಸೂ. ೩-೩-೧೧೮) ಎಂಬುದರಿಂದ **ಘ** ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವೆನ್ನುವರು ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ **ಥಾಥಾ**ದಿಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಕೃದುತ್ತರಪದದ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಪದದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯುದಾತ್ತ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.

ಉತ್ಸಾಹಾರ್ಥಕ **ದಕ್ಷ** ಧಾತುವಿಗೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ **ಘಞ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಇದು ಞಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು

ಆಪ್ಯತೇ ಫಲಮನೇನ= ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಫಲವು ಹೊಂದಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿದಾಗ ಅಪಃ-ಶಬ್ದವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. **ಆಪಃ ಕರ್ಮಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಹ್ರಸ್ವೋನುಟ್ಚವಾ** (ಉ. ಸೂ. ೪-೬೪೬) ಕರ್ಮಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಪ್ಲೃ ಧಾತುವಿಗೆ **ಅಸುನ್** ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುವುದು. ಧಾತುವಿಗೆ ಹ್ರಸ್ವ ಬರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ನುಡಾಗಮ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಸುನಂತ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಸ್ವರ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವು ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗುವುದು, **ಅಪಸಸ್ಸಾರೇ** (ಋ. ಸಂ. ೬-೬೯-೧) ಎಂಬ ಋಙ್ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ **ಅಪಸ್** ಎಂಬುದು ನಿತ್ಸ್ವರದಿಂದ ಆದ್ಯುದಾತ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯಾದ್ಯುದಾತ್ತವೇ ಬರುವುದು.

॥ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಷ್ಟಕೇ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಚತುರ್ಥೋ ವರ್ಗಃ ॥

॥ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಸೂಕ್ತಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥

ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ವಾಗೀಶ್ವರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥



ಮೈಸೂರು
ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರೊ : ವೈ. ಆರ್. ರಂಗರಾವ್‌ರವರಿಂದ
ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
1947.

ಶ್ರೀಃ

॥ ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಾಣಾಂ ವರ್ಣಾನುಕ್ರಮಸೂಚೀ ॥

ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಅಕಾರಾದಿವರ್ಣಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ.

ಸೂಚನೆ—ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಲ, ಸೂಕ್ತ, ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂಬ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉದಾ—"ಅಂಶುಂ ದುಹಂತಿ ಸ್ತನಯಂತಂ ೯-೭೨-೬" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಎಲ್ಲಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ೯-೭೨-೬ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ೯ ನೇ ಮಂಡಲ, ೭೨ನೆಯ ಸೂಕ್ತ, ೬ನೆಯ ಮಂತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಗಡೆಯ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ. ಅ. ಸೂ ಎಂದರೆ ಎಂದರೆ ಮಂಡಲ, ಅನುವಾಕ, ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಇತರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಂದರೆ—ಸಾಮ= ಸಾಮವೇದ ; ವಾ. ಯ= ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತಾ ; ಅಥರ್ವ= ಅಥರ್ವವೇದ ; ತೈ. ಸಂ= ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ ; ತೈ.ಬ್ರಾ ತೈತ್ತಿರೀಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ; ತೈ. ಆ= ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ; ಶತ. ಬ್ರಾ= ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣ ; ನಿ= ನಿರುಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅಂಶುಂ ದುಹಂತಿ ಸ್ತನಯಂತಂ ೯-೭೨-೬
ಅಂಸೇಷು ವ ಋಷಯಃ ೫-೫೪-೧೧
ಅಂಸೇಷ್ವಾ ಮರುತಃ ಖಾದಯೋ ೭-೫೬-೧೩ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೫-೫
ಅಂಹೋಯುವಸ್ತನ್ವಸ್ತನ್ವತೇ ವಿ ವಯಃ ೫-೧೫-೩
ಅಕರ್ಮ ತೇ ಸ್ವಪಸೋ ಅಭೂಮ ೪-೨-೧೯ ; ಅಥರ್ವ ೧೮-೩-೨೪
ಅಕರ್ಮಾ ದಸ್ಯುರಭಿನೋ ಅಮಂತು ೧೦-೨೨-೮
ಅಕಾರಿ ತ ಇಂದ್ರ ಗೋತಮೇಭಿಃ ೧-೬೩-೯
ಅಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿಧಾನ ತುಭ್ಯಂ ೪-೬-೧೧
ಅಕಾರಿ ವಾಮಂಧಸೋ ೬-೬೩-೩
ಅಕ್ರಂದದಗ್ನಿಸ್ತನಯನ್ ೧೦-೪೫-೪ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೩-೧೪-೨ ; ೪-೨-೧ ; ೨-೨-೨
ಅಕ್ರವಿಹಸ್ತಾ ಸುಕೃತೇ ೫-೬೨-೬
ಅಕ್ರಾನ್ತ್ಸಮುದ್ರಃ ಪ್ರಥಮೇ ೯-೯೭-೪೦ ; ಸಾಮ ೫೨೯ ; ೧೨೫೩ ; ತೈ.ಆ. ೧೦-೧-೧೫ ; ನಿ. ೧೪-೧೬
ಅಕ್ರೋನ ಬಭ್ರಿಃ ಸಮಿಥೇ ೩-೧-೧೨ ; ನಿ. ೬-೧೭
ಅಕ್ಷಣ್ವಂತಃ ಕರ್ಣವಂತಃ ಸಖಾಯೋ ೧೦-೭೧-೭ ; ನಿ. ೧-೯
ಅಕ್ಷನ್ನಮೀಮದಂತ ಹ್ಯವ ೧-೮೨-೨ ; ಸಾಮ ೪೧೫; ವಾ. ಯ. ೩-೫೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೮-೫-೨.
ಅಕ್ಷಾನಹೋ ನಹ್ಯತನೋತ ೧೦-೫೩-೭.
ಅಕ್ಷಾಸ ಇದಂ ಕುಶಿನಃ ೧೦-೩೪-೭.
ಅಕ್ಷಿತೋತಿ ಸನೇದಿಮಂ ೧-೫-೯; ಅಥರ್ವ ೨೦-೬೯-೭
ಅಕ್ಷೀಭ್ಯಾಂ ತೇ ನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ೧೦-೧೬೩-೧ ; ಅಥರ್ವ ೨-೩೩-೧ ; ೨೦-೯೬-೧೭.
ಅಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ಕ್ಷೇತ್ರವಿದಂ ೧೦-೩೨-೭.
ಅಕ್ಷೈರ್ಮಾ ದೀವ್ಯಃ ಕೃಷಿಮಿತ್ ೧೦-೩೪-೧೩.
ಅಕ್ಷೋದಯಚ್ಛವಸಾ ಕ್ಷಾಮ ೪-೧೯-೪ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೫-೨.
ಅಕ್ಷೋನ ಚಕ್ರ್ಯೋಃ ಶೂರ ೬-೨೪-೩ ; ನಿ. ೧-೪.
ಅಕ್ಷ್ಣಶ್ಚಿದ್ಗಾತುವಿತ್ತರಾ ೮-೨೫-೯.
ಅಗಚ್ಛತಂ ಕೃಪಮಾಣಂ ಪರಾವತಿ ೧-೧೧೯-೮.
ಅಗಚ್ಛದು ವಿಪ್ರತಮಃ ಸಖೀಯನ್ ೩-೩೧-೭
ಅಗನ್ನಿಂದ್ರ ಶ್ರವೋ ಬೃಹತ್ ೩-೩೭-೧೦ ; ಅಥರ್ವ ೨೦-೨೦-೩ ; ೨೦-೫೭-೬.

ಅಚ್ಛಾ ಸಮುದ್ರಮಿಂದವಃ ೯-೬೬-೧೨ ; ಸಾಮ ೬೫೯

ಅಚ್ಛಾ ಸಿಂಧುಂ ಮಾತೃತಮಾಂ ೩-೩೩-೩

ಅಚ್ಛಾ ಹಿ ತ್ವಾ ಸಹಸಃ ಸೂನೋ ೮-೬೦-೨ ; ಸಾಮ ೧೫೫೩ ; ಅಥರ್ವ ೨೦-೧೦೩-೩

ಅಚ್ಛಾ ಹಿ ಸೋಮಃ ಕಲಶಾನ್ ೯-೮೧-೨

ಅಚ್ಛಿದ್ರಾ ಶರ್ಮ ಜರಿತಃ ೩-೧೫-೫

ಅಚ್ಛಿದ್ರಾ ಸೂನೋ ಸಹಸೋ ನೋ ೧-೫೮-೮

ಅಜಾ ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಹ್ನಯಃ ೬-೫೭-೩

ಅಜಾತಶತ್ರುಮಜರಾ ಸ್ವರ್ವತೀ ೫-೩೪-೧

ಅಜಾ ವೃತ್ರ ಇಂದ್ರ ಶೂರಪತ್ನೀಃ ೧-೧೭೪-೩

ಅಜಾಶ್ವಃ ಪಶುಪಾ ವಾಜಪಸ್ತ್ಯೋ ೬-೫೮-೨ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೫-೪

ಅಜಿರಾಸಸ್ತದಪ ಈಯಮಾನಾ ೫-೪೭-೨

ಅಜಿರಾಸೋ ಹರಯೋ ಯೇತ ಆಶವ ೮-೪೯-೮

ಅಜೀಜನನ್ನಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯಾಸಃ ೩-೨೯-೧೩ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೨-೧-೧೯

ಅಜೀಜನೋ ಅಮೃತಂ ೯-೧೧೦-೪ ; ಸಾಮ ೧೫೦೮

ಅಜೀಜನೋ ಹಿ ಪವಮಾನ ೯-೧೧೦-೩ ; ಸಾಮ ೧೩೬೫ ; ವಾ. ಯ- ೨೨-೧೮

ಅಜೀತಯೇಽಹತಯೇ ೯-೯೬-೪

ಅಜ್ಯೈಷ್ಮಾದ್ಯಾಸನಾಮ ಚ ೮-೪೭-೧೮ ; ೧೦-೧೬೪-೫

ಅಜೋ ನ ಕ್ಷಾಂ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ೧-೬೭-೫

ಅಜೋ ಭಾಗಸ್ತಪಸಾ ತಂ ೧೦-೧೬-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೨-೮ ; ತೈ. ಆ. ೬-೧-೪

ಅಜೋಹವೀದಶ್ವಿನಾ ರೌಗ್ರ್ಯೋ ೧-೧೧೭-೧೫

ಅಜೋಹವೀದಶ್ವಿನಾ ವರ್ತಿಕಾ ೧-೧೧೭-೧೬ ; ನಿ. ೫-೨೧

ಅಜೋಹವೀನ್ನಾಸತ್ಯಾ ಕರಾ ವಾಂ ೧-೧೧೬-೧೩

ಅಜ್ಯೇಷ್ಠಾಸೋ ಅಕನಿಷ್ಠಾಸಃ ೫-೬೫-೫

ಅಜ್ರೇ ಚಿದಸ್ಮೈ ಕೃಣುಥಾ ನ್ಯಂಚನಂ ೮-೨೭-೧೮

ಅಜಂತೇ ವ್ಯಂಜತೇ ೯-೮೬-೪೩ ; ಸಾಮ. ೫೬೪ ; ೧೬೧೪ ; ಅಥರ್ವ ೧೮-೩-೧೮

ಅಂಜಂತಿ ತ್ವಾಮಧ್ವರೇ ೩-೮-೧ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೬-೧-೧ ; ನಿ. ೮-೧೮

ಅಂಜಂತಿ ಯಂ ಪ್ರಥಯಂತೋ ನ ವಿಪ್ರಾಃ ೫-೪೩-೭ ; ತೈ. ಆ. ೪-೫-೨

ಅಂಜಂತ್ಯೇನಂ ಮಧ್ವೋ ರಸೇನ ೯-೧೦೯-೨೦

ಅತ ಉ ತ್ವಾ ಪಿತುಭೃತಃ ೧೦-೧-೪

ಅತಃ ಪರಿ ಜ್ಮನ್ನಾಗಹಿ ೧-೬-೯ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೦-೫

ಅತಃ ಸಮುದ್ರಮುದ್ವತಃ ೮-೬-೨೯

ಅತಃ ಸಹಸ್ರನಿರ್ಣಿಜಾ ೮-೮-೧೧

ಅತಪ್ಯಮಾನೇ ಅವಸಾವಂತೀ ೧-೧೮೫-೪

ಅತಶ್ಚಿದಿಂದ್ರಣ ಉಪಾ ೮-೯೨-೧೦ ; ಸಾಮ. ೨೧೫

ಅತಸ್ತ್ವಾ ರಯಿಮಭಿ ೯-೪೮-೩ ; ಸಾಮ ೮೩೮

ಅತಾರಿಷುರ್ಭರತಾ ಗವ್ಯವಃ ಸಂ ೩-೩೩-೧೨

ಅತಾರಿಷ್ಮ ತಮಸಸ್ಪಾರಮಸ್ಯ ಪ್ರತಿ ೧-೧೮೩-೬ ; ೧-೧೮೪-೬

ಅತಾರಿಷ್ಮ ತಮಸಸ್ಪಾರಮಸ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸ್ತೋಮಂ ೭-೭೩-೧

ಅತಾರಿಷ್ಮ ತಮಸಸ್ಪಾರಮಸ್ಯೋಷಾ ೧-೯೨-೬

ಅತಿತೃಷ್ಟಂ ವವಕ್ಷಿತಾ ೩-೯-೩

ಅತಿ ತ್ರೀ ಸೋಮ ರೋಚನಾ ೯-೧೭-೫

ಅತಿಥಿಂ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ೮-೨೩-೨೫

ಅತಿ ದ್ರವ ಸಾರಮೇಯೌ ೧೦-೧೪-೧೦ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೨-೧೧ ; ತೈ. ಆ. ೬-೩-೧

ಅತಿ ನಃ ಸಶ್ಚತೋ ನಯ ೧-೪೨-೭

ಅತಿ ನೋ ವಿಷಿತಾ ಪುರು ೮-೮೩-೩

ಅತಿ ವಾಯೋ ಮರುತೋ ೬-೫೨-೨ ; ಅಥರ್ವ. ೨-೧೨-೬

ಅತಿ ವಾಯೋ ಸಸತೋ ಯಾಹಿ ೧-೧೩೫-೭

ಅತಿ ವಾರಾನ್ಪವಮಾನೋ ಅಸಿಷ್ಯತ್ ೯-೬೦-೩

ಅತಿವಿದ್ಧಾ ವಿಥುರೇಣಾ ಚಿದಸ್ತ್ರಾ ೮-೯೬-೨

ಅತಿವಿಶ್ವಾಃ ಪರಿಷ್ಠಾಃ ೧೦-೯೭-೧೦ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೮೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೬-೩

ಅತಿ ಶ್ರಿತೀ ತಿರಶ್ಚತಾ ೯-೧೪ ೬

ಅತಿಷ್ಠಂತೀನಾಮನಿವೇಶನಾನಾಂ ೧-೩೨-೧೦ ; ನಿ. ೨-೧೬

ಅನು ಪ್ರತ್ನಸ್ಯೌಕಸಃ ೧-೩೦-೯ ; ಸಾಮ. ೭೪೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೬-೩
ಅನು ಪ್ರತ್ನಾಸ ಆಯವಃ ೯-೨೩-೨ ; ಸಾಮ. ೫೦೨
ಅನು ಪ್ರ ಯೇಜೇ ಜನ ಓಜೋ ೬-೩೬-೨
ಅನು ಯದೀಂ ಮರುತೋ ಮಂದಸಾನಂ ೫-೨೯-೨
ಅನು ವ್ರತಾಯ ರಂಧಯನ್ನಪವ್ರತಾ ೧-೫೧-೯
ಅನುಶ್ರುತಾಮಮತಿಂ ವರ್ಧತ್ ೫-೬೨-೫
ಅನುಸ್ಪಷ್ಟೋ ಭವತ್ಯೇಷಃ ೧೦-೧೬೦-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೬-೪
ಅನುಸ್ವಧಾಮಕ್ಷರನ್ನಾಪೋ ೧-೩೩-೧೧ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೩-೪
ಅನು ಹಿ ತ್ವಾ ಸುತಂ ಸೋಮ ೯-೧೧೦-೨ ; ಸಾಮ ೪೩೨ ; ೧೩೬೬
ಅನೂನೋದತ್ರ ಹಸ್ತಯತೋ ಅದ್ರಿ ೫-೪೫-೭
ಅನೂಪೇ ಗೋಮಾನ್ಗೋಭಿರಕ್ಷಾಃ ೯-೧೦೭-೯ ; ಸಾಮ ೯೪೮ ; ನಿ. ೫-೩
ಅನೃಕ್ಷರಾ ಋಜವಃ ೧೦-೮೫-೨೩ ; ಅಥರ್ವ. ೧೪-೧-೩೪
ಅನೇನೋ ವೋ ಮರುತಃ ೬-೬೬-೭
ಅನೇಹಸಂ ವೋ ಹವಮಾನಮೂತಯೇ ೮-೫೦-೪
ಅನೇಹಸಂ ಪ್ರತರಣಂ ವಿ ವಕ್ಷಣಂ ೮-೪೯-೪
ಅನೇಹೋ ದಾತ್ರಮದಿತೇರನರ್ವಂ ೧-೧೮೫-೩
ಅನೇಹೋ ನ ಉರುವ್ರಜೇ ೮-೬೭-೧೨
ಅನೇಹೋ ಮಿತ್ರಾರ್ಯಮನ್ ೮-೧೮-೨೧
ಅಂತರಿಕ್ಷಪ್ರಾಂ ರಜಸೋ ೧೦-೯೫-೧೭
ಅಂತರಿಕ್ಷೇಣ ಪತತಿ ೧೦-೧೩೬-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೬-೮೦-೧
ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಪಥಿಭಿಃ ೧೦-೧೬೮-೩
ಅಂತರಿಚ್ಛಂತಿ ತಂ ಜನೇ ೮-೭೨-೩
ಅಂತರೈಶ್ಚಕ್ರೈಸ್ತನಯಾಯ ೬-೬೨-೧೦
ಅಂತರ್ದೂತೋ ರೋದಸೀ ದಸ್ಮ ಈಯತೇ ೩-೩-೨
ಅಂತರ್ಯಚ್ಛ ಜಿಘಾಂಸತಃ ೧೦-೧೦೨-೩
ಅಂತರ್ಹ್ಯಗ್ನ ಈಯಸೇ ೨-೬-೭
ಅಂತಶ್ಚ ಪ್ರಾಗಾ ಅದಿತಿರ್ಭವಾ ೮-೪೮-೨
ಅಂತಶ್ಚರತಿ ರೋಚನಾ ೧೦-೧೮೯-೨ ; ಸಾಮ ೧೩೭೭ ಅಥರ್ವ ೬-೩೧-೨ ; ೨೦-೪೮-೫ ; ವಾ.ಯ. ೩-೭ ತೈ. ಸಂ. ೧-೫-೩-೧
ಅಂತಿ ಚಿತ್ ಸಂತಮಹ ೮-೧೧-೪
ಅಂತಿವಾಮಾ ದೂರೇ ಅಮಿತ್ರಮುಚ್ಛ ೭-೭೭-೪
ಅನ್ಯದದ್ಯ ಕರ್ವರಮಂದದು ೬-೨೪-೫
ಅನ್ಯಮಸ್ಮದ್ಭಿಯಾ ಇಯಂ ೮-೭೫-೧೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೬-೧೧-೩
ಅನ್ಯಮೂ ಷು ತ್ವಂ ಯಮ್ಯನ್ಯಃ ೧-೧೦-೧೪ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೧೬ ; ನಿ. ೧೧-೩೪
ಅನ್ಯವ್ರತಮಮಾನುಷಂ ೮-೭೦-೧೧
ಅನ್ಯಸ್ಯಾ ವತ್ಸಂ ರಿಹತೀ ೩-೫೫-೧೩
ಅನ್ಯಾ ವೋ ಅನ್ಯಾಮವತು ೧೦-೯೭-೧೪ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೮೮ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೬-೩
ಅನ್ಯೇ ಜಾಯಾಂ ಪರಿಮೃಶಂತ್ಯಸ್ಯ ೧೯-೩೪-೪
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮನು ಗೃಭ್ಣಾತಿ ೭-೧೦೩-೪
ಅನ್ವಪಾಂ ಖನ್ಯತೃಂತಮೋಜಸಾ ೭-೮೨-೩
ಅನ್ವಸ್ಯ ಸ್ಥೂರಂ ದದೃಶೇ ಪುರಸ್ತಾತ್ ೮-೧-೩೪
ಅನ್ವಹ ಮಾಸಾ ಅನ್ವಿದ್ವನಾನಿ ೧೦-೮೯-೧೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೭-೧೩-೧
ಅನ್ವೇಕೋ ವದತಿ ಯದ್ದದಾತಿ ೨-೧೩-೩
ಅಪಘ್ನಂತೋ ಅರಾವ್ಣಃ ೯-೧೩-೯ ; ಸಾಮ. ೧೧೯೫
ಅಪಘ್ನನ್ನೇಷಿ ಪವಮಾನ ೯-೯೬-೨೩
ಅಪಘ್ನನ್ಪವತೇ ಮೃಧಃ ೯-೬೧-೨೫ ; ಸಾಮ. ೫೧೦ ; ೧೨೧೩
ಅಪಘ್ನನ್ಪವಸೇ ಮೃಧಃ ೯-೬೩-೨೪ ; ಸಾಮ. ೪೯೨; ೧೨೩೭
ಅಪಘ್ನನ್ತ್ಸೋಮ ರಕ್ಷಸಃ ೯-೬೩-೨೯
ಅಪ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ತಮೋ ೧೦-೬೮-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೬-೫
ಅಪ ತ್ಯಂ ವೃಜಿನಂ ರಿಪುಂ ೬-೫೧-೧೩; ಸಾಮ.೧೦೫
ಅಪ ತ್ಯಂ ಪರಪಂಥಿನಂ ೧-೪೨-೩
ಅಪ ತ್ಯಾ ಅಸ್ಥುರನಿರಾ ೮-೪೮-೧೧
ಅಪ ತ್ಯೇ ತಾಯವೋ ಯಥಾ ೧-೫೦-೨; ಅಥರ್ವ. ೧೩-೨-೧೭ ; ೨೦-೪೭-೧೪

95

ಅಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿಷತೋ ಮನಃ ೧೦-೧೫೨-೫ ; ಅಥರ್ವ ೧-೨೧-೪

ಅಪೇ ಹಿ ಮನಸಸ್ಪತೇ ೧೦-೧೬೪-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೬-೨೩ ; ನಿ. ೧-೧೭

ಅಪೋ ದೇವೀರುಪಹ್ವಯೇ ೧-೨೩-೧೮ ; ಅಥರ್ವ. ೧-೪-೩

ಅಪೋ ಮಹೀರಭಿಶಸ್ತೇಃ ೧೦-೧೦೪-೯

ಅಪೋ ಯದದ್ರಿಂ ಪುರುಹೂತ ೪-೧೬-೮ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೭-೮

ಅಪೋ ವಸಾನಃ ಪರಿಕೋಶಮರ್ಷತಿ ೯-೧೦೭-೨೬

ಅಪೋ ವೃತ್ರಂ ವವ್ರಿವಾಂಸಂ ೪-೧೬-೭ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೭-೭

ಅಪೋಷಾ ಅನಸಃ ಸರತ್ಸಂ ೪-೩೦-೧೦ ; ನಿ. ೧೧-೪೭

ಅಪೋಷುಣ ಇಯಂ ಶರುಃ ೮-೬೭-೧೫

ಅಪೋ ಸುಮ್ಯಕ್ಷ ವರುಣ ೨-೨೮-೬ ; ನಿ. ೧೩-೧

ಅಪೋ ಹ್ಯೇಷಾಮಜುಷಂತ ದೇವಾಃ ೪-೩೩-೯

ಅಪ್ತೂರ್ಯೇ ಮರುತ ಆಪಿಃ ೩-೫೧-೯

ಅಪ್ನಸ್ವತೀಮಶ್ವಿನಾ ವಾಚಂ ೧-೧೧೨-೨೪ ; ವಾ.ಯು. ೩೪-೨೯

ಅಪ್ರಕ್ಷಿತಂ ವಸು ಬಿಭರ್ಷಿ ಹಸ್ತಯೋ ೧-೫೫-೮

ಅಪ್ರತೀತೋ ಜಯತಿ ಸಂ ಧನಾನಿ ೪-೫೦-೯

ಅಪ್ರಯುಚ್ಛನ್ನ ಪ್ರಯುಚ್ಛದ್ಭಿರಗ್ನೇ ೧-೧೪೩-೮

ಅಪ್ರಾಮಿಸತ್ಯ ಮಘವನ್ ೮-೬೧-೪

ಅಪ್ಸರಸಾಂ ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ೧೦-೧೩೬-೬

ಅಪ್ಸರಾ ಜಾರಮುಪಸಿಷ್ಮಿಯಾಣಾ ೧೦-೧೨೩-೫

ಅಪ್ಸಾ ಇಂದ್ರಾಯ ವಾಯವೇ ೯-೬೫-೨೦ ; ಸಾಮ. ೯೯೫

ಅಪ್ಸು ತ್ವಾ ಮಧುಮತ್ತಮಂ ೯-೩೦-೫

ಅಪ್ಸು ಧೂತಸ್ಯ ಹರಿವಃ ೧೦-೧೦೪-೨ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೩೩-೧

ಅಪ್ಸು ಮೇ ಸೋಮೋ ಅಬ್ರವೀತ್ ೧-೨೩-೨೦ ; ೧೦-೯-೬ ; ಅಥರ್ವ ೧-೬-೨ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೫-೮-೬

ಅಪ್ಸ್ವಗ್ನೇ ಸಧಿಷ್ಟವ ೮-೪೩-೯ ; ವಾ. ಯು. ೧೨-೩೬ ; ತೈ. ಸಂ ೪-೨-೩-೨ ; ೪-೨-೧೧-೩

ಅಪ್ಸ್ವಂತರಮೃತಮಪ್ಸು ಭೇಷಜಂ ೧-೨೩-೧೯ ; ಅಥರ್ವ. ೧-೪-೪ ; ವಾ. ಯು. ೯-೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೭-೭-೧

ಅಬುಧ್ನೇ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ವನಸ್ಯ ೧-೨೪-೭

ಅಬುಧ್ರಮು ತ್ಯ ಇಂದ್ರವಂತಃ ೧೦-೩೫-೧

ಅಬೋಧಿ ಜಾರ ಉಷಸಾಂ ೭-೯-೧

ಅಬೋಧಿ ಹೋತಾ ಯಜಥಾಯ ೫-೧-೨ ; ಸಾಮ. ೧೭೪೭ ; ನಿ. ೬-೧೩

ಅಬೋಧ್ಯಗ್ನಿಃ ಸಮಿಧಾ ೫-೧-೧ ; ಸಾಮ. ೭೩ ; ೧೭೪೬ ; ಅಥರ್ವ. ೧೩-೨-೪೬ ; ವಾ. ಯು. ೧೫ ೨೪ ; ತೈ. ಸಂ ೪-೪-೪-೧

ಅಬೋಧ್ಯಗ್ನಿರ್ಜ್ಮ ಉದೇತಿ ಸೂರ್ಯಃ ೧-೧೫೭-೧ ; ಸಾಮ. ೧೭೫೮

ಅಬ್ಜಾಮುಕ್ಥೈರಹಿಂ ೭-೩೪-೧೬ ; ನಿ. ೧೦-೪೪

ಅಭಾಗಃ ಸನ್ನಪ ಪರೇತಃ ೧೦-೮೩-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೪-೩೨-೫

ಅಭಿ ಕಣ್ವಾ ಅನೂಷತ ೮-೬-೩೪

ಅಭಿ ಕ್ರತ್ವೇಂದ್ರ ಭೂರಧ ೭-೨೧-೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೭-೪-೧೫-೧

ಅಭಿ ಕ್ರಂದನ್ಕಲಶಂ ೯-೮೬-೧೧ ; ಸಾಮ. ೧೦೩೨

ಅಭಿ ಕ್ರಂದಸ್ತನಯಂ ೫-೮೩-೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೧-೧೧-೬ ; ಅಥರ್ವ. ೪-೧೫-೬

ಅಭಿ ಕ್ಷಿಪಃ ಸಮಗ್ಮತ ೯-೧೪-೭

ಅಭಿ ಖ್ಯಾನೋ ಮಘವನ್ ೧೦-೧೧೨-೧೦

ಅಭಿ ಗಂಧರ್ವಮತೃಣತ್ ೮-೭೭-೫

ಅಭಿ ಗವ್ಯಾನಿ ವೀತಯೇ ೯-೬೨-೨೩ ; ಸಾಮ- ೧೦೬೨

ಅಭಿ ಗಾವೋ ಅಧನ್ವಿಷುಃ ೯-೨೪-೨ ; ಸಾಮ. ೯೬೨

ಅಭಿ ಗಾವೋ ಅನೂಷತ ಯೋಷಾ ೯-೩೨-೫

ಅಭಿ ಗೋತ್ರಾಣಿ ಸಹಸಾ ೧೦-೧೦೩-೭ ; ಸಾಮ. ೧೮೫೫ ; ಅಥರ್ವ. ೧೯-೧೩-೭ ; ವಾ. ಯು. ೧೭-೩೯ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೪-೨

ಅಂಬಯೋ ಯಂತ್ಯಧ್ವಭಿಃ ೧-೨೩-೧೬ ; ಅಥರ್ವ. ೧-೪-೧
ಅಂಬಿತಮೇ ನದೀತಮೆ ೨-೪೧-೧೬
ಅಮ್ಯಕ್ಸಾ ತ ಇಂದ್ರ ಋಷಿರಸ್ಮೇ ೧-೧೬೯-೩ ; ನಿ. ೬-೧೫
ಅಯಂ ಯಃ ಸೃಂಜಯೇ ಪುರಃ ೪-೧೫-೪
ಅಯಂ ಯಜ್ಞೋ ದೇವಯಾ ಅಯಂ ೧-೧೭೭-೪
ಅಯಂ ಯಥಾ ನ ಆ ಭುವತ್ ೮-೧೦೨-೮ ; ಸಾಮ. ೯೪೭
ಅಯಂ ಯೋ ನಿಶ್ಚಕೃಮಾಯಂ ವಯಂತೇ ೪-೩-೨
ಅಯಂ ಯೋ ವಜ್ರಃ ಪುರುಧಾ ೧೦-೨೭-೨೧
ಅಯಂ ಯೋ ಹೋತಾ ಕಿರು ಸ ೧೦-೫೨-೩ ; ನಿ. ೬-೩೫
ಅಯಂ ರೋಚಯದರುಚಃ ೬-೩೯-೪
ಅಯಂ ವಾಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಅಶ್ವಿನಾ ೮-೮೫-೩
ಅಯಂ ವಾಂ ಘರ್ಮೋ ಅಶ್ವಿನಾ ೮-೯-೪ ; ಅಥರ್ವ ೨೦-೧೩೯-೪
ಅಯಂ ವಾಮದ್ರಿಭಿಃ ಸುತಃ ೮-೨೨-೮
ಅಯಂ ವಾಂ ಪರಿಷಿಚ್ಯತೇ ೪-೪೯-೨ ; ತೈ. ಆ. ೩-೩-೧೧-೧
ಅಯಂ ವಾಂ ಭಾಗೋ ನಿಹಿತಃ ೮-೫೭-೪
ಅಯಂ ವಾಂ ಮಧುಮತ್ತಮಃ ೧-೪೭-೧ ; ಸಾಮ. ೩೦೬
ಅಯಂ ವಾಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ೨-೪೧-೪ ; ಸಾಮ. ೯೧೦ ; ವಾ. ಯ. ೭-೧೯ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೪-೫-೧
ಅಯಂ ವಿಚರ್ಷಣಿರ್ಹಿತಃ ೯-೬೨-೧೦ ; ಸಾಮ. ೫೦೮
ಅಯಂ ವಿದಶ್ಚಿತ್ರದೃಶೀಕಂ ೬-೪೭-೫
ಅಯಂ ವಿಪ್ರಾಯ ದಾಶುಷೇ ೧೦-೨೫-೧೧
ಅಯಂ ವಿಶ್ವಾ ಅಭಿ ಶ್ರಿಯಃ ೮-೧೦೨-೯ ; ಸಾಮ. ೯೪೮
ಅಯಂ ವಿಶ್ವಾನಿ ತಿಷ್ಠತಿ ೯-೫೪-೩ ; ಸಾಮ. ೭೫೭
ಅಯಂ ವೃತಶ್ಚಾತಯತೇ ೪-೧೭-೯
ಅಯಂ ವೇನಶ್ಚೋದಯತ್ ೧೦-೧೨೩-೧ ; ವಾ. ಯ. ೭-೧೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೪-೮-೧ ; ನಿ. ೧೦-೩೯
ಅಯಂ ವೋ ಯಜ್ಞ ಋಭವಃ ೪-೩೪-೩
ಅಯಂ ಶೃಣ್ವೇ ಅಧಜಯನ್ನುತ ೪-೧೭-೧೦ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೩-೩
ಅಯಂ ಸಮಹ ಮಾತನೂ ೧ ೧೨೦-೧೧
ಅಯಂ ಸ ಯಸ್ಯ ಶರ್ಮನ್ ೧೦-೬-೧
ಅಯಂ ಸ ಯೋ ದಿವಸ್ಪರಿ ೯-೩೯-೪ ; ಸಾಮ. ೯೦೦
ಅಯಂ ಸ ಯೋ ವರಿಮಾಣಂ ೬-೪೭-೪
ಅಯಂ ಸ ಶಿಂಕ್ತೇ ೧-೧೬೪-೨೯ ; ಅಥರ್ವ. ೯-೧೦-೭ ; ನಿ. ೨-೯
ಅಯಂ ಸಹಸ್ರಮೃಷಿಭಿಃ ೮-೩-೪ ; ಸಾಮ. ೧೬೦೮ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೦೪-೨ ; ವಾ. ಯ. ೩೩-೮೩
ಅಯಂ ಸ ಹೋತಾ ಯೋ ದ್ವಿಜನ್ಮಾ ೧-೧೪೯-೫ ; ಸಾಮ. ೧೭೭೬
ಅಯಂ ಸು ತುಭ್ಯಂ ವರುಣ ಸ್ವಧಾವಃ ೭-೮೬-೮
ಅಯಂ ಸೂರ್ಯ ಇವೋಪದೃಕ್ ೯-೫೪-೨ ; ಸಾಮ. ೭೫೬
ಅಯಂ ಸೋ ಅಗ್ನಿರಾಹುತಃ ೭-೧-೧೬
ಅಯಂ ಸೋ ಅಗ್ನಿರ್ಯಸ್ಮಿನ್ ೩-೨೨-೧ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೪೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೪-೨
ಅಯಂ ಸೋಮ ಇಂದ್ರ ತುಭ್ಯಂ ಸುನ್ವೇ ೭-೨೯-೧
ಅಯಂ ಸೋಮ ಇಂದ್ರ ತುಭ್ಯಂ ೯-೮೮-೧ ; ಸಾಮ. ೧೪೭೧
ಅಯಂ ಸೋಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇ ೯-೬೭-೧೧
ಅಯಂ ಸೋಮಶ್ಚಮೂ ಸುತೋ ೫-೫೧-೪
ಅಯಂ ಸ್ತುತೋ ರಾಜಾ ವಂದಿ ೧೦-೬೧-೧೬
ಅಯಂ ಸ್ವಾದುರಿಹ ಮದಿಷ್ಠಃ ೬-೪೭-೨
ಅಯಂ ಹ ಯದ್ವಾಂ ದೇವಯಾ ಉ ೭-೬೮-೪
ಅಯಂ ಹ ಯೇನ ವಾ ಇದಂ ೮-೭೬-೪
ಅಯಂ ಹಿ ತೇ ಅಮರ್ತ್ಯಃ ೧೦-೧೪೪-೧
ಅಯಂ ಹಿ ನೇತಾ ವರುಣಃ ೭-೪೦-೪
ಅಯಂ ಹೋತಾ ಪ್ರಥಮಃ ೬-೯-೪
ಅಯಂ ಕವಿರಕವಿಷು ೭-೪-೪
ಅಯಂ ಕೃತ್ನುರಗೃಭೀತಃ ೮-೭೯-೧ ; ತೈ ಬ್ರಾ. ೨ ೪-೭-೬

ಆ

ಆ ತಕ್ಷತ ಸಾತಿಮಸ್ಮಭ್ಯಂ ೧-೧೧೧-೩
ಆ ತತ್ತ ಇಂದ್ರಾಯವಃ ೧೦-೭೪-೪ ; ವಾ. ಯ. ೩೨-೨೮
ಆ ತತ್ತೇ ದಸ್ರಮಂತುಮಃ ೧-೪೨-೫
ಆ ತಂ ಭಜ ಸೌಶ್ರವೇಷು ೧೦-೪೫-೧೦ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೨೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೨-೩
ಆ ತಿಷ್ಠತಂ ಸುವೃತಂ ಯೋ ರಥಃ ೧-೧೮೩-೩
ಆತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಿ ವಿಶ್ವೇ ೩-೩೮-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೪-೮-೩ ; ವಾ. ಯ. ೩೩-೨೨; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೨-೭-೮-೧
ಆ ತಿಷ್ಠ ರಥಂ ವೃಷಣಂ ೧-೧೭೭-೩
ಆ ತಿಷ್ಠ ವೃತ್ರಹನ್ರಥಂ ೧-೮೪-೩ ; ವಾ.ಯ. ೮-೩೩ ತೈ. ಸಂ. ೧-೪-೩೭-೧
ಆ ತೂ ಗಹಿ ಪ್ರ ತು ದ್ರವ ೮-೧೩-೧೪
ಆ ತೂ ನ ಇಂದೋ ಶತದಾತು ೯-೭೨-೯
ಆ ತೂ ನ ಇಂದ್ರ ಕೌಶಿಕ ೧-೧೦-೧೧
ಆ ತೂ ನ ಇಂದ್ರ ಕ್ಷುಮಂತಂ ೮-೮೧-೧ ; ಸಾಮ. ೧೬೭ ; ೭೨೮
ಆ ತೂ ನ ಇಂದ್ರ ಮದ್ರ್ಯಗ್ ೩-೪೧-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೩-೧
ಆ ತೂ ನ ಇಂದ್ರ ವೃತ್ರಹನ್ ೪-೩೨-೧ ; ಸಾಮ. ೧೮೧ ; ವಾ. ಯ. ೩೩-೬೫
ಆ ತೂ ಭರ ಮಾಕಿರೇತ ೩-೩೬-೯ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೭-೧೩-೩
ಆ ತೂ ಷಿಂಚ ಕಣ್ವಮತಂ ೮-೨-೨೨
ಆ ತೂ ಷಿಂಚ ಹರಿಮೀಂದ್ರೋ ೧೦-೧೦೧-೧೦ ; ನಿ. ೪-೧೯
ಆ ತು ಸುಶಿಪ್ರ ದಂಪತೇ ೮-೬೯-೧೬ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೨-೧೩
ಆ ತೇ ಅಗ್ನ ಇಧೀಮಹಿ ೫-೬-೪ ; ಸಾಮ. ೪೧೯ ; ೧೦೨೨ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೪-೮೮ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೪-೪-೬
ಆ ತೇ ಅಗ್ನ ಋಚಾ ಹವಿಃ ೫-೬-೫; ಸಾಮ. ೧೦೨೩ ತೈ. ಸಂ. ೪-೪-೪-೬
ಆ ತೇ ಅಗ್ನ ಋಚಾ ಹವಿಃ ೬-೧೬-೪೭
ಆ ತೇ ಕಾರೋ ಶೃಣವಾಮಾ ೩-೩೩-೧೦; ನಿ. ೨-೨೭
ಆ ತೇ ದಕ್ಷಂ ವಿ ರೋಚನಾ ೮-೯೩-೨೬
ಆ ತೇ ದಕ್ಷಂ ಮಯೋಭುವಂ ೯-೬೫-೨೮ ; ಸಾಮ. ೪೯೮ ; ೧೧೩೭
ಆ ತೇ ದಧಾಮೀಂದ್ರಿಯಂ ೮-೯೩-೨೭
ಆ ತೇನ ಯಾತಂ ಮನಸೋ ೧೦-೩೯-೧೨
ಆ ತೇ ಪಿತರ್ಮರುತಾಂ ಸುಮ್ನ ೨-೩೩-೧ ; ತೈ.ಬ್ರಾ ೨-೮-೬-೯
ಆ ತೇ ಮಹ ಇಂದ್ರೋತ್ಯುಗ್ರ ೭-೨೫-೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೭-೧೩-೨
ಆ ತೇ ರಥಸ್ಯ ಪೂಷನ್ ೧೦-೨೬-೮
ಆ ತೇ ರುಚಃ ಪವಮಾನಸ್ಯ ೯-೯೬-೨೪
ಆ ತೇ ವತ್ಸೋ ಮನೋ ಯಮತ್ ೮-೧೧-೭ ; ಸಾ. ೮ ; ೧೧೬೬ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೧೧೫
ಆ ತೇ ವೃಷನ್ ವೃಷಣೋ ೬-೪೪-೨೦
ಆ ತೇಽವೋ ವರೇಣ್ಯಂ ೫-೩೫-೩
ಆ ತೇ ಶುಷ್ಮೋ ವೃಷಭ ಏತು ೬-೧೯-೯ ; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೨-೫-೮-೧ ; ೨-೮-೫-೯
ಆ ತೇ ಸಪರ್ಯೂ ಜವಸೇ ೩-೫೦-೨
ಆ ತೇ ಸಿಂಚಾಮಿ ಕುಕ್ಷ್ಯೋಃ ೮-೧೭-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೪-೨
ಆ ತೇ ಸುಪರ್ಣಾ ಅಭಿನಂತ ಏವೈಃ ೧-೭೯-೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೧-೧೧-೫
ಆ ತೇ ಸ್ವಸ್ತಿಮೀಮಹ ೬-೫೬-೬
ಆ ತೇ ಹನೂ ಹರಿವಃ ಶೂರಶಿಪ್ರೇ ೫-೩೬-೨
ಆತ್ಮನ್ವನ್ನಭೋ ದುಹ್ಯತೇ ೯-೭೪-೪
ಆತ್ಮಾ ತೇ ವಾತೋ ರಜ ೭-೮೭-೨
ಆತ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಭುವನಸ್ಯ ೧೦- ೧೬೮-೪
ಆತ್ಮಾನಂ ತೇ ಮನಸಾ ರಾದಜಾ ೧೦-೧೬೩-೬ ; ವಾ. ಯ. ೨೯-೧೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೭-೨
ಆತ್ಮಾ ಪಿತುಸ್ತನೂರ್ವಾಸಃ ೮-೩-೨೪
ಆತ್ಮಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ರಂಹ್ಯಾ ೯-೬-೮
ಆ ತ್ವಾ ೧ ದ್ಯ ಸಧಸ್ತುತಿಂ ೮-೧-೧೬

ಆ ಪಪ್ರುಷೀ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ಯುರು ೬-೬೧-೧೧
ಆಪಪ್ರುಷೀ ವಿಭಾವರಿ ೪-೫೨-೬
ಆ ಪಪ್ರೌ ಪಾರ್ಥಿವಂ ೧-೮೧-೫
ಆ ಪರಮಾಭಿರುತ ೬-೬೨-೧೧
ಆ ಪರ್ವತಸ್ಯ ಮರುತಾಂ ೪-೫೫-೫
ಆ ಪವಮಾನ ಧಾರಯ ೯-೧೨-೯ ; ಸಾಮ. ೧೨೦೩
ಆ ಪವಮಾನ ನೋ ಭರಾಯೋ ೯-೨೩-೩
ಆ ಪವಮಾನ ಸುಷ್ಟುತಿಂ ೯-೬೫-೩ ; ಸಾಮ. ೯೦೬
ಆ ಪವಸ್ವ ಗವಿಷ್ಟಯೇ ೯-೬೬-೧೫
ಆ ಪವಸ್ವ ದಿಶಾಂ ಪತ ೯-೧೧೩-೨
ಆ ಪವಸ್ವ ಮದಿಂತಮ ೯-೨೫-೬ ; ೯-೫೦-೪ ; ಸಾಮ. ೧೨೦೮
ಆ ಪವಸ್ವ ಮಹೀಮಿಷಂ ೯-೪೧-೪ ; ಸಾಮ. ೮೯೫
ಆ ಪವಸ್ವ ಸಹಸ್ರಿಣಂ ರಯಿಂ ಸೋಮ ೯-೬೩-೧ ; ಸಾಮ. ೫೦೧
ಆ ಪವಸ್ವ ಸಹಸ್ರಿಣಂ ರಯಿಂ ಗೋಮಂತಂ ೯-೬೨-೧೨
ಆ ಪವಸ್ವ ಸುವೀರ್ಯಂ ೯-೬೫-೫ ; ಸಾಮ. ೭೮೬
ಆ ಪವಸ್ವ ಹಿರಣ್ಯವತ್ ೯-೬೩-೧೮ ; ವಾ. ಯು. ೮-೬೩
ಆ ಪಶುಂ ಗಾಸಿ ಪೃಥಿವೀಂ ೮-೨೭-೨
ಆ ಪಶ್ಚಾತಾನ್ನಾಸತ್ಯಾ ೭-೭೨-೫ ; ೭-೭೩.೫
ಆಪಶ್ಚಿತ್ಪಿಪ್ಯು ಸ್ತರ್ಯೋ ೭-೨೩-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೨-೪ ; ವಾ. ಯು. ೩೩-೧೮
ಆಪಶ್ಚಿದಸ್ಮೈ ಪಿನ್ವಂತ ೭ ೩೪-೩
ಆಪಶ್ಚಿದ್ಧಿ ಸ್ವಯಶಸಃ ೭-೮೫-೩
ಆಪಾನಾಸೋ ವಿವಸ್ವತೋ ೯-೧೦-೫; ಸಾಮ.೧೧೨೩
ಆಪಾಂತಮನ್ಯುಃ ೧೦-೮೯-೫ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೨-೧೨-೩ ; ತೈ. ಆ. ೧೦-೧-೯ ; ನಿ. ೫-೧೨
ಆಪೀ ವೋ ಅಸ್ಮೇ ಪಿತರೇವ ೧೦-೧೦೬-೪
ಆ ಪುತ್ರಾಸೋ ನ ಮಾತರಂ ೭-೪೩-೩
ಆ ಪೂರ್ಣೋ ಅಸ್ಯ ಕಲಶಃ ೩-೩೨-೧೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೮-೩
ಆ ಪೂಷಣ್ಚಿತ್ರಬರ್ಹಿಷಂ ೧-೨೩-೧೩

ಆಪೋ ಅದ್ಯಾನ್ವಚಾರಿಷಂ ೧-೨೩-೨೩ ; ೧೦-೯-೯ ; ವಾ. ಯು. ೨೦-೨೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೪-೪೫-೩ ; ೧-೪-೪೬-೨ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೬-೬-೫
ಆಪೋ ಅಸ್ಮಾನ್ಮಾತರಃ ೧೦-೧೭-೧೦ ; ಅಥರ್ವ. ೬-೫೧-೨ ; ವಾ. ಯು.೪-೨ ; ತೈ.ಸಂ.೧-೨-೧-೧
ಆಪೋ ನ ದೇವೀರುಪ ಯಂತಿ ೧-೮೩-೨ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೫-೨
ಆಪೋ ನ ಸಿಂಧುಮಭಿ ಯತ್ ೧೦-೪೩-೭; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೭-೭
ಆಪೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಾ ಇತ್ಯೇಕೋ ೧-೧೬೧-೯
ಆಪೋ ಯಂ: ವಃ ಪ್ರಥಮಂ ೭-೪೭-೧
ಆಪೋ ರೇವತೀಃ ಕ್ಷಯಥಾ ೧೦-೩೦-೧೨
ಆಪೋ ಹ ಯದ್ಬೃಹತೀರ್ವಿಶ್ವ ೧೦-೧೨೧-೭ ; ಅಥ. ೪-೨-೬ ; ವಾ. ಯು. ೨೭-೨೫ ; ೩೨-೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೨-೧೨-೧; ೪-೧-೮-೫; ತೈ.ಆ. ೧-೨೩-೮
ಆಪೋ ಹಿ ಷ್ಠಾ ಮಯೋಭುವಃ ೧೦-೯-೧ ; ಸಾಮ. ೧೮೩೭ ; ಅಥರ್ವ. ೧-೫-೧ ; ವಾ.ಯು. ೧೧-೫೦; ೩೬-೧೪ ; ತೈ ಸಂ. ೪-೧-೫-೧ ; ೫-೬-೧-೪ ; ೭-೪-೧೯-೪ ; ತೈ. ಆ. ೪-೪೨-೪ ; ೧೦-೧-೧೧; ನಿ. ೯-೨೭
ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಮದಿಂತಮ ೧-೯೧-೧೭ ; ವಾ. ಯು. ೧೨-೧೧೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೪-೩೨-೧ ; ತೈ. ಆ. ೩-೧೭-೧
ಆ ಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಸಮೇತು ೧-೯೧-೧೬ ; ೯-೩೧-೪ ; ವಾ. ಯು. ೧೨-೧೧೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೨-೫-೩ ; ೪-೨-೭-೪ ; ತಾಂಡ್ಯ. ಬ್ರಾ. ೧-೫-೮
ಆ ಪ್ರ ದ್ರವ ಪರಾವತೋ ೮-೮೨-೧
ಆ ಪ್ರ ದ್ರುವ ಹರಿವೋ ೫-೩೧-೨ ; ನಿ. ೩-೨೧
ಆ ಪ್ರಯಾತ ಮರುತೋ ೮-೨೭-೮
ಆಪ್ರಾ ರಜಾಂಸಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ೪-೫೩-೩
ಅಪ್ರುಷಾಯನ್ಮಧುನ ೧೦-೬೮-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೬-೪
ಆ ಬುಂದಂ ವೃತ್ರಹಾ ೮-೪೫-೪ ; ಸಾಮ. ೨೧೬
ಆ ಭಂದಮಾನೇ ಉಪಾಕೇ ೧-೧೪೨-೭

ಇ

ಈ

ಈಕ್ಷೇ ರಾಯಃ ಕ್ಷಯಸ್ಯ ೪-೨೦-೮

ಈಂಖಯಂತೀರಪಸ್ಯುವೋ ೧೦-೧೫೩-೧ ; ಸಾಮ. ೧೭೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೩-೪

ಈಜಾನಮಿದ್ದ್ಯೌರ್ಗೂರ್ತಾ ವಸುಃ ೧೦-೧೩೨-೧

ಈಜೇ ಯಜ್ಞೇಭಿಃ ಶಶಮೇ ೬-೩-೨

ಈಳತೇ ತ್ವಾಮವಸ್ಯವಃ ೧-೧೪-೫

ಈಳಾನಾಯಾವಸ್ಯವೇ ೨-೬-೬

ಈಳಿತೋ ಅಗ್ನ ಆ ವಹ ೧-೧೪೨-೪

ಈಳಿತೋ ಅಗ್ನ ಆ ವಹ ೫-೫-೩

ಈಳಿತೋ ಅಗ್ನೇ ಮನಸಾ ೨-೩-೩

ಈಳಿಷ್ವಾ ಹಿ ಪ್ರತೀವ್ಯಂ ೮-೨೩-೧ ; ಸಾಮ. ೧೦೩

ಈಳೇ ಅಗ್ನಿಂ ವಿಪಶ್ಚಿತಂ ೩-೨೭-೨ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೨-೪

ಈಳೇ ಅಗ್ನಿಂ ಸ್ವವಸಂ ೫-೬೦-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೫೦-೩ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೭-೧೨-೪

ಈಳೇ ಗಿರಾ ಮನುರ್ಹಿತಂ ೮-೧೯-೨೧

ಈಳೇ ಚ ತ್ವಾ ಯಜಮಾನೋ ಹವಿರ್ಭಿಃ ೩-೧-೧೫

ಈಳೇ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಯೇ ೧-೧೧೨-೧

ಈಳೇನ್ಯಂ ವೋ ಅಸುರಂ ೭-೨-೩

ಈಳೇನ್ಯಃ ಪವಮಾನೋ ೯-೫-೩

ಈಳೇನ್ಯೋ ನಮಸ್ಯಃ ೩-೨೭-೧೩ ; ಸಾಮ. ೧೫೩೮; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೦೨-೧ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೫-೨-೨

ಈಳೇನ್ಯೋ ವೋ ಮನುಷೋ ೭-೯-೪

ಈಯಿವಾಂಸಮತಿ ಸ್ರಿಧಃ ೩-೯-೪

ಈಯುರರ್ಥಂ ನ ನ್ಯರ್ಥಂ ೭-೧೮-೯

ಈಯುರ್ಗಾವೋ ನ ಯವಸಾತ್ ೭-೧೮-೧೦

ಈಯುಷ್ಟೇ ಯೇ ಪೂರ್ವತರಾಮಪಶ್ಯನ್ ೧-೧೧೩-೧೧ ; ತೈ.ಸಂ. ೧-೪-೩೩-೧ ; ತೈ.ಆ. ೩-೧೮-೧

ಈರ್ಮಾಂತಾಸಃ ಸಿಲಿಕಮಧ್ಯಮಾ ೧-೧೬೩-೧೦ ; ವಾ. ಯ. ೨೯-೨೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೭-೪ ; ನಿ. ೪-೧೩

ಈರ್ಮಾನ್ಯದ್ವಪುಷೇ ಧಾಯಿ ೫-೭೩-೩

ಈಶಾನ ಇಮಾ ಭುವನಾನಿ ೯-೮೬-೩೭ ; ಸಾಮ. ೯೫೭

ಈಶಾನಕೃತೋ ಧುನಯೋ ೧-೬೪-೫

ಈಶಾನಾಯ ಪ್ರಹುತಿಂ ಯಸ್ತ ಆ ನ ೭-೯೦-೨

ಈಶಾನಾ ವಾರ್ಯಾಣಾಂ ೧೦-೯-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೧-೫-೪ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೫-೮-೫ ; ತೈ. ಆ. ೪-೪೨-೪

ಈಶಾನಾಸೋ ಯೇ ದಧತೇ ಸ್ವರ್ಣಃ ೭-೯೦-೬

ಈಶಿಷೇ ವಾರ್ಯಸ್ಯ ಹಿ ೮-೪೪-೧೮ ; ಸಾಮ. ೧೫೩೩

ಈಶೇ ಯೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾ ದೇವವೀತೇಃ ೧೦-೬-೩

ಈಶೇ ಹ್ಯಗ್ನಿರಮೃತಸ್ಯ ೭-೪-೬

ಉ

ಉಕ್ಥ ಉಕ್ಥೇ ಸೋಮ ಇಂದ್ರಂ ೭-೨೬-೨ ; ತೈ.ಸಂ. ೧-೪-೪೬-೧

ಉಕ್ಥಂ ಚನ ಶಸ್ಯಮಾನಂ ೮-೨-೧೪ ; ಸಾಮ ೨೨೫ ; ೧೮೦೫

ಉಕ್ಥಭೃತಂ ಸಾಮಭೃತಂ ೭-೩೩-೧೪

ಉಕ್ಥಮಿಂದ್ರಾಯ ಶಂಸ್ಯಂ ೧-೧೦-೫ ; ಸಾಮ. ೩೬೩

ಉಕ್ಥವಾಹಸೇ ವಿಭ್ವೇ ಮನೀಷಾಂ ೮-೯೬-೧೧

ಉಕ್ಥೇಭಿರರ್ವಾಗವಸೇ ೧-೪೭-೧೦

ಉಕ್ಥೇಭಿರ್ವೃತ್ರಹಂತಮಾ ೭-೯೪-೧೧ ; ವಾ. ಯ. ೩೩-೭೬

ಉಕ್ಥೇಷ್ವಿನ್ನು ಶೂರ ಯೇಷು ೨-೧೧-೩

ಉಕ್ಷಂತೇ ಅಶ್ವಾಁ ಅತ್ಯಾಁ ಇವ ೨-೩೪-೩

ಉಕ್ಷಾನ್ನಾಯ ವಶಾನ್ನಾಯ ೮-೪೩-೧೧ ; ಅಥರ್ವ. ೩-೨೧-೬ ; ೨೦-೧-೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೩-೧೪-೭

ಉಕ್ಷಾ ಮಹಾಁ ಅಭಿ ವವಕ್ಷ ಏನೇ ೧-೧೪೬-೨

ಉಕ್ಷಾ ಮಿಮಾತಿ ಪ್ರತಿ ೯-೬೯-೪ ; ಸಾಮ. ೧೩೭೨

ಉಕ್ಷಾ ಸಮುದ್ರೋ ಅರುಷಃ ೫-೪೭-೩ ; ವಾ. ಯ. ೧೭-೬೦ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೩-೩

ಉಕ್ಷೇವ ಯೂಥಾ ಪರಿಯನ್ ೯-೭೧-೯

ಉಕ್ಷ್ಣೋ ಹಿ ಮೇ ಪಂಚ ದಶ ೧೦-೮೬-೧೪ ; ಅಥ. ೨೦-೧೨೬-೧೪

ಉಗ್ರಂ ಯುಜ್ಮ ಪೃತನಾಸು ೮-೬೧-೧೨
ಉಗ್ರಂ ವ ಓಜಃ ಸ್ಥಿರಾ ೭-೫೬-೭
ಉಗ್ರಂ ನ ವೀರಂ ನಮಸೋಪ ಸೇದಿಮ ೮-೪೯-೬
ಉಗ್ರಬಾಹುರ್ಮ್ರಕ್ಷ ಕೃತ್ವಾ ಪುರಂದರ ೮-೬೧-೧೦
ಉಗ್ರಸ್ತುರಾಷಾಳಭಿ ಭೂತ್ಯೋಜಾ ೩-೪೮-೪
ಉಗ್ರಾ ಇವ ಪ್ರವಹಂತಃ ಸಮಾ ಯಮುಃ ೧೦-೯೪ ೬
ಉಗ್ರಾ ವಿಘನಿನಾ ಮೃಧ ೬-೬೦-೫ ; ಸಾಮ. ೮೫೪; ವಾ. ಯ. ೩೩-೬೧
ಉಗ್ರಾ ಸಂತಾ ಹವಾಮಹೇ ೧-೨೧-೪
ಉಗ್ರೇಷ್ವ ಶೂರ ಇನ್ನ ೨-೧೧-೧೭
ಉಗ್ರೋ ಜಜ್ಞೇ ವೀರ್ಯಾಯ ೭-೨೦-೧
ಉಗ್ರೋ ವಾಂ ಕಕುಹೋ ಯಯಿಃ ೫-೭೩-೭
ಉಚಥ್ಯೇ ವಪುಷಿ ಯಃ ಸ್ವರಾಟ್ ೮-೪೬-೨೮
ಉಚ್ಚಾತೇ ಜಾತಮಂಧಸೋ ೯-೬೧-೧೦ ; ಸಾಮ. ೪೬೭ ; ೬೭೨ ; ವಾ. ಯ. ೨೬-೧೬
ಉಚ್ಚಾ ದಿವಿ ದಕ್ಷಿಣಾವಂತೋ ೧೦-೧೦೭-೨
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಚಮ್ವೋರ್ಭರ ೧-೨೮-೯
ಉಚ್ಛುಷ್ಮಾ ಓಷಧೀನಾಂ ೧೦-೯೭-೮ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೮೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೬-೩
ಉಚ್ಛೋಚಿಷಾ ಸಹಸಸ್ಪುತ್ರ ೩-೧೮-೪
ಉಚ್ಛ್ರಯಸ್ವ ವನಸ್ಪತೇ ೩-೮-೩ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೬-೧-೧
ಉಚ್ಛ್ವಂಚಮಾನಾ ಪೃಥಿವೀ ೧೦-೧೮-೧೨ ; ಅಥ. ೧೮-೩-೫೧ ; ತೈ. ಆ. ೬-೭-೧
ಉಚ್ಛ್ವಂಚಸ್ವ ಪೃಥಿವಿ ೧೦-೧೮-೧೧ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೩-೫೦ ; ತೈ. ಆ. ೬-೭-೧
ಉಚ್ಛಂತೀ ಯಾ ಕೃಣೋತಿ ಮಂಹನಾ ೭-೮೧-೪
ಉಚ್ಛಂತೀರದ್ಯ ಚಿತಯಂತ ೪-೫೧-೩
ಉಚ್ಛಂತ್ಯಾಂ ಮೇ ಯಜತಾ ೫-೬೪-೭
ಉಚ್ಛನ್ನುಷಸಃ ಸುದಿನಾ ಅರಿಪ್ರಾಃ ೭-೯೦-೪
ಉಚ್ಛಾ ದಿವೋ ದುಹಿತಃ ೬-೬೫-೬
ಉಜ್ಜಾತಮಿಂದ್ರ ತೇ ಶವ ೮-೬೨-೧೦
ಉಜ್ಜಾಯತಾಂ ಪರಶುಃ ೧೦-೪೩-೯ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೭-೯

ಉತ ಋತುಭಿರ್ಋತುಪಾಃ ೩-೪೭-೩
ಉತ ಕಣ್ವಂ ನೃಷದಃ ೧೦-೩೧-೧೧
ಉತ ಗಾವ ಇವಾದಂತಿ ೧೦-೧೪೬-೩ , ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೫-೫-೬.
ಉತ ಗ್ನಾ ಅಗ್ನಿರಧ್ವರ ೪-೯-೪
ಉತ ಗ್ನಾ ವ್ಯಂತು ದೇವಪತ್ನೀಃ ೫-೪೬-೮ ; ಅಥ. ೭-೪೯-೨ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೫-೧೨-೧ ; ನಿ. ೧೨-೪೬
ಉತ ಘಾ ನೇಮೋ ಅಸ್ತುತಃ ೫-೬೧-೮
ಉತ ಘಾ ಸ ರಥೀತಮಃ ೬-೫೬-೨
ಉತ ತೇ ಸುಷ್ಟುತಾ ಹರೀ ೮-೧೩-೨೩
ಉತ ತ್ಯಂ ವೀರಂ ಧನಸಾಮೃಜೀಷಿಣಂ ೮-೮೬-೪
ಉತ ತ್ಯಂ ಚಮಸಂ ನವಂ ೧-೨೦-೬
ಉತ ತ್ಯದಾ ಸ್ವಶ್ವ್ಯಂ ೮-೬-೨೪ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೭-೧೩-೨
ಉತ ತ್ಯದ್ವಾಂ ಜುರತೇ ೭-೬೮-೬
ಉತ ತ್ಯನ್ನೋ ಮಾರುತಂ ಶರ್ಧ ೫-೪೬-೫
ಉತ ತ್ಯಂ ಪುತ್ರಮಗ್ರುವಃ ೪-೩೦-೧೬
ಉತ ತ್ಯಂ ಭುಜ್ಯುಮಶ್ವಿನಾ ಸಖಾ ೭-೬೮-೭
ಉತ ತ್ಯಾ ತುರ್ವಶಾಯದೂ ೪-೩೦-೧೭
ಉತ ತ್ಯಾ ದೈವ್ಯಾ ಭಿಷಜಾ ೮-೧೮-೮ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೭-೧೦-೫
ಉತ ತ್ಯಾ ಮೇ ಯಶಸಾಶ್ವತನಾಯೈ ೧-೧೨೨-೪ ; ನಿ. ೬-೨೧
ಉತ ತ್ಯಾ ಮೇ ರೌದ್ರಾವರ್ಚಿಮಂತಾ ೧೦-೬೧-೧೫
ಉತ ತ್ಯಾ ಮೇ ಹವಮಾ ಜಗ್ಮ್ಯತಂ ೬-೫೦-೧೦
ಉತ ತ್ಯಾ ಯಜತಾ ಹರೀ ೪-೧೫-೮
ಉತ ತ್ಯಾ ಸದ್ಯ ಆರ್ಯಾ ೪-೩೦-೧೮
ಉತ ತ್ಯಾ ಹರಿತೋ ದಶ ೯-೬೩-೯ ; ಸಾಮ. ೧೨೧೮
ಉತ ತ್ಯೇ ದೇವೀ ಸುಭಗೇ ೨-೩೧-೫
ಉತ ತ್ಯೇ ನಃ ಪರ್ವತಾಸಃ ಸುಶಸ್ತ ೫-೪೬-೬
ಉತ ತ್ಯೇ ನೋ ಮರುತೋ ೭-೩೬-೭
ಉತ ತ್ಯೇ ಮಾ ಧ್ವನ್ಯಸ್ಯ ಜುಷ್ಟಾಃ ೫-೩೩-೧೦
ಉತ ತ್ಯೇ ಮಾ ಪೌರುಕುತ್ಸ್ಯಸ್ಯ ಸೂರೇಃ ೫-೩೩-೮
ಉತ ತ್ಯೇ ಮಾ ಮಾರುತಾಶ್ವಸ್ಯ ೫-೩೩-೯

ಉಭೋಭಯಾವಿನ್ನುಪಧೇಹಿ ೧೦-೮೭-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೮-೩-೩

ಉರುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಚಕ್ರಥುರ್ಹಿ ೭-೯೯-೪

ಉರುಂ ಹಿ ರಾಜಾ ವರುಣಶ್ಚಕಾರ ೧-೨೪-೮ ; ವಾ. ಯ. ೮-೨೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೪-೪೫-೧

ಉರು ಗವ್ಯೂತಿರಭಯಾನಿ ೯-೯೦-೪ ; ಸಾಮ. ೧೪೧೦

ಉರುಂ ಗಭೀರಂ ಜನುಷಾ ೩-೪೬-೪

ಉರು ಣಸ್ತನ್ವೇ೩ ತನೇ ೮-೬೮-೧೨

ಉರು ತೇ ಜ್ರಯಃ ಪರ್ಯೇತಿ ಬುಧ್ನ ೧-೯೫-೯

ಉರುಂ ನೃಭ್ಯ ಉರುಂ ಗವ ೮-೬೮-೧೩

ಉರುಂ ನೋ ಲೋಕಮನು ನೇಷಿ ೬-೪೭-೮ ; ಅಥ. ೧೯-೧೫-೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೭-೧೩-೩ ; ನಿ. ೭-೬

ಉರು ವಾಂ ರಥಃ ಸರಿ ನಕ್ಷತಿ ೪-೪೩-೫

ಉರುವ್ಯಚಸಾ ಮಹಿನೀ ಅಸಶ್ಚ ೧-೧೬೦-೨

ಉರುವ್ಯಚಸೇ ಮಹಿನೇ ೭-೩೧-೧೧ ; ಸಾಮ. ೧೭೯೪

ಉರುವ್ಯಚಾ ನೋ ಮಹಿಷಃ ೧೦-೧೨೮-೮ ; ಅಥರ್ವ ೫-೩-೮ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೭-೧೪-೩

ಉರುಶಂಸಾ ನಮೋವೃಧಾ ೩-೬೨-೧೭; ಸಾಮ. ೬೬೪

ಉರುಷ್ಯಾ ಣೋ ಅಭಿಶಸ್ತೇಃ ೧-೯೧-೧೫

ಉರುಷ್ಯಾ ಣೋ ಮಾ ಪರಾ ದಾಃ ೮-೭೧-೭

ಉರೂಣಸಾವಸುತೃಪಾ ೧೦-೧೪-೧೨; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೨-೧೩ ; ತೈ. ಆ. ೬-೩-೧

ಉರೋಷ್ಟ ಇಂದ್ರ ರಾಧಸೋ ೫-೩೮-೧ ; ಸಾನು. ೩೬೬

ಉರೌ ದೇವಾ ಅನಿಬಾಧೆ ಸ್ಯಾಮ ೫-೪೨-೧೭ ; ೫-೪೩-೧೬

ಉರೌ ಮಹಾಂ ಅನಿಬಾಧೇ ವವರ್ಧ ೩-೧-೧೧

ಉರೌ ವಾ ಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಮದಂತಿ ೩-೬-೮

ಉರ್ವೀ ಪೃಥಿವೀ ಬಹುಲೇ ದೂರೇ ೧-೧೮೫-೭ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೪-೮

ಉರ್ವೀ ಸದ್ಮನೀ ಬೃಹತೀ ಋತೇನ ೧-೧೮೫-೬

ಉಲೂಕಯಾತುಂ ಶುಶುಲೂಕಯಾತುಂ ೭-೧೦೪-೨೨; ಅಥರ್ವ. ೮-೪-೨೨

ಉವಾಚ ಮೇ ವರುಣೋ ಮೇಧಿರಾಯ ೭-೮೭-೪

ಉವಾಸೋಷಾ ಉಚ್ಛಾಚ್ಚ ನು ೧-೪೮-೩

ಉವೇ ಅಂಬ ಸುಲಾಭಿಕೇ ೧೦-೮೬-೭ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೨೬-೭

ಉವೋಚಿಥ ಹಿ ಮಘವನ್ ೭-೩೭-೩

ಉಶನಾ ಕಾವ್ಯಸ್ತ್ವಾ ೮-೨೩-೧೭

ಉಶನಾ ಯತ್ಪರಾವತ ೮-೭-೨೬

ಉಶನಾ ಯತ್ಸಹಸ್ಯೈಃ ೫-೨೯-೯

ಉಶಂತಸ್ತ್ವಾ ನಿ ಧೀಮಹಿ ೧೦-೧೬-೧೨ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೫೬ ; ವಾ. ಯ. ೧೯-೭೦ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೬-೧೨-೧

ಉಶಂತಾ ದೂತಾ ನ ದಭಾಯ ಗೋಪಾ ೭-೯೧-೨

ಉಶಂತಿ ಘಾ ತೇ ಅಮೃತಾಸ ೧೦-೧೦-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೩

ಉಶನ್ನು ಷು ಣಃ ಸುಮನಾ ಉಪಾಕೇ ೪-೨೦-೪

ಉಶಿಕ್ಪಾವಕೋ ಅರತಿಃ ೧೦-೪೫-೭ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೨೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೨-೨

ಉಶಿಕ್ಪಾವಕೋ ವಸುರ್ಮಾ ನು ೧-೬೦-೪

ಉಷ ಆ ಭಾಹಿ ಭಾನುನಾ ೧-೪೮-೯

ಉಷ ಉಷೋ ಹಿ ವಸೋ ಅಗ್ರಂ ೧೦-೮,೪

ಉಷಃ ಪ್ರತೀಚೀ ಭುವನಾನಿ ೩-೬೧-೩

ಉಷಸಃ ಪೂರ್ವಾ ಅಧ ಯತ್ ೩-೫೫-೧

ಉಷಸಾಂ ನ ಕೇತವೋ ೧೦-೭೮-೭

ಉಷಸ್ತಚ್ಚಿತ್ರಮಾ ಭರಾ ೧-೯೨-೧೩; ಸಾಮ. ೧೭೩೧; ವಾ. ಯ. ೩೪-೩೩ ; ನಿ. ೧೨-೬

ಉಷಸ್ತಮಶ್ಯಾಂ ಯಶಸಂ ಸುವೀರಂ ೧-೯೨-೮

ಉಷಾ ಅಪ ಸ್ವಸುಸ್ತಮಃ ೧೦-೧೭೨-೪ ; ಸಾಮ. ೪೫೧ ; ಅಥರ್ವ. ೧೯-೧೨-೧

ಉಷಾ ಉಚ್ಛಂತೀ ಸಮಿಧಾನೇ ೧-೧೨೪-೧

ಉಷಾಸಾನಕ್ತಾ ಬೃಹತೀ ೧೦-೩೬-೧

ಉಷೋ ಅದ್ಯೇಹ ಗೋಮತಿ ೧-೯೨-೧೪ ; ಸಾಮ. ೧೭೩೨

ಉಷೋ ದೇವ್ಯಮರ್ತ್ಯಾ ವಿ ಭಾಹಿ ೩-೬೧-೨

ಉಷೋ ನ ಜಾರಃ ಪೃಥುಪಾಜೋ ೭-೧೦-೧

ಉಷೋ ನ ಜಾರೋ ವಿಭಾವೋ ೧-೬೯-೯

ಊ

ಋ

ಏ

ಕೋ ಅದ್ಧಾ ವೇದ ಕ ಇಹ ಪ್ರವೋಚತ್ ಕುತ ೧೦-೧೨೯-೬ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೯-೫
ಕೋ ಅದ್ಧಾ ವೇದ ಕ ಇಹ ಪ್ರವೋಚದ್ದೇವಾಂ ೩-೫೪-೫
ಕೋ ಅದ್ಯ ನರ್ಯೋ ದೇವಕಾಮಃ ೪-೨೫-೧
ಕೋ ಅದ್ಯ ಯುಂಕ್ತೆ ೧-೮೪-೧೬ ; ಸಾಮ. ೩೪೧ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೧೧-೩ ; ನಿ. ೧೪-೨೫
ಕೋ ಅಸ್ಯ ವೀರಃ ಸಧಮಾದಮಾಪ ೪-೨೩-೨
ಕೋ ಅಸ್ಯ ವೇದ ಪ್ರಥಮಸ್ಯಾಹ್ನಃ ೧೦-೧೦-೬ ; ಅ. ೧೮-೧-೭
ಕೋ ಅಸ್ಯ ಶುಷ್ಮಂ ತವಿಷೀಂ ೫-೩೨-೯
ಕೋ ದದರ್ಶ ಪ್ರಥಮಂ ೧-೧೬೪-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೯-೯-೪
ಕೋ ದೇವಯಂತಮಶ್ನವತ್ ೧-೪೦-೭
ಕೋ ದೇವಾನಾಮವೋ ಅದ್ಯಾ ೪-೨೫-೩
ಕೋ ನಾನಾಮ ವಚಸಾ ೪-೨೫-೨
ಕೋ ನು ಮರ್ಯಾ ಅಮಿಥಿತಃ ೮-೪೫-೩೭ ; ತೈ. ಆ. ೧-೩-೧ ; ನಿ. ೪-೨
ಕೋ ನು ವಾಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವೃತಾಯನ್ ೫-೪೧-೧
ಕೋ ನು ವಾಂ ಮಿತ್ರಾಸ್ತುತೋ ೫-೬೭-೫
ಕೋ ನ್ವತ್ರ ಮರುತೋ ೧-೧೬೫-೧೩
ಕೋ ಮಾ ದದರ್ಶ ಕತಮಃ ೧೦-೫೧-೨
ಕೋ ಮೃಳಾತಿ ಕತಮ ೪-೪೩-೨
ಕೋವ ಸ್ತೋಮಂ ರಾಧತಿ ೧೦-೬೩-೬
ಕೋ ವಸ್ತ್ರಾತಾ ವಸವಃ ೪-೫೫-೧
ಕೋ ವಾಂ ದಾಶತ್ಸುಮತಯೇ ೧-೧೫೮-೨
ಕೋ ವಾಮದ್ಯ ಪುರೂಣಾಂ ೫-೭೪-೭
ಕೋ ವಾಮದ್ಯಾ ಕರತೇ ೪-೪೪-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೪೩-೩
ಕೋ ವೇದ ಜಾನಮೇಷಾಂ ೫-೫೩-೧
ಕೋ ವೇದ ನೂನಮೇಷಾಂ ೫-೬೧-೧೪
ಕೋ ವೋಂತರ್ಮರುತ ೧-೧೬೮-೫
ಕೋ ವೋ ಮಹಾಂತಿ ಮಹತಾ ೫-೫೯-೪
ಕೋ ವೋ ವರ್ಷಿಷ್ಠ ಆ ನರೋ ೧-೩೭-೬
ಕ್ರತುಪ್ರಾವಾ ಜರಿತಾ ೧೦-೧೦೦-೧೧
ಕ್ರತೂಯಂತಿ ಕ್ರತವೋ ೧೦-೬೪-೨
ಕ್ರತೂಯಂತಿ ಕ್ಷಿತಯೋ ೪-೨೪-೪
ಕ್ರತ್ವಾ ಇತ್ಪೂರ್ಣಮುದರಂ ೮-೭೮-೭
ಕ್ರತ್ವಃ ಸಮಹದೀನತಾ ೭-೮೯-೩
ಕ್ರತ್ವಾ ದಕ್ಷಸ್ಯ ತರುಷೋ ೩-೨-೩
ಕ್ರತ್ವಾ ದಕ್ಷಸ್ಯ ರಥ್ಯಂ ೯-೧೬-೨
ಕ್ರತ್ವಾ ದಾ ಅಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ೬-೧೬-೨೬ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೬-೨
ಕ್ರತ್ವಾ ಮಹಾಂ ಅನುಷಧ್ವಂ ೧-೮೧-೪ ; ಸಾಮ. ೪೨೩
ಕ್ರತ್ವಾ ಯದಸ್ಯ ತವಿಷೀಷು ೧-೧೨೮-೫
ಕ್ರತ್ವಾ ಶುಕ್ರೇಭಿರಕ್ಷಭಿಃ ೯-೧೦೨-೮
ಕ್ರತ್ವಾ ಹಿ ದ್ರೋಣೇ ಅಜ್ಯಸೇ ೬-೨-೮
ಕ್ರತ್ವೇ ದಕ್ಷಾಯ ನಃ ಕವೇ ೯-೧೦೦-೫
ಕ್ರವ್ಯಾದಮಗ್ನಿಂ ಪ್ರಹಿಣೋಮಿ ೧೦-೧೬-೯ ; ಅಥ. ೧೨-೨-೮ ; ವಾ. ಯ. ೩೫-೧೯
ಕ್ರಾಣಾ ರುದ್ರಾ ಮರುತೋ ೧೦-೯೨-೬
ಕ್ರಾಣಾ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಃ ೧-೫೮-೩
ಕ್ರಾಣಾ ಶಿಶುರ್ಮಹೀನಾಂ ೯-೧೦೨-೧ ; ಸಾಮ. ೫೭೦ ; ೧೦೧೩
ಕ್ರೀಳಂ ವಃ ಶರ್ಧೋ ೧-೩೭-೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೧೩-೬ ; ನಿ. ೭-೨
ಕ್ರೀಳಂತ್ಯಸ್ಯ ಸೂನೃತಾ ೮-೧೩-೮
ಕ್ರೀಳನ್ನೋ ರಶ್ಮ ೫-೧೯-೫
ಕ್ರೀಳುರ್ಮಖೋ ೯-೨೦-೭ ; ಸಾಮ. ೯೭೪
ಕ್ವ೧ ತ್ಯಾನಿ ನೌ ಸಖ್ಯಾ ೭-೮೮-೫
ಕ್ವ೧ ತ್ಯಾ ವಲ್ಗೂ ಪುರುಹೂತಾದ್ಯ ೬-೬೩-೧
ಕ್ವ೧ ತ್ರೀ ಚಕ್ರಾ ತ್ರಿವೃತೋ ೧-೩೪-೯
ಕ್ವ ನೂನಂ ಸುದಾನವೋ ೮-೭-೨೦
ಕ್ವ ನೂನಂ ಕದ್ವೋ ಅರ್ಥಂ ೧-೩೮-೨
ಕ್ವ ವಃ ಸುಮ್ನಾ ನವ್ಯಾಂಸಿ ೧-೩೮-೩
ಕ್ವ೧ ವೋಽಶ್ವಾಃ ಕ್ವಾ೧ ಭೀಶವಃ ೫-೬೧-೨

ಕ್ವ೧ ಸ್ಯತೇ ರುದ್ರ ಮೃಳಯಾಕುಃ ೨-೩೩-೭
ಕ್ವ೧ ಸ್ಯ ವೀರಃ ಕೋ ಅಪಶ್ಯತ್ ೫-೩೦-೧
ಕ್ವ೧ ಸ್ಯ ವೃಷಭೋ ಯುವಾ ೮-೬೪-೭; ಸಾಮ. ೧೪೨
ಕ್ವ೧ ಸ್ಯಾ ವೋ ಮರುತಃ ೧-೧೬೫-೬; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೩-೫
ಕ್ವ ಸಿದಸ್ಯ ಕತಮಾಸ್ವಶ್ವಿನಾ ೧೦-೪೦-೧೪
ಕ್ವ ಸ್ವಿದಸ್ಯ ರಜಸೋ ಮಹಃ ೧-೧೬೮-೬
ಕ್ವ ಸ್ವಿದಾಸಾಂ ಕತಮಾ ಪುರಾಣೀ ೪-೫೧-೬
ಕ್ವೇ ಯಥ ಕ್ವೇದಸಿ ೮-೧-೭; ಸಾಮ ೨೭೧

ಕ್ಷ

ಕ್ಷತ್ರಂ ಜಿನ್ವತಮುತ ೮-೩೫-೧೭
ಕ್ಷತ್ರಾಯ ತ್ವಂ ಶ್ರವಸೇ ೧-೧೧೩-೬
ಕ್ಷತ್ರಾಯ ತ್ವಮವಸಿ ೮-೩೭-೬
ಕ್ಷಪ ಉರಶ್ಚ ದೀದಿಹಿ ೭-೧೫-೮
ಕ್ಷಪೋ ರಾಜನ್ನುತ ೧-೭೯-೬; ಸಾಮ. ೧೫೬೩; ವಾ. ಯ. ೧೫-೩೭; ತೈ. ಸಂ. ೪-೪-೪-೫
ಕ್ಷಿಯಂತಂ ತ್ವಮಕ್ಷಿಯಂತಂ ೪-೧೭-೧೩
ಕ್ಷೇತಿ ಕ್ಷೇಮೇಭಿಃ ಸಾಧುಭಿಃ ೮-೮೪-೯
ಕ್ಷೇತ್ರಮಿವ ವಿ ಮಮುಃ ೧-೧೧೦-೫
ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಪತಿನಾ ವಯಂ ೪-೫೭-೧; ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧೪-೨; ನಿ. ೧೦-೧೫
ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಪತೇ ಮಧುಮಂತಂ ೪-೫೭-೨; ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧೪-೩; ನಿ. ೧೦-೧೬
ಕ್ಷೇತ್ರಾದಪಶ್ಯಂ ಸನುತಃ ೫-೨-೪
ಕ್ಷೇಮಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಯುಜಶ್ಚ ೮-೩೭-೫
ಕ್ಷೇಮೋ ನ ಸಾಧುಃ ೧-೬೭-೨

ಖ

ಖೇ ರಥಸ್ಯ ಖೇಽನಸಃ ೮-೯೧-೭; ಅಥರ್ವ. ೧೪-೧-೪೧

ಗ

ಗಚ್ಛತಂ ದಾಶುಷೋ ಗೃಹಂ ೮-೮೫-೬
ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ೨-೨೩-೧; ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೧೪-೩
ಗಂತಾನೋ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞಿಯಾಃ ೫-೮೭-೯
ಗಂತಾರಾ ಹಿ ಸ್ಥೋಽವಸೇ ೧-೧೭-೨
ಗಂತೇಯಾಂತಿ ಸವನಾ ಹರಿಭ್ಯಾಂ ೬-೨೩-೪
ಗಂಧರ್ವ ಇತ್ಥಾ ಪದಮಸ್ಯ ರಕ್ಷತಿ ೯-೮೩-೪
ಗಮದ್ವಾಜಂ ವಾಜಯನ್ನಿಂದ್ರ ಮರ್ತ್ಯಃ ೭-೩೨-೧೧
ಗಮನ್ನಸ್ಮೇ ವಸೂನ್ಯಾ ಹಿ ಶಂಸಿಷಂ ೧೦-೪೪-೫; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೪-೫
ಗಂಭೀರಾಂ ಉದಧೀರಿವ ೩-೪೫-೩; ಸಾಮ; ೧೭೨೦
ಗಂಭೀರೇಣ ನ ಉರುಣಾಮತ್ರಿನ್ಪ್ರೇಷಃ ೬-೨೪-೯
ಗಯಸ್ಫಾನೋ ಅಮೀವಹಾ ೧-೯೧-೧೨; ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೧೩-೫
ಗರ್ಭಂ ಧೇಹಿ ಸಿನೀವಾಲಿ ೧೦-೧೮೪-೨; ಅಥರ್ವ. ೫-೨೫-೩; ಶತ. ಬ್ರಾ. ೧೪-೯-೪-೨೦
ಗರ್ಭೇ ನು ನೌ ಜನಿತಾ ದಂಪತೀ ಕಃ ೧೦-೧೦-೫; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೫
ಗರ್ಭೇ ನು ಸಂ ನನ್ವೇಷಾಮವೇದ ೪-೨೭-೧; ಐ. ಆ. ೨-೨೪
ಗರ್ಭೇ ಮಾತುಃ ಪಿತುಷ್ಪಿತಾ ೬-೧೬-೩೫; ಸಾಮ. ೧೫೩೭
ಗರ್ಭೇ ಯೋಷಾಮದಧುರ್ವತ್ಸಮಾಸನಿ ೧೦-೫೩-೧೧
ಗರ್ಭೇ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಯುಃ ೮-೧೨-೧೧
ಗರ್ಭೋ ಯೋ ಅಪಾಂ ಗರ್ಭಃ ೧-೭೦-೩
ಗವಾಮಿವ ಶ್ರಿಯಸೇ ಶೃಂಗಮುತ್ತಮಂ ೫-೫೯-೩
ಗವಾಶಿರಂ ಮಂಥಿನಮಿಂದ್ರ ಶುಕ್ರಂ ೩-೩೨-೨
ಗವ್ಯಂತ ಇಂದ್ರಂ ಸಖ್ಯಾಯ ವಿಪ್ರಾಃ ೪-೧೭-೧೬
ಗವ್ಯೋ ಷುಣೋ ಯಥಾ ಪುರಾ ೮-೪೬-೧೦; ಸಾಮ. ೧೮೬
ಗಾಥಪತಿಂ ಮೇಧಪತಿಂ ೧-೪೩-೪
ಗಾಥಶ್ರವಸಂ ಸತ್ಪತಿಂ ೮-೨-೩೮
ಗಾಮಂಗೈಷ ಆಹ್ವಯತಿ ೧೦-೧೪೬-೪; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೫-೫-೭
ಗಾಯತ್ರೇಣ ಪ್ರತಿಮಿಮೀತೇ ಅರ್ಕಂ ೧-೧೬೪-೨೪; ಅಥರ್ವ. ೯-೧೦-೨
ಗಾಯತ್ಸಾಮ ನಭನ್ಯಂ ೧-೧೭೩-೧

ಘ

ಚ

ಚತುಃಸಹಸ್ರಂ ಗವ್ಯಸ್ಯ ೫-೩೦-೧೫
ಚತುರಶ್ಚಿದ್ದದಮಾನಾತ್ ೧-೪೧-೯ ; ನಿ. ೩-೧೬
ಚತುರ್ದಶಾನ್ಯೇ ಮಹಿಮಾನೋ ಅಸ್ಯ ೧೦-೧೧೪-೭
ಚತುರ್ಭಿಃ ಸಾಕಂ ನವತಿಂ ಚ ನಾಮ ೧-೧೫೫-೬
ಚತುಷ್ಕಪರ್ದಾ ಯುವತಿಃ ಸುಪೇಶ್ವಾಃ ೧೦-೧೧೪-೩ ;
ತೈ.ಬ್ರಾ. ೧-೨-೧-೨೭ ; ೩-೭-೬-೫ ; ೩-೭-೭-೧೪
ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶದ್ವಾಜಿನೋ ದೇವ ೧-೧೬೨-೧೮ ; ವಾ.ಯ
೨೫-೪೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೯-೩
ಚತ್ವೋ ಇತಶ್ಚತ್ತ್ವಾಮುತಃ ೧೦-೧೫೫-೨
ಚತ್ವಾರ ಈಂ ಬಿಭ್ರತಿ ಕ್ಷೇಮಯಂತಃ ೫-೪೭-೪
ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ದಶರಥಸ್ಯ ೧-೧೨೬-೪
ಚತ್ವಾರಿ ತೇ ಅಸುರ್ಯಾಣಿ ನಾಮ ೧೦-೫೪-೪
ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪರಿಮಿತಾ ಪದಾನಿ ೧-೧೬೪-೪೫ ; ಅಥ.
೯-೧೦-೨೭ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೮-೫ ; ಶತ. ಬ್ರಾ.
೪-೧-೩-೧೭ ; ನಿ. ೧೩-೯
ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾ ೪-೫೮-೩ ;
ವಾ. ಯ. ೧೭-೯೧ ; ತೈ. ಆ. ೧೦-೧೦-೨ ;
ನಿ. ೧೩-೭
ಚತ್ವಾರೋ ಮಾ ಪೈಜವನಸ್ಯ ದಾನಾಃ ೭-೧೮-೨೩
ಚತ್ವಾರೋ ಮಾ ಮಶರ್ಶಾರಸ್ಯ ೧-೧೨೨-೧೫
ಚನಿಷ್ಟಂ ದೇವಾ ಓಷಧೀಷು ೭-೭೦-೪
ಚಂದ್ರಮಗ್ನಿಂ ಚಂದ್ರರಥಂ ಹರಿವ್ರತಂ ೩-೩-೫
ಚಂದ್ರಮಾ ಅಪ್ಸ್ವಂತರಾ ೧-೧೦೫-೧; ಸಾಮ. ೪೧೭;
ಅಥರ್ವ. ೧೮-೪-೮೯ ; ವಾ. ಯ. ೩೩-೯೦
ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ೧೦-೯೦-೧೩ ; ಅಥ.
೧೯-೬-೭ ; ವಾ.ಯ. ೩೧-೧೨ ; ತೈ. ಆ. ೩-೧೨-೬
ಚಮೂಷಚ್ಛ್ಯೇನಃ ಶಕುನೋ ೯-೯೬-೧೯ ; ಸಾಮ.
೧೧೭೭
ಚರನ್ವತ್ಸೋ ರುಶನ್ನಿಹ ೮-೭೨-೫
ಚರಿತ್ರಂ ಹಿ ವೇರಿವಾಚ್ಛೇದಿ ಪರ್ಣಂ ೧-೧೧೬-೧೫
ಚರುರ್ನ ಯಸ್ತಮೀಂಖಯ ೯-೫೨-೩
ಚರ್ಕೃತ್ಯಂ ಮರುತಃ ಪೃತ್ಸು ೧-೬೪-೧೪
ಚರ್ಷಣೀಧೃತಂ ಮಘವಾನಮುಕ್ಥ್ಯಂ ೩-೫೧-೧ ;
ಸಾಮ. ೩೭೪

ಚಾಕ್ಲೃಪ್ರೇ ತೇನ ಋಷಯೋ ಮನುಷ್ಯಾಃ ೧೦-
೧೩೦-೬
ಚಿಕಿತ್ವಿನ್ಮನಸಂ ೫-೨೨-೩
ಚಿತೇ ತದ್ವಾಂ ಸುರಾಧಸಾ ೧೦-೧೪೩-೪
ಚಿತ್ತಿಮಚಿತ್ತಿಂ ಚಿನವದ್ ೪-೨-೧೧ ; ತೈ. ಸಂ.
೫-೫-೪-೪
ಚಿತ್ತಿರಪಾಂ ದಮೇ ವಿಶ್ವಾಯುಃ ೧-೬೭-೧೦
ಚಿತ್ತಿರಾ ಉಪಬರ್ಹಣಂ ೧೦-೮೫-೭ ; ಅಥರ್ವ.
೧೪-೧-೬
ಚಿತ್ರ ಇಚ್ಛಿಶೋಸ್ತರುಣಸ್ಯ ೧೦-೧೧೫-೧; ಸಾಮ. ೬೪
ಚಿತ್ರ ಇದ್ರಾಜಾ ರಾಜಕಾ ಇದನ್ಯಕೇ ೮-೨೧-೧೮
ಚಿತ್ರಂ ಹ ಯದ್ವಾಂ ಭೋಜನಂ ನ್ವಸ್ತಿ ೭-೬೮-೫
ಚಿತ್ರಂ ತದ್ವೋ ಮರುತೋ ಯಾಮ ೨-೩೪-೧೦
ಚಿತ್ರಂ ದೇವಾನಾಮುದಗಾದನೀಕಂ ೧-೧೧೫-೧ ; ಐ.
ಆ. ೩-೯ ; ಅಥರ್ವ. ೧೩-೨-೩೫ ; ೨೦-೧೦೭-೧೪;
ವಾ.ಯ. ೭-೪೨ ; ೧೩-೪೬ ; ತೈ.ಸಂ. ೧-೪-೪೩-೧;
೨-೪-೧೪-೪ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೭-೩ ; ತೈ. ಆ.
೧-೭-೬ ; ೨-೧೩-೧ ; ನಿ ೧೨-೧೬
ಚಿತ್ರಸ್ತೇ ಭಾನುಃ ಕ್ರತುಪ್ರಾ ಅಭಿ ೧೦-೧೦೦-೧೨
ಚಿತ್ರಾ ನಾ ಯೇಷು ದೀಧಿತಿಃ ೫-೧೮-೪
ಚಿತ್ರೈರಂಜಿಭಿರ್ವಪುಷೇ ೧-೬೪-೪
ಚಿತ್ರೋ ಯದಭ್ರಾಟ್ ಶ್ವೇತೋ ನ ವಿಕ್ಷು ೧-೬೬-೬
ಚಿತ್ರೋ ವೋಽಸ್ತು ಯಾಮಃ ೧ ೧೭೨-೧
ಚೋದಯತಂ ಸೂನೃತಾಃ ಪಿನ್ವತಂ ಧಿಯ ೧೦-೩೯-೨
ಚೋದಯಿತ್ರೀ ಸೂನೃತಾನಾಂ ೧-೩-೧೧ ; ವಾ. ಯ.
೨೦-೮೫; ತೈ. ಸಂ. ೪-೧-೧೧-೨

ಛ

ಛಂದಸ್ತುಭಃ ಕುಭನ್ಯವಃ ೫-೫೨-೧೨
ಛರ್ದಿರ್ಯಂತಮದಾಭ್ಯಂ ೮-೮೫-೫

ಜ

ಜಗತಾ ಸಿಂಧುಂ ದಿವ್ಯಸ್ತಭಾಯ ೧-೧೬೪-೨೫ ;
ಅಥರ್ವ. ೯-೧೦-೩

ತ

ತಂ ವಃ ಶರ್ಧಂ ಮರುತಂ ೨-೩೦-೧೧
ತಂ ವಃ ಸಖಾಯಃ ಸಂ ೬-೨೩-೯
ತಂ ವಃ ಸಖಾಯೋ ಮದಾಯ ೯-೧೦೫-೧; ಸಾಮ. ೫೬೯; ೧೦೯೮
ತಂ ವರ್ಧಯಂತೋ ಮತಿಭಿಃ ೧೦-೬೭-೯ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೧-೯
ತಂ ವಶ್ಚರಾಥಾ ೧-೬೬-೯ ; ನಿ. ೧೦-೨೧
ತಂ ವಾಂ ರಥಂ ವಯಮದ್ಯಾ ಹುವೇಮ ಪೃಥುಜ್ರಯಂ ೪-೪೪-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೪೩-೧
ತಂ ವಾಂ ರಥಂ ಮಯಮದ್ಯಾ ಹುವೇಮ ಸ್ತೋಮೈಃ ೧-೧೮೦-೧೦
ತಂ ವೃಧಂತಂ ಮಾರುತಂ ೬-೬೬-೧೧
ತಂ ವೇಧಾಂ ಮೇಧಯಾಹ್ಯನ್ ೯-೨೬-೩
ತಂ ವೋ ದಸ್ಮಮೃತೀಷಹಂ ೮-೮೮-೧ ; ಸಾಮ. ೨೩೬ ; ೯೮೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯-೧; ೨೦-೪೯-೪ ; ವಾ. ಯ. ೨೬-೧೧
ತಂ ವೋ ದೀರ್ಘಾಯುಶೋಚಿಷಂ ೫-೧೮-೩
ತಂ ವೋಧಿಯಾ ನವ್ಯಸ್ಯಾ ೬-೨೨-೭; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೩೬-೭
ತಂ ವೋ ಧಿಯಾ ಪರಮಯಾ ೬-೩೮-೩
ತಂ ವೋ ಮಹೋ ಮಹಾಯ್ಯಂ ೮-೭೦-೮
ತಂ ವೋ ವಾಜಾನಾಂ ಪತಿಂ ೮-೨೪-೧೮ ; ಸಾಮ. ೧೬೮೬ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೬೪-೬
ತಂ ವೋ ವಿಂ ನ ದ್ರುಷದಂ ೧೦-೧೧೫-೩
ತಂ ಶಗ್ಮಾಸೋ ಅರುಷಾಸೋ ೭-೯೭-೬
ತಂ ಶಶ್ವತೀಷು ವಾತೃಷು೪-೭-೬
ತಂ ಶಿಶೀತಾ ಸುವೃಕ್ತಿಭಿಃ ೮-೪೦-೧೦
ತಂ ಶಿಶೀತಾ ಸ್ವಧ್ವರಂ ೮-೪೦-೧೧
ತಂ ಶುಭ್ರಮಗ್ನಿಮವಸೆ ೩-೨೬-೨
ತಂ ಸಖಾಯಃ ಪುರೋರುಚಂ ೯-೯೮-೧೨ ; ಸಾಮ. ೧೬೮೦ ; ನಿ. ೫-೧೫
ತಂ ಸಧ್ರೀಚೀರೂತಯೋ ೬-೩೬-೩ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೫-೨
ತಂ ಸಬಾಧೋ ಯತಸ್ರುಚ ೩-೨೭-೬ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೬-೧-೩
ತಂ ಸಾನಾವಧಿಜಾಮಯೋ ೯-೨೬-೫
ತಂ ಸಿಂಧವೋ ಮತ್ಸರಂ ೧೦-೩೦-೯
ತಂ ಸುಪ್ರತೀಕಂ ಸುದೃಶಂ ೬-೧೫-೧೦ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೫-೧೨-೫
ತಂ ಸುಷ್ಟುತ್ಯಾ ವಿವಾಸೇ ೮-೧೬-೩ ; ಅಥ. ೨೦-೪೪-೩
ತಂ ಸೋತಾರೋ ಧನಸ್ಪೃತಂ ೯-೬೨-೧೮
ತಂ ಸ್ಮಾ ರಥಂ ಮಘವನ್ ೧-೧೦೨-೩
ತಂ ಹಿನ್ವಂತಿ ಮದಚ್ಯುತಂ ೯-೫೩-೪ ; ಸಾ. ೧೭೧೭
ತಂ ಹಿ ಶಶ್ವಂತ ಈಳತೇ ೫-೧೪-೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೧೩-೮
ತಂ ಹಿ ಸ್ವರಾಜಂ ವೃಷಭಂ ೮-೬೧-೨ ; ಸಾಮ. ೧೨೩೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೧೩-೨
ತಂ ಹುವೇಮ ಯತಸ್ರುಚಃ ೮-೨೩-೨೦
ತಂ ಹೋತಾರಮಧ್ವರಸ್ಯ ೭-೧೬-೧೨ ; ಸಾಮ. ೧೫೧೪
ತಕ್ವಾ ನ ಭೂರ್ಣಿಃ ೧-೬೬-೨
ತಕ್ಷದ್ಯತ್ತ್ರ ಉಶನಾ ೧-೫೧-೧೦
ತಕ್ಷದ್ಯದೀ ಮನಸೋ ೯-೯೭-೨೨ ; ಸಾಮ. ೫೩೭
ತಕ್ಷನ್ನಾಸತ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ೧-೨೦-೩
ತಕ್ಷನ್ರಥಂ ಸುವೃತಂ ೧-೧೧೧-೧
ತಂ ಗಾಥಯಾ ಪುರಾಣ್ಯಾ -೯೯-೪; ಸಾಮ. ೧೬೩೩
ತಂ ಗಾವೋ ಅಭ್ಯನೂಷತ ೯-೨೬-೨
ತಂ ಗೀರ್ಭಿರ್ವಾಚಮೀಂಖಯಂ ೯-೩೫-೫
ತಂ ಗೂರ್ತಯೋ ನೇಮನ್ನಿಷಃ ೧-೫೬-೨
ತಂ ಗೂರ್ಧಯಾ ೮-೧೯-೧ ; ಸಾಮ. ೧೦೯ ; ೧೬೮೭
ತಂ ಗೋಭಿರ್ವೃಷಣಂ ರಸಂ ೯-೬-೬
ತಂ ಘೇಮಿತ್ಥಾ (೦| ಅರ್ಧಂ ಚಿದ್) ೮-೬೯-೧೭ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೨-೧೪
ತಂ ಘೇಮಿತ್ಥಾ (೦| ಹೋತ್ರಾಭಿಃ) ೧-೩೬-೭
ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ ೭-೬೬-೧೬ ; ವಾ.ಯ. ೩೬-೨೪ ತೈ. ಆ. ೪-೪೨-೫
ತಚ್ಚಿತ್ರಂ ರಾಧ ಆ ಭರೋಷೋ ೭-೮೧-೫
ತತಂ ಮೇ ಅಪಃ ೧-೧೧೦-೧ ; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೩-೭-೧೧-೨
ತತುರಿರ್ವೀರೋ ನರ್ಯೋ ವಿಚೇತಾಃ ೬-೨೪-೨

ತತೃದಾನಾಃ ಸಿಂಧವಃ ೫-೫೩-೭
ತತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಪರಮಂ ಪರಾಚೈಃ ೧-೧೦೩-೧
ತತ್ರದಗ್ನಿರ್ವಯೋ ದಧೇ ೮-೩೯-೪
ತತ್ರದಿದಶ್ವಿನೋಃ ೧-೪೬-೧೨
ತತ್ರದಿದಸ್ಯ ಪೌಂಸ್ಯಂ ೧-೧೫೫-೪
ತತ್ತು ತೇ ದಂಸೋ ೧-೬೯-೮
ತತ್ತು ಪ್ರಯಃ ಪ್ರತ್ನಥಾ ತೇ ೧-೧೩೨-೩
ತತ್ತೇ ಭದ್ರಂ ಯತ್ ೧-೯೪-೧೪
ತತ್ತೇ ಯಜ್ಞೋ ಅಜಾಯತ ೮-೮೯-೬; ಸಾಮ. ೧೪೩೦
ತತ್ತೇ ಸಹಸ್ವ ಈಮಹೇ ೮-೪೩-೩೩
ತತ್ತ್ವಾ ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ೧-೨೪-೧೧ ; ವಾ. ಯ. ೧೮-೪೯ ; ೨೧-೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧೧-೬
ತತ್ತ್ವಾ ಯಾಮಿ ಸುವೀರ್ಯಂ ೮-೩-೯ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯-೩ ; ೨೦-೪೯-೬
ತತ್ರೋ ಅಪಿ ಪ್ರಾಣೀಯತ ೮-೫೬-೪
ತತ್ಸವಿತಾ ವೋಽಮೃತತ್ವಂ ೧-೧೧೦-೩
ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ೩-೬೨-೧೦ ; ಸಾಮ. ೧೪೬೨ ; ವಾ. ಯ. ೩-೩೫ ; ೨೨-೯ ; ೩೦-೨ ; ೩೬-೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೫-೬-೪ ; ೪-೧-೧೧-೧ ; ತೈ. ಆ. ೧-೧೧-೨
ತತ್ಸವಿತುರ್ವೃಣೀಮಹೇ ವಯಂ ೫-೮೨-೧ ; ತೈ. ಆ. ೧-೧೧-೩
ತತ್ಸು ನಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛತಾ ೮-೧೮-೧೨
ತತ್ಸು ನಃ ಸವಿತಾ ಭಗೋ (೦| ಇಂದ್ರೋ) ೪-೫೫-೧೦
ತತ್ಸು ನಃ ಸವಿತಾ ಭಗೋ (೦| ಶರ್ಮ) ೮-೧೮-೩
ತತ್ಸು ನೋ ನವ್ಯಂ ಸನ್ಯಸ ೮-೬೭-೧೮
ತತ್ಸು ನೋ ವಿಶ್ವೇ (೦| ಬೃಬುಂ) ೬-೪೫-೩೩
ತತ್ಸು ನೋ ವಿಶ್ವೇ (೦| ಮರುತಃ) ೮-೯೪-೩
ತತ್ಸು ವಾಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ೫-೬೭-೨ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೬-೬
ತತ್ಸೂರ್ಯಂ ರೋದಸೀ ಉಭೇ ೮-೨೫-೨೧
ತತ್ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದೇವತ್ವಂ ೧-೧೧೫-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೨೩-೧ ; ವಾ. ಯ. ೩೩-೩೭ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೭-೧ ; ನಿ. ೪-೧೧

ತಥಾ ತದಸ್ತು ಸೋಮಪಾಃ ೧-೩೦-೧೨
ತದಗ್ನೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರತಿ ೧೦-೮೭-೧೨ ; ಅಥ. ೮-೩-೨೧
ತದಗ್ನೇ ದ್ಯುಮ್ನಮಾ ಭರ ೮-೧೯-೧೫; ಸಾಮ. ೧೧೩
ತದದ್ಯ ವಾಚಃ ಪ್ರಥಮಂ ೧೦-೫೩-೪ ; ನಿ. ೩-೮
ತದದ್ಯಾ ಚಿತ್ತಾ ಉಕ್ಥಿನೋ ೮-೧೫-೬; ಸಾಮ. ೮೮೨ ಅಥರ್ವ. ೨೦-೬೧-೩
ತದನ್ನಾಯ ತದಪಸೇ ೮-೪೭-೧೬
ತದಸ್ತು ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ೫-೪೭-೭ ; ಅಥರ್ವ. ೧೯-೧೧-೬
ತದಸ್ಮೈ ನವ್ಯಮಂಗಿರಸ್ವದ್ ೨-೧೭-೧
ತದಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮಭಿ ೧-೧೫೪-೫ ; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೨-೪-೬-೨
ತದಸ್ಯಾನೀಕಮುತ ಚಾರು ೨-೩೫-೧೧
ತದಸ್ಯೇದಂ ಪಶ್ಯತಾ ೧-೧೦೩-೫
ತದಿತ್ಸಧಸ್ಥಮಭಿ ಚಾರು ೧೦-೩೨-೪
ತದಿತ್ಸಮಾನಮಾಶಾತೇ ೧-೨೫-೬
ತದಿದಾಸ ಭುವನೇಷು ೧೦-೧೨೦-೧ ; ಐ. ಆ. ೧-೧೨; ಅಥರ್ವ. ೫-೨-೧ ; ೨೦-೧೦೭-೪ ; ನಿ. ೧೪-೨೪
ತದಿದ್ಧ್ಯಸ್ಯ ಸವನಂ ವಿವೇರಪಃ ೧೦-೭೬-೩
ತದಿದ್ರುದ್ರಸ್ಯ ಚೇತತಿ ೮-೧೩-೨೦
ತದಿದ್ವದಂತ್ಯದ್ರಯೋ ವಿಮೋಚನೇ ೧೦-೯೪-೧೩
ತದಿಂದ್ರ ಪ್ರೇವ ವೀರ್ಯಂ ೧-೧೦೩-೭
ತದಿಂದ್ರಾವ ಆ ಭರ ೮-೨೪-೨೫
ತದಿನ್ನಕ್ತಂ ತದ್ದಿವಾ ಮಹ್ಯಮಾಹುಃ ೧-೨೪-೧೨
ತದಿನ್ನು ತೇ ಕರಣಂ ೫-೩೧-೭
ತದಿನ್ನ್ವಸ್ಯ ಪರಿಷದ್ವಾನೋ ೧೦-೬೧-೧೩
ತದಿನ್ನ್ವಸ್ಯ ವೃಷಭಸ್ಯ ೩-೩೮-೭
ತದಿನ್ನ್ವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ೩-೩೮-೮
ತದಿನ್ಮೇ ಛಂತ್ಸದ್ವಪುಷೋ ೧೦-೩೨-೩
ತದು ಪ್ರಯಕ್ಷತಮಸ್ಯ ೧-೬೨-೬
ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸವನಂ ೧೦-೭೬-೨
ತದೂಚುಷೇ ಮಾನುಷೇಮಾ ೧-೧೦೩-೪
ತನೂ ಷು ವಾಮೇನಾ ಕೃತಂ ೫-೭೩-೪
ತದೃತಂ ಪೃಥಿವಿ ಬೃಹತ್ ೫-೬೬-೫
ತದ್ದಧಾನಾ ಅವಸ್ಯವೋ ೮-೬೩-೧೦

ತದ್ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುರ್ವಾರ್ಯಂ ೪-೫೩-೧
ತದ್ದೇವಾನಾಂ ದೇವತಮಾಯ ೨-೨೪-೩
ತದ್ಧಿ ವಯಂ ವೃಣೀಮಹೇ ೧೦-೧೨೬-೨
ತದ್ಬಂಧುಃ ಸೂರಿರ್ದಿವಿ ೧೦-೬೧-೧೮
ತದ್ಭದ್ರಂ ತವ ದಂಸನಾ ೩-೯-೭
ತದ್ರಾಧೋ ಅದ್ಯ ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ೧-೧೫೯-೫
ತದ್ವ ಉಕ್ಥಸ್ಯ ಬರ್ಹಣೇ ೬-೪೪-೬
ತದ್ವಃ ಸುಜಾತಾ ಮರುತೋ ೧-೧೬೬-೧೨
ತದ್ವಾಂ ನರಾ ನಾಸತ್ಯಾವನುಷ್ಯಾತ್ ೧-೧೮೨-೮
ತದ್ವಾಂ ನರಾ ಶಂಸ್ಯಂ ರಾಧ್ಯಂ ೧-೧೧೬-೧೧
ತದ್ವಾಂ ನರಾ ಶಂಸ್ಯಂ ಪಜ್ರಿಯೇಣ ೧-೧೧೭-೬
ತದ್ವಾಂ ನರಾ ಸನಯೇ ೧-೧೧೬-೧೨
ತದ್ವಾಮೃತಂ ರೋದಸೀ ಪ್ರ ಬ್ರವೀಮಿ ೧೦-೭೯-೪
ತದ್ವಾರ್ಯಂ ವೃಣೀಮಹೇ ೮-೨೫-೧೩ ; ನಿ. ೫-೧
ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪನ್ಯವೋ ೧-೨೨-೨೧ ಸಾಮ. ೧೬೭೩ ; ವಾ.ಯ. ೩೪-೪೪
ತದ್ವಿವಿಡ್ಢಿ ಯತ್ತ ಇಂದ್ರೋ ಜುಜೋಷತ್ ೮-೯೬-೧೨
ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ೧-೨೨-೨೦ ; ಸಾಮ. ೧೬೭೨ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೨೬-೭ ; ವಾ. ಯ. ೬-೫ ; ತೈ.ಸಂ. ೧-೩-೬-೨ ; ೪-೨-೯-೩
ತದ್ವೀರ್ಯಂ ವೋ ಮರುತೋ ೫-೫೪-೫
ತದ್ವೋ ಅದ್ಯ ಮನಾಮಹೇ ೭-೬೬-೧೨
ತದ್ವೋ ಗಾಯ ಸುತೇ ಸಚಾ ೬-೪೫-೨೨ ; ಸಾಮ. ೧೧೫ ; ೧೬೬೬ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೮-೧
ತದ್ವೋ ಜಾಮಿತ್ವಂ ಮರುತಃ ೧-೧೬೬-೧೩
ತದ್ವೋ ದಿವೋ ದುಹಿತರೋ ವಿಭಾತೀಃ ೪-೫೧-೧೧
ತದ್ವೋ ಯಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ೫-೫೪-೧೫
ತದ್ವೋ ವಾಜಾ ಋಭವಃ ೪-೨೬-೩
ತನೂತ್ಯಜೇವ ತಸ್ಕರಾ ೧೦-೪-೬ ; ನಿ. ೩-೧೪
ತನೂನಪಾತ್ಪಥ ಋತಸ್ಯ ೧೦-೧೧೦-೨ ; ಅಥರ್ವ. ೫ ೧೨-೨ ; ವಾ.ಯ. ೨೯-೨೬ ; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೩-೬-೩-೧ ನಿ. ೮-೬
ತನೂನಪಾತ್ಪವಮಾನಃ ೯-೫-೨
ತನೂನಪಾದುಚ್ಯತೆ ೩-೨೯-೧೧

ತನೂನಪಾದೃತಂ ಯತೇ ೧-೧೮೮-೨
ತನೂಷ್ಟೇ ವಾಜಿಂತನ್ವಂ ೧೦-೫೬-೨
ತಂ ತಮಿದ್ರಾಧಸೇ ಮಹ ೮-೬೮-೭
ತಂತುಂ ತನ್ವನ್ರಜಸೋ ೧೦-೫೩-೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೪ ೨-೨
ತಂತುಂ ತನ್ವಾನಮುತ್ತಮಂ ೯-೨೨-೬
ತಂ ತೇ ಮದಂ ಗೃಣೀಮಸಿ ೮-೧೫-೪ ; ಸಾ. ೩೮೩ ೮೮೦ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೬೧-೧
ತಂ ತೇ ಯವಂ ಯಥಾ ಗೋಭಿಃ ೮-೨-೩ ; ಸಾಮ. ೭೩೬
ತಂ ತೇ ಸೋತಾರೋ ರಸಂ ಮದಾಯ ೯-೧೦೯-೧೧ ಸಾಮ. ೧೩೩೩
ತಂ ತ್ರಿಪೃಷ್ಠೇ ತ್ರಿವಂಧುರೇ ೯-೬೨-೧೭
ತಂ ತ್ವಾ ಗೀರ್ಭಿರುರುಕ್ಷಯಾ ೧೦-೧೧೮-೯
ತಂ ತ್ವಾ ಗೀರ್ಭಿರ್ಗಿರ್ವಣಸಂ ೨-೬-೩
ತಂ ತ್ವಾ ಘೃತಸ್ನ ವೀಮಹೇ ೫-೨೬-೨; ಸಾ. ೧೫೨೨
ತಂ ತ್ವಾಜನಂತ ಮಾತರಃ ೮-೧೦೨-೧೭
ತಂ ತ್ವಾ ದೂತಂ ಕೃಣ್ಮಹೇ ೭-೧೬-೪
ತಂ ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಮಧುಮತ್ತಮಂ ೯-೮೦-೪
ತಂ ತ್ವಾ ಧರ್ತಾರಮೋಣ್ಯೋಃ ೯-೬೫-೧೧ ; ಸಾಮ. ೮೦೪
ತಂ ತ್ವಾ ನರೋ ದಮ ಆ ೧-೭೩-೪
ತಂ ತ್ವಾ ನೃಮ್ಣಾನಿ ಬಿಭ್ರತಂ ೯-೪೮-೧; ಸಾ. ೮೩೬
ತಂ ತ್ವಾ ಮಜ್ಮೇಷು ೮-೪೩-೨೦
ತಂ ತ್ವಾ ಮದಾಯ ಘೃಷ್ವಯ ೯-೨-೮; ಸಾ.೧೦೪೪
ತಂ ತ್ವಾ ಮರುತ್ವತೀ ಪರಿ ೭-೩೧-೮
ತಂ ತ್ವಾ ಮರ್ತಾ ಅಗೃಭ್ಣತ ೩-೯-೬
ತಂ ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭಿರೀಮಹೇ ೮-೬೮-೧೦
ತಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ವಿಶ್ವವಾರಾ ೧-೩೦-೧೦
ತಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ಸುಧ್ಯೋ ೬-೧-೭ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩- ೬-೧೦-೩
ತಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ಹವಾಮಹೇ ೮-೪೩-೨೩
ತಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ಪತಿಂ ೧-೬೦-೫
ತಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ಪಿತೋ ೧-೧೮೭-೧೧

ತ್ವಂ ನಃ ಸೋಮ ವಿಶ್ವತೋ ವಯೋಧಾಃ ೮-೪೮-೧೫
ತ್ವಂ ನಃ ಸೋಮ ಸುಕ್ರತುಃ ೧೦-೨೫-೮
ತ್ವಂ ನಶ್ಚಿತ್ರ ಊತ್ಯಾ ೬-೪೮-೯ ; ಸಾಮ. ೪೧ ; ೧೬೨೩
ತ್ವಂ ನೃಚಕ್ಷಾ ಅಸಿ ಸೋಮ ೯-೮೬-೩೮ ; ಸಾಮ. ೯೫೬
ತ್ವಂ ನೃಚಕ್ಷಾ ವೃಷಭಾನು ೩-೧೫-೩
ತ್ವಂ ನೃಭಿರ್ನೃಮಣೋ ೭-೧೯-೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೩೭-೪ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೫-೮-೧೦
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನ ಆಯುಷು ೮-೩೯-೧೦
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನ ಏಷಾಂ ೫-೧೦-೩
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಅಗ್ನಿಭಿಃ ೧೦-೧೪೧-೬ ; ಸಾಮ. ೧೫೦೫ ; ಅಥರ್ವ. ೩-೨೦-೫
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಅಂಗಿರಸ್ತುತಃ ೫-೧೦-೭
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಅದ್ಭುತ ೫-೧೦-೨
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಅಧರಾದ್ ೧೦-೮೭-೨೦ ; ಅಥರ್ವ. ೮-೩-೧೯
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ತವ ದೇವ ೧-೩೧-೧೨ ; ವಾ. ಯ. ೩೪-೧೩
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಪಿತ್ರೋರುಪಸ್ಥೇ ೧-೩೧-೯
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಮಹೋಭಿಃ ೮-೭೧-೧ ; ಸಾಮ ೬
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ವರುಣಸ್ಯ ೪-೧-೪ ; ವಾ. ಯ. ೨೧-೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೫-೧೨-೩
ತ್ವಂ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಸನಯೇ ೧-೩೧-೮
ತ್ವಂ ನೋ ಅಸಿ ಭಾರತಾಗ್ನೆ ೨-೭-೫
ತ್ವಂ ನೋ ಅಸ್ಯಾ ಅಮತೇರುತ ೮-೬೬-೧೪
ತ್ವಂ ನೋ ಅಸ್ಯಾ ಇಂದ್ರ ದುರ್ಹಣಾಯಾಃ ೧-೧೨೧-೧೪
ತ್ವಂ ನೋ ಅಸ್ಯಾ ಉಷಸೋ ೩-೧೫-೨
ತ್ವಂ ನೋ ಗೋಪಾಃ ಪಥಿಕೃದ್ ೨-೨೩-೬
ತ್ವಂ ನೋ ವಾಯವೇಷಾಮಪೂರ್ವ್ಯಃ ೧-೧೩೪-೬
ತ್ವಂ ನೋ ವೃತ್ರಹಂತಮೇ ೧೦-೨೫-೯
ತ್ವಮಗ್ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃಷಭಃ ೨-೧-೩
ತ್ವಮಗ್ನ ಈಳಿತೋ ಜಾತವೇದೋ ೧೦-೧೫-೧೨ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೩-೪೨ ; ವಾ. ಯ. ೧೯-೬೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೬-೧೨-೫
ತ್ವಮಗ್ನ ಉರು ಶಂಸಾಯ ೧-೩೧-೧೪
ತ್ವಮಗ್ನ ಋಭುರಾಕೆ ೨-೧-೧೦
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಅದಿತಿರ್ದೇವ ೨-೧-೧೧
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಗೃಹಪತಿಃ ೭-೧೬-೫ ; ಸಾಮ. ೬೧
ತ್ವಮಗ್ನೇ ತ್ವಷ್ಟಾ ೨-೧-೫
ತ್ವಮಗ್ನೇ ದ್ಯುಭಿಸ್ತ್ವಮಾ ೨-೧-೧ ; ವಾ. ಯ. ೧೧-೨೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೧-೨-೫ ; ತೈ.ಆ. ೧೦-೭೬-೧ ; ನಿ. ೬-೧ ; ೧೩-೧
ತ್ವಮಗ್ನೇ ದ್ರವಿಣೋದಾ ೨-೧-೭
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಪುರೂರೂಪೋ ೫-೮-೫
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಪ್ರಥಮೋ ಅಂಗಿರಸ್ತಮಃ ೧-೩೧-೨
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಪ್ರಥಮೋ ಅಂಗಿರಾ ೧-೩೧-೧ ವಾ. ಯ. ೩೪-೧೨
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಪ್ರಥಮೋ ಮಾತರಿಶ್ವನಃ ೧-೩೧-೩
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಪ್ರಮತಿಸ್ತ್ವಂ ೧-೩೧-೧೦
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಪ್ರಯತ ದಕ್ಷಿಣ ೧-೩೧-೧೫
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಬೃಹದ್ವಯೋ ೮-೧೦೨-೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೪-೧೧-೧
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಮನವೇ ದ್ಯಾಂ ೧-೩೧-೪
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ೬-೧೬-೧ ; ಸಾಮ. ೨ ; ೧೪೭೪
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಯಜ್ಯವೇ ವಾಯುಃ ೧-೩೧-೧೩
ತ್ವಮಗ್ನೇ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ೨-೧-೪
ತ್ವಮಗ್ನೇ ರುದ್ರೋ ಅಸುರೋ ೨-೧-೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೩-೧೪-೧ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೧೧-೨-೧
ತ್ವಮಗ್ನೇ ವನುಷ್ಯತೋ ೬-೧೫-೧೨ ; ೭-೪-೯
ತ್ವಮಗ್ನೇ ವರುಣೋ ಜಾಯಸೇ ೫-೩-೧
ತ್ವಮಗ್ನೇ ವಸೂಂರಿಹ ೧-೪೫-೧ ; ಸಾಮ. ೯೬
ತ್ವಮಗ್ನೇ ವಾಘತೇ ೪-೨-೧೩
ತ್ವಮಗ್ನೇ ವೀರವದ್ಯಶೋ ೭-೧೫-೧೨
ತ್ವಮಗ್ನೇ ವೃಜಿನವರ್ತನಿಂ ೧-೩೧-೬

ದ

ಧಾಮಂತೇ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನಮಧಿ ೪-೫೮-೧೧ ;ವಾ.ಯ. ೧೭-೯೯
ಧಾಯೋಭಿರ್ವಾ ಯೋ ಯುಜ್ಯೇಭಿರರ್ಕೈಃ ೬-೩-೮
ಧಾರಯಂತ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ೨-೨೭-೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧೧-೪
ಧಾರಾವರಾ ಮರುತೋ ೨-೩೪-೧ ; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೨-೫-೫-೪
ಧಾಸಿಂ ಕೃಣ್ವಾನ ಓಷಧೀಃ ೮-೪೩-೭
ಧಿಯಂ ವೋ ಅಪ್ಸು ದಧಿಷೇ ಸ್ವರ್ಷಾಂ ೫-೪೫-೧೧
ಧಿಯಂ ಪೂಷಾ ಜಿನ್ವತು ೨-೪೦-೬ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೧-೬
ಧಿಯಾ ಚಕ್ರೇ ವರೇಣ್ಯೋ ೩-೨೭-೯ ; ಸಾ. ೧೪೭೯
ಧಿಷಾ ಯದಿ ಧಿಷಣ್ಯಂತಃ ೪-೨೧-೬
ಧಿಷ್ವ ವಜ್ರಂ ಗಭಸ್ತ್ಯೋಃ ೬-೪೫-೧೮
ಧಿಷ್ವಾ ಶವಃ ಶೂರ ಯೇ ನಃ ೨-೧೧-೧೮
ಧೀಭಿಃ ಸಾತಾನಿ ಕಾಣ್ವಸ್ಯ ೮-೪-೨೦
ಧೀಭಿರರ್ವದ್ಭಿರರ್ವತೋ ೬-೪೫-೧೨
ಧೀಭಿರ್ಹಿನ್ವಂತಿ ವಾಜಿನಂ ೯-೧೦೬-೧೧ ; ಸಾ. ೯೪೧
ಧೀರಾ ತ್ವಸ್ಯ ಮಹಿನಾ ಜನೂಂಷಿ ೭-೮೬-೧
ಧೀರಾಸಃ ಪದಂ ಕವಯೋ ನಯಂತಿ ೧-೧೪೬-೪
ಧೀರೋ ಹ್ಯಸ್ಯದ್ಮಸದ್ ೮-೪೪-೨೯
ಧುನೇತಯಃ ಸುಪ್ರಕೇತಂ ೪-೫೦-೨ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦ ೮೮-೨
ಧೂನುಥ ದ್ಯಾಂ ಪರ್ವತಾಂ ದಾಶುಷೇ ೫-೫೭-೩
ಧೃತವ್ರತಾ ಆದಿತ್ಯಾ ಇಷಿರಾ ೨-೨೯-೧
ಧೃತವ್ರತಾಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾ ೧೦-೬೬-೮
ಧೃತವ್ರತೋ ಧನದಾಃ ಸೋಮವೃದ್ಧಃ ೬-೧೯-೫
ಧೃಷತಶ್ಚಿದ್ಧೃಷನ್ಮನಃ ೮-೬೨-೫
ಧೃಷತ್ಪಿಬ ಕಲಶೇ ೬-೪೭-೬ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೭೬-೬
ಧೇನುಃ ಪ್ರತ್ನಸ್ಯ ಕಾಮ್ಯಂ ೩-೫೮-೧
ಧೇನುಂ ನ ತ್ವಾ ಸುಯವಸೇ ದುದುಕ್ಷನ್ ೭-೧೮-೪
ಧೇನುಷ್ಟ ಇಂದ್ರ ಸೂನೃತಾ ೮-೧೪-೩; ಸಾ. ೧೮೩೬ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೭-೩
ಧೇನೂರ್ಜಿನ್ವತಮುತ ೮-೩೫-೧೮

ಧ್ರುವಜ್ಯೋತಿರ್ನಿಹಿತಂ ೬-೯-೫
ಧ್ರುವಂ ತೇ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ೧೦-೧೭೩-೫ : ಅಥ. ೬-೮೮-೨
ಧ್ರುವಂ ಧ್ರುವೇಣ ಹವಿಷಾ ೧೦-೧೭೩-೬ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೯೪-೧; ವಾ. ಯ. ೭-೨೫; ತೈ.ಸಂ. ೩-೨-೮-೬
ಧ್ರುವಾ ಏವ ವಃ ಪಿತರೋ ಯುಗೇಯುಗೇ ೧೦-೯೪ ೧೨
ಧ್ರುವಾ ದ್ಯೌರ್ಧ್ರುವಾ ಪೃಥಿವೀ ೧೦-೧೭೩-೪ ; ಅಥ. ೬-೮೮-೧ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೨-೮
ಧ್ರುವಾಸು ತ್ವಾಸು ಕ್ಷಿತಿಷು ೭-೮೮-೭
ಧ್ವಸ್ರಯೋಃ ಪುರುಷಂತ್ಯೋಃ ೯-೫೮-೩ ; ಸಾಮ. ೧೦೫೯

ನ

ನಕಿಃ ಪರಿಷ್ಟಿರ್ಮಘವನ್ ೮-೮೮-೬
ನಕಿಃ ಸುದಾಸೋ ರಥಂ ೭-೩೨-೧೦
ನಕಿರಸ್ಯ ಶಚೀನಾಂ ೮-೩೨-೧೫
ನಕಿರಸ್ಯ ಸಹಂತ್ಯ ೧-೨೭-೮ ; ಸಾಮ. ೧೪೧೬
ನಕಿರಿಂದ್ರ ತ್ವದುತ್ತರೋ ೪-೩೦-೧ ; ಸಾಮ. ೨೦೩
ನಕಿರೇಷಾಂ ನಿಂದಿತಾ ಮರ್ತ್ಯೇಷು ೩-೩೯-೪
ನಕಿರ್ದೇವಾ ಮಿನೀಮಸಿ ೧೦-೧೩೪-೭ ; ಸಾಮ ೧೭೬
ನಕಿರ್ಹ್ಯೇಷಾಂ ಜನೂಂಷಿ ೭-೫೬-೨
ನಕಿಷ್ಟ ಏತಾ ವ್ರತಾ ೧-೬೯-೭
ನಕಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮಣಾ ನಶದ್ಯಸ್ ೮-೭೦-೩ ; ಸಾಮ. ೨೪೩ ; ೧೧೫೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೨-೧೮
ನಕಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮಣಾ ನಶನ್ನ ಪ್ರ ೮-೩೧-೧೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೮-೨೨-೪
ನಕಿಷ್ಟ್ವದ್ರಥೀತರೋ ೧-೮೪-೬ ; ಸಾಮ. ೯೫೦
ನಕೀಂ ವೃಧೀಕ ಇಂದ್ರ ತೇ ೮-೭೮-೪
ನಕೀಮಿಂದ್ರೋ ನಿಕರ್ತವೇ ೮-೭೮-೫
ನಕೀರೇವಂತಂ ಸಖ್ಯಾಯ ವಿಂದಸೇ ೮-೨೧-೧೪ ; ಸಾಮ. ೧೩೯೦ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೧೪-೨
ನಕ್ತೋಷಾಸಾ ವರ್ಣಮಾಮೇಮ್ಯಾನೆ ೧-೯೬-೫ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೨ ; ೧೭-೭೦ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೧-೧೦-೪ ; ೪-೬-೫-೨ ; ೪-೭-೧೨-೩

ನಕ್ತೋಷಾಸಾ ಸುಪೇಶಸಾವಿನ್ ೧-೧೩-೭
ನಕ್ಷದ್ಧವಮರುಣೀಃ ಪೂರ್ವ್ಯಂ ರಾಟ್ ೧-೧೨೧-೩
ನಕ್ಷದ್ಧೋತಾ ಪರಿ ಸದ್ಮ ೧-೧೭೩-೩
ನಕ್ಷಂತ ಇಂದ್ರಮವಸೆ ೮-೫೪-೨
ನ ಕ್ಷೋಣೀಭ್ಯಾಂ ಪರಿಭ್ವೇ ೨-೧೬-೩
ನ ಘಾ ತ್ವದ್ರಿಗಪ ೧೦-೪೩-೨; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೭-೨
ನ ಘಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆ ದಭನ್ನಃ ೧-೧೭೮-೨
ನ ಘಾ ವಸುರ್ನಿಯಮತೇ ೬-೪೫-೨೩; ಸಾಮ. ೧೬೬೭; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೮-೨
ನ ಘಾ ಸ ಮಾಮಪ ಜೋಷಂ ಜಭಾರ ೪-೨೭-೨
ನ ಘೇಮನ್ಯದಾ ಪಪನ ೮-೨-೧೭; ಸಾಮ. ೭೨೦; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೮-೨
ನ ಜಾಮಯೇ ತಾನ್ವೋ ರಿಕ್ಥಮಾ ೩-೩೧-೨; ನಿ. ೩-೬
ನ ತ ಇಂದ್ರ ಸುಮತಯೋ ನ ರಾಯಃ ೭-೧೮-೨೦
ನ ತಂ ರಾಜಾನಾವದಿತೆ ಕುತಶ್ಚನ ೧-೩೯-೧೧
ನ ತಂ ವಿದಾಥ ಯ ಇಮಾ ಜಜಾನ ೧೦-೮೨-೭; ವಾ. ಯ. ೧೭-೩೧; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೨-೨; ನಿ: ೧೪-೧೦
ನ ತಂ ಜಿನಂತಿ ಬಹವೋ ನ ದಭ್ರಾ ೪-೨೫-೫
ನ ತದ್ದಿವಾ ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ೬-೫೨-೧
ನ ತಂ ತಿಗ್ಮಂ ಚನ ತ್ಯಜೋ ೮-೪೭-೭
ನ ತಮಂಹೋ ನ ದುರಿತಾಂ ಕುತಃ ೨-೨೩-೫
ನ ತಮಂಹೋ ನ ದುರಿತಂ ದೇವಾಸೋ ೧೦-೧೨೬-೧; ಸಾಮ. ೪೨೬
ನ ತಮಂಹೋ ನ ದುರಿತಾನಿ ೭-೮೨-೭
ನ ತಮಗ್ನೇ ಅರಾತಯೊ ೮-೭೧-೪
ನ ತಮಶ್ನೋತಿ ಕಶ್ಚನ ೧೦-೬೨-೯
ನ ತಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ಚನ ೮-೨೩-೧೫; ಸಾಮ. ೧೦೪
ನ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಮ ತದು ಷು ೧೦-೪೦-೧೧
ನ ತಾ ಅರ್ವಾ ರೇಣುಕಕಾಟೋ ಅಶ್ನುತೆ ೬-೨೮-೪; ಅಥರ್ವ. ೪-೨೧-೪; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೬-೯
ನ ತಾ ನಶಂತಿ ನ ದಭಾತಿ ೬-೨೮-೩; ಅಥರ್ವ. ೪-೨೧-೩; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೬-೯
ನ ತಾ ಮಿನಂತಿ ಮಾಯಿನೊ ೩-೫೬-೧
ನ ತಿಷ್ಠಂತಿ ನ ಸಿ ೧೦-೧೦-೮; ಅಥರ್ವ ೧೮-೧-೯; ನಿ. ೫-೨
ನ ತೇ ಅದೇವಃ ಪ್ರದಿವೋ ಸಿವಾಸತೆ ೧೦-೩೭-೩
ನ ತೇ ಅಂತಃಶವಸೋ ಧಾಯ್ಯಸ್ಯ ೬-೨೯-೫
ನ ತೇ ಗಿರೋ ಅಪಿ ಮೃಷ್ಯೇ ತುರಸ್ಯ ೭-೨೨-೫; ಸಾಮ. ೧೭೯೯
ನ ತೇ ತ ಇಂದ್ರಾಭ್ಯಸ್ಮದೂಷ್ವ ೫-೩೩-೩; ವಾ. ಯ. ೧೦-೨೨
ನ ತೇ ದೂರೇ ಪರಮಾ ಚಿದ್ರಜಾಂಸಿ ೩-೩೦-೨; ವಾ. ಯ. ೩೪-೧೯
ನ ತೇ ವರ್ತಾಸ್ತಿ ರಾಧಸ ೮-೧೪-೪; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೭-೪
ನ ತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಜಾಯಮಾನೋ ೭-೯೯-೨
ನ ತೇ ಸಖಾ ಸಖ್ಯಂ ವಷ್ಟ್ಯೇತತ್ ೧೦-೧೦-೨; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೨
ನ ತೇ ಸವ್ಯಂ ನ ದಕ್ಷಿಣಂ ೮-೨೪-೫
ನ ತ್ವದ್ಧೋತಾ ಪೂರ್ವೋ ಅಗ್ನೆ ೫-೩-೫
ನ ತ್ವಾ ಗಭೀರಃ ಪುರುಹೂತ ಸಿಂಧುಃ ೩-೩೨-೧೬
ನ ತ್ವಾ ದೇವಾಸ ಆಶತ ೮-೯೭-೯
ನ ತ್ವಾ ಬೃಹಂತೋ ಅದ್ರಯೋ ೮-೮೮-೩; ಸಾಮ. ೨೯೬
ನ ತ್ವಾ ರಾಸೀಯಾಭಿಶಸ್ತಯೆ ೮-೧೯-೨೬
ನ ತ್ವಾ ವರಂತೇ ಅನ್ಯಥಾ ೪-೩೨-೮
ನ ತ್ವಾವಾಂ ಅನ್ಯೋ ದಿವ್ಯೋ ೭-೩೨-೨೩; ಸಾಮ. ೬೮೧; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೨೧-೨; ವಾ. ಯ. ೨೭-೩೬
ನ ತ್ವಾ ಶತಂ ಚನ ಹ್ರುತೋ ೯-೬೧-೨೭; ಸಾಮ. ೧೨೧೫
ನದಂ ವ ಓದತೀನಾಂ ೮-೬೯-೨; ಸಾಮ. ೧೫೧೨; ಐ. ಆ. ೧-೧೩
ನ ದಕ್ಷಿಣಾ ವಿ ಚಿಕಿತೇ ೨-೨೭-೧೧; ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧೧-೫
ನದಂ ನ ಭಿನ್ನಮಮುಯಾ ೧-೩೨-೮

ನೂ ಷ್ಠಿರಂ ಮರುತೋ ವೀರವಂತಂ ೧-೬೪-೧೫
ನೂ ಸದ್ಮಾನಂ ದಿವ್ಯಂ ೬-೫೧-೧೨
ನೃಚಕ್ಷಸಂ ತ್ವಾ ವಯಂ ೯-೮-೯ ; ಸಾಮ. ೧೧೮೫
ನೃಚಕ್ಷಸೋ ಅನಿಮಿಷಂತೋ ೧೦-೬೩-೪
ನೃಚಕ್ಷಾ ಏಷ ದಿವೋ ಮಧ್ಯ ೧೦-೧೩೯-೨ ; ವಾ. ಯ. ೧೭-೫೯ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೩-೩
ನೃಚಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಃ ಪರಿಪಶ್ಯ ೧೦-೮೭-೧೦ ; ಅಥರ್ವ. ೮-೩-೧೦
ನೃಣಾಮುತ್ವಾ ನೃತಮಂ ಗೀರ್ಭಿಃ ೩-೫೧-೪
ನೃಧೂತೋ ಅದ್ರಿಷುತೋ ಬರ್ಹಿಷಿ ೯-೭೨-೪
ನೃಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಚೋದಿತೋ ಧಾರಯಾ ೯-೭೨-೫
ನೃಭಿರ್ಧೂತಃ ಸುತೋ ೮-೨-೨ ; ಸಾಮ. ೭೩೫
ನೃಭಿರ್ಯೇಮಾನೋ ಜಜ್ಞಾನಃ ಪೂತಃ ೯-೧೦೯-೮
ನೃಭಿರ್ಯೇಮಾನೋ ಹರ್ಯತೋ ವಿಚಕ್ಷ ೯-೧೦೭-೧೬ ; ಸಾಮ. ೮೫೮
ನೃವತ್ತ ಇಂದ್ರ ನೃತಮಾಭಿರೂತೀ ೬-೧೯-೧೦ ; ನಿ. ೬-೬
ನೃವದ್ದಸ್ರಾಮನೋಯುಜಾ ೮-೫-೨
ನೃವದ್ವಸೋ ಸದಮಿದ್ಧೇ ಹ್ಯಸ್ಮೆ ೬-೧-೧೨ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೬-೧೦-೫
ನೇತಾರ ಊಷು ಣಸ್ತಿರೋ ೧೦-೧೨೬-೬
ನೇಮಿಂ ನಮಂತಿ ಚಕ್ಷಸಾ ೮-೯೭-೧೨ ; ಸಾಮ. ೯೩೧ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೫೪-೩
ನೇಶತ್ತಮೋ ದುಧಿತಂ ೪-೧-೧೭
ನೇಹ ಭದ್ರಂ ರಕ್ಷಸ್ವಿನೇ ೮-೪೭-೧೨
ನೈತಾವದನ್ಯೇ ಮರುತೋ ಯಥೇಮೇ ೭-೫೭-೩
ನೈತಾವದೇನಾ ಪರೋ ಅನ್ಯದಸ್ತಿ ೧೦-೩೧-೮
ನ್ಯಕ್ರತೂನ್ಗ್ರಥಿನೋ ೭-೬-೩
ನ್ಯಕ್ರಂದಯನ್ನುಪಯಂತ ೧೦-೧೦೨-೫ ; ನಿ. ೯-೨೩
ನ್ಯಗ್ನಿಂ ಜಾತವೇದಸಂ ಹೋತ್ರವಾ ೫-೨೬-೭
ನ್ಯಗ್ನಿಂ ಜಾತವೇದಸಂ ದಧಾತಾ ೫-೨೨-೨
ನ್ಯಗ್ನೇ ನವ್ಯಸಾ ವಚಃ ೮-೩೯-೨
ನ್ಯಗ್ವಾತೋ ವ ವಾತಿ ೧೦-೬೦-೧೧ ; ಅಥರ್ವ. ೬-೯೧-೨
ನ್ಯಷ್ಟ್ಯಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ ೧-೩೦-೧೯
ನ್ಯರ್ಬುದಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಪಂ ೮-೩೨-೩
ನ್ಯಸ್ಮೈ ದೇವೀ ಸ್ವಧಿತಿರ್ಜಿಹೀತ ೫-೩೨-೧೦
ನ್ಯಾವಿಧ್ಯದಿಲೀವಿಶಸ್ಯ ೧-೩೩-೧೨ ; ನಿ. ೬-೧೯
ನ್ಯು ಪ್ರಿಯೋ ಮನುಷಃ ೭-೭೩-೨
ನ್ಯೂ ಷು ವಾಚಂ ೧-೫೩-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೧-೧

ಪ

ಪಜ್ರೇವ ಚರ್ಚರಂ ಜಾರಂ ೧೦-೧೦೬-೭
ಪಂಚ ಜನಾ ಮಮ ಹೋತ್ರಂ ಜುಷಂತಾಂ ೧೦-೫೩-೫
ಪಂಚ ಪದಾನಿ ರುಪೋ ಅನ್ವರೋಹಂ ೧೦-೧೩-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೩-೪೦
ಪಂಚಪಾದಂ ಪಿತರಂ ದ್ವಾದಶಾಕೃತಿಂ ೧-೧೬೪-೧೨ ; ಅಥರ್ವ. ೯-೯-೧೨
ಪಂಚಾರೇ ಚಕ್ರೇ ಪರಿವರ್ತಮಾನೇ ೧-೧೬೪-೧೩ ; ಅಥರ್ವ. ೯-೯-೧೧ ; ನಿ. ೪-೨೭
ಪತಂಗಮಕ್ತಮಸುರಸ್ಯ ೧೦-೧೭೭-೧ ; ತೈ. ಆ. ೩-೧೧-೧೦
ಪತಂಗೋ ವಾಚಂ ಮನಸಾ ೧೦-೧೭೭-೨ ; ತೈ. ಆ. ೩-೧೧-೧೧
ಪತಾನಿ ಕುಂಡೃಣಾಚ್ಯಾ ೧-೨೯-೬ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೪-೬
ಪತಿರ್ಭವ ವೃತ್ರಹನ್ಸೂನೃತಾನಾಂ ೩-೩೧-೧೮
ಪತಿರ್ಹ್ಯಧ್ವರಾಣಾಂ ೧-೪೪-೯
ಪತ್ಸು ಜಗಾರ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ೧೦-೨೭-೧೩; ನಿ. ೬-೬
ಪತ್ನೀವಂತಃ ಸುತಾ ಇಮ ೮-೯೩-೨೨ ; ನಿ. ೫-೧೮
ಪತ್ನೀವ ಪೂರ್ವಹೂತಿಂ ೧-೧೨೨-೨
ಪಥ ಏಕಃ ಪೀಪಾಯ ತಸ್ಕರೋ ೮-೨೯-೬
ಪಥಸ್ಪಥಃ ಪರಿಪತಿಂ ೬-೪೯-೮ ; ವಾ. ಯ. ೩೪-೪೨; ತೈ. ಸಂ. ೧-೧-೧೪-೨ ; ನಿ. ೧೨-೧೮
ಪದಂ ದೇವಸ್ಯ ನಮಸಾ ೬-೧-೪ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೬-೧೦-೨ ; ನಿ. ೪-೧೯
ಪದಂ ದೇವಸ್ಯ ಮೀಳ್ಹುಷೋ ೮-೧೦೨-೧೫ ; ಸಾಮ. ೧೫೭೨
ಪದಾಪಣೀಂ ರರಾಧಸೋ ೮-೬೪-೨ ; ಸಾಮ. ೧೩೫೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೯೩-೨

ಪ್ರ ಮಂಹಿಷ್ಠಾಯ ಗಾಯತ ೮-೧೦೩-೮ : ಸಾಮ ೧೦೭ ; ೮೭೮
ಪ್ರ ಮಂಹಿಷ್ಠಾಯ ಬೃಹತೇ ತ ೧-೫೭-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೫-೧
ಪ್ರ ಮಂದಿನೇ ಪಿತುಮದರ್ಚತಾ ೧-೧೦೧-೧ ; ಸಾಮ. ೩೮೦ ; ನಿ. ೪-೨೪
ಪ್ರ ಮನ್ಮಹೇ ಶವಸಾನಾಯ ೧-೬೨-೧ ; ವಾ. ಯ. ೩೪-೧೬
ಪ್ರ ಮಾತುಃ ಪ್ರತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ೧೦-೭೯-೩ ; ನಿ. ೫-೩
ಪ್ರ ಮಾತ್ರಾಭೀ ರಿರಿಚೇ ೩-೪೬-೩
ಪ್ರ ಮಾ ಯುಯುಜ್ರೇ ಪ್ರಯುಜೋ ೧-೩೩-೧
ಪ್ರ ಮಿತ್ರಯೋರ್ವರುಣಯೋ ೭-೬೬-೧
ಪ್ರ ಮಿತ್ರಾಯ ಪ್ರಾರ್ಯಮ್ಣೇ ೮-೧೦೧-೫ ; ಸಾಮ. ೨೫೫
ಪ್ರ ಮೇ ನಮೀ ಸಾಪ್ಯ ೧೦-೪೮-೯
ಪ್ರ ಮೇ ಪಂಥಾ ದೇವಯಾನಾ ಅದೃಶ್ರನ್ ೭-೭೬-೨
ಪ್ರ ಮೇ ವಿವಿಕ್ವಾಂ ಅವಿದನ್ ೩-೫೭-೧
ಪ್ರ ಯ ಆರುಃ ಶಿತಿಪೃಷ್ಠಸ್ಯ ೩-೭-೧
ಪ್ರ ಯಂ ರಾಯೇ ಸಿನೀಷಸಿ ೮-೧೦೩-೪; ಸಾಮ ೫೮
ಪ್ರ ಯಜ್ಞ ಏತು ಹೇತ್ವೋ ನ ಸಪ್ತಿಃ ೭-೪೩-೨
ಪ್ರ ಯಜ್ಞ ಏತ್ವಾನುಷಕ್ ೫-೨೬-೮
ಪ್ರಯಜ್ಯವೋ ಮರುತೋ ಭ್ರಾಜದೃಷ್ಟಯಃ ೫-೫೫-೧
ಪ್ರ ಯತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ಸೂರಯೋ ೧-೯೭-೪; ಅಥರ್ವ. ೪-೩೩-೪; ತೈ. ಆ. ೬-೧೧-೧
ಪ್ರ ಯತ್ಪಿತುಃ ಪರಮಾನ್ ೧-೧೪೧-೪
ಪ್ರ ಯತ್ಸಿಂಧವಃ ಪ್ರಸವಂ ೩-೩೬-೬ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೩-೧೧
ಪ್ರ ಯದಗ್ನೇಃ ಸಹಸ್ವತೋ ೧-೯೭-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೪-೩೩-೫ ; ತೈ. ಆ. ೬-೧೧-೧
ಪ್ರಯದಿತ್ಥಾ ಪರಾವತಃ ೧-೩೯-೧
ಪ್ರ ಯದಿತ್ಥಾ ಮಹಿನಾ ನೃಭ್ಯೋ ೧-೧೭೩-೬
ಪ್ರ ಯದ್ಭಂದಿಷ್ಠ ಏಷಾಂ ೧-೯೭-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೪-೩೩-೩ ; ತೈ. ಆ. ೬-೧೧-೧
ಪ್ರ ಯದ್ರಥೇಷು ಪೃಷತೀರಯುಗ್ಧ್ವಂ ೧-೮೫-೫
ಪ್ರ ಯದ್ವಸ್ತ್ರಿಷ್ಟುಭಮಿಷಂ ೮-೭-೧
ಪ್ರ ಯದ್ವಹಧ್ವೇ ಮರುತಃ ೧೦-೭೭-೬
ಪ್ರ ಯದ್ವಹೇಥೇ ಮಹಿನಾ ರಥಸ್ಯ ೧-೧೮೦-೯
ಪ್ರ ಯದ್ವಾಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ೬-೬೭-೯
ಪ್ರ ಯಂತಮಿತ್ಪರಿ ಜಾರಂ ೧-೧೫೨-೪
ಪ್ರ ಯಂತಿ ಯಜ್ಞಂ ವಿಪಯಂತಿ ಬರ್ಹಿಃ ೭-೨೧-೨
ಪ್ರ ಯಂತು ವಾಜಾಸ್ತವಿಷೀಭಿಃ ೩-೨೬-೪
ಪ್ರ ಯಮಂತರ್ವೃಷಸವಾಸೋ ೧೦-೪೨-೮ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೮೯-೮
ಪ್ರ ಯಾಃ ಸಿಸ್ರತೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ೧೦-೩೫-೫
ಪ್ರ ಯಾ ಘೋಷೇ ಭೃಗವಾಣೇ ೧-೧೨೦-೫
ಪ್ರಯಾಜಾನ್ಮೇ ಅನುಯಾಜಾಂಶ್ಚ ೧೦-೫೧-೮ ; ನಿ. ೮-೨೨
ಪ್ರ ಯಾ ಜಿಗಾತಿ ಸ್ವರ್ಗಲೇವ ೭-೧೦೪-೧೭ ; ಅಥ. ೮-೪-೧೭
ಪ್ರ ಯಾತ ಶೀಭಮಾಶುಭಿಃ ೧-೩೭-೧೪
ಪ್ರ ಯಾಭಿರ್ಯಾಸಿ ದಾಶ್ವಾಂಸಂ ೭-೯೨-೩ ; ವಾ. ೨೭-೨೭ ; ತೈ. ಸಂ. ೨-೨-೧೨-೭
ಪ್ರ ಯಾ ಮಹಿಮ್ನಾ ಮಹಿನಾಸು ೬-೬೧-೧೩
ಪ್ರ ಯುಜೋ ವಾಚೋ ಅಗ್ರಿಯೋ ೯-೭-೩ ; ಸಾ. ೧೧೩೦
ಪ್ರ ಯುಂಜತೀ ದಿವ ಏತಿ ಬ್ರುವಾಣಾ ೫-೪೭-೧
ಪ್ರ ಯೇ ಗಾವೋ ನ ಭೂರ್ಣಯಃ ೯-೪೧-೧ ; ಸಾ. ೪೯೧; ೮೯೨
ಪ್ರ ಯೇ ಗೃಹಾದಮಮದುಸ್ತ್ವಾಯಾ ೭-೧೮-೨೧ ; ನಿ. ೬-೩೦
ಪ್ರ ಯೇ ಜಾತಾ ಮಹಿನಾ ೫-೮೭-೨
ಪ್ರ ಯೇ ದಿವಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ನ ೧೦-೭೭-೩
ಪ್ರ ಯೇ ದಿವೋ ಬೃಹತಃ ಶೃಣ್ವಿರೇ ೫-೮೭-೩
ಪ್ರ ಯೇ ಧಾಮಾನಿ ಪೂರ್ವ್ಯಾಣ್ಯರ್ಚಾ ೪-೫೫-೨
ಪ್ರ ಯೇ ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಾರ್ಯಮಣಂ ೧೦-೮೯-೯
ಪ್ರ ಯೇ ಮೇ ಬಂಧ್ವೇಷೇ ೫-೫೨-೧೬
ಪ್ರ ಯೇ ಯಯುರವೃಕಾಸೋ ರಥಾ ಇವ ೭-೭೪-೬

ಪ್ರಾತರ್ದೇವೀಮದಿತಿಂ ಜೋಹವೀಮಿ ೫-೬೯-೩
ಪ್ರಾತರ್ಯಜಧ್ವಮಶ್ವಿನಾ ೫-೭೭-೨; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೩-೧೩; ನಿ. ೧೨-೫
ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಭಿರಾಗತಂ ೮-೩೮-೭
ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಾಣಾ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜಧ್ವಂ ೫-೭೭-೧ ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೩-೧೩
ಪ್ರಾತರ್ಯಾವಾಣಾ ರಥ್ಯೇವ ೨-೩೯-೨
ಪ್ರಾತರ್ಯಾವ್ಣಃ ಸಹಸ್ಕೃತ ೧-೪೫-೯
ಪ್ರಾತರ್ಯುಜಂ ನಾಸತ್ಯಾಧಿ ತಿಷ್ಠತಃ ೧೦-೪೧-೨
ಪ್ರಾತರ್ಯುಜಾ ವಿ ಬೋಧಯ ೧-೨೨-೧; ತೈ.ಸಂ. ೧-೪-೭-೧; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೨-೪-೩-೧೩; ನಿ. ೧೨-೪
ಪ್ರಾತಾ ರತ್ನಂ ಪ್ರಾತರಿತ್ವಾ ೧-೧೨೫-೧
ಪ್ರಾತಾ ರಥೋ ನವೋ ೨-೧೮-೧
ಪ್ರಾನ್ಯಚ್ಚಕ್ರಮವೃಹಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ೫-೨೯-೧೦
ಪ್ರಾವ ಸ್ತೋತಾರಂ ಮಘವನ್ನವ ೮-೩೬-೨
ಪ್ರಾವೀ ವಿಪದ್ವಾಚ ಊರ್ಮಿಂ ೯-೯೬-೭; ಸಾ. ೯೪೫
ಪ್ರಾವೇಪಾ ಮಾ ಬೃಹತೋ ೧೦-೩೪-೧; ನಿ. ೯-೮
ಪ್ರಾಪ್ತ್ರಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾಜಾ ಋಷ್ವೇಭಿಃ ೧೦-೧೦೫-೬
ಪ್ರಾಸ್ಮಾ ಊರ್ಜಂ ಘೃತಶ್ಚುತಂ ೮.೮-೧೬
ಪ್ರಾಸ್ಮೈ ಗಾಯತ್ರಮರ್ಚತ ೮-೧-೮
ಪ್ರಾಸ್ಮೈ ಹಿನೋತ ಮಧುಮಂತಂ ೧೦-೩೦-೮
ಪ್ರಾಸ್ಯ ಧಾರಾ ಅಕ್ಷರನ್ ೯-೨೯-೧; ಸಾಮ. ೧೭೬೫
ಪ್ರಾಸ್ಯ ಧಾರಾ ಬೃಹತೀಃ ೯-೯೬-೨೨
ಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರದ್ಧೇ ದದತಃ ೧೦-೧೫೧-೨; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೮-೬
ಪ್ರಿಯಂ ದುಗ್ಧಂ ನ ಕಾಮ್ಯಂ ೫-೧೯-೪
ಪ್ರಿಯಮೇಧವದತ್ರಿವತ್ ೧-೪೫-೩; ನಿ. ೩-೧೭
ಪ್ರಿಯಾ ತಷ್ಟಾನಿ ಮೇ ಕಪಿಃ ೧೦-೮೬-೫; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೨೬-೫
ಪ್ರಿಯಾ ಪದಾನಿ ಪಶ್ವೋ ೧-೬೭-೬
ಪ್ರಿಯಾ ವೋ ನಾಮ ಹುವೇ ತುರಾಣಾಂ ೭-೫೬-೧೦ ತೈ. ಸಂ. ೨-೧-೧೧-೧
ಪ್ರಿಯಾಸ ಇತ್ತೇ ಮಘವನ್ನಭಿಷ್ಟೌ ೭-೧೯-೮; ಅಥ. ೨೦-೩೭-೮

ಪ್ರಿಯೋ ನೋ ಅಸ್ತು ವಿಶ್ಪತಿಃ ೧-೨೬-೭; ಸಾಮ. ೧೬೧೯
ಪ್ರೀಣೀತಾಶ್ವಾನ್ ಹಿತಂ ಜಯಾಥ ೧೦-೧೦೧-೭; ನಿ ೫-೨೬
ಪ್ರೇತಾಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಶಂಭುವಾ ೨-೪೧-೧೯
ಪ್ರೇತಾ ಜಯತಾ ನರಃ ೧೦-೧೦೩-೧೩; ಸಾಮ. ೧೮೬೨; ಅಥರ್ವ. ೩-೧೯-೭; ವಾ. ಯ. ೧೭-೪೬; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೪-೪
ಪ್ರೇತೋ ಮುಂಚಾಮಿ ನಾಮುತಃ ೧೦-೮೫-೨೫; ಅಥರ್ವ. ೧೪-೧-೧೮
ಪ್ರೇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೃತ್ರ ತೂರ್ಯೇಷ್ವಾವಿಥ ೮-೩೭-೧
ಪ್ರೇದ್ಧೋ ಅಗ್ನೇ ದೀದಿಹಿ ಪುರೋ ೭-೧-೩; ಸಾಮ. ೧೩೭೫; ವಾ. ಯ. ೧೭-೭೬; ತೈ.ಸಂ. ೪-೬-೫-೪
ಪ್ರೇದ್ವಗ್ನಿರ್ವಾವೃಧೇ ಸ್ತೋಮೇಭಿಃ ೩-೫-೨
ಪ್ರೇಂದ್ರಸ್ಯ ವೋಚಂ ಪ್ರಥಮಾ ಕೃತಾನಿ ೭-೯೮-೫; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೮೭-೫
ಪ್ರೇಂದ್ರಾಗ್ನಿಭ್ಯಾಂ ಸುವಚಸ್ಯಾಂ ೧-೧೧೬-೯
ಪ್ರೇರಯ ಸೂರೋ ಅರ್ಥಂ ನ ೧೦-೨೯-೫; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೬-೫
ಪ್ರೇಷ್ಠಂ ವೋ ಅತಿಥಿಂ ಸ್ತುಷೇ ೮-೮೪-೧; ಸಾಮ. ೫; ೧೨೪೪
ಪ್ರೇಷ್ಠಂ ವೋ ಅತಿಥಿಂ ಗೃಣೀಷೇ ೧-೧೮೬-೩
ಪ್ರೇಷ್ಠಮು ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ ೮-೧೦೩-೧೦
ಪ್ರೇಹಿ ಪ್ರೇಹಿ ಪಥಿಭಿಃ ೧೦-೧೪-೭; ಅಥ.೧೮-೧-೫೪
ಪ್ರೇಹ್ಯಭೀಹಿ ಧೃಷ್ಣುಹಿ ೧-೮೦-೩; ಸಾಮ. ೪೧೩
ಪ್ರೈತು ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಃ ೧-೪೦-೩; ಸಾಮ. ೫೬; ವಾ. ಯ. ೩೩-೮೯; ೩೭-೭; ತೈ. ಆ. ೪-೨-೨
ಪ್ರೈತೇ ವದಂತು ಪ್ರ ವಯಂ ೧೦-೯೪-೧; ನಿ. ೯-೯
ಪ್ರೈಷ ಸ್ತೋಮಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಿ ೫-೪೨-೧೬
ಪ್ರೈಷಾಮಜ್ಮೇಷು ವಿಥುರೇವ ೧-೮೭-೩; ತೈ. ಸಂ. ೪-೩-೧೩-೭
ಪ್ರೋ ಅಯಾಸೀದಿಂದುರಿಂದ್ರಸ್ಯ ೯-೮೬-೧೬; ಸಾಮ ೫೫೭; ೧೧೫೨; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೪-೬೦
ಪ್ರೋ ಅಶ್ವಿನಾವವಸೇ ೧-೧೮೬-೧೦

ಬ

ಭ

ಮ

ಮಾ ನೋಽಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯೋ ರಿಷೇ ಧಾತ್ ೭-೩೪-೧೭;
ನಿ. ೧೦-೪೫

ಮಾ ನೋ ಹೃಣೀತಾಮತಿಥಿರ್ವಸು ೮-೧೦೩-೧೨ ; ಸಾಮ. ೧೧೦

ಮಾ ನೋ ಹೇತಿರ್ವಿವಸ್ವತ ೮-೬೭-೨೦

ಮಾಂ ದೇವ ದಧಿರೇ ಹವ್ಯವಾಹಂ ೧೦-೫೨-೪

ಮಾಂ ಧುರಿಂದ್ರಂ ನಾಮ ದೇವತಾ ೧೦-೪೯-೨

ಮಾಂ ನರಃ ಸ್ವಶ್ವಾ ವಾಜಯಂತಃ ೪-೪೨-೫

ಮಾ ಪಾಪತ್ವಾಯ ನೋ ನರೇಂದ್ರಾಗ್ನೀ ೭-೯೪-೩; ಸಾಮ. ೯೧೮

ಮಾ ಪೃಣಂತೋ ದುರಿತಂ ೧-೧೨೫-೭

ಮಾ ಪ್ರ ಗಾಮ ಪಥೋ ವಯಂ ೧೦-೫೭-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೧೩-೧-೫೯

ಮಾ ಭೂಮ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ ಇವೇ ೮-೧-೧೩ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೧೬-೧ ; ತಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಾ. ೯-೧೦-೧

ಮಾ ಭೇಮ ಮಾ ಶ್ರಮಿಷ್ಮೋ ೮-೪-೭ ; ಸಾ.೧೬೦೫

ಮಾ ಮಾಮಿಮಂ ತವ ೫-೪೦-೭

ಮಾಯಾಭಿರಿಂದ್ರ ಮಾಯಿನಂ ೧-೧೧-೭

ಮಾಯಾಭಿರುತ್ಸಿಸೃಪ್ಸತ ೮-೧೪-೧೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೯-೪

ಮಾಯಾ ವಾಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ೫-೬೩-೪

ಮಾರೇ ಅಸ್ಮದ್ವಿ ಮುಮುಚೋ ೩-೪೧-೮ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೩-೮

ಮಾರ್ಜಾಲ್ಯೋ ಮೃಜ್ಯತೇ ಸ್ವೇ ೫-೧-೮

ಮಾ ವ ಏನೋ ಅನ್ಯಕೃತಂ ಭುಜೇಮ ೬-೫೧-೭

ಮಾ ವಾಂ ವೃಕೋ ೧-೧೮೩-೪

ಮಾ ವಿದನ್ಪರಿಪಂಥಿನೋ ೧೦-೮೫-೩೨; ಅಥರ್ವ. ೧೪-೨-೧೧

ಮಾ ವೋ ಘ್ನಂತಂ ಮಾ ಶಪಂತಂ ೧-೪೧-೮

ಮಾ ವೋ ದಾತ್ರಾನ್ಮರುತೋ ೭-೫೬-೨೧

ಮಾ ವೋ ಮೃಗೋ ನ ಯವಸೇ ೧-೩೮-೫

ಮಾ ವೋ ರಸಾನಿತಭಾ ೫-೫೩-೯

ಮಾ ವೋ ರಿಷತ್ಖನಿತಾ ೧೦-೯೭-೨೦ ; ವಾ. ಯ. ೧೨-೯೫ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೬-೫

ಮಾ ಶೂನೇ ಅಗ್ನೇ ನಿ ಷದಾಮ ನೃಣಾಂ ೭-೧-೧೧

ಮಾ ಸಖ್ಯುಃ ಶೂನಮಾ ವಿದೇ ೮-೪೫-೩೬

ಮಾ ಸಾ ತೇ ಅಸ್ಮತ್ಸುಮತಿರ್ವಿದ ೧-೧೨೧-೧೫

ಮಾ ಸೀಮವದ್ಯ ಆ ಭಾಗ್ ೮-೮೦-೮

ಮಾ ಸ್ರೇಧತ ಸೋಮಿನೋ ದಕ್ಷತಾ ೭-೩೨-೯

ಮಾಹಂ ಮಘೋನೋ ವರುಣ ೨-೨೭-೧೭; ೨-೨೮-೧೧ ; ೨-೨೯-೭

ಮಿತ್ರಂ ವಯಂ ಹವಾಮಹೇ ೧-೨೩-೪ ; ಸಾ. ೭೯೩

ಮಿತ್ರಂ ಹುವೇ ಪೂತದಕ್ಷಂ ೧-೨-೭ ; ಸಾಮ. ೮೪೭ ವಾ. ಯ. ೩೩-೫೭

ಮಿತ್ರಂ ಕೃಣುಧ್ವಂ ಖಲು ೧೦-೩೪-೧೪

ಮಿತ್ರಂ ನ ಯಂ ಶಿಮ್ಯಾ ಗೋಷು ೧-೧೫೧-೧ ; ತೈ ಬ್ರಾ. ೨-೮ ೭-೬

ಮಿತ್ರಂ ನ ಯಂ ಸುಧಿತಂ ೬-೧೫-೨

ಮಿತ್ರಶ್ಚ ತುಭ್ಯಂ ವರುಣಃ ೩-೧೪-೪

ಮಿತ್ರಶ್ಚ ನೋ ವರುಣಶ್ಚ ೫-೭೨-೩

ಮಿತ್ರಸ್ತನ್ನೋ ವರುಣೋ ದೇವೋ ಅರ್ಯಃ ೭-೬೪-೩

ಮಿತ್ರಸ್ತನ್ನೋ ವರುಣೋ ಮಾಮಹಂತ ೭-೫೨-೨

ಮಿತ್ರಸ್ತನ್ನೋ ವರುಣೋ ರೋದಸೀ ೭-೪೦-೨

ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣೀಧೃತೋ ೩-೫೯-೬ ; ವಾ. ಯ. ೧೧-೬೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೪-೧೧-೫ ; ೪-೧-೬-೩ ; ತೈ. ಆ. ೪-೩-೨

ಮಿತ್ರಾ ತನಾ ನ ರಥ್ಯಾ ೮-೨೫-೨

ಮಿತ್ರಾಯ ಪಂಚ ಯೇಮಿರೇ ೩-೫೯-೮

ಮಿತ್ರಾಯ ಶಿಕ್ಷ ವರುಣಾಯ ೧೦-೬೫-೫

ಮಿತ್ರಾವರುಣವಂತಾ ಉತ ೮-೩೫-೧೩

ಮಿತ್ರೋ ಅಂಹೋಶ್ಚಿದಾದುರು ೫-೬೫-೪

ಮಿತ್ರೋ ಅಗ್ನಿರ್ಭವತಿ ಯತ್ ೩-೫-೪

ಮಿತ್ರೋ ಜನಾನ್ಯಾತಯತಿ ೩-೫೯-೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೪-೧೧-೫ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೭-೨-೩; ನಿ ೧೦-೨೨

ಮಿತ್ರೋ ದೇವೇಷ್ವಾಯುಷು ೩-೫೯-೯

ಮಿತ್ರೋ ನೋ ಅತ್ಯಂಹತಿಂ ೮-೬೭-೨

ಮಿಮಾತಿ ವಹ್ನಿರೇತಶಃ ೯-೬೪-೧೯

ಮಿಮಾತು ದ್ಯೌರದಿತಿರ್ವೀತಯೇ ನಃ ೫-೫೯-೮

ಮಿಮೀಹಿ ಶ್ಲೋಕಮಾಸ್ಯೇ ೧-೩೮-೧೪

ಯ

ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ತೇ ಅಪಿ ವ್ಯಥಿಃ ೮-೪೫-೧೯
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ತೇ ಗಣಾ ಇಮೇ ೫-೭೯-೫
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ತೇ ಪುರುಷತ್ರಾ ೪-೧೨-೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೭-೧೫-೬
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ತೇ ವಿಶೋ ಯಥಾ ೧-೨೫-೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೪-೧೧-೪
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ತ್ವಂ ಗೃಹೇಗೃಹ ೧-೨೮-೫ ; ನಿ. ೯-೨೧
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ತ್ವಾ ಜನಾ ಇಮೇ ೮-೧-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೮೫-೩
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ವಾಂ ಪುರ ಋಷಯೋ ೮-೮-೬
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ಶಶ್ವತಾ ತನಾ ೧-೨೬-೬ ; ಸಾಮ. ೧೬೧೮
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ಶಶ್ವತಾಮಸೀಂದ್ರ ೪-೩೨-೧೩ ; ೮-೬೫-೭
ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿ ಯಸ್ಮ ಸೋಮಪಾ ೧-೨೯-೧ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೪-೧
ಯಚ್ಛಕ್ರಾಸಿ ಪರಾವತಿ (೦। ಅತಸ್ತ್ವಾ) ೮-೯೭-೪; ಸಾಮ. ೨೬೪
ಯಚ್ಛಕ್ರಾಸಿ ಪರಾವತಿ (೦। ಯದ್ವಾ) ೮-೧೩-೧೫
ಯಚ್ಛಲ್ಮಲೌ ಭವತಿ ೭-೫೦-೩
ಯಚ್ಛುಶ್ರೂಯಾ ಇಮಂ ಹವಂ ೮-೪೫-೧೮
ಯಜಧ್ವೈನಂ ಪ್ರಿಯಮೇಧಾ ೮-೨-೩೭
ಯಜಂತೇ ಅಸ್ಯ ಸಖ್ಯಂ ೭-೩೬-೫
ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತ ಆಗ್ನೇ ೫-೨೬-೫
ಯಜಸ್ವ ವೀರ ಪ್ರ ವಿಹಿ ೨-೩೬-೨
ಯಜಸ್ವ ಹೋತರಿಷಿತೋ ೬-೧೧-೧
ಯಜಾ ನೋ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ೧-೭೫-೫ ; ಸಾಮ. ೧೫೩೭ ; ವಾ.ಯ. ೩೩-೩; ತೈ.ಬ್ರಾ. ೨-೭-೧೨-೧
ಯಜಾಮ ಇನ್ನಮಸಾ ವೃದ್ಧಮಿಂದ್ರಂ ೩-೩೨-೭
ಯಜಾಮಹ ಇಂದ್ರಂ ವಜ್ರ ೧೦-೨೩-೧; ಸಾ. ೩೩೪
ಯಜಾಮಹೇ ವಾಂ ಮಹಃ ೧-೧೫೩-೧
ಯಜಿಷ್ಠಂ ತ್ವಾ ಯಜಮಾನಾ ೯-೧೨೭-೨ ; ಸಾಮ. ೧೮೧೪
ಯಜಿಷ್ಠಂ ತ್ವಾ ವವೃಮಹೇ ೮-೧೯-೩ ; ಸಾಮ. ೧೧೨ ; ೧೪೧೩
ಯಜ್ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಯ ೧೦-೮೮-೫
ಯಜ್ಜಾಯಥಾ ಅಪೂರ್ವ್ಯ ೮-೮೯-೫; ಸಾಮ. ೬೦೧; ೧೪೨೯
ಯಜ್ಜಾಯಥಾಸ್ತದಹರಸ್ಯ ೩-೪೮-೨
ಯಜ್ಞ ಇಂದ್ರಮವರ್ಧಯತ್ ೮-೧೪-೫ ; ಸಾಮ. ೧೨೧ ; ೧೬೩೯ ; ಅಥರ್ವ, ೨೦-೨೭-೫
ಯಜ್ಞಂ ಚ ನಸ್ತನ್ವಂ ಚ ೧೦-೧೫೭-೨ ; ಸಾಮ. ೧೧೧೧ ; ಅಥರ್ವ ೨೦-೬೩-೧ ; ೨೦-೧೨೪-೪
ಯಜ್ಞಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ೧-೧೦೫-೪
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕೇತುಃ ಪವತೇ ೯-೮೬-೭
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕೇತುಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರೋಹಿತಂ ಹವಿಷ್ಮಂತ ೧೦-೧೨೨-೪
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕೇತುಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರೋಹಿತಮಗ್ನಿಂ ೫-೧೧-೨ ; ಸಾಮ. ೯೦೯ ; ತೈ.ಸಂ. ೪-೪-೪-೩
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವೋ ರಥ್ಯಂ ವಿಶ್ಪತಿಂ ೧೦-೯೨-೧
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಹಿ ಸ್ಥ ಋತ್ವಿಜಾ ೮-೩೮-೧ ; ಸಾ. ೧೦೭೩
ಯಜ್ಞಾನಾಂ ರಥ್ಯೇ ವಯಂ ೮-೪೪-೨೭
ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಾ ವಃ ಸಮನಾ ತುತುರ್ವಣಿಃ ೧-೧೬೮-೧
ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಾ ವೋ ಅಗ್ನಯೇ ೬-೪೮-೧ ; ಸಾಮ ೩೫; ೭೦೩ ; ವಾ. ಯ. ೨೭-೪೨
ಯಜ್ಞಾಸಾಹಂ ದುವ ಇಷೇ ೧೦-೨೦-೭
ಯಜ್ಞೇ ದಿವೋ ನೃಷದನೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ೭-೯೭-೧
ಯಜ್ಞೇನ ಗಾತುಮಪ್ತುರೋ ೨-೨೧-೫
ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾಃ ೧-೧೬೪-೫೦; ೧೦-೯೦-೧೬ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೫-೧ ; ವಾ. ಯ. ೩೧-೧೬ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೫-೧೧-೫ ; ತೈ. ಆ. ೩-೨೭ ; ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦-೨-೨-೨
ಯಜ್ಞೇನ ವರ್ಧತ ಜಾತವೇದಸಂ ೨-೨-೧
ಯಜ್ಞೇನ ವಾಚಃ ಪದವೀಯಂ ೧೦-೭೧-೩
ಯಜ್ಞೇನೇಂದ್ರಮವಸಾ ಚಕ್ರೇ ಅರ್ವಾಕ್ ೩-೩೨-೧೩
ಯಜ್ಞೇಭಿರದ್ಭುತಕ್ರತುಂ ೮-೨೩-೮
ಯಜ್ಞೇಭಿರ್ಯಜ್ಞವಾಹಸಂ ೮-೧೨-೨೦
ಯಜ್ಞೇಯಜ್ಞೇ ಸ ಮರ್ತ್ಯೋ ೧೦-೯೩-೨
ಯಜ್ಞೈಃ ಸಮ್ಮಿಶ್ಲಾಃ ಪೃಷತೀಭಿಃ ೨-೩೬-೨ ; ಅಥ. ೨೦-೬೭-೪
ಯಜ್ಞೈರಥರ್ವಾ ಪ್ರಥಮಃ ೧-೮೩-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೨೫-೫

ಯಾಭೀರಸಾಂ ಕ್ಷೋದಸೋ ೧-೧೧೨-೧೨
ಯಾಭೀ ರೇಭಂ ನಿವೃತಂ ೧-೧೧೨-೫
ಯಾಮಂ ಯೇಷ್ಠಾಃ ಶುಭಾಶೋಭಿಷ್ಠಾಃ ೭-೫೬-೬
ಯಾಮಥರ್ವಾ ಮನುಷ್ಪಿತಾ ೧-೮೦-೧೬; ನಿ.೧೨-೩೪
ಯಾಂ ಪೂಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚೋದನೀಂ ೬-೫೩-೮
ಯಾಂ ಮೇ ಧಿಯಂ ಮರುತ ೧೦-೬೪-೧೨
ಯಾ ರುಚೋ ಜಾತವೇದಸೋ ೧೦-೧೮೮-೩
ಯಾ ವಃ ಶರ್ಮ ೧-೮೫-೧೨; ತೈ.ಸಂ. ೧-೫-೧೧-೫ ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೮-೫-೬
ಯಾವತ್ತರಸ್ತನ್ವೋ ೭-೯೧-೪
ಯಾವದಿದ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವ ೧-೧೦೮-೨
ಯಾವನ್ಮಾತ್ರಮುಷಸೋ ೧೦-೮೮-೧೯ ; ನಿ. ೭-೩೧
ಯಾವಯದ್ದ್ವೇಷಸಂ ತ್ವಾ ೪-೫೨-೪
ಯಾವಯದ್ದ್ವೇಷಾ ಋತಪಾ ಋತೇಜಾಃ ೧-೧೧೩-೧೨
ಯಾವಯಾ ವೃಕ್ಯಂ ವೃಕಂ ೧೦-೧೨೭-೬
ಯಾ ವಾಂ ಶತಂ ನಿಯುತೋ ಯಾಃ ೭-೯೧-೬
ಯಾ ವಾಂ ಸಂತಿ ಪುರುಸ್ಪೃಹಃ (೦| ಅಸ್ಮೇ ತಾ) ೪-೪೭-೪
ಯಾ ವಾಂ ಸಂತಿ ಪುರುಸ್ಪೃಹಃ (೦| ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ) ೬-೬೦-೮ ; ಸಾಮ. ೯೧೨
ಯಾ ವಾಂ ಕಶಾ ಮಧುಮತಿ ೧-೨೨-೩ ; ವಾ. ಯ. ೭-೧೧ ; ತೈ. ಸಂ. ೧-೪-೬-೧
ಯಾ ವಾ ತೇ ಸಂತಿ ದಾಶುಷೇ ೭-೩-೮
ಯಾವಿತ್ಥಾ ಶ್ಲೋಕಮಾದಿವ ೧-೯೨-೧೭ ; ಸಾಮ. ೧೭೩೬
ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಂ ಜನಿತಾರಾ ೬-೬೯-೨
ಯಾ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ೧೦-೧೧೩-೭
ಯಾ ವೃತ್ರಹಾ ಪರಾವತಿ ೮-೪೫-೨೫
ಯಾ ವೋ ಭೇಷಜಾ ಮರುತಃ ೨-೩೩-೧೩
ಯಾ ವೋ ಮಾಯಾ ಅಭಿದ್ರುಹೇ ೨-೨೭-೧೬
ಯಾ ಶರ್ಧಾಯ ಮಾರುತಾಯ ೬-೪೮-೧೦
ಯಾಶ್ಚೇದಮುಪಶೃಣ್ವಂತಿ ೧೦-೯೭-೨೧ ; ವಾ.ಯ. ೧೨-೯೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೬-೫
ಯಾಸಾಂ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ಯಾತಿ ೭-೪೯-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೧-೩೩-೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೫-೬-೧-೧
ಯಾಸಾಂ ತಿಸ್ರಃ ಪಂಚಾಶತೋ ೧-೧೩೩-೪
ಯಾಸಿ ಕುತ್ಸೇನ ಸರಥಂ ೪-೧೬-೧೧ ; ನಿ. ೫-೧೫
ಯಾ ಸುಜೂರ್ಣಿಃ ಶ್ರೇಣಿಃ ಸುಮ್ನ ೧೦-೯೫-೬
ಯಾ ಸುನೀಥೇ ಶೌಚದ್ರಥೇ ೫-೭೯-೨; ಸಾ. ೧೭೪೧
ಯಾ ಸುಬಾಹುಃ ಸಾಂಗುರಿಃ ೨-೩೨-೭ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೪೬-೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೧-೧೧-೪
ಯಾ ಸುರಥಾ ರಥೀತಮೋಭಾ ೧-೨೨-೨
ಯಾಸು ರಾಜಾ ವರುಣೋ ಯಾಸು ೫-೪೯-೭
ಯಾಸ್ತೇ ಧಾರಾ ಮಧುಶ್ಚ್ಯುತೋ ೯-೬೨-೭; ಸಾಮ. ೯೭೯
ಯಾಸ್ತೇ ಪೂಷನ್ನಾವೋ ೬-೫೮-೩ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨; ೫-೫-೫
ಯಾಸ್ತೇ ಪ್ರಜಾ ಅಮೃತಸ್ಯ ೧-೪೩-೯
ಯಾಸ್ತೇ ರಾಕೇ ಸುಮತಯಃ ೨-೩೨-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೪೮-೨ ; ತೈ. ಸಂ. ೩-೩-೧೧-೫
ಯುಕ್ತಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ೧-೮೨-೫
ಯುಕ್ತಾ ಮಾತಾಸೀದ್ಧುರಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯಾ ೧-೧೬೪-೯ ; ಅಥರ್ವ. ೯-೯-೯
ಯುಕ್ತೋ ಹ ಯದ್ವಾಂ ತೌಗ್ರ್ಯಾಯ ೧-೧೫೮-೩
ಯುಕ್ಷ್ವಾ ಹಿ ಕೇಶಿನಾ ಹರೀ ೧-೧೦-೩ ; ಸಾಮ. ೧೩೪೬ ; ವಾ. ಯ. ೮-೩೪
ಯುಕ್ಷ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಂ ರಥಾಸಹಾ ೮-೨೬-೨೦
ಯುಕ್ಷ್ವಾ ಹಿ ದೇವಹೂತಮಾಂ ಅಶ್ವಾಂ ೮-೭೫-೧ ; ವಾ.ಯ. ೧೩-೩೭; ೩೩-೪; ತೈ.ಸಂ. ೨-೬-೧೧-೧
ಯುಕ್ಷ್ವಾ ಹಿ ವಾಜಿನೀವತೀ ೧-೯೨-೧೫ ; ಸಾಮ. ೧೭೩೩
ಯುಕ್ಷ್ವಾ ಹಿ ವೃತ್ರಹಂತಮ ೮-೩-೧೭; ಸಾಮ. ೩೦೧
ಯುಕ್ಷ್ವಾ ಹ್ಯರುಷೀ ರಥೇ ೧-೧೪-೧೨
ಯುಗೇಯುಗೇ ವಿದಥ್ಯಂ ಗೃಣದ್ಭ್ಯಃ ೬-೮-೫
ಯುಙ್ಗ್ಧ್ವಂ ಹ್ಯರುಷೀ ರಥೇ ೫-೫೬-೬
ಯುಜಂ ಹಿ ಮಾಮಕೃಥಾ ಆದಿದಿ ೫-೩೦-೮
ಯುಜಾ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜನಯನ್ ೧೦-೫೫-೮

ರ

ರಕ್ಷಾಣೋ ಅಗ್ನೇ ತವ ೪-೩-೧೪
ರಕ್ಷಾ ಸು ನೋ ಅರರುಷಃ ೯-೨೯-೫
ರಕ್ಷೋಹಣಂ ವಾಜಿನಮಾ ಜಿಘರ್ಮಿ ೧೦-೮೭-೧; ಅಥರ್ವ. ೮-೩-೧; ತೈ. ಸಂ. ೧-೨-೧೪-೬
ರಕ್ಷೋಹಾ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ ೯-೧-೨; ಸಾಮ. ೬೯೦; ವಾ. ಯ. ೨೬-೨೬
ರಣ್ವಃ ಸಂದೃಷ್ಟೌ ಪಿತುಮಾನ್ ೧೦-೬೪-೧೧
ರಥಂ ಯಾಂತಂ ಕುಹ ೧೦-೪೦-೧
ರಥಂ ಯುಂಜತೇ ಮರುತಃ ಶುಭೇ ೫-೬೩-೫; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೫-೩; ನಿ. ೪-೧೯
ರಥಂ ಯೇ ಚಕ್ರುಃ ಸುವೃತಂ ನರೇಷ್ಠಾಂ ೪-೩೩-೮
ರಥಂ ಯೇ ಚಕ್ರುಃ ಸುವೃತಂ ಸುಚೇತಸೋ ೪-೩೬-೨
ರಥಂ ವಾಮನುಗಾಯಸಂ ೮-೫-೩೪
ರಥಂ ಹಿರಣ್ಯವಂಧುರಂ ಹಿರಣ್ಯಾಭೀಶುಂ ೮-೫-೨೮
ರಥಂ ಹಿರಣ್ಯವಂಧುರಂ ಇಂದ್ರವಾಯೂ ೪-೪೬-೪
ರಥಂ ನು ಮಾರುತಂ ವಯಂ ೫-೫೬-೮; ನಿ ೧೧-೫೦
ರಥವಾಹನಂ ಹವಿರಸ್ಯ ೬-೭೫-೮; ವಾ. ಯ. ೨೯-೪೫; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೬-೩
ರಥಾನಾಂ ನ ಯೇಽರಾಃ ೧೦-೭೮-೪
ರಥಾಯ ನಾವಮುತನೋ ೧-೧೪೦-೧೨
ರಥಿರಾಸೋ ಹರಯೋ ಯೇ ತೇ ಅಸ್ರಿ ೮-೫೦-೮
ರಥೀತಮಂ ಕಪರ್ದಿನಂ ೬-೫೫-೨
ರಥೀವ ಕಶಯಾಶ್ವಾಁ ೫-೮೩-೩
ರಥೇ ತಿಷ್ಠನ್ನಯತಿ ವಾಜಿನಃ ೬-೭೫-೬; ವಾ. ಯ. ೨೯-೪೩; ತೈ. ಸಂ. ೪-೬-೬-೨; ನಿ. ೯-೧೬
ರಥೇನ ಪೃಥುಪಾಜಸಾ ೪-೪೬-೫
ರಥೇಷ್ಠಾಯಾಧ್ವರ್ಯವಃ ೮-೪-೧೩
ರಥೋ ನ ಯಾತಃ ಶಿಕ್ವಭಿಃ ೧-೧೪೧-೮
ರಥೋ ಯೋ ವಾಂ ತ್ರಿವಂಧುರೋ ೮-೨೨-೫
ರದತ್ಪಥೋ ವರುಣಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ೭-೮೭-೧
ರಪತ್ಕವಿರಿಂದ್ರಾರ್ಕಸಾತೌ ೧-೧೭೪-೭
ರಪದ್ಗಂಧರ್ವೀರಪ್ಯಾ ೧೦-೧೧-೨; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೧೯
ರಮಧ್ವಂ ಮೇ ವಚಸೇ ಸೋಮ್ಯಾಯ ೩-೩೩-೫; ನಿ. ೨-೨೫
ರಯಿಂ ಸುಕ್ಷತ್ರಂ ಸ್ವಪತ್ಯಂ ೧-೧೧೬-೧೯
ರಯಿಂ ದಿವೋ ದುಹಿತರೋ ೪-೫೧-೧೦
ರಯಿಂ ನಶ್ಚಿತ್ರಮಶ್ವಿನಂ ೯-೪-೧೦; ಸಾಮ. ೧೦೫೬
ರಯಿರ್ನ ಚಿತ್ರಾ ಸೂರೋ ೧-೬೬-೧
ಯಯಿರ್ನ ಯಃ ಪಿತೃವಿತ್ತೋ ೧-೭೩-೧
ರರೇ ಹವ್ಯಂ ಮತಿಭಿರ್ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಂ ೭-೩೯-೬
ರಶ್ಮೀಁರಿವ ಯಚ್ಛತಮಧ್ವರಾಁ ೮-೩೫-೨೧
ರಸಂ ತೇ ಮಿತ್ರೋ ಅರ್ಯಮಾ ೯-೬೪-೨೪; ಸಾಮ. ೧೦೭೮
ರಸಾಯ್ಯಃ ಪಯಸಾ ಪಿನ್ವಮಾನ ೯-೯೭-೧೪; ಸಾಮ. ೮೦೭
ರಾಕಾಮಹಂ ಸುಹವಾಂ ಸುಷ್ಟುತೀ ಹುವೇ ೨-೩೨-೪; ಅಥರ್ವ. ೭-೪೮-೧; ತೈ. ಸಂ. ೩-೩-೧೧-೫; ನಿ. ೧೧-೩೧
ರಾಜಂತಮಧ್ವರಾಣಾಂ ೧-೧-೮; ವಾ. ಯ. ೩-೨೩; ತೈ. ಸಂ. ೧-೫-೬-೨
ರಾಜಾನಾವನಭಿದ್ರುಹಾ ೨-೪೧-೫; ಸಾಮ. ೯೧೧
ರಾಜಾನೋ ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಭಿಃ ೯-೧೦-೩; ಸಾಮ ೧೧೨೧
ರಾಜಾ ಮೇಧಾಭಿರೀಯತೇ ೯-೬೫-೧೬; ಸಾಮ ೮೩೩
ರಾಜಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಪೇಶೋ ನದೀನಾಂ ೭-೩೪-೧೧
ರಾಜಾ ಸಮುದ್ರಂ ನದ್ಯೋ ೯-೮೬-೮
ರಾಜಾ ಸಿಂಧೂನಾಮವಸಿಷ್ಟ ೯-೮೯-೨
ರಾಜಾ ಸಿಂಧೂನಾಂ ಪವತೇ ಪತಿಃ ೯-೮೬-೩೩
ರಾಜೇವ ಹಿ ಜನಿಭಿಃ ೭-೧೮-೨
ರಾಜ್ಞೋ ನು ತೇ ವರುಣಸ್ಯ ೧-೯೧-೩; ೯-೮೮-೮
ರಾತಿಂ ಯದ್ವಾಮರಕ್ಷಸಂ ಹವಾಮಹೇ ೮-೧೦೧-೮
ರಾತ್ರೀಭಿರಸ್ಮಾ ಅಹಭಿಃ ೧೦-೧೦-೯; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೧೦
ರಾತ್ರೀ ವ್ಯಖ್ಯದಾಯತೀ ೧೦-೧೨೭-೧; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೬-೧೦
ರಾಯಃ ಸಮುದ್ರಾಁಶ್ಚತುರೋ ೯-೩೩-೬; ಸಾಮ. ೮೭೧
ರಾಯಸ್ಕಾಮೋ ವಜ್ರಹಸ್ತಂ ೭-೩೨-೩

ವ

ಶ

ಷ

ಸ

ಸ ಮನ್ಯು ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ೮-೭೮-೬
ಸ ಮರ್ತೋ ಅಗ್ನೇ ಸ್ವನೀಕರೇವಾನ್ ೭-೧-೨೩
ಸ ಮರ್ಮೃಜಾನ ಆಯುಭಿಃ ಪ್ರಯಸ್ವಾನ್ ೯-೬೬-೨೩
ಸ ಮರ್ಮೃಜಾನ ಆಯುಭಿರಿಭೋ ೯-೫೭-೩; ಸಾಮ. ೧೭೬೩
ಸ ಮರ್ಮೃಜಾನ ಇಂದ್ರಿಯಾಯ ೯-೭೦-೫
ಸಮಶ್ವಿನೋರವಸಾ ೫-೪೨-೧೮; ೫-೪೩-೧೭; ೫-೭೬-೫-೭೭-೫
ಸಮಸ್ಮಿನ್ನಾಯಮಾನ ಆಸತ ೧೦-೯೫-೭; ನಿ ೧೦-೪೭
ಸಮಸ್ಯ ಮನ್ಯವೇ ವಿಶೋ ೮-೬-೪; ಸಾಮ. ೧೩೭; ೧೬೫೧: ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೦೭-೧
ಸಮಸ್ಯ ಹರಿಂ ಹರಯೋ ೯-೯೬-೨
ಸ ಮಹ್ನಾ ವಿಶ್ವಾ ದುರಿತಾನಿ ೭-೧೨-೨; ಸಾಮ. ೧೩೦೫
ಸ ಮಾತರಾ ನ ದದೃಶಾನ ೯-೭೦-೬
ಸ ಮಾತರಾ ವಿಚರನ್ ವಾಜಯನ್ ೯-೬೮-೪
ಸ ಮಾತರಾ ಸೂರ್ಯೇಣಾ ೬-೩೨-೨
ಸ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಪುರುವಾರ ೧-೯೬-೪
ಸಮಾನ ಊರ್ವೇ ಅಧಿ ಸಂಗತಾಸಃ ೭-೭೬-೫
ಸಮಾನಂ ವತ್ಸಮಭಿ ೧-೧೪೬-೩
ಸಮಾನಂ ವಾಂ ಸಜಾತ್ಯಂ ೮-೭೩-೧೨
ಸಮಾನಂ ನೀಳಂ ವೃಷಣೋ ೧೦-೫-೨
ಸಮಾನಮಂಜ್ಯೇಷಾಂ ೮-೨೦-೧೧
ಸಮಾನಮಸ್ಮಾ ಅನಪಾವೃತ್ ೧೦-೮೯-೩
ಸಮಾನಮು ತ್ಯಂ ಪುರುಹೂತಂ ೧೦-೪೧-೧
ಸಮಾನಮೇತದುದಕಂ ೧-೧೬೪-೫೧; ತೈ. ಆ. ೧-೯-೫; ನಿ. ೬-೨೨; ೭-೨೩
ಸಮಾನಂ ಪೂರ್ವೀರಭಿ ವಾವಶಾನಾ ೧೦-೧೨೩-೩
ಸಮಾನಯೋಜನೋ ಹಿ ವಾಂ ೧-೩೦-೧೮
ಸಮಾನೀವ ಆಕೂತಿಃ ೧೦-೧೯೧-೪; ಅಥರ್ವ. ೬-೬೪-೩; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೪-೫
ಸ ಮಾನುಷೀಷು ದೂಳಭೋ ೪-೯-೨
ಸ ಮಾನುಷೇ ವೃಜನೇ ಶಂತಮೋ ೧-೧೨೮-೭;
ಸಮಾನೇ ಅಹಂತ್ರಿರವದ್ಯಗೋಹನಾ ೧-೩೪-೩

ಸಮಾನೋ ಅಧ್ವಾ ಸ್ವಸ್ರೋರನಂತ ೧-೧೧೩-೩: ಸಾಮ. ೧೭೫೧
ಸಮಾನೋ ಮಂತ್ರಃ ಸಮಿತಿಃ ೧೦-೧೯೧-೩; ಅಥರ್ವ ೬-೬೪-೨; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೪-೫
ಸಮಾನೋ ರಾಜಾ ವಿಭೃತಃ ೩-೫೫-೪
ಸಮಾನ್ಯಾ ವಿಯುತೇ ದೂರೇ ೩-೫೪-೭; ನಿ. ೪-೨೫
ಸ ಮಾಮೃಜೇ ತಿರೋ ಅಣ್ವಾನಿ ೯-೧೦೭-೧೧; ಸಾಮ ೧೬೯೦
ಸಮಾವವರ್ತಿ ವಿಷ್ಠಿತೋ ೨-೩೮-೬
ಸ ಮಾಹಿನ ಇಂದ್ರೋ ಅರ್ಣೋ ೨-೧೯-೩
ಸಮಿತ್ತಮಘಮಶ್ನವತ್ ೮-೧೮-೧೪
ಸಮಿತ್ತಾನ್ವೃತ್ರಹಾಖಿದದ್ ೮-೭೭-೩
ಸಮಿತ್ಸಮಿತ್ಸುಮನಾ ೩-೪-೧
ಸಮಿದ್ಧಮಗ್ನಿಂ ಸಮಿಧಾ ಗಿರಾ ೬-೧೫-೭; ಸಾಮ. ೧೫೬೭
ಸಮಿದ್ಧಶ್ಚಿತ್ಸಮಿಧ್ಯಸೇ ೧೦-೧೫೦-೧
ಸಮಿದ್ಧಸ್ಯ ಪ್ರಮಹಸೋ ೫-೨೮-೪
ಸಮಿದ್ಧಸ್ಯ ಶ್ರಯಮಾಣಃ ೩-೮-೨; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೬-೧-೧
ಸಮಿದ್ಧಾಗ್ನಿರ್ವನವತ್ಸ್ತೀರ್ಣ. ೫-೩೭-೨
ಸಮಿದ್ಧೇ ಅಗ್ನೌ ಸುತ ಇಂದ್ರ ೬-೪೦-೩
ಸಮಿದ್ಧೇಷ್ವಗ್ನಿಷ್ವಾನಜಾನಾ ೧-೧೦೮-೪
ಸಮಿದ್ಧೋ ಅಗ್ನ ಆ ವಹ ೧-೧೪೨-೧
ಸಮಿದ್ಧೋ ಅಗ್ನ ಆಹೂತ ದೇವಾನ್ ೫-೨೮-೫; ತೈ. ಸಂ. ೨-೫-೮-೬; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೫-೨-೩
ಸಮಿದ್ಧೋ ಅಗ್ನಿರ್ದಿವಿ ೫-೨೮-೧
ಸಮಿದ್ಧೋ ಅಗ್ನಿರ್ನಿಹಿತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ೨-೩-೧
ಸಮಿದ್ಧೋ ಅದ್ಯ ಮನುಷೋ ದುರೋಣೇ ೧೦-೧೧೦-೧; ಅಥರ್ವ. ೫-೧೨-೧; ವಾ. ಯ. ೨೯-೨೫; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೩-೬-೩-೧; ನಿ. ೮-೫
ಸಮಿದ್ಧೋ ಅದ್ಯ ರಾಜಸಿ ೧-೧೮೮-೧
ಸಮಿದ್ಧೋ ವಿಶ್ವತಸ್ಪತಿಃ ೯-೫-೧
ಸಮಿಧಾಗ್ನಿಂ ದುವಸ್ಯತ ೮-೪೪-೧; ವಾ. ಯ. ೩-೧; ೧೨-೩೦; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೩-೧; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೧-೨-೧-೯

ಸಂ ಭಾನುನಾ ಯತತೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ೫-೩೭-೧ ; ನಿ. ೫-೭
ಸಂ ಭೂಮ್ಯಾ ಅಂತಾ ೭-೮೩-೩
ಸಂ ಮಾಗ್ನೇ ವರ್ಚಸಾ ೧-೨೩-೨೪ ; ಅಥರ್ವ. ೭-೮೯-೨ ; ೯-೧-೧೫ ; ತೈ. ಸಂ. ೧೦-೫-೪೭
ಸಂ ಮಾ ತಪಂತ್ಯಭಿತಃ (೦। ನಿ ಬಾಧತೇ) ೧೦-೩೩-೨
ಸಂ ಮಾ ತಪಂತ್ಯಭಿತಃ (೦। ಮೂಷೋ) ೧-೧೦೫-೮ ; ನಿ. ೪-೬
ಸಂ ಮಾತೃಭಿರ್ನ ಶಿಶುಃ ೯-೯೩-೨ ; ಸಾಮ. ೧೪೮೯
ಸಂಮಿಶ್ಲೋ ಅರುಷೋ ಭವ ೯-೬೧-೨೧ ; ಸಾಮ. ೮೧೭
ಸಂಮೀಲ್ಯ ಯದ್ಭುವನಾ ೧-೧೬೧-೧೨
ಸಮ್ಯಕ್ಸಮ್ಯಞ್ಚೋ ಮಹಿಷಾ ೯-೭೩-೨
ಸಮ್ಯಕ್ಸ್ರವಂತಿ ಸರಿತೋ ನ ೪-೫೮-೬ ; ವಾ. ಯ. ೧೩-೩೮ ; ೧೭-೯೪ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೨-೯-೬
ಸಂ ಯಜ್ಞನಾನ್ಕ್ರತುಭಿಃ ೧-೧೩೨-೫
ಸಮ್ರಾಜಾ ಉಗ್ರಾ ವೃಷಭಾದಿವ ೫-೬೩-೩
ಸಮ್ರಾಜಾ ಯಾ ಘೃತಯೋನೀ ೫-೬೮-೨ ; ಸಾಮ. ೧೧೪೪
ಸಮ್ರಾಜಾವಸ್ಯ ಭುವನಸ್ಯ ೫-೬೩-೨
ಸಮ್ರಾಜೋ ಯೇ ಸುವೃಧೋ ಯಜ್ಞಂ ೧೦-೬೩-೫
ಸಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಶ್ವಶುರೇ ಭವ ೧೦-೮೫-೪೬ ; ಅಥರ್ವ. ೧೪-೧-೪೪
ಸಮ್ರಾಳನ್ಯಃ ಸ್ವರಾಳನ್ಯ ೭-೮೨-೨
ಸ ಯಂತಾ ವಿಪ್ರ ಏಷಾಂ ೩-೧೩-೩
ಸ ಯಹ್ವ್ಯೋಽವನೀರ್ಗೋಷ್ವರ್ವಾ ೧೦-೯೯-೪
ಸ ಯುಧ್ಮಃ ಸತ್ವಾ ಖಜಕೃತ್ಸಮ ೬-೧೮-೨
ಸ ಯೋಜತೇ ಅರುಷಾ ವಿಶ್ವಭೋಜ ೭-೧೬-೨ ; ಸಾಮ. ೭೫೦ ; ವಾ. ಯ. ೧೫-೩೩ ; ತೈ. ಸಂ. ೪-೪-೪-೪
ಸ ಯೋ ನ ಮುಹೇ ನ ಮಿಥೂ ೬-೧೮-೮
ಸ ಯೋ ವೃಷಾ ನರಾಂ ನ ೧-೧೪೯-೨
ಸ ಯೋ ವೃಷಾ ವೃಷ್ಣ್ಯೇಭಿಃ ೧-೧೦೦-೧ ; ತೈ. ಬ್ರಾ ೨-೮-೩-೬

ಸ ಯೋ ವ್ಯಸ್ಥಾದಭಿ ೨-೪-೭
ಸ ರಂಹತ ಉರುಗಾಯಸ್ಯ ೯-೯೭-೯ ; ಸಾಮ. ೧೧೧೮
ಸ ರತ್ನಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಸು ೧-೪೧-೬
ಸ ರಥೇನ ರಥೀತಮೋ ೬-೪೫-೧೫
ಸ ರಂಧಯತ್ಸದಿವಃ ೨-೧೯-೬
ಸರಸ್ವತಿ ತ್ವಮಸ್ಮಾಂ ೨-೩೦-೮
ಸರಸ್ವತಿ ದೇವನಿದೋ ನಿ ೬-೬೧-೩
ಸರಸ್ವತಿ ಯಾ ಸರಥಂ ೧೦-೧೭-೮ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೪೩
ಸರಸ್ವತೀಂ ಯಾಂ ಪಿತರೋ ೧೦-೧೭-೯ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೪೨
ಸರಸ್ವತೀಂ ದೇವಯಂತೋ ಹವಂತೇ ೧೦-೧೭-೭ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೧-೪೧
ಸರಸ್ವತೀ ಸರಯುಃ ಸಿಂಧುಃ ೧೦-೬೪-೯
ಸರಸ್ವತೀ ಸಾಧಯಂತೀ ೨-೩-೮
ಸರಸ್ವತ್ಯಭಿ ನೋ ನೇಷಿ ೬-೬೧-೧೪ ; ತೈ. ಬ್ರಾ. ೨-೪-೩-೧
ಸರಸ್ವಾನ್ಧೀಭಿರ್ವರುಣಃ ೧೦-೬೬-೫
ಸ ರಾಜಸಿ ಪುರುಷ್ಟುತಂ ಏಕೋ ೮-೧೫-೩ ; ಅಥರ್ವ ೨೦-೬೧-೬ ; ೨೦-೬೨-೧೦
ಸ ರಾಯಸ್ಖಾಮುಪ ಸೃಜಾ ೬-೩೬-೪
ಸ ರುದ್ರೇಭಿರಶಸ್ತವಾರ ೧೦-೯೯-೫
ಸರೂಪೈರಾ ಸು ನೋ ಗಹಿ ೮-೩೪-೧೨
ಸ ರೇತೋಧಾ ವೃಷಭಃ ೭-೧೦೧-೬
ಸ ರೇವಾಂ ಇವ ವಿಶ್ಪತಿಃ ೧-೨೭-೧೨ ; ಸಾಮ. ೧೬೬೫
ಸ ರೋಚಯಜ್ಜನುಷಾ ರೋದಸೀ ೩-೨-೨
ಸ ರೋರುವದಭಿಪೂರ್ವಾ ೯-೬೮-೨
ಸ ರೋರುವದ್ ವೃಷಭಃ ೧೦-೨೮-೨
ಸಗರ್ಾ ಇವ ಸೃಜತಂ ಸುಷ್ಟುತೀರುಪ ೮-೩೫-೨೦
ಸರ್ವಂ ಪರಿಕ್ರೋಶಂ ಜಹಿ ೧-೨೯-೭ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೭೪-೭
ಸರ್ವೇ ನಂದಂತಿ ಯಶಸಾ ೧೦-೭೧-೧೦
ಸ ವಜ್ರಭೃದ್ದಸ್ಯುಹಾ ೧-೧೦೦-೧೨

ಸ ಸುನ್ವತ ಇಂದ್ರಃ ಸೂರ್ಯಂ ೨-೧೯-೫
ಸ ಸುನ್ವೇ ಯೋ ವಸೂನಾಂ ೯-೧೦೮-೧೩ ; ಸಾಮ. ೫೮೨ ; ೧೦೯೬
ಸ ಸುಷ್ಟುಭಾ ಸ ಋಕ್ವತಾ ಗಣೇನ ೪-೫೦-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೮೮-೫ : ತೈ. ಸಂ. ೨-೩-೧೪-೪
ಸ ಸುಷ್ಟುಭಾ ಸ ಸ್ತುಭಾ ೧-೬೨-೪
ಸ ಸೂನುಭಿರ್ನ ರುದ್ರೇಭಿರ್ಋಭ್ವಾ ೧-೧೦೦-೫
ಸ ಸೂನುರ್ಮಾತರಾ ಶುಚಿಃ ೯-೯-೩ ; ಸಾಮ. ೯೩೬
ಸ ಸೂರ್ಯಃ ಪರ್ಯುರೂ ವರಾಂಸಿ ೧೦-೮೯-೨
ಸ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಪುರೋ ನ ಉದ್ಗಾಃ ೭-೬೨-೨
ಸ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಪರಿವ್ಯತ ೯-೮೬-೩೨
ಸ ಸೃವಾಂಸಮಿವ ತ್ಮನಾ ೩-೯-೫
ಸ ಸೋಮ ಆಮಿಶ್ಲತಮಃ ೬-೨೯-೪
ಸಸ್ತು ಮಾತಾ ಸಸ್ತು ಪಿತಾ ೭-೫೫-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೪-೫-೬
ಸ ಸ್ತೋಮ್ಯಃ ಸ ಹವ್ಯಃ ೮-೧೬-೮
ಸಸ್ಥಾವಾನಾ ಯವಯಸಿ ೮-೩೭-೪
ಸಸ್ನಿಮವಿಂದಚ್ಚರಣೇ ೧೦-೧೩೯-೬ ; ತೈ. ಆ. ೪-೧೧-೮ ; ನಿ. ೫-೧
ಸ ಸ್ಮಾ ಕೃಣೋತಿ ಕೇತುನಾ ೫-೭-೪
ಸಸ್ವಶ್ಚಿದ್ಧಿ ತನ್ವಃ ೭-೫೯-೭
ಸ ಸ್ವಶ್ಚಿದ್ಧಿ ಸಮೃತಿಸ್ತ್ವೇಷ್ಯೇ ೭-೬೦-೧೦
ಸಹದಾನುಂ ಪುರುಹೂತ ಕ್ಷಿಯಂತಂ ೩-೩೦-೮ ; ವಾ. ಯ. ೧೮-೬೯ ; ನಿ. ೬-೧
ಸಹ ವಾಮೇನ ನ ಉಷೋ ೧-೪೮-೧
ಸ ಹವ್ಯವಾಳಮರ್ತ್ಯಃ ೩-೧೧-೨; ವಾ. ಯ. ೨೨-೧೬; ತೈ. ಸಂ. ೪-೧-೧೧-೪
ಸಹ ಶ್ರುತ ಇಂದ್ರೋ ನಾಮ ೨-೨೦-೬
ಸಹ ಸ್ತೋಮಾಃ ಸಹಚ್ಛಂದಸ ೧೦-೧೩೦-೭ ; ವಾ. ಯ. ೩೪-೪೯
ಸಹಸ್ರಂ ವ್ಯತೀನಾಂ ೪-೩೨-೧೭
ಸಹಸ್ರಂ ಸಾಕಮರ್ಚತ ೧-೮೦-೯
ಸಹಸ್ರಣೀಥಃ ಶತಧಾರೋ ೯-೮೫-೪
ಸಹಸ್ರಣೀಥಾಃ ಕವಯೋ ೧೦-೧೫೪-೫ ; ಅಥರ್ವ. ೧೮-೨-೧೮
ಸಹಸ್ರದಾ ಗ್ರಾಮಣೀಃ ೧೦-೬೨-೧೧
ಸಹಸ್ರಧಾ ಪಂಚದಶಾನಿ ೧೦-೧೧೪-೮ ; ಐ. ಆ. ೧-೧೬
ಸಹಸ್ರಧಾರಂ ವೃಷಭಂ ೯-೧೦೮-೮ ; ಸಾಮ. ೧೩೯೫
ಸಹಸ್ರಧಾರಃ ಪವತೇ ಸಮುದ್ರೋ ೯-೧೦೧-೬ ; ಸಾಮ. ೮೭೪ ; ಅಥರ್ವ. ೨೦-೧೩೭-೬
ಸಹಸ್ರಧಾರೇಽವ ತಾ ಅಸಶ್ಚತಃ ೯-೭೪-೬
ಸಹಸ್ರಧಾರೇಽವತೇ ಸಂ ೯-೭೩-೪; ಅಥರ್ವ. ೫-೬-೩
ಸಹಸ್ರಧಾರೇ ವಿತತೇ ಪವಿತ್ರ ೯-೭೩-೭
ಸಹಸ್ರಂ ತ ಇಂದ್ರೋತಯೋ ೧-೧೬೭-೧
ಸಹಸ್ರವಾಜಮಭಿಮಾತಿಷಾಹಂ ೧೦-೧೦೪-೭
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ೧೦-೯೦-೧ ; ಸಾಮ. ೬೧೭ ; ಅಥರ್ವ. ೧೯-೬-೧ ; ವಾ. ಯ. ೩೧-೧ ; ತೈ. ಆ. ೩-೧೨-೧
ಸಹಸ್ರಶೃಂಗೋ ವೃಷಭೋ ಯಃ ೭-೫೫-೭ ; ಅಥರ್ವ. ೪-೫-೧
ಸಹಸ್ರಸಾಮಾಗ್ನಿವೇಶಿಂ ೫-೩೪-೯
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೇಣ ಶತಶಾರದೇನ ೧೦-೧೬೧-೩ ; ಅಥರ್ವ. ೩-೧೧-೩ ; ೨೦-೯೬-೮
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ವಿಚರ್ಷಣಿಃ ೧-೭೯-೧೨
ಸಹಸ್ರಾ ತೇ ಶತಾ ವಯಂ ೪-೩೨-೧೮
ಸಹಸ್ರೇಣೇವ ಸಚತೇ ಯವೀಯುಧಾ ೮-೪-೬
ಸಹಸ್ರೇ ಪೃಷತೀನಾಂ ೮-೬೫-೧೧
ಸಹಸ್ರೋತಿಃ ಶತಾಮಘೋ ೯-೬೨-೧೪
ಸಹಸ್ವ ಮನ್ಯೋ ಅಭಿಮಾತಿಂ ೧೦-೮೪-೩ ; ಅಥರ್ವ ೪-೩೧-೩
ಸಹಾವಾ ಪೃತ್ಸು ತರಣಿಃ ೩-೪೯-೩
ಸ ಹಿ ಕ್ರತುಃ ಸ ಮರ್ಯಃ ೧-೭೭-೩
ಸ ಹಿ ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ಮನಸಸ್ಯ ೫-೪೪-೧೦
ಸ ಹಿ ಕ್ಷಪಾವಾಁ ಅಗ್ನೀ ೧-೭೦-೫
ಸ ಹಿ ಕ್ಷಯೇಣ ಕ್ಷಮ್ಯಸ್ಯ ೭-೪೬-೨
ಸ ಹಿ ಕ್ಷೇಮೋ ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಃ ೧೦-೨೦-೬
ಸ ಹಿ ತ್ವಂ ದೇವ ಶಶ್ವತೇ ೯-೯೮-೪
ಸ ಹಿ ದ್ಯುತಾ ವಿದ್ಯುತಾ ೧೦-೯೯-೨

ಹ